মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন সংখ্যা

বাঙ্গলার নবযুগের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বাঙ্গলার কথা

সম্পাদক—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

সহকারী সম্পাদক—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

প্রথম ভাগ } কলিকাতা, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯২১ ; ১৪ই আশ্বিন, ১৩২৮ } প্রথম সংখ্যা

P 30277

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বিষয় সূচী।

১। বাঙ্গলার কথা ... শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ
২। স্বরাজ-সাধনা ... "
৩। বঙ্গ-রক্ত ... "
৪। শিক্ষায় বিরোধ ... শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৫। বিজ্ঞাপন ...

নিয়মাবলী।

বার্ষিক মূল্য ৫৲ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য ২৷৹, এক সংখ্যার নগদ মূল্য ৵৹ এক আনা, মণিঅর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইতে হইবে, ভিঃ পিঃতে কাগজ পাঠানো হয় না। গ্রাহক হইতে হইলে প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

জাতীয় উন্নতির সহায়ক বিষয়ে বিজ্ঞাপন লওয়া হয়, অন্য বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। এক পৃষ্ঠা ২৪৲, আধ পৃষ্ঠা ১৫৲, সিকি পৃষ্ঠা ৮৲ টাকা। দীর্ঘ সময়ের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। টাকাকড়ি, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি কর্ম্মকর্তার নামে পাঠাইতে হইবে।

প্রবন্ধাদি সহকারী সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য। ডাক টিকিট ও ঠিকানা দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না। কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। জাতীয় নবজাগরণের আন্দোলন বিষয়ক বিশিষ্ট প্রবন্ধ গৃহীত হইতে পারে।

শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়।
কর্ম্মকর্ত্তা,—"বাঙ্গলার কথা।"
৭নং ভবানী দত্ত লেন,
হারিসন রোড,কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ের নিকট,
কলিকাতা।

বাঙ্গলার কথা।

বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রীষ্টান হউক, বাঙ্গালী বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙ্গালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্ত্তব্য আছে। বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙ্গালী সেই সৃষ্টিস্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারের রূপবৈচিত্র্যে বাঙ্গালী একটি বিশিষ্ট-রূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাঙ্গলা সেই রূপের মূর্ত্তি। আমার বাঙ্গলা সেই বিশিষ্টরূপের প্রাণ। যখন জাগিলাম, মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন।

সমস্ত মানব জাতির মধ্যে সত্য ভ্রাতৃভাব জাগাইতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহকে বিকশিত করিতে হইবে। তাহার পূর্ব্বে এই ভ্রাতৃভাব অসার কল্পনা মাত্র। জাতি তুলিয়া দিলে বিশ্বমানব দাঁড়াইবে কোথায়? যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির বিকাশ না হইলে একটি পরিবারের উন্নতি হয় না, যেমন পরিবারসমূহের উন্নতি না হইলে সমাজের উন্নতি হয় না, যেমন সমাজের উন্নতি না হইলে জাতির উন্নতি হয় না, ঠিক তেমনি সেই একই কারণে সকল ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট জাতির উন্নতি না হইলে সমগ্র মানবজাতির উন্নতি হয় না। বাঙ্গালীর শিরায় শিরায় যে রক্তই প্রবাহিত হউক না কেন, সে রক্ত আর্য্যই হউক কি

অনন্য হইল, কি [illegible] মিলিত হওয়াই উচিত। যাহা হউক, [illegible] স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ স্বীকার করিতে বাঙ্গালী কখনও কুণ্ঠিত হইবে না—বাঙ্গালীর শিক্ষায় দীক্ষায় সে বরাবর প্রস্তুত হইবে না কেন, বাঙ্গালী যে বাঙ্গালী, সে কথা [illegible] ভুলিতে পারে না, সে যে বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জলে বাড়িয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জলের গুণে নিজেই যে তাহার আদান-প্রদান চলিতেছে। আর সেই আদান প্রদানের মধ্যে যে একটা মিলন হয়, তাহাতে [illegible] হইয়াছে, সেই স্বাতন্ত্র্যের উপর বাঙ্গলার জাতিত্বের প্রতিষ্ঠা। অন্যান্য জাতির সহিত বাঙ্গলার শিক্ষা-দীক্ষার যে আদান-প্রদান, তাহাও এই জাতিত্বের লক্ষণ। [illegible] আগেই এক জাতি দান করিতে সক্ষম যে, গ্রহণ করিতেও সক্ষম হয়। ইহা সেই জাতির অবস্থার নিয়ম, স্বভাবের নিয়ম। তার পর বিরোধের কথা, [illegible] প্রভাবে যে কতকটা বিরোধ আসিয়া উঠে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। সেও যে জাতির স্বাভাবিক ধর্ম, তা বলিয়াই জাতিত্বকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। প্রত্যেক পরিবার মধ্যে প্রত্যেক সমাজে বিরোধ-বিসংবাদ ত লাগিয়াই আছে, তা বলিয়াই কি সেই ব্যক্তিগুলার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, না উড়াইয়া দিতে হইবে? শত প্রকারের বিরোধ-বিসংবাদের মধ্যেই মানুষ মানুষ হইয়া উঠে ও মিলনের পথ খুঁজিয়া পায়। এই যে সব বিশিষ্ট জাতিসমূহ, ইহাদের সম্বন্ধেও ঐ কথাই খাটে। এই বিরোধ-বিসংবাদ [illegible] মধ্যেই এই সব বিশিষ্ট জাতি সমস্ত মানবজাতির যে মিলন-মন্দির, সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে ও হইবে।

[illegible] জাতি যখন নিজ নিজ প্রকৃতির মধ্যে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যের গুণে উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাদের মধ্যে যথার্থ আদান-প্রদান ও মিলন সম্ভব হয়। যখন ইংরাজ ও বাঙ্গালী এই উভয় জাতিই সেই প্রকার উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, তখনই তাহাদের মধ্যে প্রকৃত মিলন হইবে। প্রকৃত মিলনের ফল এই যে, শত শত ভিন্ন ভিন্ন বিভিন্নরূপে বিকশিত স্বতন্ত্র জাতিসমূহ বিধাতার [illegible] ফুটিয়াছে, ফুটিতেছে, ইহাদের সকলের মধ্যেই যে একটা ঐক্য আছে, এই সব বিভিন্নতার যে কারণ তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয় না। জাতিত্ব যায় না—শুধু সকল জাতির সমস্ত বিশিষ্টতার মধ্যে যে একত্ব আছে, তাহাই জাগিয়া উঠে। এই জন্যই ইংরাজ [illegible] দেশে আসিয়াছিল। এখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যথার্থ মিলন। এই ক্ষেত্রেই Universal Brotherhood of man সম্ভব। [illegible] দেখিতেছি যে, the East and the West have met—not in vain. অর্থাৎ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য যে একত্র হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইবে না।

এখন দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশের উন্নতি-সাধন করিতে হইলে আমাদের এই সব আদর্শ জাতিত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, আমাদের ইতিহাসের ধারাকে উপেক্ষা না করিয়া ও সাক্ষী রাখিয়া আমাদের দেশের সকল দিকে বর্তমান অবস্থা আলোচনা করিতে হইবে এবং সেই আলোচনার ফলে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের স্বভাবধর্ম-সঙ্গত অথচ সার্ব্বভৌমিক উন্নতি সাধিত হইবে, [illegible] নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

আমার দেশবাসীদের নিকট আমার প্রাণের নিবেদন এই যে, বাঙ্গলার কথা যেন অচিরে বাঙ্গালীর কার্য্যে পরিণত হয়। সমবেত চেষ্টা চাই, সকলের উদ্যম চাই, বাঙ্গালীর স্বার্থত্যাগ চাই। এই যে জীবন-যজ্ঞ, ইহা শুদ্ধ-চিত্তে পবিত্র-প্রাণে আরম্ভ করিতে হইবে। সকল বিদ্বেষ, সকল স্বার্থ ইহাতে আহুতি দিতে হইবে। ইহাতে বর্ণধর্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকে আহ্বান করিতে হইবে। কর্মক্ষেত্রে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। কথঞ্চিৎ দমিলে চলিবে না, নিরাশ হইলে চলিবে না। যে অধিকার আজি আমরা দাবী করিতেছি, তাহা যুক্তি-সঙ্গত, ন্যায়-সঙ্গত, আমাদের স্বভাবধর্ম-সঙ্গত, মানুষের স্বাভাবিক অধিকার-সঙ্গত, আমাদের ধর্ম-সঙ্গত, জগতের ধর্ম-সঙ্গত। এই অধিকার হইতে আমাদের কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না। একবার এস, আমরা সকলে সমস্বরে বলি—"চাই এই অধিকার আমাদের, যাহা আমাদের, তাহা চাই।" একবার এস, আমরা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান সমস্বরে বলি—"চাই এই অধিকার আমাদের, যাহা আমাদের, তাহা চাই।" একবার এস, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র, চণ্ডাল, সব একত্র হইয়া সমস্বরে বলি,—"চাই এই অধিকার আমাদের, যাহা আমাদের, তাহা চাই।"—সকল প্রজা যখন এক হইয়া আন্তরিক মিলনে মিলিত হইয়া বলে 'চাই', জগতে এমন কোন রাজশক্তি নাই—যাহা সেই সমবেত আকাঙ্ক্ষার অপ্রতিহত বেগ রোধ করিতে পারে। এস ভাই খৃষ্টিয়ান, খৃষ্টের নামে প্রাণে প্রাণে বল 'চাই।' এস ভাই মুসলমান, তুমি আল্লার নামে প্রাণে প্রাণে বল 'চাই।' এস ভাই হিন্দু, তুমি নারায়ণের নামে প্রাণকে সাক্ষী রাখিয়া বল 'চাই।' ঐ [illegible] মা ডাকিতেছেন। এস এস, সবাই এস! সম্মুখে বিস্তৃত [illegible], এস এস, সবাই এস! বল ঈশ্বর! বল আল্লা, বল নারায়ণ, বল বন্দেমাতরম্।

স্বরাজ-সাধনা

স্বরাজ মানে কি? আর অসহযোগ মানেই বা কি? স্বরাজ মানে আর কিছু নয়,—স্বরাজের এমন অর্থ নয় যে পার্লামেন্ট থেকে একখানা এই তৈয়ারী করে আমাদের উপরে ফেলে। স্বরাজ সে জিনিস নয়। কেন নয়? স্বরাজ মানে কি? স্বরাজ মানে তোমার অন্তরে অন্তরে যে প্রকৃতি আছে সে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা। সবার উন্নতি এক রকমে হয় না, সব জাতির উন্নতি এক রকমে হয় না। যেমন প্রত্যেক [illegible] একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতি, এক মহা প্রকৃতির অধীন হলেও প্রত্যেক মানুষের একটা স্বতন্ত্র প্রকৃতি আছে, তেমনি প্রত্যেক জাতির একটা স্বতন্ত্র প্রকৃতি আছে, সে প্রকৃতির অনুসরণ করে সে জাতির মধ্যে সকল কল্যাণ হবে সেই প্রকৃতি যে প্রকৃতি আমরা হারিয়ে ফেলেছি, না—যে প্রকৃতি ঢাকা পড়েছে, কারণ প্রকৃতি কেহ হারাতে পারে না। আমাদের অনেক দিনের পরাধীনতার চাপে বিলাসস্রোতে আমাদের যা স্বরূপ আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে অন্তরে লুকিয়ে আছে, তার সাধনা, তাঁর সন্ধানই স্বরাজ। সে জিনিসটা কেউ দিতে পারে না। ইংরেজ একটা শাসন প্রণালী দিতে পারে, ইংরেজ বলতে পারে, তোমাদের কাজ কি? তোমরা স্বায়ত্তশাসন নাও। সেটা ত স্বরাজ নয়। সেটা তোমার উপার্জিত নয়, সাধনার ফল নয়। কেউ কি স্বরাজ দিতে পারে? তোমাকে অর্জন করতে হবে, তোমাকে নিজের সাধনায় যা বাস্তবিক সত্য প্রকৃতি সে সত্য প্রকৃতির সন্ধান ক'রে, তাকে বাহিরে উপস্থিত ক'রে জগতের সমক্ষে প্রকট করাতে হবে, এই স্বরাজের অর্থ। আমি সেদিন একটা কাগজে লিখেছিলাম যে এই স্বরাজ-সাধনা আমাদের অধিকারে। তিলক মহারাজ বলেছেন স্বরাজ আমাদের জন্ম-অধিকার। আমাদের অধিকার কেন? আমাদের অধিকার কারণ আমাদের যেটা প্রকৃতি তা অধিকার করা। যেমন আমার কোন ঐশ্বর্য থাকে, আমি বলব এ ঐশ্বর্য আমার অধিকার। স্বরাজ আমাদের ঐশ্বর্য, স্বরাজ আমাদের প্রকৃতি, আমাদের সত্য প্রকৃতি, সেইজন্য স্বরাজে আমাদের জন্ম-অধিকার। বিধাতা সে অধিকার আমাদের দিয়েছেন। আমাদের যা প্রকৃতি তা বিধাতার দান, বিধাতার লীলা। [illegible] চেয়ে বড় বিধাতার লীলা। সমস্ত জগতের ইতিহাস বিধাতার যে অনন্ত লীলা, তারই বহিঃপ্রকাশ। [illegible] ইতিহাস বাদ, ভারতের ইতিহাস চাই। [illegible] কি, লীলাময়ের স্বরূপ কি? তিনি চান [illegible] আমাদের বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলে তিনি নিজেকে বহু ক'রে [illegible] সে বহু উপভোগ করেন। মহাপ্রভু এই [illegible] বলে দিয়েছেন। নিজেকে বহু করে সেই বহুকে তিনি আস্বাদন করেন, সে আস্বাদন করার যে ফল সে ফল [illegible] লীলা নয়, সে ফল [illegible] ইতিহাস। তিনি মূলে নিজেকে বহু করেন, সুতরাং এই যে মনুষ্য জাতি একে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ক'রে,—এর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেন স্বয়ং ভগবান্। এই বৈশিষ্ট্য প্রকৃতি দিয়েছেন স্বয়ং ভগবান্, রক্ষা করেন তিনি। সেইজন্য স্বরাজে আমাদের জন্ম-সিদ্ধ অধিকার। এর কর্তব্য কি একলা হিন্দু-মুসলমানকে বুঝাতে হবে না। ইংরেজের রাজনীতি মানি না, তার ভিতর খুব কোন সত্য কথা থাকতে পারে না, আমার এই ধারণা। আমি অনেক পড়েছি, এখনও মনে হয়—তার অধিকাংশ কথা ভুল। এই স্বরাজে আমাদের অধিকার কেন বলছি। মানুষের ধর্ম বলতে কি বুঝি। স্থল-পথ থেকে উঠেছে, আর পূর্বে এসে তা পালন করতে হয়। এখন আমাদের কর্তব্য কি? এই ভারতে নূতন জাতি গড়ে উঠেছে ভগবানের লীলায়। আমাদের অধিকার তাঁর লীলায় যোগ দেওয়া। কারণ প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য প্রত্যেক জাতির কর্তব্য ভগবানের লীলার সহচর হওয়া। আমাদের সহচর হতে হবে তাঁর লীলায়ই। আজ কি কাল কি দুদিন পরে সহজ পথে কি কুটিল পথে ভগবানের লীলায় সহচর হতে হবে। এই যে বলেছি সহজ পথে কি কুটিল পথে এই লীলার মধ্যে তিনি ডাকেন, কেমন করে তিনিই জানেন, কোন্ পথে তিনিই জানেন। এই মূলধ্বনিই সত্যের সত্য।

স্বরাজ-সাধনা আমাদের কর্তব্য, তার কারণ ভগবানের লীলায় তাঁর সহচর আমাদের হতেই হবে। সার্থক ভাবে কি অজ্ঞানে জানি না কেহ কেহ জানেন, কেহ জানেন না। যিনি সজ্ঞান ক'রে জানেন, তিনি অনেক উপরে উঠে গেছেন কিন্তু জ্ঞানে কি অজ্ঞানে আমরা ভগবানের লীলার সহচর, সেই জন্য স্বরাজ আমাদের কর্তব্য। স্বরাজ তোমাকে চাইতে হবেই; তোমার প্রকৃতির সন্ধান তুমি করবে না, তোমার প্রকৃতির সাধনা করবে কি ইংরেজ? কি সমস্যার কথা! এমন দিন হয়েছে আমাদের দেশের যে সাধনা, বাংলা দেশের যা চরম সাধনা, মহাপ্রভু যে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন আজ সে কথা শিক্ষিত লোকের কাছে বলতে হয়, তারা বুঝতে পারেন না এমন আমাদের পতন হয়েছে। তুমি কেন স্বরাজ চাও, আমি কেন স্বরাজ চাই সে কথা কেমন করে বোঝাব। দাসত্বের কি জ্বালা কেমন করে বোঝাব? যে ক্ষুধিত সে কি বোঝাতে পারে কেন সে অন্ন চায়, আহার চায়। সে কি যুক্তির দ্বারা বোঝাতে পারে সে কি তর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে পারে কেন আহার চায়। আমার অন্তর জ্বালা করে না বলে আমি স্বরাজ চাই। এই যে দাসত্বের জ্বালায় জ্বলে মরছি তাই স্বরাজ চাই, আমি এই জ্বালা দূর করতে চাই। নিজের প্রকৃতির অনুসন্ধান করতে গেলে যা শিক্ষা যা বিদ্যাকে আশ্রয় করে আছে সে সব বিদ্যাগুলি একেবারে তাড়াতে না

পাশ্চাত্য নিজের প্রকৃতির সাধনা হয় না। আর সত্য খবরে চাই। আর আমাদের কি আদর্শ আছে আমাদের জীবনে [illegible] প্রত্যেক কর্ম আমাদের ধর্মের অঙ্গ। আমাদের শিক্ষা দীক্ষা আমাদের [illegible] বিলাতের ভার তা। বিলাতের ভার আমাদের সমস্যা আমাদের কর্তব্য আর যা কিছু সব পরের হাতে তুলে দিয়ে বসে আছি। যে পর যার সঙ্গে আমাদের প্রকৃতির কোন সাম্য নেই, সে পরকে দুহাতে আলিঙ্গন করে আঁকড়ে ধরে আছি, মনে করছি কি আমরা পেয়েছি। অথচ বুঝি সে আশ্রয় কি? সে যে মিথ্যা আশ্রয়, যে প্রয়োজন, সে যে মোহ, সে যে [illegible]। সেই [illegible] আশ্রয় যা নিজের প্রকৃতি নিজের অন্তরের উৎস নিঃসৃত করে যা তোমার অন্তরে ফোটে। সেটা তোমার অন্তরে তাকে বাইরে প্রকাশ কর, তাকে তুমি কোথা পেলে? একধারে তুলে দিয়ে ইংরেজের শিক্ষার উপর— যা তোমার বিদ্যা আশ্রয়। একথা নরনারীকে আজ শিখাতে হবে, শিক্ষিত মানুষকে আজ বোঝাতে হবে। আমাদের জাতীয় জীবনের সকল কাজ শিক্ষা দীক্ষা সমস্ত পরের হাতে দিয়ে বসেছি, তা পরের হাত থেকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আদায় করে নিতে হবে, সেই হল আমাদের স্বরাজের প্রতিষ্ঠা। যে শিক্ষা দীক্ষা এককাল একটা [illegible] দেশে বিদেশীর হাতে যা দিয়েছি, সেটা ধর্মের উপায় তাকে অর্থের উপায় করেছি, নিজকে ছলনা করেছি, নিজকে প্রতারিত করেছি, ভগবানের অপমান করেছি, সে মোহ [illegible] নিজকে উদ্ধার কর সাধনায় নিয়ে এস, টেনে নিয়ে এ[illegible]

বস্ত্র যজ্ঞ

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, কংগ্রেস বলেছে—বিদেশী কাপড় পোড়াও। আমার জ্ঞানী গুণী বন্ধু বলেছেন এমন ক'র না, অমন ক'র না। বলছেন খুলনায় পাঠিয়ে দাও, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত আমাদের যে ভাই রয়েছে তাদের কাছে পাঠিয়ে দাও। কথাটা শুনবামাত্র একটা ভাব আসে, পরের উপকার করার ভাব। আজ আমাদের ভাল করে উপলব্ধি করা চাই কেন বিদেশী বস্ত্রকে ধ্বংস করতে বলছি। বিদেশী বস্ত্রের অর্থ কি? আমার কাছে কি মানে পান? এগুলো আমাদের দাসত্বের নিদর্শন। আমরা যে দারিদ্র্যগ্রস্ত সে দারিদ্র্যের নিদর্শন; আমাদের অপমান। আমাদের ধর্মহীনতা আমাদের দাসত্ব, এ সকলের নিদর্শন।

আমি বিলাতে যখন শিক্ষা করতে গিয়েছিলাম আজ প্রায় ৩০ বৎসরের বেশী হয়ে গিয়েছে, তখন Herodotus এর একটি কথা পড়েছিলাম সেটা এই—"India seems to be a wonderful country. It drains the wealth of the world but gives nothing in return" অর্থাৎ ভারতবর্ষ পৃথিবীর ধন বহন করে নিয়ে আসে কিন্তু কিছু দেয় না। বলছে ভারতবর্ষ একটা আশ্চর্য্য দেশ, আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত এ কথার অর্থ বুঝতে পারি নি, আজ প্রায় দশ বৎসর হল এর অর্থ একদিন এক মুহূর্ত্তে আমি বুঝতে পারলাম। আর ও কথা [illegible] খ্রীষ্টাব্দে যে প্রাদেশিক সমিতির আমি সভাপতি ছিলাম তার সভাপতির অভিভাষণে বলেছিলাম, কেন ভারতবর্ষ নিতে পারে দিতে পারে না। আমার পরিচয়ের পক্ষে এই বস্ত্রের জাতির একটা প্রধান অর্থ। আমাদের এই রীতি ছিল খাওয়া হ'ক পরা হ'ক আমরা কারো দুয়ারে হাত পাতিনি। নিজের ঘরের ধান নিজের ক্ষেতে জন্মাত, নিজের কাপড় নিজের ঘরে তৈয়ারী হত। যে সময়ে তোমরা কিছুই কর না, শুধু অলসভাবে কাটাও, সে সময়ে চরকা ঘুরাবে দিনে আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা যে যেমন পার। সংসারে একটি পরিবারে চার পাঁচটি লোক থাকে, সবাই যখন অবসর থাকবে চরকা চালাবে। বৎসরের শেষে যে সূতা হবে সে সূতার দাম নেই, তারপর তোমার [illegible] তাঁতের [illegible] সুস্পষ্ট হবে, না থাকে তাঁতির ঘরে ফেলে দাও, [illegible] তুলা না থাকে কিনে দাও। কিন্তু তুলার যদি চাষ আরম্ভ হয়, এ বৎসর যে রকম আরম্ভ হয়েছে ২ বৎসরে প্রত্যেক গৃহস্থ-বাড়ীতে তুলার গাছ থাকবে। এ সব অলীক কথা নয় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে তুলার গাছ ছিল। আমি যখন একথা বুঝি সে সময় বাড়ীতে তুলার গাছ পুঁতেছিলাম, সে তুলা উৎকৃষ্ট তুলা, সে তুলায় ঢাকার মসলীন হয়েছে। ঢাকার মসলীন আমি দেখতে পাই না, প্রায় পাঁচ সাত বৎসর আগে ছিল। এমন অপরূপ জিনিষ আজ পর্য্যন্ত জগতে কোথাও হয়নি। যাঁরা বলেন চরকায় তেমন সূতা হয় না তাঁরা সে ইতিহাস জানেন না, জানতে চেষ্টা করেন না। চরকার সূতায় এ দেশী গাছের তুলায় ঢাকার মসলীন তৈয়ারী হয়েছে যা রোমের সম্রাট অনেক কষ্টে অনেক টাকা খরচ করে নিয়ে যেতেন। আমাদের যা আবশ্যক জিনিষ তা আমরা ঘরে তৈয়ারী করতাম, সুতরাং আমাদের অভাব ছিল না, ক্ষেতের ধান পুকুরের মাছ ঘরে গরুর দুধ বাঙ্গালীর আর চাই কি? আমি আজও বলি ছাই ভস্ম ত্যাগ কর হাতে খাওয়া পরা হতে পারে তাই হলেই বাঙ্গালীর যথেষ্ট, আর চাই কি?

আমাদের যে শিল্প বাঙলার যে শিল্প জগতের আদরের জিনিষ ছিল, সে শিল্প আমরা হারিয়েছি। এই যে সব সৌখীন শিল্প যা না হলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় এগুলি আমরা বিদেশে পাঠিয়ে বিকায় আর বিদেশ থেকে

বল দিতে পারতাম। কিন্তু জিনিসের দাম অমূল্য, আমি হয়তো পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে একটা ছবি কিনব, কিন্তু ছবির বাস্তবিক দাম পাঁচ হাজার টাকা নয়। [illegible] সেই সময় বলেছিলেন — ভারতবর্ষ পৃথিবীর ধন বহন করে নিয়ে আসে, কিন্তু কিছু দেয় না। আর পৃথিবী ভারতবর্ষের ধন নিয়ে যাচ্ছে, কেন? আমরা মনুষ্যত্ব হারিয়েছি, আমরা মনন হারিয়েছি, আমাদের যা কিছু শিল্প, জীবন বিরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, সেই কথাই এই স্থানে আলোচনা।

আজ আমাদের এই মহাযুগের আরম্ভ সময়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই নব অধ্যায়ে [illegible] প্রবেশ কর। আমার বক্তব্যের শেষ কথা [illegible] বলছি যে বাঙালীর কথার শেষ নেই, বাঙালী সব করতে পারে, অর্জন করতে পারে, গ্রহণ করতে পারে। বাঙালীর মন্ত্র করতে হবে খুব বড় করে নিজের মনের মধ্যে যে বিদেশী দ্রব্য আমি কিছুতেই নেব না। কথা বাঙালীর বলতে হবে, বাঙালী পারে আমি জানি। প্রয়োজনের জন্য না হলে প্রতিজ্ঞা কর বিদেশী দ্রব্য কিছুতেই নিব না। সেই ত সেদিন ইউরোপের যুদ্ধের সময়ে তোমার কাপড় এত কম হয়ে গিয়েছিল তুমি কাপড় কিনতে পারনি, আমি কি জানি না অনেক মেয়ের অনেক বাড়ীর কলাপাতার ঘটি পাতে লজ্জা নিবারণ করে বাড়ীর মধ্যে বন্ধ করে বসে থাকত। একদিন কিনতে পারনি, আর না হয় কিনতে হবে গেছে। বাঙালী সব পারে, বাঙালীর শক্তির পরিচয় অনেক, [illegible] পরিচয়ের কথা নয়। আজ শপথ কর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা কর যে বিদেশী দ্রব্য আর আমি কিনব না। কাপড়ের সময় যখন মায়ের লজ্জা নিবারণ করতে হবে তখন তোমার এত মিহি মার্জিত রে আনবো কাপড় চলতে পারবে না। একখানিতে [illegible] হয়, দু'খানা করে আলাদা আলাদা করে পর। লজ্জা? মেয়ের লজ্জা? আমি জিজ্ঞাসা করি কোন্ লজ্জাটা বেশী, দেহের লজ্জা না প্রাণের লজ্জা? আর মনুষ্যত্ব আছে যদি বেলজোড়া কাপড় খুব মার্জিত করে পরতে দেয় হয়, জগতের লোক কি ভাববে? যাদ হয় না তাই, কথা কয়। তারা ভাববে ইংরেজ যেন করে বাঙালীকে আর পরাচ্ছে, গলায় দড়ী দিয়ে রেখেছে। এ কথা জগতের লোকে ভাববে। আর যদি বাঙালী ভাবতে শিখে তবে, আজ বাঙলার পরিবর্তন কেউ নিবারণ করতে পারবে না। ইচ্ছা করা কর্তব্য হবে, নিজেদের দায় কাপড় পরতে হবে, তাতে মার্জিত বস্ত্র আর না হয়। আমাদের দেশের তাই মেয়ের জন্য যেন এই কাপড় প্রায় শেষ দিন আছে। তাই যদি তাই নিজের ইচ্ছা করা করতে হবে, বাঙলায় জন্ম করতে হবে, মাথার বসে পবিত্র নিতে হবে।

আমাদের ইতিহাস কি কোন কথা বলে? বিবাহের দীক্ষাকে তুমি দিয়ে যেতে [illegible], আমাদেরও করবে, সাধ কি তোমার? তোমার মন [illegible] তাই চেয়ে আছে। আমি তাই আমার শেষ কথা বলছি আজ তোমরা বক্তার মাঝে ছুটে পড়। তাই [illegible] তাই সে প্রাণের স্পর্শ, তাই সে প্রাণের [illegible] জ্বলছে। তাই ভগবান, তাই দীক্ষা। এই যে বাঙালীর ইতিহাসে নব অধ্যায়ের আরম্ভ হয়েছে সে অধ্যায় বাঙালী-জাতির গৌরবের কথা স্বর্ণাক্ষরের লেখা থাক।

শিক্ষার বিরোধ

এতদিন দেশের শিক্ষার ধারা একটা নির্দিষ্ট নিয়ম-খাতে চলে আসছিল। সেটা ভাল কি মন্দ এ নিয়ে কারও কোনরূপ চিন্তা ছিল না। আমাদের বাবা যা পড়ে গেছেন, ছেলেরা আমরাও পড়ব। তা থেকে কিছুটা যখন ছাপাখানা এসে গেলেন, সাহেব-সুবোদের মতোই চেহারা [illegible] দেখেছেন, বাপ-দাদা অন্ততঃ পেয়েছেন, তখন আমিই বা কেন পাব না? মোটামুটি এই ছিল দেশের শিক্ষার পদ্ধতি। কোথাও একটা ঠোকর কম এল। কিছুদিন হতে সমস্ত শিক্ষা-বিধানটাই পরিবর্তন করবার জন্যে এমনি উদ্যোগ করতে লাগল যে, [illegible] পড়ে যাবে। অধ্যয়ন সম্বন্ধে বাবা মেয়ে [illegible] যে সেই — পড়ুয়া। পড়লও না। এই [illegible] তাঁরা কটু কথায় জর্জরিত করে দিলেন। [illegible] হেতু ছিল। মানুষের শক্তি হ্রাস করে আনে দুর্বোধ [illegible] ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। বাইরের মান তাঁরা তো দিলেন, কিন্তু অন্তরে তখনও [illegible] না। তখন তাঁদের মধ্যে যাঁরাই ঝগড়া করে গেল দৈবাৎ হাতালে যদি আবার কোনদিন জোর হয়ে এই গোড়া-কেলা [illegible] পক্ষিকাটা শুদ্ধ ফেলে দিতে মুহূর্ত বিলম্ব করবে না।

এমনি সময় অকস্মাৎ তখন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলেত থেকে ফিরে এলেন, এবং পূর্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার মিলন সম্বন্ধে উপর্যুপরি কয়েকটা বক্তৃতায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমার গুরুতুল্য পূজনীয়। সুতরাং মতভেদ থাকলেও প্রকাশ করা কঠিন। যেমনি অন্য দশ জনের অভ্যাসমতে তাঁর সম্মানে কোথাও লেশমাত্র আঘাত না লাগে [illegible] বলি। কিন্তু এতো কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মতামতের আলোচনা নয়,—যা তাঁরও বড় পূজা,—সেই দেশের মাঝে এ বিজড়িত। তাঁর কথা নিয়ে ভবিষ্যতের আলোচনা একেবারে উপস্থিত হয়ে উঠেছে। দেশে দেশে তাদের প্রতিবাদের উপায়ের আর বিরাম নেই। [illegible]

কিন্তু [illegible] হিসাবে [illegible] একটা [illegible] কোথাও একটা, [illegible] বিশেষ করে বাঙালী শান্তিপ্রিয় [illegible] Anglo Indian কাগজ। এর মুখের উপর [illegible] নেই। [illegible] কবির [illegible] আমরা [illegible] [illegible], [illegible] রবিবাবু [illegible] দিলেন। যথা—And if there were any among educated Bengalees who were wavering and vacillating, knowing not what to do—to exclude the West or to stick to the East—Rabindranath's recent Calcutta letures have gone a great way towards making up their minds. They have given up their sitting-on-the-fence posture. They have jumped off on the Western side. অর্থাৎ আমরা দেশের শিক্ষিত সমাজ [illegible] বসেছিলাম, পশ্চিম [illegible] [illegible] বলে পশ্চিম দিকেই লাফিয়ে পড়লাম। [illegible] শিক্ষিত সমাজের একদিনে একটা কিনারা হল। কিন্তু [illegible] যা' নিয়ে এত বড় [illegible] করলেন, [illegible] অশিক্ষিত অজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করেন না,—তাঁদের যুক্তি [illegible] মূল্য [illegible] একবার [illegible] দেখা [illegible]। [illegible] মোটের উপর পূর্ব ও পশ্চিম [illegible] [illegible] কবি কি বলেছেন?

প্রথম কথা বলেছেন এই যে, আজকের দিনে পশ্চিম জয়ী হয়েছে সুতরাং সেই জয়ের কৌশলটা তাদের কাছে আমাদের শেখা চাই। বেশ। দ্বিতীয় কথা, [illegible] পশ্চিম [illegible] হয়ে [illegible] করছে [illegible] [illegible]। অতএব তাদের সেটা [illegible] দেওয়া আবশ্যক। [illegible] কথা। আমি [illegible] অসন্তোষ [illegible] কেউ এ বিষয়ে কোন আপত্তি করেন না। তৃতীয় কথায় কবি উপনিষদের ঋষিবাক্য [illegible] করে বলেছেন, ঈশাবাস্য[illegible]। অতএব মা গৃধঃ। চমৎকার কথা,—কারণ কোন [illegible] নেই। [illegible] নয়, সমস্ত দুনিয়ার [illegible] অস্বীকার করেন না। অথচ, [illegible] এমনি [illegible] যে [illegible] সহজ সত্য [illegible] সোজা [illegible] নিতে দেবেন না। আপন আপন স্বার্থ ও প্রয়োজন মত, তার ভিতর অসংখ্য sub clause, অগণিত qualification-এর আমদানি করে [illegible] এমনি [illegible] করে তুলবে যে [illegible] আপনি হেঁয়ালি হয়ে দাঁড়াবে। তখন [illegible] তাকে সত্য বলে চিনে নেওয়াই কঠিন। শুধু এই জন্যই [illegible] fact [illegible] সংসারে [illegible] সুযোগ পায়, মানুষের কথা [illegible] [illegible] মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করে অপরিমেয় অনর্থের সৃষ্টি করে দেয়।

কবি প্রথমেই বলেছেন, "এ কথা মানতেই হবে যে আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের জোর জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে তারা [illegible] মত [illegible] করেছে, [illegible] [illegible] [illegible]। নিশ্চয়ই সে কোন একটা সত্যের জোরে।"

আজকের দিনে এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে পৃথিবীর বড় বড় [illegible] [illegible] আছে,—তার [illegible] [illegible] নেমেছে,—কিন্তু আমরা উপবাসী দাঁড়িয়ে আছি।

এ একটা fact, আজকের দিনে এতে কিছুতেই বলবার পথ নেই,—আমরা উপবাসী হয়েছি সবাই [illegible]। তাই বলেই কি এ কথা মানতেই হবে যে, এ অধিকার পেয়েছে [illegible] একটা সত্যের জোরে। এবং এই সত্য তাদের [illegible] আমাদের শিখতেই হবে। [illegible] মাটিতে পড়ে, [illegible] জোরে, এও একটা fact. কিন্তু একেই যদি মানুষে চরম সত্য মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকত, আজকের দিনে নীচে জলের উপর এবং ঊর্দ্ধে আকাশের মধ্যে লোহার জাহাজ ছুটে বেড়াতে পারত না। উপস্থিত [illegible] যা fact তাই কেবল শেষ কথা নয়। মাঠের [illegible] যে লোকটা তার নিজের জোরে আমার [illegible] গাড়ি কেড়ে নিয়ে ছেলেপুলে সমেত আমাকে অনাহারে রাখলে, কিম্বা মাথায় একটা লাঠি মেরে সমস্ত কেড়ে নিয়ে রাস্তার ওপরে [illegible] জোর খাটালে—এ ঘটনা সত্য হলেও কোন সভ্য অধিকারে বলতে পারব না, কিম্বা এ ছুটো সত্য [illegible] শেষ [illegible] তাদের [illegible] হতে হবে এ [illegible] করতে পারব না। [illegible] কিছুতেই [illegible] দেবে না [illegible] কোথায় রাখলে কেড়ে নেওয়া যায় না, অথবা [illegible] শিখিয়ে দেবে না কি জোরে তার মাথায় উল্টে লাঠি মেরে আত্মরক্ষা করা যায়। এ যদি বা শিখতেই হয়, তবে অন্য কোথাও—অন্ততঃ তাদের কাছে নয়। কবি জোর দিয়ে বলেছেন, এ কথা মানতেই হবে পশ্চিম জয়ী হয়েছে এবং সে শুধু তাদের সত্য [illegible] অধিকারে [illegible] মানতেই হবে তাই। কারণ সম্প্রতি সেই রকমই দেখাচ্ছে। কিন্তু কেবলমাত্র জয় করেছে বলে এই জয় করার [illegible] সত্য বিদ্যা, অতএব শেখা চাইই এ কথা কোন মতেই মেনে নেওয়া যায় না। গ্রীস একদিন পৃথিবীর [illegible] লুটে নিয়ে গিয়েছিল [illegible] [illegible] করেছিল। আফগানেরাও কম করে নি,—কিন্তু সেটা সত্যের জোরেও নয়, সভ্য হয়েও থাকে নি। দুর্য্যোধন একদিন শকুনির বিদ্যার জোরে জয়ী হয়ে পাণ্ডবকে দীর্ঘকাল বনে-জঙ্গলে উপবাস করতে বাধ্য করেছিল, সেদিন দুর্য্যোধনের [illegible] ছাপিয়ে গিয়েছিল, তার জোরের মধ্যে কোথাও একটি ছিদ্র [illegible] [illegible] তাকেই সত্য বলে মেনে নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে এসে [illegible] [illegible] শকুনির কাছে [illegible]। সুতরাং সত্য [illegible] পরের কেড়ে নেওয়ার বিদ্যাটাকেই একমাত্র সত্য জেনে লুব্ধ হয়ে ওঠাই মানুষের বড় সার্থকতা নয়। তা ছাড়া [illegible] কি কেবল নির্ভর করে নিজেরই উপরেই? আফগান

যখন বিদ্যালয় শুরু করেছিল, সে কি তার নিজের জানে? বিদ্যার যেন বাকিছিল তার নিজের ঘোরে। সেই আদি সংশোধন করার বিদ্যা তার নিজের মধ্যেই ছিল, বিদেশের অনুশাসন তাতে লেশমাত্র কিছুই ছিল না। আবার এমন দুর্দিনও ইতিহাসে দুর্লভ নয় যখন বিদেশেরই পদানতের কাছে কি বিদ্যা, কি ধর্ম, কি আচার, কি ভাষা সবই শিক্ষা করে আর একদিন মানুষ হতে শিখেছিল। কিন্তু কে বলেছে সত্যকার বিদ্যা যদি কিছু তার থাকে তা শিখতে হবে না? কে বলেছে তার যদি পশ্চিমমুখো থাকার তাকে অহিন্দু বলে ধরতেই হবে? কি পদার্থবিদ্যা, কি রসায়নশাস্ত্র, কি ধর্মবিজ্ঞান—এ সকল পশ্চিমের বিদ্যে। লেশমাত্র আবশ্যক নেই বলে কে [illegible] বলেছে? বিদ্যার যদি কিছু থাকে সে তার বিদ্যার উপরে নয়—সে তার শেখানোর ভার ক্ষমতার জন্য। শিক্ষার বদলে কুশিক্ষার আমদানীর জন্য। এতকাল এই জায়গায় যোগ দিয়ে পাগলের মত সবাই মেতে উঠেছিল, এখন হঠাৎ জন কয়েক লোকের চৈতন্য হবার আশা পৌঁছিয়ে ফিরিয়ে এই জাতিটাকে কেবল আগুন দিয়ে বেঁধে দেবার চেষ্টা করছে—এই ত দেখি আসলে সব ভেদের কারণ।

এই কথাটাকেই একটু বিশদ করে দেখবার চেষ্টা করা যাক। পশ্চিমের পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র যতখানি বেড়ে উঠেছে গত যুদ্ধের সময় একখানি, এইটুকু সময়ের মধ্যে বোধ করি আর কখনো হয়নি। মানুষ মারবার নব নব কৌশল [illegible] যত আবিষ্কার করেছে [illegible] উঠেছে। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে আগুন দিয়ে বিষ দিয়ে পুড়িয়ে মানুষকে প্রায় সবংশে ধ্বংস করবার কত ফন্দিই না এরা বার করেছে এবং আরও কত বার করত এই যুদ্ধটা আরও কিছু দিন অগ্রসর হ'লে। সোডা এবং পটাশের যোগ করি এখন এই একটিমাত্র বাণকাঠি কে কত অল্প পরিশ্রমে কত বেশী মানব হত্যা করতে পারে। এদের কাছে বিজ্ঞানের এইটেই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন। এ যে শিখতে না পারে সে অন্ধ এবং এই বিদ্যাটা অপরকে [illegible] শিক্ষিত পাছে কিন্তা শেখবার সুযোগ দিতে পারে [illegible] এ আমি ভাবতে পারি না। কথা [illegible] কল্যাণকর এমন কি কিছুই এরা [illegible] আবিষ্কার [illegible]? হয়েছে বই কি। কিন্তু সে নিতান্তই by-production স্বরূপ বলা যেতে পারে, এবং by-product বলেই সে যখন আমাদের বিজ্ঞানার্থে তখন সেই বিদ্যাগুলো আয়ত্ত ক'রেও ত আমরা মানুষ হতে পারি, [illegible] পারি। কিন্তু ঠিক ও উপায়ে নয়। পশ্চিমের [illegible] অবস্থা। আমাদের এবং আমাদের মত [illegible] অনেক দুর্বল জাতির বুকে বসেই ওরা চেপে থাকে [illegible] এই কৈফিয়ৎ যেন যে এখনো দেখতে [illegible] হ'লেও ঠিক মানুষ নয়। অতএব মানুষের [illegible] ছেলে মানুষ। কেননা যখন [illegible] নিজে [illegible] দিয়ে বিদ্রোহেরই হাত কেটে দিয়ে তবুও এই [illegible] বাধা দিয়েছিল যে এরা আমাদের মানুষ বানাতে চায় না। এরা অসভ্য! অতএব আমরা যাতে পড়ে এদের দুর্দশা ঘুচবে, মানুষ করবার ভার যখন নিয়েছি তখন মানুষ এদের করতেই হবে। অতএব শিক্ষার জন্যে এদের কঠোর শাস্তি দেওয়া একান্তই আবশ্যক। অবশ্য শুধু এর কথা বলা যায় কম যে আর কি বলবার আছে আমি জানি না। আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীর সম্বন্ধে এরা [illegible] উপরে এই কথাটাই দিয়ে আসছে যে এরা অর্ধ সভ্য—ছেলে মানুষ। এদের দেশে প্রচুর অন্ন, কিন্তু পাছে অবোধ শিশুর মত বেশী খেয়ে পীড়িত হয়ে পড়ে তাই এদের মুখের গ্রাস বিদেশের দেশে পাঠিয়ে দিয়ে থাকি—সে এদেরই ভালোর জন্য। আবার টাকা কড়িগুলো পাছে অপব্যয় করে নষ্ট করে ফেলে তাই সে সমস্ত জমা করে আমরাই রক্ষা করে দিচ্ছি; সেও এদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত। এমনি সব যাদের কথা বড় কি অদ্ভুত কাহিনী ঠেকে ঠেকে প্রচার করচেন—কত কষ্ট করে সাত সমুদ্র তেরনদী পার হ'য়ে এদের মানুষ করতে এসেছি,—কারণ মানুষ করার sacred duty যে আমাদেরই ওপরে কিনা আছে—ঈশ্বর! by law established হ'য়ে এই ইংরেজ জাতটাকে মানুষ করতে করতেই হয়রান হয়ে গেলাম।

ভগবান জানেন কবে এঁরা আবার by law disestablished হবেন! কবে আমরা মানুষ হব এদের দুশ্চিন্তা দূর করতে পারব! কেমন করে কবে কাটিয়ে দেখা অদৃষ্ট কিন্তু মানুষ আর হলাম না। কবে যে হ'তে পারব সে ওঁরাই জানেন আর অন্তর্যামী জানেন। কিন্তু ঐ যেমন বড়দের যদি এই দোষ আমাদের দূর না থাকে সে এদের শিক্ষা ব্যবস্থার গতিকেই একদিন মানুষ হয়ে উঠব, গতিকে গতিকেই আমাদের মানুষ করে, নিজেদের দুর্বহ বোঝাটা আমাদের হাতে তুলে দিতে এরা থাকুন, তা' হলে আমি বলি আমাদের কোন কালে মানুষ না হওয়াই উচিত! ভগবান যেন কোন দিন এই দুর্ভাগাদের ভাগে এমন না হয়!

* বস্তুতঃ, একথা বোঝা কি এতই কঠিন যে, বিজেতার যে শিক্ষায় মানুষ যথার্থ মানুষ হবে এবং তার আত্মসম্মান জাগ্রত হয়ে উঠবে, সে উপলব্ধি করবে সেও মানুষ, অতএব স্বদেশের দাবিও তারই আর কারও নয়,—পরাজিতের জন্য এমনি শিক্ষার ব্যবস্থা বিজেতা কি কখনও করতে পারে? তার বিদ্যালয় আর শিক্ষার বিধি সে কি নিজের সর্বনাশের জন্যই তৈরি করিয়ে দেবে? সে কেবলমাত্র এইটুকুই দিতে পারে যাতে তার নিজের কাজগুলি সুশৃঙ্খলায় চলে। তার আদালতে বিচারের বহুলা অভিনয় করতে উকীল যোগাবে মুনসেফ, বড় বড় জেলে দিতে ডেপুটি সবডেপুটি, হ'রে আপনার খাবার ছোট বড় সিপাহী; ইস্কুল কলেজের শিক্ষার্থীর সব সবাকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মাষ্টার, কলেজে তাদের ভৈরবী বা সর্বনাশের লেকচার দিতে মফঃস্বলে প্রফেসর, আফিসে খাতা লিখিতে জীর্ণ শীর্ণ কেরাণী,—আর কিসের

বিদ্যা এর বেশি দিতে পারে এবং যে আশা করতে পারে সে যে পাবে না কি আমি তাই শুধু ভাবি। অবশ্য কবি বলেছেন বাঁচবার বিদ্যা, কিংবা মানুষ হবার বিদ্যা আছে কেবল, গুরুচরণের হাতে আর তাঁর বাকী পড়িবে। সুতরাং মানুষ হতে যদি চাই তার আদর্শে আর আমাদের যেতেই হবে, নইলে পথ দিতে হবে না। অমৃত-লোকের লোক হ'য়েও কচকে তার শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে হয়েছিল। হয়েছিল সত্য কিন্তু বিদ্যা ত কচ সহজে আদায় করতে পারেনি, অসুরদের জোলা পদার্থ পর্যন্ত হতে হয়েছিল। কিন্তু দিনকাল এখন বদলে গেছে,—আমাদের দুর্বুদ্ধি যদি অসুরদের জোলাপর্ব পর্যন্ত হবার নাটক সমাপ্ত হয়ে যায়, তাহলেও বাকী আর কিছু থাকবে না।

কিন্তু আমাদেরই বা এত দুঃখ, এত বেদনা কেন? কবি বলেছেন, সেটা একেবারে নিছক আমাদের নিজেরই অপরাধ। আমি কিন্তু এই উক্তিটাকে পুরোপুরি স্বীকার করতে পারিনে। আমার মনে হয় প্রত্যেক মানব জীবনের দুঃখের অধ্যায়েই তার অপরাধ ছাড়াও একটা জিনিস আছে যা' তার অদৃষ্ট। যে বস্তু তার দৃষ্টির বাইরে, এবং যার ওপর তার কোন হাত নেই। তেমনি একটা সমগ্র জাতিরও দুঃখের মূলে তার দোষ ছাড়াও এমন বস্তু আছে যা তার সাধ্যের অতীত, যা' তার দুর্জ্ঞেয়। আমাদের দেশের ইতিহাস যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা বোধ হয় সম্পূর্ণ অসত্য বলে এ কথা উড়িয়ে দেবেন না। দুঃখ ও দুর্গতির মূলে আমাদের অদৃষ্ট-ও অনেকটা দায়ী। যার ওপর আমাদের কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু কবি একথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে উপমাচ্ছলে একটা গল্প বলেছেন। গল্পটা এই—

ধরুন যেন এক বাপের দুই ছেলে। বাপ স্বয়ং মোটর হাঁকিয়ে চলেন। তাঁর ভাবখানা এই, ছেলেদের মধ্যে মোটর চালাতে যে শিখবে মোটর তারই হবে। এর মধ্যে একটি চালাক ছেলে আছে তার কৌতূহলের অন্ত নেই। সে তন্ন তন্ন করে দেখে গাড়ি চলে কি করে? অন্য ছেলেটি ভাল মানুষ সে ভক্তিভরে বাপের পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, তাঁর দুই হাত মোটরের হাল যে কোন্ দিকে কেমন করে ঘোরাচ্ছে তার দিকেও খেয়াল নেই। চালাক ছেলেটি মোটরের কল কারখানা পুরোপুরি শিখে নিল এবং একদিন গাড়িখানা নিজের হাতে বাগিয়ে নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে বাঁশি বাজিয়ে দৌড় মারলে। গাড়ী চালাবার সখ দিন রাত এমনি তাকে পেয়ে বসল যে বাপ আছেন কি নেই সে হুঁসই তার রইল না। তাই বলেই তার বাপ যে তাকে তাড়না করে গালে চড় মেরে তার গাড়ীটা কেড়ে নিলেন তা নয়; তিনি বরং যে, রথের রথী ছেলেও যে সেই রথেরই রথী এতে তিনি প্রসন্ন হলেন। ভালমানুষ ছেলেটি যেখানে আবাদী তার পাকা ফসলের ক্ষেত সব নষ্ট করে তার মধ্যে দিয়ে দিনে দুপুরে বাজে গাড়ী চালিয়ে বেড়াচ্ছে তাকে রোখে কার সাধ্য, আর সামনে দাঁড়িয়ে বাপের দোহাই পাড়লে মারা যাবে,—তবুও সে বাপের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল, আর ভাবলে আমার আর কিছুতে দরকার নেই।"

এই গল্পের সার্থকতা যে কি আমি বুঝতে পারিনি। ছেলে দুটি কে তা অনুমান করা শক্ত নয়; কিন্তু এক ছেলের প্রতি আর এক ছেলের অকারণ দৌরাত্ম্য দেখে যে বাপ প্রসন্ন হন, তিনি যে কিরূপ বাপ তা' বোঝা যায় না। তবে একথা বেশ বোঝা যায় এমন বাপের পায়ের দিকে যে ছেলে তাকিয়ে থাকে, তা' তিনি যত বড় রথেরই রথী হোন্ তার মরণ ধ্রুব।

অতঃপর কবি এই দুটি ছেলের জীবন বৃত্তান্ত দিয়েছেন। মটর-হাঁকানো ছেলেটি ত ম্যাজিক থেকে বিজ্ঞানের রাজ্যে [illegible] প্রমোশন পেলে, কিন্তু যে ছেলেটির মরণ ধ্রুব সে তার ম্যাজিক ও তন্ত্র মন্ত্র নিয়েই পড়ে রইল। এই তন্ত্র মন্ত্রের পরে কঠোর কটাক্ষ কবি পূর্বেও করেছেন। তাঁর অচলায়তনে এ নিয়ে হাসি-তামাসা অনেক হয়ে গেছে, যাঁরা ওয়াকিফ-হাল তাঁরা এর মীমাংসা করবেন কিন্তু আমার মনে হয় এখানে এ সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

বিশ্ব যন্ত্র পিছনে যে কোন একটা অজ্ঞেয় শক্তি আছে, মানব ইতিহাসে এ একটা প্রাচীন তত্ত্ব। এবং আজ বিংশ শতাব্দীতেও মূল কিনারা তার তেমনি অজ্ঞাত। সেই অজ্ঞেয় শক্তিকে প্রসন্ন করে কাজ আদায়ের চেষ্টা মানুষ চিরদিন করে আসছে,—আজও তার উপায় বার হয়নি, অথচ আজও তার অবসান নেই। এই উপায় আবিষ্কারের পথে কি করে যে আর্য্যগণ একদিন ম্যাজিক অর্থাৎ মন্ত্র তন্ত্র, এবং ম্যাজিক আর একদিন [illegible] চেহারা বদলে দাঁড়ায় এ তর্ক তুলে পুঁথি বাড়াতে আমার সাধ নেই। ঈশ্বরের ধারণার অভিব্যক্তির ইতিহাসের এই অংশটা বিজ্ঞানের পরিধির বাইরে আমার অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়।

সে যাই হোক, এই মটর-হাঁকানো ছেলেটির উন্নতির হেতুবাদ এবং সেই পায়ের-দিকে-তাকানো ভালো ছেলেটির দুঃখের বিবরণ কবি এইখানে একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যথা—"পূর্বদেশে আমরা যে সময়ে রোগ হলে ভূতের ওঝাকে ডাক্‌চি দৈব হলে গ্রহ শান্তির জন্যে দৈবজ্ঞের দ্বারে দৌড়াচ্ছি, বসন্তমারীকে ঠেকিয়ে রাখবার ভার দিচ্ছি শীতলাদেবীর পরে, আর শত্রুকে মারবার জন্যে মারণ উচাটন মন্ত্র আওড়াতে বসেছি, ঠিক সেই সময়ে পশ্চিম মহাদেশে ভলটেয়ারকে একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'শুনেছি নাকি মন্ত্র বলে পালকে পাল ভেড়া মেরে ফেলা যায়, সে কি সত্য?' ভলটেয়ার জবাব দিয়েছিলেন নিশ্চয়ই মেরে ফেলা যায় কিন্তু তার সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে সেঁকো বিষ থাকা চাই।" য়ুরোপের কোন কোণে কানাচে যাদু মন্ত্রের পরে বিশ্বাস কিছুমাত্র নেই এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু এ সম্বন্ধে সেঁকো বিষটার প্রতি বিশ্বাস সেখানে প্রায় সর্ববাদিসম্মত। এইজন্যেই ওরা ইচ্ছা করলেই মারতে পারে এবং আমরা ইচ্ছা না করলেও মরতে পারি।"

কবির এ অভিযোগ যদি সত্য হয় তা'হলে, বলবার আর নেই। আমাদের সব সহাই উচিত, এমন কি, কোনো দিক থেকেও কারো আপত্তি করা কর্তব্য নয়। কিন্তু এই কি সত্য? অনুষ্ঠাতা বেশি দিনের লোক নন, তাঁর মত পণ্ডিত ও জ্ঞানী তখন দেশেতেও বড় দুর্লভ ছিল না, অতএব এ কথা তাঁর মুখে কিছুই অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিতও নয়, কিন্তু তখনকার দিনে অজ্ঞান ও বর্বরতার কি এ দেশটা একেবারেই নীচের ধাপে নেমে গিয়েছিল যে ঠিক এমনি কথা বলবার লোক এখানে কেউ ছিলনা? কেউ ছিলনা যে বলে, মুখের কথা না ডাকিয়ে দৈবের বাণী যাও? খাচ্ছে চাওয়া আর পথ অবলম্বন কর, কেবল ঘরে বসে দিবানাম মালা জপ করলেই কাঙ্গাল দিন হবেনা? যুরোপের জয়গান করতে আমি নিষেধ করিনে, বিদ্যা যে যাদের হাতে পড়ে গেছে তাকে নিয়ে আস্ফালন করবারও আমার রুচি নেই, কিন্তু তাই বলে স্বতন্ত্র কথা ও মানব-উদ্ধারের মহতত্ত্বের ইঙ্গিতও নির্বিবাদে গ্রহণ করতে পারিনে। 'গোরা' বলে বাঙ্গলা সাহিত্যে একখানি অতি সুপ্রসিদ্ধ বই আছে, কবি যদি একবার সেখানি পড়ে দেখেন ত দেখতে পাবেন তার একান্ত স্বদেশভক্ত গ্রন্থকার গোরার মুখ দিয়ে বলেছেন,—মিথ্যা পাপ, মিথ্যা নিন্দা আরও পাপ, এবং স্বদেশের মিথ্যা নিন্দার মত পাপ সংসারে অল্পই আছে।

কবি বলেছেন, মানুষের ভিত্তিই হচ্ছে বিজ্ঞান। কোনও একটা বড় কঠিন দিক থেকে যে পণ্ডিত হবে ওটা সে বড় কথা, কিন্তু এই কি ঠিক যে যুরোপ তার যাদু বিদ্যার লাঠা এক লাফে ডিঙিয়ে গেল, আর আমরা কেবল দুধ লোক দিয়ে ধাক্কা-ধোক্কা-কেড়ে সেই পাঁকেই চিরকাল পড়ে রইলাম! বাইরের দিক থেকে বর্জিত যে একটা প্রকাণ্ড বল, এর অর্থও, অনন্তে বিশ্বের সৃজন যে যাদু বিদ্যার জানেনা, সংসারে যা-কিছু ঘটে—তারই একটা হেতু আছে এবং সেই হেতু কঠোর আইন কানুনে বাঁধা, অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথার্থ জনক-জননী দিক অথবা কার্য্যকারণতত্ত্ব ও বিদ্যা সম্বন্ধের ধারণা কি এই দুর্ভাগা পূর্বজদের আদৌ ছিলনা? এবং এই সব প্রাচীনের চেষ্টা কি পশ্চিম হতে আমদানী না করতে পারলে আমাদের ভালো মন্দ-উঠাটাও যাবেনা বেশী দূর কিছুই ছিলতে পারে না? পশ্চিমের শিক্ষার অনেক শুধু থাকতে পারে কিন্তু সে যদি আমাদের নিজেদের প্রতি কেবল অশ্রদ্ধাই এনে দিয়ে থাকে, আমাদের জ্ঞান, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ সংস্থান, আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি সকলের প্রতি যদি শুধু [illegible]ই বাড়িয়ে দিয়ে থাকে ত মনে হয় মুখ ফিরিয়ে পশ্চিমের [illegible] পানে আমাদের না তাকানোই ভাল। বস্তুতঃ, এই ত [illegible]। আমি পূর্বেই বলেছি, যে শিক্ষায় মানুষ সত্যকার [illegible] হয়ে উঠতে পারে—অন্ততঃ তাদের বাস্তব [illegible] তারা আমাদের দেয় নি দেবে না এবং আমার বিশ্বাস [illegible] পারবেও না। এই অতীতকাল পশ্চিমের সংসর্গে যে জ্ঞান[illegible], কি হলো, আমি বাদ সেইটুকুই কি এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ নয়? দেখেছি কেবল এই শিক্ষা—যাতে নিজেদের সর্ব বিষয়ে অবজ্ঞা এবং তাদের যা-কিছু সমস্তের পরেই আমাদের সতৃষ্ণ শ্রদ্ধা জন্মে গেছে। আর তাদের দিকে ধন এবং অবস্থা বলেই অবনতির আর আমাদের সীমা নেই। সেটা মানুষের সব নেই, তাই শুধু তাদের বাহিরের সাজসজ্জা দেখে একদিকে নিজেদের প্রতি যেমন ঘৃণা জন্মে দিকে তাদের প্রতিও ভক্তির আবেগ একেবারে সংসারে উথলিয়ে উঠেছে। তাই একদিন আমাদের দেশের একজন লোক নিশ্চিতরূপে ঠিক করেছিলেন, ঠিক ওদের মত না হতে পারলে আর আমাদের মুক্তি নেই। ওদের জাতিভেদ নেই অতএব দেশে ভেঙ্গে দেওয়া চাই, ওদের স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে—অতএব সেটা না হলেই নয়, ওদের খাওয়া দাওয়ার বাচ-বিচার নেই সুতরাং ওটা না ঘুচলেই আর চলবে না, তাদের মন্দির নেই, অতএব আমাদেরও মিথ্যা বালাই চাই, তবে ভাঙ্গা করে সর্বপ্রকার আন-সুতরাং আমাদেরও ওটা অত্যাবশ্যক—এমনি কত কি! কেবল, গাছের আমড়াটা কদলীর মত কলি উনি পুঁতে গান নি, নইলে আর উঁদের ঠেকায় কে না! অথচ, আমি এর দোষ গুণের বিচার করচি নে, আমি সমাজ দিক বলছি, কোন দল বা ব্যক্তি বিশেষকে আক্রমণ করবার আমার লেশমাত্র প্রবৃত্তি নেই, আমি কেবল এর Mentality টাই আপনাদের গোচর করবার প্রয়াস করচি। এই যে বিদেশের প্রতি অন্ধ অনুরাগ ও স্বদেশের প্রতি নিষ্ঠুর বিরাগ এ শুধু সত্যতার দেখেছিল তাদের অন্তরের পথটা চিরদিন বন্ধ ছিল বলে। তাই একবার সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের চোখে ওদের বাইরের মোহটা এমনি গোঁড়া ধরেছিল* যে এ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে তাঁদের সুযোগ ঘটেনি যে বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যাচ্ছে কেবল সেইটুকু ধরে নকল করলেই তাদের জাতি গড়া হবে না অথবা শক্তিতে সমান হওয়া যাবে না। সংসারে যা কিছু অজ্ঞাত, গোপন, যার ভিতরে প্রবেশের পথ নেই, তার প্রতি বাইরের লোকের লোভের অবধি থাকে না—তাই, বোধ হয় তাঁদের অভিজ্ঞতা কোথাও কিছুমাত্র বাধে নি যে মানুষ হবার সত্যকার সমানবর্ত্তী কেবল ওদের ঐ বিশুদ্ধ ধর্ম্মহীনতাটাই আছে, কোনমতে ওর সন্ধান না পেলে আমাদের মনুষ্যত্ব সার্থক করবার দ্বিতীয় পথা নেই! এই ভ্রান্তি চোখ থেকে ঘোচবার আজ দিন এসেছে।

শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে। সে শুধু দেশের গড়নে নয়, সে অন্তরের আত্মার। এই যে শিক্ষার প্রণালী নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদ চলছে—ওদের শিক্ষা অত্যন্ত যথার্থ, অত বড় বড় বাড়ী কি হবে? কি হ'লে তারা পাবে? কারা কি খাবে টেবিল চেয়ারে,—ভূ-ধরে বাড় মোটা মাইনের বিলাতি প্রফেসার—তার মাত্র বেশিটাতেই যে দেশের কাল না পাবার হ'য়ে গেল! এমনি আরও কত কথা। এর কোনটাই মিথ্যা নয়, কিন্তু এর আমার কাছে তুচ্ছ মনে হয়, যখন আমি পশ্চিম

ও ভূদের শিক্ষার [illegible] এদেশ সভ্য বিলাতের ছাত্রই [illegible] তেমন লোটাকম্বল লাভ [illegible] অনেক সময় [illegible] পরিবর্ত্তে ভালবাসা এবং, [illegible] প্রবেশ [illegible] যোগ্য থাকিলে [illegible] হোক বিদেশী [illegible] লোক, [illegible] আইন করিলেই [illegible] কিছুতেই ঘুচিবে না যতদিন না সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা যা[illegible] হাতে [illegible] বহির্মুখী [illegible] বীতশ্রদ্ধ মন আর একবা[illegible] অন্তর্মুখী ও [illegible] শিক্ষাই [illegible] কি, আজ[illegible]নি। শিক্ষার [illegible] না কি, যে কেবল [illegible] সমাজে [illegible] প্রচার [illegible] শাস্ত্রের মত, ভিক্ষুকের মত ভিক্ষুকের [illegible] যে শুধু একটা লোভী [illegible] নেই, পৌরুষ নেই, কেবলই যে কেবল [illegible] ও লাঞ্ছনাই দেবে, কোনদিন মনুষ্যত্ব দেবেনা।

ইণ্ডিয়ান বুকক্লাব—কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট কলিকাতা।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের কবিতা গ্রন্থাবলী—

কিশোর কিশোরী ১৲ অন্তর্য্যামী ৸০ মালা ৸০ মালঞ্চ ৸০।

শ্রীহেমন্তকুমার সরকারের পুস্তকাবলী :—

১। ছায়াবাজি (নূতন ধরণের গল্পের বই)

বিষয় সূচী :—অনঙ্গ, [illegible], [illegible], জ্যোতিষী; মাছ-ধরা; [illegible]; আড্ডাবাজী; ফেরিওয়ালা; রেলের ভিড়; [illegible]; দুঁকি; [illegible] বাহ। মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র।

২। পঞ্চকথা।

বিষয়-সূচী :—আধ্যাত্মিক [illegible], [illegible]; মহাদেব [illegible]; [illegible]; আমাদের [illegible]; বাঙালীর [illegible]; গোলামখানার শিক্ষা। মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র।

৩। উল্টো কথা।

বিষয়-সূচী :—বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্য; আর্টের সমস্যাদি; আর্ট ও জীবন; হালকা সাহিত্য; [illegible]; বাঙ্গলা কাব্যে একটা নূতন সুর, "জীবনের বাণী"; সৌন্দর্য্য ও প্রয়োজন; বাঙালীর আহার; ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের স্থান; ভারতের সাধারণের ভাষা; বিদেশ ভ্রমণের [illegible]। মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র।

৪। যুগ-শঙ্খ।

বিষয়-সূচী :—জাগরণ [illegible]; [illegible] পূজা; রাসলীলা; বাঙালীর [illegible], [illegible]; আধ্যাত্মিকতা [illegible]। মূল্য ৶০ আনা মাত্র।

“ভারতের গুরু চিত্তরঞ্জন”

চিত্তরঞ্জনের [illegible] প্রণীত। এ পর্য্যন্ত চিত্তরঞ্জনের যে কয়খানি জীবনী বাহির হইয়াছে, তাহাদের এই খানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ইহাই একমাত্র সম্পূর্ণ ও বিস্তৃত জীবনী। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

“শ্রীঅরবিন্দ”

অরবিন্দ ঘোষের নাম সকলের সুপরিচিত, কিন্তু তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত অতি অল্প লোকেই জানেন। তাই এই সংক্ষিপ্ত জীবনী খানি সাধারণের নিকট উপস্থিত করিলাম। মূল্য /০ আনা মাত্র।

চিত্তরঞ্জনের ছবি

লাভের টাকা “নারী-কর্ম্মমন্দির”এ যাইবে।

মূল্য প্রতি কপি ।০ আনা মাত্র

“লেনিন”

রুশিয়ার সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি লেনিনের নাম আজ সকলেই জানেন। এই অদ্ভুতকর্ম্মা মনস্বী কিভাবে রুশিয়ার উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, তাহা এই জীবনী পাঠে জানা যাইবে। শ্রীফণিভূষণ ঘোষ প্রণীত। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

“স্বরাজ ও খিলাফত”

“স্বরাজ ও খিলাফত” প্রকৃত বলিতে কি বুঝায়, তাহার স্পষ্ট ধারণা বাঙ্গালীদের অনেকেরই নাই। লেখক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই বর্ত্তমান আন্দোলনের কারণ ও বিষয়গুলি অতি সহজ কথায় সাধারণকে বুঝাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। মূল্য তিন আনা মাত্র।

“বিশ্বভারত”

(বিশ্বসভায় ভারতের বাণী)

ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। (যন্ত্রস্থ).

“স্বদেশ-রেণু”

এই কবিতাগুলি পড়িয়া যে ছোট ছেলেমেয়েরা শুধু আনন্দ পাইবে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনে স্বদেশ প্রীতি অঙ্কুরিত হইবে। স্বদেশে প্রত্যেক বালকের কাছে এই বই এক একখানি থাকা উচিত।

শ্রীজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

“পল্লীব্যথা”

এই কবিতাগুলিতে পল্লীজীবনের দুঃখময় করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। “বাংলার অন্তরতম প্রদেশের দুঃখ দৈন্য বেদনাকে এমনভাবে আর কেহ চোখের জলে ফুটাইতে পারেন নাই।”

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

“A MESSEGE OF HOPE”

By P K Sarker, M. A.—An explanation of Prabhu Jagatbandu's mission—Price As 5.

“NON-CO-OPERATION”

Four lectures delivered by Mr. B. C Pal, discussing the Present Situation with Special reference to the Khilafat, pointing out the need of the measure and explaining its meaning and method. Price As 8.

Printed & Published by—Hemanta Kumar Sarkar.
METCALFE PRESS.
79 Balaram Dey Street, Calcutta.

পূজা-সংখ্যা।

বাঙ্গলার নবযুগের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বাঙ্গলার কথা

সম্পাদক—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

সহকারী সম্পাদক—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

প্রথম ভাগ { কলিকাতা, শুক্রবার, ৭ই অক্টোবর, ১৯২১ ; ২১শে আশ্বিন, ১৩২৮ } ২য় সংখ্যা

বিষয় সূচী।

১। ভারতের লক্ষ্য — শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ
২। কার্য্য-বোধন — শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
৩। গোলামখানার শিক্ষা — শ্রীহেমন্ত কুমার সরকার
৪। শিক্ষার বিরোধ — শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নিয়মাবলী।

বার্ষিক মূল্য ৬৲ টাকা, যান্মাসিক মূল্য ৩।০, এক সংখ্যার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা, মনিঅর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইতে হইবে, ভিঃ পিঃতে কাগজ পাঠান হয় না। গ্রাহক হইতে হইলে প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

জাতীয় উন্নতির সহায়ক বিষয়ে বিজ্ঞাপন লওয়া হয়, অন্য বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। এক পৃষ্ঠা ২৪৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ১৫৲, সিকি পৃষ্ঠা ৮৲ টাকা। দীর্ঘ সময়ের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। টাকাকড়ি, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি কর্মকর্তার নামে পাঠাইতে হইবে।

প্রবন্ধাদি সহকারী সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য। ডাক টিকিট ও ঠিকানা দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না। কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। জাতীয় সমস্যাসমূহের আলোচনা বিষয়ক বিশিষ্ট প্রবন্ধ গৃহীত হইতে পারে।

শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়।
কর্মকর্তা,—"বাঙ্গলার কথা।"
১নং ভবানী দত্ত লেন,
হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট মোড়ের নিকট,
কলিকাতা।

ভারতের লক্ষ্য

যে মহামিলনের সাধনকল্পে ভারত ইতিহাসের বিভিন্ন স্রোতধারা ছুটিয়াছে, আজিও আমাদের সে মিলন সম্পূর্ণ হয় নাই। বিরোধের অলক্ষ্য ইঙ্গিতে ভারতীয় সংস্কৃতি জগতের কোন্ প্রয়োজন সাধনে গড়িয়া উঠিতেছে, একটু সত্য দৃষ্টি লইয়া দেখিলে হয়ত আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস্ পাইতে পারি। সমস্ত ইতিহাসের উন্মেষকাল হইতে ভারতে যত ঘটনা ঘটিয়াছে সকলগুলি ভারতকে একীভূত করিতে সাহায্য করিয়াছে।

এক একটা জাতি আসে, এক একটা ভাবের বন্যা আসে, মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদাভেদ ভাসাইয়া দিয়া সে পুণ্যস্রোত ভারতকে একতার অভিমুখে অগ্রসর করিয়া দেয়। অনার্য্যের সহিত আর্য্যের সংযোগে এক মহত্তর জাতির সৃষ্টি হইল—তারপর একে একে কত জাতি আসিয়া ভারতে প্রবেশ করিল। নিজের যাহা কিছু দিবার ছিল, তৎসমুদয় দান করিয়া জাতির মহত্তর জীবনে নিজেকে দান করিয়া নিজের প্রয়োজন সার্থক করিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম, মুসলমান ও অন্যান্য ধর্ম সকলই ভারতের একটা বৃহত্তর জীবনগঠনে সহায়তা করিয়াছে। কাহাকেও নষ্ট করিয়া এই জীবন ফুটে নাই—প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিয়া, সমন্বয়ে ঐক্যকে ধারণ করিয়া সমস্তের সমবায়ে এক নূতন সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে। যে বাণী শুনাইয়া, যে মন্ত্র উদ্বোধনে জগতকে জাগাইয়া ভারতের জাতীয় জীবন সার্থকতা

লাভ করিবে, একদিন ভারত কত যুগ যুগ ধরিয়া বিভ্রম সহিয়া বাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছে আজ বোধ হয় সেই শুভদিনের প্রত্যাগমন আরম্ভ হইয়াছে।

"সমাজপুরুষের [illegible]" চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে, শান্তির বাণী, প্রেমের বাণী আজ কামানের গর্জ্জন অন্তরালে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। রক্তের বিশোধনে মানুষের প্রাণ আজ মরণের যাতনায় আর্ত্তনাদ করিতেছে—প্রলয়ের বেদনায় ধরিত্রী আজ অধীর হইয়া উঠিয়াছে। মরণের এই কোলাহলের ভিতর কে আজ অমৃতমন্ত্র ধ্বনিত করিয়া মানব স্বাধীনতার নবযুগের উদ্বোধন করিবে? সে সাধনা জগতে আজ কোন্ জাতির আছে? ভারতের একদিনের প্রতীক্ষা আজ বুঝি সফল হইতে চলিয়াছে।

বর্ত্তমান আন্দোলন সেই উদ্বোধনের পূর্ব্ব নিদর্শন পরিলক্ষিত। যুগযুগান্তরের সঞ্চিত আবর্জ্জনারাশি আজ দূরে ফেলিয়া দিতে হইবে—নিজের মধ্যে বেষ্টিত নিজের দেবতার পূর্ণরূপ দর্শন করিতে হইবে। তবেইতো আমরা সবলে সগৌরবে দাঁড়াইয়া—মুক্তির মন্ত্র ঘোষণা করিয়া জগতে নূতন জীবন সঞ্চার করিতে পারিব।

আজ আমাদিগকে বেশ মনে রাখিতে হইবে হইবে, ভেদাভেদ, হিংসা-দ্বেষ ভুলিয়া মিলনের মন্ত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে। প্রাণের সহিত প্রাণের সত্যিকার মিলিত আলিঙ্গন এক হইতে হইবে। তাই আজ মা'র নামে প্রেমের জোয়ারে যেন ভাসাইয়া দুটি চলিয়াছে। এ জলতরঙ্গ রোধিতে পারে জগতে এমন শক্তি নাই।

হিন্দুর সহিত মুসলমানের জাতিগত বিরোধ মুসলমান আমলে ছিল না। টোডরমল, বীরবল, যশোবন্ত সিং, জয়সিংহ, মানসিংহ মুসলমান সম্রাটের দক্ষিণহস্ত ছিলেন। এখন হায়দরাবাদে যেখানে হিন্দু প্রজা বেশী, রাজা মুসলমান; অথবা কাশ্মীরে যেখানে মুসলমান প্রজা বেশী, হিন্দু রাজা, সেখানে হিন্দু মুসলমানে বিরোধ নাই। বিরোধের সৃষ্টি ইংরাজশাসনকালে। কিন্তু আজ ভারতমাতার দুটি সন্তান হিন্দু মুসলমান বুঝিয়াছে যে উভয়েরই স্বার্থ এক—বিদেশীর স্বার্থ, উভয়কে পিষিয়া মারা।

তাই মুসলমানের ধর্ম্মে আঘাত আজ কেমন করিয়া হিন্দুর প্রাণে বাজিয়াছে মুসলমানের পক্ষে এটী যেমন স্বপ্নের কথা—হিন্দুর পক্ষেও তাই। প্রকৃত হিন্দুর ধর্ম্ম এই, কোনও ধর্ম্মকে নিপীড়ন না করা এবং নিপীড়িতকে পীড়কের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে সাহায্য করা। অধিকন্তু যে কোনও ধর্ম্মবিশ্বাসী সম্বন্ধে এই কথা প্রযোজ্য। প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগস্থাপনে সহায়তা করে। কোনও ধর্ম্মকে নষ্ট করা অপর কোনও ধর্ম্মের সার্থকতা নহে। ভগবান কত রূপে কত লীলায় জগতে দেখা দিয়েছেন—কত ধর্ম্ম, কত জাতের ভিতর দিয়া নিজের মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছেন—মানব তাহা কি বুঝিবে? সে কেবল তাঁহার মহতী লীলায় বিমোহিত হইয়া নিজের পথে অগ্রসর হইতে চলিয়াছে।

একজনের যে ভাব, আর একজনের ঠিক তাহা নহে। বৈচিত্র্যে বিরোধ নাই। সকলের সার্থকতাই সত্য শিব সুন্দরের প্রতিষ্ঠা। পরস্পরকে প্রকৃত ভাবে না বুঝিলে সমাজে সাধারণের এই অপূর্ব্ব লীলার কিছুই উপলব্ধি হইবে না। তাই আমাদের পরস্পরকে বুঝার এত দরকার; এই বুঝার অভাবেই এত বিরোধের সৃষ্টি।

প্রকৃত ধার্ম্মিকের নিকট এই বিরোধ নাই—তাঁহার বিরোধ অধর্ম্মের সহিত। মৌলানা মহম্মদ আলীকে একজন পদস্থ রাজকর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"হিন্দু মুসলমানে মিলন কি সত্য হইবে? দুই দল এক তৃতীয় দলে মিলিত না হইলে এই মিলন কি টিকিবে?" এই কথার উত্তরে আলী সাহেব বলিয়াছিলেন—"আমাদের এই আন্দোলন অধর্ম্ম, অত্যাচার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে—এখানে একদিকে ধর্ম্ম আর একদিকে অধর্ম্মীর দল—যুদ্ধ এই দুই দলে, হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান বলিয়া নহে। সেইজন্য খেলাফৎ, সেইজন্য—মুসলমানসম্প্রদায়কে বিপন্নজানের জন্য—হিন্দুও এ যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে। যাহারা বলে ইহা একটী রাজনৈতিক চাল—তাহারা মিথ্যাবাদী। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ রাজনৈতিক চালের উপর স্থাপিত হয় না—সেটা প্রাণের জিনিষ, প্রাণের অনুভূতি প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস না হইলে আসায় হয় না। অনেকে বলেন খিলাফৎ সমস্যা মিটিয়া গেলেই মুসলমানগণ এই আন্দোলন ত্যাগ করিবে। আমি এইরূপ আশঙ্কার কারণ দেখি না। মুসলমান একটী জিনিষ জানেন যে স্বরাজ [illegible] উল-আরব বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। স্বরাজ নাই বলিয়াই ইংরাজ ভারতের ৮ কোটী মুসলমানের বুকে আঘাত করিয়া তাহার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইয়াছে।

ভিক্ষা বৃত্তির দ্বারা আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না। "হোম রুল" পাওয়ার কোনই সার্থকতা নাই। আমার নিজের ঘরেই যদি আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া চলিতে না পারি, নিজের দেশেই যদি পরের মত হইয়া থাকিতে হয় তবে আর আমার মান, আমার ধর্ম্ম থাকিল কই? আমার অন্ন জুটে না, বস্ত্রাভাবে লজ্জা রক্ষা হয় না।" আমারই স্ত্রী-পুত্রের পদে পদে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়—আমার দেশবাসীকে কীট পতঙ্গের মত প্রাণ হারাইতে হয়, আমার ধর্ম্মের ইজ্জত থাকে কই? সে কারণ স্বরাজ আমাদের চাই ই চাই। জীবনের মত সে স্বরাজ আমাদিগকে অর্জ্জন করিতে হইবে—মানুষের মত সে স্বরাজ আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। সেখানে মুসলমান মুসলমানের ধর্ম্ম কর্ম্ম নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন করিবে। হিন্দু হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন করিয়া শান্তির সহিত, প্রেমের সহিত, সুখের সহিত, সম্মানের সহিত বসবাস করিতে পারিবে। সেখানে হিন্দু মুসলমানের কথা নয়—কথা মানুষের, কথা ধার্ম্মিকের। তাহাতে বিরোধ নাই অসামঞ্জস্য নাই।

মানুষ হইয়া পৃথিবীর উপর দাঁড়াইতে গেলে স্বরাজ আমাদিগকে পাইতেই হইবে। স্বাধীনতা লাভ না করিতে

পারিলে আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি সফল হইবে না। আগে নিজের উদ্ধার প্রয়োজন, সেই উদ্ধার না লাভ করিলে আমরা জগতকে কি করিয়া নিজের দাবী জানাইব? সেজন্য আমাদের উদ্ধারে জগতেরও প্রয়োজন আছে।

হিন্দু মুসলমান সকলকে এক হইয়া মহাবোধনের পূজারী হইতে হইবে। ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদান দিয়া নিজের সর্ব্ব সৎকার্যে—পরের সর্ব্ব সৎকার্যে আত্মার বল সঞ্চয় করিতে হইবে। বর্ত্তমান আন্দোলন সেই আসন্ন মহাপূজার আয়োজন মাত্র। সেই আয়োজনে সকলের সকল গ্লানি দুইহাতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে—নূতন জীবনের দিব্য উষাতে বিধাতার আশীর্ব্বাদ মাথায় ধরিয়া গহন পথে যাত্রা করিয়া সত্যকে চিনিতে হইবে।

ব্যর্থ-বোধন

বোধনে তোমার বোধনের বোল ওঠে বাঙলার বক্ষ চিরে'
এর মাঝে মাগো তব আবাহন? হবে না হবে না
যাওগো ফিরে।

এই বাঙলার শ্মশানের মাঝে তব আহ্বান মিথ্যা কথা
মরুভূ-বুকের তপ্ত নিশাসে আজো যে বাজিছে বিজন ব্যথা!
পথের নাবিক দিশাহারা যাহার, ঘরের ঠিকানা মেলে না যার,
পথ কণ্টকে রক্ত-চরণ, দুখে-ভরা পিঠে অসহ ভার!
তিমিত নয়ন করিছে বহন নিশিদিন বিনিদ্রতার ধারা,
ঝরে পড়ে ফুল, পরাণ আকুল, ফিরে যায় চোখে দিনের
আলা!

দুর্ব্বল দেহ কাঁপে থর থর, জিনে অর্দ্ধ তব নয়ন দুটি,
আবেগে প্রাণ চলিছে সঘনে শ্মশান প্রেতের নিয়তি লুটি,
একটি জীবনও নাই যে হেথায়, শুধো-দেহ নিয়ে বসেছে
মেলা,
এই শ্মশানের মরা শব নিয়ে তুমি কি খেলিবে মৃত্যু-খেলা?
বোধনে তোমার বোধনের বোল ওঠে বাঙলার বক্ষ চিরে'
এর মাঝে মাগো তব আবাহন? হবে না হবে না
যাওগো ফিরে।

হিমালয় তব দুখের আলয় নহি কি নিরব পাষাণে আছে
দূর হ'তে সে যে অতি দুর্গম এই শ্মশানের মরার কাছে!
তুষার-তুলার মহা মহিমায় কেমনে আনিবে মর্ত্ত্যবাসী
কফন ঘেঁটে শুধু তুলে যাওয়া সে যে সেটা হবে সর্ব্বনাশী।
আজিকে যাহার রবে না পাবন তোমার শরতে
প্রভাত-আলো
দুখ আঁধারে থাকো আঁধার অজোরে সেই আজ যেন লাগে
না ভালো

যেথা একটুকু প্রাণ ধুক্ ধুক্ কঙ্কালসার দেহের মাঝে,
কোটরে হইতে চোখ দুটি যেন সদা আসিয়া বক্ষে বাজে!
[illegible] জোটেনা যাদের ভাতি ফাটা তৃষা একটু জল
[illegible] কেমনে তাহার তোবে মাগো তারা
পুজিবে বল?
বোধনে তোমার বোধনের বোল ওঠে বাঙলার বক্ষ চিরে'
এর মাঝে মাগো তব আবাহন? হবে না হবে না
যাওগো ফিরে।

বাঙলার পথে কণ্টকধারী লাখো বাছকরে আপনা ভরে,
চণ্ডীর মতো আদি দুধের ফিরেনে সেবার সেবার মরে!
সারা বাঙলার সকল থাকার ধারা বুকে নিয়ে বয়েছে পদ্মা'
ধেঁকে চলে যায় এলো কেলো বাচু পাঁজরের হাড় ওঠে
না নড়ে'।

মাতৃ-রাক্ষস মহা বুকে করে' জাগিয়া জাগিয়া কাঁদিছে বসে,
প্রতিদিন হলাহল বরে বাঙলার প্রাণ উঠিছে রসে'
ওগো মা আমার আছিলে আজ দুর্দ্দিন যেন [illegible] দিবে
ত্রাণ-উৎসব কে করিবে মাগো বাঙলার মরা প্রাণের হইতে?
সারা বাঙলায় শুধু হাহা হীন প্রাণ কেউ যায় মরিনা আর
বুক ফেটে যায় বাঁচিবে না মা'র সে আর করিবে সাধনা
মায়?

বোধনে তোমার বোধনের বোল ওঠে বাঙলার বক্ষ চিরে'
এর মাঝে মাগো তব আবাহন? হবে না হবে না
যাওগো ফিরে।

শ্মশানের বুকে শুধু রাশি রাশি মুন্ডর নিয়ে তোমার পূজা?
হৃদয়ের রক্ত চন্দন খেয়েছে তাও যে তব না দশভুজা।
কমলায় তুমি আনিবে যে সাথে ধনের কোষাগার
কাজই মাগো

দুধু করে মাঠ ফাটা-ফাটা যেন এ বেদনা বুকে বাজিবে
মাগো।

মাথা না নড়াতে নবাবের পিছারে বাচ দানবালো তুমিয়া
'পার

শ্রাবণের ধারা আবনের ধারা সহিতে পারেনি নিয়েছে মরে!
হাতে তুলে দেব কি আছে মোদের?—সোনা চিনি কমল
ভূমাশলরে'

বুক ভেঙে দারে সাবনাক আর কোথা ও চরণ রাখিব তবে?
অবিচারী-মন্দ-মত্ত-কল্পিত কণ্ঠে বসিয়া সরস্বতী
বাক্যরোধ করি' বসে বাক্দেবী কেন কেন তথা হইনি?
বোধনে তোমার বোধনের বোল ওঠে বাঙলার বক্ষ চিরে'
এর মাঝে মাগো তব আরাধনা? হবে না হবে না
যাওগো ফিরে।

ছেঁড়া-তার-বীণা দূরে ফেলে দিয়ে বীণাপাণি আজ
অস্ত্রের মত

আজনা হইয়া বলে বলে মাগো হেঁট মাথা তব-শক্তনত?

হৃৎস্পন্দহীন জীবনে কী তার মাতে আসি' কার্তিকের
শক্তি দেবে কি চির-নবীনের তারুণ্যের আশে কি শক্তি দেব ?
বন্ধনে তব অকালের আশা নির্ভর করিয়া জানাই নতি
দেখা নাই কভু, এই সাধনা সিদ্ধিবিধাতা হে গণপতি !
এক মণ্ডপে নাই তোমার কাজ সিদ্ধির সিদ্ধি দেবে তো
তুমি

সকল সাথী পলাতে চুপী বাটি বাটি আসে আজ কেন ছুটি !
বলো মা আমারে সিংহ-বাহিনী সিংহের পরে আসন তব
শক্তির আজ দেখেছি চরণে আসি নীলা তব এ আড়ম্বর !
অসুরের বুকে পদের যুগে তুলিলে রক্ত ফিনকি দিয়ে
দানবের শব নবিত্তি আসিবে অন্তরে অন্তর দিয়ে ?
কাহে ফেলে আজ অসুর যে দেবী, বেঁচে র'লে কোটি
হৃদয় মন

শক্তির যদি নাশ করেছ তবে কেন আর এ মহারণ ?
ধর অসুরের রক্ত-পিপাসু শক্তি যে উঠিছে রণে
মূর্ছিত মনে করিয়া এখন আছি হানা দেয় বীর্য বুকে ;
বল হাতে তব বল প্রহরণ তবু যদি আজ শক্তি থাকী
এমনি জননী এই বাঙলার চিন্তা-পূজার চিন্ময়ী !
যৌবনে তোমার যৌবনের যোগ ওঠে বাঙলার বক্ষ ছিঁড়ে' ·
এর মাঝে মাগো তব আরাধনা ? হবে না হবে না বাঙলো
ফিরে।

নিত্য বাসস্থলে পরবাসী মোরা আপনার ঘরে কাঙালী প্রায়
ছোট হয়ে থাকা দীন মন লয়ে আছি বাঙলার বাঙালী হায় !
পেটে দিতে এক মুঠার কারণে গোলামখানায় প্রাণ খুঁয়ে কাঁদি
রোগে ভুগে আজ যারা বেঁচে আছে আমরা তারা
নাহে না নাড়ী ;

নিত্য সন্ধ্যা বিপদ তীব্র কাল-বন্ধনের পরা হবে
বিমল রজনী যাহে পতিত আজ মায়ের বেদনা, হবে ;
আমি বাধা তব পীড়ন আঘাত কেটে দিয়ে গেছে সবার বুক
নয়নের জলে মান অন্ধ হয়েছে ধূলবধ, আঁধার মুখ ;
এই কি তোমার পূজার চিহ্ন ওগো মা পুলক-উৎসময়ী
এই কি মা তোমার মুক্তি-যৌবন এই কি সাধনা চিন্ময়ী ?

আজি এ শ্মশানে মৃত-চণ্ডালের তোমার চরণ-পরশ আনে
চিতাভস্ম দিবস রজনী আছে সমাহিত দর্শনাশে ;
সে যে কতকাল কতকাল ধরে' এমনই রক্ত দেখা দেখ
সন্তান তরে জননী তোমার হৃদয়ে হল না করুণা লেশ ?
যৌবনে তোমার যৌবনের যোগ ওঠে বাঙলার বক্ষ ছিঁড়ে'
এর মাঝে মাগো তব আরাধনা ? হবে না হবে না
বাঙলো ফিরে।

এই অবিচার এই অনাচার এই ব্যভিচার অত্যাচারে
এই অনিয়ম এই যে পীড়ন এই যে মরণ সকলারে ;
এর মাঝে মাগো মানুষ বলিয়া অপমান বুকে শেলের মত
বড় বড় কেটেছে সব সম্পদ গৌরব আজ চরণাহত ;
মানুষ বলিতে যার কিছু নাই দীন পশু সম যাতনা পায়
জগৎ জননী তব আরাধনা তার কাছে শেষে মিথ্যা নয় ?
যদি কোনও দিন ওগো মা আমার এ দীন দশ বক্ষ টুটে,
লক্ষ কণ্ঠের শোণিত বিন্দু তব চরণে পড়েনা ছুটে
সেই হবে তব পূজার অর্ঘ্য চন্দন হবে অক্ষজল,
তব আগমনী শোণিতে জাগাবে বাঙলার বুকে দুষ্ট বল !
সে দিন হবে মা সারা বাঙলার অকাল-বোধন তোমার তরে,
নীলকমলের অর্ঘ্য সাজাতে উপাড়ি' চক্ষু দিব মা করে !
পীড়নের যত বন্ধন আছে দলিত-মৃণালে উড়িবে ছিঁড়ে
এবিয়ে তার লক্ষ কমল নব পরিমল বক্ষে নিয়ে
আপনি ফুটিয়া সোনার সম্পদে চরণ তোমার করিবে আলো
তখন তোমার যৌবন-রাগিণী মুক্তারের কাণে লাগিবে
ভালো !

আজ যেন যাক রাতের যোগে চিন্তা দীনতা ঢাকিতে
যাতনা
মোহ-ভরা হাসি সর্বনাশী যে দূরা সাধনার সিদ্ধি চাওয়া ;
আজ থাক দেবি বিধাতার পূজা মন্ত্র এবার বাড়াবে লাজ
চিন্ময়ী থাক চিত্তের তলে মৃন্ময়ী রূপে এসো না আজ।
যৌবনে তোমার যৌবনের যোগ ওঠে বাঙলার বক্ষ ছিঁড়ে'
এর মাঝে মাগো তব আরাধনা ? হবে না হবে না
বাঙলো ফিরে।

গোলামখানার শিক্ষা

শ্রদ্ধাস্পদ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'শিক্ষার বিরোধ' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, এমন একটা সময় আসিতে পারে, যখন বিদ্যালয় ত্যাগ করাটাই, বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইবে। আমাদের জাতীয় জীবনে আজ সেদিন আসিয়াছে! পরাধীনতা শুধু বাহিরে নয়, অন্তরের স্বাধীনতা হারাইয়াছি আজ কিছুদিন হইতে আমরা হারাইলাম। পরাধীনতা বাহির হইতে অন্তরে, অন্তর হইতে অন্তরে পর্যন্ত ঢুকিয়াছে। তাই আমাদের এই দুর্দশা। অন্ন, বসন, শিক্ষা, দীক্ষা, বিচার, ব্যবসায় সব পরের হাতে তুলিয়া দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি। কিন্তু সে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রায় থাকিয়া হৃদয়ে এমন একটা বিপর্যয় আসিয়াছে যাহাতে মানসিক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত তাহাকে শয্যা লাভ করিতে হইবে। এই পক্ষাঘাতের হাত হইতে জাতিটাকে বাঁচাইবার জন্যই দেশের প্রকৃত হিতকামী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ প্রথমেই গোলামখানার সংস্রব ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আমাদের এ সংগ্রাম অধর্মের সহিত, অন্যায়ের সহিত যুদ্ধ করিতেই আমরা অগ্রসর হইয়াছি। নিজে অন্যায় করিব না; অন্যায় অত্যাচার নীরবে মুখ বুজে সহিব না —ত্যাগবলের দ্বারা অন্যায়কে ধ্বংস করিব, সাধুতার দ্বারা

কল্যাণযোগে প্রয়োগ করিব, প্রেমের দ্বারা অপ্রেমকে বশীভূত করিব। আমাদের এটা একটি মানুষের জীবনের কথা নয়, একটা বিরাট জাতি তাহার যুগযুগান্তরের সাধনার সম্পদ লইয়া সমগ্র বিশ্বকে স্পর্দ্ধার সহিত আহ্বান করিয়াছে। আজ দেবদৈত্যে ভীষণ সংগ্রাম—আজ মুক্তশক্তি এবং অত্যাচারের লড়াই!

এ সংগ্রামে সংসারের মূলচক্রে যাহা শয়তান তাহারাই অধিকারী হয়, এবং যাহা সত্য তাহাতেই অবশ্যম্ভাবী পরাজয়। যুগে যুগে জগতে এই যুদ্ধ চলিয়া আসিয়াছে। একদিনে দুইদিনে লোকে বুঝে নাই সত্য-শক্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। পেচক-জাতীয় মনুষ্য জীবকে আলো দেখিয়া চোখ ঢাকিয়াছে—আবার পতঙ্গ জাতীয় মানব সে আলোতে আকৃষ্ট হইয়া নিজেকে বিসর্জন দিয়াছে। সত্যের আলোক যথার্থ সাধনার মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়াছে। কিন্তু পেচক 'চাই না আলোক' বলিয়া তারই আর সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে।

পরাধীনতার দুর্ভাগ্যে কলুষিত সমাজে লক্ষ্মীকে যত আলবাসে, আমাদের দেশে এমন লোকের অভাব নাই। ভাব-রাজ্যে আমাদিগকে কি বাঁধনেই বাঁধিয়াছে। বিদেশীর সাম্রাজ্যের স্তম্ভগুলির প্রতিষ্ঠা সেইখানেই। আত্মরক্ষার জন্য যে "বিবেকহীন"র দল সে সৃষ্টি করিয়াছে তাহারাই সব করিবে, বিদেশীর রাজপাট তাহারাই বহন করিয়া চিরদিন তাহাকে অক্ষয়, অক্ষুণ্ণ, এবং অটুট করিয়া রাখিবে। দেশী লাট হইতে আরম্ভ চৌকিদার পর্য্যন্ত ঐ এক কাজে ব্যাপৃত। সরকারী চাকরের তো কথাই নাই, বে-সরকারী গোলামদিগের মনিবের সোনার শৃঙ্খল পায়ে পরিবার জন্য উৎসাহ দেখিলে অবাক হইতে হয়।

কামান-গুলি গোলা অপেক্ষা রাজ্যরক্ষার এ অমোঘাস্ত্র সামগ্রীগুলি প্রস্তুতের কারখানা আমাদের এই সরকারী স্কুল-কলেজসমূহ। কৃষক যেমন বীজধানের ধানের চারা জমাইয়া মাঠে মাঠে ক্ষেতগুলিতে রুইয়া দেয়, তাহাতে ফসল ভাল হয়, ধানের জোর হয়—কিন্তু কিসের জন্য? ধানগাছগুলির এত আদর—ক্ষেতস্বামীর জন্যই তাহার জন্ম, পুষ্টি এবং মরণ! আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেলায়ও ঠিক তাই। জন্ম হইতেই আমরা গোলামির জন্য গড়া—আমাদের জন্ম, পুষ্টি ও মান আমাদের জন্য নয়। অন্যের উৎপাদনের যন্ত্রস্বরূপ আমরা, স্বাধীন জীবনোপায়ে অনভ্যস্ত, আমাদের দ্বারা না করাইতে পারা যায় এমন কাজ নাই। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক নামধারী এই বিচিত্র জীবসম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ হইবার স্থান স্কুল কলেজগুলি।

যেমন ফিরিঙ্গিদের সৃষ্টি এবং অস্তিত্ব কেবল ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে, আমাদের অর্থাৎ আসল ফিরিঙ্গিদের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। তাহারা physically Eurasians, আর আমরা cultural Eurasians—দুই-ই ইংরেজ রাজত্বের বিশিষ্ট-সৃষ্টি। ফিরিঙ্গিরা ইংরেজদের সঙ্গেও মিশিতে পারে না, এদেশের লোকের সঙ্গেও মিশিতে পারে না, এদিকে সাহেব না সাজিলে তাহাদের চলে না। সাহেবী না করিলে চাকরী মিলে না—রেলের গার্ড, ড্রাইভার, টিকেট কলেক্টর, টেলিগ্রাফ আর কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির মোটরলরী গাড়ী চালানো হইতে ছোট বড় অনেক কাজ বংশানুক্রমে তাহাদের একচেটিয়া। এ বিষয়ে তাহাদের প্রধান qualification এই যে, একাজে লেখাপড়ার আবশ্যক হয় না এবং সাহেব না হইয়াও সাহেবী করিতে পারা যায়। আজ ইংরেজ রাজত্ব না থাকিলে এ জোয়ানদের দশা কি হইত—অনুমানসাপেক্ষ এমন উপযুক্ত আদর আর কে করিত, নিজের জাতিগত কুলের প্রাধান্য বিজ্ঞাপনই বা সম্পাদিত হইত!

আমাদের বাবু সম্প্রদায়েরও ঠিক এই অবস্থা। ইংরেজ এদেশে আসিয়া নবীন বর্ণের প্রয়োজনে এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের বোঝা বহিতেছে, আর রাজশাসনের প্রয়োজনে বাবুসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া আর এক বোঝার দায়ে পড়িয়াছে। সেকালে চাকরীর জন্য কোন গতিকে একটা ইংরেজি বুলি আউড়াইতে পারিলেই হইত, বংশধরের ইংরেজী bamboo catcher বলিয়াও বহু চাকরী জুটিত। ইংরেজ আর যোগাইয়া উঠিতে পারিতেছে না—সকলকেই হাকিমি, কেরাণীগিরি দ্বারা তুষ্ট করিতে পারিতেছে না, তাই দেশে অসন্তোষের সৃষ্টি,—আজকাল আর নিতেছেন পালা মাথায় নিয়ে এক নাচন কোঁদন। এরই ইংরেজী নাম Political agitation। কিন্তু আজ যে আন্দোলনের জোর বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা কোনদিন বন্ধ হইবে না। তাহা ভাব-জগতের উত্থানের যুগ। ইহা আবশ্যক যুদ্ধ Cultural fight তাই এক দিকে ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছিষ্টভোগীর দল—উকিল, মোক্তার, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, তাহার সঙ্গে জমিদার, ধনী ব্যবসায়ীর দল-আর একদিকে দেশের অগণ্য জনসাধারণ। জনসাধারণ জাগিয়াছে—বিদেশী শাসনের অত্যাচারের অগ্নি-মূর্ত্তি দেখিয়া ইহাদের। বিরাট সত্যের চৈতন্য আসিয়াছে—মহাপুরুষদিগের সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে—এইবার শিক্ষিত জনসাধারণ একদিকে থাকিয়া আর একদিকে দাঁড়াইয়া ধর্মবীরের বাণ গ্রাস করিবেন।

বর্তমান আন্দোলনের বিশিষ্টতা এই যে, তাহাতে যে সম্প্রদায় যত অধিক এই ভাব-ধারাতে মজিয়াছে, সেই সম্প্রদায় তত দূরে পড়িয়া আছে। তথাকথিত শিক্ষা হিসাবে বিচার, অন্ধ অনুসরণের ছিল—আজ সেখানেই স্বরাজসাধনার মহাপীঠস্থানগুলি স্থাপিত হইয়াছে। ইংরেজের শিক্ষার গর্বী বাঙ্গালী আজ কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের জনসাধারণ কিন্তু অকপটভাবে এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছে। নারী সম্প্রদায় শিক্ষার বিষে জর্জরিত নয় বলিয়া শিক্ষিত পুরুষদের অপেক্ষা এই কার্য্যে বেশী মন দিতেছেন—কিন্তু বাংলার Cultural Eurasians আজ দলে দলে ইংরেজের Defence force-এ ভর্ত্তি হইয়া দেশের দলের দুর্দম জোয়ানের বিদ্রোহ বিনাশে যুদ্ধ করিতে লাগিয়াছেন। বড় বড় বাঁধনের সকল বিরোধ ভুলিয়া গোরা বাহিনীর দলে ভিড়িয়া 'যুদ্ধ

[illegible] বর্ষে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছেন। কবির [illegible], জাতীয় দলের মুক্তপুরুষ নেতার বিভীষণ, [illegible] সমবেত [illegible] জাতীয় [illegible] স্থান হইয়াছে।

দেশের চারিদিক হতে স্বাধীনতা-সংগ্রামে [illegible] দিয়াছে। [illegible] এত ছেলে যখন দেশের [illegible] অসহযোগ আন্দোলন সফল হইল না। অসহযোগী বলিলেন—এ শিক্ষার কি মোহময় প্রভাব যে, দেশের স্বাধীনতার ডাকে তরুণ যুবক সাড়া দেয় না, যখন [illegible] কুলী-মজুর প্রভৃতি স্বাধীনতার জন্য দুঃখ পাইতেছে, তখন সকল বুদ্ধিমান্ শিক্ষিত যুবক গবর্ণমেণ্টের "জাতীয়" বিশ্ববিদ্যালয়ে বসিয়া [illegible] করিতেছেন। তখন অসহযোগ আর কাহাকে বলে? [illegible] তাহাদিগের [illegible] গোলামখানা [illegible]! তবুও আমার কথা [illegible] দিতে নাই।

প্রভাতের পাখীর ডাক শুনিয়া নিদ্রা ভাঙে, তাহার বিহগ পাখীর প্রাণে প্রকৃতির আহ্বান সকলের মধ্যে জাগিয়া উঠে—সে ভাবে, নিজের অন্তরের ভাবে বাধ-মান বিনা ভাসাইয়া দেয়। [illegible] নানা [illegible] অবসন্নপ্রাণ [illegible] বহিয়াও বলেন। বিরক্ত হইয়া উঠেন, কিন্তু জাগিয়া দেখেন কি সুন্দর উজ্জ্বল আলোকে আকাশ ভুবন ছাইয়া দিয়াছে—প্রকৃতির [illegible] দিয়াছে। স্বাধীনতার [illegible] তরুণপ্রাণ [illegible] আগে সাড়া দেয়। দেশের যুবক সম্প্রদায় কত লাঞ্ছনা, কত কষ্ট পাইয়া, দেশের অমূল্য প্রাণ দান করিয়া স্বাধীনতা আনিয়া দেয়, [illegible] বিরক্ত হন—কিন্তু যেদিন স্বাধীনতা আসে, সেদিন তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন, কোন্ অজানা শক্তির [illegible] পথ প্রস্তুত করিবার জন্য সেই [illegible] আপন [illegible] দিয়াছেন।

গত সপ্তম বর্ষে [illegible] বাংলার দেশের ছেলেরা [illegible]। দেশের [illegible] দলে দলে বাহির আসিয়াছে, স্কুলে কলেজে ছুটিয়াছে, আমাদের কঠোর নিষ্ঠুরতাকে সাহসের সঙ্গে বরণ করিয়া লইয়াছিল, আজ তাহারা সাবধানী হিসাব [illegible], ভুল করিতে [illegible], কঠোরতার ভয়ে ভীত, বিকার-রোগীর মত [illegible] তাই। দেবতা যে মুক্তজ্যোতি লইয়া আসিয়াছেন, দুয়ার [illegible] হইতেছে, সর্বনাশা বাঁশীর ডাক শুনিবার [illegible] আজ কি তাহাদের নাই?

শিক্ষার বিরোধ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

আমার এ সব কথার কথা না,—উদ্দীপনাপূর্ণ [illegible] লেখতার নয়,—সত্য সত্যই যা আমি সত্য বলে বুঝেছি তাই কেবল আপনাদের কাছে বলছি। মানুষের এক প্রকার শিক্ষা আছে যা' কেবল নিছক ব্যক্তিগত সুখ ও সুবিধার দাবিতে মানুষকে অর্জন করতে চায়। যে mentality থেকে আমাদের এদেশে কেউ কেউ ইংরিজি আদবকায়দা সাহেবের গলার কলারটাকেই চরম উন্নতি জ্ঞান করে এবং এই mentalityই এক দল শৌখীন লোককে [illegible] এবং [illegible] সাহেবি পোশাক-ছাড়া কিছুতেই বেরোতে চায় না। এবং এই মিথ্যাকে এত উচ্চ, এত বড়, যে এ দেশ [illegible], এর বিরুদ্ধে এ বিষয় আলোচনা করতেও ঘৃণা বোধ হয়, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি এই মনোবৃত্তির দীনতা, এই আপনার কাছ থেকে আপনাকে লুকোবার পাপ, এবং গভীর লজ্জা আপনারা অন্তরালেই উপলব্ধি করতে পারবেন। এবং [illegible] এ কথা কেন যে উত্থাপিত করলাম তাও বুঝতে আপনাদের বাকী থাকবে না।

এইখানে জাপানের কথা স্মরণ করে কেউ কেউ বলতে পারেন, এই যদি সত্য, তবে জাপান আজ এমন হলো কিসের জোরে? তার চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগের তার ইতিহাসটা একবার ভেবে দেখ! ভেবে আমি দেখেছি। পশ্চিমের জড়াচার্যের শিক্ষার জোরেই যদি সে আজ বড় হয়ে থাকে তবে বড়টাও বেশ দেখেছি আমরা জড়াচার্যেরাই মান [illegible] দিবে। কিন্তু মানবের বিকাশের সেই কি শেষ মান-দণ্ড? জাতীয় জীবনে এই দু'শো পঁচিশো বছরের ঘটনাই কি তার চরম ইতিহাস?

আমি জাপানের ইতিহাস জানিনে। তার কি ছিল এবং কি হয়েছে এ বিষয়ে আমি অনভিজ্ঞ, কিন্তু এই তার আধুনিক উন্নতির মূলে, পশ্চিমের সভ্যতার সংস্পর্শে যদি তার আত্মদর্শনের ক্ষমতাই বসে থাকে, ত তার পরে আত্মপ্রবৃত্তি [illegible] বোধহয় বেশি কারণ নেই। এবং এমনি দুর্দিন যদি কখনো তাদের ভাগ্যে ঘটে,—সে তার বিগত জীবনের সমস্ত tradition বিচ্যুত হয়ে ঠিক ততখানি উন্নত হয়েই বটে, এবং কালো চামড়া ছাড়া পশ্চিমের সঙ্গে তার কোন প্রভেদই না থাকে, ত তাদের ভাগ্য-বিধাতা অন্তরীক্ষে বসে সে দিন হাসবেন কি কাঁদবেন [illegible] বলা কঠিন।

কোন বড় জিনিসই কখনো নিজের অতীতের প্রতি

বীতশ্রদ্ধ হবে, নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাস রাখিতে হয় না। হবার যো ই নেই। তাদের যে বিদ্যাটার প্রতি আমাদের এত লোভ তা' তাদেরই মাথায় হাত বুলিয়েই নিয়ে নিই, যা পাচ্ছি তেল মাখিয়েই অর্জন করি,—এর ফল অত্যন্ত [illegible]—সে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ভিতর থেকে নষ্ট হয়ে ওঠে। এর মূল যদি না জাতির অতীতের জীবন বিস্তীর্ণ হয়ে এসে থাকে। এই মূল-শাখার শুধু শাখা হয় সে বড় ও সতেজ যত বাড়ুক এখনকার আপাততঃ কালেতে, কোন কৌশলই তাকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না।

এই সত্যটা আজ আমাদের একান্তই বোধহয় দিন এসেছে যে, টেবিল-চেয়ারই হোক বা অন্য কিছুই হোক বাজার থেকে টেনে এনে জমা করাটাই দেশের সম্পদ নয়। যথার্থ সম্পদ দেশের প্রয়োজনের মধ্যে থেকেই গড়ে ওঠে। তার অতিরিক্ত যা সে শুধুই ভার, নিছক আবর্জনা। সত্যি বলে আমরা যেন এই ঐশ্বর্যের প্রতি লুব্ধ হয়ে না উঠি। আমাদের মনে, আমাদের অতীত আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছিল, অথচ অপরের শিক্ষার মোহে যদি নিজের শিক্ষাকে হেয় মনে করে থাকি এ যে পরম দুর্ভাগ্য। ঐ যে ট্রাম, ঐ যে মোটর পথের উপর দিয়ে বায়ুবেগে ছুটেছে; ঐ যে ঘরে ঘরে electric পাখা ঘুরছে, ঐ যে শহরের আলোর মালার আদি অন্ত নেই,—ঐ যে শুধু সহরে বিদেশী সভ্যতার জোড়-তোড় বিদেশ থেকে বয়ে এনে জমা করেছি, এর কোনটাই কি আমাদের যথার্থ সম্পদ? বিগত যুদ্ধের দিনের মত আবার যদি কোনদিন এর আমদানির মুখ শুকিয়ে যায় ত তেল বাতির মত এদের অস্তিত্ব এ দেশ থেকে উঠে যেতে বিলম্ব হবেনা। এসকল আমরা গড়িনি, গড়তেও জানিনে। পরের কাছ থেকে ধরে আনা আর ও-সকল আমাদের না হলেও নয়, অথচ, এর কোনটাই আমাদের যথার্থ প্রয়োজনের ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠেনি। এই যে ধার-করা প্রয়োজন, এ যদি আমরা সংক্ষেপও না পারি ত্যাগেও না পারি, তা হলে দুই দুধারের মত ও-কেবল আমাদের একদিকে প্রলুব্ধ এবং অন্যদিকে পীড়িত করতে থাকবে। কিন্তু পশ্চিম-ওদের সৃষ্টি করেছে নিজের গরজ থেকে। তাদের সভ্যতায় ও-সকল চাই-ই-চাই। ওই যে সব বড় বড় মালবোঝাই জাহাজ, ওই যে গোলা-গুলি-কামান-বন্দুক-গাদোলা বল, ওই যে উড়ো এবং ডুবো জাহাজ এ সকলই ওদের সভ্যতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তাই কোনটাই ওদের বোঝা নয়, তাই ওদের পরিণতি, ওদের শিল্প-সব আবিষ্কার দেশের প্রতিভার ভিতর থেকেই বিকশিত হয়ে উঠেছে। দূর থেকে আমরা লোভ করতেও পারি, বিকৃত নির্বোধ লোকের বাবুয়ানীর সরঞ্জাম কিনেও আনতে পারি কিন্তু বাণিজ্য জাহাজই বল, আর মোটর গাড়ীই বল, যতক্ষণ না সে নিজেদের প্রয়োজনে নিজের দেশে, নিজের জিনিসের মধ্যে দিয়ে জন্ম লাভ করে ততক্ষণ যেমন করে এক মুঠো টাকা দিয়েই না তাদের সংগ্রহ করে আনি সে আমাদের সভ্যতার ঐশ্বর্য নয়। তাই [illegible] বড়, মিনারের গির্জা এবং মসজিদ, কৌশলের সমাবেশ বিশ্ব বড়,—তা সে আমাদের যত শীঘ্র বিলাস করুক, এবং দেশের সৌন্দর্য যতই বৃদ্ধি করুক কোনটাই আমাদের যথার্থ সম্পদ নয়—নিছক আবর্জনা।

কিন্তু আমি একটু ভয় পেয়েছি। আমি বলছিলাম যে মানুষ কেবল সভ্যতার প্রয়োজনেই সৃষ্টি করতে পারে এবং সৃষ্টি করা ছাড়া সে কখনো সত্যকার সম্পদ ও পায় না। কিন্তু পরের কাছে শিখে মানুষ এত জোর সেই তুচ্ছ টেকি করতে পারে, কিন্তু তার বেশি নয়—সে সৃষ্টি করতে পারে না। অথচ, সৃষ্টি করবার শক্তি, সেটা দেখা যায় না,—এমন কি পশ্চিমের কাছে থেকেও না। এই শক্তির আধার নিজের প্রতি বিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা। কিন্তু যে শিক্ষা আমাদের আত্মাকে ছোট করে দেয় না, অতীতের গৌরব কাহিনী ভুলে গিয়ে আজ সবাকে অবিশ্বাস মাথায় করে, তাদের কাছে কোনদিন কোনোমতে যাতে আমাদের শিক্ষা শিক্ষিতদের কেবল বুদ্ধির আর যা-তা তৈরী দিয়েই বলা ছিলেন, তাঁদের কাছে কালের সকল জ্ঞান বা বিজ্ঞানের অবারিত দ্বার খোলা ছিল না—তাই আমাদের প্রতিভা—তা বলে সে শিক্ষার যত যাই থাক্, তার মধ্যে অন্যায় কোনগুলি একটু বেছে শুনে করাই ভাল।

পশ্চিমের সভ্যতার আদর্শে মানুষ-মারবার শত-কোটি যন্ত্র-তন্ত্র, সমুদ্র বেগও তার দুধের প্রাণ অবলুপ্ত করবার অত্যধিক কলকারখানা, এমনকি তার আয়োজনে তারা নিজের মধ্যে সঞ্চয়ন করেছে,—কিন্তু ঠিক ওই সকল আজ একদেশের সভ্যতার আদর্শে প্রয়োজন কিনা আমি জানি না। কিন্তু কবি বলেছেন এই সকল যারা গড়ে তুলেছে তারা নিশ্চয়ই কোন একটি সত্যের জোরে। অতএব ওটা আমাদের শেখা চাই, কারণ বিদ্যাটা তাদের সত্য। এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন, কিন্তু শুধু ও বিদ্যা নয়, বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যাও আছে, সুতরাং [illegible] যোগেই ওদের মরণ।

হতেও পারে। কিন্তু যে লোক [illegible] নিয়ে যত কাল-কে শুরু করেছে, তার কোনটা সত্য আর কোনটা অসত্য নির্ণয় করা কিছু কঠিন।

কবি আমাদের মুখে একটা কথা দিয়ে দিয়ে বলেছেন, "ঐ কথাটাই ত আমরা বারবার বলছি। য়ুরোপের বাদের (অর্থাৎ পশ্চিমের) এত উঁচু, বিদ্যাকে তারা শাণিয়ে শাণিয়ে এক-এক খানে খেলবার মত যারা লোভ এবং বড় হী করছে তাদের সঙ্গে আমাদের কোন কারবার প্রস্তুত পারে না, কেননা ওরা আধ্যাত্মিক নয়, আমরা আধ্যাত্মিক। ওরা অবিদ্যাকেই মানে আমরা বিদ্যাকে, এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা বিষের মত পরিহার করা চাই।"

এমন কথা যদি কেউ বলেও থাকে ত খুব বেশি অন্যায় করেছে আমার মনে হয় না। Physics Chemistry কিছু কি কোন একবার কেউ বলে না বুদ্ধিবিদ্যার [illegible]

নেই এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলে Culture জিনিসটার অর্থ নেই এ কথা কিছুতেই সত্য নয়। এবং কারো শিক্ষা যদি কেউ বিদেশ হতে পরিপাকের ব্যবস্থাই দিয়ে থাকে ত সে কেবল এই বলেই, বিজ্ঞান আছে বলে। আর এই যদি ঠিক হয় যে তারা কেবল অবিজ্ঞানেই মানে এবং আমরা যদি বিজ্ঞানকে, তা হ'লে এ দুটোর সমন্বয়ের উপায় বইয়ের মধ্যে প্রবন্ধের মতো জোড় তুলে তুলে হতেও পারে, কিন্তু একটাকে আর একটার দিলে না খেয়ে বাস্তব জগতে যে কি ভাবে সম্ভব হতে পারে আমি জানিনে। যাদের মেলবার মত বস্তু আছে তারা মিলবেই—মন্ত্র না উচ্চারিলেও জোরেই মানবে না। অন্ততঃ এতকাল যে মানেনি সে ঠিক।

পশ্চিমের এক এক জাতের সম্মুখে যে আজ সেই culture জগতে ঘোড়াকে ঘোড়াকে গতি-শক্তি যান্ত্রিক কাজে লাগানো চলছে, এবং এর ফলে সমস্ত যে তার নাড়ী যেন ছাড়া আছে তাতে আশ্চর্য হবার আছে কি? এর মধ্যে দুই যারা যথার্থ ধরিয়েছিল তাদের দুশমনই চমৎকার সুখ খেয়ে ও বলে জগতে বেঁচে আছে। যারা মরবার তারা মরেছে। এবং কেউ যদি আজকাল হয় তাদেরই আবার মরবার আগে জড়ো করা হবে!

সুতরাং এদের মধ্যে আজ যদি কেউ শোকাকুল চিত্তে কবিকে প্রশ্ন করে থাকে, আমাদের বাণী কই? তাহলে সন্দেহ হয় তারা কিঞ্চিৎ রসিকতা করছেন মাত্র! এবং এই জন্যেই তাদের বিলাপ আমরা ঘরে বসে এনে নিজেদের "মা ভৈঃ" মন্ত্র দিয়ে বল করা যাবে,—এ কল্পনা আমার নেই। কারণ বাজার-ভাবে 'কিছু' না খুঁজলে বৈভব হয় কিনা আমি কোনমতেই ভেবে পাচ্ছিনে।

আরও একটা কথা। পশ্চিমের সভ্যতার একটা বড় মূল মন্ত্র হচ্ছে Standard of living বড় করা। আমাদের দেশের মূল নীতির সঙ্গে এর পার্থক্য আলোচনা করবার স্থান আমার নেই, কিন্তু এদের সমাজ নীতির যেমন interpretation এই দেখতে পাই, তার আসল কথা হচ্ছে ধনী হওয়া। এদের সামাজিক ব্যবস্থা, এদের সভ্যতা, এদের ধর্মবিশ্বাস,—এর মধ্যে যার সামান্য পরিচয়ও আছে এ সত্য সে অস্বীকার করবে না। এই ধনী হওয়ার অর্থই কেবল বহু সঞ্চয় করাই নয়? সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীকেও তেমনি ধনহীন করে তোলাও এর অঙ্গ উদ্দেশ্য। নইলে ধনী হওয়ার কোন মানেই থাকে না। সুতরাং কোন একটা সমস্ত জাতের যদি কেবল ধনী হতেই চায় ত আশ্চর্য নেই অপরকে যে কি সেই পরিমাণে দরিদ্র না করে পারবেই না। শুধু এই একটা কথা নিয়ে বিচার করলে বুঝবে অনেক সুন্দর সভ্যতার আপনি মীমাংসা হয়ে যায়। এই তার দেশ-কালগত সংস্কার, এই তার সমস্ত সভ্যতার ভিত্তি, এর পরেই তার বিরাট সৌধ অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে তার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত সাধনা নিয়োজিত। আর আমার কথায় আমাদের ঋষি বাক্যে দেখি তার civilization-এর কোন অস্তিত্বই নেই; আমাদের সম্পর্কে তার বহুদূর কেটে গেল, কিন্তু আমাদের সভ্যতার আঁচটুকু পর্যন্ত সে কখনো তার গায়ে লাগতে দেয়নি। আপনাকে এমনি সতর্ক, এমনি বদ্ধ, এমনি শুচি করে রেখেছে যে কোন বিদ্যুৎ হাতে টুক্‌-পর্যন্ত মাড়ায়নি। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে এ দেশের সীমার মাথায় কবিদের থেকে পাতালের তলে কালো পর্যন্ত যেখানে যা' কিছু আছে কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায়নি। এটা বোঝা যায়, কারণ, এই তার সত্য, এই তার সভ্যতার মূল ভিত্তি। এই দিয়েই সে তার সমাজ দেহের সমস্ত সংস্থার পোষণ করে, কিন্তু আজ আমরা যদি সে ভারতের আধিভৌতিক সত্তা বদলে ভারতের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পদার্থের enquiry করে থাকেও আনন্দ বোধ কি ধঁপিয়ে হয়—চিন্তার কথা!

য়ুরোপ ও ভারতের শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে,—এই মূলে। আমাদের ঋষি বাক্য বড় আমরাই বোধ হয় তারা নেবে না, কারণ, তাতে তাদের প্রয়োজন নেই। সে তাদের সভ্যতার বিরোধী। আর তাদের শিক্ষা তারা দেবেনা—কথাটা শুনতে খারাপ কিন্তু সত্য। আর দিলেও তার যেটুকু কিনা সে টুকু না নেওয়াই ভাল। বাকি টুকু যদি আমাদের সভ্যতার অনুকূল না হয়, সে শুধু ব্যর্থ নয়, অনর্থক। তাদের মত সমস্ত খাতে যদি না চাই, পরের মুখের অন্ন কেড়ে খাওয়াটাই যদি সভ্যতার শেষ না মনে করি, ত মারণ-যজ্ঞ বড় সত্যই হোক্ তার প্রতি নির্লোভ হওয়াই ভাল।

আর একটা কথা বলেই আমি এবার এ প্রবন্ধ শেষ করব। সময়ের অভাবে অনেক বিষয়ই বলা হলনা,—কিন্তু এই অবান্তর কথাটা না বলেও থাকতে পারলাম না যে, বিদ্যা এবং বিদ্যালয় এক বস্তু নয়; শিক্ষা ও শিক্ষার প্রণালী—এ দুটো আলাদা জিনিস। সুতরাং কোন একটা ত্যাগ করাই অপরটা বর্জন করা নয়। এমনও হতে পারে বিদ্যালয় ছাড়াই বিদ্যালাভের বড় পথ। আমাদের দৃষ্টিতে কথাটা উল্টো মনে হলেও সত্য হওয়া অসম্ভব নয়। ছেলে কলে দেখেনা, এ দুটো পদার্থও একেবারে উল্টো, শুধু ছেলের লেখা, আমাকে যে যাদুর কল চালে সে কেবল ছেলেটাকেই নিঃশব্দে পুঁছিয়ে দিচ্ছে। যারা এ তত্ত্ব জানে না তাদের একটু ধৈর্য থাকা ভাল, অমন উতলা হয়ে নিজে করতে নেই।

ভ্রম সংশোধন ঃ—"গোলামখানার শিক্ষা" প্রবন্ধের তৃতীয় লাইনে "বিদ্যালয়ের" স্থানে "বিদ্যালয়েও" হইবে।

প্রাপ্তি-স্বীকার ঃ—প্রেমশ্রী, মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা মহম্মদ আলি ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনী ১১ পৃঃ, শ্রীবিমলা দাস গুপ্তা ও প্রকাশ চন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত।

প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ পাবলিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

"বাঙ্গলার কথা"

পূজার ছুটির জন্য আগামী সপ্তাহে বাহির হইবে না। পরবর্ত্তী সংখ্যা ৪ঠা কার্ত্তিক শুক্রবার ২১শে অক্টোবর তারিখে বাহির হইবে।

চরকা, খদ্দর, দেশী জিনিস, এবং পুস্তকাদির বিজ্ঞাপন লওয়া যাইতে পারে।

গ্রাহকদিগের জন্য প্রথম সংখ্যার অল্প কয়েকখানি মাত্র রাখা হইয়াছে। সত্বর মণি অর্ডারে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হউন। প্রথম সংখ্যা দ্বিতীয়বার ছাপা না হইলে আমরা অধিক সংখ্যক গ্রাহক লইতে পারিব না। দ্বিতীয় সংখ্যা বেশী করিয়া ছাপা হইয়াছে। এক সংখ্যার জন্য দেড় আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে।

কর্ম্মকর্ত্তা,
"বাঙ্গলার কথা"

উপাসনা

সম্পাদক—**শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়**
এম-এ, পি-আর-এস, পি, এইচ-ডি

বার্ষিক মূল্য—সডাক তিন টাকা ভিঃ পিতে ৩।০
প্রতি সংখ্যা ,, ছয় আনা ,, ,, ৷৵০

উপাসনায় বাঙ্গলার সাহিত্যিকগণের লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। গল্প ও উপন্যাসে উপাসনা প্রতি মাসে পূর্ণ থাকে। "বৈরাগ যোগ" লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস "বন্দী" প্রকাশিত হইতেছে। পূজার সংখ্যায় বিষয় সম্ভারের স্থায়ী গৌরব অক্ষুণ্ণ অপূর্ব্ব চিত্রসম্ভারে শোভিত হইয়া বাহির হইয়াছে। এই সংখ্যা কাব্য গল্প ও কবিতায় পাঠকগণের মন হরণ করিবে।

"বাঙ্গলার কথার" গ্রাহকগণের মধ্যে যাহারা ৩০শে আশ্বিনের মধ্যে এই বৎসরের গ্রাহক হইবেন তাঁহারা গত বৎসরের উপাসনা সডাক ২৲ টাকা মূল্যে পাইবেন।

শাখা কার্য্যালয়
৯৯ ডি, পুলিশ হস্পিটাল রোড।

প্রকাশক—
ইন্ডো-ইউরোপীয়ান সিণ্ডিকেট
১১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নারায়ণ

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আগামী অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ হইতে নারায়ণের নূতন বর্ষ আরম্ভ হইবে। এ বৎসর হইতে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধানে নারায়ণ প্রকাশিত হইবে। নানাভাবে প্রবন্ধ ও উপন্যাস সম্ভারে নারায়ণের সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা হইবে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবন্ধ গল্প ও উপন্যাস লিখিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় অগ্রহায়ণ হইতে প্রবন্ধ লিখিবেন। আরও বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ নিয়মিতরূপে নারায়ণে লিখিবেন। যাঁহারা অগ্রহায়ণ হইতে গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক আছেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় মণিঅর্ডারে ডাকে বার্ষিক মূল্য চারি টাকা পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। যাঁহারা গ্রাহক হইতে অনিচ্ছুক তাঁহারা পূর্ব্বেই পত্রযোগে অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন, নতুবা ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিলে আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৭নং ভবানী দত্ত লেন,
কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ
নারায়ণ

"যুগান্তর" সম্পাদক
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা

মূল্য এক টাকা মাত্র

নরেন গোঁসাইয়ের হত্যাকাণ্ড, কানাইলালের ফাঁসী, লাট সাহেবের ট্রেন উড়াইয়া দিবার চেষ্টা প্রভৃতি ঘটনা সরস ভাষায় লিখিত। পুস্তক পড়িতে পড়িতে মনে হইবে, যেন উপন্যাস পাঠ করিতেছেন।

উপেনবাবুর আর একখানি বই

সিনফিন

দাম পাঁচ আনা

গ্রন্থকার যেন পোঁয়ার ছলনা করিয়া কাঁদিয়াছেন।

উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত

বর্ত্তমান সমস্যা

দাম তিন আনা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল হতে আজ পর্য্যন্ত ইংরাজ শাসিত ভারত ও ভারতীয়দের ফটোগ্রাফ।

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার
৪।এ, মোহন লাল ষ্ট্রীট, শ্যাম বাজার,
কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান বুক্‌ক্লাব,

কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট—কলিকাতা।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের কবিতা গ্রন্থাবলী—

কিশোর কিশোরী ১৲ অন্তর্যামী ৸০ মালা ৸০ মালঞ্চ ৸০।

শ্রীহেমন্তকুমার সরকারের পুস্তকাবলী :—

১। ছায়াবাজি (নূতন ধরণের গল্পের বই)

বিষয়-সূচী :—অনশন, [illegible], [illegible]; কেরাণীবাবু; [illegible], পানওয়ালী; [illegible]; ফেরিওয়ালা, দেশের [illegible], মিলন; [illegible]; [illegible] বার। মূল্য ৫০ আনা মাত্র।

২। পষ্টকথা।

বিষয়-সূচী :—আধ্যাত্মিক স্বরাজ; ইংরেজির [illegible]; সমাজের [illegible]; বিদ্রোহের গোলামি, আমাদের [illegible], বাঙ্গালীর [illegible]; গোলামখানার শিক্ষা। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

৩। উল্টোকথা।

বিষয়-সূচী :—বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্য; আর্টের দলাদলি; আর্ট ও জীবন; ন্যাকা সাহিত্য; মদন-লীলা, বাঙ্গলা কাব্যে একটী নূতন সুর; "বীণাপাণির বাণী", সৌন্দর্য্য ও প্রয়োজন; [illegible]; ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের দান, ভারতের সাধনার ধারা; বিশ্বের দরবারে ভারত। মূল্য ১০ আনা মাত্র।

৪। যুগ-শঙ্খ।

বিষয়-সূচী :—[illegible] বনে বনে; [illegible] পূজা, রাসলীলা; [illegible]; [illegible] দিকে, আধ্যাত্মিকতা স্বরাজ ধর্ম। মূল্য ৶০ আনা মাত্র।

"ভারতরঞ্জন চিত্তরঞ্জন"

চিত্তরঞ্জনের ভ্রাতা শ্রী[illegible] রঞ্জন দাশগুপ্ত প্রণীত। এ পর্য্যন্ত চিত্তরঞ্জনের যে কয়খানি জীবনী বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে এইখানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—ইহাই একমাত্র সম্পূর্ণ ও বিশদ জীবনী। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

"শ্রীঅরবিন্দ"

অরবিন্দ ঘোষের নাম বঙ্গদেশে সুপরিচিত, কিন্তু তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত অতি অল্প লোকেই জানেন। তাই এই সংক্ষিপ্ত জীবনী খানি সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিলাম। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্তরঞ্জনের বড় ছবি

(তিন রঙা)

লাভের টাকা "নারী-কর্ম্মমন্দির"এ যাইবে।

মূল্য প্রতি কপি ।০ আনা মাত্র

"লেনিন্"

রুশিয়ার বোলশেভিক গভর্ণমেন্টের অধিনায়ক মহামতি লেনিনের নাম আজ সকলেই জানেন। এই অদ্ভুতকর্ম্মা [illegible] কিরূপ সাম্য স্থাপন করিয়াছেন, তাহা এই জীবনী পাঠে জানা যাইবে। শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষ প্রণীত। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

"স্বরাজ ও খিলাফত"

"স্বরাজ ও খিলাফত" প্রভৃতি বলিলে কি বুঝায়, তাহার স্পষ্ট ধারণা [illegible] অনেকেরই নাই। লেখক নিরপেক্ষভাবে সেইজন্য এই বর্ত্তমান আন্দোলনের কারণ ও বিভিন্ন মত সহজ কথায় সাধারণকে বুঝাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। মূল্য তিন আনা মাত্র।

"বিশ্বভারত"

(বিশ্বসভ্যতায় ভারতের বাণী)

ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। — (যন্ত্রস্থ)

"স্বদেশ রেণু"

এই সংক্ষিপ্ত [illegible] পড়িয়া যে কেহ ছেলেমেয়েরা শুধু আনন্দ পাইবে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনে স্বদেশ প্রীতি অঙ্কুরিত হইবে। স্বদেশের প্রত্যেক বালকের কাছে এই বই এক একখানি থাকা উচিত।

শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

"পল্লীব্যথা"

এই কবিতাবলিতে পল্লীজীবনের দুঃখময় করুণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "বাংলার অন্তরতম প্রদেশের দুঃখ দৈন্য যেখানে যেভাবে আর কেহ চোখের জলে ফুটাইতে পারেন নাই।"

শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

"A MESSEGE OF HOPE"

By P K. Sarker, M. A.—An explaination of Prabhu Jagatbandu's mission —Price As 5.

"NON-CO-OPERATION"

Four lectures delivered by Mr. D. C. Pal, discussing the Present Situation with Special reference to the Khilafat, pointing out the need of the measure and explaining its meaning and method. Reduced Price As 8.

Printed & Published by—Hemanta Kumar Sarkar.
METCALFE PRESS.
79 Balaram Dey Street, Calcutta.

বাঙ্গলার নবযুগের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বাঙ্গলার কথা

সম্পাদক—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

সহকারী সম্পাদক—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

প্রথম ভাগ { কলিকাতা, শুক্রবার, ২১শে অক্টোবর, ১৯২১; ৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩২৮ } ৩য় সংখ্যা

বিষয় সূচী।

১। স্বরাজ-চাওয়া — শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ
২। মাতৃজাতির প্রতি — শ্রীহেমন্তকুমার সরকার
৩। মাভৈঃ — শ্রীঊর্ম্মিলা দেবী
৪। যুগ-সাধনা — শ্রীসুকুমার রঞ্জন দাশ
৫। ঢাকা জেলার চরকাশিল্প … শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

নিয়মাবলী।

বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য ২।০, এক সংখ্যার নগদ মূল্য /০ এক আনা, মণিঅর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইতে হইবে, ভিঃ পিঃতে কাগজ পাঠানো হয় না। গ্রাহক হইতে হইলে প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

জাতীয় উন্নতির সহায়ক বিষয়ে বিজ্ঞাপন লওয়া হয়, অন্য বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। এক পৃষ্ঠা ২০৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ১২৲, সিকি পৃষ্ঠা ৮৲ টাকা। দীর্ঘ সময়ের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। টাকাকড়ি, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি কর্ম্মকর্ত্তার নামে পাঠাইতে হইবে।

প্রবন্ধাদি সহকারী সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য। ডাক টিকিট ও ঠিকানা দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না। কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। জাতীয় স্বরাজ্যসাধনের আন্দোলন বিষয়ক চিঠিপত্র প্রবন্ধ গৃহীত হইতে পারে।

শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়।
কর্ম্মকর্ত্তা,—"বাঙ্গলার কথা।"
৬নং ভবানী দত্ত লেন,
হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট মোড়ের নিকট,
কলিকাতা।

স্বরাজ-চাওয়া

যে শুধু মুখে [illegible] চায়, যার অন্তরে স্বরাজের [illegible] জাগে নাই, যার অন্তরে স্বরাজের [illegible] সে কি স্বরাজ চাইতে পারে? স্বরাজ [illegible] কি কেবল [illegible]? দুটো মধুর খেলায়, 'স্বরাজ' শব্দ কি বা চীৎকার করে বললে তাতেই কি হলো? তাতেই কি স্বরাজলাভ হবে? যখন দেখব আমাদের [illegible]—উকীলেরা আদালত ছেড়েছেন, যখন দেখব স্কুল কলেজ শূন্য হয়ে গেছে, যখন দেখব যুবকেরা দলে দলে গ্রামে গিয়ে লোকের [illegible] ভার নিয়েছেন, গ্রামে গ্রামে কৃষকের এই [illegible] সুখের জন্যে [illegible] চেষ্টা করছেন, তখনই বুঝব আপনারা স্বরাজ চান। মহাত্মা গান্ধীর জয়? মহাত্মা কে? তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁর কি একজনের জয় চাই? তাঁর জয় চাই ভারতের জয়। মহাত্মা গান্ধীর [illegible] যখন [illegible] বিদেশী [illegible] তখন মনে হয় সেই জয় এখনো আসে নাই—কিন্তু সেই জয়ের সম্ভাবনায় প্রাণ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যখন আপনারা [illegible]—যখন স্কুল কলেজ আদালত শূন্য হয়ে যাবে—যখন প্রাণের অন্তর চেষ্টা স্বরাজলাভের জন্য একাগ্র হবে—তখনই বুঝব আপনারা স্বরাজ চান, তখনই মহাত্মা গান্ধীর জয় পূর্ণ হবে। মনের মধ্যে তাহাই বুঝে দেখুন। অসার কল্পনায় মত্ত হয়ে উঠবেন না। স্বরাজ, বিনা চেষ্টায়, বিনা সাধনায় আমাদের কর্মে [illegible] না। সেই সাধনা এখনই সম্পন্ন করতে হবে।

যদি না করে থাকেন, যদি সেই সাধনায় সিদ্ধ হওয়ার মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হয়ে থাকেন তবে যদি আপনাদের এ স্বরাজ চাওয়া মিথ্যা কথা—এ স্বরাজ চাওয়া নয়। বিধাতার জগতে যে যা চায় সে তাই পায়। আমার জীবনে দেখেছি আমি যখনই প্রাণ দিয়ে যা চেয়েছি তাই পেয়েছি। প্রাণের সাধনা না হলে কোন মূল্যবান জিনিস লাভ হয় না। যখন দেখব আপনাদের এই চাওয়াটা অন্তরের সাধনার মত প্রাণ প্রাণটাকে ছেয়েছে তখনই বুঝব আপনারা বাস্তবিক স্বরাজ চান।

গত ২০ বৎসর ধরে সংবাদপত্রে দেশের কথা জেনেছি। কিন্তু আজ শহরের অত্যাচার, বিলাসিতার প্রতি অবিচারের পর চৈতন্য ফিরিয়ে স্বরাজের জন্য লেগেছি। আমার প্রাণে কে যেন অক্ষরে লিখে দিয়েছে স্বরাজ ছাড়া জীবন রাখা বৃথা। আমি ডাকছি আসুন, দেশমাতৃকার বুকে আসুন, এই আহ্বানে কি কেউ স্বরাজের সাধনা করবে না? কে চাও স্বরাজ? বল, যা যতদিন তোমাদের পায়ে শৃঙ্খল থাকবে ততদিন সুখ কামনা চাই না। আমার মায়ের পায়ে বেড়ী, আমার এই শিক্ষা দীক্ষায় লাভ কি? মায়ের বেদনা কার প্রাণে লাগে? কে বাবু আছ, এস। ঐ মায়ের সন্তান উচ্চশিক্ষিত, এস সন্তানের নীচে দাঁড়াও। বাংলা দেশে কি মানুষ নাই। কৈ, যে অধিকার দেখি? কে আছ এস, দাঁড়াও। মায়ের শৃঙ্খল ছেড়ে দিবার মত, এস। বাংলাদেশের কৃষক, তারা অন্নের জন্য মরছে, তারা স্বরাজ চায়। তাদেরকেও অনেক ও আশা দিয়ে ভুলিয়েছ। আর আমরা দেশের নেতা, শিক্ষিত—আমরা কি স্বরাজ চাই? দেশের কৃষক আমার কাছে চিরদিন নমস্য। যত খাটে তারা ক্ষেত কর্ষণ করে, আর আমরা তাদের কত অত্যাচার অপমান করি। চাষা যে সেও মানুষ।

আজ আমরা শিক্ষিত, আমরা কি মানুষ? কবে বুক ফুলিয়ে বলব, আমরাও মানুষ; যে শিক্ষাদীক্ষায় আমাদের অমানুষ করেছে তা নাশ করা চাই তবেই আমরা আবার মানুষ হতে পারব। Destruction এর পূর্ব্বে Construction এর দরকার। আমি নাকি destroy করছি, আমি কি নাশ করছি? যেটা আমাদের অমানুষ করেছে—যে আমাদের 'বন্দেমাতরম্' মা বুঝতে দেয় না, সেটা নাশ করছি। শিক্ষালয় কোথায়? কোন্ শিক্ষক প্রাণে বুকে বলতে পারেন তাঁরা যে শিক্ষা দিচ্ছেন তা প্রকৃত শিক্ষা? এ শিক্ষালয় কারাগার—এ গোলামখানা। এই শৃঙ্খলকে ভাঙা কি আমার অপরাধ? 'মানুষ! মানুষ! ওরে খুঁজে দেখনা কটা মানুষ!"—মানুষ হওয়া বড়ই দায়। আমি প্রথমেই বলেছি ইংরাজী শিক্ষা লাভ করে আমাদের একটা ভুল ধারণা হয়ে গিয়েছে। আমরা মনে করি মানুষের মন যেন পায়রার খোপের মত—একটা ধর্ম, একটা শিক্ষা, একটা রাজনীতি এইরূপ নানা খোপে বিভক্ত। সেটা ভুল! যেদিন দেখব বাঙালী বুঝতে পেরেছে এ সমুদয় বিভাগ স্বতঃ বিভিন্ন নয়—তবেই বুঝব বাঙালীর চৈতন্য হয়েছে। তখন সে দেখবে এইসব এক, মিলে নানাদিকে নিজ শক্তি প্রকাশ করছে। নানা বিষয়, নানা খোপ—এটা বিলাতী ভুল। আমার কাছে এই যে রাজনীতি এই যে স্বরাজের বার্তা নিয়ে দেশে দেশে ঘুরছি—তা ধর্মের বার্তা, ভগবানের বাণী। যে কাজ ভগবানের নামে শুরু না হয় তা কখনো সফলতা লাভ করতে পারে না। দেশের প্রাণের যে ধারা প্রবাহিত হচ্ছে তাকে পাশ্চাত্যের বাঁধ দিয়ে তা বাঁধবার চেষ্টা বিধাতার বিধানে ভেসে যাবে, কিছুই টিকবে না। Destruction এর পূর্ব্বে Construction এটা যুক্তি, না গল্প? Construction করবে কারা? বঙ্গবাসী না বিলাত হতে সাহেব এসে? আজও গোলামখানার খরচ দেয় কারা? ভারতবাসী। এই গোলামখানা রাখতে—গোলাম-তৈরী করতে গভর্ণমেণ্ট ২০ ভাগের ১ভাগ দেয়, বাকী সব স্কুল কলেজের ছেলেরা মাহিনা দিয়ে যোগায়। তোমরা যদি খরচ দিতে পার তবে কি তোমরা কলেজ তৈরী করতে পার না? তবে আগে Construction তার পর Destruction এই কথার মানে কি? এর মানে এই আমরা বেশ সুখে আছি, যতদিন না আমাদের স্কুল কলেজ হচ্ছে আমরা ততদিন বেশ আরামে থাকি, যখন আকাশ হতে ঐসব স্কুল কলেজ খসে পড়বে তখন গভর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজ ছেড়ে যাব। এযে ভাবের ঘরে চুরি।

Construction, destruction আমি বুঝি না, আমি চাই গোলামখানা হতে ছেলেরা মুক্ত হোক। [illegible] ছেলেদের গোলামখানায় রেখে, গোলাম হতে দিও না, ইহা পাপ। যে অসত্যের প্রশ্রয় দেয়, সে অপরাধী। আমাদের সুজলা সুফলা মাতৃভূমি যে আজ শ্মশান। মায়ের পায়ের শৃঙ্খল কি চিরদিনই থাকবে? যদি তাই হয় বাঙালী নাশ হয়ে যাক। নাশ হওয়া সেটাও ভাল। যে জাতি স্বাধীনতা জানে না, যে নিজের ভাবনা ভাবতে পারে না তার নাশ হউক। মিথ্যাতর্ক, শাস্ত্রের যত আবর্জনা দূর করে যখন তোমরা বলতে পারবে আমরা স্বাধীন তখন এক-মুহূর্তে স্বাধীন হবে। একবার মনের মধ্যে বল, আমরা স্বাধীন। যদি তোমার মনের মধ্যে নিজের কিছু না থাকে, যদি বিদেশীর নিকট তোমার প্রাণ ও মন বিলিয়ে দেও, তবে ভগবানের পায়ে কি দিবে? তোমার মন-প্রাণ যে তোমার নয়। [illegible] বলেছেন "This is the cultural conquest of the West." আজ ইংরেজ শুধু বাহিরে নয়, আমাদের মনকে জয় করেছে। তাই আমরা দাস অপেক্ষা আরো হীন দাস। আর এই গোলামখানায় হীনদাস তৈরী হচ্ছে। যে মনে প্রাণে স্বাধীন নয়, যে নিজের মনকে নিজের অধিকারে না রাখতে পারে তার বিধাতাকে দিবার কিছু থাকে না। সে তা হয়ে মিথ্যা কথা বলা হয়। স্বরাজের কথা কাণ ভরে শোন, মনের মধ্যে তোলপাড় কর, মিথ্যা যুক্তির প্রশ্রয় দিও না। বিধাতার বাণী শুনতে চেষ্টা কর। বিধাতার বাণী যে শুনতে চায়, সে শুনতে পায়। যদি কলেজে গিয়ে কাণে তুলো দিয়ে থাকতে চাও থাক।

'গোলামের মাটি দিয়েছে গোলামী' গোলাম তো গোলামই থাকবে। আর যদি তা না চাও, তবে ঐ শুন স্বরাজের বাণী। তোমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদান দাও। যে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হবে, মায়ের জন্য সে সেই ইচ্ছাকে বলি দাও। যার ইচ্ছা উকীল হবে সে সেই ইচ্ছাকে বলি দাও, যার ইচ্ছা কেরাণী হবে সে সেই ইচ্ছাকে বলি দাও, সেই অর্থের লোভ, কিম্বা সম্মানের লোভ ভগবানের পায়ে, স্বরাজের নামে বলি দাও। আর বল স্বরাজ চাই—আমরা স্বাধীন। প্রত্যেক মনুষ্যজাতি স্বাধীন। মনে প্রাণে, সকালে সন্ধ্যায় বল আমরা স্বাধীন। আমরা কোন-জাতির স্বাধীনতা হরণ করতে চাই না; কিন্তু অন্য কোন জাতি যেন আমাদের প্রকৃতিগত উন্নতির পথ রোধ না করে। তাই বল, আমরা স্বাধীন। ঋষি বলেন আমরা স্বাধীন তারা স্বার্থ বলিদান দিন, মায়ের নামে জয়ধ্বনি উঠিক, বল 'মায়ের জয়'। যারা আমাদের দেশের নেতা, তারা কি স্বার্থ বলিদান দিবেন না? তাদের কানে কি মায়ের ডাক পৌঁছে না? আমরি সম্বন্ধ এই কি এত বেশী, যা মায়ের ডাক শতগুণ পাবে। এই অত্যাচার নিপীড়িত ভারতবর্ষে এই জীবনবিসর্জনকারী আমরা ভক্তের অন্তঃসার পরিত্যাগ কর। দৈন্য নিয়ে এসে প্রস্তুত করে তোমার পায়ের কাছে। আমি হাত সরিয়ে দিয়ে আসন, তোমাদের কিছু করে তোমাদের সাহায্য করব না, তোমাদের কোন কাজ করব না—এতো আমার অধিকার। একদিন যারা সবের নেতা ছিল, সকলকে হাতে ধরে টেনে তুলেছিল তাদের কি বলবে বল; আর বলবে সকলে যারা এতদিন agitation করছিল এখন তারা স্বার্থের বলিদান আরম্ভ হল আর তাদের পাওয়া গেল না। ভাবতেও লজ্জা হয়, চোখে জল আসে। প্রত্যেক শিরায় শিরায় বিধাতার বাণীর সার্থকতা আমাকে জানিয়ে যায়—তোমরা যদি না পার, সরে যাও। আমার দেশের ঐ চাষা মুটে মজুর তাদের বুকে চড়ে আমি স্বরাজের পথে চলব। বক্তৃতা চাই না, কাজ চাই। এইটুকু ত্যাগ কি দিতে পারবে না? দেশ ডাকছে। দুঃখিনী তোমার মা ডাকিতেছেন। ভারতবর্ষ চিরকাল ত্যাগের দৌলতে। আর তোমরা এইটুকু ত্যাগ করতে পারবে না? এইটুকু স্বার্থ কি এত বেশী হলো? বিধাতার বাণী কি বিফল হবে, স্বরাজের চেয়ে কি তোমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বড়? সাধুদের দেখাতে পারলে দেখাতে পারতাম মনে কি যাতনা প্রাণে পাচ্ছি।

এস ভাই উন্মুক্ত আকাশের নীচে, এস চাষার সঙ্গে মায়ের জন্য কাজ করতাম তাদের সঙ্গে। বাংলা ভারতবর্ষের এক হউক। জগতে দেখাই ভারতে ভাগ্যেই জয়। ভারতবর্ষ জয়, দেশের জয় জগতের জয়। দলে দলে দেশে দেশে দেশে যাও। গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস সমিতি স্থাপন। চরকার কাজে লাগ। চরকার পুনঃস্থাপনে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করে। এই যে নববিধান মন আমার মায়ের দেখতে পাই, তোমরা বিধাতার সন্তান অটুট রাখ, ভক্তদের ডাকো। দেখেছি আমি চিন্তা করতে—চিন্তা দাও। শুধু অর্থের চিন্তা নয়—প্রাণের চিন্তা প্রাণ দিয়ে দেখেছি, প্রাণ চাই। প্রাণের স্রোতে দেশ ভেসে যাক। কি দিবে তাই আমার, তোমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দাও। দেশ স্বরাজের জয়ধ্বনি হউক। স্বরাজের জয় পতাকা ভারতে উড্ডীয়মান হউক।

মাতৃজাতির প্রতি—

নারী শক্তির উদ্বোধন না হইলে দেশের জাগরণ সত্য ও সার্থক হয় না। নারীই শক্তির আধার। তাই আমাদের দেশে নারী চিরদিনই দেবতার পূজা পাইয়া আসিতেছেন। পুরুষের কর্মক্ষেত্র পর্যন্ত নারীর সাহচর্য ব্যতীত সফল হইবে না—শাস্ত্র এই বিধান দিয়াছেন। যে কোনও শুভ কার্যেই হউক না কেন নারীর সহায়তা ব্যতীত—তাহা যেন অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে।

আজ যেন দুন্দুভি যে বিরাট আন্দোলনের তরঙ্গ চারিদিক প্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছে তাহাতে জাতীয় জীবন তরী বাহিতে ভারতীয় মহিলাগণের ডাক পড়িয়াছে। দেশের ঘোর দুর্দিনে ভগবানের উজ্জ্বল আলোক দেখা দিয়াছে। নবযুগের অভ্যুদয়ের উপক্রম হইয়াছে। প্রভাতের পাখীর মত দেশের বালক দল জাগিয়া উঠিয়া সে আলোকে জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষী গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। স্বার্থ, সম্মান, বার্তা—দেশের কাজে সর্ব সুখ ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। এমন শুভ মুহূর্তে কোন্ ভারতীয় নারী আজ চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া পুরুষদের কর্তৃত্বে মোহগ্রস্ত হইয়া থাকিবেন?

দেশমাতৃকার সেবায় সকলকে আপনাদের সব নিবেদন করিতে হইবে—নিজের নিজের কর্তব্য বুঝিয়া লইতে হইবে। সে কর্তব্য সাধনে যদি প্রাণপ্রিয় পতি ও সন্তানের সহিত মুখোমুখি অগ্রসর হইতে হয়—তাহাও করিতে হইবে। যতদিন না ভারতের স্বাধীনতা আবার ফিরিয়া আসে—ততদিন সকল চিন্তা সকল কার্য পরিত্যাগ করিয়া স্বরাজ সাধনে আমাদিগকে ব্রতী হইতে হইবে।

ভারতে দেবতা বলিয়া পূজিত নারী জাতির আজো যে অবমাননা ও লাঞ্ছনা ঘটিয়াছে তাহাতে দেশের লজ্জা রাখিবার স্থান নাই। সে অত্যাচারের যত দিন না প্রতিকার হয় তত দিন কোনও ভারতবাসীর পবিত্র মাতৃ-নাম মুখে আনিবার অধিকার নাই—কিম্বা কোনো ভারত নারীর মা বলিয়া গর্ব করিবার অধিকার নাই। আমাদের এমনই হীন অবস্থা যে আজ যারা পাঞ্জাবে

সম্ভবপর হয় না তাহা বাংলা এবং অন্যান্য দেশেও সম্ভবপর। এই আসুরিক অত্যাচারের সম্ভাবনা যতদিন না দেশ হইতে দূরীভূত হয়, ততদিন আমাদের অন্য কোনো কথা ভাবিবার পর্য্যন্ত অধিকার নাই। নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন সতীত্ব যেন বিপন্ন, তখন সীতা, সাবিত্রী, পদ্মিনীর দেশের অন্তঃপুরে স্থির হইয়া থাকা কেমন সম্ভবপর হয়।

ত্যাগের কথা ভারতীয় নারীর কাছে নূতন কথা নয়। নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য ও দেশের নারীরা হাসিমুখে প্রাণ দিয়াছেন। কিন্তু হায় আজ ভারতীয় নারী এমন দুর্বল যে পাপীদের লালসার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন না। পরাধীনতা আমাদের জাতীয় জীবনকে এমনই পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। এই পরাধীনতা ঘুচাইতে হইবে—প্রাণপণ শক্তিতে ভারতের পূর্ব গৌরব আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে। তাই দেশের নেতাগণ স্বরাজ লাভের যে যে উপায় নির্দেশ করিয়াছেন সেই সকল উপায় অবলম্বনে নারী জাতিকে দেশের মুক্তির জন্য অগ্রসর হইতে হইবে।

কলকারখানা করিয়া ভারতের দরিদ্রতা দূর করার আন্দোলন করিতে হইলে এখনও অনেক বৎসর লাগিবে। তা ছাড়া কলকারখানার ভিতর অনেক হাঙ্গাম আছে, ভবিষ্যতে মহাজন ও শ্রমিকগণের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা আছে, গভর্ণমেন্টের আইনানুসারে বাধা আছে, যন্ত্রাদি প্রস্তুত ভারও বিদেশীর হাতে—সুতরাং কলকারখানার কথা না ভাবাই ভাল। গৃহলক্ষ্মীরা যেমন নিজ হাতে রাঁধিয়া স্বামীপুত্রপরিবারের মুখের অন্ন দেন, সেইরূপ যদি অবসর মত সূতা কাটিয়া বস্ত্রের ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমরা অন্ততঃ খাওয়া-পরা এই দুইটি বিষয়ে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি। আমাদের ভাত-কাপড়ের স্বরাজটাই পূর্ণ স্বরাজলাভের প্রথম সোপান।

শুধু শরীরের অভাব পূর্ণ হইলেই মানুষ হয় না—তাহার ধর্ম্মজ্ঞান, আত্মসম্মান জ্ঞান, তাহাকে পশু হইতে বিভিন্ন করিয়া মনুষ্যত্ব দিয়াছে। কিন্তু সেই ধর্ম্মরক্ষা বিষয়েও আজ আমাদের স্বাধীনতা নাই। তাহা না হইলে মুসলমান সৈন্য লইয়া মুসলমানের ধর্ম্মস্থানের ধ্বংস সাধনে ইংরেজ সাহসী হয়? নানারূপ মিথ্যা আশা দিয়া মুসলমানকে তাহাদেরই খিলাফত ভাঙিবার জন্য ডাকিয়া লইয়া যাওয়া হয়? আমরা অপদার্থ, ইহা জানিয়াই ইংরেজ এই অধর্ম্ম করিতে সাহস পাইয়াছে। তাহা না হইলে ৭ কোটি ভারতীয় মুসলমান ও তাহাদের পাশে তাহাদেরই ২০ কোটি হিন্দু ভাই থাকিতে অবলীলাক্রমে মুসলমানের ধর্ম্ম বিদেশী কর্তৃক নষ্ট হইল—আর সে নষ্ট হওয়ার মূলে হইল ইসলামের ভারতীয় ভক্তগণ। আমাদের লজ্জা রাখিবার স্থান আর আছে কি?

আমাদের পরাধীনতার আর সীমা নাই। রাজনৈতিক অধীনতা হইলেই জাতির পক্ষে সে ভার অসহ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের পরাধীনতা অশন, বসন, চিন্তা, ধ্যান সকল বিষয়েই জড়াইয়াছে। মানুষের জীবনের দুইটি দিক আছে—একটি তাহার শারীরিক আর একটি আধ্যাত্মিক প্রয়োজন, শরীরের দিক হইতেও মানবের অন্ততঃ দুইটি জিনিস না হইলে চলে না একটি অশন, আর একটি বসন—অর্থাৎ সাদা কথায় খাওয়া পরা অথবা ভাত-কাপড়। ভাত আমাদের দেশে আছে, যে পরিমাণ শস্য দেশে উৎপন্ন হয়, বিদেশে চালান না হইলে তাহাতেই দেশের লোকের খোরাক চলিয়া যায়। কিন্তু যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া এই শস্য উৎপাদন করে, সেই কৃষকগণের মধ্যে সংঘ বা সমিতি না থাকায় বিদেশীয় মহাজনগণ তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া অনায়াসে ঘরের শস্য বাহিরে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। দেশের লোকে এই কথা বুঝিয়া যদি খাবার মত শস্য না রাখিয়া বিক্রয় না করে তাহা হইলে এই অন্নকষ্টের কতকটা সমাধান হয়। কিন্তু একথা বুঝায় কে? এ পরাধীনতার অত্যাচার হইতে আমাদিগকে বাঁচায় কে?

তারপর দ্বিতীয় আবশ্যকীয় পদার্থ—কাপড়। সেখানেও আমাদের চরম পরাধীনতা, যেদিন দেশ হইতে চরকা চলিয়া গিয়াছে, ভারতের পরাধীনতা সেই দিন ঠিক চুড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়াছে। যে ভারতের বস্ত্রে একদিন বিদেশের লোকের লজ্জা নিবারণ হইত, ভারতের মসলিনের আদর সুদূর ইউরোপেও হইয়াছিল, আজ বস্ত্রের জন্য সেই ভারতকে বিদেশীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। আজ যদি তাহারা কাপড় না পাঠায়, তবে কি দিয়া দেশের লজ্জা নিবারণ হইবে ভাবিয়া পাই না।

অন্নবস্ত্রের আজ অবধি হইল। এখন সংসারের মধ্যে যাহা পবিত্রতম বস্তু সেই সতীত্ব রক্ষায় কি আমরা সমর্থ? সেখানেও পরাধীনতা আমাদের সব হরণ করিয়া লইয়াছে। পাঞ্জাবে নারীর উপর অত্যাচার তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। নারীর পবিত্রতার গৌরবই আমাদিগকে পশু হইতে উচ্চে রাখিয়াছে—কিন্তু আজ আমরা এমনই শক্তিহীন যে ভারতের নারীর সে সতীত্ব রক্ষা সম্ভবপর হইল না।

এই যে দারুণ পরাধীনতা যাহা আমাদিগের দেহ হইতে মন পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছে, মানবের মনুষ্যত্ব-বাচক সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছে, এমন কি পশুর প্রাপ্য স্বাধীনতা হইতেও বঞ্চিত করিয়াছে—এই পরাধীনতা যত দিন না দূর হয়, ততদিন কোনও ভারতীয় নরনারীরই অন্যচিন্তা পর্য্যন্ত মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়।

তাই আজ দেশনেতাগণ বলিতেছেন—এমন হতভাগা জাতির লেখাপড়া শিখাটাও একটা বিলাসিতা মাত্র—তাই পড়াশুনা বন্ধ থাকুক, দেশের কাজে—ছেলেরা বাহির হউক, ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বাণী প্রচারিত হউক—আর যে গভর্ণমেন্ট আমাদিগের জাতীয় জীবনকে এমন ভাবে পিষিয়া মারিতেছে সেই গভর্ণমেন্টের সেবা আর চালাইব না। যে কলে ফেলিয়া তাহারা আমাদিগকে পিষিতেছে—সে কল আর আমরা চালাইব না। ইহারই নাম অসহযোগ—Non-co-operation.

তোমার সহিত আমার বিরোধ নাই, ইংরাজের সহিত আমার সম্পর্ক নাই। অন্যায়ের সাথে বিভিন্ন পন্থীর

যাতে আমি আমার জাতীয় জীবনের পূর্ণতা লাভ করিতে তাহার উদ্দেশ্য সফল করিব—তুমি ইংরেজ সে কাজে বাধা হইও না। তুমি বাধা দিলে তোমার সহিত আমার সম্পর্ক নাই, তোমার শাসনকার্যে আমি অন্ততঃ অংশী হইব না। আমি শান্তিময় নিরুপদ্রব ভাবে তোমা হইতে সরিয়া দাঁড়াইব, তুমি তাহাতে যত অত্যাচার করিলেও আমি ভগবানের নাম লইয়া হাসিমুখে সে অত্যাচার সহ্য করিব এবং দেখাইব যে পশুশক্তি অপেক্ষা চরিত্রশক্তিই অধিক বলবান—এই নূতন আদর্শ দেখাইয়া আমি আমার জাতীয় জীবনের সফলতালাভ করিব। ইহারই নাম Non-violent Non-co-operation—অর্থাৎ নিরুপদ্রব অসহযোগিতা।

এই অসহযোগিতা আন্দোলনের উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে, জগতে স্বাধীন হইয়া মনুষ্যত্বলাভ করিতে হইলে আমাদিগকে পরিবারের মধ্যে এই মন্ত্র সাধনে সকলকে ব্রতী করিতে হইবে এবং যাঁহারা এই মহান ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। বিদেশী বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া চরকা চালাইতে হইবে এবং মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ে সজ্জিত হইতে হইবে। যতদিন ভারতের গৌরব না ফিরিয়া আসে ততদিন ভারতীয় নারীর অলঙ্কার পরিবার অধিকার ত্যাগ করিতে হইবে।

দেশের লোকেরা দলে দলে জেলে যাইতেছে—নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া বিলাসবাসী জনসাধারণকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে অন্যায় করিয়া তাহারা আজ জনসাধারণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া মুক্তির বাণী প্রচার করিয়া চারিদিকে সাড়া [illegible] হইয়াছে। মেথর, মুচি, ডোম, নাপিত, দারোয়ান, মুটে, মজুর—দেশশুদ্ধ সকলে মায়ের ডাকে সাড়া দিয়াছে—দুর্বলেরই অন্তরে সাহস দেখা দিয়া জাতির সঞ্জীবন আরম্ভ হইয়াছে—এখন আমাদের জাতির নারীগণের বসিয়া থাকা শোভা পায় না। দেশ সেবার জন্য স্বদেশের অলঙ্কার, অর্থ, বিলাসিতা সকলই ত্যাগ করিতে হইবে। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য, নিজেদের অন্তরের স্বাধীনতার কথা স্মরণ করিয়া, সেবকগণের দিকে তাকাইয়া মায়ের [illegible] পূর্ণ করিতে হইবে। আমাদের ত্যাগে, আমাদের দুঃখ স্বীকারেই মায়ের অধীনতা পাশ ছিন্ন হইবে, সুখের দিন আবার ফিরিয়া আসিবে, ভারতীয় নারী সেদিন আবার নিজের স্থান সম্মানে ফিরিয়া পাইবেন।

মাভৈঃ

একি হইল! একি বিচিত্র সুরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল! ভারতটা যে অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়াই ছিল! অত্যাচারে, অবিচারে নির্জীব হইয়া পলে পলে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল! সহসা কোথা হইতে দেবদূত রূপে এক মহাপুরুষ, শান্তির সংবাদের পতাকা হস্তে আসিয়া ডাকিলেন, "ওঠ! ভারতবাসী জাগ! স্বরাজের প্রকৃত পথ দেখাইতে আসিয়াছি, দেখিবে এস!" কোথায় ছিলেন এই মহাপুরুষ? কোন সুদূরে, ভারতের একপ্রান্তে জন্মগ্রহণ করিয়া, কেমন করিয়া যে গড়িয়া উঠিলেন কেহ খবরও রাখিলেন না। জীবনের প্রভাত হইতে বিদেশে ভারতবাসীর দুঃখ মোচনে কাটাইলেন, তাহার একটা সংবাদ এদেশে পৌঁছিল বটে। সহসা ভারতবাসী চমকিত হইয়া দেখিল সম্মুখে এক অসাধারণ সিদ্ধ পুরুষ! তাঁর অদ্ভুত চরিত্রবল, অসাধারণ কর্মকুশলতা, দেশের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিয়া সকলে বিস্ময় মানিল! কি এক মোহন সুরে যে বাঁশী বাজাইলেন, বাঁশীর রবে ভারতবাসীর প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল! তেমন করে উদার সুরে বাঁশী যে বহুদিন এদেশে বাজে নাই! এ সুর যে ভারতবাসী বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল! বহুদিন পর আবার পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিল! যাহা অতীতের সুখ হইয়া গিয়াছিল তাহা আবার জাগ্রত হইল! এ সাধনা যে ভারতবাসীর চিরন্তন সাধনা! এ সাধনা যে ভারতবাসীর ঋষি সম্প্রদায়, বহুদিন বিদেশের মোহে ভুলিয়া, অন্য পথে মিশিয়া স্বকীয় সত্তার প্রায় [illegible] হইয়াছিল মাত্র। তাই আজ সেই বাঁশীর মোহন সুর শুনিয়া সমস্ত দেশবাসী মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই মহাপুরুষের পতাকার নীচে সম্মিলিত হইল। তারপর, সেই মহান আদর্শের মত, অহিংসার মন্ত্রে সমস্ত দেশটা আবার সজীবিত হইয়া উঠিল। সেই শান্ত সুরে কত বিদ্রোহী রণ মাটিতে লুটাইয়া পড়িল, কত দেশদ্রোহী কেমন [illegible] হইয়া গেল, কত ভোগী যোগী হইল, কত বিলাসী ত্যাগী হইল, কত [illegible] হইল! এমনই সে মন্ত্রের শক্তি! তারপর আবার যে কত হইল দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি। এত অল্প দিনে কি এতটা হয়! একথা যে আগে ভাবি নাই, বিশ্বাস করি নাই! স্বরাজের পথে এই ত্যাগ মন্ত্র যেদিন সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল সেই দিনও যে বিশ্বাস করিতে পারি নাই, এত অল্পকাল মধ্যে সে মন্ত্রের বীজ এমন সুন্দর অঙ্কুর ধারণ করিবে! যে ভারতবাসী ভীরু কাপুরুষ বলিয়া জগতে বিখ্যাত ছিল, সে ভারতবাসী আজ নির্ভীক, বীর! হাসি মুখে কারাবাস বরণ করিতেছেন! এই অল্প কাল মধ্যে মায়ের কত বাছা যাঁহারা সন্তানগণ মাতৃসেবার অপরাধে কারাগারে গেলেন।

তাহাদের দুঃখ নাই, শোক নাই, হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। সকলের মুখেই আনন্দের জ্যোতিঃ। যে আগে যাইবেন তাহার জন্যই সকলে উৎসুক! এমন দৃশ্য, এমন ভাব কি আর দেখা গিয়াছে! ১৫ বৎসর পূর্বে এই বাঙ্গালা দেশে মোটা কাপড় দেশে দেখাইয়া-

ছিল বটে, তেমন আন্দোলনের কোনও দৃষ্টান্ত আর কেহ দেখাইতে পারিল না বটে, কিন্তু তাহাতে মুক্তির মার,—না হইলে সেই তরঙ্গ বঙ্গের সাথে সব মিলিয়া যাইত না। আর সেই ঢেউটা বাঙ্গলাদেশেই উঠিয়াছিল, বাঙ্গলা দেশেই পড়িয়া গেল। এই যে ঢেউ উঠিয়াছে, এই ঢেউটা আসমুদ্র হিমাচল, ভারত [illegible] ব্যাপী! তাই এত আশা হইতেছে। তাই এই সকল দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে এমন একটা শুভ লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। তাই যেন চারিদিকে শুধু আনন্দ মূর্ত্তি দেখিতেছি। আজ দেশের আকাশে বাতাসে, প্রান্তরে দিক্‌প্রান্তে, বৃক্ষের মর্ম্মরে, নদীর কল্লোলে সাগরের গর্জ্জনে একটা অভয় বাণী শুনিতেছি! ফুলের দৃষ্টিতে, ফুলের আননে শিশুর হাসিতে শুধু অভয় মন্ত্র শুনিতেছি। আজ মনে হইতেছে আর ভয় নাই! বুঝি মায়ের মাতৃপূজার সময় এইবার আসিয়া উঠিয়াছে। মায়ের সন্তানগণ এইবার মাতৃপূজার অধিকারী হইয়াছেন, মায়ের কাপুরুষ সন্তানগণ, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বীর হইয়াছেন। মায়ের দুঃখ তো টুটিল প্রায়! মা তো আমাদের কাঙ্গালিনী ছিলেন। আমাদের মায়ের মত ঐশ্বর্য্য কার ছিল? আমাদের মায়ের ধনে রত্নে কত দেশ ঐশ্বর্য্যশালী হইল, আর আমরা রাজ রাজেশ্বরী মায়ের সন্তান হইয়া, পরপদসেবী ভিখারী হইলাম, মাকে ভিখারিণী করিলাম! আজ যেন আবার বহুকাল পরে মার সেই রাজ রাজেশ্বরী মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি! এত বৎসর মা যে সন্তানের নিকট কাঁদিয়াছেন সকল দুঃখে মুক্তি ভিক্ষা চাহিয়াছেন,—কিন্তু আজ মার মুখে হাসি, চক্ষে আনন্দাশ্রু! আজ মা সন্তান গর্ব্বে গৌরবময়ী! আজ মা আনন্দে গদ গদ হইয়া বলিতেছেন,—"ওরে! আমার আর ভয় নাই। আমার সন্তানগণ এইবার মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, আমার মুক্তি নিকট! আমার সন্তানগণ ভীরু কাপুরুষ বলিয়া একদিন প্রাণে বড় ব্যথা ছিল, আজ সে ব্যথা দূর হইয়াছে। আমার সন্তানেরা আবার অহিংসার দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, ত্যাগী হইয়াছে, যোগী হইয়াছে। তারা সুখ চায় না, স্বাচ্ছন্দ্য চায় না! তারা দুঃখকে ভয় করে না, কারাবাসকে ভয় করে না, মৃত্যুকেও ভয় করে না। তারা এবার আমার মুক্তির জন্য জীবন পণ করিয়াছে। আমার আর ভয় কি? আমার সন্তানগণ আলস্যে ঘুমাইতেছিল বলিয়া আমার সর্ব্বস্ব অন্যে লুটিয়া নিয়াছে! আমার আজ ধন নাই, রত্ন নাই, অন্ন আজ আমার অভাব! কিন্তু তাহাতেই বা আমার আর ভাবনা কি? সন্তানদের মোহনিদ্রা টুটিয়াছে! গিয়াছে ধন রত্ন যাক্, গিয়াছে সর্ব্বস্ব যাক্, সন্তানেরা মানুষ হইলে আবার সব হইবে! আবার আমার ধন রত্নে ভাণ্ডার ভরিয়া উঠিবে! আবার আমার মাঠে, মাঠে শিশুগণ মনের আনন্দে নাচিয়া বেড়াইবে। আবার আমার ঘরে ঘরে পূজো হবে, জগতের লোক মোহিত হইবে! আবার আমার কৃষকগণ হাল বহিয়া অন্নের সংস্থান করিবে, আমার কন্যাগণ চরকা কাটিয়া বস্ত্রের সমস্যা মিটাইবে! আবার জাতীয় শিক্ষার, জাতীয় আদর্শের, জাতীয় সাধনা, জাতীয় আরাধনার পুনরুদ্ধার হইবে। আবার আমার সন্তানদের ভক্তি, প্রেম ও পুণ্যের ধারায় জগত প্লাবিত হইয়া যাইবে! আবার আমি জগতের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিব! আজ আমার সন্তানগণ জীবন পণ করিয়াছে, আমার আর ভয় নাই!" জীবন পণ না করিলে কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। আজ মায়ের যাহারা যাহারা সন্তান জীবন পণ করিয়াছেন, যাঁহারা করেন নাই তাঁহারাও করিবেন জানি। এ দেশের ঢেউ দুকূল প্লাবিত করিয়া সকলকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে! তাই আজ প্রাণের দেবতা প্রাণে বলিয়া বলিয়া দিতেছেন :—

মাভৈঃ মাভৈঃ।

যুগ-সাধনা

অনেকে জিজ্ঞাসা করছেন এই যে বর্ত্তমান আন্দোলন সমস্ত ভারতবর্ষকে জাগিয়ে তুলেছে, তার মূল কথা কোন্ খানে। যে ভাব বাহ্যের সাজ প'রে আজ মানুষ বিলাস বাসনের পথ থেকে আপনাকে ফিরিয়ে আনতে চাইছে, সে ভাবের উৎস কোথা থেকে। এই রকম অনেক কথাই আজ আমাদের নূতন আশা এবং আশঙ্কা মনেই সকল নির্জীব ভারতবর্ষে একটা চেতন কর্ম্মশীলতা একটা উদার আত্মপ্রেরণা এসে পড়েছে। সেই প্রেরণার মূল কথা হচ্ছে—"ওঠ, জাগ, আপনাকে চেনো।"

আসল কথা নানা বিধ যুগে যে আমাদের জাতীয় তন্ বেগে ছুটে চলেছে, তার একটা ধারা ভারতেও এসে পৌঁছেছে। সে স্রোতোধারার গতি রোধ করে দাঁড়াতে গেলে পুরাণের ঐরাবতকেও ভেসে যেতে হবে, বাধা দেবার শক্তি কারও নেই। অনেক মানুষের মাঝে যে জীব ও শিব ছিল তারা একদিন হঠাৎ পৃথক হয়ে গিয়েছিল, এ যুগে মানুষ আবার সেই প্রাচীন দেবতা হয়ে জেগে উঠবে। কারণ এখন দেশের ঘুম ভেঙেছে, শক্তির ঘুম ভেঙেছে, মন বুদ্ধির ঘুম ভেঙেছে, প্রাণের ঘুম ভেঙেছে। তাই এখন আপনার সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে দেবার সময় হয়েছে এবং সেগুলো ছিঁড়ে আপনার মাঝে শিবত্ব ফুটিয়ে তুলতে

হবে। তখনই পূর্ণ শক্তি স্বাধীন হবে," মানুষ সত্যই বড় হয়ে উঠবে, অনন্ত শক্তির মধ্যে তার স্বরূপ নানা ঐশ্বর্য্যে ফুটে উঠবে।

শক্তি স্বাধীনতা হচ্ছে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা, এবং নিজেকে পাওয়া। সেই ত স্বরাজের প্রকৃত রূপ। এটা একটা খুব বড় শক্তি কথা যে, আজ যাঁরা দেশের বড় চিন্তা করছেন, সেই তাঁরাই নিজেদের শিক্ষা দীক্ষার মধ্যে দেশকে চিনবার কোনও সুযোগই পাননি। তাই মনে হয় যখন আত্মোপলব্ধির সময় এসেছে, তখনই সকলের দৃষ্টি পড়েছে একসঙ্গে প্রকৃত শক্তি গ্রামগুলির উপর, কারণ সেখানেই যে আমাদের দেশের নাড়ীর যোগ রয়েছে। বহু শতক ধরে নানা যুগের ম্যালেরিয়ায় পল্লীগুলি জীর্ণ করে দিয়েছে, লোকে মানুষ হয়ে সব শ্মশান হয়ে যাচ্ছে, যার চাল না, কিছু দেশে এসেছে, সবই মহাজনের হাত দিয়ে বিদেশে যাচ্ছে, শুধু রেখে, নদীর পাড়ে দিয়ে উঠছে। তাই দেশের প্রাণ কৃষকেরা সেইটি নিজের উপর হাত দিয়ে—"হা অন্ন, হা অন্ন" করে শুকিয়ে মরছে। সেইজন্য এই দৈন্য এর দুঃখ দূর করবার প্রয়াস চলছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে কেন এমন হ'ল তাই বুঝবার সময় এসেছে। যে অন্তরের দৈন্য আমাদের সমাজ কেমন করে ঘুচবে সেই ত আমাদের ভাবনা। কারণ এই যে আমাদের বাহিরের দৈন্য এ আমাদের অন্তরের দৈন্যেরই না প্রতিচ্ছবি।

এই যে বিশ্বগ্রাসিনী ধনলালসার আগুন লেগে গিয়েছে, তা রোধ করবার কারও সামর্থ্য নেই, সে দুর্দম যে অনিবার্য। কারণ এ আজো রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বাদবিতর্ক নয় যে একটা আকস্মিক আবেগ বিক্ষোভে বাক্যসমুদ্রের উপর কয়েকটি তরঙ্গ উঠিয়ে আবার কালস্রোতে মিলিয়ে যাবে। এ শুধু মুমূর্ষু বিশ্বগ্রাসিনী ক্ষুধার অনল উদ্গিরণ নয়, ইহা সার্বজনীন জাতির আত্মরক্ষার চেষ্টা। যোদ্ধারা যাতনা থেকে উঠছে, সুতরাং আর কারও এখন চুপ করে শান্তিতে থেকে কাল কেটে যাবে না—"আর ঘরিয়ে বাধ ভেঙে যাব যবে।" কারণ যুগবাণী মন বোলে উঠেছে বেজে—"পথের মাঝে যেন সব বয়সা, বুকে একা বসে আছি নাহি ভরসা।" তাইত সারা বিশ্ব এমন একটা অবস্থায় এসেছে, যেখান থেকে একটা আকাশ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই এক নিমেষে চক্রবাত, একটা নিমেষ [illegible] চারিদিকে ছুটে উঠছে, যা সকলেরই মানুষের আপন এনে ছাড়বে।

এই যে বেগুনি চাষের বাগান শূন্য করে দিয়ে বসে রয়ে কুলীরা সব বেরিয়ে পড়েছে, কারখানার কাজ থেকে বিদায় নিয়ে মজুরেরা মালিকদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করছে, জমিদারের অন্যায় দাবী পূর্ণ করবে না বলে কৃষকেরা দল বাঁধছে—এসবেরই মূলে কি একটা অসহ্য আকাঙ্ক্ষার চেষ্টা ফুটে বের হবার জন্য একটা তীব্র আকুলতা নেই? কিছু না বলে কি এসব উঁকি দেখা চলে। তারপর— প্রজার পেটে অন্ন নেই, রাজকোষে অর্থ নেই যে প্রজাকে আহার দিয়ে শান্ত করবে, বাকী বাণিজ্যে আত্মরক্ষার নেই, তাই ত এই শ্রমজীবী-সমস্যা, এই [illegible] জীবন সমস্যা। কেউ ধ্যান করে বুঝতে পারছেন না—"এ দিনে কে ঐক্য বোঝাবে কে?" এই বিশ্বের দিকে শক্তি বাড়িয়ে আত্মবিস্তার ঘটিয়ে অন্তরের মধ্যে [illegible] ফুটে [illegible] না পেরে প্রাণপ্রাণে মানুষ কেঁদে উঠছে।

আমরা যখন আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেললাম, তখনই আমাদের সমাজ যেখানটি তাঁর শক্তির মূল করে চলে গেলেন, শুধু বাকী রইল অন্তঃ [illegible] নিবৃত্তি, বিরাট অশক্তিতা ও অতি নগ্ন দীনতার। আমাদের কাছে আজ যে প্রাণ অপমান সমান হয়ে উঠেছে, গৌরব অগৌরব অস্বচ্ছতার বোঝা হয়ে উঠেছে, সম্পদ থাকিতে তার সার্থকতা হারিয়েছে, আর কারণ মানুষের যে অভাব থাকলে এ শক্তির মন থাকলে মানুষ ছোট হয়ে থাকতে চায় না, সেই অহংজ্ঞান আমাদের নেই।

বহুদিনের আলস্যে বহুদিনের দুর্বলতায় মানুষ এমনি অসাধারণ হয়ে পড়েছে যে সে নিজের মান মুছিয়ে আত্মসম্মান বলি দিয়ে পরের উপর ভর দিয়ে মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দেয়। এই জন্যই বাঙালা আজ এত অসাড় হয়েছে যেন, [illegible] থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আজ সে যা মন না চায় করে আপন সর্বস্ব শুধু বন্ধ রেখেছে। তাই আজ বাঙালার অন্তর ঠিক সব সমান বিলাসের বোঝা পড়ে আজও সৌখিনতার দুর্নিবার দুর্গতি থেকে আর পরাধীনতার থেকে কঠোর সাধনায় আদর্শ খুঁজতে বসেছে। বাঙালার দুঃখ আসছে সেই 'জল-কথার' গল্পকথার মত কত সুখ অতীতের নিদ্রা যাচ্ছে, তাকে জাগাবার সোনার কাঠি আমাদের খুঁজে আনতে হবে। সেই ত আমাদের সাধনা। দুঃখকে ভয় করব না, দারিদ্র্যকে গ্রাহ্য করব না। সকল কষ্ট সকল বেদনাকে অন্তরে বরণ করে ভগবানের নাম নিয়ে কর্তব্যের পথে অগ্রসর হব কেবল এই আশা বুকে বেঁধে শক্তি সঞ্চয় করব—

"আমার সকল কাঁটা ধন্য করে—
ফুটিবে গো ফুল ফুটিবে।
আমার সকল ব্যথা রঙীন হ'য়ে—
গোলাপ হ'য়ে উঠিবে।"

ঢাকা জেলায় চরকা শিল্প

"চরকা শিল্পের প্রবর্তন লাভজনক হইতে পারে কিনা এবং ইহাদ্বারা অন্নসমস্যার সমাধান হইতে পারে কিনা এবিষয়ে অনেকের মনে এখনও সন্দেহ আছে বলিয়া বোধ হয়। এজন্য আমি এবিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে এবং বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা যাহা অবগত হইয়াছি তাহা সাধারণকে জানাইতেছি।

"আমি নিজে ঢাকা জেলার লোহার, নবাবগঞ্জ, শ্রীনগর ও সিরাজদিখা—এই চারিটী থানায় কাজ করিয়াছি। সুতা প্রস্তুত বিষয়ে এ চারিটী থানার মধ্যে লোহারের নামই সর্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য। এই এক থানাতেই মাসে ১৫ হইতে ২০ [illegible] এক মণ সুতা প্রস্তুত হয়। আমি কিছুদিন পূর্বে সেখানে গিয়াছিলাম, সেই সময়ের কথাই বলিলাম, এখন সুতার পরিমাণ সম্ভবতঃ বাড়িয়া থাকিবে। নবাবগঞ্জে মাসে দুই মণ এবং শ্রীনগর ও সিরাজদিখা এই দুই থানায় একত্রে দুই মণের কিছু অধিক সুতা প্রস্তুত হইতেছে। উপরে যে হিসাব দেওয়া হইল, উৎপন্ন সুতার পরিমাণ তাহা অপেক্ষা বেশী বই কম হইবে না, কারণ হিসাবে দুই একটী পরিবার বাদ থাকা অসম্ভব নহে।

"কোন্ প্রণালীর চরকা প্রবর্তিত করা উচিত—এপ্রশ্নের উত্তরে আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে আমাদের দেশীয় পুরাতন চরকাই সর্বোৎকৃষ্ট। আমি নিজের ও সহকর্মীদের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে প্রত্যেক গ্রামেই এমন অনেক স্ত্রীলোক আছেন যাঁহারা এখন পর্যন্ত সুতা কাটা ভোলেন নাই। আমরা সাধারণতঃ ইঁহাদিগকেই সর্বপ্রথম চরকা সরবরাহ করি। ইঁহাদের সহিত চুক্তি থাকে যে পীড়িত না হইলে অথবা অন্য কোন বিশেষ কারণ না ঘটিলে প্রত্যেকে প্রতিমাসে অন্যূন এক সের সুতা দিবেন এবং তাঁহাদের পারিশ্রমিক হইতে চরকার দাম ক্রমে শোধ দিবেন। তুলাও আমরাই সরবরাহ করি। যাহাদিগকে চরকা ও তুলা দেওয়া হয় তাহাদের প্রত্যেকের নামের একটী পৃথক হিসাব থাকে। নির্দিষ্ট সময় অন্তে সুতা সংগ্রহ করা ও পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। কখনও বা সুতা আমাদের সেবকেরা গিয়া সংগ্রহ করিয়া আনেন, আবার কখনও কংগ্রেস আফিসে সুতা পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। একসের তুলা হইতে সাধারণতঃ ১২ ছটাক সুতা হয়। গড়ে ১০নং সুতার দর প্রতিসেরে ২।০ দুই টাকা চারি আনা দেওয়া হয়। অবশ্য বাজারে সুতার দরের অনুসারে পারিশ্রমিকও অধিক হইয়া থাকে। মোটা সুতাই বেশী প্রস্তুত হয়, এজন্য প্রতিসেরে পারিশ্রমিক অধিকাংশস্থলে পাঁচ সিকার অধিক হয় না। তবে আমার মনে আছে একবার একটী স্ত্রীলোক আমাদের নিকট হইতে মাসে ১০ দশ টাকা পর্যন্ত পাইয়াছেন। তিনি সংসারের সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া এবং বাটীর অপরের নিকট তুলা পেঁজা কিম্বা অন্য সাহায্য না লইয়াও প্রতিদিন ১৷৷০ তোলা সুতা কাটিয়াছিলেন।

"লোহার থানার অন্তর্গত .০-টী চরকা প্রতিদিন চলিতেছে। ইহার মধ্যে এক তুলার গাছা গ্রামেই, চরকা আছে—এই গ্রাম হইতে মাসে ৪৷০-১০ [illegible] সুতা উৎপন্ন হয়। এই থানায় চরকা ও তুলায় ৫০০ পাঁচ শত টাকা খাটিতেছে। প্রতিসের সুতার পারিশ্রমিক ১।০ পাঁচ সিকা হিসাবে এখন তুলার গাছা গ্রামের লোকে মাসে ২০০ হইতে ৩০০ পর্যন্ত পাইতেছে। চরকার আয় যে অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারাই হয়, এ কথাটি মনে রাখিলে চরকাশিল্পের প্রসার দ্বারা যে অন্নবিহীনেরই অন্নাভাব লাঘব হইতে পারে এবং এদিকে টাকা খাটান যে বিশেষ লাভজনক তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। অতএব এখন চরকাশিল্পের সম্যক প্রচার কল্পে অর্থ বিনিয়োগ করিয়া দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই নিজের উপার্জন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পল্লীবাসীদের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে পারেন।

"টাকু সমেত একটী চরকা ২৲ দুই টাকায় পাওয়া যায়। আমরা লোহার থানায় এইরূপ চরকার প্রচলনে মাত্র ৩০০৲ তিনশত টাকা খরচ করিয়া ইতি মধ্যেই ৫০৲ ফিরিয়া পাইয়াছি। এখানে আরও দুইশত চরকা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হইতেছে, আশা করি অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি ঐ থানা হইতে প্রতি সপ্তাহে ২৫০ মণ সুতা পাওয়া যাইবে। ৮ আটটী থানায় সমান উৎসাহের সহিত কাজ চলিতেছে। এ বিষয়ে বাহির গ্রাম হইতে যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা বিশেষ আশাপ্রদ—উক্ত গ্রামে মাসে ১১০ মণ সুতা উৎপন্ন হইতেছে।

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বিভিন্ন কেন্দ্রের কংগ্রেস-কর্মিগণ আন্তরিক চেষ্টা করিলে অক্টোবর মাস হইতে এক ঢাকা জেলাতেই প্রতি মাসে ১০০/ মণ সুতা উৎপন্ন হইতে পারিবে। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে সুতা কাটা বিষয়ে মুসলমান ভগিনীগণ যেরূপ উৎসাহ ও আগ্রহ দেখাইতেছেন, হিন্দু ভগিনীগণ তাহার অর্দ্ধেকও দেখাইতেছেন না।

"গড়ে প্রতি পরিবারে ৪৷৫ জন লোক ধরা যাইতে পারে। একজন স্ত্রীলোক প্রত্যহ অবসর সময়টুকু সুতা কাটিলে তিন সপ্তাহে দশহাত লম্বা চুয়াল্লিশ ইঞ্চি চওড়া কাপড়ের সুতা অনায়াসেই কাটিতে পারেন। এই হিসাবে একজনের কাটা সুতায় বৎসরে ১৭ খানা দশহাতি কাপড় হইতে পারে। সুতরাং যে পরিবারে পাঁচজন লোক, একজনের কাটা সুতার কাপড়ে তাহাদের প্রত্যেকের বৎসরে গড়ে ৩½ খানা কাপড় পড়ে। চরকার সুতার টেকসই কাপড়ের মধ্যে তিন খানায় দেশের এই সাধারণ অবস্থায় একজন লোকের চলিতে পারে। তাহার উপর, আবার পল্লীগ্রামে অধিকাংশ স্থলে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিরও ১০ হাত কাপড় না পাইলে চলিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে একজন স্ত্রীলোকের অবসর কালে কাটা সুতা হইতেই সাধারণতঃ একটী পরিবারের সকলের কাপড় অনায়াসেই হইতে পারে।"

বিদেশী বস্ত্র-বর্জ্জন।

বিদেশী বস্ত্র

আমদানি—এপ্রিল, মে, জুন, ১৯২০—২৩,৭১,০০০০০ টাকা
„ „ „ „ ১৯২১—১০,৫৫,০০০০০ „
১৩,১৬,০০০০০ „

তিন মাসে ১৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার বিদেশী বস্ত্র কম আসিয়াছে।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

১। স্বাস্থ্যতত্ত্ব-আলোচনা—শ্রীপ্রমথনাথ বসু প্রণীত। ১০০ পৃঃ মূল্য ৶০, প্রকাশক—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ২৬নং বেচারাম দেউড়ী, ঢাকা।

২। [illegible] বা লাল গোলকধাঁধা (উপন্যাস) শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু প্রণীত পৃঃ ৮৪ মূল্য ৸০, প্রাপ্তিস্থান—৮ নং গোপাল দত্ত লেন, কলিকাতা।

বিনিময়ে:—The Standard Bearer, Commercial Advertiser, Mussalman, Sylhet Chronicle, কর্ম্মী, সৌরভ, মোহাম্মদী, নবদূত, আত্মশক্তি।

"বাঙ্গলার কথা" বিক্রয়ের এজেণ্ট

শ্রী[illegible]—৮৫।১ [illegible] মার্কেট (বোবাজার) কলিকাতা। "কথার" গ্রাহকগণ উক্ত স্থানে অনুগ্রহপূর্ব্বক যাইবেন।

খদ্দরের দোকান।

—কলিকাতাবাসীর সুবিধার জন্য শিয়ালদহের নিকট ৫ নং হ্যারিসন রোডে খোলা হইয়াছে। এত সুবিধা দরে জিনিস [illegible], পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

উপাসনা

সম্পাদক—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

এম-এ, পি-আর-এস, পি, এইচ-ডি

বার্ষিক মূল্য—সডাক তিন টাকা ভিঃ পিতে ৩।০
প্রতি সংখ্যা „ ছয় আনা „ „ ।০

উপাসনায় বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণের লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। গল্প ও উপন্যাসে উপাসনা প্রতি মাসে পূর্ণ থাকে। "বৈরাগ যোগ" লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস "স্বদেশ" প্রকাশিত হইতেছে। পূজার সংখ্যায় বিনয় কুমারের ফরাসী যৌবন অসংখ্য অপূর্ব্ব চিত্রসমূহে শোভিত হইয়া বাহির হইয়াছে। এই সংখ্যা কবিতা গল্প ও নক্সায় পাঠকগণের মন হরণ করিবে।

"বাঙ্গলার কথার" গ্রাহকগণের মধ্যে যাহারা ৩০শে আশ্বিনের মধ্যে এই বৎসরের গ্রাহক হইবেন তাঁহারা এই বৎসরের উপাসনা সডাক ২৲ টাকা মূল্যে পাইবেন।

শাখা কার্য্যালয়
৩৩ বি, পুলিশ হস-
পাতাল রোড।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
ইকনমিক্যাল সিণ্ডিকেট
১১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নারায়ণ

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আগামী অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ হইতে নারায়ণের নূতন বর্ষ আরম্ভ হইবে। এ বৎসর হইতে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধানে নারায়ণ প্রকাশিত হইবে। নানাভাবে প্রবন্ধ ও উপন্যাস সম্ভারে নারায়ণের সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা হইবে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবন্ধ গল্প ও উপন্যাস লিখিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় অগ্রহায়ণ হইতে প্রবন্ধ লিখিবেন। আরও বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ নিয়মিতরূপে নারায়ণে লিখিবেন। যাঁহারা অগ্রহায়ণ হইতে গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক আছেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় মণিঅর্ডার যোগে বার্ষিক মূল্য চারি টাকা পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। যাঁহারা গ্রাহক হইতে অনিচ্ছুক তাঁহারা পূর্ব্বেই পত্রযোগে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন, নতুবা ভিঃ পিঃ ফেরত আসিলে আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৭নং ভবানী দত্ত লেন,
কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ
নারায়ণ

"যুগান্তর" সম্পাদক
শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা

মূল্য এক টাকা মাত্র

নরেন গোঁসাইয়ের হত্যাকাণ্ড, কানাইলালের ফাঁসী, লাট-সাহেবের ট্রেন উড়াইয়া দিবার চেষ্টা প্রভৃতি ঘটনা সরল ভাষায় লিখিত। পুস্তক পড়িতে পড়িতে মনে হইবে, যেন উপন্যাস পাঠ করিতেছেন।

উপেনবাবুর আর একখানি বই

সিনফিন

দাম পাঁচ আনা

গ্রন্থকার যেন [illegible] তুলনা করিয়া কাঁদিয়াছেন।

উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত

বর্ত্তমান সমস্যা

দাম তিন আনা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল হতে আজ পর্য্যন্ত ইংরাজ শাসিত ভারত ও ভারতীয়দের ফটোগ্রাফ।

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার
৪।এ, মোহন লাল ষ্ট্রীট, শ্যাম বাজার,
কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান বুক্‌ক্লাব,

কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট—কলিকাতা।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের কবিতা গ্রন্থাবলী—

কিশোর কিশোরী ১৲ অন্তর্যামী ৸৹ মালা ৸৹
মালঞ্চ ৸৹।

শ্রীহেমন্তকুমার সরকারের পুস্তকাবলী :—

১। ছায়াবাজি (নূতন ধরণের গল্পের বই)

বিষয়-সূচী :—অবতরণিকা, [illegible]; জ্যোতিষশাস্ত্র; [illegible]; [illegible], কেমিওয়ালা, [illegible]; [illegible]। মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

২। পষ্টকথা।

বিষয়-সূচী :—আধ্যাত্মিক ব্যাপার; [illegible] সম্প্রদায়; [illegible]; আমাদের স্বদেশ; বাঙ্গালীর ব্যবসাবুদ্ধি; গোলামখানার শিক্ষা। মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র।

৩। উল্টোকথা।

বিষয়-সূচী :—বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্য; আর্টের দলাদলি; আর্ট ও জীবন, বাস্তব সাহিত্য; [illegible]; বাঙ্গলা কাব্যে একটি নূতন সুর, "বীণাপাণির বাণী", সৌন্দর্য্য ও প্রয়োজন; বাঙ্গালীর [illegible]; ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের দান; ভারতের সাধনার ধারা, বিশ্বের দরবারে ভারত। মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

৪। যুগ-পথ।

বিষয়-সূচী :—[illegible] ঘরে ঘরে; [illegible] পূজা, রাসলীলা, [illegible]; [illegible]; আধ্যাত্মিকতা [illegible]। মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র।

"ভারতরঞ্জন চিত্তরঞ্জন"

চিত্তরঞ্জনের ভ্রাতা শ্রীবসন্তকুমার [illegible] প্রণীত। এ পর্য্যন্ত চিত্তরঞ্জনের যে কয়খানি জীবনী বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে এই খানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—ইহাই একমাত্র সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ জীবনী। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

"শ্রীঅরবিন্দ"

অরবিন্দ ঘোষের নাম সকলেরই সুপরিচিত, কিন্তু তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত অতি অল্প লোকেই জানেন। তাই এই সচিত্র জীবনী খানি সাধারণের নিকট উপস্থিত করিলাম। মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র।

চিত্তরঞ্জনের বড় ছবি

(তিন রঙা)

লাভের টাকা "নারী-কর্ম্মমন্দির"এ যাইবে।
মূল্য প্রতি কপি ।০ আনা মাত্র

"লেনিন"

রুশিয়ার বোলশেভিক গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি লেনিনের নাম আজ সকলেই জানেন। এই অদ্ভুতকর্ম্মা মহাপুরুষ রুশিয়ার কিরূপ অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, তাহা এই জীবনী পাঠে জ্ঞাত হইবেন। শ্রীঅনিলভূষণ ঘোষ প্রণীত। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

"স্বরাজ ও খিলাফত"

"স্বরাজ ও খিলাফত" প্রভৃতি বলিলে কি বুঝায়, তাহার স্পষ্ট ধারণা অনেকেরই নাই। লেখক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই বর্ত্তমান আন্দোলনের কারণ ও বিশেষত্ব অল্প কথায় সাধারণকে বুঝাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। মূল্য তিন আনা মাত্র।

"বিশ্বভারত"

(বিশ্বসভ্যতায় ভারতের বাণী)

ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। (যন্ত্রস্থ)

"স্বদেশ রেণু"

এই ছড়াগুলি পড়িয়া যে ছোট ছেলেমেয়েরা শুধু আনন্দ পাইবে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনে স্বদেশ প্রীতি অঙ্কুরিত হইবে। স্বদেশে প্রত্যেক মায়ের কাছে এই বই এক একখানি থাকা উচিত।

শ্রীতারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

"পল্লীব্যথা"

এই কবিতাগুলিতে পল্লীজীবনের দুঃখময় করুণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "বাঙ্গলার অন্তরতম প্রদেশের দুঃখ দৈন্য যেমনভাবে এমনভাবে আর কেহ চোখের জলে ফুটাইতে পারেন নাই।"

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

"A MESSEGE OF HOPE"

By P. K Sarker, M. A.—An explanation of Prabhu Jagatbandu's mission —Price As 5.

"NON-CO-OPERATION"

Four lectures delivered by Mr. B. C. Pal, discussing the Present Situation with Special reference to the Khilafat, pointing out the need of the measure and explaining its meaning and method. Rdeuced Price As 8.

Printed & Published by—Hemanta Kumar Sarkar.
METCALFE PRESS.
70 Balaram Dey Street, Calcutta.

স্বাধীনতাযুদ্ধের [illegible] মহাত্মা গান্ধী

বাঙ্গলার নবযুগের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বাঙ্গলার কথা

সম্পাদক—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ
সহকারী সম্পাদক—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

প্রথম ভাগ } কলিকাতা, শুক্রবার, ২৮শে অক্টোবর, ১৯২১; ১১ই কার্ত্তিক, ১৩২৮ { ৪র্থ সংখ্যা

স্বরাজের পথে

[শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ]

আমরা শান্ত ভাবে বলিব—আমাদের অন্তরে যে ক্ষয় তা পবিত্রতার পূর্ণ – তাই স্বরাজ সর্ব্বত্র তাইত প্রতিফলিত হয় না। স্বরাজ পেতে হলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—অর্থাৎ ভিতরের যত মলিনতা, যেন আমাদের জাতীয় জীবন এমন মলিন, অপবিত্র, সেটা খুঁজে বের করতে হবে, আর তাকে সঙ্গে সঙ্গে একেবারে দূর ক'রে দিতে হবে।

এই যে শাসন প্রণালী—যার জন্য পরের কাছে আমরা মাথা নত ক'রে আছি—এটা চালায় কে? এই যে আমলাতন্ত্রকে আমরা এত গালি দিয়ে থাকি—এই শাসনযন্ত্রটা কি? এ কল চালায় কে? চালায় ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান। বিনা আপত্তিতে সেই কল চালাবার মত আছে আমাদের যত দুঃখ-যত মলিনতা সৃষ্টি—তাই কংগ্রেস বলেছে—হিন্দু মুসলমান ফিরে দাঁড়াও, পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। আত্মশক্তির দ্বারা স্বরাজ প্রতিষ্ঠা কর। এই শাসনচক্র, এই যাঁতা যন্ত্র, পেষণের কল আর চালিও না। হাত সরিয়ে নাও—হিন্দু তুমিও হাত সরিয়ে নাও—মুসলমান তুমি হাত সরিয়ে নাও, সেই তোমার প্রায়শ্চিত্ত। সেই প্রায়শ্চিত্ত যেদিন করবে তোমার হৃদয়-কালিমা তখন পবিত্র হ'য়ে যাবে, আর সেই দিন স্বরাজ হবে। এই আমলাতন্ত্রটা চলে কি প্রকারে? স্কুলের ছেলে, স্কুলের মাষ্টার, আদালতের উকিল, মোক্তার, জজ, ডেপুটি, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশের লোক, সৈন্যবিভাগের সেপাই—এই সব মিলে, ভারতের হিন্দু মুসলমান মিলে এই শাসনচক্র চালাচ্ছে। আত্মঘাতী আমরা—সেটা বুঝতেও পারি না। মহাত্মা গান্ধী আর্ত্তনাদ করছেন কেন? ভারতটা যে আত্মঘাতী হয়ে গেছে। আত্মঘাতী, তার আত্মঘাতী হিন্দু মুসলমান! হৃদয়কে পবিত্র কর, যত অনুচিত কারখানা, আদালতের কাজ সকল বন্ধ কর, আর যে টাকা তোমাদের সকল স্বাধীনতা হরণ করে নিচ্ছে তাকে বাদ দাও, সে টাকা থেকে হাত সরিয়ে নাও, তা হলে স্বরাজ হবে।

যাঁরা মনে করেন স্বরাজ একটা শাসন প্রণালী, তাঁরা এই কথা বোঝেন না। যাঁরা ভাবেন যে স্বরাজ হলে তবে শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠা হবে। স্বরাজ আগে, শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠা পরে। এতে সুবিধা হয় স্বরাজ কেমন আসে কি!

স্বরাজের অর্থ কি? স্বরাজ অর্থে হিন্দু মুসলমান মিলে যে নবীন জাতি গড়ে উঠছে, তাদের জন্য সকল শক্তিতে উঠবে প্রতিষ্ঠিত যে জাতীয় প্রণালী। সে উঠবে স্বরাজের উপায় কি? আমরা প্রাণ খুলে, উঠো শক্তিতে সমস্ত করো, আত্মশক্তিতে দৃঢ় করো। যে দিন ভারতের নরনারী এককণ্ঠে বলতে পারবে স্বরাজ চাই, দুঃখের কথা নয়, কার্য্যে আত্মবিসর্জন করে প্রমাণিত করবে স্বরাজ চাই—সেই মুহূর্ত্তে স্বরাজ তোমার আসবে, সেই মুহূর্ত্তে তুমি স্বরাজ উপলব্ধি করবে। তখন যত বড় পার্লিয়ামেন্টই জগতে থাকুক না কেন—সকলকে তোমার স্বরাজ স্বীকার করতেই হবে। এ পরিষ্কার কথা। কিন্তু পোলিটিসিয়ান্‌, যাদের প্রাণ আছে তারা তা বুঝে না। তারা মনে করে স্বরাজ একটা শাসন প্রণালী। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর—হৃদয় পবিত্র কর, তবে বুঝবে স্বরাজ কি।

এই স্বরাজ কি করে পাওয়া যায় – নিয়ে অনেকে অনেক তর্ক করেন, অনেক হাসিঠাট্টাও শোনা যায়। যখন মহাত্মা গান্ধী প্রথম বলেছিলেন যে তিন মাসের মধ্যে এক কোটী টাকা চাই, ১ কোটী কংগ্রেসের সভ্য চাই, আর ২০ লক্ষ চরকা চাই—তখন অনেক হাসির রোল উঠেছিল, অনেক ঠাট্টা তামাসা শোনা গিয়েছিল, বহু আশা

বুদ্ধিমান লোকেরা বলেছিলেন—এরা বাতুল, ভারতবর্ষে দেশের কাজের জন্ত এক কোটি টাকা! পাগল না হলে এমন দাবী কেহ করেনা। এখন সে সব তর্ক শেষ হয়ে গেছে—ভারত টাকা উঠেছে, এক কোটি টাকাই উঠেছে। বাক্যবাগীশেরা অনেকে দেন নি, কিন্তু তাহতে কোটি টাকারও বেশীও উঠে গেছে। এক কোটি সভ্য তাও হয়েছে। ২০ লক্ষ চরকা—২০ লক্ষ কেন—৩০ লক্ষ হয়ে গেছে।

অনেকে বলেন ১ কোটি টাকা ১ কোটি লোক আর ২০ লক্ষ চরকা হ'লে স্বরাজ হবে—কৈ স্বরাজ তো হ'ল না? এই রকম মনের অবস্থা থেকে তর্ক অনেক আসবে। তর্কের উত্তরও দেব দিতে পারি। কিন্তু যে জেগে ঘুমায়, তাকে কি করে জাগাই? কোটি—টাকা, কোটি লোক ও ২০ লক্ষ চরকা হলেই কি স্বরাজ হবে? কেহ বলে নাই স্বরাজ হবে—স্বরাজের সিঁড়ি তৈয়ারী হবে। ধাপে ধাপে আমাদিগকে উঠতে হবে। প্রথম ধাপে উঠেই যদি কেহ বলেন, কৈ দোতলায় তো এলাম না? সেটা তোমার দোষ, না দোতলার দোষ? আমাদের সব সিঁড়ি উঠতে হবে, তবে ত স্বরাজ। স্বরাজ পাওয়া কি ছেলেখেলা?

বিদেশীবর্জ্জন ও স্বদেশীগ্রহণ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ নানারকম তর্ক তুলেছেন। কলের সঙ্গে কি আমরা যুঝে উঠতে পারবো? আমাদের মাথাটা বিলাতি লজিক ও পোলিটিক্যাল ইকনমিতে এত ভরে আছে যে, বাস্তবিক যা সহজ সোজা জিনিষ, তাও না করে সেটা বুঝতে পারি না, নানা রকম যুক্তি তর্কের ঘুর প্যাঁচ না হলে আমরা তুষ্ট হই না। ওদের বড় বড় কল, হাজার হাজার কারখানা, ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে জাহাজ জাহাজ কাপড় আসছে—তুমি কি চরকা চালিয়ে ওদের সঙ্গে পেরে উঠবে? আমরা তো বলছি না যে আমরা প্রতিযোগিতা করতে পারবো। প্রতিযোগিতা করতেও চাই না। ওদের কলকারখানার সঙ্গে আমরা পারবো না—আমরা তা চাইও না। ওদের সঙ্গে ওভাবে যুদ্ধ করতে গেলে পরাজয় নিশ্চয়। ওদের শত শত বৎসরের সাধনায় যা গড়ে উঠেছে—আমরা একদিনে তা কেমন করে পারবো। ওটা ভারতবর্ষের পথ নয়—ভারতের সাধনা বিভিন্ন। ওদের পথে ওরা চলুক, ওদের মারতে চাই না। ওরাও বাঁচুক—আমরাও বাঁচবো। আমরা বাঁচতে চাই—যে রকমে হউক আমরা বাঁচবো, compete করতে চাই না—compete করবার আবশ্যকতা নাই। আমরা চাই আমাদের পুরাতনকে নূতনভাবে ফিরিয়ে আনতে।

আমাদের কি ছিল, ঘরে ঘরে চরকা চলত, যে সময় অন্ত কাজ থাকত না সে সময় মেয়েরা চরকা চালাতো। অবসর সময়ে চরকা চালিয়ে যে সূতা হতো তাতে পরিবারের সমস্ত কাপড় তৈরি হত। এই কথা আজ আমাদের স্বপ্নের মত বোধ হয়। গোলামির মোহে যে সুন্দর প্রথা আজ চাকচিক্যে ভুলে গেছে—সে প্রথার কথা বলতে গেলে লোকে গাল দেয়, বলে বাতুল। বাতুল কে? তুমি। তুমি আত্মবিক্রয় করেছ বিদেশীর চরণে, তুমি বাতুল, না আমি বাতুল? যে কথা সত্য, যার প্রমাণ আমাদের ইতিহাসের পত্রে পত্রে রয়েছে, সে কথা আজ ভুলে যাবো, তোমার বড় বড় কল দেখে, জাহাজ দেখে, কামান দেখে? আমাদের মায়ে কে? যেমন গৃহস্থ তার বাড়ীতে তার অন্ন তৈয়ার করে নেয়, আহারাদি প্রস্তুত করে, সেইরকম গৃহস্থের কাপড় ঘরে ঘরে তৈয়ারী হত। আজ কেন আমরা বলছি—ইউরোপে, ম্যাঞ্চেষ্টারে এত বড় কল কি করে পারবো? তাদের প্রথা পৃথক। তাদের যে হোটেলে খাবার বন্দোবস্ত—আর হিন্দু মুসলমান ভারতবাসী তাদের অন্ন নিজের গৃহে তৈয়ারী হয়। এতে কোন competition নাই, এতে টাকার কথা ওঠে না। অবসর সময়, সে সময়ের মূল্য নাই, চরকা ঘুরিয়ে যে সূতা হয়, সে সূতার দাম নাই—তূলার গাছ ঘরে ঘরে ছিল। এখন যদি আবার দুই একবৎসরের মধ্যে এমন করে তুলতে পারো যে ঘরে ঘরে তূলা হবে—সেই তূলায় সূতা হবে। কিন্তু নিশ্চল হয়ে বসে থাকলে কি হবে, শুধু যুক্তি তর্কে কি হবে? বিশ্বাস চাই, কাজের একতা চাই, শক্তি চাই। এর ভিতর প্রতিযোগিতার কথা নাই—আমরা প্রতিযোগিতা চাই না, চাই বিদেশীর হাত হতে মুক্তি পেতে—চাই আত্মবিক্রয়, মনুষ্যত্বহীনতার হাত হতে নিজেকে উদ্ধার করতে।

বিশ্বাস রাখ আত্মশক্তির উপর প্রত্যয় কর—তা'হলেই যাহা এত অসম্ভব মনে করছ,—তাহাই অবিলম্বে তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে।

প্রাণের কথা

[শ্রীঊর্মিলা দেবী]

আজ দেশে যে একটা সাড়া প'ড়ে গেছে, এই যে একটা নব জাগরণের দিন এসেছে, এ সকলের সংবাদ থেকে দেশের মেয়েরা কতকটা বঞ্চিত। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও কাজ সম্বন্ধে ইংরেজী সংবাদ পত্রে অনেক কথা থাকে, কিন্তু বাঙ্গলা সংবাদ পত্রগুলিতে সংক্ষেপে কাজ সারা হয়। এই [illegible] যে দেশমাতার অর্দ্ধেকগুলি সন্তান অন্ধকারে পড়ে থাকেন তা কেউ একবার ভাবেন না। এই যে এত কাল এ দেশের নারী জাতিকে সব জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে ঠেলে রাখা হয়েছে এতেই আজ পর্য্যন্ত কোন ফল হয় নি। আমি শৈশব থেকেই আমার দেশ-মাকে ভালবাসি, কিন্তু এই বাঙ্গলা দেশের মেয়ে হ'য়ে জন্মেছি তাই মায়ের সেবার কোন সুযোগ জীবনে পাই নি। যখন সেই বেদনা বুক ছাপিয়ে উঠে নিরাশার আঁধারের শেষ সীমায় এনে ফেলেছিল তখন দেশ পূজ্য মহাত্মা মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধি দীপ্ত আলোকে এসে আমার কাণে স্বরাজ মন্ত্র দান করে, আমার মন সাধনের পথ

শেখিয়ে দিয়েছিলেন! আমি জানি এই পুণ্য ভূমিতে নারীশক্তির উদ্বোধন না হ'লে দেশের কল্যাণ দুরূহ হ'বে। আমি আমার গুরুর পায়ের কাছে ব'সে "স্বরাজ ও অহিংস অসহযোগ" সম্বন্ধে যে টুকু জ্ঞান লাভ করেছি তাই আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু সাধ্য আমার বোনেদের কাছে নিবেদন করতে উদ্যত হয়েছি। তাঁরা যদি আমার ত্রুটি মার্জনা করে আমার প্রাণের এই গোটা কত কথা শোনেন তবে আমি কৃতার্থ হ'ব।

প্রথমেই মানুষের মনে একটা কথা উঠে "স্বরাজ" মানে কি? কত লোক যে এর কত অর্থ করেছেন, কত ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার ঠিক নেই। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি বুঝি যে এর কোন ব্যাখ্যাই হ'তে পারে না। "স্বরাজ" অর্থ আত্ম-নির্ভরতা, নিজেদের সমস্ত অভাব ব্যবস্থা ক'রবার শক্তি! যতদিন আমরা আমাদের প্রত্যেক অভাব ব্যবস্থার জন্য পরের উপর নির্ভর ক'রে থাকব ততদিনই আমাদের পররাজ। যে দিন আমরা নিজেদের ব্যবস্থার ভার নিজের হাতে তুলে নেব সেই দিনই আমরা স্বাধীন, সেই দিনই আমাদের "স্বরাজ।" এখন আমাদের নিজেদের দেশে আমরা পর। আজ কাপড়ের থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিষের জন্যই আমরা পরের মুখ চেয়ে আছি। তার উপর নিজের মায়ের কোলে বসে মুখ ফুটে একটা মনের কথা বলবার যো নেই, অমনি একটা কিছু বাধা দিয়ে মুখ বন্ধ ক'রে দেবে। দুটি বন্ধু রাস্তায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গল্প ক'রলে অমনি ধরে নিয়ে যেতে পারে—এই রকম কত কি! তার উপর অত্যাচার অবিচারের যে স্রোত বয়ে যাচ্ছে। পাঞ্জাবের সেই ভীষণ অত্যাচারের কথা সকলেই জানেন, তারপর খিলাফতের অবিচারে মুসলমান ধর্মের উপর পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করা হ'য়েছে। আবার এই সেদিন আমাদের কুলী মা ভাই বোনদের উপর কি অমানুষিক অত্যাচারই না হ'য়েছে। এই সব অত্যাচার অপমান কি এই ভারতবর্ষের প্রত্যেক নর নারীর অপমান নয়? আর কি চুপ ক'রে থাকা যায়? এই ভারতবর্ষের প্রত্যেক নর নারী কি আর মনে করেন না যে এ রকম জীবন যাপন করার চেয়ে মৃত্যু ভাল তাই আজ এদেশে একটা মহা জাগরণ এসেছে এই অবস্থা দূর করবার জন্য একটা প্রাণপণ চেষ্টা হ'চ্ছে।

মহাত্মা গান্ধি এইবার দেশের লোকের সামনে একটা নতুন সাধনা ধরে দিয়েছেন। সেই সাধনার নামই "অহিংস অসহযোগ।" এতদিন আমাদের ভাবনা চিন্তা ও কাজ এক পথে যাচ্ছিল আর সেই মহাপুরুষের প্রসাদে আমরা একেবারে ভিন্ন পথ পেয়েছি। এত দিন আমাদের চিন্তা ও কাজ বহির্মুখী ছিল আজ তা অন্তর্মুখী হ'তে চলেছে। আর আমরা বুঝতে পারছি আমাদের এ অবস্থার কারণ আমরা নিজেরা। তাই আজ আমাদের এই পবিত্র অহিংস অসহযোগ যজ্ঞে আমাদের সমস্ত দুর্বলতা সমস্ত মলিনতা আহুতি দিয়ে যোগযুক্ত হ'য়ে মাতৃপূজার অধিকারী হ'তে হবে। আজ আমাদের পেটে বিদেশের অন্ন, অঙ্গে বিদেশের বস্ত্র, প্রাণে বিদেশের চিন্তা ও আদর্শ, আজ আমাদের মাতৃপূজার অধিকার কোথায়? আমার দেশের লোক বিদেশীর চাকরি করে, উকীল, ব্যারিষ্টার ডেপুটি, পুলিশ হ'য়ে বিদেশীর অন্যায় শাসনের সহায়তা ক'রছে, নিজের ভায়ের বুকে ছুরী মারছে, নিজের মা বোনের প্রতি অবিচার করছে, আর আমাদের মাতৃপূজার অধিকার কোথায়? তাই মহাত্মা গান্ধী বলেছেন শরীর পবিত্র হও মনে পবিত্র হও—যে শাসনতন্ত্র তোমাদের রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা গিলে খেয়েছে—জাতটাকে দিন দিন মরণের মুখে নিয়ে যাচ্ছে, সে চাকাটা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে এস—এই পবিত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। স্বরাজ তোমার অবশ্যম্ভাবী।"

এই যে অহিংস অসহযোগ এটা একটা বড় সুন্দর, বড় পবিত্র জিনিষ। এমন সুন্দর যুদ্ধের কথা কেউ কখনও শুনেছেন কি? কারো কারো প্রতি হিংসা নেই, দ্বেষ নেই, অস্ত্র শস্ত্র নেই, রক্তপাত নেই, কিন্তু একটা যুদ্ধ। শুধু ত্যাগ দ্বারা, চেষ্টা দ্বারা নিজের ভিতরকার জিনিষ বাইরে ফুটিয়ে তুলতে হ'বে। বড় ভাল লোক, লোকের মত নিজের দেশমাতৃকাকে পরের হাতে তুলে দিয়ে কুকুর বিড়ালের মত জীবন বহন করছি, সেটা শেষ করে দিতে হবে।

আমাদের শুধু অভাব অন্ন ও বস্ত্রের। এ দেশের মাটিতে সোনা ফলে ব'লে একটা কথা আছে। যে দেশের মাটিতে সোনা ফলে সে দেশের লোক না খেয়ে মরে—এটা একটা অদ্ভুত কথা নয় কি? আমাদের দেশে এখনও এত শস্য হয় যে দেশে খেয়ে বাদে আমাদের দেড় বৎসরের খোরাক চলে। কিন্তু আমরা কি করি? প্রথমে তো ধানের ক্ষেতে পাট চাষ করি, তারপর যা শস্য হয় তার বেশীর ভাগ বিদেশে রপ্তানি করি। তাতে ক'রে এ দেশের লাখে তিন ভাগ লোক না খেয়ে মরে, আর বিদেশে গিয়ে সেগুলো তাদের ঘোড়া কুকুর পেট ভরে, তাদের সব ঐশ্বর্য্য উৎপাদন হয়। কাপাস আমরা চাষ করি, কিন্তু সে ভালো মালের দরে বিদেশের কাছে বিক্রী ক'রে তার সুতো ও কাপড় বিশ গুণ দাম দিয়ে কিনে নিই। তাই এ দেশের লোক পেটে খেতে পায় না, পরতে কাপড় পায় না।

তারপর বিদেশীর স্কুল না হ'লে আমাদের ছেলে মেয়ের শিক্ষা হয় না, বিদেশীর আদালত না হ'লে আমাদের ঝগড়া বিবাদ মেটে না। বিদেশীর স্কুলে পড়ে লাভের মধ্যে এই হয় যে ছেলে মেয়েগুলি বিদেশী ভাবাপন্ন হ'য়ে যায়, নিজের দেশের আদর্শ কিছু শেখে না, নিজের জাতীয় গৌরব ভুলে যায়। তারপর বিদেশীর আফিসে চাকরী করে, সারা দিন খেটে খেটে আত্মসম্মান চির-দিনের জন্য বিসর্জন দেয়। বিদেশীর আদালতে ঝগড়া বিবাদ মেটাতে গিয়ে ঘরের কথা পরকে বলি, হাজার হাজার টাকা খরচ করি, তার উপর বিচারের পরিবর্তে অবিচারই বেশী পাই। তারপর বিদেশীর চাকরী করে এই লাভ হয়

যে, দেশের লোকের প্রতি যত অত্যাচার ও অবিচার হয় তাতে সাহায্য করতে বাধ্য হই। এই একটা কথা নিয়েই দেখিনা কেন? এ চিরযুগের অত্যাচারটা কে করেছিল? আমাদের দেশেই একজন নয় কি? জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড কে করেছিল? অনেকে বলবে "জেনারেল ডায়ার" কিন্তু আমরা অসংকোচে বলব,—"না তা নয়। ডায়ার হুকুম দিয়েছিল বটে, কিন্তু গুলিটা ছোঁড়েছিল আমাদের দেশী সেপাইরা।" তারা যদি সে সময়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলত,—"না আমরা মারব না"—তবে ডায়ার কি করতে পারত? না হয় তাদের শাস্তিই হোত, না হয় তাদের প্রাণ ওই যেত। তবু তারা বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়েও মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে বলতে পারত "আমরা এ পাপের ভাগী হইনি।" অনেকে হয়তো বলবেন "বিদেশীর চাকরী করে, হুকুম তামিল না ক'রে কি করে?" তাই আমরা তাদের বলি,—"কাজ কি বাপু তোমার অমন চাকরীতে? যে চাকরীতে তোমার ভাইএর বুকে গুলি বসাতে হ'বে, মা বোনের উপর অত্যাচার ক'রতে হ'বে—বিবেকটাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে হবে, সে চাকরী তুমি কর কেন? যে ব্যবসায় ধর্মের নামে অধর্ম ক'রতে হবে, নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রতে হবে—অবিচারে সাহায্য ক'রতে হবে, সে ব্যবসা তুমি কর কেন? তার চেয়ে চাষ বাস কর, বিলাসিতা ছাড়, চরকা কেটে কাপড় বুনে পর—মনের শান্তিতে থাক—পরকালের পথ খোলা রবে।"

আমরা যদি দেশের লজ্জা দেখে ঘরে ঘরে অন্নের সংস্থান করি, ঘরে ঘরে চরকা চালিয়ে সুতো কেটে কাপড়ের সংস্থান করি, নিজেদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা নিজেরা করি, সালিসী ক'রে মামলা বিবাদ মিটিয়ে ফেলি, সরকারী গোলামী ছেড়ে দিয়ে পাপের বোঝা হালকা করি তবে আর আমাদের স্বরাজের বাকী থাকে কি? আমরা অত্যাচারের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রব না, আর নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াব। এই মোট কথা—এরই নাম স্বরাজ আর স্বরাজ লাভের যে সাধনা তারই নাম অহিংস অসহযোগ।"

আমাদের নিজেদের অবস্থার ব্যবস্থা ক'রতে হলে, আমাদের সর্বপ্রথমে অন্ন ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে হয়। আপাততঃ আমাদের যে ভাবে চলছে তাতে এখন বস্ত্র সমস্যার সমাধান ক'রতে পারলেই অন্ন সমস্যারও সমাধান হয়। যে দেশের মাঝে তিন ভাগ লোক একবেলা পেট ভ'রে খেতে পায় না সে দেশ থেকে প্রত্যেক বৎসর ৬০ কোটি টাকা কাপড় ও সুতোর জন্য বিদেশে চলে যায়। এই বিদেশী কাপড় কেনা বন্ধ ক'রতে পারলে এই টাকা দেশে থাকে, আর দেশের লোকের অন্নকষ্ট দূর হয়। তারপর একটু চিন্তা ক'রলেই দেখতে পাওয়া যায় যে আমাদের পরাধীনতার, আমাদের দাসত্বের প্রধান নিদর্শন এই বিদেশী কাপড়। চার দিন না খেয়ে থাকা যায়, কিন্তু একদিন কাপড় না হ'লে চলে না। নারী জাতির প্রধান ভূষণ যে লজ্জা তা নিবারণ ক'রবার উপায় আজ বিদেশীর হাতে। এর চেয়ে লজ্জার, এর চেয়ে ক্ষোভের, এর চেয়ে অপমানের কথা যে আর কি হ'তে পারে তা ভেবে পাই না। বিগত যুদ্ধের সময় বস্ত্রাভাবে এদেশের নারী জাতির যে কত দুর্গতি হ'য়েছে, কত লোমহর্ষণ কাহিনী যে কানে এসেছে তা ভাবলে স্থির থাকা যায় না! তবু তো আমাদের চৈতন্য হয় না! সে সময়ে যদি আমার নিজের দেশের কাপড় থাকত তবে কি এত দুর্দশা হোত! ভাবতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়, লজ্জায় মাথা হেঁট হয় যে আজ যদি ম্যাঞ্চেষ্টারের কল বন্ধ হ'য়ে যায়, তারা এদেশে কাপড় না পাঠায় তবে এই ভারতবর্ষের কোটি কোটি নর নারী একেবারে বিবস্ত্র! এর চেয়ে পরাধীনতা আর কি হ'তে পারে? যতক্ষণ না ভারতবর্ষের প্রত্যেক নর নারী আপন বস্ত্রের ব্যবস্থা করেন ততক্ষণ "স্বরাজে"র কথা একটা উপহাসের কথা মাত্র। সে স্বরাজ স্বরাজ নয়—সে "পররাজ"। আজ আমার "স্বরাজ" শাসন হোক কিন্তু কাল আমি আমার লজ্জা নিবারণের জন্য পরমুখাপেক্ষী—সে স্বরাজের মূল্য কি? যতদিন না আমরা আপন আপন বস্ত্রের সংস্থান করতে পারি, ততদিন "স্বরাজ" মন্ত্রের সাধনা আমাদের অনধিকার চর্চা।"

এই জাতীয় যজ্ঞে ভারতীয় নারীর স্থান এইখানে। যতদিন না ভারতবর্ষের প্রত্যেক নারী এই "বিদেশী বস্ত্র বর্জন" ও "স্বদেশী বস্ত্র গ্রহণ" ব্রত অবলম্বন করেন, ঘরে ঘরে চরকা কেটে এ সমস্যার সমাধান করেন, ততদিন তাঁহারা জননী, পত্নী, ভগিনী কন্যা নামের অযোগ্যা। যে পুণ্য দেশে নারী শক্তির সহায়তা ভিন্ন কোন কার্য্য শুভ ও সম্পন্ন হয় না, সে দেশে এই এত বড় জাতীয় যজ্ঞ কি ক'রে তাঁদের সহায়তা ছাড়া সম্পন্ন হ'বে, তাই আমি আজ বলছি, যে মহান কার্য্য তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়েছে তাঁরা কি সে কাজ মাথায় তুলে নেবেন না; মহাত্মা গান্ধি বলেছেন "আমার বোনেরা আমায় সাহায্য না ক'রলে আমি এই স্বদেশী ব্রত উদ্যাপন ক'রতে পারব না।" দেশমাতৃকার এক নিষ্ঠ সেবক, মনুষ্যত্বের এই প্রেমিক সন্ন্যাসী আজ আমাদের দেশের কাছে ডেকেছেন তাঁর ডাকে কি আমরা সাড়া দেব না; এ দেশের নারী জাতি এতদিন অন্ধকারে ডুবে ছিল, তাদের মধ্যে যে কত শক্তি আছে তাও তারা ভুলে গিয়েছিল। সেই পায়ে ঠেলা নারী শক্তির আজ জাগবার ডাক পড়েছে। এখনও কি নীরব নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ঘরে ব'সে থাকব; দেশমাতৃকা কি আমাদেরও মা নয়—তাঁর প্রতি কি আমাদের কর্ত্তব্য নেই? যদি জীবন সার্থক ক'রবার সুযোগ পেয়েছি তবে কেন হারাব, জীবনে এমন সুযোগ কদাচ আসে। এ সুযোগ একবার গেলে আর আসে না। তাই বলি আসুন সকলে কর্ম্ম ক্ষেত্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি। ভারতে আজ মাতৃশক্তির উদ্বোধন হ'য়েছে! পুরুষের কাজ তাঁরা করুন, আমাদের কাজ আমরা করি। বিদেশী বস্ত্র ঘর থেকে দূর ক'রে দি—চরকা কেটে কাপড় বুনে স্বামী পুত্রের বস্ত্রের ব্যবস্থা ক'রে দি। "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নি"—নিজের "জননী" সহধর্ম্মিণীর

গৌরব রক্ষা করি, দেশের গৌরব রক্ষা করি নারী পুরুষের কল্যাণ করি—সকলের কল্যাণ কামনা করি। আমরা অনেকে ভাবিনা—বুঝিনা যে ঢাকাই শান্তিপুরী ইত্যাদি সমস্ত মিহি কাপড়ই বিদেশী। বিদেশী সূতোয় সে কাপড় তৈয়ারী হয়। শুধু চরকায় কাটা সূতোয়, তাঁতে বোনা কাপড়ই একমাত্র শুদ্ধ স্বদেশী, এ কথা মনে রাখতে হ'বে। কোন কোন মিলের কাপড় দেশী সূতোর হয় বটে, কিন্তু সে কাপড় এত কম হয় যে তার আশায় ব'সে থাকলে সমস্ত ভারতবর্ষের বস্ত্রের অভাব দূর হবে না। ভারতবর্ষের গৃহলক্ষ্মীরা প্রত্যেকে ঘরে ঘরে চরকা না কাটলে এ জাতীয়তার মঙ্গল হবে না—স্বরাজ হ'বে না। এ সব গৌরবের দিন আমাদের সম্মুখে! আমাদের লুপ্ত গৌরব আবার আমরা ফিরে পা'ব, আবার আমরা দেশের বস্ত্রসমস্যার সমাধান করব। কবে চক্ষে এ অবস্থা দেখে আনন্দে আমার বুক ভ'রে উঠবে! এই স্বদেশী ব্রত উদ্যাপন ক'রতে আমরা নারী পুরুষে সাধারণ ক'রে সহযোগী, জননীদের সার্থক ক'রব! এ দেশে নারী জাতির হাতে [illegible] এর উচিত যে ভারতবর্ষের প্রত্যেক নারী যদি প্রতিজ্ঞা করেন বিদেশী বস্ত্র ঘরে আনব না, তবে কার সাধ্য আছে যে ঘরে বিদেশী বস্ত্র আনেন?

আমরা জানি ব'লেছেন স্বরাজ লাভের প্রধান অস্ত্র চরকা আর সেই চরকা, ভারতনারীর হাতে। সুতরাং স্বরাজ লাভের সাফল্যও ভারতনারীর হাতে।

এই কথাটা মনে রেখে আসুন কাজে মেতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আর ধাঁর অসীম কৃপায় আমরা জীবন সার্থক করবার এমন সুযোগ পেয়েছি, সেই শ্রীভগবানের পাদপদ্মে মাথা লুটিয়ে দি!

বন্দে মাতরম্।

শান্ত্রী-শ্রেষ্ঠ

(শ্রীমোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী)

[illegible] বর্ত্তমান আন্দোলন সম্বন্ধে অতি সুন্দর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। একটির পর একটী শব্দচিত্র সাজাইয়া প্রবন্ধটী রচিত, আর সে চিত্রাবলী কেবল রবীন্দ্রনাথের তুলিকাতেই অঙ্কিত হওয়া সম্ভব। ব্যক্তি বা সমাজ সময়ে সময়ে ভয়ে অভিভূত অথবা আশায় উৎফুল্ল হইয়া সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। এই যে অন্ধ অনুসরণ বা দাসসুলভ মনোবৃত্তি, কবিবর তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছেন। অধীরতা প্রকাশ করিলে যে চলিবে-না এবং সর্ব্ববিষয়ে ব্যক্তিগত কর্ত্তৃত্ব স্পৃহা যে বিশেষ পরিত্যাগ করিতে হইবে—কবির এ উপদেশ কর্ম্মীমাত্রেরই শিরোধার্য্য, সন্দেহ নাই। যাহা আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ না করে, অথবা আমরা বিচার বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে না পারি, রবীন্দ্রনাথ তাহা অবিলম্বে ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। স্বরাজ পাইতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াও যাহা সত্য বলিয়া বুঝিব তাহাই ধরিয়া থাকিতে হইবে। যে সংস্কারক নিজের প্রচারিত সত্য লোকে গ্রহণ করিল না দেখিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হন তাঁহাকে অরণ্যে গিয়া অবহিত ভাবে প্রতীক্ষা ও প্রার্থনা করিতে শিখিতে হইবে। সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে কবির এ উক্তির সমর্থন করিবেন সন্দেহ নাই এবং তিনি যে সত্য ও বিচারবুদ্ধির পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন এজন্য তিনি দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ। আমাদের নিজের নিজের বিচারবুদ্ধি সবটুকু যদি পরের হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি তাহা হইলে আমাদের কবিবর যে অচিরে [illegible] হইবে ইহা নিশ্চিত। যদি দেখি যে [illegible] অন্ধভাবে আমায় অনুসরণ করিতেছে তাহা হইলে আমার দুঃখের সীমা থাকিবে না। [illegible] হইয়া [illegible] অপেক্ষা ভালবাসার নিকট অন্ধভাবে আত্মসমর্পণ করা যে অনেক সময় অধিকতর অনিষ্টকর তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। পাশবশক্তির শাসন হইতে বরং মুক্তির সম্ভাবনা আছে কিন্তু অন্ধ ভালবাসার শাসন হইতে মুক্তি পাওয়া সহজ নহে। দুর্ব্বলকে শক্তিমান্ করিয়া তুলিতেই ভালবাসার প্রয়োজন, কিন্তু বলপূর্ব্বক অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করাইতে যাওয়া ভালবাসার অত্যাচার মাত্র। অর্থ না বুঝিয়া মন্ত্র আবৃত্তি করা কাপুরুষতা মাত্র। সুতরাং যাঁহারা নিজেরা অবিশ্বাস করিয়াও "চরকার আহ্বানের" প্রতিধ্বনি করিতেছেন কবি তাঁহাদিগকে নির্ভীকভাবে আপন স্বাধীনমত প্রকাশ করিতে আহ্বান করিয়া ভালই করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা অপরে তাঁহাদের মত মানিয়া না লইলে অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন, এমন কি বলপ্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হন না রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছে। কবি আমাদিগকে গোঁড়ামি, অন্ধতা, অসহিষ্ণুতা, অজ্ঞতা, অকর্ম্মণ্যতা, ও এইরূপ অন্যান্য বিপদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

স্বাধীন চিন্তাশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই সতর্ক থাকা দরকার—কবিবরের এ উক্তি মানিয়া লইলেও দেশে আজকাল অন্ধ অনুসরণই বেশী চলিতেছে একথা

আমি মানিয়া লইতে প্রস্তুত নই। আমি দেশবাসীকে বাস্তবতার ভিত্তিভূমির উপর নির্ভর করিতে বলিয়াছি—আর যদি লোকাবস্থাতঃ 'চরকা'ই হব মোচনের উপায় বলিয়া যেসব মানুষ বলিয়া থাকে তাহা হইলে দেশবাসী যে অনেক চিন্তার পর একথা উপলব্ধি করিয়া তাহা এখন গ্রহণ করিয়াছেন একথা জোর করিয়া বলা যায়।

"একথার মূলে যে কথা সত্য রহিয়াছে শিক্ষিত ভারতবাসী আজও তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কাহারও যেন বাহিরের আড়ম্বরকেই অন্তরের বস্তু বলিয়া ভুল না করেন। দেশবাসী অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া চরকা ধরিয়াছেন অথবা বিচার বুদ্ধিতে একান্ত প্রয়োজনীয় প্রমাণিত হওয়ায় ইহা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা কাহারও একটু লক্ষ্য করিলে দেখিলে নিজেই বুঝিতে পারিবেন।

"আমি আবার উক্ত কথা বিশেষভাবে সকলকেই—সুতরাং মহাকবিকেও—"যজ্ঞের" স্বরূপ (অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির কর্মানুষ্ঠান স্বরূপ) চরকা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। স্বাধীনতার সংগ্রাম উপস্থিত হইলে কবির বীণা ছাড়িয়া, উকিল আইন-বই ছাড়িয়া, বিদ্যার্থী পুস্তক ছাড়িয়া যুদ্ধে যোগদান করেন। সংগ্রামের অবসানেই কবির বীণার সত্য সুর বাহির হইবে, লোকে যেন আইন-আদালতের আশ্রয় পাইবে তখনই উকিলের আইন বই খোলা আবশ্যক হইবে। বাড়ীতে যখন আগুন লাগে তখন বাড়ীর "সকলেই" এক একটা ঘটি লইয়া আগুন নিভাইতে চেষ্টা করে। যখন দেশ চারিদিকে সকলে অভাবে মরিতেছে তখন দুর্ভিক্ষের আগুন নিভানোই আমার একমাত্র কর্তব্য। ভারতবর্ষে আজ আগুন লাগিয়াছে, ভারতের মানুষ দিনে দিনে কৃশ হইতেছে, লোকে অন্ন অনাহারে মৃতপ্রায়, কারণ তাহারা এমন কোন কাজ পাইতেছে না যাহা করিয়া অন্নসংস্থান করা চলে। খুলনা জেলার লোকে যে না খাইয়া মরিতেছে—কাজ করিতে না পারা তাহার কারণ নহে কোন কাজ না পাওয়াই কারণ। মাদ্রাজের দক্ষিণাঞ্চলে হিন্দুস্থানে চারিবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছে—উড়িষ্যায় ত দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। ভারতের সহরগুলিই ভারতবর্ষ নয়। সাত লাখ পল্লীগ্রাম লইয়া ভারতবর্ষ, সহরবাসীর জীবন ও পল্লীবাসীর উপরই নির্ভর করিতেছে। অন্যদেশের টাকায় সহরগুলি গড়া হয় নাই। সহরবাসীরা ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপানের বড় বড় ব্যবসায়ীদের দালাল অথবা কমিশন এজেন্ট মাত্র। এই কাজ করিয়া সহরবাসী আজ দুইশত বৎসর ধরিয়া ভারতের বহু লোকের সর্বনাশ করিয়াছেন। নিজের অভিজ্ঞতায় বিশ্বাস করি, ভারত দিন দিন দরিদ্র হইতেছে। ভারত মাতার দেহ দুর্বলের রক্ত সঞ্চালন ইতিমধ্যেই বন্ধ হইয়া আসিয়াছে, এখনি তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা না করিলে মৃত্যু নিশ্চিত।

"কর্মহীন উপবাসী জাতির নিকট ভগবান কেবল কর্ম ও পারিশ্রমিক স্বরূপ অন্ন লইয়াই আবির্ভূত হইতে পারেন। মানুষ মাত্রই কর্ম দ্বারা জীবিকা অর্জন করিবে ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়, যে বসিয়া বসিয়া পরের অন্ন ধ্বংস করে সে ত চোর মাত্র। ভারতের শতকরা আশি জন বৎসরের মধ্যে ছয় মাস চুরি করিতে বাধ্য হয়, সুতরাং ভারত যে ক্রমশ চোরের দেশে পরিণত হইয়াছে তাহাতে আশ্চর্য কি ? সেইজন্য ক্ষুধাতেই ভারত আজ চরকা ধরিতে বাধ্য হইয়াছে। চরকার ডাকই সকল ডাকের সেরা ডাক এ যে প্রেমের ডাক। প্রেম আসিলেই স্বরাজ মিলিবে। অন্নচিন্তাক্লিষ্ট মানুষকে যদি কখনও চিত্তবিনোদনের অবসর দেওয়া সম্ভব হয় তবেই চরকা মানসিক উন্নতির বাধা হইতে পারে। দেশের কোটি কোটি লোক অন্নহীন হইয়া মরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহাদেরই কথা চিন্তা করিতেই হইবে। চরকাই দেশের এই কোটি কোটি মুমূর্ষু ভাই ভগিনীদের সঞ্জীবনী সুধা। বলিতে পারেন "আমার ত অন্নের অভাব নাই, আমি কেন চরকা কাটিব" যাহা আমার নিজের উপার্জিত নহে তাহার ভোগ করি বলিয়াই আমার চরকা কাটা উচিত। দেশবাসীকে বঞ্চিত করিয়াই আমি জীবন ধারণ করিতেছি। আমাদের প্রত্যেক পয়সাটি কোথা হইতে আসিতেছে তাহা আলোচনা করিলেই যাহা বলিয়াছি তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাইবে। কোটি কোটি দেশবাসী আলস্যে যে সময় যাপন করিতে বাধ্য হয় সে সময়ের সদ্ব্যবহার কেমন করিয়া করা যায় তাহা বুঝাইয়া না দিলে তাহাদের নিকট স্বরাজের কোনই অর্থ থাকিবে না। অন্ন দিলেই এ স্বরাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব, আর একমাত্র চরকার প্রচলনের দ্বারাই তাহা সম্ভব।

"আমি বিদ্যা চাই, স্বাচ্ছন্দ্য চাই, স্বাধীনতা চাই কিন্তু এ সকলই চাই—আমার মত। আধুনিক কলকারখানার ঘোর আমি শত্রু। ঘোর শত্রুতা উচিত কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, সে বিষয়ে আমি উদাসীন। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং অন্যান্য সকল বৃত্তিই একমাত্র আত্মার বিকাশের জন্য নিয়োজিত হওয়াই উচিত। আধুনিক সভ্যতার সকল সভ্যতার সঞ্চিত মূল্য লোকহিতকর চিত্তহারী বিষয় আবিষ্কার করিতে পারেন, ইহা আমি অনায়াসে কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু আলো জ্বালিবার জন্য বা বন্দুক ছুড়িবার জন্য একখণ্ড পাথর ও একখণ্ড লোহার প্রয়োজন মাত্র যাহার সম্বল তিনি যে নিত্য নূতন মহিমা গীতি গান করিতে ও শান্তির জন্য শান্তি ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিতে পারেন ইহা আমি আজও সহজে কল্পনা করিতে পারি। অন্যের মর্যাদা স্বীকার করিতে বলাই চরকা প্রচলনের গৌণ অর্থ।

"আমি বলিতে চাই চরকা ত্যাগ করায় আমাদের শ্বাসযন্ত্রের অর্ধেক অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছিল সুতরাং জাতীয় জীবনে আমরা নিদারুণ ক্ষয় রোগে ভুগিতেছি। চরকার প্রচলনে এই সাংঘাতিক রোগের গতি নিবারিত হইবে। কতকগুলি কার্য দেশ নির্বিশেষে সকলেরই অবশ্য কর্তব্য। আর কতকগুলি কার্য দেশ বিশেষে সকলেরই অবশ্য কর্তব্য। চরকা কাটা ভারতবর্ষে, অন্ততঃ এই পরিবর্তনের যুগে সকলেরই অবশ্য কর্তব্য আর কোটি কোটি দেশবাসীর পক্ষে তাহা চিরদিনই অবশ্য কর্তব্য।

"বিলাতী বস্ত্রের স্তূপকেই আমরা চরকার গৌরব ভুলিয়া ছিলাম এই জন্যই আমি বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার পাপ মনে করি। আমি অবশ্য নীতিশাস্ত্র ও অর্থনীতির মধ্যে বিশেষ—বিশেষ কেন কোনরূপ—বিভেদ স্বীকার করি না। যে অর্থবিজ্ঞান ব্যক্তি বা জাতি বিশেষের নৈতিকতার প্রতিকূল তাহা নীতি বিরুদ্ধ অর্থাৎ পাপমূলক। অতএব যে অর্থবিজ্ঞান এক দেশকে অন্য দেশের রক্ত শোষণ করিতে দেয় তাহা নীতিবিরুদ্ধ।

"বঞ্চিত শ্রম কারিগরের উৎপন্ন দ্রব্যজাত ক্রয় ও ব্যবহার করা পাপ। আমেরিকার গম কিনিয়া আমার প্রতিবেশী শস্য বিক্রেতাকে ক্রেতার অভাবে উপবাসী থাকিতে বাধ্য করা পাপ। সেইরূপ প্রতিবেশী তাঁতীদের কাপড় কিনিলে আমারও বস্ত্রাভাব ঘুচিবে এবং তাহাদেরও অভাব ঘুচিবে ইহা জানিয়াও ইংলণ্ডের প্রস্তুত অতিমিহি বস্ত্র ক্রয় করা পাপ। অতএব পাপের জ্ঞান হইবামাত্র বিদেশীর বস্ত্র দগ্ধ করিয়া প্রায়শ্চিত্তের পর প্রতিবেশীর প্রস্তুত মোটা খদ্দরে সন্তুষ্ট থাকাই আমার কর্তব্য। যদি বুঝি প্রতিবেশীরা বহুদিন চরকা ছাড়িয়া দিয়াছে এবং আর তাহা সাদরে গ্রহণ করিবে না তাহা হইলে আমাকেই স্বয়ং চরকা কাটিয়া তাহার প্রচলন করিতে হইবে।

"কবিবরকে একটা কথা মনে রাখিতে অনুরোধ করি—যে কাপড় পোড়াইতে আমি উপদেশ দিয়াছি তাহা অবশ্য তাঁহার নিজের হওয়া চাই। যদি সে গুলি তাঁহার জানিত কোন গরীব বা বস্ত্রহীন লোকের হইত তাহা হইলে তিনি বহুদিন পূর্বেই তাহাদের জিনিস তাহাদিগকে বিলাইয়া দিতেন। বিদেশী বস্ত্র পোড়াইতে সমর্থনের অর্থ নিজের গ্লানি ও লজ্জার কারণ দগ্ধ করিতে সমর্থন। যাহাদের বস্ত্র নাই তাহাদের বস্ত্রের প্রয়োজনও নাই তাহাদের একান্ত প্রয়োজন কর্ম। সুতরাং তাহাদিগকে কর্মের পরিবর্তে বিদেশী বস্ত্র যোগাইয়া অপমান করা নিতান্ত অকর্তব্য। এ বিষয়ে তাহাদের প্রতি দয়ালুতা দেখাইয়া পাপে লিপ্ত হইতে পারি না। কিন্তু যখনই বুঝিব যে আমি তাহাদের অর্থ নাশের সাহায্য করিয়াছি তখন দরিদ্রকে উচ্ছিষ্ট অন্ন অথবা জীর্ণ বস্ত্র না দিয়া আমার সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য ও পরিচ্ছদ দিয়া তাহাদের সহিত একযোগে কার্য করিব।

"অসহযোগ বা 'স্বদেশী'র উদ্দেশ্য সংকীর্ণ স্বজাতির মধ্যে আবদ্ধ নহে। অসহযোগ, অহিংসা এবং স্বদেশীর বাণী যে জগতের জন্য, একথা সহস্রবারই উচ্চকণ্ঠে প্রচার করি নাই। যে ভারতে এই বাণী প্রথম প্রচারিত হইয়াছে সেখানেই ফলপ্রসূ না হইলে তাহা নিশ্চয়ই নিরর্থক হইবে। অহিংসা, ধৈর্য ও যোগসাধন ভিন্ন ভারতের আর জগতকে দিবার কিছুই নাই। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রলিপি কি জগতকে দিতে হইবে? সেগুলি তো নানা ভাষায় মুদ্রিত হইয়া জগতের বাজারে পাঠাগারের শোভা বর্ধন করিতেছে, কিন্তু অবিশ্বাসী জড়বাদী জগৎ সেদিকে চাহিয়াও দেখে না। কারণ সেই সব শাস্ত্রের উত্তরাধিকারী ও রক্ষী হইয়াও আমরা সেই ভাবে জীবন যাপন করি না। সুতরাং জগতকে দিবার পূর্বে নিজে পাওয়া চাই। আমাদের অসহযোগ ইংরাজের সহিত নহে পশ্চিমের সহিতও নহে। এ অসহযোগ ইংরাজের প্রতিষ্ঠিত শাসনপ্রণালীর সহিত, জড়বাদী সভ্যতা ও তাহার আনুষঙ্গিক অর্থলিপ্সা ও দুর্বলনিপীড়নের সহিত। আমাদের এ অসহযোগের অর্থ—আত্মশক্তির অবলম্বন। এ অসহযোগের অর্থ ইংরাজ শাসকদের নিজ-মত তাহাদের সহিত সহযোগিতা করিতে অসম্মতি। আমরা বলি,—'এস, আমাদের ইচ্ছামত সহযোগিতা কর, তাহা হইলেই—আমাদের, তোমাদের এবং সমস্ত জগতের মঙ্গল।' আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখিতেই হইবে। যে নিজে জলমগ্ন হইতেছে, সে কখনও অন্যের প্রাণরক্ষা করিতে পারে না। অন্যকে রক্ষা করিবার শক্তি লাভ করিতে হইলে সর্বপ্রথম আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতের জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ নয়, আক্রমণশীল নয়, ধ্বংসাত্মক নয়। এ জাতীয়তা জীবনদায়িনী ও আধ্যাত্মিকী, সুতরাং লোকহিতকারী। বিশ্বমানবের জন্য আত্মদানের উচ্চ গৌরব লাভ করিতে হইলে ভারতকে আগে বাঁচিতে শিখিতে হইবে। মার্জারের কবল হইতে পলাইতে না পারিয়া মূষিকের যে আত্মদান তাহার কোনই মাহাত্ম্য নাই।

"কবি-সম্রাট স্বভাবতঃ কবির মত ভবিষ্যতের কথাই ভাবিতেছেন, এবং আমাদেরকেও সেইরূপ করিতে বলিতেছেন। ভোরের পাখী গাহিতে গাহিতে অনন্তনীলিমায় আকাশে উড়িয়া চলিতেছে—এই মোহন ছবি দেখাইয়া কবি আমাদের মুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এই সব পাখী পূর্বদিন আহারান্তে রজনীতে সুখে নিদ্রা গিয়াছিল প্রভাতে যখন জাগিল তখন তাহাদের মনে নূতন স্ফূর্তি, পাখায় নূতন উদ্যম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যে সকল পাখী আমি দেখিয়াছি—তাহারা দুর্বলতা বশতঃ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও পাখা সঞ্চালন করিতেই পারে না। ভারতবর্ষের মানুষ-পাখী সকালবেলা আরও দুর্বলতাই অনুভব করে। তাহাদের কোটি কোটি নরনারী অনশন অথবা চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে। এ অবস্থা যে কি অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বুঝিবে না। আমি কবীরের গানে রোগীর যন্ত্রণা লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছি। কোটি কোটি ক্ষুধার্ত অন্নহীন আজ কবির নিকট কি কবিতা চাহিতেছে? তাহারা চায় অন্ন—

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু, চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু।" কিন্তু তাহাদিগকে অন্ন "দান" করা অসম্ভব—অন্ন তাহাদিগকে অর্জন করিতে হইবে আর তাহারা অর্জন করিতে পারে কেবল শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা,—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া।"

("Young India" হইতে শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষ কর্তৃক
The Great Sentinel প্রবন্ধের অনুবাদ)

আসল শিক্ষা

(শ্রীসুকুমার রঞ্জন দাশ)

সমাজ যতক্ষণ যেমন জাতীয় জীবন গড়বার পক্ষে ব্যাঘাতের প্রচণ্ড বাধা, তেমনি কুশিক্ষাও বড় জাতীয় জীবন গড়বার পক্ষে অন্তরায় বাধা। কারণ বর্তমান যে শিক্ষা আমাদের দেশে চালু করা হয়েছে, তা পাশ্চাত্যের স্বার্থ অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাতে প্রাণের অভাব খুব বেশী করেই অনুভব করা যায়। এই শিক্ষা লাভের ফলে আমরা আহারে ব্যবহারে, আচারে বিচারে, ভাষায় ভাবে, ধর্মে কর্মে, সমস্ত জীবন ক্ষেত্রে প্রতিপদে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে আসছি। মজলিসের বদলে সভা করেছি, সদাব্রতের বদলে হোটেল খুলেছি, থিয়েটার করে আনন্দের মূল্য দ্বিগুণ লাভ করি, লটারি করে অনাথ আতুরের টাকা তুলি, দেশে যত রকমের স্বাস্থ্য রক্ষা করবার সহজ উপায় ছিল, তার বদলে বিলাতী খেলা আমদানী করেছি, অর্থোপার্জন যে আমাদের জীবন যাপনের উপায় মাত্র তা ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্যের নকলে অর্থোপার্জনের জন্যই জীবন যাপন করবার চেষ্টা করছি। এমনি করে আমরা দেশের সাথে প্রাণের যোগ হারিয়ে ফেলেছি। আসল কথা আমাদের বর্তমান শিক্ষা নীতির আদর্শও আগাগোড়া ন [illegible] জাতীয় শিক্ষার ভিৎ গড়ে উঠবে কি করে। ইহাকে আমাদের দেশের স্বভাব ধর্ম সভ্যতা ও সাধনার সাথে যোগ করে দিতে না পারলে এবং এই শিক্ষা সাধারণের মধ্যে প্রাণ করে তুলতে না পারলে আমাদের দেশে বিপদ ও [illegible]। আমাদের ভাব ভাষা, আচার ব্যবহার সবই এত পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে যে হঠাৎ দেখলে মনে হয় শিক্ষিত বাঙালীর সঙ্গে বাঙলা দেশের কোনও যোগই বুঝি নেই। এই শিক্ষার ফলে আমরা বস্তুগত পাণ্ডিত্য লাভ করে তার প্রাণের কাছে গিয়ে তাকে ছুঁতে পারিনি। আমরা মানুষ হয়ে উঠিনি একটু চালাক হয়েছি মাত্র। তাই আজ তথা কথিত শিক্ষিতের দল যারা "নিজবাসে আপনার অতিথির শোক জনমের গ্লানি," তাদের অবস্থা দেখে বড় দুঃখে বলতে হয়:—

"সমস্ত বড়ই জাতি অবহেলা ভরে
পা রেখেছে তাহাদের মাথার উপরে।
আপন কক্ষের মাঝে বৃহৎ ভুবন
করেছে সঙ্কীর্ণ, রুধি দ্বার বাতায়ন—
তারা আজ কাঁদিতেছে। আসিয়াছে নিশা,
কোথা যাত্রী, কোথা পথ কোথায় রে দিশা।"

আজ দেশের যারা সত্যি জ্ঞানী, যারা পাশ্চাত্য শিক্ষা পায়নি বলে আমাদের কাছে অবজ্ঞা পেয়ে আসছে, তাদের ব্যবহারে আছে, ধর্ম আছে, তারা মানুষের দুঃখ বোঝে, অতিথি সেবা করে, দেবতাকে অর্চনা করে। তারা এখনও পারিবারিক মধ্যে সত্যে মহত্ত্বে বাঙলার নিজের সভ্যতা ও সাধনাকে বজায় রেখেছে, যারা সব রকম সেবায় নিরত থেকে আজও বাঙলার ধর্মকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে, যারা আজও শুচিচিত্তে সরলপ্রাণে ঘরে ঘরে বাঙলার মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেয়, মসজিদে মসজিদে প্রার্থনা করে, যাদের জন্য বাঙালী আজও বাঙালী, যারা বাঙলার অন্তরের সঙ্গে এক হয়ে বাঙালী জাতির জাতিত্বকে আজ কি অভাবে সাত্ত্বিকের অগ্নির মত জ্বালিয়ে রেখেছে, তাদের ভিতর দিয়েই বাঙলার সনাতন শিক্ষা ধারা বয়ে আসছে। তারা সরল স্বাধীন সরলপ্রাণ কোনরূপে আশার বিষয় না দেখে এক মহান্ বিপুল সত্যপথে চলেছে, তাদের আদর্শই যে বাঙলার আদর্শ। বর্তমান শিক্ষাকে আমূল না ভাঙলে, জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি গড়ে উঠবে না। এখন এমন শিক্ষা চাই যাতে দেশের আপামর দুর্দিনের জীবনযুদ্ধে যোগ দিতে পারবে, সকল জাতির সঙ্গে সমকক্ষে দাঁড়াতে পারবে। কারণ শিক্ষার মূল কথাই হচ্ছে জাতীয় ও সামাজিক জীবনের সকল দিক দিয়ে পূর্ণ মনুষ্যত্ব গড়ে তোলা। এ শিক্ষার কণামাত্রও দেশবাসী এখনও পাচ্ছে না, তাই দেশে আজ মানুষের এত অভাব। সেই জন্যই দুঃখ করে আমাদের বলতে হয়—

"আজি সভ্যতার—
অন্তহীন আড়ম্বরে উচ্চ আস্ফালনে,
দরিদ্র রুধির পুষ্ট বিলাস-লালনে,
অগণ্য চক্রের গর্জে মুখর-ঘর্ঘর
লৌহ বাহু দানবের ভীষণ বর্বর
রুদ্ররক্ত অগ্নিদীপ্ত পরম স্পর্ধায়
নিঃসংকোচে শান্ত চিত্তে কে ধরিবে, হায়,
নীরব-গৌরব সেই সৌম্য দীন বেশ
সুবিরল—নাহি যাহে চিন্তা চেষ্টা লেশ?
কে রাখিবে ভরি নিজ অন্তর আগার
আত্মার সম্পদ রাশি মঙ্গল উদার?"

আজ তাই কেবল ভাঙবার পালা এসেছে, ভাঙতে ভাঙতে দেশ শ্মশানে পরিণত হয়ে চলেছে। তবুও সেই শ্মশানে শক্তির সাধনা চলবে এবং যোগ হবে তখনি সেই ভাঙনের স্তূপের উপর গড়ে উঠবে নতুন মনুষ্যত্বের নতুন সাধনার দেব মন্দির। এ ভাঙনের মাঝে প্রবল জনশক্তির প্রয়োজন হবে, ভগবানের কাছে আকুল কণ্ঠে প্রার্থনা করতে হবে—

"ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হ'তে পারি তথা
তোমার আদেশে, যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য জ্বলি উঠে খর খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।"

আজকের জগতে সবচেয়ে বড় সমস্যা জীবনসমস্যা। বর্তমান পথে থেকে বিদেশের ধারা অনুসরণ করে জীবিকা অর্জন করা এখন একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপার্জনের পথ এত সংকীর্ণ যে মিথ্যার আশ্রয় না নিলে সেখানে প্রবেশ করা কঠিন। এই জন্য জাতীয় আদর্শ হারা হয়ে উঠছি, অন্তরের কোমলতা হারিয়ে ফেলেছি। এখানেও শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ধরা পড়েছে। তাই এসব উপার্জনের পথ ছেড়ে দিয়ে আমাদের যে আদর্শ সেই পবিত্র সরল জীবন তারই পথ ধরবার চেষ্টা করতে হবে। সেই জন্যই দৈনিক আহার্য বস্তু সংগ্রহ করবার পক্ষে এই পরিবর্তনের জোগানোর দিন [illegible] থেকে চরকা ও তাঁত প্রভৃতি দ্বারা সহজে জীবিকা লাভের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক হবে। শুদ্ধ চিত্তে পুণ্য মনে সংযম ত্যাগ ও বিলাস বিহীনতার পথ ধরে পূর্ণ মনুষ্যত্ব অনুসন্ধান করে আনতে হবে। তাই এ ভাঙনের পথ যেন সব চেয়ে ভালোবাসি। ভেবে ভেবে পথ চেয়ে বসে থাকলে চলবে না, কারণ ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গেই গড়নের ভিৎ পাকা হয়ে উঠবে। শুধু সমাহিত মনে ভগবানের প্রাণে সেই ভাঙন গড়নের একমাত্র বিধাতার কাছে নত হয়ে নিবেদন করতে হবে—

"এ দুর্ভাগা দেশ হ'তে হে মঙ্গলময়—
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়,—
লোক ভয় রাজ ভয় মৃত্যু ভয় আর।
দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণ ভার,
এই চির পেষণ যন্ত্রণা ধূলি তলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে—
এই আত্ম অবমান, অন্তরে বাহিরে—
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নত শিরে—
সহস্রের পদ প্রান্ত তলে বারম্বার—
মনুষ্য মর্যাদা গর্ব চির পরিহার।"

শ্রী চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত

বাঙ্গলার সাপ্তাহিক মুখপত্র—

"বাঙ্গলার কথা"

নিয়মাবলী।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মূল্য অগ্রিম দেয়

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

এজেণ্ট হইবার নিয়ম

[illegible]

[illegible]	[illegible] টাকা
„ [illegible]	[illegible] টাকা
„ [illegible]	[illegible] টাকা
„ [illegible]	[illegible] টাকা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বিজ্ঞাপনের মূল্য

[illegible]

[illegible]

কার্য্যাধ্যক্ষ—

"বাঙ্গলার কথা"

[illegible] ভবানী দত্ত লেন, পোঃ [illegible], কলিকাতা।

নারায়ণ

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আগামী অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ [illegible] নারায়ণের নূতন বর্ষ আরম্ভ হইবে। [illegible] শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের [illegible] প্রকাশিত হইবে। [illegible] শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [illegible] উপন্যাস লিখিতে [illegible] লিখিবেন। [illegible] গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক আছেন, তাঁহারা [illegible] নিম্নলিখিত ঠিকানায় [illegible] টাকা পাঠাইয়া দিয়া [illegible] গ্রাহক হইতে অনিচ্ছুক তাঁহারা [illegible] পুস্তক [illegible] আমাদিগকে [illegible] হইবে। প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৭নং ভবানী দত্ত লেন, [illegible]

কলিকাতা। [illegible]

"যুগান্তর" সম্পাদক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা

মূল্য এক টাকা মাত্র

মরেল, গোঁসাইয়ের [illegible], কানাইলালের ফাঁসী, লাট সাহেবের ট্রেন উল্টাইবার চেষ্টা প্রভৃতি ঘটনা সরল ভাষায় লিখিত। পুস্তক পড়িতে পড়িতে মনে হইবে, যেন উপন্যাস পাঠ করিতেছেন।

উপেনবাবুর আর একখানি বই

[illegible]

দাম পাঁচ আনা

গ্রন্থকার যেন [illegible] করিয়া [illegible]।

উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত

বর্ত্তমান সমস্যা

দাম তিন আনা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল হতে আজ পর্য্যন্ত ইংরাজ শাসিত ভারত ও ভারতবাসীর ফটোগ্রাফ।

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

[illegible] মোহন লাল ষ্ট্রীট, শ্যাম বাজার,

কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান বুক্ ক্লাব,
কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট—কলিকাতা।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের কবিতা গ্রন্থাবলী—
কিশোর কিশোরী ১৲ অন্তর্যামী ৸৹ মালা ৸৹ মালঞ্চ ৸৹।

শ্রীহেমন্তকুমার সরকারের পুস্তকাবলী :—

১। ছায়াবাজি (নূতন ধরণের গল্পের বই)

বিষয়-সূচী :—কল্পনা, স্মৃতি, বিদায়, [illegible], [illegible], [illegible]; [illegible], [illegible]; দেশের [illegible]; মিলন, মুক্তি; [illegible]। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

২। পট্টকথা।

বিষয়-সূচী :—[illegible] কথাকথা, ইংরেজির [illegible]; দর্শকের চৌমাথায়; মিত্রের খোশামোদ, আমাদের স্বদেশ; বাঙ্গালীর বাবুয়ানি; গোলামখানার শিক্ষা। মূল্য ।৶৹ আনা মাত্র।

৩। উল্টোকথা।

বিষয়-সূচী :—বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্য; জাতীয় সমস্যাদি; আর্ট ও জীবন; হাল্কা সাহিত্য; স্বদেশ-লীলা; বাঙ্গলা কাব্যে একটী নূতন সুর; "বীণাপাণির বাণী"; লেখক ও প্রকাশক; বাঙ্গালীর [illegible]; ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে [illegible] স্থান; [illegible] ভাষা; বিশ্বের দরবারে ভারত। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

৪। যুগ-শঙ্খ।

বিষয়-সূচী :—আগুন লেগেছে বনে বনে; জননী পূজা; [illegible]; নারায়ণের বিশ্বরূপ; [illegible]; আধ্যাত্মিকতা বনাম কর্ম। মূল্য ৶৹ আনা মাত্র।

"ভারতরঞ্জন চিত্তরঞ্জন"

চিত্তরঞ্জনের ভ্রাতা শ্রী[illegible] দাশগুপ্ত প্রণীত। এ পর্য্যন্ত চিত্তরঞ্জনের যে কয়খানি জীবনী বাহির হইয়াছে, তাহাদের এই খানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—ইহাই একমাত্র সম্পূর্ণ ও বিশদ জীবনী। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

"শ্রীঅরবিন্দ"

অরবিন্দ ঘোষের নাম সকলেই সুপরিচিত, কিন্তু তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত অতি অল্প লোকেই জানেন। তাই এই সচিত্র জীবনী খানি পাঠকগণের নিকট উপস্থাপিত করিলাম। মূল্য ।৶৹ আনা মাত্র।

চিত্তরঞ্জনের বড় ছবি
(তিন রঙা)

লাভের টাকা "নারী-কর্ম্মমন্দির"এ যাইবে।
মূল্য প্রতি কপি ।৹ আনা মাত্র

"লেনিন্"

রুশিয়ার বোলশেভিক গবর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি লেনিনের নাম আজ সকলেই জানেন। এই অদ্ভুতকর্ম্মা জননায়ক রুশিয়ায় কিরূপ অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, তাহা এই জীবনী পাঠে জ্ঞাত হইবে। শ্রী[illegible] ঘোষ প্রণীত। মূল্য ।৹ আনা মাত্র।

"স্বরাজ ও খিলাফত"

"স্বরাজ-খিলাফত" প্রভৃতি বলিলে কি বুঝায়, তাহার স্পষ্ট ধারণা বাঙ্গালীদের অনেকেরই নাই। লেখক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই বর্ত্তমান আন্দোলনের কারণ ও বিষয়গুলি সহজ ভাষায় সাধারণকে বুঝাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। মূল্য তিন আনা মাত্র।

"বিশ্বভারত".

(বিশ্বসভায় ভারতের বাণী)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। (যন্ত্রস্থ)

"স্বদেশ রেণু"

এই কবিতাগুলি পড়িয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শুধু আনন্দ পাইবে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনে স্বদেশ প্রীতি অঙ্কুরিত হইবে। স্বদেশের প্রত্যেক বালকের কাছে এই বই এক একখানি থাকা উচিত।

শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ॥৹ আনা মাত্র।

"পল্লীব্যথা"

এই কবিতাগুলিতে পল্লীবাসীদের দুঃখময় করুণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "বাংলার অন্তরের প্রাণ-শেষ দুঃখ দৈন্য দেশবাসীকে এমনভাবে আর কেহ চোখের জলে ফুটাইতে পারেন নাই।"

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

"A MESSAGE OF HOPE"

By P. K. Sarker, M. A.—An explanation of Prabhu Jagatbandu's mission.—Price As 5.

"NON-CO-OPERATION"

Four lectures delivered by Mr. B. C. Pal, discussing the Present Situation with Special reference to the Khilafat, pointing out the need of the measure and explaining its meaning and method. Reduced Price As 8.

Printed by—Hemanta Kumar Sarkar, at the Metcalfe Press, 79 Balaram Dey Street
and Published from 7 Bhobani Ch. Dutt Street, Calcutta.

বাঙ্গলার নবযুগের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বাঙ্গলার কথা

সম্পাদক—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

বার্ষিক মূল্য
৪৲ টাকা

সহকারী সম্পাদক—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

নগদ মূল্য
এক আনা

প্রথম ভাগ { কলিকাতা, শুক্রবার, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯২১; ১৮ই কার্ত্তিক, ১৩২৮ } ১ম সংখ্যা

অবিশ্বাসীর স্বরাজ লাভ

[শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ]

হে অবিশ্বাসি, স্বরাজ যে তোমাকে পেতেই হবে, এ যে তোমার বিধাতার দান, এ যে তোমার ধর্ম। তুমি কি মনে কর তুমি স্বরাজের হাত থেকে এড়াতে পারবে? সে যে নিজেকে প্রবঞ্চনা করা কারণ বিধাতার দান এই স্বরাজ, এ তোমাকে পেতেই হবে। সত্য পথে যদি যেতে না চাও, আজ মহাত্মা গান্ধীর আহ্বান যদি না শুন, কাল তুমি কোথায় থাকবে? তখন যে অত্যাচারের মুখে তোমাকে আসতেই হবে। ভগবান্ প্রেমের পথে আজ তোমাকে ডাকছেন, ইঙ্গিত করে তাঁর কাছে তোমাকে ডাকছেন, তাই আজ যদি সে আহ্বানে বধির হয়ে থাক, ভগবানের যদি তা না শুন, তবে কাল কি হবে তা একবার ভেবে দেখ। এই জন সাধারণ কি চুপ করে থাকবে? তোমার একটুকু স্বার্থ যদি ত্যাগ না কর, ভগবান্ যে তোমাকে অত্যাচারের পথে কঠোর পথে স্বরাজে নিয়ে যাবেন। স্বরাজ যে তোমাকে নিতেই হবে। তোমার ধর্ম তোমাকে পালন করতেই হবে। যুগে যুগে ভগবানের বাণী স্বরাজের মধ্য দিয়েই যে তোমাকে উপলব্ধি করতে হবে, যা তোমার ধর্ম, তোমাকে তা গ্রহণ করতেই হবে। তুমি কতক্ষণ এড়িয়ে চলবে, যুগধর্মকে কি কেউ এড়াতে পারে? আর মিথ্যা তর্ক জালে কতক্ষণ আপনাকে আবদ্ধ করে রাখবে? ভগবানের বাণী একদিন না একদিন প্রাণে পশিবেই জানবে। আজ মহাত্মা গান্ধী শান্তির পথে তোমাকে ডাকছেন। মহাত্মার কথা শুন, শান্তির পথে নামো, স্বরাজ উদ্ধার কর। যারা স্বরাজ চায় না, যারা আজ তর্ক করছেন, তারা ভীত হচ্ছেন, তারা হয়ত মনে করেন। যারা স্বরাজ চায় না, তাদের জীবনে কি আছে কি জানি? তোমাদের মধ্যে নায়ক, তারা স্কুল [illegible] তারা নায়ক [illegible] তারা নায়কের কাজ করবে। আজ যারা [illegible] বালককে ফিরিয়ে দিয়েছে, আর তারা নায়ক না, আর জন সাধারণ নায়ক হবে। এই বাঙ্গলার [illegible] কাদের মন দমে [illegible] হয়ে যায়, [illegible] চাই বাঙ্গলা জাতির নূতন শক্তি লাভ করে জেগে উঠুক, বাঙ্গলার প্রাণ যদি জেগে যায়, [illegible] কেউ যদি না থাকে ত' নাই থাকবে, কিন্তু [illegible] থাকবে, [illegible] থাকবে। যে সাধনা [illegible] বিচিত্র, যার ইঙ্গিত আজ আমরা [illegible] সাধনা জেগে উঠবে—জেগে উঠবে। এ যে ভগবানের লীলা, তুমি যদি সে লীলায় যোগ দিতে না চাও, তুমি ভেসে যাবে,—তুমি ত থাকবে না তুমি মরে যাবে। তাই বলছি আজ শান্তির পথে এস, আজ যদি না আস কাল তোমাকে আসতেই হবে। যুগে যুগে [illegible] ঐ যেন ভগবানের রুদ্ররূপ দর্শন [illegible] দেখ চারিদিকে এ জাতির জাতীয়ত্বের ধারা বয়ে যাচ্ছে, এ জাতি জাগবেই জাগবে। চেয়ে দেখ চারিদিকে এক শক্তির প্রচণ্ড লীলা! এ জাতি উঠবেই উঠবে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এ জাতি জেগেছে, এ জাতি উঠেছে। এই যে জন সাধারণ উঠে দাঁড়িয়েছে, ওরে ভীত, কাপুরুষ এখন তুই কি করবি? আয়, আয়, আয়, আজ যদি দুই বাহু দিয়ে তোদের আলিঙ্গন করে আমার মনের সব বাসনা আমার

আলোর মত বাঁধনহারা তোমাদের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিতে পারিতাম—কিন্তু ভগবান্ সে ক্ষমতা এখনও দেন নি। বিধাতা দেখেন, [illegible]। তুচ্ছ কত কত তুচ্ছ ভাবনা, কত ক্ষুদ্র স্বার্থ জমাট বেঁধে উঠেছে সব অকাল দূর করে দাও! নিজেকে জাগাও, অন্যকে জাগাও, ভারতবর্ষে এই যে নবীন জাতি গড়ে উঠছে, এ জাতির সকল সত্তা সকল সম্ভাবনাকে মর্ম্মে মর্ম্মে গ্রহণ কর। সেই তোমার একমাত্র পথ।

বর্ত্তমান আন্দোলন ও নমঃশূদ্র সমাজ

[শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ]

মানুষ যখন তার ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমষ্টিগত বৃহত্তর স্বার্থের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পারে তখন তার স্বার্থ পরিপূর্ণতা লাভ করে। ছোট খাট জিনিষ হ'তে আরম্ভ করে মানুষজাতের পরিণতি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এ নিয়ম খাটে। কোন পরিবারের একজন লোক যদি প্রত্যেক অপরের স্বার্থের সাথে নিজের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে জড়িত এ কথা ভুলে যায় তা হ'লে সে পরিবারের অস্তিত্ব অসম্ভব হ'য়ে উঠে; কোন একজন যদি এরূপ করে তবে পরিবারের নিকট সে অপরাধী বলেই গণ্য হয়, আর তার ফলে যদি পরিবারের ভিতর কোন বিষম অনিষ্টের সূত্রপাত হয়, তবে শরীরের কোন এক স্থানে কোন গলিত ক্ষত হ'লে যেমন সমস্ত শরীরটা ক্রমশঃ নষ্ট হ'তে থাকে তেমনি ঐ স্বার্থান্ধতার ফলে সমগ্র পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের অস্তিত্বও লোপ পায়। তাই ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখতে পাই বৈদেশিক শত্রুর হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য, রোমান্ ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টান্ট, এই দুইদল একত্র হয়েই যুদ্ধ করেছিল।

নিজের অস্তিত্বকে ডুবিয়েই নদীকে সাগরে মিশতে হয়, নাম রূপ ত্যাগ করেই মানুষ সেই পরম পুরুষকে লাভ করতে পারে। দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে দেশেরও এই সম্পর্ক। বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি তখনই ঠিক ঠিক পরিপূর্ণতা লাভ করবে যখন তারা দেশের বৃহত্তর স্বার্থের মধ্যে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ডুবিয়ে দিতে পারবে।

বাংলার নমঃশূদ্র সমাজও যদি সেই দিক দিয়ে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে চায় তবে তাহার স্বার্থ ঠিক ঠিক সিদ্ধিলাভ করবে; নতুবা বিদ্বেষের উপর অভিমান ক'রে যদি হাত আহার্য্য বস্তু সংগ্রহ করতে বিরত হয় তা হলে দুদিন পরে হাতও অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বল হয়ে পড়বে ইহাই চিরন্তন সত্য। আর সমস্ত দেশ যখন স্বেচ্ছাচারী গভর্ণমেন্টের আমূল পরিবর্ত্তনে ব্যস্ত তখন যদি নমঃশূদ্র সমাজ নিজেদের লাভ লোকসান ক্ষতি বৃদ্ধি নিয়েই ব্যস্ত থাকে তাহলে সে যে জগতের সম্মুখে নিজেকে খর্ব্বই করবে। নমঃশূদ্রসমাজ আমার নমঃশূদ্র ভাইদের নিকট বড় আদরের জিনিষ, যেমন আমার প্রাণটা আমার নিকট)। কিন্তু ব্যক্তি যখন সমষ্টির ব্যক্তিত্বে, মানুষ যখন ভগবানে নিজের সর্ব্বস্ব অর্পণ করতে পারে তখনই তার প্রাণমন আনন্দময় হয়ে উঠে; তেমনি নমঃশূদ্রসমাজও বাংলার নবজাগরণের মত সুন্দর ও মধুর হয়ে উঠবে যখন সে দেশের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ বলে বুঝতে পারবে।

নমঃশূদ্র ভাইদের অধিকাংশই বর্ত্তমান আন্দোলনের বিরোধী না হলেও সম্পূর্ণরূপে সহায়ক নন একথা সত্য। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময় সরকার মুসলমানদিগকে অস্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করেছিলেন এবার বাংলার নমঃশূদ্রদিগকেও ঠিক সেইভাবে ব্যবহার করতে চান। ইংরেজ পাদ্রীরা এমনকি দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের কোন কোন সমাজ সংস্কারকও এ বিষয়ে সরকারকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেন। দিনরাত তাদের শোনান হয় তোমাদের উপর এত সামাজিক অত্যাচার হয় তোমরা কেন উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে এ আন্দোলনে যোগ দিবে? সদাশয় ইংরাজ গভর্ণমেন্টের আমলেই তো তোমরা অনেকটা অধিকার লাভ করেছ—সরকার বিশেষ ভাবে তোমাদের জন্য অনেক কিছু করবে—তোমরা এ আন্দোলনে যোগ দিও না।

আমি এ কথা সহস্রবার স্বীকার করি মানুষ হিসাবে মানুষের যে কতকগুলি ন্যায্য দাবী আছে সমাজ তাহা হতে নমঃশূদ্র ভাইদিগকে বঞ্চিত করেছে। কিন্তু সমাজের নিকট হতে সে অধিকার লাভ করতে হলে এইরূপ ভাবে দূরে থাকাই কি প্রকৃত পথ? আজ কংগ্রেস দেশের সমস্ত জাতি বর্ণ ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকে জাতীয় অধিকার সমভাবে দিয়েছে, নমঃশূদ্র সমাজ যদি সে অধিকার গ্রহণ না করে তবে কি তার সামাজিক অধিকারের পথ সুগম হ'য়ে উঠবে?

আজ এইরূপ সামাজিক সংস্কারের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও যে তা হয়ে উঠছে না—এর মূল কারণ কি? স্বাধীন চিন্তার অভাব। অধীনতার আবহাওয়াতে স্বাধীন চিন্তা জন্মায় না, তাই যারা এই সমাজ সংস্কারের প্রয়াসী তাদেরও স্বাধীনতার আন্দোলনে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগ দেওয়ার দরকার।

সমাজে ব্রাহ্মণ তাহারাই যাঁরা সমাজকে শ্রেষ্ঠভাবে সেবা করেছেন, সমাজে শ্রেষ্ঠবর্ণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। (আর ভারতের জাতীয় মহাসভা ঠিক করেছে যে বর্ত্তমানে স্বেচ্ছাচারী গভর্ণমেন্টকে হয় পরিবর্ত্তিত কর। আর যদি পরিবর্ত্তিত না হয় তবে ধ্বংস করে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করাই ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রেয়স্কর।) তাই ভবিষ্যত ভারতে তাঁরাই ব্রাহ্মণ হবেন যাঁরা দেশে 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠা করবেন—তাঁরা বর্ত্তমানে নমঃশূদ্রই হউন, ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থই হউন, অথবা মুচী মেথরই হউন, যে কোন জাতিই হউন না কেন। আমার অনেক ব্রাহ্মণ বন্ধু বলেন সমস্ত বোঝা

দিয়ে এর প্রতিবাদ করবেন। আমি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নই কিন্তু এটুকু বুঝি হিন্দু যখন শাস্ত্র তৈরী করত তখন হিন্দুর ধর্ম জাগ্রত ছিল, তখন হিন্দু জ্ঞানে, কর্মে, বীর্য্যে জগতে বরেণ্য ছিল। আর যেদিন শাস্ত্র হিন্দু তৈরী করতে আরম্ভ করেছে সেদিন হতেই হিন্দুর অধঃপতন—অধঃপতনে জীবন তাহার [illegible] পতিত। চিরদিন মানুষেই শাস্ত্র তৈরী করে, শাস্ত্র মানুষ তৈরী করেনা। যদি যুগান্তর যখন আবশ্যক শাস্ত্র বর্তমানোপযোগী না হয় মানুষেরই সে ক্ষমতা আছে সে শাস্ত্রকে ভেঙ্গে চুরে ঠিক করে নেওয়ার। আর তা যদি না পারে তবে সে যুগান্তর যখন আবশ্যক যুগধর্মচ্যুতদের সাথে মিশিয়ে যাওয়াই উচিত। অনেকে বলবেন এরূপ করলে হিন্দুর সেই সনাতন ধর্মের উজ্জ্বল মহিমা ম্লান হয়ে যাবে। বুদ্ধদেব আসিলেন বেদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন হ'ল, তান্ত্রিকাচার্যের বন্যায় দেশ ভেসে গেল, শেষে বুদ্ধও সনাতনীদের এক অবতার হলেন। সাংখ্যকার কপিল নাস্তিক হয়েও ঋষি বলে পূজিত হলেন, বেশ্যাপুত্র সত্যকাম ঋষি বলে পরিগণিত হলেন, কিন্তু হিন্দু চিরকালই সনাতন বৈদিক ধর্মেরই উপাসক। ইহাই হিন্দুর ধর্মের ইতিহাস, অস্পৃশ্যতা হিন্দুর ধর্মে কোনদিন স্থান পায় নি। বর্তমানে ধর্ম থাকতে হ'লে জীবন্ত হতে হবে, আড়ষ্ট হয়ে মড়কের মত স্থাণু হয়ে থাকলে চলবে না।

যাক সে কথা। উপরে যা বলেছি তা হ'তে এ কথা যেন কেহ মনে না করেন অস্পৃশ্যদিগকে ব্রাহ্মণ করার লোভ দেখিয়ে তাহাদিগকে এ আন্দোলনে যোগ দিতে বলা হয়েছে। যদি কেহ মনে করেন কোন শ্রেণী বা জাতি বিশেষ না আসলে পরে স্বরাজ্য লাভ হবে না, তাই তাদের আনা দরকার তবে ভারতবর্ষ সে স্বরাজ্য চায় না, কারণ সেটা শ্রেণী বিশেষের হ'বে ভারতবর্ষের স্বরাজ্য হ'বে না! এ বিষয়ে আমাদের অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা আছে। একদিন [illegible] সভায় আমার এক পরম সুহৃদ বলেছিলেন, উকিলবাবুরা যদি ওকালতি ছেড়ে নেতৃত্বের ভার গ্রহণ না করেন ও জাতিকে স্বরাজ্যাভিমুখে না চালান, তবে স্বরাজ্য লাভ সম্ভবপর হবে না। আবার সেদিন অস্পৃশ্য সেবক সমিতিতে একজন সেবক বলেছিলেন এই সেবকরাই ও সমাজের [illegible]। এই কথাগুলো আমার প্রাণে বড় বেদনা দিয়াছিল। আমরা দেশের সেবা করে বড় হ'ব, পবিত্র হ'ব, দেশকে বড় করবার চেষ্টা রাখিনা। মানুষের জীবনে এমন সৌভাগ্যে সৈনিক হওয়ার সুযোগ কমই জোটে, গীতার ভাষায় বলতে গেলে আমরা সুখিনঃ [illegible]। তাই প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক শ্রেণী বিশেষের [illegible] এ আন্দোলনে যোগ দেওয়া কর্তব্য।

[illegible] জাতি, যখন স্বাধীনতালাভের জন্য [illegible] সে জাতি তাহা লাভ করবেই ইহা ঐতিহাসিক [illegible]। স্পেনের অধীন হল্যাণ্ড যেদিন স্বাধীনতা লাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তখন স্পেনের রাজ শক্তি এমনি নিয়ম করেছিল যে পাঁচ জন লোক একত্র হয়ে যাতায়াত করলেই যদি সন্দেহ হয় তবে গুলি করে মেরে ফেলবে—but see that in execution of the law the country is not wholly depopulated", কিন্তু দেখো যেন এই আইন চালাতে গিয়ে দেশ একেবারে জনশূন্য হয়ে না যায়। সেই হল্যাণ্ডও শেষে স্বাধীনতা লাভ করেছিল। ভারতবর্ষও স্বাধীনতা লাভ করবে—কোন শ্রেণীবিশেষ যদি তাতে যোগ না দেয় তবে নিজকে তোমাদের দেশের সেবার অধিকার হতে বঞ্চিত করার জন্য পরে অনুতপ্তই হ'তে হবে।

ইংরেজ নমঃশূদ্র জাতিদের অনেক অধিকার দিয়েছেন, যদি তাহা সত্যই হয়, তাহলেও এ কথা কি আমাদের মনে রাখতে হবে না যে আমরা ঘরের বিবাদ মিটাবার জন্য পরের বিদেশীকে ডেকে এনেই ভারতবর্ষের ইতিহাস এরূপ কালিমাময় করে তুলেছি। কেমন করে ভুলব জয়চন্দ্র, মীরজাফর, বিভীষণ, জগৎশেঠ আরো কত [illegible] কলঙ্কপূর্ণ চরিত্র।

অধিকার লাভ করার দিক দিয়েও একটা কথা বলার দরকার। যেখানে ইংরাজের ক্ষমতা নিজেরই খুব ক'মে যাবে এমন কোন অধিকার কি ইংরাজ নমঃশূদ্র জাতিদিগকে দিয়েছে? তাহ'লে ত বুঝতাম ইংরাজের মহানুভবতা। নিজের আসনটা ঠিক রেখে অন্যান্য সকলের মধ্যে ভাগা-ভাগির বেলায় কাহাকে একটু বেশী করে দেওয়ায় ইংরাজ যদি মহানুভব হন তবে ইংরাজ মহানুভব বটে।

তারপর এই যে বিশেষ ভাবে অস্পৃশ্যদের সহায়তা করা হবে এ কথা বলে এ আন্দোলনে যোগ দিতে বলার কোন—কোন দরকার ছিল না। খুব সোজা এ ধরণের কথা যদিও সরকারী আইনমতে অচল, তবুও একটা কথা আছে, "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম"। যেখানে নিজের জ্ঞান না হ'লে মানুষ নূতন প্রকার করতে পারে না, আর মানুষ অবনতির চরম সীমায় না পৌঁছিলে সে কখনই নূতন গ্রহণ করতে পারে না। আমি জানি আমার নমঃশূদ্র ভাইরা চরিত্রবল ও অন্যান্য দিক দিয়ে বাংলার অন্যান্য জাতিসকল হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়, তাঁরা কখনই এ প্রস্তাব সম্মানজনক মনে করতে পারেন না।

এ বিষয়ে আর কিছু আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। নমঃশূদ্রগণ সর্ববিধ বিবেচনা করেই কাজ করবেন, তাঁহাদের স্বাধীনতাকে কিছু মাত্র খর্ব করার অধিকার কারো নেই। উপসংহারে শুধু এই কথাটিই পুনরায় স্মরণ করে বলতে চাই—জাতি ও সমাজ হিসাবের স্বাধীনতা দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে সম্মিলিত করেই উজ্জ্বল হবে, উন্নত হবে, জীবন্ত হবে, নচেৎ, শুধু নিজের সমাজ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকে কখনই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

চিত্র

[শ্রীঊর্ম্মিলা দেবী]

প্রথম।

বাঙ্গালা দেশে এক বিচিত্র দৃশ্য! কয়েকটী বাঙ্গালী রমণী দেশ-মাতৃকা-সেবা-ব্রত প্রচারের জন্য আজ পথের যাত্রী! পরনে তাঁদের মোটা খদ্দরের শাড়ী তাও আবার ময়লা। দেখিলে মুটে মজুরের স্ত্রী ভিন্ন কিছুই মনে হয় না। কিন্তু তাঁহাদের মোট বহিবার জন্য মুটে মহলে কাড়াকাড়ি। একজন আর একজনকে বলিতেছে, ওরে এই মায়েদের মোট আমি নেব। দেখছিস না এঁদের পরনে গান্ধি মহারাজের কাপড়। মায়েরা যখন আমাদের দুঃখ দূর করবার জন্য ভিক্ষার ঝুলি নিয়েছেন তখন আর আমাদের ভয় কি? গান্ধী মহারাজ বলেছেন বিদেশী কাপড় না কিনলেই আমাদের সব দুঃখ ঘুচে যাবে। আমরা আর তো বিলাতী কাপড় কিনব না। এইবার পেট ভরে ভাত খাব আর চরকা কেটে কাপড় বুনে পরব। আমাদের আর কাকে ভয়।

"জয় গান্ধী মহারাজের জয়।"

দ্বিতীয়।

রেলওয়ে ষ্টেশন। গাড়ী আসিয়া প্লাট ফর্মে দাঁড়াইল। সেই মোটা ময়লা কাপড়-পরা মেয়ে কয়টী মেয়ে কামরায় পাশেই দ্বিতীয় শ্রেণীর পুরুষদের কামরা। প্লাট ফর্ম হইতে বিড়িওয়ালা ডাকিল—চাই পান সিগারেট—অমনি দ্বিতীয় শ্রেণীর পুরুষ কামরা হইতে বাবরি কাটা চুলওয়ালা একটা মাথা বাহির হইল, আগ্রহের একটি স্বর শোনা গেল, "এদিকে, এদিকে।" বিড়িওয়ালার বাক্সে পান, বিড়ি, দেশলাই ও দুই বিলাতী সিগারেটের বাক্স। [illegible] তার বেশী দিনের বুদ্ধি। বাবুটী বলিলেন, এক বাক্স সিগারেট দে। তখন সেই ময়লা কাপড় পরা দুর্বলদেহ ছোট লোক বিড়িওয়ালা বলিল, "ক্যান্ বাবু আপনি বিলাতী সিগারেট খাইবেন ক্যান্? আপনার লজ্জা করে না? আপনি চাইলেও তো আমি দিমুনা, আপনারা বিলাতী কাপড় পরেন বিলাতী সিগারেট খান আমরা লজ্জায় মইরা যাই। বিড়ি নিবেন তো নিন সিগারেট আমি দিমুনা।" সেই মেয়ে কয়টী জানালার পাশে বসিয়া এই দৃশ্য দেখিতে ছিল। তাহাদের মধ্যে প্রবীণা যিনি তিনি তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে তুমি সিগারেট রাখ কেন?

সে হাসিয়া বলিল মা। না রাইখে পার পাই না যে। আমি রাখি কিন্তু বিক্রী করি না। এই দুই বাক্স সিগারেট আমার কাছে দুই মাস থেইক্যা আছে। মা, ঠাকরুণ আমাদের জন্য ভাববেন না। আপনাদের শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে আমাদের মনে সাহস আছে। আপনারা বাবু ভাইদের দেখুন। আমরা তো মূর্খ মানুষ কিন্তু বিলাতি কাপড় পরি না। আর এই বাবুরা কেউ কেউ আবার বলেন "ওরে, লুকাইয়া একটা দে" লজ্জায় আমি মইরা যাই।"

তৃতীয়

সেই পথের যাত্রী মেয়ে কয়টি এবার জাহাজের কামরায়। জাহাজের একটী খানসামা হাত [illegible] হইয়া বারান্দার পাশ দিয়া ছুটাছুটি করিতেছিল। হঠাৎ কামরার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। তার পর হাতের বাসন মাটিতে নামাইয়া চলিয়া আসিয়া সে সেই প্রবীণার পায়ের তলায় নত হইয়া প্রণাম করিল। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "একি তুমি আমাকে প্রণাম কর কেন?"

সে ধরা ধরা কণ্ঠে বলিল,—

আপনাকে প্রণাম করবনা তো কাকে করব? আপনার পরনে গান্ধি মহারাজের কাপড় যে? তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া, স্বর একটু খাটো করিয়া বলিল, "মা ঠাকরুণ! আমাগো সকলের চাকরী ছাড়বার হুকুম গান্ধি মহারাজ কবে দিবেন তা কইতে পারেন?" তিনি বলিলেন,—"চাকরি ছাড়িয়া খাইবে কি? পরিবার প্রতিপালন করিবে কি করিয়া?"

সে বলিল,—

"এমনেই কি পেট ভইরা খাই? এত অপমান সহ্য কইরা এই খাওয়া না খাইলেই-বা কি? এখন দুই দিন আর একটু কষ্ট কইরা যদি স্বরাজ হয় তবে কি সে কষ্ট করতে পারব না? স্বরাজ হইলে তো আর কষ্ট থাকবে না। বিলাতী কাপড় বন্ধ হইলেই তো আর ভাত কাপড়ের কষ্ট থাকবেনা। এখন তো আছি নিজের দেশে বিদেশী হইয়া। তখন তো নিজের দেশে স্বাধীন হইমু, ধান চাষ করমু পেট ভরিয়া ভাত খাইমু চরকা কাইটা কাপড় বুইনা পরমু আর আমাগো কষ্ট কিসের? আমাগো সোনার বাঙ্গলার মাটিতে সোনা ফলে—আমাগো দুঃখ কিসের?"

চতুর্থ

ভোর চারটা। ট্রেন আসিয়া পৌঁছিল, ট্রেন এক ঘন্টা লেট। জাহাজ ছাড়ে ছাড়ে—আর সময় নাই। ষ্টেশনে জনতা অধিক, কুলীর সংখ্যা খুব কম। মেয়ে কামরা হইতে সেই মেয়ে কয়টি নামিয়া, কুলীর অপেক্ষা করিতেছিল। পাশের কামরায় রাত দুইটার সময় একটী সাহেবী বেশ পরিহিত একটি বাঙ্গালী বাবু সপরিবারে উঠিয়াছিলেন। সঙ্গে বড় বড় চামড়ার পাত্র চাপরাসী ইত্যাদি, কত ঠাট! তিনি প্লাটফর্মের এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিতেছিলেন—"কুলী" "কুলী";

ঐ কুলী আসিয়া দাঁড়াইল। একবার সেই বাঙ্গালী সাহেবের দিকে চাহিল, আবার সেই মেয়ে কটীর দিকে চাহিল। তারপর আগাইয়া আসিয়া বলিল, "মা! আপলোগোঁকা চিজ কওন হ্যায়?" বাক্য শেষ হইবা মাত্র সম্মানিত পদাধিকারী সেই বাঙ্গালী সাহেব বলিলেন,—"এই হামারা চিজ উঠাও।" কৈফিয়তের স্বরে কুলী বলিল, "আপ লোগোঁকা চিজ মেঁ ছুঁতা নহি"—তারপর সেই মেয়েদের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় তাহার কুলীপ্রাণে দয়া হইল। সে স্বরটা একটু কোমল করিয়া বলিল,—"আচ্ছা বাবু, আপ মেরা [illegible] কিজিয়ে। মেঁ পহলে এই মাইজীকা মাল উঠা দে কর, তব আপকা মাল উঠায়েঙ্গে। আপ জানতে নহি, এ মাইজীকা অইসে শাড়ি মহাত্মাজীকা কাপড়া হ্যায়? উনকা মাল ছোড়কে আপকা মাল মে উঠানে নহি সেকেঙ্গে। জিসকা আঙ্গমে বিলাতী কাপড়া রহতা উনকা মাল হাম লোগ নহি ছুতা, হম আপকা সাথ সাথ লোক চলতে"—উনিকা রাস্তেমে মেঁ আপকা মাল উঠায়েঙ্গে। লেকিন তো মেঁ কভি আপকা মাল নহি উঠায়গা।"

বাঙ্গালী সাহেব হতভম্ব! জীবনে বোধ হয় এই প্রথম বার তাঁহার এত সাধের সাহেবী পোষাক তাঁহার অঙ্গে ধিক্কার দিল!

প্রতিচিত্র

প্রথম

থার্ড ক্লাস প্রকাণ্ড কামরা। মেয়েদের কামরা। মেয়েদের কামরায় স্থান না হওয়ায় সেই পথের যাত্রী বাঙ্গালী মেয়ে কটি পুরুষদের কামরারই এক কোণে বসিয়াছিল। এক পাশের দুটি ভদ্র লোকের মধ্যে কথা হইতেছিল। প্রথম—"দেশটা যে জেগেছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। মেয়েদের প্রাণেও একটা সাড়া প'ড়ে গেছে। না হ'লে বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে লোকলজ্জা ত্যাগ ক'রে পথে বেরিয়েছে; এ দৃশ্য দেখলে প্রাণে আশার সঞ্চার হয়।

দ্বিতীয়—তাচ্ছিল্যের স্বরে "এ সবের যে দরকার কি তাই তো বুঝতে পারি না। বেশ তো খাই দাই আরামে থাকি।"

প্রথম—"কি বলেন মশাই, একি মানুষের জীবন; এতো পশুর জীবন। তাই বা বলি কেন; বনের পশুরও যে স্বাধীনতা আছে আমাদের তাও নেই"।

দ্বিতীয়—"একটা কথা আছে জানেন তো' 'পেটে খেলেই পিঠে সয়' তারা আমাদের পেটে খেতে দেবে, আর আমরা পিঠে সইতে পারব না,

একটী চাষাগোছের লোক এক পাশে বসিয়া ছিল। সে আর থাকিতে পারিল না বলিয়া উঠিল,—

"কে কাকে খেতে দেয় মশাই সে খবর রাখেন কি; তারা আমাদের খাওয়ায় না আমরা তাদের খাওয়াই; কি আছে তাদের, সাত দেশের লুটে পুটে নিয়ে তাদের ভাঁড়ার ভরলে ব'সে খায় বই তো নয়; আমরা মাথার ঘাম পায় ফেলে ধান চাষ করব, আর সে ধান খাবে তাদের দেশের সব লোক পেট পুরে! আমরা কাপাস চাষ ক'রে তুলো জন্মাব, আর সে তুলো তারা কাচী দিয়ে জলের দরে কিনে নিবে, তা দিয়ে সুতো কাপড় তৈরি ক'রে আবার আমাদের কাছে দশ গুণ দামে বিক্রী ক'রবে।

আর আমরা বোকার মত নিজেদের ঘরের জিনিষ নিজেরা কিনি। আমরা বিলাতী কাপড় কিনি ব'লেই তো তাদের এত টাকার গরম! সাধে কি আর মহাত্মা বলেন তাঁর কথা অল্প লোকে বোঝে না; আমরা মুখ্যু চাষা ভুষো, আমরা এই কথাটা বুঝি আর আপনারা বোঝেন না।

দ্বিতীয়

প্রকাণ্ড মেয়ে কামরা। এক পাশে সেই মেয়ে কটী—অন্য পাশে একটী বড় লোকের ঘরণী গৃহিণী। পরনে ফিনফিনে ঢাকাই শাড়ী, এক গা গহনা। পাকা কাঁচা চুল—বিলাসিতার চরম চিহ্ন। পাশে একটী বিধবা যুবতী—বয়স ২২।২৩ বৎসর হইবে যুবতী, মুখে বড় পবিত্র ভাব। দুজনে কথা হইতেছিল।

বিধবা যুবতী—"এই একটু আগে মেয়ে মিটিং এ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ওঁদের কথা শুনে যে কত জ্ঞান লাভ হ'য়েছে তা বলতে পারি না। আর বিলিতি কাপড় পরা আমাদের উচিৎ নয়। বাপো! ভাবতে গা শিউরে ওঠে আমরা বিলিতি কাপড় কিনে নাকি আমাদের দেশের ওপর যে অত্যাচার হয় তাতে সাহায্য করি। ওরা বলেন যে আমরা বিলিতি কাপড় কিনে যে টাকা বিদেশে পাঠাই, তাতেই নাকি সে দেশে কল কারখানা, অস্ত্র শস্ত্র তৈরি হয়। সেই অস্ত্র শস্ত্র এনে যখন দেশের লোকের ওপর অত্যাচার হয় তখন সেই পাপের ভাগী আমরাই হই বৈকি! কি ভয়ানক কথা এ সব কথা তো এত দিন জানিনি—এই সব ওদের কৃপায় জানলুম। আপনি আর বিলিতি কাপড় পরবেন না দিদি।"

সধবা গৃহিণী—"এ আবার বিলিতি কাপড় কি, আপনাদের মুখে যে সব নতুন কথা শুনছি। ঢাকাই কাপড় অবশেষে বিলিতি কাপড় হোল! অবাক করলেন আপনারা"।

বিধবা যুবতী—"সেটাই বা কেমন ক'রে হবে দিদি, সুতো তো বিদেশী, আর যে ওরা বুঝিয়ে বলেন বিদেশী সুতোর কাপড়ও বিদেশী। একখানা কাপড়ের দামের বার আনাই সুতোয় থাকে চারি আনার মজুরী থাকে। তবে সেটা দেশী কেমন করে হয়! মহাত্মা গান্ধি নাকি বলেছেন ঢাকাই, শান্তিপুরী, টাঙ্গাইলের মত কাপড় সব বিদেশী। চরকার কাটা সুতোয় তাঁতে বোনা কাপড়ই একমাত্র স্বদেশী।"

ঠোঁট উল্টাইয়া, মুখ ঘুরাইয়া সেই বড় লোকের গৃহিণী বলিলেন, "ও বাবা! অত মোটা কাপড় কি পরা যায়;

তা আমার ছেলেদের তো আমি বছরের জামা টামা ক'রে দিয়েছি।"

সেই প্রবীণ যাত্রীর হৃদয় স্পর্শ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল,—অতর্কিতে মুখ দিয়া বাহির হইল,—"তা না হইলে আর আমরা মা ; যে কাপড় নিজে পরিতে পারিনা তা সন্তানকে পরিতে দি। ভারতবর্ষের মাতৃ জাতির এত অবহেলা না হইলে কি আর জাতিটার এই দশা আজ হয়।"

তৃতীয়

এইবারকার দৃশ্য স্টীমার নৌকায়। এ পারে রেল হইতে নামিয়া স্টীমার নৌকায় পার হইয়া আবার ওপারে রেল ধরিতে হইবে। সেই বারান্দা দেড়টা কটি ট্রেন হইতে নামিয়া নৌকাভিমুখে চলিয়াছেন। সঙ্গে অনেক যাত্রী কোলাহল করিতে করিতে চলিয়াছেন। মাথার উপর প্রচণ্ড রৌদ্র, কিন্তু তাহাতে কোন কষ্ট নাই। প্রাণটা আজ আনন্দে পূর্ণ। যাত্রার প্রাক্কালে একটা নিরাশার কথা শুনিয়া মনটা একটু দমিয়াছিল, কিন্তু নিরাশার পরিবর্ত্তে আশার আলোক পাইয়া, সাফল্যের আনন্দে প্রাণটা আজ পূর্ণ! সহসা প্রবীণার পায়ের কাছে কি চিক চিক করিয়া উঠিল। হেঁট হইয়া দেখিলেন একখানি স্বর্ণালঙ্কার, বুঝিলেন কোন যাত্রীর দামী জিনিষ অসাবধানতার জন্য হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। তিনি নৌকায় উঠিয়া, অলঙ্কারের অধিকারিণীর খোঁজ করিয়া যথার জিনিষ তাহাকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে একটি নবীনা এ সুযোগ ছাড়িতে পারিলেন না। হাত পাতিয়া বলিলেন,—"ওটা তো আপনার গিয়েছিল। ওটা আর ফিরিয়া নেবেন না—দেশ মাতৃকাকে দান করুন—

যাত্রীর মুখে অলঙ্কার ফিরিয়া পাইয়া যে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা মুহূর্ত্তে কোথা মিলাইয়া গেল। সেই নবীনার মুখের পানে দেখিয়া যেন তিনি অবাক হইলেন। পার্শ্বে উপবিষ্টা একটি সঙ্গিনীকে সম্বোধন করিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এঁরা কারা? তিনি উত্তর করিলেন,—"কেন আপনি কি কাল মেয়ে মিটিংএ যান নি? এঁরাই তো এখানে কাল বক্তৃতা করতে এসেছিলেন। ওরা এদেশের মেয়েদের দেশের কাজে লাগাবার আর দেশের জন্য ত্যাগ করবার একটা ব্রত নিয়েছেন। কাল তো মিটিংএ দেশের কথা শুনে মেয়েরা কেঁদে অস্থির! কতজন গা থেকে গয়না খুলে দিয়েছেন। আর সত্যিই তো দেশের এ অবস্থায় কি আর এদেশের মেয়েদের গায় গয়না পরা উচিৎ হয়? দেশে এখন কত টাকার দরকার আমরাও তো এই দেশেরই মেয়ে। পুরুষেরা কত ত্যাগ করেছেন আর আমরা কি এটুকু ত্যাগ করতে পারিনা? আর যার শরীর মন পরের কাছে বিকিয়ে আছে তার সে শরীরে কি গয়না মানায়?

গয়না পরা মেয়েটো একটু বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন,—না ভাই ওসব মিটিংএ আমি যাইনে। তা আপনি কি দিলেন? রমণী বিবর্ণ,—একটু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"আমি আর গয়না কোথায় পাব দিদি! সে সব বাবাই ও ঠাকুর দশ বছর বয়েসেই ঘুচিয়ে দিয়েছেন। আছে একটা আংটি, তা তো কাল এঁকে দিয়ে দিয়েছি! আমি তো এঁর উপদেশ মত সব কাজই ক'রতে প্রস্তুত হ'য়েছি।"

নবীনা মেয়েটি সুযোগ খুঁজিতেছিল, এইবার সে আবার বলিল,—"দিয়ে দিন গয়না খানা। বেকারদের ছেলেরা বড় খাবার কষ্ট পাচ্ছে—দুঃখের কথা, আপনি তাদের অন্নের জন্য ওটা দিন। রমণীটি একটু হাসিয়া পিছন ফিরিয়া বসিলেন।

হায়! যে দেশে চোদ্দ বছরের ছেলেকে হাজতে লইয়া যায় সে দেশের রমণীর অঙ্গে এখনও অলঙ্কার উঠে!

চতুর্থ

আজ আবার মেয়ে মজলিস্। প্রায় তিন শো মেয়ে উপস্থিত। বক্তৃতাকারিণী রমণী তাঁহার প্রাণের কথা ঢালিয়া দিলেন। বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন সম্বন্ধে যাহা এতদিন তাহা বলিয়া সমাগতা মহিলাদের নিকট প্রতিশ্রুতি চাহিলেন। তাঁহার বক্তৃতার ক্ষমতা, ভাষার বল কিছুই না থাকা সত্ত্বেও প্রাণের জোর যেন প্রাণে সাড়া দিল। উপস্থিত মহিলা বৃন্দ প্রায় সকলেই সমস্বরে বলিলেন "আর বিদেশী স্পর্শ করিব না।" বক্তৃতাকারিণী প্রবীণার সঙ্গিনী একটি মেয়ের পাশে, একটি বিলাসিতার প্রতিমূর্ত্তি বসিয়াছিলেন। তাহার সরুপাড় মোটা খদ্দরের শাড়ীর আঁচল খানা তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-"ভাই, তোমার এ খানা খদ্দরের কাপড় না মিলের কাপড়?" সে বলিল "খদ্দরের কাপড়"—তিনি আঁচলখানা ছাড়িয়া দিয়া, আঁতকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "ও বাবা! এ কাপড় গায় ফোটে না।"

হায় যে দেশের বিলাসে লালিত, সুখ শয্যায় শায়িত পুরুষদিগের হস্তে আজ লৌহশৃঙ্খল, সে দেশের মেয়েদের গায় আজও মোটা কাপড় ফোটে!

স্বরাজের সময়

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

ডাক্তার রোগীকে বলিলেন,—এই ঔষধটা খাও, সাতদিনে অসুখ সেরে যাবে। ঔষধটা মুখরোচক নয় বলিয়া রোগী মহাশয় সেটা খাইলেন না। সাতদিন পরে যখন ডাক্তার বাবু আসিলেন—তখন বলিলেন, কৈ মহাশয়, অসুখ তো সাতদিনে সেরেনা? ডাক্তারবাবু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেন, যাঁহারা হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা সকলে বলিলেন,—ঐ একটা আজগুবি চিকিৎসায় রোগ সারে!

কংগ্রেস বলিলেন,—বিদেশীবস্ত্র সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া স্বদেশীগ্রহণ কর, ঘরে ঘরে চরকা চালাও—গোলামী ছাড়, নির্ভীকভাবে সত্য প্রচার কর, কর্ম্মক্ষেত্রে দলে দলে জেলে যাও—স্বরাজ বৎসরের মধ্যেই পাবে। আমরা এ সকলের কিছুই করিলাম না, অথচ বৎসরের শেষে নির্লজ্জের মত জিজ্ঞাসা করিতেছি—কৈ সে স্বরাজ কৈ? যাঁহারা স্বরাজ লাভের এ উপায়ে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা বগল বাজাইয়া বলিতেছেন—দেখলে, আমরা যা বলেছিলাম তাই হয়েছে, এক বছরে কখন স্বরাজ হয়? তাঁহাদের অনেকে বলেন—non-violence অহিংসভাবে বিশ্বাস করেন না। বল প্রয়োগ না হইলে স্বরাজ হইবে না। যদি সেদিকটায় তাঁহারা নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া গোলাগুলি তৈয়ারের বন্দোবস্ত করিতেছেন, অথবা দল বাঁধিতেছেন—তাহা হইলেও বুঝিতাম দেশের জন্য সত্যই তাঁহারা ভ্রান্ত হইলেও নিজের বিশ্বাসমত কাজ করিতেছেন। তা নয়, কেবল বসিয়া বসিয়া নিন্দা করা এবং যাহারা সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া প্রাণ পণ চেষ্টা করিতেছে তাহাদের ছিদ্র কাটাই তাঁহাদের স্বরাজ লাভের একমাত্র উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অনেকে চান ইংরেজের সঙ্গে পলিসি করিয়া কিস্তিমাৎ করিতে। ইংরেজ সে জাতই নয়। তাহার সঙ্গে [illegible] করিয়া এ পর্য্যন্ত জগতে কেহ পারে নাই। অস্ত্র শস্ত্র লইয়া অতবড় জার্ম্মানেরাও পরাজিত হইয়াছে। যে পরিমাণ বল সঞ্চিত হইলে আজ ইংরেজের সঙ্গে পারা যায়, তাহা সঞ্চয় করিতে হইলে আমাদের এখনও হয়তো হাজার বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু ডাঃ রাধা কমলের কথায় বিশ্বাস করিলে আমাদের এই জাতিটা ১২০ বৎসরের মধ্যেই পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইবে। তাহা ছাড়া ভারতের সভ্যতার সাধনার একটা বিশেষ ধারা আছে। আজ ইউরোপের অশান্তি মারামারি কাটাকাটির মধ্যে উদার মহাত্মার শান্তির বাণী ম্যাক্সিম্ "গান্" এর সঙ্গে চাপা পড়িয়াছে। পৃথিবীকে এই দুর্দ্দম দানবের হাত হইতে বাঁচাইতে ভারতের বাণীর সার্থকতা আছে। সে বাণী মানুষকে একদিনের দুইদিনের শান্তি দিবে না—তাহা এই দুঃখ ক্লেশ পূর্ণ ধরণীকে চির শান্তির বার্তা শুনাইয়া অমর করিয়া দিবে, মানুষকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবে। সে বাণী অত্যাচারকে প্রেমের দ্বারা জয় করিবে, পশু শক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা মঙ্গলের পথে প্রবর্ত্তিত করিবে। সেই বাণী প্রচারের জন্য আজ ভারতকে সুসংযুক্ত হইতে হইবে। শুধু বাহিরের শৃঙ্খল নয়—ভিতরে অন্তরের শৃঙ্খলই আজ তাহাকে এমন অধঃপতিত করিয়াছে। সর্ব্ববিধ পাপ ও অন্যায়ের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া আজ আমাদিগকে অন্তরে বাহিরে পবিত্র হইতে হইবে। কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতিকে মুক্তির পথে যাইতে হইবে। অসহযোগ ইংরেজের সঙ্গে নয়—শয়তানের সঙ্গে নয়—অসহযোগ আমাদের [illegible] সহিত, পাপের সহিত, অন্যায়ের সহিত করিতে হইবে। এইটুকু করিতে পারিলেই স্বরাজের প্রতিষ্ঠা। ভারতের মন শুদ্ধ পবিত্র না হইলে শুধু বাহিরের রাজনৈতিক ঠাট কি হইবে? সাদা আমলার কটা না কালো স্বেচ্ছাচারী আসিয়া হয়তো দেশ অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইয়া যাইবে। ভারতের মন শুদ্ধ হইলে তখন সে যে সকল মানুষের সৃষ্টি করিবে তাঁহারা যাহাতে হাত দিবে তাহাই রূপকথার রাজকন্যার মত সোনার কাঠির পরশনে মুহূর্ত্তে নবীন জীবন লাভ করিবে। একটা জাগা মানুষ চেতন মানুষ যে সমাজ, যে শাসন-প্রণালী, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন সৃষ্টি করিবে—তাহার প্রভাবে নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিবে, একটা নূতন আলোকে মানবজাতি অমৃতের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

আমাদের সেই স্বাধীনতা চাই—নিজের মনকে মুক্ত করা চাই। জীবনের ছোট ছোট স্বার্থ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্ধন যাহা আমাদিগকে আজ দিনে দিনে মারিতেছে, পদে পদে মৃত্যু আনিয়া আমাদিগকে দিন দিন অধঃপতনের পথে ঠেলিয়া দিতেছে—সেই সকলকে দূরে ফেলিয়া দিতে হইবে। যদি এই মুহূর্ত্তে পারি, তবে এখনই আমার স্বরাজ উপলব্ধি হইবে। এক বৎসরে স্বরাজ—সেতো অনেক সময়। নিজের ভিতর এই চৈতন্য একবার জাগিলে তখন একদিনেই স্বরাজ হইবে।

অমৃতের পথ সম্মুখে বিস্তৃত—এই অভিশপ্ত জাতি যদি অবিদ্যার ঠুলি চোখে বাঁধিয়া কলুর বলদের মত গোলামির ঘানির চারিপাশে ঘুরিতে থাকে, তবে স্বাধীনতা কোনদিনই আসিবে না। ত্যাগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি পূর্ব্বক দুঃখবিপদকে বীরের মত বরণ না করিলে আমাদের মুক্তি আসিবে না। মারিলে মারা সহজ, কিন্তু দাঁড়াইয়া বুক পাতিয়া গুলি খাওয়া বড় শক্ত, কত ক্ষমতা, কত তিতিক্ষার প্রয়োজন। এ দুর্ব্বলের ভীরুতা নয়—এ নিজের [illegible] পরের [illegible] বুঝিয়া ফেলা। এই নীরব বীরত্বের অভাবেই আজ আমাদের এই হীনাবস্থা। আত্মঘাতী আমরা—আজ আত্মজ্ঞান, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আমাদের নাই—পেটের জন্য স্বার্থের

জন্ত আমাদের বিবেকবুদ্ধি সমস্ত পরের পায়ে বিক্রয় করিয়াছি, তাই মুক্তির কথা আমাদের কানে পশে না। একবার সকলে এই সত্য উপলব্ধি করিয়া যেদিন সমস্বরে বলিবে আমরা স্বরাজ চাই, সেই দিনই স্বরাজ হাতের মধ্যে আসিয়া পড়িবে। আর যদি বল, যে অপমান ও লাঞ্ছনা আমরা পদে পদে সহিতেছি—সেই অবস্থায় ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্তও স্থায়ী করিয়া রাখিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের নাম পৃথিবী পৃষ্ঠ হইতে যতশীঘ্র লোপ পায় ততই মঙ্গল। বর্ত্তমান অবস্থায় বাঁচার চেয়ে এই অবস্থায় জাতির মৃত্যুই শ্রেয়। আজ যুক্তি, তর্ক, ভাবের ঘরে চুরি বিদায় দাও—জাতির সংগ্রাম শুরু হইয়াছে—সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া একবার যোগ দাও, বিধাতা তোমার সেনাপতি, তাঁহার আদেশ পালন কর, একবৎসর কেন একদিনেই স্বরাজ আসিবে। আর যদি কর্ম্ম ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া এ শুভ মুহূর্ত্ত হেলায় হারাও—শতবৎসরেও স্বরাজ আসিবে না, মৃত্যু আসিয়া পদাঘাতপূর্ব্বক তোমার অভাগা জাতিকে চিরদিনের জন্ত শেষ করিয়া যাইবে।

কলিকাতা বিদ্যাপীঠ

কলিকাতা বিদ্যাপীঠের পূর্ব্ব সংবাদের পর হইতে অধ্যাপনার ভার উপযুক্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের উপর ন্যস্ত হইয়াছে—বিশেষ সুশৃঙ্খলার সহিত বিদ্যাপীঠের পড়াশুনা ও অন্যান্য কাজকর্ম্ম নিয়মিতভাবে চলিতেছে। বিদ্যাপীঠে সূতা-কাটা ও বয়নের জন্য চরকা ও বয়নবিভাগ খোলা হইয়াছে এই বিভাগে বিদ্যাপীঠের সকল ছাত্রকেই চরকায় সূতা কাটিতে হয়—কেবল প্রথম ও তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পক্ষে বয়নকার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। **বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ দ্বারা পরিচালিত পুস্তকাগার, পাঠাগার, তর্কসভা, মাসিকপত্রিকা ও সমবায়-ভাণ্ডারের কার্য্যকলাপ বিশেষ আশাপ্রদ।**

এখানকার বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ব্যবস্থা এই যে, কর্ম্মকর্ত্তাদের তত্ত্বাবধানে প্রতি সপ্তাহে জ্ঞানী গুণী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অভিমত বিষয়ে বিশেষ বক্তৃতা হয়।

পর্য্যাপ্ত সংখ্যায় স্থান পাইলে ছাত্রাবাস খোলা হইবে।

বিদ্যাপীঠের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি "মধ্য" ও "উপাধি' শ্রেণীর অধ্যয়নের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্ব্বাচন করিয়াছেন :—

মধ্য (দুই বর্ষ কাল)

অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয়।

১। বাঙ্গলা সাহিত্য
২। হিন্দি
৩। ইংরাজী রচনা-পদ্ধতি
৪। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোল
৫। চরকা

এই সকল বিষয়ে কেবল সাধারণ জ্ঞান আবশ্যক

নিম্নলিখিত বিষয় গুলির মধ্যে ছাত্রগণ যে কোনও তিনটী বিষয় স্বেচ্ছামনোনয়ন করিতে পারিবেন :—

কলা বিভাগ

১। সংস্কৃত সাহিত্য, ২। ইংরাজী-সাহিত্য, ৩। অঙ্কশাস্ত্র ৪। ভূগোল, ৫। তর্কশাস্ত্র, ৬। মনোবিজ্ঞান, ৭। ইতিহাস, ৮। ফারসী

বিজ্ঞান বিভাগ

১। পদার্থবিদ্যা, ২। রসায়ন শাস্ত্র, ৩। অঙ্কশাস্ত্র ৪। শারীর বিজ্ঞান, ৫। উদ্ভিদ্বিদ্যা, ৬। ভূগোল।

উপাধি (মধ্য-পরীক্ষার পর দুইবর্ষ কাল)

অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয় :—

১। ধনবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব (বিশেষভাবে ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করিয়া)
২। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপাদান (বিশেষভাবে ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করিয়া)
৩। বাঙ্গলা সাহিত্য
৪। হিন্দি
৫। চরকা

এই সকল বিষয়ে কেবল সাধারণ জ্ঞান আবশ্যক

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে ছাত্রগণ যে কোনও একটী বিষয় স্বেচ্ছামনোনয়ন করিতে পারিবেন :—

১। সংস্কৃত সাহিত্য
২। ইংরাজী সাহিত্য
৩। বাঙ্গলা সাহিত্য
৪। দর্শনশাস্ত্র
৫। অঙ্কশাস্ত্র
৬। ইউরোপের ইতিহাস (মধ্য ও আধুনিক যুগ)
৭। ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচ্যকে ভিত্তি করিয়া)
৮। ধনবিজ্ঞান
৯। রাষ্ট্রবিজ্ঞান
১০। ভূগোল
১১। হিন্দি সাহিত্য
১২। ফারসী সাহিত্য

এখন বিদ্যাপীঠের বিজ্ঞান-বিভাগ সংক্রান্ত পরীক্ষাগার (Laboratory) গঠন করা হইতেছে। আগামী ১৭ই কার্ত্তিক, ৩রা নভেম্বর বিদ্যাপীঠ খুলিবে। ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা জাতীয় শিক্ষার প্রতি আস্থাবান তাঁহারা অবিলম্বে এই বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে যোগদান করুন। বিদ্যাপীঠ খুলিবার পর একপক্ষ কাল ছাত্রগণকে ভর্ত্তি করা হইবে।

১১ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
কলিকাতা।
৩রা কার্ত্তিক, ২০শে অক্টোবর
১৯২১

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
সম্পাদক
প্রচার-সংসদ
বঙ্গীয় প্রাদেশিক
রাষ্ট্র সমিতি

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত
নবযুগের সাপ্তাহিক মুখপত্র—
"বাঙ্গলার কথা"

নিয়মাবলী।

নগদ মূল্য /০ এক আনা।

ডাকমাশুল সমেত

৬ মাসের জন্য ১॥০, ১ বৎসরের জন্য ৩, টাকা।

মূল্য অগ্রিম দেয়

পত্রাদি লিখিবার সময় "গ্রাহক নম্বর" ও ঠিকানা [illegible] স্পষ্ট করিয়া লেখা চাই।

"বাঙ্গলার কথা" যদি কখনও বিলম্বে পাওয়া যায় তবে সেই সপ্তাহেই [illegible] [illegible] লইয়া আমাদিগকে লিখিয়া জানাইবেন।

রিপ্লাই কার্ড অথবা ডাকটিকিট বিনা পত্র লিখিলে তাহার উত্তর দেওয়া হয় না।

গ্রাহক হইতে হইলে আশ্বিন হইতে চৈত্র বা বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত সময় লওয়া হইবে। ভিঃ পিঃ তে কাগজ পাঠান হয় না। মূল্য মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইতে হইবে।

কাগজ না পাওয়া গেলে স্থানীয় ডাকঘরে আবেদন না করিয়া "পোষ্ট-মাষ্টার জেনারেল বেঙ্গল" এই ঠিকানায় অভিযোগ পাঠাইবেন

এজেন্ট হইবার নিয়ম

যাঁহারা এজেন্ট হইতে চান, তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত হারে টাকা অগ্রিম জমা দিতে হইবে। জমার টাকা আফিসেই মজুত থাকিবে— কাগজের [illegible] সম্বন্ধে [illegible] শেষ হইলে তাহা এজেন্টগণকে ফেরত দেওয়া হইবে।

সপ্তাহে ২৫ খানা	জমা	৫, টাকা
" ৫০		১০, টাকা
" ৭৫		১৫, টাকা
" ১০০		২০, টাকা

২৫ খানার কম কাগজ লইলে কাহাকেও এজেন্সি দেওয়া হয় না।

এজেন্টদিগকে শতকরা ২৫, টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবে।

মাস শেষ হইলেই কর্মকর্তা প্রত্যেক এজেন্টের [illegible] টাকা আদায়ের জন্য বিল পাঠাইবেন। এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা না আসিলে ভিঃ পিঃ পাঠাইয়া টাকা আদায় করা হইবে। যদি আফিসের হিসাবে কোনও ভুল থাকে, তবে তাহা জানাইলে পরবর্ত্তী মাসের হিসাবে ভুল সংশোধন করা যাইবে।

টাকা পাঠাইবার কাগজে বা মনিঅর্ডার কুপনে এজেন্সি নম্বর দিতে হইবে। কাগজ পাঠাইবার সময় যেন তাহাতে এজেন্সি নম্বর দিতে হইবে।

কোন এজেন্ট কাগজের সংখ্যা কমাইতে বা বাড়াইতে ইচ্ছা করিলে কর্মকর্তাকে এক সপ্তাহ আগে জানাইবেন। সংখ্যা বাড়াইতে হইলে হিসাব মত জমার টাকাটিও সঙ্গে সঙ্গেই আফিসে অগ্রিম জমা দিতে হইবে। সংখ্যা কমাইতে হইলে এজেন্টগণ ইচ্ছামত [illegible] জমার টাকা ফেরত লইতে পারেন বা কাগজের মূল্য বাবদ দিতে পারেন।

অবিক্রীত কাগজ ফেরত লওয়া হইবে না।

বিজ্ঞাপনের মূল্য

জাতীয় উন্নতির সহায়ক বিষয়ে বিজ্ঞাপন ব্যতীত অন্য বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না। ঔষধ, মদ, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। এককালীন জন্য এক পৃষ্ঠা ২০, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ১২, সিকি পৃষ্ঠা ৮, দীর্ঘকালের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। এক বৎসরের চুক্তিতে [illegible] ১৬০, ৬ মাসের চুক্তিতে ৯।০, ৩ মাসের চুক্তিতে ৩০/০, [illegible] [illegible] "বাঙ্গলার" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাঠাইবেন। মূল্য অগ্রিম দেয়

কর্মকর্ত্তা—
"বাঙ্গলার কথা"
৭ নং ভবানী দত্ত লেন, পোঃ বহুবাজার, কলিকাতা।

নারায়ণ

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আগামী অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ হইতে নারায়ণের নূতন বর্ষ আরম্ভ হইবে। এ বৎসর হইতে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধানে নারায়ণ প্রকাশিত হইবে। নানাভাবে প্রবন্ধ ও উপন্যাস সম্ভারে নারায়ণের সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা হইবে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবন্ধ গল্প ও উপন্যাস লিখিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় অগ্রহায়ণ হইতে প্রবন্ধ লিখিবেন। আরও বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ নিয়মিতরূপে নারায়ণে লিখিবেন। যাঁহারা অগ্রহায়ণ হইতে গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক আছেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় মণিঅর্ডার ডাকে বার্ষিক মূল্য চারি টাকা পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। যাঁহারা গ্রাহক হইতে অনিচ্ছুক তাঁহারা পূর্ব্বেই পত্রযোগে অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন, নতুবা ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিলে আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৭নং ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা। — কার্য্যাধ্যক্ষ নারায়ণ

"যুগান্তর" সম্পাদক
শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নির্ব্বাসিতের আত্মকথা

মূল্য এক টাকা মাত্র

নরেন গোঁসাইয়ের হত্যাকাণ্ড, কানাইলালের ফাঁসী, লাট সাহেবের ট্রেন উল্টাইয়া দিবার চেষ্টা প্রভৃতি ঘটনা সরল ভাষায় লিখিত। পুস্তক পড়িতে পড়িতে মনে হইবে, যেন উপন্যাস পাঠ করিতেছেন।

উপেনবাবুর আর একখানি বই

সিনফিন

দাম পাঁচ আনা

গ্রন্থকার যেন ধোঁয়ার ছলনা করিয়া কাঁদিয়াছেন।

উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত

বর্ত্তমান সমস্যা

দাম তিন আনা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল হতে আজ পর্য্যন্ত ইংরাজ শাসিত ভারত ও ভারতীয়দের ফটোগ্রাফ।

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার
৪।এ. মোহন লাল ষ্ট্রীট, শ্যাম বাজার,
কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান বুক্‌ক্লাব,

কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট—কলিকাতা।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের কবিতা গ্রন্থাবলী—

কিশোর কিশোরী ১৲ অন্তর্যামী ৸৹ মালা ৸৹ মালঞ্চ ৸৹।

শ্রীহেমন্তকুমার সরকারের পুস্তকাবলী :—

১। ছায়াবাজি (নূতন ধরণের গল্পের বই)

বিষয়-সূচী :—কল্পনা; বাউল; ভিখারী; কেরাণীবাবু; [illegible]; পানওয়ালী; [illegible]; কেবিনওয়ালা; [illegible]; মিলন; মুক্তি; [illegible] বার। মূল্য ।৹ আনা মাত্র।

২। পঞ্চকথা।

বিষয়-সূচী :—সাময়িক ব্যবস্থা; [illegible]; [illegible]; চিত্তের [illegible]; আমাদের দেশ; [illegible] বাঙ্গালী; [illegible] শিক্ষা। মূল্য ।৵৹ আনা মাত্র।

৩। উল্টোকথা।

বিষয়-সূচী :—বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্য; আর্টের সমস্যাদি; আর্ট ও জীবন; হাল্কা সাহিত্য; [illegible]; বাঙ্গলা কাব্যে একটী নূতন ছন্দ; "বীণাপাণির বাণী"; সৌন্দর্য্য ও প্রয়োজন; বাঙ্গালীর [illegible]; [illegible]। মূল্য ।৹ আনা মাত্র।

৪। যুগ-শঙ্খ।

বিষয়-সূচী :—ডাক এসেছে ঘরে ঘরে; জগদ্ধাত্রী পূজা; রাসলীলা; [illegible]; উক্তি কিসে; আধ্যাত্মিকতা [illegible]। মূল্য ৶৹ আনা মাত্র।

"ভারতরঞ্জন চিত্তরঞ্জন"

[illegible] প্রণীত। এ পর্য্যন্ত চিত্তরঞ্জনের যে কয়খানি জীবনী বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে এই খানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—ইহাই একমাত্র সম্পূর্ণ ও বিশদ জীবনী। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

"শ্রীঅরবিন্দ"

অরবিন্দ ঘোষের নাম বঙ্গদেশে সুপরিচিত, কিন্তু তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত অতি অল্প লোকেই জানেন। তাই এই সংক্ষিপ্ত জীবনী খানি সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিলাম। মূল্য ।৴৹ আনা মাত্র।

চিত্তরঞ্জনের বড় ছবি

(তিন রঙা)

লাভের টাকা "নারী-কর্ম্মমন্দির"এ যাইবে।

মূল্য প্রতি কপি ।৹ আনা মাত্র

"লেনিন"

রুশিয়ার বোলশেভিক গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি লেনিনের নাম আজ সকলেই জানেন। এই অদ্ভুতকর্ম্মা জননায়ক রুশিয়ায় কিরূপ অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, তাহা এই জীবনী পাঠে জানা যাইবে। শ্রীফণিভূষণ ঘোষ প্রণীত। মূল্য ।৹ আনা মাত্র।

"স্বরাজ ও খিলাফত"

"স্বরাজ ও খিলাফত" প্রভৃতি বলিলে কি বুঝায়, তাহার স্পষ্ট ধারণা বাঙ্গালীদের অনেকেরই নাই। লেখক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই বর্ত্তমান আন্দোলনের কারণ ও বিষয়গুলি সহজ কথায় সাধারণকে বুঝাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। মূল্য তিন আনা মাত্র।

"বিশ্বভারত"

(বিশ্বসভ্যতায় ভারতের বাণী)

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। (যন্ত্রস্থ)

"স্বদেশ রেণু"

এই ছড়াগুলি পড়িয়া যে ছোট ছেলেমেয়েরা শুধু আনন্দ পাইবে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনে স্বদেশ প্রীতি অঙ্কুরিত হইবে। স্বদেশের প্রত্যেক শিশুর কাছে এই বই এক একখানি থাকা উচিত।

শ্রীজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ॥৹ আনা মাত্র।

"পল্লীব্যথা"

এই কবিতাগুলিতে পল্লীজীবনের দুঃখময় করুণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "বাংলার অন্তরতম প্রদেশের দুঃখ দৈন্য বেদনাকে এমনভাবে আর কেহ চোখের জলে ফুটাইতে পারেন নাই।"

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

"A MESSAGE OF HOPE"

By P. K. Sarker, M. A.—An explanation of Prabhu Jagatbandu's mission.—Price As 5.

"NON-CO-OPERATION"

Four lectures delivered by Mr. B. C. Pal, discussing the Present Situation with Special reference to the Khilafat, pointing out the need of the measure and explaining its meaning and method. Reduced Price As 8.

Printed by—Hemanta Kumar Sarkar, at the Metcalfe Press, 79 Balaram Dey Street
and Published from 7 Bhobani Ch. Dutt Street, Calcutta.

বাঙ্গলার নবযুগের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বাঙ্গলার কথা

সম্পাদক—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা

সহকারী সম্পাদক—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

নগদ মূল্য এক আনা

প্রথম ভাগ { কলিকাতা; শুক্রবার, ১১ই নভেম্বর, ১৯২১; ২৫শে কার্ত্তিক, ১৩২৮ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

মৃত্যু-ভয়

[শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি]

আমি 'স্বরাজে'র নানা প্রকার বর্ণনা সংগ্রহ করিয়াছি। তাহার মধ্যে একটি এইরূপ—মৃত্যুভয় জয় করাই 'স্বরাজ'। যে জাতি মৃত্যুভয়ে ভীত সে স্বরাজ লাভ করিতে পারে না, পরে তাহাকে লাভ করিলেও তাহা রক্ষাও করিতে পারে না।

ইংরাজেরা প্রাণ হাতে করিয়া চলে। আরব ও পাঠানেরা মৃত্যুকে সামান্য রোগ অপেক্ষা গুরুতর মনে করে না, আত্মীয়ের মৃত্যুতে তাহারা রোদন করে না। বুয়র স্ত্রীলোকদিগের এ ভয় একেবারেই নাই। বুয়র যুদ্ধে হাজার হাজার বুয়র রমণীর মধ্যে বৈধব্য ঘটিয়াছিল কিন্তু তাহারা তাহা গ্রাহ্য করে নাই। স্বামী অথবা পুত্রের মৃত্যুতে তাহাদের কিছু আসে যায় নাই—দেশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল ইহাই যথেষ্ট। যদি স্বামী-রা চলিয়া গেলেন থাকিয়া লাভ কি? সন্তানকে দাসত্বে প্রতিপালন করা অপেক্ষা স্বাধীনতার যুদ্ধক্ষেত্রে সমাহিত করিয়া তাহার অমরগতি লাভ করা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। বুয়র রমণীগণ এইরূপে মনকে দৃঢ় করিয়া তাহাদের পুত্রগণকে প্রসন্নমনে মৃত্যুর কোলে সঁপিয়া দিয়াছে।

যাহাদের কথা বলিলাম তাহারা মারে এবং মরে। কিন্তু যাহারা মারিতে চায় না—মরিতে চাহে প্রকৃত তাহারা জগতের ভক্তি ও শ্রদ্ধা পায়, তাহারাই পৃথিবীর ভূষণ।

ইংরাজ ও জার্ম্মান পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিয়া হতাহত করিয়াছে, হতাহত হইয়াছে। ফলে বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অশান্তির অন্ত নাই, ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রই প্রত্যেকে অপরকে ফাঁকি দিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে চায়।

আমরা কিন্তু অহিংস ও বিদ্বেষহীন নির্ভীকতার সাধনা করিতেছি, সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত [illegible] শ্রেয়ের আশা করি।

স্বরাজ লাভের পূর্বে আমাদের অনেককে মৃত্যুর [illegible] হইতে হইবে, নতুবা আমরা স্বরাজ পাইব না। এ পর্য্যন্ত এ সাধনায় অহিংসভাবে [illegible] প্রাণ দিয়াছে। আলিগড়ে যাহারা প্রাণ দিয়াছেন তাঁহাদের [illegible] [illegible] অধিক নহে। [illegible] তাঁহাদের পরিচয় পাই না। যদি সরকার আজ গুলি চালাইতে আরম্ভ করেন, আশা করিতেছি তাহা হইলে লোকদের মধ্যে কয়েকজন আত্মাহুতির সুযোগ পাইবেন।

কিন্তু যুদ্ধে বা যুদ্ধের মৃত্যুতে কেন আমরা এত বিচলিত হই? প্রত্যহ প্রতি মুহূর্ত্তে লোক মরিতেছে, লোক জন্মিতেছে। কাহারও জন্মে বা কাহারও মৃত্যুতে বিলাপ করা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের [illegible] [illegible] থাকেন—আত্মা অমর। হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, কে আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস না করেন? [illegible] [illegible] [illegible] কথা কেন? [illegible] মৃত্যুর চিন্তা আমরা সকল অবস্থাতেই [illegible] [illegible] উচ্ছৃঙ্খল বা লোকের [illegible] হইবার কিছুই নাই। শুধু নিজের জন্যেই আমরা পরিবার [illegible] মনে করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া দেশের প্রত্যেকের মৃত্যু উপলক্ষে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইল না। এইরূপ বিচার হইলে মৃত্যুর অর্থ বুঝান সহজ হইতে পারে।

ভারতবর্ষ দার্শনিকের দেশ বলিয়া খ্যাত, এ প্রশংসার অধিকারী আমরা [illegible] প্রমাণ করি নাই।

তথাপি মৃত্যুর সম্মুখীন হইলে আমরা যেরূপ বিহ্বল হইয়া পড়ি সেরূপ আর কোনও কারণেই নয়। তাহারফলে আমার বোধ হয় হিন্দুরাই মৃত্যুকালে সর্বাপেক্ষা ভীত হইয়া পড়েন। একটি সন্তানের জন্মেই আমরা আনন্দে আত্মহারা হই, আবার একটি মৃত্যুতেই আমাদের বিলাপের মাত্রা এত বাড়িয়া যায় যে প্রতিবেশিগণ বিনিদ্র রাত্রি যাপনে বাধ্য হন। স্বরাজ পাইতে হইলে এবং পাইয়া রক্ষা করিতে হইলে আমাদিগকে এই বিসদৃশ আতঙ্ক সর্বথা পরিহার করিতে হইবে।

মৃত্যুভয় বিতাড়িত ব্যক্তির নিকট কারাবাস তুচ্ছ কথা। এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন মৃত্যু এবং নানা প্রকার অসুবিধা সাহসের সহিত সহ্য করিতে না পারাই আমাদের স্বরাজ প্রাপ্তির বিলম্বের কারণ।

যতই অধিক নিরপরাধী লোক মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইবে ততই তাহাদের আত্মোৎসর্গ অন্য সকলের মুক্তির পথ সহজ করিয়া দিবে এবং দুঃখের মাত্রা ততই কম হইবে। হাসিমুখে দুঃখকে বরণ করিয়া লইতে পারিলে দুঃখ অবশ্য আনন্দে পরিণত হয়।

দুঃখের নিকট হইতে দূরে সরিবার চেষ্টা করিলে দুঃখে আক্রান্ত হইবার পূর্বেই নানা প্রকার কষ্টভোগ করিতে হয়, আর দুঃখ উপস্থিত হইলে অসহ্য হইতে হয়। কিন্তু যে সকলপ্রকার কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত থাকে, কোন প্রকার কষ্টই তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না তাহার প্রফুল্লতাই দুঃখভারের মহৌষধির কাজ করে।

এই বৎসরের মধ্যে স্বরাজ পাইতে হইলে আমাদিগকে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হইবে এই কথাই এখানে অবতারণা। পূর্ব হইতে প্রস্তুত থাকিলে অনেক সময়ে বিপদে পড়িতেই হয় না, আমাদের বেলাও সেরূপ ঘটিতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস 'স্বদেশী' সাধনাই একমাত্র প্রস্তুত হইবার উপায়। 'স্বদেশী'র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে সরকার বা অন্য, কেহ আমাদিগকে আর কোন উপায়ে পরীক্ষা করা প্রয়োজন মনে করিবেন না।

তবু কোন প্রকার পরিবর্তনই উপেক্ষা করা উচিত নহে। ক্ষমতা মানুষকে অন্ধ ও বধির করিয়া তোলে, ক্ষমতার মানুষ অতি নিকটের দ্রব্যও দেখিতে পায় না এবং পুনঃপুনঃ উচ্চারিত কথাও শুনিতে পায় না। সুতরাং ক্ষমতায় সরকার কি করিতে কি না করিতে পারেন তাহার স্থিরতা নাই। এজন্যই আমার মনে হয় যেনতেনপ্রকারেণ মৃত্যু, কারাবাস ও তজ্জন্য অন্যান্য ঘটনার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত।

বীর পুরুষেরা হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা সর্বদাই সাবধান থাকেন। বিপদাপন্ন মুখে অবিবেচকের স্থান নাই। আমরা নীতি বিরুদ্ধ কার্য করিয়া বাঁধিয়া জেলে যাইতে বা মরিতে চাহি না— বর্তমান গবর্ণমেন্টের অত্যাচারমূলক শাসন পদ্ধতির প্রতিরোধ করিতে করিতেই আমাদিগকে ঐগুলিকে আবাহন করিতে হইবে।

[নবজীবন পত্রিকায় লিখিত মহাত্মা গান্ধির অন্যতম প্রবন্ধের ইংরাজী হইতে অনূদিত]

বেসাতীর হিসাব

[দৈনিক বসুমতী হইতে]

গত এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর ৬ মাসে কলিকাতার বিদেশী ব্যবসার হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। এই হিসাবে দেখা যায় আমদানীর দিকে গত বৎসর এই ৬ মাসে যে টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল, এ বৎসর তদপেক্ষা কম টাকার মাল আসিয়াছে—প্রায় ৭ কোটি টাকার কম মাল আসিয়াছে। তবুও কিন্তু আমদানী রপ্তানী তুলে মূলে হয় নাই—রপ্তানীর অপেক্ষা আমদানীর পরিমাণ প্রায় ১৩ কোটি টাকা অধিক! অর্থাৎ কলিকাতায় যে মাল বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে, বিনিময়ে মাল দিয়া আমরা ১৩ কোটি টাকার পরিমাণে ঋণী হইয়াছি। কিছুদিন হইতে আমরা যে অস্বাভাবিক অবস্থার কথা বলিয়া আসিয়াছি, তাহার প্রতীকার হয় নাই।

এখন আমদানী রপ্তানীর হিসাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। আমদানী মালের প্রধান—তুলার মাল, পরিধেয় বিবিধ—সমস্ত বিদেশী বস্ত্র। তাহার পরিমাণ কমিয়াছে; ২৫ লক্ষ হইতে ৭ লক্ষে নামিয়াছে ইহা সুসংবাদ সন্দেহ নাই। এদেশে সুসংবাদ আর একটা আছে—রেশমী পশমী ও সূতী কাপড় কমিয়াছে। গত বৎসর যে স্থলে ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার সূতী কাপড় আমদানী হইয়াছিল, এ বৎসর সে স্থলে ১১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার কাপড় আমদানী হইয়াছে। অর্থাৎ কলিকাতা বন্দরে গত ৬ মাসে পূর্ব বৎসর তুলনায় প্রায় ৭ কোটি টাকা বিদেশী বস্ত্র কম আমদানী হইয়াছে। বিদেশী বস্ত্র বর্জন আন্দোলন যে ইহার অন্যতম কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যখন আমদানীর বহর কমিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, দেশী কলের সূতায় এদেশে যে কাপড় উৎপন্ন হইতেছে তাহাতেই দেশে ৭ কোটি টাকা রহিয়া গিয়াছে। রেশমী কাপড়ের আমদানী ১৮ লক্ষ টাকা হইতে ৬ লক্ষে নামিয়াছে আর পশমী প্রায় ৫০ লক্ষ হইতে প্রায় ১১ লক্ষে আসিয়াছে। এদেশে যে উৎকৃষ্ট রেশমী ও পশমী কাপড় হয় তাহা সকলেই জানেন কিন্তু রুচিবিকার হেতু আমরা বিদেশী রেশমী ও পশমী কাপড়েরই আদর করিয়া আসিয়াছি

সে বোধ যদি কাটিয়া থাকে, তবে তাহাতে আনন্দ করিবার কারণ অবশ্যই আছে। এদেশে দেশী কাগজেরও বিশেষ উন্নতি হইতে পারে। বিলাতে যে কেতার লোকে দেশী কাগজ বয়, সে কেতা আমাদের কেতারই মতন। চেষ্টা করিলেই এদেশে কেতার লোকের উন্নতি করা যায়। সে দিকে আমাদের দৃষ্টি না থাকাতেই এত দিন তাহা হয় নাই। দেশী কাগজের জন্য আমাদিগকে বাঙ্গালার বাহিরেও যাইতে হয় না।

এই বাঙ্গালায় মুর্শিদাবাদে, হুগলীতে, বাঁকুড়ায়, মেদিনীপুরে যে দেশী কাগজ হয়, তাহা বিদেশী আমদানী রেশম অপেক্ষা অধিক স্থায়ী—মোলায়েম নহে। চেষ্টা করিলে সে সব দেশের আরও উন্নতি সহজেই করা যায়—তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। আর ওদিকে, মোটর গাড়ীর আমদানী ১ কোটি হইতে, একেবারে ৭০ লক্ষে নামিয়া আসিয়াছে। মোটর গাড়ীতে কাজের সুবিধা হয়; কিন্তু অনেক স্থলে তাহা বিলাসের সামগ্রী। কাজেই মোটর গাড়ীর আমদানী কমায় ক্ষোভ নাই। সঙ্গে সঙ্গে তামাকের ও চুরুটের আমদানীও কমাও উল্লেখযোগ্য; এই দুর্যোগের ব্যাপারে ৬ মাসে আমাদের প্রায় ৫৭ লক্ষ টাকা কমিয়াছে।

আমদানীর দিকে কিন্তু কোন কোন জিনিষের বাড়াও আছে। এদেশে ও বৎসর আমদানী বাড়িয়াছে—প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা—কাঠের ও কারখানায় তৈয়ারী কাঠের আমদানী বাড়িয়াছে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। আর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—চিনির কথা। গত বৎসর এই ৬ মাসে যে স্থলে ২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার চিনি কলিকাতায় বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল, এ বৎসর সেই ৬ মাসে সে স্থলে ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকার চিনি আমদানী হইয়াছে। এ প্রভেদ ত বড় সাধারণ নহে! মহাত্মা গান্ধী দেখাইয়াছেন আমরা বিদেশ হইতে যে সব জিনিস আমদানী করি, সে সকলের মধ্যে কাপড়ে সর্বাপেক্ষা অধিক টাকা যায়; আর তাহার পর চিনিতে। এ দেশে চিনির কলগুলির উন্নতিসাধন করিয়া এই টাকাটা কি দেশে রাখা যায় না? সরকারী চিনি কমিটির কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। এই বাঙ্গলা দেশে যে যে স্থলে চিনি অধিক উৎপন্ন হয়, কমিটি তাহার কথাও বলেন নাই। আমরা বাঙ্গলা হইতে চিনি কমিটিতে এক জন সদস্য লইবার কথা বলিয়াছিলাম; লর্ড রোনাল্ডসে অনুরোধ করিলে শেষে কেবল মিষ্টার ম্যাকনাইটের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়—সেই পর্যন্ত। বিদেশী মালের আমদানী কমিয়াছে, ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু যে সব [illegible], তাহারও অনেক কম করা যাইতে পারে এবং [illegible] চেষ্টা করাই বর্তমানে আমাদের সকলের বিশেষ [illegible]।

আমাদের রপ্তানী পণ্যের কথা। রপ্তানীর অধিক কমিয়াছে—কয়লা, পাট, গালা, চামড়া। গালা গত বৎসর গিয়াছিল ৩ কোটি [illegible] লক্ষ টাকার, এবার গিয়াছে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার। ৮০ লক্ষ টাকার কম চামড়া গিয়াছে—জাপানি যদি শেষবাজারে অন্যায় সাহায্য করিয়া চামড়া না লইত, তবে আরও কম হইত। কয়লা গত বৎসর গিয়াছিল—১১ লক্ষ টাকার, এবার গিয়াছে, কেবল ১১ লক্ষ টাকার। ইহার মধ্যে আবার একটু মজা আছে। সরকার ঠিক করিয়া এদেশ হইতে কয়লা রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, অথচ বিদেশ হইতে কয়লা আনিতেছেন এবং চড়া দামে সরকার তাহা কিনিতেছেন। বিলাতের কয়লার খনিতে ধর্মঘটের কথা পাঠকগণ অবগত আছেন—তাহার পর শ্রমজীবীদিগকে কাজ যোগাইতে হইবে—নহিলে সব নষ্ট হইবে। সে কয়লা কিনিবে কে—তাই চাই। যদি বলা হয়, এ দেশে খনিতে অধিক কয়লা মজুদ নাই—raisings কম অর্থাৎ কম কয়লা উঠান হইতেছে, কাজেই বাধ্য হইয়া রেলের জন্য সরকারকে বিদেশী কয়লা আমদানী করিতে হইয়াছে, তবে উত্তরে আমরা বলিব, যে সময় সরকার বিদেশী কয়লা কিনিয়াছেন, সেই সব দিনে কি এদেশের খনির মালিকরা সেই পরিমাণ কয়লা যোগাইতে পারিতেন না? আমাদের বিশ্বাস, এ দেশে কয়লার পরিমাণ বাড়ান সম্ভবপর—সরকার চেষ্টা করিলেই অধিক কয়লা পাইতেন। যে দেশে খনিজ, রহিয়াছে, সে দেশেও বিদেশ হইতে তাহার টাকা দিয়া কয়লা আনিতে হয়? তাহার পর পাট। কাঁচা পাট গত বৎসর এই ৬ মাসে গিয়াছিল—৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার, আর এবার গিয়াছে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার। চট ও থলিয়া গত বৎসর গিয়াছিল ৩১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার। আর এবার?—মোট ১৪ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার! অর্থাৎ এইভাবেই ঘাটতি প্রায় ১৬ কোটি টাকার! এই কথাটা বাঙ্গালার লোককে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হইবে, কেন না পাটের এই ঘাটতি কেবল বাঙ্গালারই, আর কোন প্রদেশের নহে।

মোট হিসাবে গত বৎসরের সহিত তুলনায় এবার আমদানী ৭ কোটি টাকা কম হইলেও রপ্তানী কমিয়াছে প্রায় ২৪ কোটি টাকার।

মাসের পর মাস আমরা দেখিতেছি, রপ্তানী অপেক্ষা আমদানীর মূল্য বাড়িয়া যাইতেছে। ইহা যে কোন দেশের পক্ষে বিশেষ আশঙ্কার কথা। যখন রপ্তানী দ্বারা আমদানীর দাম শোধ করা যায় না, তখন ঋণ হয়। সে ঋণ কিসে শোধ হইবে? দেশে বেশী দাম দিয়া পরিমাণে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যও রপ্তানী করিতে হইতে পারে। গত বৎসর কলিকাতা হইতে চা'র রপ্তানী কমিয়া গিয়াছিল—এবার সে বিষয়ে কিছু উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। গত বৎসর এই ছয়মাসের তুলনায় এবার প্রায় দেড় কোটি টাকার অধিক চা রপ্তানী হইয়াছে—বোধ হয় কাল-বৎসরে কিছু চা গিয়াছে ও যাইতেছে, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে যে পাটের ব্যাপারে কিছু সুবিধা হইবে, এমন মনে হয় না। কাজেই এ বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হইবে।

মূল কথা, আমাদিগকে কায়মনোবাক্যে স্বদেশী হইতে হইবে; যে স্থলে প্রয়োজন হইবে ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানে ক্ষতি স্বীকারও করিতে হইবে। তাহা না হইলে, ভারের উপর ভার বাড়িয়াই চলিবে। আমদানী রপ্তানীর এই

কিসের দ্বারাতে আমাদের দেশ হইতে অধিক শস্য বিদেশে যায়—তাহাতে আমরা কাঁচা মাল অর্থাৎ পণ্যের উপকরণ মাত্র না যোগাইয়া পণ্য যোগাইয়া বিদেশ হইতে টাকা আনিতে পারি, তাহারই উপায় করিতে হইবে। নচেৎ দেশের দারিদ্র্য দূর হইবে না—দেশে অন্নকষ্ট ঘুচিবে না। দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠায় আমাদিগকে মনোনিবেশ করিতে হইবে। যদি এই কাজ করিতে পারি, তবেই আমরা বাঁচিতে পারিব, কারণ, এই যে সমস্যা ইহা আমাদের জীবন মরণ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এই সমস্যার সমাধানের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে।

বঙ্গে তূলার চাষ

[শ্রীনীলকমল সেন গুপ্ত]

কার্পাসের ভূমি।

আহারের জন্য অন্ন ও লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র মনুষ্যের একান্ত আবশ্যক। জীবন ধারণের আবশ্যকীয় এই দুইটী জিনিষই কৃষিকর্ম্মের উপর নির্ভর করে। ভারতের কৃষকগণ অন্নের জন্য ধান, গম ও যব এবং বস্ত্রের জন্য কার্পাস চাষ করিয়া ভারতবাসীদের অন্ন-বস্ত্রের অভাব মোচন করিতেছে। বাঙ্গালীদিগের অন্ন বঙ্গ হইতে উৎপন্ন। পৃথিবী মধ্যে ভারতবর্ষে এবং ভারতমধ্যে আবার বঙ্গদেশে কৃষি-শিল্পের আবশ্যকীয় উপাদানগুলি অতি সহজে প্রাপ্য। অতি অনায়াসে এখানে এই সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন ও সংগৃহীত হইতে পারে। বঙ্গের কৃষকগণ সামান্য পরিশ্রম করিলেই বঙ্গদেশে এত অধিক শস্য ও কার্পাস উৎপন্ন করিতে পারে যে, উহা দ্বারা সমগ্র বঙ্গের অন্নবস্ত্রের অভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া প্রচুর-পরিমাণে ধান্য ও কার্পাস অন্যত্র রপ্তানি হইতে পারে।

ভারতবাসিগণ আজ স্বাবলম্বী হইবার আশায় স্বহস্তে সূত্র নির্ম্মাণপূর্ব্বক বস্ত্রবয়ন করিয়া আপন আপন লজ্জা নিবারণের জন্য উদ্যোগী হইয়াছে। এই বিষয়ে সফলতালাভ করিতে হইলে ভারতীয় কার্পাসচাষের উপরই নির্ভর করিতে হইবে এবং তদ্বিষয়ে অধিক মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে। তাই এখানে কার্পাসের চাষ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

ভারতের প্রায় প্রতি প্রদেশেই কার্পাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, বেরার, পঞ্জাব ও সিন্ধু-প্রদেশে প্রচুর কার্পাস জন্মিয়া থাকে। বঙ্গ, বিহার, ছোটনাগপুর, আসাম, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও বঙ্গের পূর্ব্ব সীমার প্রদেশেও উৎকৃষ্ট তূলা উৎপন্ন হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যক্ষেত্রে ও আসামের পাহাড়ে [illegible] যে তূলা উৎপন্ন হয়, উহা বঙ্গে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই সকল স্থানে উন্নতপ্রণালীতে কার্পাসচাষ করাইলে উহা দ্বারা বঙ্গের তূলার অভাব অনায়াসে দূর হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং, মালদহ, বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জেলার উচ্চ সমতলক্ষেত্রে কার্পাসের চাষ করাইলে ভাল ফসল পাওয়া যাইতে পারে। ধরিতে গেলে বঙ্গের সকল স্থানেই তূলা জন্মান যাইতে পারে, পূর্ব্বেও জন্মান হইত। নিম্নভূমিতেও আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ক্ষেত্রকার্পাসের (Crop Cotton) চাষ করাইলে পৌষ মাস হইতে চৈত্র বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত ফসল পাওয়া যাইতে পারে। উচ্চ ভূমিতে অর্থাৎ যে ভূমিতে বর্ষার জল দাঁড়ায়না, অথবা জোয়ারের জল উঠেনা, এইরূপ ভূমিতেও এই জাতীয় কার্পাসের চাষ চৈত্র বৈশাখমাসেও করা যাইতে পারে। কার্পাসগাছের গোড়ায় জল উঠিলে, গাছ মরিয়া যায়; সুতরাং সময় ও স্থানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তূলার চাষ করা কর্ত্তব্য। ক্ষেত্র কার্পাসকে গুল্মকার্পাসও বলা হয়।

উপরোক্ত গুল্মজাতীয় ক্ষেত্রকার্পাস ব্যতীত আর এক প্রকার কার্পাস আছে, উহাকে গাছ কার্পাস (Tree Cotton) বলে। উহা গুল্ম কার্পাস অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়েই শ্রেষ্ঠ। গুল্মকার্পাসের অংশু (আঁশ) প্রায়ই ১ ইঞ্চির অধিক হয় না; কিন্তু গাছ কার্পাসের অংশু ১॥০ ইঞ্চিরও অধিক হইতে দেখা যায়। গাছ কার্পাসের শাকড়া (ফল) গুল্মকার্পাসের শাকড়া অপেক্ষা দীর্ঘ। শাকড়া ও অংশু যত দীর্ঘ হইবে, তূলাও তত ভাল হইবে। গুল্ম কার্পাস ছয় মাসেই ফল প্রদান করিয়া মরিয়া যায়, কিন্তু গাছ কার্পাসের কোন কোন শ্রেণী ৩।৪ বৎসর, কোন কোন শ্রেণী ৫।৬ বৎসর, কোন কোন শ্রেণী ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে এবং প্রতিবৎসরই ফলদান করিয়া থাকে। গুল্মকার্পাস ৮।১০ ফুট উচ্চ হইয়া থাকে। কিন্তু গাছ কার্পাস ১০।১২ ফুট উচ্চ হয় এবং উহার শাখা প্রশাখাও বহুদূর বিস্তৃত হয়। কাজেই গুল্ম কার্পাস ২।৩ হাত অন্তর ও গাছ কার্পাস ৫।৬ হাত কি ৭।৮ হাত অন্তর রোপণ করিতে হয়; যেন এক গাছের শাখাপ্রশাখা অন্য গাছে না লাগিতে পারে। প্রতি বাড়ীতে পুকুর পাড়ে, বাগানে ফুল বাগিচার ধারে, ঘরের পেছনে এবং অন্য পতিতভূমিতে গাছ কার্পাসের গাছ ২।১টী করিয়া লাগাইলেই প্রতিগৃহস্থ নিজ নিজ আবশ্যকীয় তূলা নিজ বাড়ীতেই প্রতিবৎসর পাইতে পারে। এই তূলায় প্রতিগৃহস্থ চরকায় সূতা কাটিয়া লইলে আবশ্যকীয় বস্ত্রের সূতা বিনা মূল্যেই তৈয়ার হইতে পারে। সূতার মূল্য অত্যন্ত অধিক বলিয়াই কাপড়ের দাম এত বেশী। যদি প্রতিগৃহস্থ এই রূপে সূতা প্রস্তুত করিয়া আপনারা নিজ নিজ কাপড় বুনিয়া অথবা মজুরী দিয়া বুনাইয়া লয়, তবে অতি

আমাদেরও অল্পকালেই এরূপ অভাব দূর হইতে পারে। সামান্য চেষ্টায় যে মহৎকার্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া প্রতিবৎসর আমরা অভাবের তাড়নায় দগ্ধ হইতেছি, ইহা কম ক্ষোভের বিষয় নহে।

বীজ নির্বাচন।

কার্পাসের ফলের ভিতরেই তুলা থাকে, ফল পাকিলে তুলা পরিপুষ্ট হয়। যখন ফলের পাকড়া ফাটিয়া যায়, তখন পাকড়াগুলি ভাঙ্গিয়া তুলা বাহির করিয়া লইতে হয়। তুলার ভিতরেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ থাকে। কার্পাসের বীজের রং প্রায়ই কাল; কোন কোনটি কিঞ্চিৎ সাদা। ক্ষেত কার্পাসের বীজের গায়ে তুলা জড়ান থাকে বলিয়া উহা উপরে বেশ সাদা দেখায়। কোন কোন গাছ-কার্পাসের বীজ একত্র অনেকগুলি জড়িত হইয়া থাকে, ইহাদের আয়তন দীর্ঘ। আবার কোন কোন জাতীয় বীজ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র; দেখিতে কৃষ্ণকলি ফুলের বীজ বা গোলমরিচের মত এবং একটীর সাথে একটী জড়া না লাগিয়া পৃথক্ পৃথক্ থাকে। ক্ষেত কার্পাসের বীজ জিন-কলে ছাড়ান হয় বলিয়া কলের চাপে অনেকগুলি নষ্ট হইয়া যায় এবং একেবারে নষ্ট না হইলেও জীবনীশক্তি কমিয়া যায়। দেশীয় প্রথানুসারে কেবলী দ্বারা বীজ ছাড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে। উহাতে উপরোক্ত দোষ ঘটে না। সুপক্ক ফলের বীজ বেশী না ঘসে ছাড়াইয়া বপনের জন্য যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দেওয়া উচিত।

দেশীয় গাছ ব্রাহ্মণদিগের তুলা অত্যাবশ্যক। ব্রাহ্মণগণ পৈতার সূতা কাটিবার জন্য আজিও বাটীতে উহার গাছ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ বাড়ী হইতে এই বীজ সংগ্রহ করিয়া গৃহস্থগণ আপন আপন বাটীতে উচ্চস্থানে সার মিশ্রিত মাটিতে বীজ পুতিয়া অনায়াসে এই গাছ জন্মাইতে পারেন। গাছ উঠাইয়া না রোপণ করিয়া পুরাতন গোবরের সার দিলেও চলিতে পারে।

সুপক্ক ফলের বীজের গায়ে অধিক তুলা জড়ান থাকে না। ইহা বেশ শক্ত হইবে এবং উহার আবরণ চকচকে হইবে। সুপক্ক ফলের বীজ ভাঙ্গিলে বা কাটিলে দেখা যাইবে, উহার ভিতর দুইটী পত্র জোড়ক মিলিয়া এক হইয়া আছে। উহা পেষণ করিলে, যত অধিক তৈল বাহির হইবে, বীজ ততই খুব ভাল মনে করিতে হইবে। বীজ পুরাতন হইলে, উহা চিবাইলে তিক্ত বোধ হইবে এবং পেষণ করিলে তৈলও কম বাহির হইবে। অধিক পুরাতন বীজ বপন করিলে, গাছ নাও উঠিতে পারে, অথবা উঠিলেও গাছ দুর্বল ও সতেজ হইবে না। এইরূপ গাছে ফলন ভাল হয় না। সুতরাং বীজ কিনিবার সময় ভাল রূপে পরীক্ষা করা উচিত। ক্ষেত কার্পাসের বীজ প্রতি মন ১০।১২৲ টাকায় বিক্রয় হয় কিন্তু গাছ কার্পাসের বীজ প্রতি সের ৫৲ হইতে ৬৲ টাকা পর্যন্ত। এত অধিক মূল্যে গাছ কার্পাসের বীজ খরিদ না করিয়া ব্রাহ্মণ বাড়ী হইতে এই বীজ সংগ্রহ করিয়া কতকগুলি গাছ করা প্রতি গৃহস্থের উচিত।

বীজের উপকারিতা।

কার্পাস বীজে প্রচুর তৈল থাকে। উহা ঘানিকলে পিষিয়া তৈল বাহির করা যায়। অলিভ তৈলের পরিবর্তে এই তৈল ইউরোপে অনেক স্থলে ব্যবহৃত হয়। এজন্য এদেশ হইতে ইউরোপে বীজ আমদানী করা হয়। ঘানিকলে এ দেশেও কার্পাস বীজ হইতে তৈল বাহির করান উচিত। কার্পাস বীজের তৈল গোমহিষাদির উপাদেয় পুষ্টিকর খাদ্য। দুগ্ধবতী গাভীকে কার্পাস বীজ খাইতে দিলে, খুব বেশী পরিমাণে দুগ্ধ দান করিতে দেখা গিয়াছে। কার্পাস বীজের তৈল ও উৎকৃষ্ট সাবানের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কার্পাস বীজ দ্বারা খৈল প্রস্তুত করা যাইতে পারে এবং উহা সার রূপে জমিতেও উত্তমরূপে ব্যবহার করিতে পারে।

বপন ও রোপণ।

"শত চাষে তুলা, তার অর্দ্ধেক মূলা;
তার অর্দ্ধেক ধান, বিনা চাষে পান।"

খনার এই বাক্যানুসারে তুলার জন্য কিছু বেশী চাষের দরকার। যতক্ষণ ভূমি সুন্দররূপে কর্ষিত না হবে, কার্পাসের চাষের উপযোগী হয় না। ভূমি যত গাঢ় হইবে, কার্পাসের শিকড় তত নামিয়া গাছ বৃদ্ধি পাইবে। গাছ তাড়াতাড়ি বাড়িলে ফলও তাড়াতাড়ি পাওয়া যাইবে এবং অধিক দিন ফলন দান করিবে। জমি গাঢ় করিবার সময় উহাতে পুরাতন গোবরের সার দেওয়া উচিত। উহাতে গাছ তাড়াতাড়ি বাড়িবে।

বর্ষা অন্তে ভাদ্র আশ্বিন মাসে স্বভাবতঃ ভূমি সিক্ত থাকে। তখন ভূমি কর্ষণ করিয়া সহজেই কার্পাসের ক্ষেত প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন চৈত্র বৈশাখ মাসে ও বৃষ্টি হওয়ার পর ভূমি কর্ষণ করিয়া বীজ বপন করা যাইতে পারে। এই সময়ের জন্য যে ভূমি নির্বাচন করা হইবে, উহা উচ্চ ভূমি হওয়া আবশ্যক, যেন উহাতে বর্ষার জল না উঠিতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে তুলা গাছের গোড়ায় জল উঠিলে, গাছ মরিয়া যায়। ভাদ্র, আশ্বিন কি কার্ত্তিক মাসে যে জমিতে বীজ বপন করা হইবে, উহা উচ্চ না হইলেও চলে। কারণ এই সময়ের ফসল বৈশাখ মাসের পূর্বেই উঠিয়া যাইবে। বোরের উপর কৃষকগণ যেরূপভাবে পাটের জমি প্রস্তুত করে, সেইরূপ ভাবেই কার্পাসের জমি প্রস্তুত করিতে পারে। কার্পাসের বীজ বপন ও রোপণের প্রণালী নানাবিধ:—

(১) জমি প্রস্তুত হইলে ধান কি পাটের ন্যায় ছিটে ভাবে বীজ ছড়াইয়া দিলে গাছ উঠিবে। এইরূপ স্থলে গাছ ১ ফুট পরিমাণ বাড়িলে ক্ষেতে নিড় দেওয়া প্রয়োজন হইবে। নিড় দিয়া আগাছা উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। এবং ২ কি ৩ হাত দূরে দূরে গাছ রাখিয়া অবশিষ্ট গাছ তুলিয়া ফেলিতে হইবে।

(২) জমি চাষ করিয়া তদকালীন ক্ষেতের মধ্যে ২ কি ২॥ হাত অন্তর এক একটী সারি বাঁধিয়া, উহাতে ২ কি ২॥ হাত অন্তর ১।২টী করিয়া বীজ ২ ইঞ্চি মাটির নীচে পুঁতিয়া

আবশ্যক হয়। চারটী করিয়া বীজ পোতা যাইতে পারে। এইরূপ স্থলে মাত্র ১টী গাছ রাখা গেলে অবশিষ্ট বাকীগুলি উঠাইয়া ফেলিতে হয়। কিন্তু অনুরূপ যোগ করিতে হয়।

(৩) পার্ব্বত্য অঞ্চলে গারো উপজাতি প্রভৃতি জাতি চুঙ্গে নানাপ্রকার বীজ একত্র লইয়া একটী গর্ত্তে পুতিয়া রাখে। যখন যে শস্য তুলিবার বা কাটিবার সময় হয়, তখন তাহারা সেই শস্য তুলিয়া বা কাটিয়া লয়। কিন্তু সমতল ভূমিতে এই প্রণালী কার্য্যকরী হইবে না।

(৪) অধিকন্তু সাধারণ ভাবে চাষ করিয়া একত্রে অনেকগুলি বীজ ফেলিয়া গাছ জন্মান যাইতে পারে। তৎপর জমি প্রস্তুত করিয়া ঐ গাছ তুলিয়া নিয়া ৯ কি ১০ হাত অন্তর রোপণ করা যাইতে পারে।

বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে ১২ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া লইলে সত্বর গাছ উঠিয়া থাকে। ভূমিতে যথেষ্ট রস থাকিলে জলে না ভিজাইলেও চলে। যদি ও বৃষ্টি অথবা ডোবা হইতে মাঝে মাঝে জল সিঞ্চন আবশ্যক। বৃষ্টি হইলে জল সেচনের আবশ্যকতা নাই। এত সব বিষয় লিখিয়া উপদেশ দেওয়া অনাবশ্যক; কারণ দেশের কৃষকগণ স্বভাবতঃ এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ। মোটের উপর পাটের জমিতে যেরূপ শ্রম ও যত্ন আবশ্যক, কার্পাসের জমিতে প্রথমতঃ সেইরূপ করিলেই চলে। তৎপর গাছ বড় হইলে, উহাকে কেবল রক্ষা করিতে হয়, অন্য কোনরূপ শ্রম বা অর্থব্যয়ের আবশ্যক হয় না। গাছ হইতে পাকা ফলগুলি তুলিয়া লইলেই তুলা পাওয়া যায়।

সার প্রয়োগ।

বঙ্গের উর্ব্বরা জমিগুলিতে আমাদের যে পরিমাণ শস্য উৎপাদিত হয়, এইরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বঙ্গীয় ক্ষেত্র নিচয়ে সার প্রয়োগ না করিয়াও কৃষককুল প্রচুর শস্য উৎপাদন করিতেছে। হায়! যেই দেশের প্রকৃতি এমন সোনা ফলাইতেছে, সেই দেশের অধিবাসীগণ অন্ন বস্ত্রের কাঙ্গাল। তাহারা দারিদ্র্যের তাড়নায় প্রপীড়িত। অজ্ঞানের জ্বালাই বিষম! বাঙ্গালি, আপন পায় ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখিলে তোমার সকল অভাব দূর হইয়াছে, সকল জ্বালা ঘুচিয়াছে।

যদিও সার প্রয়োগ ব্যতীত শস্য উৎপাদিত হইলেও সার প্রয়োগের উপকারিতা যে নাই, এমন নহে। কৃষকগণ ধান ও পাটের জমিতে মাঝে মাঝে সার প্রয়োগ করিয়া খুব বেশী পরিমাণ ফসল পাইয়া থাকে। কার্পাস ক্ষেত্রেও সার প্রয়োগ করিলে ফসল অধিক হইবে, সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ গোবরের সারই কার্পাস ক্ষেত্রের পক্ষে যথেষ্ট। তদভাবে কাঠের ছাই ও গোয়ালঘরের আবর্জনা ব্যবহার করা যাইতে পারে। সম্ভব হইলে কিছু হাড়ের গুঁড়া ও কিছু গোবর চুন ২।০ মাস পচাইয়া সাররূপে ব্যবহার করিলে উৎকৃষ্ট ফসল পাওয়া যাইবে। এই সকল সার ধান ও কার্পাসের চাষের জন্য বেশ প্রযোজ্য।

বার্ষিক কার্পাসের গাছ বড় হইলে পরেও গোড়ায় গোবরের সার, খৈল ও উহাদের সাথে দেওয়া আবশ্যক, হাড়ের ও সোরার ছিটা, ঘাস পাতা প্রভৃতি পরিত্যক্ত জিনিষ সার রূপে দেওয়া যাইতে পারে। ১০ হাত দূরে দূরে ১ হাত দৈর্ঘ্য ১ হাত প্রস্থ ও ১ হাত গভীর এক একটী গর্ত্ত করিয়া উহাকে গোবরের সারযুক্ত আলগা মাটি দ্বারা পূর্ণ করিয়া উহাতে এক একটী গাছ কার্পাসের গাছ রোপণ করিলে গাছ সতেজ হইবে, ও তাড়াতাড়ি বাড়িবে। তৎপর গাছ বড় হইলে গোড়ায় উপরের লিখিত সারও দেওয়া যাইতে পারে। গাছ পুরাতন হইলে ফল ছোট হইতে থাকে। তখন ফল তোলার পর যথাসময়ে গাছের পুরাতন ডালগুলির অগ্রভাগ কাটিয়া দিলে যে নূতন ডাল বাহির হইবে, তাহাতে আবার ভাল ফসল হইতে থাকিবে।

উপসংহার

পৃথিবীর প্রায় সকল উষ্ণ দেশেই কার্পাসের চাষ করিলে ফসল জন্মিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশেই কার্পাস ভালরূপে হয়। যাহা হউক, আমাদের জল বায়ু যে কার্পাস চাষের উপযোগী, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমেরিকার ও মিশর দেশে প্রচুর পরিমাণে গাছ (ক্ষেত্র) কার্পাস জন্মিয়া থাকে। ভারতের বারোমাসের কার্পাস ঐ জাতীয় ও সমতুল্যই। উক্ত বীজ আনাইয়া বঙ্গে উহার চাষ করাইলেও ভাল তুলা জন্মান যাইতে পারে। ভারতের কানপুর, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে যে তুলা জন্মে, তাহাও উৎকৃষ্ট।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি হইতে কিছু বারোমাসের কার্পাসবীজ সংগ্রহ করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে উক্ত বীজ ১১ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে উক্ত কংগ্রেস কমিটীর আফিসে রক্ষিত আছে। উক্ত বীজ আরও আনাইয়া দেশে বহুল পরিমাণে তুলার চাষ করান উচিত। অনেক স্থলেই ভাল তুলার অভাবে লোকের সূতা কাটিবার উৎসাহ ও চেষ্টা কমিয়া যাইতেছে। দেশে যত বেশী তুলা উৎপন্ন হইবে, ততই উহা অল্পমূল্যে পাওয়া যাইবে। তুলার মূল্য কমিয়া গেলে সূতা ও কাপড়ের মূল্যও কমিয়া যাইবে।

বঙ্গের পার্ব্বত্য অঞ্চলে কাপাসের চাষ দিন দিন বাড়িতেছে। বঙ্গের ধনীলোকগণ ও যৌথ ব্যবসায়ীগণ তুলার চাষের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিলে অপেক্ষাকৃত অল্প মূলধনে ও অনায়াসে বহুল পরিমাণে তুলা জন্মাইয়া লাভবান হইতে পারেন। দেশ-প্রাণ কর্ম্ম-প্রবণ যুবকবৃন্দ এই বিষয়ে উৎসাহী হইলেও দেশের ও দশের মহান উপকার সাধিত হইতে পারে।

চরকায় সূতাকাটা বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ আলোচনায় অঙ্গীভূত বিষয়, কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোক এখনও এই অত্যাবশ্যক বিষয়ে অনভিজ্ঞ। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে। যাহাতে ঘরে ঘরে সূতা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বস্ত্রবয়নে সকলের আগ্রহ জন্মে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান কর্ত্তব্য

[শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন]

মহাত্মা গান্ধীর প্রচারিত অসহযোগিতা বর্জ্জন নীতির নামান্তর হইতেছে অহিংস-বিপ্লব। আমরা আমাদের শরীর ও মন দিয়া সেই শক্তিরই পোষণ করিতেছি যাহা অজ্ঞাতসারে আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে। সেইটা বুঝিয়া আমাদের এই অপব্যয়িত শক্তিকে পুনরুদ্ধার করিয়া রাখিতে হইবে এবং সুনিয়ন্ত্রিতভাবে তাহাকে নিয়োগ করিতে হইবে। যে কাজ করিয়া আমরা আমাদের প্রাণ শক্তিকে আরো দুর্ব্বল করিতেছিলাম, সে কাজ না করিয়া সেই শক্তিকে আত্মগঠনে ব্যয় করিতে হইবে। অর্থাৎ নিজের কুঠার দিয়া সেই ডাল কাটিতেছিলাম যাহাতে আমাদের আশ্রয়; অতঃপর সে ডাল যাতে না কাটা যায় তাহাই করিতে হইবে।

মহাত্মা তাঁহার স্বরাজ সাধন বা স্বরাজ লাভের পথা নামক পুস্তিকায় অহিংস বিদ্রোহ শক্তি কি করিয়া লাভ করিতে হইবে তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় হীনতা অধীনতার মূলে তিনি বলেন ইংরাজশাসন তত নহে যত পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষ। এই পাশ্চাত্যসভ্যতার মূলসূত্র হইতেছে দৈহিক প্রবৃত্তির চরিতার্থ করিয়া ভোগ সুখ বৃদ্ধি ও ভোগ সুখের নিত্য নূতন পন্থার আবিষ্কার। পারমার্থিক তত্ত্বকে অস্বীকার করিয়া ঐহিক তত্ত্বের অনুষ্ঠান করাই বিলাতী সভ্যতার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাদের সভ্যতা ইহার বিপরীত আদর্শে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং বহু শতাব্দী ধরিয়া আমরা পারমার্থিক উন্নতিকে চরমতত্ত্ব ভাবিয়া ইহকালের সংসার জনকাট অনেক কমাইয়া আনিয়াছিলাম। ফলে আমরা ঐহিক হিসাবে দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লই। ফলে অল্পেতুষ্ট হইয়া জীবন যাপন করাটা আমাদের সহজ অভ্যাস হইয়া পড়ে। যে পারমার্থিক সম্পদের লোভে আমরা ইহকালকে তাচ্ছিল্য করিয়াছিলাম তাহা পাইয়াছি কি না সে লইয়া কলহ করিব না, তবে আমরা সংসারের দিক দিয়া দরিদ্র ও আনাড়ী হইয়া পড়ি। এই অবস্থায় আমরা ভোগপন্থী ইংরাজ জাতির কবলে আসিয়া পড়ি। কতক বা লোভে কতক বা বুদ্ধির দোষে, বাকী গায়ের জোরে আমরা পাশ্চাত্য জীবন প্রণালীর উপাসক হইয়া পড়ি। তাহাদের যেটা ভোগ হইলেও বা হয় আমাদের তাই হইল। আমাদের সাদাসীধেভাবে বর্জ্জিত বহু-দামের জিনিষের বেশী কাটতিই বিলাতী বিলাস দ্রব্যের আমদানীতে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যাহা প্রথম সখের ও সাধের বস্তু ছিল তাহা নিত্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল। আমাদের নিজের হাতে গড়া অভাবের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে লাগিল এবং এই সব অভাব পূরণের জন্য বেশী অর্থ অর্জ্জনের জন্য আমরা সুখশান্তিপূর্ণ পল্লীমাতের কোল ছাড়িয়া যেন পাপ পূর্ণ শহর নগরীতে বাস তুলিয়া আনিলাম। আর সরকারী বেসরকারী অফিস আদালতে গোলামি করিতে মাথা পাতিয়া দিলাম। কেমন করিয়া জানিনা সমগ্র জাতির শিক্ষার একটা অঙ্গ হইল এই মনে করা যে চাকরীই বড় গৌরব সম্মানের জননী, কৃষিবাণিজ্য তা নয়। আর এই চাকরীর মূলধন ও সরবরাহ করিবার জন্য শাসন-সম্প্রদায় এক অভিনব শিক্ষাতন্ত্র খুলিয়া দিলেন। আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইল, বাল্যাবধিকালে এই শিক্ষা লাভান্তে গোলামী করা।

মহাত্মা গান্ধীই সর্ব্বপ্রথম আঙ্গুল দেখাইলেন যে এই চাকরী লিপ্সাই সব রোগের মূল। আর আমাদের বিলাতী বিদ্যালয়গুলিই এই চাকরী-লিপ্সার যোগান্দার, আর বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীই এই বিদ্যালয়গুলির বহ্নির ইন্ধন। আমাদের স্বাভাবিক যে দুটী অভাব অর্থাৎ মোটা ভাত আর মোটা কাপড় তা ছাড়া যত কৃত্রিম অভাব তাহার সংখ্যা কমাইতে হইবে। এই অভাবগুলি নাশ করিতে পারিলে আর চাকরীলিপ্সা থাকিবে না অর্থাৎ গোলামীর দাম খুলিয়া যাইবে। আর এই অভাবগুলি কমাইতে হইলে বিলাতী শিক্ষার কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইবেই। এই বিলাতীশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিই আমাদের পরোক্ষভাবে দাসত্ববৃত্তির পরিপুষ্ট করিয়াছে। এই সব বিদ্যায়তনের কলকারখানায় সমস্তপ্রকার চাকুরী জীবীর দল বাড়াইয়া তুলিতেছে। এখনকার ছাত্রেরা ভবিষ্যতের শাসনযন্ত্র এবং এই যন্ত্রকেই চালিত আমলাতান্ত্রিক শক্তির সহিত সহযোগিতা করিতেছে। সুতরাং সহযোগিতা বর্জ্জনের মূলে অর্থাৎ বিলাতী শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত প্রয়োজন। এই জন্যই ছাত্রদের বর্ত্তমান শিক্ষাতন্ত্রের হাত হইতে ছিনাইয়া লওয়া দরকার।

অতঃপর উহাদিগকে সেই শিক্ষাতন্ত্রের অধীনে আনিতে হইবে যাহা উহাদিগকে অর্থাৎ ভারতের ভবিষ্যৎ বংশধর জাতিকে জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার উপযুক্ত করিয়া তুলে। যে শিক্ষা অনায়াসে জাতির মৌলিক অভাব দুটী অর্থাৎ অন্ন বস্ত্রের অভাব দুটী সহজে পূরণ করিতে পারিবে, জীবনযুদ্ধে জয়ী হইয়া টিকিয়া থাকিবার মত যে শিক্ষা, আমাদের এই নব শিক্ষাতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে।

পাশ্চাত্যসভ্যতা আমাদের মনে যে সব বিজাতীয় কৃত্রিম অভাব জাগাইয়া দিয়াছে তাহা সব আগে কমানো দরকার। এই জন্যই মহাত্মা গান্ধী বলিতেছেন ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার প্রচলন কর। এই শিক্ষা পূর্ব্বের মত আমাদের মধ্যে সেই ভাব জাগাইয়া দিবে যাহাতে পারমার্থিক কল্যাণার্থে জীবন সাধনার প্রথম লক্ষ্য হইবে।

উচিত অভাবকে জয় না করিতে পারিলে পরমুখাপেক্ষিতা কমিবে না। এবং যাহা হইতে সেই সব অনাবশ্যকীয় জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে। বিলাসিতার মোহ হইতে যতদিন তপস্বী না হইবে ভোগবিমুখ হইবে না। এই ভাবে গড়িয়া উঠিলে জীবনে অভাব বোধ কামনা প্রবল হইবে না। কাজেই সমস্ত জীবন সংযত করিতে পারিবে, এবং বিলাসিতাভোগের জন্য অর্থ লোভের অন্যায় ভাবে পরের দ্বারস্থ হইতে হইবে না। লোভের দাসত্ব ঘুচিলে পরের দাসত্ব আকাঙ্ক্ষা করিবে না। পরের দাসত্ব ত্যাগ করিতে পারিলেই স্বাবলম্বিতা আপনি বর্দ্ধিত হইবে।

আমাদের যে সব অভাব তাহাই দূর করিতে গিয়া আমরা পরের অধীন হইয়া পড়িয়াছি এবং উপায়ান্তর না থাকাতে তাহাদের কাছেই অভাব দূরীকরণের আবেদন নিবেদন করিতেছি। যাহা করা পরের দরকার নয়, পরন্তু তাহাই স্বার্থে বাধা পড়ে। কাজেই নিজের অভাব নিজে দূর করিতে পারিলে পরের অধীনতা আপনি ঘুচিবে।

এই যে নিজের অভাব ঘুচাইয়া পরের অধীনতা বা পরমুখাপেক্ষিতা দূর করা ইহাই অহিংসামূলক বিদ্রোহ। ঘোড়া ভুসিদানার অভ্যাসে অভ্যস্ত বলিয়াই লোকের গাড়ীটানায় ঘাড় পাতিয়া দিয়াছে; এবং চাবুক খাইতেছে। তার যদি চাবুক খাইতে ইচ্ছা না হয় তাহা হইলে লাগাম মুখে দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে মনিব তাহাকে ছাড়িবে না; চাবুকের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে ভুসিদানার লোভ ছাড়িয়া মাঠের ঘাসে সন্তুষ্ট হইতে হইবে। আমাদেরও ঠিক তাই। আমরা যদি বিলাতী বিলাসের লোভ ছাড়িয়া মাঠের ঘাসে ও তাঁতের কাপড়ে সন্তুষ্ট হই তাহা হইলে ল্যাঙ্কাশায়ারের লাগাম মুখে পরিয়া জুতা খাইবার অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি। মনিবের গাড়ি না টানিয়া গাড়ী না চালাইয়া দানাভুসির লোভ ছাড়িয়া মাঠের ঘোড়া মাঠে চরিয়া খাওয়াকেই ননকোঅপারেশন বলে। ইহা পূর্ণ অহিংসামূলক।

মহাত্মা গান্ধী বলেন এই নীতি সকলকে অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ আমাদের যে অবস্থা তাহাতে এই নীতি অবলম্বন ছাড়া নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়। ইহার সততা ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে কেহ অসম্মত নহেন। যদি কোনো পশু বাঘের মতন আমাদের আক্রমণ করে তবে শরীর দুর্বল নিরস্ত্র, আমাদের হিংসাপন্থা অবলম্বন অসম্ভব। মানব শক্তি লক্ষ্য করিয়া আমাদের সহযোগিতা বর্জ্জন পন্থা ধরিতেই হইবে। তাঁহারা বলেন অহিংসাপন্থায় থাকিয়া আইন সঙ্গত আন্দোলন করে আমরা সিদ্ধি লাভ করিব তাঁহারা সিদ্ধি বলিতে কি বুঝেন জানি না। যাহার গাড়ী আছে তাহার ঘোড়া না হইলে চলিবে না; আইন সঙ্গত আন্দোলনে ঘোড়া যে গাড়ীটানা দায় হইতে মুক্তি পাইবে একথা বাতুল না হইলে বিশ্বাস করে না। তবে যদি ঘোড়া আন্দোলন করে একদিন না একদিন মনিবের বৈরাগ্য উদয় হইবেই ও ফলে গাড়ী বর্জ্জন হইবে এবং সে মুক্তি পাইবে, তবে সে কথা কত দূর সত্য সংগত তাহা জানি না। ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরাজের এই মনিব ঘোড়ার সম্বন্ধ। অধুনা ইংরাজদের বৈরাগ্য উদয়ের কোনো লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। কাজেই বুঝা যাইতেছে যে ঘোড়ার দানা ভুসির লোভ ত্যাগ করিয়া **বর্জ্জন করাই একমাত্র উপায়।**

শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশের
নূতন পুস্তক—
(১) কাব্যের কথা
(২) দেশের কথা
(৩) স্বরাজ সাধনা
শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।
প্রকাশক—শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

Sj. Chittaranjan Das's
Life Sketch in English
(in course of preparation)
by
Sj. Sukumarranjan Das
author of
Sj. Das's Bengali
Biography.
To be had of—
The Indian Book Club,
College St. Market, Calcutta.

প্রোলিটেরিয়েট—একবেলার পয়সা জোটে না ও কাপড় খোলা লেখা, ১ম খণ্ড, পয়সা জোটো, শ্রীবিনয়ভূষণ রায় প্রণীত, মূল্য ।॰ চারি আনা, পৃঃ ২০,

চরকা শিল্প শিক্ষা প্রণালী—শ্রীকুমুদিনী মিত্র প্রণীত মূল্য ৵৫ পাঁচ পয়সা, ৮ পৃঃ।

ভারতের মুক্তির পথ (ক্যাপটেন এণ্ড্রুজের বক্তৃতার অনুবাদ) শ্রীসরোজকুমার সেন, মূল্য ।॰ চারি আনা, পৃঃ ১৬।

পথ—শ্রীনগেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত, পৃঃ ১৬, মূল্য ৴১০ ছয় পয়সা।

প্রকৃত গোলাম কাহারা? আমরাই বিপ্লব—শ্রীবিনয়ভূষণ রায়, মূল্য ৴১০ পয়সা, পৃঃ ২১।

এই চারিখানি গ্রন্থের প্রাপ্তিস্থান—২ নং, রামমোহন রায় রোড, কলিকাতা।

বিনিময় ঃ—আত্মশক্তি, সত্যবাণী

দি ভারত টেক্সটাইল প্রিন্টিং ওয়ার্কস

খদ্দর ধুতি! খদ্দর শাড়ী!! খদ্দর চাদর!!!

মনোরঞ্জন পাড়,—ছাপার ও ফুল তোলা কমিজ শার্ট, কোট, পাঞ্জাবীর কাপড়

নমুনা দেখিবার ও অর্ডার দিবার স্থান:—

ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব অফিস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, (দোতালা) কলিকাতা।

নারায়ণ

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আগামী অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ হইতে নারায়ণের নূতন বর্ষ আরম্ভ হইবে। এ বৎসর হইতে **শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ** মহাশয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধানে নারায়ণ প্রকাশিত হইবে। নানাভাবে প্রবন্ধ ও উপন্যাস সম্ভারে নারায়ণের সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা হইবে। **শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** মহাশয় প্রবন্ধ গল্প ও উপন্যাস লিখিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় অগ্রহায়ণ হইতে প্রবন্ধ লিখিবেন। আরও বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ নিয়মিতরূপে নারায়ণে লিখিবেন। যাঁহারা অগ্রহায়ণ হইতে গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক হ'ন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় মণিঅর্ডার ডাকে বার্ষিক মূল্য চারি টাকা পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। যাঁহারা গ্রাহক হইতে অনিচ্ছুক তাঁহারা পূর্ব্বেই পত্রযোগে অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন, নতুবা ভি পিঃ ফেরৎ আসিলে আমাদিগকে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৭নং ভবানী দত্ত লেন,
কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ
নারায়ণ

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত

নবযুগের সাপ্তাহিক মুখপত্র—

“বাঙ্গলার কথা”

নিয়মাবলী।

নগদ মূল্য ৴৹ এক আনা।
ডাকমাশুল সমেত
৬ মাসের জন্য ২।৹, ১ বৎসরের জন্য ৪৲ টাকা।

মূল্য অগ্রিম দেয়

পত্রাদি লিখিবার সময় “গ্রাহক নম্বর” ও ঠিকানা [illegible] স্পষ্ট করিয়া লেখা চাই।

“বাঙ্গলার কথা” যদি যথা সময়ে পাওয়া না যায় তবে সেই সপ্তাহে [illegible] ডাক-বিভাগের [illegible] আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইবেন।

রিপ্লাই কার্ড অথবা জবাবী টিকিট না দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

গ্রাহক হইতে হইলে [illegible] মূল্য মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইতে হইবে।

[illegible]

এজেন্ট হইবার নিয়ম

[illegible]

সপ্তাহে ২৫ খানি	জমা ৫৲ টাকা
„ ৫০	১০৲ টাকা
„ ৭৫	১৫৲ টাকা
„ ১০০	২০৲ টাকা

[illegible]

অবিক্রীত কাগজ ফেরত লওয়া হইবে না।

বিজ্ঞাপনের মূল্য

[illegible]

কর্মকর্ত্তা—
“বাঙ্গলার কথা”
৭ নং ভবানী দত্ত লেন, পোঃ বহুবাজার, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান বুক্‌ক্লাব,

কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট—কলিকাতা।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের কবিতা গ্রন্থাবলী—
কিশোর কিশোরী ১৲ অন্তর্যামী ৸০ মালা ৸০
মালঞ্চ ৸০।

শ্রীহেমন্তকুমার সরকারের পুস্তকাবলী :—

১। ছায়াবাজি (নূতন ধরণের গল্পের বই)

বিষয়-সূচী :—অলকনন্দা, বাইজি, ভিখারী; কেরাণীবাবু, চাঁদ-মামা, পানওয়ালী; আজকালি, কেরিওয়ালা; বেলের চিঠি, মিলন; মুক্তি; নরকের দ্বার। মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

২। পষ্টকথা।

বিষয়-সূচী :—আধ্যাত্মিক হুজুগ, ইংরেজির কদাচার, দলাদলের চোপাপাড়া, শিক্ষকের গোলামি; আমাদের দেশ, বাঙালীর বাবুয়ানি, গোলামখানার শিক্ষা। মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র।

৩। উল্টোকথা।

বিষয়-সূচী :—বর্তমান বাঙলা সাহিত্য; আর্টের নবজন্ম; আর্টের জীবন; হাল্‌কা সাহিত্য; [illegible] লীলা; বাঙলা কাব্যে একটি নূতন সুর; "হীনাস্বরের বাণী"; কৌলীন্য ও প্রয়োজন, বাঙালীর আধ্যাত্মি; ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের দান; ভারতের সাধারণ ভাষা; বিদেশ হইতে ভারত। মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

৪। যুগ-পথ।

বিষয়-সূচী :—জাতীয় মোড়কে ঘরে ঘরে, [illegible] পূজা, রাসলীলা; সমাজের ডিগ্‌বাজি, [illegible]; আধ্যাত্মিকতা বনাম কর্ম। মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

"ভারতরঞ্জন চিত্তরঞ্জন"

চিত্তরঞ্জনের ভাগ্নী শ্রীঅপর্ণা [illegible] প্রণীত। এ পর্যন্ত চিত্তরঞ্জনের যে কয়খানি জীবনী বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে এই খানিই সর্বশ্রেষ্ঠ,—ইহাই একমাত্র সম্পূর্ণ ও বিশদ জীবনী। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

"শ্রীঅরবিন্দ"

অরবিন্দ ঘোষের নাম স্বদেশে সুপরিচিত, কিন্তু তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত অতি অল্প লোকেই জানেন। তাই এই সচিত্র জীবনী খানি সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিলাম। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্তরঞ্জনের বড় ছবি

(তিন রঙা)

লাভের টাকা "নারী-কর্মমন্দির"এ যাইবে।
মূল্য প্রতি কপি ।০ আনা মাত্র

"লেনিন"

রুশিয়ার বোলশেভিক গভর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি লেনিনের নাম আজ সকলেই জানেন। এই অদ্ভুতকর্মা জননায়ক রুশিয়ায় কিরূপ অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, তাহা এই জীবনী পাঠে জানা যাইবে। শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষ প্রণীত। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

"স্বরাজ ও খলিফত"

"স্বরাজ ও খলিফত" প্রভৃতি বলিলে কি বুঝায়, তাহার স্পষ্ট ধারণা আমাদের অনেকেরই নাই। লেখক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই বর্তমান আন্দোলনের মূলসূত্র ও বিষয়গুলি সহজ কথায় সাধারণকে বুঝাইতে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। মূল্য তিন আনা মাত্র।

"বিশ্বভারত"

(বিশ্বসভ্যতায় ভারতের দান)

শ্রীঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। (যন্ত্রস্থ)

"স্বদেশ রেণু"

এই কবিতাগুলি পড়িয়া যে ছোট ছেলেমেয়েরা শুধু আনন্দ পাইবে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনে স্বদেশ প্রীতি অঙ্কুরিত হইবে। স্বদেশের প্রত্যেক মায়ের কাছে এই বই এক একখানি থাকা উচিত।

শ্রীজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

"পল্লীব্যথা"

এই কবিতাগুলিতে পল্লীজীবনের দুঃখময় করুণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "বাংলার অন্তরের প্রাণের দুঃখ দৈন্য যেরূপ অন্তরে [illegible] আর কেহ তেমন করে ফুটাইতে পারেন নাই।"

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।
মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

"A MESSAGE OF HOPE"

By P. K. Sarker, M. A.—An explanation of Prabhu Jagatbandu's mission.—Price As 5.

"NON-CO-OPERATION"

Four lectures delivered by Mr. B. C. Pal, discussing the Present Situation with Special reference to the Khilafat, pointing out the need of the measure and explaining its meaning and method. Reduced Price As 8.

Printed by—Hemanta Kumar Sarkar, at the Metcalfe Press, 79 Balaram Dey Street
and Published from 7 Bhobani Ch. Dutt Street, Calcutta.

বাঙ্গলার নবযুগের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বাঙ্গলার কথা

সম্পাদক—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা

সহকারী সম্পাদক—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

নগদ মূল্য এক আনা

প্রথম ভাগ { কলিকাতা, শুক্রবার, ১৮ই নভেম্বর, ১৯২১ ; ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ } ৭ম সংখ্যা

এক বৎসরে স্বরাজ

[শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ]

স্বরাজ যে আসুক, স্বরাজকে যে আসুতেই হবে সে বিশ্বাস হৃদয়ে আমার ; তার আগে যারা দাবী কর তার আগে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝ যে, যতদিন [illegible] না ক'রতে পার ততদিন [illegible] অর্জন ক'রবে না। যে সাধনায় তাকে [illegible] অবশ্য [illegible] করেন না—যে নিজেকে নিবেদন না করে, যে নিজেকে উৎসর্গ না করে, যে জাতির উদ্ধারের জন্য সকল কষ্ট সহ্য না করে—মৃত্যু পর্য্যন্ত বালিদানে বরণ না করে, সে জাতির স্বরাজ উদ্ধার বিড়ম্বনা মাত্র। স্বরাজ যদি চাও, ছাড় ঘৃণা তর্ক আনাও সে বিশ্বাস—আমাদের ভগবানের উপর বিশ্বাস—তার যে স্বাধীন সমস্ত জাতির যেমন একটা অধিকার আছে, একটা কর্ত্তব্য আছে, একটা ধর্ম্ম আছে, একটা স্বভাব আছে—এই ভারতবর্ষের নবীন জাতি, এরও একটা অধিকার আছে, একটা কর্ত্তব্য আছে, একটা প্রকৃতি আছে, একটা স্বভাব আছে—তাকে উপলব্ধি কর। যেদিন এটা উপলব্ধি ক'রবে—যে মুহূর্ত্তে ভারতের নরনারী এ স্বরাজকে—নিজের অন্তরের যে স্বরাজ—সে স্বরাজকে উপলব্ধি ক'রবে, সে মুহূর্ত্তে শুধু "ব্রিটিশ পার্লামেন্ট্" কেন, জগতের সকল জাতি সে স্বরাজকে স্বীকার ক'রবে—স্বীকার ক'রতেই হবে। এই স্বরাজ হ'লে তারপর শাসন প্রণালী (System of Government); কেমন হবে [illegible] পারে—স্বরাজ চাই স্বতন্ত্র হবে। যত রকম শাসন প্রণালী হ'তে পারে, তার মধ্যে আমার মনের মত যেটা তার শাসন প্রণালী ব'লে মনে হবে—তাই গড়ি। আমার মনে যে শাসন প্রণালীর কথা জাগ্‌ছে, সেটা কোন দেশের মত নয়—আর পড়েছি যা দেখেছি তার মত নয়, কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের এই নবীন জাতির যে প্রকৃতি—আমাদের যা আদর্শ—আমাদের শক্তি দেশের জীবনে যার প্রকাশ পাওয়া যায় তার সঙ্গে একটা যোগের সম্বন্ধ আছে বলে মনে হয়, তাই মনে বিশ্বাস। এখানে কি যে শাসন প্রণালী হবে—কোন্‌খানে ক্ষমতা থাক্‌বে, কার হাতে থাক্‌বে, কটা পুলিশ থাক্‌বে, সৈন্য থাক্‌বে কি না অথবা পুলিশ থাকা উচিত কি না—সে সব কথা এখন ভাব্‌বার কি দরকার? আমার মনে হয় [illegible]—আগে ভারতবর্ষের নরনারী এক কথা স্বরাজের মর্ম্ম উপলব্ধি কর—তোমাদের জন্য উপলব্ধি কর। তারপর কটা পুলিশ থাক্‌বে কটা সৈন্য থাক্‌বে, কটা দেশী ম্যাজিষ্ট্রেট থাক্‌বে তার আলোচনা করো। এখন যারা এসব কথা বলেন তারা স্বরাজে বিশ্বাস করে না। তারা বিলাতের [illegible] করে বিলাতের ইতিহাস তারা মনে করে যেন এমন একটা সম্বন্ধ বিলাতের সঙ্গে ভারতের আছে যাতে বিলাতের ইতিহাসের প্রবাহ অনুসারেই ভারতের ইতিহাস প্রবাহিত [illegible] তাদের উন্নতি যে ভাবে হয়েছে আমাদের উন্নতিও ঠিক সেই প্রকারে হবে। তারা স্বরাজের কথা কি বুঝ্‌বে? চণ্ডীদাসের একটি গান আছে; আমি [illegible] প্রতি দেশবাসী নিবেদন করছি—সে গানটি এই :—

"সহজ না [illegible] স্বরাজ সাধনে
যেমন সাহসে যারা
কাম নাই [illegible] তাদের [illegible]
বাহিরে দেখে তারা।"

যারা স্বরাজ-সেবক—যারা মর্ম্মে মর্ম্মে স্বরাজের গৌরব অনুভব করে, তারা বাহিরে মশ্‌গুল থাকে। কি আর

তাদের সম্বন্ধে—কি ক'রে তাদের তর্ক করবে? তারা যে মনে মনে জানে তারা স্রোতের ধারায় ভেসে যাবে। তুমি যদি তাদের মন জানিতে চাও এই যে কথা এ কি প্রকার উত্তর ব্যাপার কি, গুণ কি, কোন দিকে স্রোত—এ সব ভেবে-চিন্তে কাজ করতে যাও—আমি জোর ক'রে বলি হাঁ'কে ঝাঁপ দাও, সাঁতার শেখ। আর তুমি যত তর্ক, আর তুমি পণ্ডিত নিয়ে থাক, দেখ—তর্ক কর, যুক্তি কর—মানুষের অপব্যবহার করো—যোগ কর বিয়োগের দিকে ভাবও কিছু আবশ্যক আছে, তাই তুমি করো; কিন্তু যেদিন স্বরাজের ডাক শুনবে, সেদিন আর উপদেশ দিতে আসবে না—তর্ক ক'রতে আসবে না—ভেসে চ'লে যাবে। এক বৎসরে স্বরাজ কি ক'রে হবে—অসম্ভব কথা! তাঁরা বলেন এক বৎসরে হওয়া যখন সম্ভব নয়, তখন কাজ ক'রে লাভ কি—সুতরাং শুয়ে থাকা ভাল!! নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—শুয়ে থাকা ভাল, কারণ এতে কোন কষ্ট নেই—বৃথা পরিশ্রম ক'রে লাভ কি!! আমি তাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো—এ কথা কি তাঁদের মনের কথা না একটা তর্কের কথা—একটা কাজ না করবার ছুতো? বাস্তবিক যদি প্রাণের কথা হয় তবে অবশ্য তাঁরা এ বিষয়ে ভেবেছেন। যদি তাঁদের মনে হয়ে থাকে এক বৎসরে হবেনা অথচ তাঁরা স্বরাজ চান্—স্বরাজের তৃষ্ণা তাঁদের মনে প্রাণে জেগেছে এমন যদি হয়, তবে আমি জিজ্ঞাসা করি তাঁরা কি ভেবেছেন কত বৎসরে হবে? আমি স্বজনকে জিজ্ঞাসা করি, বলে, বলতে পারিনে—ভাবিনি ইত্যাদি। তা' হ'লে কি বুঝতে হ'বে? স্বরাজের তৃষ্ণা এখনও জাগে নি—তারা তৃষ্ণাতুর নয়, তাই তারা স্বরাজের স্বরূপ কল্পনা করে না—স্বরাজ অর্থে বুঝে, representative government, বিলাতের parliamentary government যে রকম parliamentary government বিলেত থেকে ভেসে আসে না। আমি বলি মনকে কোন বাঁধ দিও না—যেটা ভাল সেটাকে গ্রহণ ক'রতে ভয় করিও না, মিথ্যা কথার আশ্রয় দিও না। তুমি যদি বাস্তবিক স্বরাজ-প্রার্থী হও তবে তাই এক বৎসরে কি আর পাঁচ বৎসরেই কি, এতে তোমার মনের ভাবনা? অনর্থক ভাবনা কেন? যদি স্বরাজ-প্রার্থী হও, কাজ ক'রতে হবে। বিধাতা কি কবে তা আকাশ থেকে ফেলে দেবেন? স্বরাজ ত তোমাদের চেষ্টার উপর নির্ভর করে। যদি মনে কর ১ বৎসরে হবেনা—আচ্ছা ২, ৩ অথবা ১০ বৎসরেই হোক। যদি স্বরাজ চাও, কর্মক্ষেত্রে নাম। ক্ষতি কি? বিধাতা যদি এক বৎসরে না দেন, ২ বৎসরে দেবেন। আমার কথা মিথ্যা হোক তাতে কি আসে যায়? তোমার যা কর্ম, পালন কর—আমার যা কর্ম আমি পালন ক'রছি। আমি বিশ্বাস করি এক বৎসরে হ'বে। আমার বিশ্বাস না হয় ভুল—তোমার বিশ্বাসই ঠিক। কিন্তু তোমার যে বিশ্বাস নেই—তোমার যে একেবারে বিশ্বাস নেই, সেই জন্যই গলদ। এ যদি বুঝতাম তোমরা স্বরাজ-প্রার্থী—স্বরাজ বাস্তবিক চাও, কিন্তু মনে কর যে এক বৎসরে সমস্ত কাজটা হ'য়ে উঠবে না—এ যদি ধারণা ক'রতাম, তা' হ'লে তোমাদের হাত ধ'রে টেনে, কর্মক্ষেত্রে নামাতাম, জোর দিতাম না—ব'লতাম এক বৎসরে না হোক, ২ বৎসরে না হোক্ তাতে ক্ষতি কি? স্বরাজ ত চাই—স্বরাজ ত পেতেই হ'বে। বেলা যে বয়ে যায়—সময় যে আর নেই ভাই। এ শুভমুহূর্তে এস ভাই আজ জ্ঞান কর্মের মিলন দিয়ে ভারতবাসীর মধ্যে যে স্বাধীনতাকামী দেবতার জন্ম হ'য়েছে সকলে মিলে তা'কে আহ্বান ক'রে নিয়ে আসি।

যুবরাজের সম্মান

[ইয়ং ইণ্ডিয়া]

"পাঠক এই প্রবন্ধের শিরোনামা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন না। যদি যুবরাজ ঔপনিবেশিক আত্মার কোনও প্রতিভূ হইতেন,—প্রতিবেশিগণ নীচ স্বার্থসাধনের জন্য তাঁহাকে অবশ চালিত করিত,—তিনি তাহাদের স্বরাজ হওয়ায় আমার বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত,—এইরূপ স্থলে প্রতিবেশিগণ তাঁহাকে আমাদের গ্রামে লইয়া আসিলে তাঁহাকে সম্মানের নামে কল্পনা করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত উৎসবাদি বর্জ্জন করিয়া অসহযোগভাবে তাঁহাকে প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া দিলেই কি তাঁহার প্রতি সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করা হয় না? প্রতিবেশিদের ফাঁদে যাহাতে তিনি না পড়েন, এরূপ তাঁহাকে সতর্ক করিয়া না দিলে কি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় না?

"ভারতের 'সমাচার' পুলিশ শাসনের বিজ্ঞাপন দেখাইবার এ যুবরাজের ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্য সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আর ভারতের সর্ব্বত্র অসন্তোষ, জনসাধারণ কর্ত্তৃক শাসনপ্রণালীর প্রতি সম্পূর্ণ বীতরাগ, পুলিশের ও সাম্রাজ্যের রক্ষিবর্গের দুর্বিষহ বিষম প্রকোপ, মালাবারে সমর বিদ্রোহ, এ অবস্থায় যুবরাজকে তাঁহার আমোদের জন্য ভারতে আনয়ন করা,—আমাদের প্রতি অত্যাচার করা যায়। কোটি কোটি লোক চিরদুর্ভিক্ষের কবলে পতিত, এ সময়ে বৃথা আড়ম্বরে কোটি কোটি টাকা অপব্যয় করা,—

ভারতের প্রতি অত্যাচার করা যায়। এক বোম্বে কর্পোরেশনেই অভ্যর্থনার জন্য আটলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

"দমননীতি দ্বারা যুবরাজের ভারতে আগমন রচিত হইতেছে। সিন্ধুপ্রদেশে ৫০ জনের অধিক 'অসহযোগী' জেলে রহিয়াছে। প্রধান কয়েকজন খেলাফতী মুসলমান নীতি স্বাধীনমত লোকদের অপরাধে অভিযুক্ত। [illegible] প্রভৃতি ১১ জন কর্মী দণ্ড [illegible] হইয়াছেন সেই একই 'অপরাধে' একজন মুসলমান পীর ও তিনজন হিন্দু কর্মী পূর্বেই জেলে গিয়াছেন। কর্ণাটের কয়েক জন নেতাও জেলে রহিয়াছে। [illegible] আমি [illegible] নিজে শুনিয়াছি, কংগ্রেসের সভাপতি 'একবৎসর' বলিয়া যাহা বলিয়া আসিয়াছেন, সেই কথা বলার অপরাধে কর্ণাটের সর্বপ্রধান নেতা আজ অভিযুক্ত। মধ্যপ্রদেশের কয়েকজন নেতাও এই কারণে স্বাধীনতা হারাইয়াছেন। [illegible] সর্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন চিকিৎসক [illegible] কারাবাস ভোগ করিতেছেন। এখানেই যে 'কারাদণ্ড' অসহযোগীদের তালিকা শেষ হইল তাহা নয়। এই সব কারাদণ্ড প্রকৃত অপরাধের জন্যই হউক, অথবা অসন্তোষের বিকৃতি নিবারণের জন্যই হউক, যুবরাজের যে নিতান্তই অসময়ে আগমন হইতেছে তাহা বলা যায় না। ভারতের অধিবাসীরা যে এই সময়ে যুবরাজের আগমন চাহে না সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! তাহারা স্পষ্টভাবেই তাহাদের মত ব্যক্ত করিয়াছে এবং ঘোষণা করিয়াছে যুবরাজের পদার্পণের দিন বোম্বাইে 'হরতাল' করা কর্তব্য। দেশবাসীর ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও যুবরাজকে আনয়ন করা দেশের লোকের উপর নিষ্ঠুর বলপ্রয়োগ মাত্র।

"এ অবস্থায় আমাদের কর্তব্য কি? যুবরাজের সম্মানার্থ সমুদায় অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ বর্জন করাই যথাসম্ভব আমাদের করিতেই হইবে। এ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নাচ, ভোজোৎসব বা অভিষেক হইতে দূরে থাক। আমাদের অবশ্য কর্তব্য। দীপমালায় নিজগৃহে সজ্জিত করিব না; সজ্জিত দীপমালা দেখিতে রাজপথেও প্রবেশ করিব না। এজন্য কোটি কোটি পুস্তিকা সাধারণে বিতরণ করিয়া এ বিষয়ে তাহাদের কর্তব্য জানাইয়া দেওয়া চাই। যুবরাজের পদার্পণের দিন বোম্বাই জনশূন্য বোধ হইলেই যুবরাজের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শিত হইবে।

"কিন্তু 'যুবরাজ' ও 'মানুষ' যুবরাজ—এ উভয়ের প্রভেদ আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। মানুষ হিসাবে যুবরাজের প্রতি আমাদের কোনই বিদ্বেষ নাই। তিনি সম্ভবতঃ ভারতের সমস্যার কিছুই জানেন না, রাজনৈতিক বিষয়ও হয়ত কিছুই জানেন না। পাঞ্জাবের ক্ষত যে আজিও শুকায় নাই, খেলাফতের বিশ্বাসঘাতকতা ভারতবাসী মাত্রেরই হৃদয়ে আজও শেলের মত বাজিতেছে,—ব্যবস্থাপক সভার নামে মাত্র নির্বাচিত সদস্যরা যে কয়েক লক্ষ ভোটদাতার প্রতিনিধি নহেন, ইহা ত সর্বদলেই নিঃসন্দেহে স্বীকার করিয়াছেন,—তাহাও হয়ত তিনি জানেন না। আমরা স্বেচ্ছায় 'অহিংসাব্রত' গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং যুবরাজের কোন অনিষ্ট করা বা করিতে চেষ্টা করা, শুধু অমানুষিক নৃশংসতা নয়, তাহাতে তাঁহার ও আমাদের নিজেদের নিকট বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। আমরা যুবরাজের কোনরূপ অনিষ্ট বা অবমাননা করিলে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের যে বিষম অনিষ্ট করা হইবে, ইংরাজও এ পর্যন্ত তাহার কল্পনা করিতে পারে নাই। তাহারা কোনও উৎকৃষ্টতর পন্থা অবগত নহে। কিন্তু আমরা সেরূপ অত্যাচার দোহাই দিতে পারি না, আমরা জ্ঞানতঃ ভগবান ও মানবের সামনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি,—আমরা যে সাধন প্রণালীর উদ্ভাবন ও অনুসরণ করিতেছি তদনুসারে একটি প্রাণীরও কোনও অনিষ্ট করিব না। সুতরাং আমাদের ভার তাঁহাকে সর্বপ্রকার বিপদ হইতে সর্বতোভাবে রক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

"জানি, আমাদের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও অনেকে স্বেচ্ছায়, ভয়ে, আশায় বা লোভে যুবরাজের সম্মানার্থ সকল অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চাহিবেন। আমাদেরও যেমন যাহা ইচ্ছা করিবার অধিকার আছে—তাহাদেরও অধিকার সেইরূপ। যে স্বাধীনতা আমরা লাভ ও উপভোগ করিতে চাই, তাহার পরীক্ষাই এইখানে। উক্ত—'আমলাতন্ত্র' আমাদের নিতান্ত উত্তেজিত করিলেও আমাদিগকে একান্ত সংযত থাকিতে হইবে। যদি আমরা 'আমলাতন্ত্র'র প্রলোভন বর্জন করিয়া অসহযোগিতায় আমাদের দৃঢ়তা দেখাইতে পারি, অথচ এ সময়ে বিরুদ্ধমতাবলম্বীদের প্রতি—সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতে পারি, তাহা হইলেই আমরা মহৎ উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়া যাইব।"

খেলাফত তত্ত্ব

(মওলানা আবুল কালাম আজাদের উর্দু অবলম্বনে লিখিত)

(১)

(মঈন উদ্দিন হসেন)

খেলাফতের অর্থ।

খেলাফত ও ইসলামের পবিত্র স্থান লইয়া ভারতবর্ষ কেন সমগ্র পৃথিবীব্যাপী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। তাই ইসলাম ধর্ম বিধি অনুসারে এই সকল বিষয় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিব।

আরবী ভাষার "খলফ্‌" ধাতু হইতে খেলাফত ও খলিফা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। খলিফার যৌগিক অর্থ হইতেছে—উকিল, প্রতিনিধি বা ভার প্রাপ্ত ব্যক্তি। এই প্রসঙ্গে মনীষী এব্‌নে ফারেস্‌ লিখিয়াছেন—"যখন একজন ব্যক্তি কোন একটি ব্যাপারে অপর একজন ব্যক্তির প্রতিনিধি স্বরূপ কাজ করেন, তখন প্রথমোক্তকে সেই ব্যাপারে শেষোক্ত ব্যক্তির পর তাঁহার খলিফা বলা হইয়া থাকে।" ইহার তাৎপর্য এইরূপ—বিশেষ কোন ব্যাপারে বা বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে কোন একজন ব্যক্তির পর তাঁহার প্রতিনিধিত্ব বা তাঁহার ভার প্রাপ্ত কর্তাত্বের নামই হইতেছে খেলাফত্‌। এই যে ব্যক্তি যিনি অন্যের প্রতিনিধি স্বরূপ কাজ করেন তাঁহাকে আরবী ভাষায় খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি বলে। অর্থাৎ যিনি অন্য একজনের পদে আসীন হইয়া তাঁহারই স্থলাভিষিক্ত হন,—তা এই প্রতিনিধিত্ব মৃত্যু বা পদ-চ্যুতির জন্য হইতে পারে—অনুপস্থিতি বা স্বেচ্ছাকৃত অবসর ও অক্ষমতা প্রভৃতি কারণের জন্য হইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ আভিধানিক ইমাম রাগেব, তাঁহার মুফরদাত নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"কোন একজন ব্যক্তির অনুপস্থিত মৃত্যু, অসামর্থ্যের জন্য তাঁহার হইয়া কার্য করার নামই খেলাফত"। (১০৫ পৃষ্ঠা)

অতএব বিভিন্ন কারণে আমরা দেখি এই খেলাফত শব্দটী আবার কোরআন শরীফে নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং সেই জন্য ইসলামী শরীয়তে বা ধর্মপুস্তকে এই শব্দটির বিশিষ্ট প্রয়োগ আছে।

কুরআন কোরআনে স্বয়ং "খেলাফত্‌" "ইন্নি-জায়েলুন্‌, ফিল্‌ আর্দ্‌" (পৃথিবীর উত্তরাধিকার),

"ওয়া জায়ালাকুম খালায়েফ ফিল্‌ আর্দ্‌" (পৃথিবীতে উত্তরাধিকারীর বদল) প্রভৃতি প্রেম, দয়া, ও ক্ষমা-গুণের উপর জাতীয় সমাজ গঠন ও প্রতিষ্ঠার অর্থ প্রকাশ করে। একনিষ্ঠ বিশ্বাস ও পুণ্যময় সৎকার্য্যের কল্যাণে মানব জাতি এই অপূর্ব দানের অধিকারী হইতে পারে।

খেলাফতের উদ্দেশ্য। মানবজাতিকে ভয় অন্যায় ও দুর্নীতির সকল পথ অবলম্বনে বিরত রাখিতে,—ন্যায় শাসন ও সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করিতে,—জগতের উন্নত আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে,—অত্যাচার নিপীড়ন, দোষ-ত্রুটি বিদূরিত করিতে, নর-নারীর বিষয়ে সমস্যা বিধান করিতে,—জগতে শান্তি, সৌহার্দ্য ও সদ্ভাব আনয়ন করিতে,—বিশ্বপ্রভু আল্লাহতালা পৃথিবীতে খেলাফতের সৃষ্টি করিয়াছেন। কোরআনে "সত্য, সরল পথ" রূপে নির্দেশিত তাঁহার সেই সার্বভৌমিক শাসননীতি যাহা উক্ত নিয়মে সৃষ্ট ও বিশ্ব চরাচরের ভিতর সকল বস্তুর উপর প্রযোজ্য এবং যাহা হইতে কেবল মানবই তাঁর আনুগত্য ফিরাইয়া লইয়াছে—তাহা দুনিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রচার করাই মুসলিম জাতির একমাত্র কর্তব্য। এইরূপ করিতে পারিলে সমগ্র পৃথিবীতে অবাধ প্রীতি, শান্তি ও আনন্দের আলোকে পরিপূর্ণ করা কঠিন হইবে না।

পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য (Kingdom of God) সংস্থাপনে যুগে যুগে আল্লার প্রতিনিধি ও ক্ষমতার কর্তাধারী হইয়াছেন প্রথম খলিফা আদি মানব হজরত আদম। এই সময় হইতে খলিফা শব্দটী বর্তমান অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে।

এখন বলিয়া রাখা আবশ্যক হজরত আদমের তিরোভাবের পর বহু পয়গম্বর একের পর এক আগমন করিয়া তাঁহার পূর্ববর্তী পয়গম্বরের (ভাববাদী) স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, এবং এই প্রকারে তাঁহারা খেলাফতের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন করিয়া যথার্থ প্রতিনিধির মতই কাজ করিয়াছিলেন।

ইসলামের আবির্ভাবের পর পৃথিবীর এই উত্তরাধিকার মুসলমান জাতির উপর অর্পিত হইলে তাঁহাদের মধ্যে আল্লার প্রথম খলিফা মনোনীত হইলেন বিশ্বগুরু আদর্শ মানব আরবী নবী হজরত মোহাম্মদ। হজরতের তিরোভাবের পর হজরত মোহাম্মদের অনুচরবর্গের দ্বারা তাঁহারাই আল্লার খলিফা প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন যাঁহারা ইসলামের কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতা শক্তি ও শৃঙ্খলার সহিত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই খলিফা শব্দটী ঐ সকল মহাপুরুষদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল, এবং অদ্যাবধি তাঁহাদেরই প্রতি প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে।

খেলাফতের দায়িত্বপূর্ণ ভার একের পর এক মহাপুরুষের উপর অর্পিত হইয়াছিল, তাঁহারা আল্লার হইয়া সমস্ত একাগ্রতা পূর্বক তাঁর কর্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

আল্লাহ কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে (শ্লোক) আমাদিগকে খেলাফতের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

১। "তিনি সেই প্রভু যিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে মালিক অর্থাৎ উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইয়াছেন—" (সুরা ৩৫ ১৮)।

[illegible] এবং [illegible]

[illegible] পৃথিবীতে [illegible] করিয়াছিলাম—তোমরা কি [illegible] ([illegible])

[illegible] পৃথিবীতে [illegible] ([illegible])

"[illegible] পৃথিবীতে [illegible] করিয়াছিলাম।" ([illegible])

কোরআনের [illegible] পৃথিবীতে [illegible] ([illegible])

[illegible] পৃথিবীতে [illegible] ([illegible])

[illegible] কোরআনের [illegible] পৃথিবীতে [illegible] ([illegible])

[illegible]

[illegible] কোরআনের [illegible] পৃথিবীতে [illegible]

[illegible] ([illegible])

[illegible] পৃথিবীতে [illegible] করিয়াছিলাম [illegible]

[illegible] ([illegible])

[illegible]

[illegible] কোরআনের [illegible]

ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করিতেছে।" (৫২ ৩৫)। অধিকন্তু—"কোন মানবের পক্ষে ইহা সম্ভবপর নহে যে আল্লাহ তাহাকে গ্রন্থ, প্রজ্ঞা ও প্রেরিতত্ব প্রদান করেন অথচ সে মানবমণ্ডলীকে বলে যে আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা আমার সেবা ও আরাধনা কর; পরন্তু তাহার বলা উচিত "আল্লাহর সেবক ও উপাসক হও, কারণ আল্লাহর গ্রন্থ তোমাদিগকে এই শিক্ষা ও এই উপদেশ দিয়েছে।" (৫২ ৭৮)।

পরম করুণাময় আল্লাহতালা মুসলমানদিগকে যে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা যেমন পূর্ণ হইয়াছিল তেমনি মোসলেমের অঙ্গীকার ও যথার্থভাবে পূর্ণ হইয়াছিল। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট সময়ে হজরত মহম্মদ এই নশ্বর পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত সুখধাম স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। ইহার আট দশ বৎসরের মধ্যে সমগ্র জাজিরাতুল আরব (আরব উপদ্বীপ) মুসলমান শাসনাধীনে আসিয়াছিল; এবং রোমীয়গণের আরব আক্রমণে বাধা প্রদান করিবার জন্য মোসলেম বাহিনী মদিনা হইতে অগ্রসর হইয়াছিল। পরলোকগমনের পূর্ব্বে হজরত মোহাম্মদ বলিয়াছেন আল্লাহতালার অনুগ্রহে ঈমান ধর্ম্মের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা প্রচারে আল্লাহর প্রতিনিধি স্বরূপ তিনি স্বীয় কর্তব্য সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। এবং তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারগণকে খলিফারূপে অভিহিত করিয়া স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার পর ইঁহারাই তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন। তিনি আরো বলিয়াছেন:—"আমার সত্য পথে পরিচালিত খলিফাগণের পন্থা অবলম্বন করিও।" (এবনে মাজা)।

হজরত মোহাম্মদের অব্যবহিত পরে নরোত্তম হজরত আবুবকর তাঁহার খলিফা বা প্রতিনিধি স্বরূপ মনোনীত হন। এই কারণে আবুবকর, নরবর (শ্রেষ্ঠ পুরুষ) হজরত মোহাম্মদের সর্ব্বপ্রথম খলিফারূপে তিনি সর্ব্বজন বিদিত।

(ক্রমশঃ)

স্বরাজের পথ—কারাগারে

[শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী]

দেশের অধিকাংশ লোক আজ স্বরাজ চাহিলে অল্পসংখ্যক বিরুদ্ধমতাবলম্বী তাহাদের বাধা দিতে পারে না। কিন্তু এই অধিকাংশ লোক শান্তভাবে আইন লঙ্ঘন করিয়া কারাক্লেশ সহ্য করিতে পারিলে তবেই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবে। এই কারাবাসের অর্থ সম্বন্ধে কেহ যেন ভুল না বোঝেন। আধুনিক গবর্ণমেণ্ট হইতে মুক্তিলাভ ছাড়া অপর কোনও উদ্দেশ্য ইহাতে নাই। সংযম ও পবিত্রতার শিক্ষার্থে বলিয়াই কারাবাস বরণ করিতে হইতেছে, দুঃশাসকের অধীনে স্বাধীনভাবে বিচরণ করা অন্যায় মনে করিয়াই এত কর্মী জেলে যাইতেছেন। আমরা কিছুতেই গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী মানিয়া লইতে রাজী নহি, একথা—যত প্রকারে সম্ভব বুঝাইতে চেষ্টা করিতেই হইবে। আর এরূপ প্রকাশ্য অবাধ্যতা যতই অল্পভাবে আচরিত হউক না কেন, কোনও গবর্ণমেণ্টই এ পর্য্যন্ত সহ্য করে নাই। সুতরাং আমরা যে এখনও কারাগারের বাহিরে আছি, সে জন্য গবর্ণমেণ্ট যেরূপ দায়ী আমরাও সেইরূপ দায়ী একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সকলে মিলিয়া এখন সতর্ক হইয়াই চলিতেছি। আমরা এখন পর্য্যন্ত স্বেচ্ছায় গবর্ণমেণ্টের সব আইন মানিয়া চলিতেছি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের আদেশ অমান্য করিয়া জেলে যাইতে আমার কোনও বাধা ছিল না, কিন্তু আমি তাহা করি নাই। আমি যে আজ সেকেন্দ্রাবাদের সৈন্যাবাসে প্রবেশ পূর্ব্বক অনধিকার প্রবেশের অপরাধে জেলে যাইতেছি না, তাহার কারণ আমার সতর্কতা বা দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি অবশ্য রাস্তা ঘাটাদিকে জাতীয় সম্পত্তি বলিয়াই মনে করি; যে গবর্ণমেণ্টকে সাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া আর স্বীকার করি না, তাহার সম্পত্তি অবশ্যই মনে করি না। সুতরাং অত্যাচারী গবর্ণমেণ্টের অধীনে কারাগারের বাহিরে অবস্থান করাও নিতান্ত কঠিন,—এ কথা প্রচার করিয়াও, সুবিধার খাতিরে জেল হইতে দূরে থাকা—আপাতদৃষ্টিতে বড়ই অসঙ্গত। আমরা জেল এড়াইয়া চলি, কারণ এখনও আমরা মনে করি যেন এখনও 'শান্ত বিদ্রোহের' সম্পূর্ণ উপযুক্ত হই নাই; দ্বিতীয়তঃ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বাধ্যতা ও শান্তির ভাব দেশে এখনও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তৃতীয়তঃ আত্মবিধান চালাইবার উপযুক্ত কিছুই আমাদের সমবেত চেষ্টায় এখনও গড়িয়া উঠে নাই। এজন্যই আমরা আজ পর্য্যন্ত শান্তভাবে আইন অমান্য না করিয়া, আমাদের কার্য্য প্রণালী অনুযায়ী কেবল ব্যক্তিগত মত ও কার্য্যের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই জেলে যাইতেছি।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে আজ কেবলকর্মী দল ভিন্ন, আমাদের জেলের বাহিরে অবস্থান সমর্থন করা যায় না। সকলেই জেলে যাইতে পারিলে বা গবর্ণমেণ্টকে আমাদের মতে আনয়ন করিতে পারিলে স্বরাজ মিলিবে। সুতরাং আমাদের কারাবাসে গবর্ণমেণ্ট সুনীত হউক বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক, কারাগারই আমাদের পক্ষে একমাত্র নিরাপদ ও সম্মানের স্থান। আর এই অবস্থা যদি বরণ করিয়া লওয়া

যায়,—তাহা হইলে কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য জেলে গিয়া আমাদের আনন্দই হইবে,—কর্ত্তব্যসম্পাদনের জন্য কষ্ট ভোগ করিলে আমাদের শান্তি বৃদ্ধিই পাইবে। যদি যথার্থ শক্তির পরিচয় দেওয়াই অসহযোগের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে একথা মানিতেই হইবে যে, প্রত্যেক কারাদণ্ডেই দেশবাসীর শক্তিবৃদ্ধি হয়, ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠা সহজ-সাধ্য হইয়া আসে।

বক্তা বলিয়াছেন, যুবকদের 'কাজ-করার' জন্য একটা কিছু করিতেই হইবে। কিন্তু আবেগে উন্মাদ বা লোক-দেখানর জন্য কিছু করা,—সে হইতেই পারে না। এই উপলক্ষে আমাদের কারাবরণ-[illegible] উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাতেই যুবকদের ও জনগণকে আনন্দে জানান হইবে, কারণ এই উপায়েই আমরা নিজেদের অবস্থা [illegible] পারিব। অথচ এরূপ সম্মিলিতভাবে আত্ম-[illegible] আত্মপ্রকাশ ও আত্ম-নিগ্রহ অভ্যাস করাই অতি শীঘ্র স্বরাজলাভের উপায়। যুবকের কাছে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সমস্ত জেলখানা ভরিয়া যাক, ইহা আমি খুব ইচ্ছা করি, কিন্তু পুরা দমে বয়কট চালাইতে না পারিলে তাহার কোন উপায় দেখি না। অবশ্য এ বিষয়ে আমরা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছি, কিন্তু যুগান্তকারী সিদ্ধিপ্রাপ্তি লাভ করিতে পারি নাই। এত ধীরে ধীরে চলিলে চলিবে না,—প্রাণপণে দৌড়ানই চাই। [illegible] স্রোতে শুধু অবলম্বন করিলে চলিবে না,—[illegible] স্রোত যেন ভাসাইয়া দিতে হইবে। তবেই হাজার হাজার লোক যেন কোন অজ্ঞাত শক্তির প্রেরণায় শান্তভাবে আইন অমান্য করিতে অগ্রসর হইবে। আজ আমাদের আন্দোলনের অভাবে প্রতিপক্ষকেও হিসাব করিয়া চলিতে হইতেছে। হাজার হাজার লোক জেলে যাইতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু লোকে শান্তির মর্য্যাদা বুঝিয়াছে বলিয়া কিছুতেই আর উত্তেজিত হইয়া মারামারি করিয়া বসিবে না—এমনও ত মনে করিতে পারিতেছি না।

তথাপি একথা সত্য যে, জনসাধারণের জেলের ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে। জেলে যাইতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন অসহযোগী প্রায় দেখাই যায় না। অনেকেই এখন কারাগারকে বিশ্রামাগার মনে করেন, তাঁহাদের মতে, জেলে গিয়া এখন কিছুদিন বিশ্রাম লওয়াই আমাদের স্বাধীনতা-বাহিনীর [illegible]।" চারিদিকে যদি শান্তি বিরাজ করে, কাহারো [illegible] হয়, এবং বহুসংখ্যক কারাগত হওয়ায় আমাদের কারাবরণেচ্ছা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়,—তবেই স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার সর্ব্বোত্তম সুযোগ পাওয়া যাইবে।

কারাগত যে লোকের উৎসাহ কম না করিয়া জাতীয় উন্নতির সহায়তাই করে, মফঃস্বলের সংবাদে তাহার প্রমাণ পাইতেছি। বরিশাল হইতে জনৈক বন্ধু লিখিয়াছেন, "শ্রী[illegible] গ্রেপ্তারে পূর্ব্ব-বঙ্গে হিন্দুমুসলমানের ঐক্যবন্ধন দৃঢ়তর হইয়াছে ও সাধারণের মধ্যে বিদেশী বর্জ্জন সম্পূর্ণ হইয়াছে।" অন্য কোনও পত্রে প্রকাশ, "সর্ব্বত্রই [illegible] অবলম্বন করায় [illegible] শক্তিবৃদ্ধি হইয়াছে। আরও অনেকের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড হইলে নিশ্চয়ই সকলদিকে অতুল উন্নতি হইবে। আমরা যতই অগ্রসর হইতেছি ততই বাধা-বিপত্তির আশঙ্কা কমিয়া যাইতেছে।" কয়টি সকল পত্রেই বন্দীর এমন [illegible] এবং সাহসের [illegible], দৃঢ়তা ও শক্তিবৃদ্ধির পরিচয় পাইয়াছি। কয়টিতে বিচার [illegible] বিচার হওয়াই উচিত কারণ। এই বিচারের দৃষ্টান্তে গবর্ণমেণ্টের ও দেশবাসীর দূরা উচিত, অন্যায় করিবার মত জেলখানা ও শাস্তি তাহাকে বলে। "তোমাদের আদালতকে আমরা একটুও সম্মান করি না"—[illegible] ইংরাজ-আদালতকে এমন কথা কয়টিতেই প্রথম শুনা গেল। আরও আশ্চর্য্য যে, জজসাহেবও আদালতের এই প্রকার অবজ্ঞার প্রতিবিধান করিতে পারিলেন না। কেন? কারণ, যে দীর্ঘসূত্রতা জন্মপ্রকৃতি [illegible] আদি এই কথা ব্যক্ত করিলেন, জজসাহেবের প্রতি মানুষ হিসাবে তাঁহার কোনও বিদ্বেষভাব ছিল না। বিচারক অন্যায়ে যে শাসন-যন্ত্র চালাইতে সহায়তা করিতেছেন, সে শাসন-যন্ত্র যে তাঁহার শত্রু আছে, ইহা জানাইয়া তিনি বিচারালয়ে সমাসীন মানুষটির প্রতি আন্তরিক মাতৃভাবই প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সত্যাগ্রহ

বা

শান্তভাবে আইনলঙ্ঘন।

এখন আমাদের অবিচলিত ইচ্ছা করিতেই সকলে গ্রেপ্তার হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।, ক্রুদ্ধ কর্কশ চিৎকারে নয়,—মারামারি বাধাইয়া অবশ্যই নয়,—কিন্তু নৈতিক শান্তভাবে, ভদ্র ও নম্রভাবে, প্রার্থনাসহকারে বিনয়সহকারে, ইচ্ছা করিয়াই জেলে যাইতে হইবে। এই শান্তির সংগ্রামের জন্যই মুক্ত থাকা নিতান্ত আবশ্যক না হইলে, ভিন্নরূপের সেবাকার্যে প্রত্যেক কর্মীকেই জেলের মধ্যে নিজের স্থান করিয়া লইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, শান্তভাবে আইনলঙ্ঘনের অর্থ, একযোগে সকলে মিলিয়া জোর করিয়া গ্রেপ্তার হওয়া,—সুতরাং এখনে আর কাহাকেই মুক্ত থাকিতে দেওয়া চলে না।

দেশের যে সকল আইন বিবেক বা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ নয়, কেবলমাত্র হইলেও যাহারা স্বেচ্ছায় তাহার অনুবর্ত্তী হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া মানে, এবং শান্তভাবে আইন অমান্য করার দরুণ লোকে স্বেচ্ছায় দণ্ডভোগ করিতে প্রস্তুত, কেবল তাহারাই আইন অমান্য করিবার অধিকার রাখিতে পারে। বিধিমত আইনলঙ্ঘন সর্ব্বতোভাবে শান্তিময় হওয়া আবশ্যক, কারণ [illegible] অর্থাৎ [illegible]-বাজার বলে বিপক্ষকে জব্দ করাই উহার উদ্দেশ্য।

কাজের সুবিধার জন্য নয়, আন্তরিক প্রীতিবিধানেই হিন্দুমুসলমানের ঐক্য যে অত্যাবশ্যক, [illegible], [illegible] বা ব্যক্তিগতভাবে সত্যাগ্রহীদের এ বিষয়ে অবিচলিত প্রত্যয় থাকা চাই। 'স্বদেশী' নীতিতে তাঁহাদের আস্থা থাকা চাই,

সুতরাং তাঁহারা কেবল চাঁদা ও চরকার কাজ চালাইয়া যাইবেন। ভারতের আড়াই শত জেলার মধ্যে অন্ততঃ একটি জেলাও যদি এইভাবে প্রস্তুত না হইয়া থাকে, তবে এই বৎসরের মধ্যে স্বরাজলাভ প্রায় অসম্ভব বলিয়াই মনে করি। আর যদি এমন একটি জেলাও থাকে, যেখানে শতকরা নব্বই জন বিদেশী বস্ত্র একেবারে বর্জন করিয়া ও তাঁত চালাইয়া নিজেদের আবশ্যক সমস্ত বস্ত্র উৎপাদন করিতেছে,—যেখানকার হিন্দু মুসলমান পার্সী শিখ ইহুদি খ্রীষ্টান সমস্ত অধিবাসী সম্পূর্ণ সদ্ভাবে বাস করিতেছে,—যেখানকার সমস্ত হিন্দু অস্পৃশ্যতা পাপ মুক্ত হইয়াছে,—যেখানে প্রতি দশজনের মধ্যে অন্ততঃ একজন কারাক্লেশ ভোগ করিতে পারে, এমন কি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে পারে,—এবং সেই জেলা যখন বৈধভাবে, শান্তভাবে ও সদ্ভাবে গভর্ণমেণ্টকে বাধা দিবে, তখন যদি সমগ্র ভারত শান্ত ও সংযত থাকিয়া স্বদেশী নীতির অনুযায়ী কাজ করিতে থাকে,—তাহা হইলে এই বৎসরের মধ্যেই স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্পূর্ণ সম্ভব মনে করি। আশা করিতেছি, এখন অনেক জেলাই প্রস্তুত আছে। যাহাই হউক, অন্যত্র জেলার জন্য না ভাবিয়া সমস্ত শক্তি দিয়া নিজেদের জেলাকে প্রস্তুত করাই এখন কর্মীদের একমাত্র কর্তব্য। প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত জেলে যাইবার চেষ্টা করা অনুচিত, কিন্তু অকারণে কারারুদ্ধ হইলে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করাও নিতান্ত অনুচিত। বক্তৃতা বন্ধ করিয়া কেবল স্বদেশীর প্রতিজ্ঞা পূরণ করাই এখন কর্তব্য। নিজের জেলার লোকের উৎসাহ না পাইলেই হতাশ না হইয়া, তুলা ধোনা, সূতাকাটা ও তাঁতের বোনার কাজে দক্ষতা লাভ করাই কর্মীদের কর্তব্য। দেশের লোক যতদিন কর্তব্য-বিমুখ হইয়া থাকিবে, ততদিন সূতা ও কাপড় প্রস্তুত করাই তাহাদের একমাত্র ও সর্বোত্তম কাজ হউক।

যুবরাজের ভারতে আগমন

ভারতবাসীর কর্তব্য

(১) **১৭ই নভেম্বর**—যে দিন যুবরাজ বোম্বাই বন্দরে জাহাজ হইতে অবতরণ করিবেন—ভারতের সর্বত্র **'হরতাল' করিতে হইবে।** এই 'হরতাল'কে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য—

(ক) দোকানদারগণ ঐ দিন নিজ নিজ দোকান বন্ধ রাখিবেন।

(খ) গাড়ীওয়ালাগণ—ঘোড়ার গাড়ী, মোটরকার, রিক্সা, গোযান, সকল প্রকার গাড়ীর চালকেরা—সমস্ত দিন গাড়ী চালাইবেন না।

(গ) কুলী ও মুটেরা সমস্তদিন রেলষ্টেশনে, ষ্টীমার ঘাটে, বাজারে অথবা রাস্তায় মোট বহিবেন না।

(ঘ) মেথরেরা কেহই সমস্তদিন কাজ করিবেন না।

(ঙ) যাঁহারা সরকারী কাযকর্মে নিযুক্ত আছেন তাঁহারা সকলেই ঐ দিবস কোন কাজ করিবেন না।

(২) **২৪শে ডিসেম্বর**—যে দিন যুবরাজ কলিকাতায় আগমন করিবেন—সমগ্র বঙ্গদেশে পূর্বোক্তরূপ **আর একটী 'হরতাল' করিতে হইবে।**

(৩) যুবরাজের সম্মানার্থ যে সমস্ত আমোদ প্রমোদ, সাজসজ্জা, আতসবাজী, গান বাজনার আয়োজন করা হইবে আমরা কেহই সে সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করিব না; অথবা আমাদের বালকদিগকেও এ সকলে যোগদান করিতে দিব না।

(৪) যুবরাজের সম্মানার্থ বিদ্যালয় সমূহের কর্তৃপক্ষগণ ছাত্রদের জন্য যে ভোজের আয়োজন করিবেন, ছাত্রেরা কেহই সে সকল ভোজে উপস্থিত হইবেন না।

(৫) যুবরাজের ভারত পরিদর্শনের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য কোন স্কুল-কর্তৃপক্ষ ছাত্রদিগকে কোন প্রকার পদক (মেডেল) অথবা অন্য কোন নিদর্শন পুরস্কার দিতে চাহিলে ছাত্রেরা তাহা গ্রহণ করিবেন না।

(৬) যুবরাজের সম্বর্দ্ধনার্থ আমরা নিজ নিজ গৃহ আলোকিত করিব না।

(বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক খেলাফৎ সমিতির পক্ষ হইতে)

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল
সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি
শ্রীমুজিবর রহমন
সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক খেলাফৎ সমিতি

তাঁত ও তাহার সরঞ্জাম।

[illegible]

ম্যানেজার—

খুলনা ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড

খুলনা—*E. B. Ray.*

[illegible]— [illegible]

মূল্য প্রতিখণ্ড [illegible]

প্রকাশক [illegible]

২১নং ভবানী দত্ত লেন

কলিকাতা।

বিভিন্নমূল্য—খুলনা, খুলনাবাসী, [illegible]

নারায়ণ

বিশেষ জ্ঞষ্টব্য।

আগামী অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ হইতে নারায়ণের নূতন বর্ষ আরম্ভ হইবে। এ বৎসর হইতে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধানে নারায়ণ প্রকাশিত হইবে। নানাভাবে প্রবন্ধ ও উপন্যাস সম্ভারে নারায়ণের সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা হইবে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবন্ধ গল্প ও উপন্যাস লিখিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় অগ্রহায়ণ হইতে প্রবন্ধ লিখিবেন। আরও বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ নিয়মিতরূপে নারায়ণে লিখিবেন। যাঁহারা অগ্রহায়ণ হইতে গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক আছেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় মণিঅর্ডার ডাকে বার্ষিক মূল্য চারি টাকা পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। যাঁহারা [illegible] হইতে আনাইতে চান তাঁহারা পূর্ব্বেই পত্রযোগে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন, নতুবা ভিঃ পিঃ ফেরত আসিলে কার্য্যাধ্যক্ষকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৮নং ভবানী দত্ত লেন, কার্য্যাধ্যক্ষ

কলিকাতা। নারায়ণ

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত

বঙ্গদেশের সাপ্তাহিক মুখপত্র—

"বাঙ্গলার কথা"

নিয়মাবলী।

নগদ মূল্য ৴১০ এক আনা।

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

৬ মাসের জন্য [illegible] ১ বৎসরের জন্য [illegible] টাকা।

মূল্য অগ্রিম দেয়

[illegible]

এজেণ্ট হইবার নিয়ম

[illegible]

সপ্তাহে ২৫ খানা	জমা	৫৲ টাকা
,, ৫০		১০৲ টাকা
,, ৭৫		১৫৲ টাকা
,, ১০০		২০৲ টাকা

[illegible]

বিজ্ঞাপনের মূল্য

[illegible]

কার্য্যকর্ত্তা—

"বাঙ্গলার কথা"

৭ নং ভবানী দত্ত লেন, পোঃ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইণ্ডিয়ান বুক্‌ক্লাব,

কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট—কলিকাতা।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের কবিতা গ্রন্থাবলী—

কিশোর কিশোরী ১৲ অন্তর্যামী ৸০ মালা ৸০ মালঞ্চ ৸০।

শ্রীহেমন্তকুমার সরকারের পুস্তকাবলী :—

১। ছায়াবাজি (নূতন ধরণের গল্পের বই)

বিষয়-সূচী :—অনশন, বাউল, ভিখারী; কেরাণীবাবু; [illegible], পানওয়ালী, আড়কাটী; ফেরিওয়ালা, রেলের টিকিট; মিলন, মুক্তি; [illegible]। মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

২। পঞ্চকথা।

বিষয়-সূচী :—আধ্যাত্মিক [illegible]; ইংরেজির ব্যবহার; সমাজের চৌমাথায়; শিক্ষার গোলামি; আমাদের দেশ; বাঙালীর ব্যবসাবাণিজ্য; গোলামখানার শিক্ষা। মূল্য ।✓০ আনা মাত্র।

৩। উল্টোকথা।

বিষয়-সূচী :—বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্য, আর্টের দাসখত; আর্ট ও জীবন, হাল্‌কা সাহিত্য; [illegible]; বাঙ্গলা কাব্যে একটী নূতন সুর; "মীনাক্ষীর বাণী", সৌন্দর্য্য ও প্রয়োজন, বাঙালীর আত্মহত্যা; ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা; ভারতের সাধারণ ভাষা; [illegible]। মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

৪। যুগ-শঙ্খ।

বিষয়-সূচী :—ভাঙন লেগেছে ঘরে ঘরে; [illegible] পূজা; রাসলীলা, নারীদের [illegible]; [illegible]; [illegible]। মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

"ভারতরঞ্জন চিত্তরঞ্জন"

চিত্তরঞ্জনের [illegible] প্রণীত। এ পর্য্যন্ত চিত্তরঞ্জনের যে কয়খানি জীবনী বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে এই খানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—ইহাই একমাত্র সম্পূর্ণ ও নির্ভুল জীবনী। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

"শ্রীঅরবিন্দ"

অরবিন্দ ঘোষের নাম বঙ্গদেশে সুপরিচিত, কিন্তু তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত অতি অল্প লোকেই জানেন। তাই এই সংক্ষিপ্ত জীবনী খানি সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিলাম। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্তরঞ্জনের বড় ছবি

(তিন রঙা)

লাভের টাকা "নারী-কর্ম্মমন্দির"এ যাইবে

মূল্য প্রতি কপি ।০ আনা মাত্র

"লেনিন"

রুশিয়ার বোলশেভিক গবর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি লেনিনের নাম আজ সকলেই জানেন। এই অদ্ভুতকর্ম্মা জননায়ক রুশিয়ায় কিরূপ অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, তাহা এই জীবনী পাঠে জানা যাইবে। শ্রীঅনিলবরণ ঘোষ প্রণীত। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

"স্বরাজ ও খিলাফত"

"স্বরাজ খিলাফত" প্রভৃতি বলিলে কি বুঝায়, তাহার স্পষ্ট ধারণা বাঙ্গালীদের অনেকেরই নাই। লেখক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই বর্ত্তমান আন্দোলনের কারণ ও উদ্দেশ্য সহজ কথায় সাধারণকে বুঝাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। মূল্য তিন আনা মাত্র।

"বিশ্বভারত"

(বিশ্বসভায় ভারতের বাণী)

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। (যন্ত্রস্থ)

"স্বদেশ রেণু"

এই ছড়াগুলি পড়িয়া যে ছোট ছেলেমেয়েরা শুধু আনন্দ পাইবে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরই মনে স্বদেশ প্রীতি অঙ্কুরিত হইবে। বঙ্গদেশে প্রত্যেক মায়ের কাছে এই বই এক একখানি থাকা উচিত।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

"পল্লীব্যথা"

এই কবিতাগুলিতে পল্লীজীবনের দুঃখময় করুণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "বাংলার অন্তরতম প্রদেশের দুঃখ দৈন্য যেরূপভাবে এইখানে আর কেহ তেমন করে ফুটাইতে পারেন নাই।"

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

"A MESSAGE OF HOPE"

By P. K. Sarker, M. A.—An explanation of Prabhu Jagathandu's mission.—Price As 5.

"NON-CO-OPERATION"

Four lectures delivered by Mr. B. C. Pal, discussing the Present Situation with Special reference to the Khilafat, pointing out the need of the measure and explaining its meaning and method. Rdeuced Price As 8.

Printed by—Hemanta Kumar Sarkar, at the Metcalfe Press, 79 Balaram Dey Street
and Published from 7 Bhobani Ch. Dutt Street, Calcutta.

বাঙ্গলার নবযুগের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বাঙ্গলার কথা

সম্পাদক—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা

সহকারী সম্পাদক—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

নগদ মূল্য এক আনা

প্রথম ভাগ { কলিকাতা, শুক্রবার, ২৫শে নভেম্বর, ১৯২১; ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ } ৮ম সংখ্যা

জেল-ভর্ত্তি

[শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

মহাত্মা গান্ধী বলছেন, খুব জেল-ভর্ত্তি কর, তবেই স্বরাজ আসবে। অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন জেলে গেলে স্বরাজ কি করে পাবে? স্বরাজের সঙ্গে জেলের সম্বন্ধ কি? এই কথা একবার পরিষ্কার বুঝতে পারলেই স্বরাজের সব কথা বোঝা যায়। প্রথমেই বুঝতে হবে জেলের অর্থ কি? মহাত্মা গান্ধী এমন কথা বলেন নাই যে কোনও কারাগারে গেলেই স্বরাজ পাওয়া যাবে। তিনি শুধু এই কথাই বারবার বলছেন যদি স্বরাজ পেতে চাও, "ইংরাজের" জেল ভর্ত্তি করে দাও অর্থাৎ আমরা যে বৃহৎ কারাগারে আছি এই কারাগার থেকে মুক্ত হতে হলে "ইংরাজের" জেল ভর্ত্তি করতেই হবে। কেন? আমি বুঝিয়ে বলছি।

যারা ভারতবর্ষের অদৃষ্টে বিশ্বাস করে, তারাই জানে যে ভারতের একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে। ভারতবাসীর একটা বিশিষ্ট স্বভাবধর্ম্ম আছে। ভারতবাসীকে সত্যভাবে জীবনযাপন করতে হলে, তাদের এই যে স্বভাবধর্ম্ম তাকে স্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তুলতে হবে। নিজেদের জীবন যদি নিজেরা যাপন করতে না পারি, তবে সে প্রকৃতিকে পরিস্ফুট করা অসম্ভব। আর যদি একবার চেয়ে দেখি তাহলে বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারি যে আমাদের জাতীয় জীবনের এমন অঙ্গ নাই, যেটাকে স্বাধীন বলতে পারি এবং যার উপরে পরের হাতের বা পায়ের ছাপ নাই। ছেলেদের শিক্ষাকার্য্য থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধদের ধর্ম্ম আচরণ পর্য্যন্ত এমন কোনও কাজ নাই যাহা আমরা স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্ররূপে আমাদের নিজ নিজ স্বভাবধর্ম্ম অবলম্বন করে সমাধা করতে পারি। তাই ভাবি সমস্ত দেশটাই এক বৃহৎ কারাগার। কিন্তু এই যে কারাগারে আছি এ বোধ আমাদের অনেকের আছে। কেবল বাস্তবিক অনুভব করে যে আমরা একটা বৃহৎ কারাগারের মধ্যে কোনও প্রকারে পরের অধীনে জীবনযাপন করে থাকি। এমন অনেকের এই বোধ আছে, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের অধিকারের মধ্যে এই ভাব না জেগে ওঠে, এই মনের আলো আগুনের মত মনে না উঠে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের জীবনকে স্বাধীন করতে পারব না—যেমন কারাগার তেমনি থেকে যাবে।

আমাদের জাতীয় জীবনকে স্বাধীন করবার চেষ্টাকে স্বরাজ বলে। স্বরাজ পেতে হলে স্বরাজ চাওয়া চাই। ইংরেজরা বলে থাকেন অধিকারকে চাইলেই পাওয়া যায়, তবে সে চাওয়া চাইবার মত চাওয়া হওয়া চাই। স্বরাজকে পেতে হলেও চাইবার মত চাওয়া চাই। নিজের প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের প্রতি পলে পলে বুঝতে হবে যে স্বরাজ ছাড়া গতি নেই, স্বরাজ আমাদের পেতেই হবে। স্বরাজের চেয়ে বড় জীবনে আর কিছু নাই, থাকতেই পারে না। এমন করে স্বরাজের জন্য একটা ব্যাকুলতা জাগলে আমরা চাইব আমাদের কারাগারের দরজা ভেঙে ফেলতে—আমাদের জাতীয় জীবনযাপনকে স্বাধীন মুক্ত করে দিতে। এই আকাঙ্ক্ষা যার মনে জাগবে—এই আগুন যার প্রাণে জ্বলবে, তাকে ত ইংরাজের কারাগারে ঢুকতেই হবে।

কেন? যারা জাতীয় ভাবে মনে প্রাণে মুক্ত হয়ে উঠেছে, স্বাধীনতার জন্য পাগল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে, তারা আইন কানুনের বাধা ত আর মানতে পারে না। বিবেক-বুদ্ধিকে কলুষিত করে যে বিধি সে বিধির নিষেধ সে ত প্রাণে পৌঁছাইতেই দেয় না। স্বরাজ তাদের সবার উপরে একমাত্র সাধনার বস্তু, তপস্যার সামগ্রী। সকল প্রাণ

যখন তার সময় হবে উঠে, যখন আশা যন্ত্রণা তখন প্রবীণ হয়ে তাকে পথ দেখাতে নিয়ে যাবে, যখন ভয় পরাজিত হবে তখন তার চরণতলে ধূলা হয়ে পড়বে। সে তখন বীরের মতন স্বরাজ উপার্জন করবার জন্য এ দুঃখ কারাগার থেকে ইংরাজের জেলে প্রবেশ করে।

রামপ্রসাদে আছে

"লোকে বলে দুখের গর্ত,
আমি বলি দুখের বড়াই"।

যে স্বরাজ চায় ঐ গানই তার প্রাণের গান। সে স্বরাজ চায় বলেই ইংরাজের জেলের বড়াই করে।

জেল ভর্তি হলে কেমন করে স্বরাজ হবে? যখন দেশের সবগুলি জেল এই স্বরাজপ্রার্থীর দলে ভরে যাবে, তখন বুঝতে হবে দেশের অধিকাংশ লোক স্বরাজকে জীবনের শ্রেষ্ঠধন বলে স্বরাজ আকাঙ্ক্ষার জন্য কামনাকে বুক ধরে ছুটে বেড়াচ্ছে। আগেই বলেছি আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক যে মুহূর্তে স্বরাজ চাইবে, সেই মুহূর্তেই স্বরাজ হবে।

জেল ভর্তিতে স্বরাজ কেমন করে হবে? যেমন যে সব স্থানে পরিষ্কার পানীয় জল পাওয়া যায় না, সেখানে কতকগুলি কলসি ফুটা করে তাতে বালি দিয়ে একটার উপর আর একটা সাজিয়ে রাখে, আর প্রথমটাকে সেই অপরিষ্কার জলে পূর্ণ করে। পরে যখন ঐ জল একটার পর একটা কলসী দিয়ে বালি চুইয়ে শেষ কলসীতে এসে জমা হয়, তখন দেখা যায় সেই অপরিষ্কার জল বেশ নির্মল হয়ে এসেছে। জেলও ঠিক তেমনি স্বরাজপ্রার্থীদের কাছে বালি ভরা শেষ কলসী, দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে এসে যখন জেল থেকে তাঁরা বেরুবেন তখন তাঁরা জাতীয় ভাবে মুক্তজীব, তখন তাঁরা স্বরাজের অধিকারী হয়ে স্বরাজ নিয়ে বেরিয়ে আসবেন। নিজেরাও নির্মল হবেন, দেশটাকেও নির্মল করবেন।

দারিদ্র্য সমস্যা

[শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী]

সূতাকাটা ছাড়া আর কিছুতেই দেশের অভাব দূর হইবে না। তাহারা কখনও কোম্পানীর চাকুরে বরণ করিতে পারে না। তাহারা কখনও অতি প্রাচুর্য্যের অনুভূতি জানে নাই; কাজেই তাহারা কোনও অবসর বা অন্য কোন শারীরিক কষ্ট স্বীকারের সুখ উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহাদের কাছে স্বরাজের অর্থ কেবল ইহাই হইতে পারে যে তাহারা ভিক্ষা না করিয়া অন্নসংস্থান করিতে পারিবে। তাহাদের দুর্দশার কারণ দূর করিবার উপায় প্রদর্শন না করিয়া তাহাদের মধ্যে অসন্তোষের ভাব জাগাইলে বিপ্লব, প্রাণনাশ, লুণ্ঠন ও অত্যাচার অনিবার্য এবং তাহাতে তাহারাই সর্ব্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাহারা কেবল সূতা কাটিয়াই আয় বৃদ্ধি করিতে পারে।

অনেকে কেবল কাপড় বুনিয়াই আর অল্প কয়েকজন তুলা ধুনিয়াই জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে। তাঁত-বোনা সুখ নিশ্চয় নয়। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁতবোনা জানে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অতি অল্প লোকেই প্রকৃত সূতা কাটা জানে। হাজার হাজার লোক আজ চরকা ঘুরাইতেছে বটে, অতি অল্প লোকেই সূতা কাটিতেছে। সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে হাতে কাটা সূতার টানা দেওয়া চলে না। অর্দ্ধ পক ফলটী যেমন কোন কাজে লাগে না, সেরূপ খারাপ নরম সূতাও কোন কাজের হয় না। হাজার হাজার লোককে সূতাকাটা শিখিতে হইবে তাহা হইলেই তাহারা নিজের যোগান এখন যেরূপ সূতা কাটা হইতেছে তাহার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিবেন। অতএব স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যাহারা সাগ্রহে আইন অমান্য করিবে তাহাদের সূতাকাটা জানিতেই হইবে। অবশ্য তাহাদের প্রত্যেকেরই সূতাকাটার প্রয়োজন নাই। যদি কেহ কাটে তবে ভালই। কিন্তু উত্তমরূপে পাকান সমান সূতা কাটা জানাই চাই।

শান্তি বনাম অশান্তি।

কটক পত্রী লেখক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যে "আপনি কি অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করেন না যে বিনা রক্তপাতে স্বরাজ লাভ অসম্ভব? এই শান্তির আন্দোলন কি পরিণামে সমস্ত বিদ্রোহের ও যুদ্ধবিগ্রহের জন্য জনসাধারণকে সুশিক্ষিত ও সুসংবদ্ধ করিবার কালোচিত উপায় মাত্র নয়?" এই অতি সরল প্রশ্ন, ইহাতে বুঝা যায় কেহ কেহ বর্ত্তমান আন্দোলনের আন্তরিকতা সম্বন্ধে এখনও সন্দিহান। শান্তি যদি অশান্তির আয়োজন মাত্র হইত, তাহা হইলে আমার প্রকাশ্যে তাহা না বলার কোনই হেতু দেখা যায় না। আমি যখন আইন বিরুদ্ধ অনেক কাজই করিয়াছি, তখন আর একথা বলিতে বাধা কি যে বর্ত্তমান আন্দোলন রক্তপাতের উদ্যোগ মাত্র।

বস্তুতঃ আমিই যে কেবল বিপ্লবের বিরুদ্ধ সম্পূর্ণ সত্য মনে করি তাহা নয়, আরও অনেকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে বিনা রক্তপাতেই ভারতের স্বাধীনতা লাভ হইবে।

আমি জানি তাঁহারা যাহা বিশ্বাস করেন অবিকল তাই বলেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে স্থান বিশেষে বাহু বলে কার্য্য সিদ্ধি হয়, কিন্তু তাঁহারাও মনে করেন যে, ভারতের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বল প্রয়োগের সমর্থন

করা যায় না। ঐক্য ও সুশৃঙ্খলার ভাব বজায় রহিলে তিন কোটী ভারতবাসী একজন ইংরেজের প্রতি বলপ্রয়োগ করা নিষ্ঠুরতা ও অপমানের কার্য্য মনে করিবে। দুঃসাহস-চিন্তা, দ্বেষ ও বৈরাগ্যের শান্ততার অভাবেই প্রবঞ্চনা ও আত্ম কলহ আমাদের মধ্যে অক্ষম, জোর বৃদ্ধি এখনও সুসাধিত হইতেছে। অহিংসানীতির দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হইবে, আর বাহুবল প্রয়োগ করিলে ভারতের সর্ব্বনাশ হইবে—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সেই জন্যই বলিয়াছি যে ভারত বাহুবলের পক্ষপাতী হইলে আমাকে হিমালয়ে আশ্রয় লইতে হইবে।

আসল কথা

[শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী]

দেশের বর্ত্তমান মনোগতির পরিচয় পাওয়ার পক্ষে উদাহরণ হিসাবে এখানে একটা কথার অবতারণা করা যাক। আজকাল আমরা চারিদিকে এই যে জাতীয় মহাসভা, জাতীয় উন্নতিবিধায়িনী সমিতি, জাতীয় শিক্ষা প্রভৃতির কথা শুনতে পাচ্ছি, এই জাতীয়তা বা এই Nationalism এর যথার্থ তাৎপর্য্য বা স্বরূপ প্রকৃতিটা কি? অন্ততঃপক্ষে এই বিলাতী Nationalism এর অর্থ বা প্রতিধ্বনি "জাতীয়তার" ঠিক মূল সত্যটা সর্ব্বাগ্রে আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে আমাদের প্রকৃত উন্নতি সর্ব্বাঙ্গে যে কি প্রকারে সম্ভব তা আমি বুঝতে পারি না। বিদেশী প্রভাবে, বিজাতীয় শিক্ষা ও আদর্শের ফলে আমরা কতকগুলো 'বাঁধি গৎ' বা 'মোসা বুলি' শিখে নিয়ে, অনেক সময় সেই অর্জ্জিত অভ্যাসবশে, ঠিক তোতা পাখীর মত, এমন সব কথা বলি যে প্রকৃত পক্ষে অনেক স্থলে তার বিশেষ কোন সঙ্গত হেতু বা যথার্থ অর্থই খুঁজে পাওয়া শক্ত। আমাদের এই Indian Nationalism (ভারতের জাতীয়তা) শব্দটাও কতকটা ঐ রকমের কিনা প্রথম তাই একটু ভেবে দেখা যাক। এই যে Indian Nation ভারতীয় জাতি, এর মানে কি? আসমুদ্রহিমাচল এই ভারতভূখণ্ডে বিভিন্ন প্রকৃতিগত বর্ণ বিন্যাস শ্রেণী বিভাগ বা জাতি দেখছি তাই কি আর্য্য সভ্যতার বা হিন্দুর সামাজিক জীবনের অপূর্ব্ব বিশেষত্ব নয়? শাস্ত্রানুসারে চারটি জাতি আমাদের দেশে বিশেষ ভাবেই বিদ্যমান; এবং আর কেউ না হলেও অন্ততঃ সেই কটাকে হিন্দুমাত্রেই স্বীকার করতে বাধ্য, আর তা ব্যবহারিক হিসাবে সে করেও। কিন্তু, শুধু ঐ 'ভারতীয় জাতি' বললে, তা কি কোন সুযোগে অবহিত শাস্ত্রজ্ঞ বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান কোন হিন্দু বুঝতে বা ঠিক ধারণা করতে পারে? তাহলে আসল এর গোড়ার কথা এই যে, যত সংস্কৃত পাশ্চাত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়,—যারা বিলাতী জাতের ভাবুক হ'য়ে সেই ধাঁচের রাজনীতি-চর্চ্চা এদেশে প্রবর্ত্তিত করেছেন,—এটা সেই তাঁদেরই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে, উদ্দেশ্য বা কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টায়, বিলাতী আদর্শের পাল্টা হিসাবে, খুঁটি—English Nationএর 'নকল' অনুকরণে এদেশে বেমালুম চালিয়ে দিয়েছেন। তা চালিয়েছেন, কিন্তু হিসাবে বেশ করেছেন;—তাঁদের উদ্দেশ্য অবশ্য কিছু মন্দ ছিলনা,—নিজেদের সকল বুদ্ধি বিবেচনামত তাঁরা যেভাবে দেশের কল্যাণ করতে চেয়েছিলেন তাতে এপথ অবলম্বন ব্যতীত অন্য উপায় সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু, এতে মুস্কিল বা বিপদ হয়েছে এই যে, আমাদের চিন্তাধারায় আসল অবস্থাটা একটা মনগড়া কল্পনা বা অমূলক বিশ্বাসের আবরণে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে,—অনেকাংশে যেন চাপা পড়ে গেছে। Nationএর প্রতিশব্দ খুঁজতে গেলে ঐ এক 'জাতি' ছাড়া আর যে কোন শব্দই মনে করতে জুটে ওঠে না! কিন্তু, সত্য কথা বলতে হলে, বাস্তবিক এই ভারতবর্ষে আমরা কি মোটে একটা জাতি?—না, আমাদের মধ্যে "বহুজাতি" বিদ্যমান? তাই যদি যথার্থ এ দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা হয় তবে আমাদের এই জাতীয়তা বা Nationalismএর বুলিটা কি আসলে একরকম "গোঁজামিল" বা অপ্রকৃত আত্ম-বঞ্চনা নয়? এমন ব্যাপার তবে ঘটল কেন? কেন যে ঘটল,—আমি তো এতক্ষণ তাই শুধু একটু আপনাদেরকে চিন্তা করে বুঝতে বলছি। এর কারণ একটু তলিয়ে বুঝে দেখলে সহজেই বেশ বোঝা যায় যে, ঐসব বিলাতীভাবের ভাবুক, তথাকথিত নবনবীন শিক্ষিত বাবু বা "লিডারেরা" বঙ্গ বিলাতী আদর্শে এ দেশের উদ্ধার সাধন করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই এ শব্দটাকেও আমাদের মধ্যে চালিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন; এবং ফলে এটা সেই তাঁদের মোহাচ্ছন্ন মনেরই একটা উদ্ভট উদ্ভাবনা বা অন্তঃশূন্য ও অলীক আবিষ্কার মাত্র। যেহেতু ঐ বিলাতী [illegible] শিক্ষায় বলে যে, এক জাতি না হলে একতা জন্মায় না, এবং ঐ রকমের একতার বা একতা না হলে স্বাধীনতা বা স্বরাজ-প্রাপ্তিও অসম্ভব, অতএব, আমাদের ভিতরের অবস্থা যাই হোক না কেন, বলতে হবেই যে, এ ভারতে আমরাও একটা মাত্র গোটা জাতি। কারণ তা না হ'লে কি করেই আমরা স্বাধীন হব, আর কি করেই বা এ দুনিয়ার-আসরে দেশবাসীর কাছে,—বিশেষতঃ আমাদের শিক্ষা ও দীক্ষা আর ঐ মোক্ষবিধাতা ইংরাজের কাছে—আমাদের মান ইজ্জত বজায় রেখে আমরা এ কালা মুখ দেখাব কিম্বা নিজেদের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করার জন্যে 'ইন্ডিয়া' বলে—সত্য মধু, নিজেদেরকে সম্মান করব?—

এই হ'চ্ছে বাস্তবিক এ যুগের জাতীয়তা কীর্তনের মূল ভিত্তি, এবং এই হ'চ্ছে আমাদের অকপট মর্ম কথা, অর্থাৎ আমরা মুসলমানেরা সাধারণভাবে একালের মানুষ আমি যে এখন এই জাতীয়তা নামের বিরোধী কিংবা বর্তমান অবস্থায় বিদেশের এ হলেই একজন খাস গণ্য করি না তা কিন্তু আমি মোটেই বলছি না। তবু গোড়ায় আমাদের আত্মাদরীণ প্রকৃত অবস্থাটা একটু স্পষ্টভাবে বোঝবার জন্যেই, সৌজন্য হিসাবে—আমি এখানে একটু খোলাখুলি রকমে এ বিষয়ের আলোচনা করলাম মাত্র।

এখন কথা এই যে, মুখে আমরা যতই কেন না বলি না, অন্ততঃ যখন ভিতরের একেবারেই জিজ্ঞাসা তখন কি এ কথা সব স্বীকারই করব না যে, আমরা এই যথা যুগের সংস্কার ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় বিজাতীয় বিচার বা অবিচারে এমনই ভ্রান্ত বা বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছি যে, আমরা এখন এই আমাদেরই দেশের আত্মাদরীণ প্রকৃতি বা সামাজিক অবস্থাটিকে একেবারে অনায়াসে বিস্মৃত হ'য়ে, পাশ্চাত্য আদর্শের অন্ধ উপাসনার মরীচিকামুগ্ধ অন্ধ মুগ্ধদের ন্যায় মোহবশে মত্ত হয়ে, ঐ প্রাণহীন জড়বাদ সভ্যতার দিকে অতি দ্রুতবেগে বেগেই ধাবিত বা চালিত হচ্ছি? আসল সমাজবিজ্ঞান দেশের প্রকৃত অবস্থা ও প্রকৃতি, আসল ধর্ম ও চরম কল্যাণের যথার্থ ও অন্তর্নিহিত সেই পুণ্য সনাতন আদি আদর্শ ও লক্ষ্য যদি এমন ভাবেই উপেক্ষিত, ঘৃণিত, অস্বীকৃত বা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে রইল তবে আর "আমার" বলতে আমার রইল কি? তাহলে আমাদের এই nationalism জাতীয়তা স্বাদেশিকতা দেশাত্মবোধ বা patriotism এটি নিতান্তই একটা শূন্যে বিহ্বল আস্ফালন অলীক অথবা অন্ধ অনুকরণমূলক নকল কথার কথা বা নিছক কথা নয়? কি ভিত্তি থেকে তবে আমার এই জাতীয়তার জন্ম,—কি বলে—কিসের বলে তবে এর পোষণ ও জীবনধারণ, কোন ভিত্তি তবে এর অবলম্বন বা কিসের জোরেই বা এর এত অধিক গৌরব?

ইংরাজশাসনের ফলে যে কিছু হয়নি বা ইংরাজী শিক্ষায় যে কোনই উপকারিতা নেই, এমন কথা আমি কখনও বলি নাই বা মনেও ভাবি না। তার প্রয়োজন ছিল, এবং তাতে উপকারও আমরা অনেকই পেয়েছি। কারণ, এ সব যে তাঁরই বিধান! তিনি যা করেন,—কর্তার যা বিধান,—সে সবই যে যথার্থ মঙ্গলময়। কিন্তু তবু এই রাজত্বে ক্রমে এখন আমাদের যে সাংঘাতিক অনিষ্ট ঘটেছে, এমন ভীষণ দুর্গতি, এতদূর অধঃপতন, এমন শোচনীয় সর্বনাশ আমাদের আর এযাবৎ কস্মিন্‌কালে কিছুতেই হয়নি। সেটা যে কি, এখন কথাপ্রসঙ্গে সেইটুকুই আমি আজ আপনাদের কাছে অতি সংক্ষেপে নিবেদন করব।—আমরা আমাদের সেই সনাতন অতীতকালের সভ্যতালব্ধ, অনন্ত শান্ত ও সুন্দর সনাতন আদর্শচ্যুত হয়ে, ক্রমশঃ বিদেশের কর্তাদের পরবশতা ও অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'য়ে পড়লাম, এবং সেভাবেও শতাব্দীর পর শতাব্দী আমরা যত কষ্টেই কোন মতে কাটিয়ে দিতে পার্‌তাম বটে; কিন্তু এই ইংরেজ আসবার পূর্বপর্যন্ত আমরা আর যাই হোক্‌ আমাদের মূল স্বভাব বা প্রকৃতির আন্তরিক জাতীয়ত্ব কোন ক্রমেই হারিয়ে ফেলিনি;—বহু দুঃখ দৈন্য দুর্ভাগ্য দুর্বিপাকের মধ্যেও আমাদের সমাজ সেটুকুকে যক্ষের ধনের মত অতি নিভৃতেই আপন বক্ষকোটরে অতি যত্নে আগ্‌লে ধরে রক্ষা করেছিল। এইটুকুই ছিল, এবং এই ছিল বলেই আজও আমরা এ বিদেশীর কত বহু বহু লাঞ্ছনা কত বহু বহু জাত মত পাঁচ মিশেলে মিলিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ও বিকৃত হ'য়ে যাওয়া সত্ত্বেও আজও আমরা মরতে মরতেও বেঁচে রয়েছি, অজ্ঞান ও নির্জীব হয়েও এখনও প্রাণে মরিনি; এখনও ধুকধুকে এই মৃতাপেক্ষ প্রাণটুকু নিয়ে কোনরূপে এখনও টিঁকে আছি। মুসলমান ভাইদের আমলেও দেখতে পাই,—তাঁরা তখন আমাদের উপরে অত্যাচারবশে মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে শাসনও করেছেন বটে; কিন্তু তাঁদের সে ব্যবহারে আন্তরিকতা ছিল, সরলতা ছিল, প্রকৃত বীরত্ব ও মনুষ্যত্ব ছিল। তাঁদের সেই নবাবী মেজাজে আমাদের সময়েও তাঁরা যেমন হিন্দু ভাইদের নিতান্তই অধীনভাবে আপন ক্রোড়ে অবাধেই দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে বুকে টেনে নিতেন, অশেষ প্রকারে দয়া, বিশ্বাস ও স্নেহ করতেন;—এমন কি আপন পরিবারভুক্ত পর্যন্ত করে নিয়ে সর্বতোভাবেই অকুণ্ঠিত চিত্তে ও প্রাণ ঢেলে তাদের উপরেই অসীম আস্থা ও নির্ভর করে চল্‌তেন, তেমনই আবার যখন রাগ্‌তেন বা বিরক্ত হতেন তখনও যা করতেন তা প্রকাশ্যভাবে জানিয়ে শুনিয়ে বীরের মত মানুষের মতই করতেন;—অন্তরালে গোপনে বা চোরাগোপ্তা চালে তাঁরা আমাদের সঙ্গে কখনও কোন ব্যবহার বড় একটা করেননি; এবং বস্তুতঃ সে যুগের নীচতা, হীনতা ও কাপুরুষতা তাঁদের যেন কল্পনারই বহির্ভূত ছিল। কিন্তু, এখন এই ইংরেজের আমলে আমরা স্বদেশে ও বিদেশে সব ব্যাপারে এর ঠিক বিপরীত দৃষ্টান্তই দেখতে পাচ্ছি। মুখে ও বাহিক ব্যবহারে এইসব ইংরেজ রাজপুরুষেরা বা শাসনকর্তারা যতই আমাদের হিতৈষী বন্ধু আর সেই বল্‌লেও অঙ্গুলিক হন না কিন্তু যে কারণেই হোক, কার্যতঃ ভিতরে ভিতরে তাঁরা slow poison'এর মত ক্রমশঃ ক্ষয়কারী আদর্শ বিষ প্রয়োগের দ্বারা, আমাদেরকে উন্নত ও সভ্য ক'রে তোলবার প্রলোভন ও আশা দেখিয়ে, সভ্যতার সঙ্গে অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে বিজাতীয় বিসদৃশ আদর্শের অনুপ্রবেশ চালাইয়াছেন, স্বধর্মে ও স্বদেশে আমাদেরকে একেবারে হ'তে ক্রমশঃ অসাড়, অচৈতন্য, নির্জীব ও জীবন্মৃত ক'রে ফেলেছেন। আমাদের অতীত গৌরব, দেশ ও সমাজগত বিশিষ্টতা, আমাদের ধর্ম ও কর্ম জীবনের অনুপম ও অপূর্ব আদর্শ এবং সুমহৎ ও সাত্ত্বিক রীতি-পদ্ধতি ও নিয়মাবলী আজ কেবল যে আমরা ধীরে ধীরে ভুলেই যাচ্ছি তা নয়, সে সমস্ত যে কিছু নয়, কেবল ভ্রম ও কুসংস্কার তা যে নিতান্তই

হানাকৃত, তুচ্ছ ও অসত্য ব্যাপার, কেবল গোঁজামিল, কিছুই আমাদেরকে নির্লজ্জ পাগলামী এবং অন্তঃসার ও সর্বস্বতারই নিদারুণ নিদর্শন মাত্র,—অমনই একটা সাময়িক ও সর্বত্রব্যাপী হুজুগ বাজারে আমরা একেবারেই নিজেদের উপরে, আত্ম-শক্তি সম্বন্ধে আন্তরিক বিশ্বাস ও অবহেলাহীন হ'য়ে পড়েছি; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিজাতীয় আসুরিক ভাবের অতি প্রচণ্ড উপাসনায়, উদ্যোগ ও ব্যাকুল হ'য়ে উঠে, নিজেদের আগাগোড়া সবটাকে একরকম ভেঙ্গেচুরে গুঁড়ো করে দিয়ে, সেই বেশ ও ধার-করা আদর্শেই এই ধর্মক্ষেত্র ও মুক্তিধাম ভারতবর্ষকে নতুন ভাবে বিশৃঙ্খলাকার ক'রে গ'ড়ে তুলতে চাচ্ছি।

ইংরেজ যদি কেবল বাহ্যিক, আমাদের এই 'স্বরাজ' অর্থাৎ ভারতবর্ষ অধিকার ক'রে, এমন কি আমাদের এই সব বাইরের ধন দৌলত বা সর্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে নিয়েও ক্ষান্ত থাকতেন বা নিরস্ত হতেন তাতেও আমাদের এমন বিশ্রী ও মুমূর্ষু অবস্থা, এতদূর অবধি সর্বনাশ ঘটত না। কিন্তু, এই যে তাঁরা আমাদের অন্তরের স্বরাজটিকে হৃদয় ও মনটাকে পর্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে অধিকার পূর্বক আমাদের জীবনীশক্তি তাদের এই প্রাণ শক্তিকে পর্যন্ত সর্বথাই অবাধে শোষণ বা হরণ ক'রে নিচ্ছেন,—এই খানেই আমরা সর্বনাশের শুধু একেবারেই ফতুর হ'য়ে গেলাম, এবং এই এক চালেই তারা আমাদের সর্বনাশ ক'রে দিলেন! ইংরাজের পুনরাধিকার আশা তো আমরা নিজেদের দোষেই ঘুচিয়েছি; কিন্তু, এখন এ যে আমাদের ইহ-পরকাল, এ দুই-ই গেল,—একথা আমাদের বোঝবার আজ-ও পর্যন্ত আর শক্তি বা উপায় রইল না।

সে দিন আমাদের দেশের একজন বেশ নামজাদা শিক্ষিত লোকের সঙ্গে আমার এ বিষয়টা নিয়ে একটু কথা হচ্ছিল। আমার কথার উত্তরে প্রসঙ্গ স্থলে তিনি বিধি অজ্ঞান ভুলেই বলে বসলেন যে, "আমাদের দেশের আর এমন কি ছিল বা আছে যে, তাই শিখিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের আমরা আজ মানুষ করে তুলতে পারি?" কথাটা শুনে আমি অবাক্ হইনি; কেন না, ইংরেজী শিক্ষা অর্জনের ফলে আমাদের মধ্যে অনেকেরই মনের অবস্থা এখন এমনই দাঁড়িয়েছে বটে। কিন্তু, অবাক্ না হ'লেও এই নব জাগরণের দিনে হঠাৎ এমন একটা নির্লজ্জ আত্মঘাতী উক্তি শুনে আমি সত্যসত্যই অন্তরে একটা দারুণ আঘাত পেলাম। তিনি তো সকল ভাবে মনের মত কথাই বলে গেলেন। এই যে তৈল ভিক্ষুকের অবস্থা এবং এটাই সর্বনাশী সমস্যা যেটা মহাত্মা গান্ধী মহারাজ আমাদের slave mentality বলে নির্দেশ করেছেন। এই দাসানুদাসের মনোবৃত্তি, এই যে পরানুকরণের প্রবৃত্তি ও দীনতা ও লোভনীয়তার পরাকাষ্ঠার চৈতন্য-হ্রাস, তা থেকে যতদিন আমরা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত না হই ততদিন হাজার সংগ্রামী আন্দোলন বা "স্বরাজ" আন্দোলনেও আমরা ঋষিগণের স্বরাজ বা যথার্থ স্বাধীনতার আস্বাদ লাভের অধিকারী হ'তে পারব না। কবি সব দুঃখেই ব'লে গেছেন—

নিজের দুঃখ বুঝতে না পারা দুঃখেই দুঃখী যারা অধম, লক্ষ্মীছাড়া! বাস্তবিক এর চেয়ে দুঃখ দুর্গতির অধঃপতন আর হ'তে পারে না। আজ আমরা নিজেদের এই জীবন দুর্দশা,—এই যে মানসিক দাসত্বের অতি করুণ ও নিদারুণ দুরবস্থা,—এই যে চরম শোচনীয় অবস্থায় অবর্ণনীয় ও অকথ্য দুঃখ এই দুঃখ বা শোকটা অনুভব করার শক্তিটাকে পর্যন্ত যে একেবারেই হারিয়ে বসে আছি, এর চেয়ে বড় দুঃখ আর কি আছে কিই বা হ'তে পারে? এ যে অনুভূতিহীন অসাড়তা এ যে জড়তা, এ যে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুরই পূর্বলক্ষণ!

স্বরাজের তারিখ

[শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়]

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ সত্য বলে মেনে নিয়ে তাঁর নির্ধারিত প্রোগ্রাম্ মত কাজ করলে কোনো বিশেষ মাসের নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বরাজ লাভ করতে পারবে—দেশের লোকের কাছে এ বাণী মহাত্মাজী প্রচার করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে নিখিল ভারতের স্বরাজ-প্রার্থী বহুজন, স্বদেশ-হিতৈষী ও স্বাধীনতা-কামী মনীষি যখন non violenceকে স্বাধীনতা-লাভের পন্থা বলে নির্ধারণ করেছেন, তখন আমি তাঁদের সে আদেশ মাথা পেতে নিয়েছি। তাঁর কথিত এ পথে চ'লে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার দিকে কতদূর এগিয়ে যেতে পারে, তা সকলেরই একবার লক্ষ্য ক'রে দেখা উচিত। Violence বাদী বা non-violence বাদী—সবারই স্বপক্ষ লক্ষ্য স্বাধীনতা-লাভ, তবে পন্থা সম্বন্ধে মতভেদ থাকা না থাকলেও তার অনুসরণ ক'রে চলতে বিশেষ আপত্তির কারণ আছে ব'লে মনে হয় না। বর্তমান আলোচনায় Violence ও non-violence সম্বন্ধে আমার এইটুকু মূলে' বলার প্রয়োজন এই যে, [illegible] আমায় কেউ যা ভুল বুঝবেন।

এখন কথা হল এই যে, ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যে স্বরাজলাভ সম্ভবপর কিনা। যদি বা সম্ভবপর হয়, তবে সে কেমনতর স্বরাজ। মহাত্মা গান্ধী স্বরাজের কোন সংজ্ঞা দেন নাই ব'লে রবীন্দ্রনাথও "সত্যের আহ্বানে" উল্লেখ করেছেন। মহাত্মাজী-স্বরাজের কোনো বিশদ সংজ্ঞা

না দিলেও তাঁর স্বরাজ যে আধ্যাত্মিক স্বরাজ নয়—political স্বরাজ, তা বেশ পরিষ্কারই বুঝ্তে পারা যায়, কারণ তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে, তাঁর প্রবর্তিত non-violent non-co-operation এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে, বর্তমান গবর্ণমেণ্ট যাকে তিনি 'Satanic' বিশেষণে বিশেষিত করেছেন তাকে সংশোধন করা কিম্বা শেষ করা (to mend or end this Satanic Government) তা হলে মহাত্মাজী স্বরাজ বল্তে যে মোটামুটি political freedomই mean করেন, এ অনুমান করা বোধ হয় অন্যায় ও অসঙ্গত হবে না।

এই স্বরাজ বা political freedom কোন মাসের নির্দিষ্ট তারিখে লাভ করা ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভবপর হবে শুধু তখনই, যখন কংগ্রেস্ ঐ নির্দিষ্ট দিনে স্বরাজ ঘোষণা করবে। কংগ্রেসকে এখন যে ভাবে গ'ড়ে তোলা হয়েছে এতে আর কংগ্রেস্ নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্বের দাবী করতে পারে। তা হ'লে ৩১শে ডিসেম্বর যদি কংগ্রেস্ থেকে স্বরাজ ঘোষণা করা হয় তবে সে ঘোষণা নিখিল ভারতের ঘোষণা-বাণী বলেই বুঝ্তে হবে। অবশ্য একথা মনে রাখ্তে হবে, যেদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করা হবে সেদিনই রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যাপারে আমরা আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে কখনো পারব না। বাহুবলের প্রভাব বা ঐশী শক্তির সাহায্য ব্যতীত একদিনেই ঐরূপ কখনো সম্ভব নয়। পৃথিবীর স্বাধীনতার ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত একটিও আছে কিনা জানি না, যেখানে একটা জাতি স্বাধীনতা ঘোষণা করার দিনই শাসন-ব্যাপারে আত্মকর্তৃত্ব পেয়েছে, তবে কথা এই যে, শাসকের লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে একটা জাতি যখন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তখন সে তার বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সংহত ক'রে শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে। সেই জাতি যেদিন শাসকের পাশ হ'তে উদ্ধার পাওয়ার মানসে স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রে দুনিয়ার সামনে উঁচু হয়ে দাঁড়ায়, সেদিন তার মাথার ওপর থেকে শাসকের বোঝা যে পুরোপুরি নেমে যায়, তা নয়; কিন্তু তার মন থেকে শাসকের প্রভাব যে মুছে যায়, আর ললাট থেকে পরাধীনতার কলঙ্ককালিমা যে মুছে যায়, এতে আর কোনো সন্দেহ নাই, অর্থাৎ সে অবস্থায় শাসকের ভার কিছু থাকে বটে, কিন্তু দাগ মোটেই থাকে না।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। ঠিক ঐদিনই যে মার্কিনজাতি রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যাপারে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল, তা নয়। কিন্তু তা ব'লে ঐদিন থেকে মার্কিনকে আর ইংরাজের অধীন বলাও চলে না। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে ফরাসীবিপ্লব আরম্ভ হয়। ঐ দিনই ফরাসী জাতি Republic প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নাই। সে জন্য ফরাসীজাতিকে ঐদিন ষোড়শ লুইর অধীন প্রজা বল্লেও ঠিক হবে না। আয়ার্লণ্ডও ডি-ভ্যালেরার নেতৃত্বে কোনো একটা মাসের নির্দিষ্ট তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। এর ফলে আয়ার্লণ্ডের “[illegible]” [illegible] ইংলণ্ডের সঙ্গে বেশ জোরসে লড়াই চল্ছে। আপোষনিষ্পত্তির প্রস্তাব হয়েছে ব'লে সম্প্রতি কিছু দিনের জন্য লড়াই বন্ধ আছে। অবশ্য এটা ঠিক যে, আয়ার্লণ্ড নিরুপদ্রবে ও বিনা বাধায় স্বাধীনতা ভোগ করতে পারছে না। কিন্তু এও আবার সত্যি যে, ইংলণ্ডও নিরুপদ্রবে ও বিনা বাধায় আর [illegible] প্রভুত্ব ভোগ ক'রে উঠ্তে পারছে না। তা হলে এ অবস্থায় আইরিশ্‌জাতিকে স্বাধীন বল্তে কারুর যদি আপত্তি থাকে, তবে তিনি তাকে অধীনই বা বলবেন কি করে? স্বাধীনতা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই পরাধীন জাতির শাসকের বেড়ী আপ্‌না-আপ্‌নি খ'সে প'ড়ে যায়। সে বেড়ী আবার তার পায়ে পরিয়ে না দেওয়া পর্য্যন্ত তাকে অধীন বলা যেতে পারে না। এর জন্যই আইরিশদের পায়ে শাসকের বেড়ী আবার পরিয়ে দেওয়ার জন্যে ইংরাজ কামান-বন্দুক, গোলা-গুলি, বোমা [illegible] তাদের সাহায্যে প্রাণ-পণ চেষ্টা করছে। ইংরাজের এ চেষ্টা যখন আবার সফল হবে, তখন থেকে আইরিশ জাতিকে পরাধীন বলা যাবে, কিন্তু এখন নয়।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা খোলসা ক'রে বল্তে চাই। ধরুন এক বাবুর অনেকগুলি চাকর আছে। তারা অত্যাচার সইতে না পেরে একদিন সবাই মিলে ধর্ম্মঘট ক'রে বল্লে—“আমরা আজ থেকে তোমার নক্‌রী আর করব না।” বাবু ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে চোখ রাঙিয়ে বল্লেন—“কি, নক্‌রী করবে না? আচ্ছা, দেখি কি ক'রে আমার বাড়ী ছেড়ে চলে যাও।” এই ব'লে তিনি বিদ্রোহী চাকরগুলিকে তাঁর বাড়ীতে আটক ক'রে রাখ্‌লেন। কিন্তু চাকরদের সেই কথা সেই কাজ। সবাই তারা হাত গুটিয়ে ব'সে আছে। তাদের দেহের ওপর দিয়ে কিল-চড়, থাপড়-লাথির তুমুল তুফান ব'য়ে যাচ্ছে। তবু তারা স্থির হ'য়ে ব'সে আছে; বাসন ও মাজেনা, তামাকও সাজে না, কাপড়ও কাচে না—মনিবের কোনো কাজই করে না। তারা মনিবের বাড়ীর সীমানার মধ্যে বন্দী হয়ে আছে বটে, কিন্তু তাদের কেউ কি আর বাবুটির চাকর বল্তে পারেন? বাবুটি তাদের দিয়ে চাকরের কোনো কাজই ত পাচ্ছেনা—আর তারাও ত বাবুটিকে মনিব ব'লে মেনে নিচ্ছেনা।

সুতরাং জগতের স্বাধীনতার ইতিহাস থেকে আমরা দেখ্তে পাচ্ছি যে, কোনও মাসের নির্দিষ্ট তারিখে স্বরাজ লাভ একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়।

আসল কথা হচ্ছে এই, ভারতবর্ষ এতদূর অগ্রসর হয়েছে কিনা, যে ৩১শে ডিসেম্বর স্বরাজ ঘোষণা করতে পারে। স্বাধীনতা ঘোষণা করতে হলে যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন আর যেরূপ সুযোগ-সুবিধা ও শক্তির আবশ্যক, ভারতবর্ষের তা এখন আছে কি না সেটাই ভাব্‌বার বিষয়।

চরকা মঙ্গল

[শ্রীমায়া দেবী]

পরস্পরের মধ্যে আমাদের এমন একটা ভাব সূত্রের যোগ স্থাপন করা চাই, যার জন্যে টানে অর্থাৎ সমস্ত বাঙ্গলাদেশের মহিলারা এবং তারপর সমস্ত ভারতবর্ষের মহিলারা প্রাণমন চিত্তে এক হ'য়ে গিয়ে, একটা বিশাল একতায় আবদ্ধ হ'য়ে ভারতবর্ষে উদ্ধারের পর্ব্বে স্বরাজ আগমনীর বিষাণ ধ'রে স্বামী পুত্র ভাই সকলকে আহ্বান ক'রে তুলতে পারেন। এই জাতীয় ভিত্তি গঠনের সূত্রপাত হ'ল "চরকা"। শুধু সাধারণ প্রয়োজনীয়তা ছাড়া চরকার প্রচলনে যে আরো কত সূক্ষ্মতর অভিপ্রায় আছে, তারই তাৎপর্য্য বিশেষভাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা করা যাক।

চরকার সূতো দিয়েই সমস্ত ভারতবর্ষের নারীকুল আমরা একত্র হ'য়ে ভারত জননীর নগ্ন সন্তানদের বস্ত্র দেবো, ক্ষুধার্ত্ত শীর্ণ জীর্ণ লক্ষ লক্ষ প্রাণকে অন্ন দিয়ে জীবন দান করবো। এই তো হ'ল আমাদের প্রত্যেকের এবং সকলের কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের মেয়েদের প্রধান পরীক্ষা এখন; তাদের মাতৃহৃদয়ের স্নেহ মমতা দুঃখী দরিদ্রের সেবায় সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে অর্পণ করতে হবে। আজ যাতে সে গৌরবের স্থান অধিকার ক'রে স্বদেশীয় ভাই বোন সন্তানগণকে মুক্তিদান করতে পারি, আমাদিগকে সেই ব্রতে ব্রতী হ'তে হ'বে।

চরকার প্রচলনই আমাদের স্বরাজ উদ্ধারের প্রধান পন্থা। সকলেই আমরা ১০ মাস যাবৎ এই মন্ত্রই শুনছি, যে মহাত্মা গান্ধীর ঐ মূল মন্ত্র। কিন্তু কেন যে আরো এত প্রকার বল কৌশল অভ্যাস ক'রে সামান্য একটু নিরীহ চরকা তার ওপর এত বড় গুরুভার দেওয়া সম্বন্ধ কথা হ'ল, তার মূল কারণ বুঝতে চেষ্টা করা যাক।

অনেকেই উপহাস ক'রে বলেন যে এটা প্রলাপ বাক্য মাত্র। কোথাকার কোন তুচ্ছ পদার্থ দিয়ে বলে কিনা এত বড় প্রচণ্ড দুর্দ্দান্ত ইংরাজ রাজত্বকে অসাধ্য ক'রে তুলবে! বাস্তবিকই প্রথমে শুনলে হাসি পাবেই তো কিন্তু যখন দেখে দেখি মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নায়ক বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কি জন্য এই অসম্ভব ব্যাপারই সব চেয়ে শ্রেয় মনে ক'রে চরকার প্রচারে প্রাণপণ উঁহারা চেষ্টা করছেন, তখন অনুসন্ধানের ফলে প্রথমেই মনে হয়—স্বরাজ তবে কি আমরা হারিয়েছি—কি ক'রে খোয়ালাম? কে লুট করলে এবং হারানো সামগ্রী আবার ফেরৎ পাবার জন্য উদ্যোগী হচ্ছি, সেটা কি?

আমাদের দেশটাকে যারা শোষণ করেছে এক বিদেশী বণিকের দুর্দ্দান্ত কোম্পানী দল। ৩০০ বছর পূর্ব্বে যারা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইংরাজ জাতির আমাদের এখানে প্রথম আসেন। আমাদের প্রাচীন আমলের বিলাস অতি উত্তম বস্ত্র মসলিন, দুর্মূল্য রেশম, কুবের ভাণ্ডারের মণি কাঞ্চন সব এরা রপ্তানি ক'রে স্বদেশে আমদানি করলেন কি আমাদের জন্য? শুধু বাণিজ্য বৈঠকের ভিত্তি স্থাপনে সওদাগরদের কাজ খতম হ'ল না, আশ মিটলো না, এবার দৃষ্টি পড়লো তাদের আমাদের দেশের রাজ্য গঠনের দিকে। তারা দেখলেন দীর্ঘকাল ধরে যে স্বাধীনতায় সুখ সমান তার কারণ আমাদের নিপুণতা আমাদের হীন বিলাসিতার বশীভূত না হওয়ার ফলে এবং আমাদের মানসিক উৎকর্ষের জন্য। ইংরাজেরা হোল দোকানদারের জাত। যখন তারা দেখল যে আমাদের কারিগরদের সঙ্গে পেরে ওঠা তাদের সাধ্যাতীত, তখন আমাদের নৈপুণ্য নাশ করবার, আমাদের ধ্বংস করবার প্রধান উপায় হ'ল আমাদের শিল্পের এবং শিল্পীর নাশ করা। প্রথমতঃ চরকা নাশ ক'রে, তাঁতিদের নির্য্যাতন ক'রে, আঙুল অবধি কেটে আমাদের উপর প্রভুত্ব ও শাসন প্রচার করলেন। তারপর যে চতুর উপায়টি আবিষ্কার ক'রলেন এবং আমরা যে ফাঁদে ধরা পড়ে একেবারে জড়িয়ে মরলাম—সেটা হ'ল তাদের সস্তা, চটকদার সৌখিনতার প্রলোভন! সেই হোল সর্ব্বনাশের কারণ। প্রথমটায় আমরা বিস্তর বিজাতীয় সস্তা জেল্লাদার জিনিষ হেলে' ঘৃণার চক্ষে দেখতাম, এবং স্পর্শ করা পাপ মনে করতাম কিন্তু যখন সস্তা বিলাসিতায় জোগানদের প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করলাম, ইংরেজরাও ক্রমেই উঠতে লাগল, আর ক্রমে মাথার বোঝা শিথিল হ'তে যেতে লাগল, তখন আমরা দেশের আমাদের অনাচারিত কারিগরদের কথা ভুলে গিয়ে, লোভে বা রোগে দিয়ে জেতাদের ভোগ বিলাসিতা গ্রহণ কোরতে শুরু হোলাম—সেদিন আমাদের দেশলক্ষ্মী বিদায় নিলেন, তার পরিবর্ত্তে প্রবেশ কোরলেন এক অলক্ষ্মী! সেই অলক্ষ্মীর ফলে আজ অন্ন এক পরাজিত জাত। যখন সুযোগের লোভে দেশের অপমান, অপদার্থের দিকে দৃষ্টিপাত না কোরে, আত্মাভিমান সাহস হ'তে যে আমরা আমাদের বিজাতীয় সঙ্গে সবে ছুটে ভিক্ষা পাতালাম, সে দিন আমরা নিজেরাই নিজেদের দেশের সর্ব্বপ্রধান ছোট' কোরে দাঁড়ালাম! আজও তারই ফলে বংশানুক্রমে গোলামী কোরে চলেছি শুধু বণিকদের দাসদাস উদ্দেশ্য হোয়ে আর দুঃখ হোয়ে চলেছি। একদিকেতে যে জোরের ফলে আমাদের দেশের লোকের রক্তটুকু অবধি শুষে নিচ্ছি, আমাদের নিজেদের স্বজাতি, স্বদেশী জন অন্যভাবে বিনা বলে প্রাণ ত্যাগ কোরছে তার দিকে দেখবার কেউ নেই, অন্যদিকে সেই নিজেদের আপনজনদের বলি দিয়ে অন্য জাত কোরছি বিদেশীর সন্তানদের, যে জাতির হাতের অন্ন আমাদের বিদুরা গ্রহণ করে না কিন্তু যাদের তাদেরই হাত থেকে যারা আমাদের দেশের সহায় ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করছে আমাদের উদ্ধারের উপায়

গ্রহণ করিয়েছি। আজ যদি মনে কোরতে পারি আমাদের সেই চরকা, সেই তাঁত গ্রহণ কোরে থাকতে সত্বেও আমরা নিজের চিত্তে বিলাতী বেশভূষা, আচার ব্যবহারের বশীভূত না হোয়ে নিজেদের মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে রাখতে পারতাম, তা হ'লে আজ আমাদের কি গৌরবের দিন হোত! তা হোলে কি আজ আমাদের দেশের মান মর্য্যাদা বিক্রী কোরে জগতে এমন হীন অবস্থায় পতিত হ'তাম? তাই আজ মহাত্মা গান্ধী বার বার ভারতবাসীগণকে বলছেন "চরকার শরণাগত হও।" চরকার প্রতিষ্ঠা হোলেই আবার আমাদের দেশে নবজীবন আসবে এবং তাহোলে অর্থাৎ যে বলে আমরা ত্যাগ স্বীকার কোরতে মনে শক্তি পাবো, সব অনর্থক বাজে খরচ ছেড়ে দিয়ে মোটা ভাত খেয়ে, মোটা কাপড় পরে দেশের সেবায় মনোযোগী হোতে পারবো। যতদিন নিজের দেশ স্বাধীন না কোরতে পারি, নিজের স্বদেশীয় ভাই বোনদের দারিদ্র্য না ঘোচাতে পারি, নিজেদের অন্তরের মধ্যে যতদিন না আবার আত্ম-শক্তি [illegible] তুলতে পারি ভোগবিলাসের অভ্যাসের ক্ষতিপূরণ না করতে পারি ততদিন প্রায়শ্চিত্তের ব্রত কঠিন ভাবে উদযাপন কোরতে হবে আর সেই ব্রত হচ্ছে চরকায় কাটা [illegible] সূতোয়, দেশের তাঁতে বোনানো বস্ত্র ব্যবহার, যে অন্য দেশের অপমান সহ্য কোরেছি, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করা। দেশ সেবায় প্রাণ মন ঐশ্বর্য্য দিয়ে, স্বদেশের সাধনা করা। এবং দেশের মুক্তির পথে একাগ্রচিত্তে উৎসাহ ভরে অগ্রসর হও। সবাই চিত্ত সংশোধনের উপায় বলে চরকাটিকে সমাদরে গ্রহণ করুন। জানবেন নিশ্চিত এর আত্মপ্রসাদে অমৃত ভিন্ন কিছু ঘটতে পারে না। চরকাবিশ্বাসী যারা জীবন পণ করলে আমাদের দেশের দৈন্য অত্যাচার অসম্মানের প্রতিকার হবে। সমস্ত পৃথিবীকে দেখাবো যে বিনা অস্ত্রে বিনা উৎপাতে শুধু বুক আমাদের প্রেম সহায় কোরে শত্রু পরাজয় করা যায় কি না। কিন্তু শত্রু তাড়াবার আগে নিজেদের অন্তরের মধ্যে যে অতি লোভী লৌকিক শত্রুকে স্থান দিয়েছিলাম তাকে আগে নাশ করতে হবে মনের বল দ্বারা দমন কোরতে হবে। নইলে সেই যে তারা যারা এই কুপ্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে বপন কোরে আমাদের এই দশা কোরেছে, তাদের পরাজয় ও আত্মশক্তির জয়ের দ্বারা স্বরাজ প্রতিষ্ঠা কখনই সম্ভব হবে না।

বস্ত্র-শিল্প।

[শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ভারতবাসী এবং বিদেশী ইংরেজই সকল এক প্রকৃতির—প্রত্যেকেই নিজ নিজ বস্ত্র-শিল্প সংরক্ষণে সচেষ্ট। কাজেই এ ক্ষেত্রে নিজ নিজ লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত হওয়া উভয়ের পক্ষেই স্বাভাবিক।

এই বস্ত্র-শিল্প-সংরক্ষণ ব্রতে সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে, ভারতবাসীকে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে (১) বস্ত্র-শিল্প রক্ষার আবশ্যকতা কি? দ্বিতীয়তঃ (২) দেখিতে হইবে কি প্রণালীতে এ কার্য্য সাধন করা যায়।

(১) ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প সংরক্ষণের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি লেখক ও বক্তাগণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতবাসী বস্ত্র-শিল্প ত্যাগ করিয়া আজ মাত্র, [illegible] বস্ত্রের অভাব দূর করিতে অসমর্থ। ইহার বা দৈব দুর্বিপাকে, বিদেশী বস্ত্রের মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি পাইলে বা উহার আমদানী বন্ধ হইলে, আজ ভারতবাসীকে নগ্ন অবস্থায় দিনপাত করিতে হইবে। অথচ ভারতে যদি প্রয়োজন মত তুলা সংগ্রহ বা সুতা কাটা এবং কাপড় বোনার লোক এবং নৈপুণ্যের অভাব থাকিত, এরূপ পরমুখাপেক্ষা, দুর্বলের পক্ষে স্বাভাবিক। (অবশ্য বর্ত্তমানের পক্ষে সদা সত্য)। কিন্তু প্রকৃতির বিধানে, আজ ভারতে তুলার তেমন অভাব নাই। অতীত সভ্যতার প্রভাবে, ভারতবাসী বহুদিনের সময় হইতেই সুতা কাটা এবং কাপড় বোনায় দক্ষ। সুতরাং ভারতে বস্ত্র-শিল্প প্রচলনের উপযোগী দ্রব্য সম্ভার এবং শ্রমিকের ও নৈপুণ্যের অভাব নাই। কেবলমাত্র উৎসাহ এবং কার্য্য-কুশলতার অভাবেই এই দুর্গতি। শিক্ষার বিস্তার হেতু দারিদ্র্যের দুঃখ আমরা আজ আজ নিশ্চেষ্টতা হইতে বঞ্চিত। জগতে মানুষ হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, দারিদ্র্য বোধ কার্য্য ক্ষেত্রে অভ্যস্ত হইতে হয়। শিক্ষার যোগেই এতদিন আমরা দেশের দুর্দশার বিষয় তেমন কিছু জানিতে পারি নাই এবং উহার কারণ অনুসন্ধানেও আমাদের মতি গতি হয় নাই।

কাল প্রভাবে আজ দেশের মনীষিগণ, ভারতের দুর্দশার হেতু নির্দেশে সমর্থ হইয়াছেন এবং তৎপ্রতিকারোপায় ও অবগত হইয়াছেন। তাঁহারা বিদেশী বাণিজ্যের সন্ধান এবং অর্থ শোষণ নীতি বুঝেন এবং জানেন। অত্যাচার সহ্য করিবার সামর্থ্য ও তাঁহাদের যথেষ্ট এবং তাঁহারা হিংসা দ্বেষ শূন্য। এই দৈর্য্যশীল দেশপ্রেমিকগণ বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং আচরণ দ্বারা দেশবাসীকে তাঁহাদের দুর্দশার বিষয় বুঝাইয়া তৎপ্রতিকারে উৎসাহিত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। এই যাবৎ দেশ উদ্ধারকার্য্যে তাঁহারা কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন।

সৎ কার্য্যে অনেক বিঘ্ন। [illegible] শ্রেণীর সভা, প্রবন্ধ এবং বক্তৃতার মধ্যে কোথাও কোথাও অতিরিক্ত মত্ততা আসিয়া পড়িতেছে, লোক কেবল গোলমাল যাহা, বক্তাদিগের বৃথাই সময় শক্তি নিয়োগ করিতেছেন, ইহাতে কাজের ক্ষতি হইতেছে, সেই জন্যই যেন প্রকৃতির ইঙ্গিত আসিতেছে, এখন হইতে সাবধান হও—এই জন্যই সভা-সমিতি, বক্তৃতাদি ক্রমেই ব্যাপার আয়ত্ত হইতেছে। [illegible] পর্য্যালোচিত হইতেছে। এই ইঙ্গিত বুঝিয়া প্রত্যেক দেশবাসীকে, দারিদ্র্য বোধে জীবনে, বস্ত্র শিল্প সংরক্ষণার্থ, পবিত্র চরকার সুতায় দেশী কাপড় পরিধানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। প্রত্যেককে নিজ নিজ আবশ্যক মত কার্পাসের চাষ, অবসর মত চরকায় সুতা কাটা এবং কাপড় বোনা কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে হইবে।

তাঁত ও তাহার সরঞ্জাম।

যাঁহারা জাতীয় [illegible] তাঁত চালাইতে উৎসুক হইয়াছেন; কিন্তু কোথায় ভাল তাঁত পাওয়া যায়, তাহা জানেন না। [illegible]

ম্যানেজার—
খুলনা ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড
খুলনা—*E. B. Ray.*

“স্বাবলম্বনপথে”

প্রবন্ধমালা

(১) জাতীয়তার অনুভূতি, (২) কুটীর শিল্প, (৩) ব্যক্তিগত অর্থনীতি, (৪) সার্বজনিক কৃষি, (৫) রং ও রঞ্জন বিদ্যা এবং (৬) মানুষ তৈরির মসলা।

মূল্য প্রত্যেক পুস্তক ।৹, মাশুলাদি পৃথক্। শ্রীঅমরেশ কাঞ্জিলাল, ১১ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খদ্দর! খদ্দর!! খদ্দর!!!

চিত্তরঞ্জন ভাণ্ডার

চরকার সূতায় হাতে বোনা খদ্দর—কাপড়, তোয়ালে, চাদর প্রভৃতি পাওয়া যায়।

[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible], পোঃ কলিকাতা।

এজেন্সী—
ইণ্ডিয়ান [illegible] কলেজষ্ট্রীট মার্কেট।

অধ্যাপক শ্রী[illegible] [illegible] “কলিকাতা খদ্দর ভাণ্ডার” নামে একটি স্বদেশী কাপড়ের দোকান খুলেছেন। [illegible]

[illegible] আশা করি সকলেই [illegible] স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠার [illegible] সহানুভূতি দেখিয়ে এঁদের উৎসাহিত করবেন।

Khadder ! *Khadder !!*

Rare Opportunity for Buyers.

We could supply you all varieties of pure Khadder (Dhoties, saries, shirtings, towels etc) of all counts at incompetitive rates.

As we have started the concern purely from a patriotic inspiration we could assure you of every fecility and satisfaction,

Regarding our reputation and financial status please refer to the Imperial Bank Bezwada.

Samples and necessary details will be furnished on application.

A trial will give you entire satisfaction.

K. POORNANADAM & SONS,
Bankers, Landlords and General Merchants, Bezwada (Kristna D. T).

N. B.—All communications should be addressed to the firm but not to individuals.

ইণ্ডিয়ান বুক্‌ক্লাব,

কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট—কলিকাতা।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের কবিতা গ্রন্থাবলী—

কিশোর কিশোরী ১৲ অন্তর্য্যামী ৸০ মালা ৸০ মালঞ্চ ৸০।

শ্রীহেমন্তকুমার সরকারের পুস্তকাবলী :—

১। ছায়াবাজি (নূতন ধরণের গল্পের বই)

বিষয়-সূচী :—বসন্ত; রাখি; বিবাগী কেরানীবাবু; মাঝ-রাত; পানওয়ালী; আকাশি; ফেরিওয়ালা; দেশের চিঠি; মিলন; মুক্তি; নরকের দ্বার। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

২। পষ্টকথা।

বিষয়-সূচী :—আধ্যাত্মিক [illegible]; ইংরেজির [illegible]; সমাজের [illegible]; শিক্ষিতের গোলামি; আমাদের দেশ; বাঙ্গালীর ব্যবসাদারি; গোলামখানার শিক্ষা। মূল্য ।৴০ আনা মাত্র।

৩। উল্টোকথা

বিষয়-সূচী :—বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্য; আর্টের সমঝদারি; আর্টের জীবন, বাঙ্গলা সাহিত্য; [illegible]; বাঙ্গলা কাব্যে একটি নূতন সুর; "বীণাপাণির ধ্বনি"; লেখক ও প্রকাশক; বাঙ্গালীর [illegible]; [illegible] পাশ্চাত্যের দান, [illegible]; বিদেশে বাঙ্গালার বাহার। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

৪। যুগ-শঙ্খ।

বিষয়-সূচী :—আজ কেন মনে মনে, [illegible] পূজা; রাসলীলা; নারায়ণের কি দাবি; উন্নতি কিসে; আধ্যাত্মিকতা বনাম কর্ম্ম। মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

"ভারতরঞ্জন চিত্তরঞ্জন"

চিত্তরঞ্জনের বন্ধু শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত। এ পর্য্যন্ত চিত্তরঞ্জনের যে কয়খানি জীবনী বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে এই খানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—ইহাই একমাত্র সম্পূর্ণ ও বিশদ জীবনী। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

"শ্রীঅরবিন্দ"

অরবিন্দ ঘোষের নাম বঙ্গদেশে সুপরিচিত, কিন্তু তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত অতি অল্প লোকেই জানেন। তাই এই সংক্ষিপ্ত জীবনী খানি সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিলাম। মূল্য ।৴০ আনা মাত্র।

চিত্তরঞ্জনের বড় ছবি

(তিন রঙা)

লাভের টাকা "নারী কর্ম্মমন্দির"এ যাইবে।
মূল্য প্রতি কপি ।০ আনা মাত্র

"লেনিন"

রুশিয়ার সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা লেনিনের নাম আজ সকলেই জানেন। এই অদ্ভুতকর্ম্মা জননায়ক রুশিয়ার কিরূপ অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, তাহা এই জীবনী পাঠে জ্ঞাত হউন। শ্রীফণিভূষণ ঘোষ প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

"স্বরাজ ও খলিফত"

"স্বরাজ খলিফত" প্রভৃতি বলিলে কি বুঝায়, তাহার স্পষ্ট ধারণা বাঙ্গালীদের অনেকেরই নাই। লেখক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই বর্ত্তমান আন্দোলনের কারণ ও বিষয়গুলি অল্প কথায় সাধারণকে বুঝাইতে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। মূল্য তিন আনা মাত্র।

"বিশ্বভারত"

(বিশ্বসভ্যতায় ভারতের বাণী)

ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। (যন্ত্রস্থ)

"স্বদেশ রেণু"

এই ছড়াগুলি পড়িয়া যে ছোট ছেলেমেয়েরা শুধু আনন্দ পাইবে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনে স্বদেশ প্রীতি অঙ্কুরিত হইবে। বঙ্গদেশে প্রত্যেক মায়ের কাছে এই বই এক একখানি থাকা উচিত।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

"পল্লীব্যথা"

এই কবিতাগুলিতে পল্লীজীবনের দুঃখময় করুণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "বাঙ্গলার অন্তরের বেদনার সুর ঠিক যেমনটি এমনভাবে আর কেহ চোখের সামনে ফুটাইতে পারেন নাই।"

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

"A MESSAGE OF HOPE"

By P. K. Sarker, M. A.—An explanation of Prabhu Jagatbandu's mission —Price As 5.

"NON-CO-OPERATION"

Four lectures delivered by Mr. B. C. Pal, discussing the Present Sitution with Special reference to the Khilafat, pointing out the need of the measure and explaining its meaning and method. Rdeuced Price As 6.

Printed by—Hemanta Kumar Sarkar, at the Metcalfe Press, 79 Balaram Dey Street and Published from 7 Bhobani Ch. Dutt Street, Calcutta.

বাঙ্গলার নবযুগের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বাঙ্গলার কথা

সম্পাদক—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

বার্ষিক মূল্য ৪্ টাকা | সহকারী সম্পাদক—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার | নগদ মূল্য এক আনা

প্রথম ভাগ { কলিকাতা, শুক্রবার, ২রা ডিসেম্বর, ১৯২১; ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ } ২য় সংখ্যা

বৃহত্তর কারাগার

[শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ]

আমাদের দেশ আজ একটা বৃহৎ কারাগার। কারাগার কার কাছে? যারা সুখের লোভে দাসত্বে বিচরণ করে, দু' পয়সা পেয়ে আনন্দে অধীর, ইংরেজের স্বেচ্ছাকৃত গোলাম হ'য়ে যারা জীবন নির্ব্বাহ করে, তাদের কাছে বাঙ্গলা দেশ কারাগার নয়। তারা মোহান্ধ, তারা বুঝতে পারে না—তাদের কাছে এ কারাগার স্বর্গ। যে দাস বা কৃতদাস সে সহসা বুঝতে পারে না যে সে বন্দী। যে বুলবুল বিহঙ্গের মত খাঁচার ভেতর বিচরণ করে, মনে করে ইংরেজের গোলামি ক'রে পরম কৃতার্থ হয়েছে—যারা স্কুল কলেজ পূর্ণ ক'রে রেখেছে, ইংরেজের আদালত ভর্ত্তি ক'রে রেখেছে—তারা কি স্বাধীনতার বাসনা জানে? সে বাসনা অনুভবের শক্তি আমাদের লোপ পেয়েছে। যদি জানতে তবে বুঝতে পারতে সমস্ত বাঙ্গলা দেশ এক বৃহৎ কারাগার। যে বুঝেছে—তার কাছে জেলই বা কি, আর জেলের বাহিরই বা কি? তার কাছে গৃহই কি, আর জেলই কি?

কারাগারে গেলে কেন মুক্তি হবে জান? যে দিন সমস্ত ভারতবর্ষের নরনারী বুঝতে পারবে যে স্বাধীনতার কাছে আর কিছু নাই, পরাধীনতা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়, জীবন ত্যাগ ক'রে স্বাধীনতা অর্জ্জন করা মানুষের ধর্ম, যে দিন মানুষের মত স্বাধীনতার জন্য সমস্ত ভারত জেগে উঠবে, সেই মুহূর্ত্তে স্বরাজ স্বাধীনতা তার হাতের মধ্যে এসে পড়বে। তবে সে বোঝাটা চাই, সে অনুভূতি চাই, সে গভীর আকাঙ্ক্ষা চাই—মুখের কথায় নয়, কাগজে লেখে দিয়ে নয়, সে আকুল বাসনা প্রাণে অনুভব করা চাই। সে ব্যাকুলতার প্রমাণ কি? তার প্রধান ত্যাগ, দুঃখ বরণ।

আজ যদি আমি জিজ্ঞাসা করি তোমরা স্বরাজ চাও—সবাই বলবে 'হাঁ'। কিন্তু কাজে তার প্রমাণ চাই। স্বার্থ বলিদান চাই—যে নিজকে নিঃশেষ করবে, স্বরাজের জন্য মরতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত হবে, তাদের চেষ্টার উপরই স্বরাজ আসবে। যে দিন ইংরেজের জেল ভর্ত্তি ক'রে দিবে সেই দিন এত লাখ লোক প্রমাণ করবে তারা স্বরাজ চায়। তারা হাসি মুখে আর ছোট একটা জেলে যাবে—এই দেশ যে একটা মস্ত বড় জেল। যে দিন বুঝবে এটা বৃহত্তর কারাগার সে দিন ত আর তারা বাহিরে থাকবে না, তারা ইংরেজের ঐ ছোট জেলে যাবে। যারা জেলে যাবে তারা কারা? তারা স্বরাজ চায়—স্বরাজ তাদের দিনের ভাবনা নিশীথের স্বপ্ন। তাদের জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম। তাই ইংরেজের জেল ভর্ত্তি ক'রে দাও—এমন স্বরাজ সেবকের সংখ্যা প্রচুর হওয়া চাই—তবেই তোমার স্বরাজ আসবে।

বাঙ্গলার প্রাদেশিকতা

[শ্রীসরলা দেবী চৌধুরাণী]

যারা বারো মাস দেশের মধ্যে থাকেন তাঁরা ধরতে পারেন না। যারা মাঝে মাঝে আসেন তাঁদের চোখে দেশের বাড়টা বা কমতিটা বেমানান নজর পড়ে যায়। আমার পক্ষেও তাই— অনেকদিনের ব্যবধানে যখন দেশে আসি, তখন দেশ কোন দিকটায় কত বেড়েছে আর কোথায় বা কমতি হয়েছে খুব সুস্পষ্ট ভাবে দেখতে পাই। দেশের বাহ্যরূপ ও অন্তররূপ দুইই চোখে পড়ে। শোনা যায় নারী জাতি "কনসারভেটিভ", কিন্তু বাঙ্গলায় ত দেখি তারা বড় পুরোগামী এমন পুরুষেরাও না। পাঁচ বৎসর আগে এসে দেখেছিলুম বাঙ্গালীর মেয়েদের শাড়ী পরার ভঙ্গী প্রাদেশিক নেই, ভারতীয় হয়েছে, তার কারণ ছিল। বাঙ্গালী-ঘরে ভারতের মেয়ে— বরোদার রাজকন্যা বধূ হয়ে এসেছিলেন। তাঁদের ভিতরে যেন কুমার শ্রীমতী বাঙ্গালী চোখ তার কাপড় পরার ধরণে যে শ্রী ও সৌন্দর্য সাক্ষাৎকার করতে পারলে সেটি আত্মসাৎ না করে থাকতে পারলে না। তাঁদের Royalty leader এবং কুচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবী ও ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবী এ বিষয়ে পথ প্রদর্শিনী হলেন। চল্লিশ বৎসর পূর্বে একবার বাঙ্গালীর মেয়ে কাপড় পরার ধাঁচ বদলিয়েছিল—সেও বিশাল ভারতের সংস্পর্শে এসে। পূজনীয় সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পত্নী গুজরাট প্রবাস কালে গুজরাটী মেয়েদের শাড়ী পরার ধরণটি বাঙ্গালী ছাঁদে তার বদলিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। বাঙ্গালী মনে একটি জিনিষ তিনি বর্জন করে ছিলেন সেইটিই ভারতীয়—আর সেইটিই কলাবিদের দৃষ্টিতে পরম সুন্দর— সামনে ও বাঁয়ে কুঞ্চিত কোঁচ ফলি। এবার বাঙ্গালী মেয়ে তাও গ্রহণ করেছেন। এখন বাঙ্গালী মেয়েকে ভারতের অন্য মেয়েদের মধ্যে থেকে চেনা সহজ হয় না। বেলগাঁও কংগ্রেস কমিটিতে যাবার পথে হাবড়ায় ষ্টেশনে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর পতি ডাঃ নাইডু আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁর সঙ্গে একটি মহিলা ছিল পরিচয় দিলেন "my sister-in-law" আমি ভাবলুম তাঁর ভাইয়ের স্ত্রী, কোন তেলেগু দেশবাসিনী, তাঁর সঙ্গে ইংরেজীতে কথাবার্তা আরম্ভ করলুম। খানিক পরে জানতে পারলুম তিনি শ্রীমতী সরোজিনীর ভ্রাতৃজায়া, ডাক্তার সাহেবের না, আর নিতান্ত বাঙ্গালী—বেশ ভূষার সাম্যে আমার চিনতে ভুল হয়েছিল।

বাঙ্গালী মেয়ের এই বাহ্যরূপের পরিবর্তন যে কতটা মনোজগতের পরিবর্তনের ইঙ্গিত করছে তা বুঝে নেওয়া উচিত। আগেও কথায় কথায় নাক সিঁটকিয়ে আমরা বলতুম—"মা গো খোট্টানি"। এখন ছোট ছোট হাত-কাটা জামা পরে আর কোঁচা-কোঁচান শাড়ী পরে আমরাও যে সবাই খোট্টা মেয়ে অর্থাৎ ভারতীয় সাজছি তাতে আমাদের মনের প্রাদেশিকতার রোগ খানিকটা কমেছে তা মানতে হবে। ভারতীয়তা ছাড়লে বাঙ্গালী মেয়ে পোষাকেতে কি থেকে যায় তা তলিয়ে দেখেছি কি? কোমর পর্যন্ত ভাঙ্গানো, তফাতের মধ্যে এই—তারা পরে মোটা মর্দ্দ হয়ে অত ঢাকে, আমরা পরি মিহিন, সত্য বলে অল্প দেখাই। প্রথম প্রথম অবাঙ্গালী মেয়েদের সঙ্গে বাঙ্গালী মেয়েও এই শাড়ীটা দুরে ওড়বার মতো আমরা সাজতে শিখেছিলুম যেন, এখন চোখের দৃষ্টি মণিগতি কোথায় হতে চেষ্টা করছি "ভারতকন্যা।" এই ত গেল মেয়েদের কথা। পুরুষেরা কি করছেন? জীবন সংগ্রামে বাঙ্গালী দেশে অনেক ভাবে থাকতেই তাঁদের প্রাদেশিকতা ত্যাগ দিতে হয়েছে। সুতরাং বাহ্যরূপের দিক দিয়ে তাঁদের দেখব না, মনের দিক দিয়ে কোথায় বদল পৌঁছুল তাই দেখি।

অনেকখানি বদল। এক বছরে যে বাঙ্গলা মন বদলে অনেকখানি এগিয়ে গেছে তা স্বীকার করতেই হবে। প্রথম প্রথম—"অরবিন্দ না গান্ধি" এই দুয়ের একটা খুব প্রাদেশিকতা বাঙ্গলায় খুব জোরে বেঁধবার চেষ্টা করছে। যাঁকে বাঙ্গালার হলে এই প্রতিদ্বন্দ্বী তিনিই প্রশ্রয় দিলেন না। তাঁর দল দেখলে কেউ বা তাঁর প্রতি ভক্তিবিহ্বলতায় কেউ স্বার্থের তাড়নায় ধস্তে ধস্তে নিয়ে গেল—ফলে উঠল দেশে একটা প্রাদেশিকতা নির্বিশেষে ভারতীয় আদর্শ পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁর আহ্বানে সাড়া।

বাঙ্গলা দেশে Intellectual snobs এখনও যে দেখছি নে তা নয়। যারা বাঙ্গালী না বলেই গান্ধির ইন্টেলেক্টকে খাটো করে দেখা তাদের ধর্ম মনে করে যদি গান্ধি বাঙ্গালী শরীর ধারী হতে তার কথাগুলো শুনতেন তবে তাতে হীরের টুকরো দেখা যেত, এখন দেখা যাচ্ছে শুধু কাঁচ। আজকাল 'অরবিন্দ না গান্ধির' বদলে 'রবীন্দ্র না গান্ধির' সুরো উঠেছে। যদি, তিনজনেই বাঙ্গালী হতেন তবে এ দুটো দুয়েরি কোনটাই শোনা যেত না।

আবার আছে ওদের কষ্টিপাথর। গান্ধির মাহাত্ম্য মানতে হলেই ওদের কঠোর পথে চলতে হবে—তার চেয়ে সোজা হচ্ছে তাঁকে গাল দিয়ে গাল কাটানো, তাঁর বিচারশক্তি আর বা তাঁর বুদ্ধি সামান্য বলেই ও ফুরিয়ে গেল। আর ত তাহলে জবাব দিহি করতে হবেনা, কেন মোটা মাইনের চাকরীতে ইস্তফা দিচ্ছ না, কেন বর্ণাশ্রমী পায়ে ঠেলছ না, কেন খদ্দর পরছ না, চরকা কাটছ না বা মদ ছাড়ছ না। এখন মোটের উপর দেখছি বাঙ্গলা দেশেও গান্ধি-ইজম্ ভারতের অন্যান্য অংশের চেয়ে কম বিস্তার হয়নি। লোক সাধারণের হৃদয়ে সমান প্রবেশ করেছে। পুরাণ নেতারা সব সরে পড়েছেন। দেশের নির্বাচনীয়দের মধ্যে একা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনই মুক্তকণ্ঠে তাঁকে প্রণাম

এবং তাঁর বাসনা আর বসে ঘোষণা করেছেন সত্য। কিন্তু শুধু বাঙালা দেশেই এমনটি হয়েছে তা নয়, ভারতের অনেক প্রান্তেই এই ঘটেছে—[illegible]।

যাকে যেখানটা মানায় সেখানটুকুও দেখলুম। কিন্তু বাংলার কবি গেছে কোন্‌খানটিতে? কবি চলে গেছেন। আজো কোলে আর বীণা বাজেনা। বাঙালীর অসহ-যোগের আরম্ভ থেকে বর্তমানের দিন পর্যন্ত যে আবেগে কণ্ঠে বাঙালীর বুক নেচে কেঁপে উঠত সে তাঁর আজ নীরব। শুধু বন্দনা নয়, আক্রমণও তাঁকে হারিয়েছেন। রোষ শান্তি নয়, রোষ আর—একটা ঝড়ের। কবি নিজে বলছেন

যেতে যেতে একলা পথে
নিবেছে মোর বাতি।
ঝড় এসেছে, ওরে ওরে ঝড় এসেছে।
ওরে এবার ঝড়কে পেলাম সাথী।

সে ঝড় তাঁকে পৌঁছিয়েছে আর এক পারে আমাদের হারিয়েছে তাঁকে। রবীন্দ্রনাথ কবিকে যেমন বীণাপাণি বলেছিলেন

এই যে আমার বীণা
দিনু তোরে উপহার।
যে গান গাহিতে দাও
জাগিবে ইহার তার।

তিনি তেমনি কোন কবি বালক বা বালিকার হাতে তাঁর বীণা দিয়ে গেলেন?

গান নেই, গান নেই, গান নেই। দেশের নবযুগে গান নেই—কবি আজ নীরব। তিনিই প্রথমে আহ্বান করেন

কে জাগিবে আজ
কে করিবে কাজ
কে ঘুচাতে চাহে
জননীর লাজ।

তাঁর আহ্বানে যে একদিন পথে আর কাজের কর্মী জেগেছে তাঁরাই প্রাণে উঠে এসেছে—একের পিছনে লক্ষ লক্ষ। আজ তাদের আশা দেবে কে, ভাষা দেবে কে, নাচাবে কে, বাঁচাবে কে?

কবি ফিরবেন কি? বিদ্রোহীর [illegible] বীণা ভারতের প্রতি আর তাকাবেন কি? (ক্রমশঃ)

খেলাফত তত্ত্ব

[মৌলবী আবুলকালাম আজাদের উর্দু হইতে]

[শ্রীমহীউদ্দিন খোন্দকার]

(১)

খেলাফতের ত্রিবিধ যুগ।

মহানবী হজরত মোহম্মদের পরলোকগমনের পর যাঁহারা তাঁহার খলিফা অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে তাঁহাদের বিশেষত্ব ও স্বতন্ত্রতা অনুযায়ী তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আর স্বয়ং হজরত মোহম্মদ ইহার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে মহামান্য বিভিন্ন হাদিস (হজরতের বাণী) বিভিন্নভাবে বর্ণিত আছে, যাহা হইতে প্রকৃত ঘটনা অবগত হইতে পারা যায়।

খেলাফতের প্রথম যুগকে ঐ "খোলফায়ে রাশেদিনের" যুগ (অর্থাৎ সত্যপথে পরিচালিত খলিফাগণের যুগ) নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। আমাদের পয়গম্বর (অবতারক) হজরত মোহম্মদের তাঁহারাই প্রকৃত প্রতিনিধি ও উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। সত্যপথে পরিচালিত এই খলিফাগণ হজরতের আদর্শকে এরূপ [illegible] অনুসরণ করিয়াছিলেন যে তাঁহাদের শাসনকালকে হজরত মোহম্মদের স্বকীয় শাসনকালের অন্যতম অংশ নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তাঁহাদের মাননীয় কর্ণধার হজরত মোহম্মদের মতই তাঁহারা সদ্‌গুণ, সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি ছিলেন। হজরত যেমন জনসাধারণকে আল্লাহর পথে আহ্বান করিতেন, আইনের জটিল অংশগুলির বিশদব্যাখ্যা করিয়া দিতেন, মানবমণ্ডলীকে সৎকর্ম করিতে আদেশ করিতেন, দেশ ও জাতিকে শাসন করিতেন তাহাদের জন্য আইনকানুন গঠন করিয়া শাসন-যন্ত্রকে সুচারুরূপে পরিচালনা করিতেন, রাশেদিন খলিফাগণ ঠিক তদ্রূপই করিতেন। সনাতন ইসলামের প্রকৃত আদর্শের উপরই ইহাদের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহাই সর্বাঙ্গসুন্দর নিখুঁত গণতন্ত্র; ইহার সহিত বর্তমান যুগের স্বেচ্ছাচারী তথাকথিত গণতন্ত্রের আদৌ তুলনা হইতে পারেনা। মহাপ্রাণ হজরত আলীর পরলোকের পর হইতে ঐ স্বর্ণযুগের অবসান হইয়াছিল।

খেলাফতের দ্বিতীয় যুগ হইতেছে "রাজিক প্রভুত্ব"। সেই সময়ে ঐস্লামিক নব নব ভাব ও চিন্তার মধ্যে অনৈস্লামিক ভাবের আমদানী তথা মোসলেম সমাজকে আবিষ্ট করিতে নব যুগের সূচনা করিয়াছিল। এই যুগের খলিফাগণ তাঁহাদের পরবর্তী খলিফাগণ অপেক্ষা তাঁহাদের পূর্বগামী খলিফাগণকে অনেক অংশে অনুসরণ করিলেও খোলফায়ে রাশেদিন অর্থাৎ সত্য পথে পরিচালিত খলিফাগণের বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছিলেন এবং তাঁহারা (খোলফায়ে রাশেদিনের) মহান আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। উমাইয়া বংশীয় খলিফা হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি খেলাফতের এই দ্বিতীয় যুগ চলিতেছে। মহামানব হজরত মোহম্মদ প্রথম যুগের খলিফাগণকে প্রকৃত ও উপযুক্ত খলিফা (প্রতিনিধি)

বলিয়া ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন, কারণ তাঁহারা হযরতকে যথার্থরূপে অনুসরণ করিয়া খাঁটি সাধক, খাঁটি আদর্শের সাধারণ তন্ত্রকে অটুট রাখিয়াছিলেন। আর দ্বিতীয় যুগের খলিফাগণ কতকটা স্বেচ্ছাচারী ও সাম্রাজ্য-লোলুপ ছিলেন বলিয়া তিনি ইহাদিগকে খাঁটি প্রভুত্ব সম্পন্ন খলিফা নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। হযরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "আমার পর ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত প্রকৃত খেলাফত বিরাজ করিবে, তৎপরে খাঁটি প্রভুত্ব সম্পন্ন খেলাফতের আবির্ভাব হইবে।" আবু দাউদের বর্ণিত একটী হাদিসে (হযরত মোহম্মদের বাণী) তিনি বলিয়াছেন, "প্রকৃত খেলাফতের কেন্দ্র স্থান মদিনায় থাকিবে; খাঁটি খেলাফতের কেন্দ্র স্থান সিরিয়া প্রদেশে হইবে।" অপর একটী হাদিসে খেলাফতের তিনটী যুগের উল্লেখ আছে যথা—"(ক) খাঁটি-মানব একতন্ত্রের যুগ, (খ) বিশুদ্ধ খেলাফত অর্থাৎ হযরতের অনুসরণ বলিয়া; (গ) স্বেচ্ছাচারী শাসনের বলিয়া।"

এই সকল হাদিস শ্রবণ করিয়া খলিফা মুয়াবিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি স্বেচ্ছাচারী শাসন পাইলেই সন্তুষ্ট।"

হযরত মোহম্মদের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথম যুগের খেলাফত সমাপ্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় যুগের খেলাফত যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথম যুগের অনুকরণই ছিল তাহা হযরত আলীর পরলোক গমনের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। তৃতীয় যুগের খাঁটি প্রভুত্ব সম্পন্ন খেলাফত অদ্যাবধি চলিতেছে। লেখক যুগের খলিফা সম্বন্ধে হাদিসে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী আছে তাহা বর্ণে বর্ণে প্রতিফলিত হইয়াছে। চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর পরে [illegible] আমীর মুয়াবিয়া খেলাফত পদে বরিত হইয়া ইসলামের গণতন্ত্র শাসন প্রথাকে ব্যক্তিতন্ত্রমূলক শাসন প্রথায় পর্যবসিত করিয়া ইসলামের মূলে কুঠারাঘাত করেন। খলিফা মুয়াবিয়া যখন নিজ অযোগ্য ও দুর্নীতি পরায়ণ পুত্র এজিদকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত নির্বাচন করিয়া ইসলামে বংশানুক্রমিক শাসনপ্রথা প্রতিষ্ঠিত করিলেন তখন অনেক মুসলমান মনীষী বলিয়াছিলেন যে "মুয়াবিয়া ইসলামের চিরাচরিত রীতি লঙ্ঘন করিয়া ঘোরতর অন্যায় করিলেন।"

মণ্ডলীবদ্ধতা ও ঐক্য বা সমন্বয়।

এস্থলে আমরা 'ইন্‌তেজাম' (organisation—মণ্ডলীবদ্ধতা), 'ইত্তেহাদ' (harmony—ঐক্য, সমন্বয়) ও 'ইনহেতাত' (disintegration—চূর্ণ বিচূর্ণকরণ), 'ইফ্‌তেরাক' (dispersion—বিক্ষিপ্ত করণ) সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব; কারণ তাহাতে আমাদের বক্তব্য অধিক পরিস্ফুট হইবে।

কেবল মুসলমান বলিয়া নহে সমস্ত মানব সমাজ ও জাতি সমূহের জীবন মরণ, উত্থান-পতন, উন্নতি-অবনতি আদি ও প্রধান কারণ, শক্তি ও বিকাশের যে বর্ণনা ও ধারণা মহাগ্রন্থ কোর্‌আন প্রদান করিয়াছে তাহার মূল তত্ত্ব উপরোক্ত চারি অবস্থাজ্ঞাপক শব্দ সমষ্টিতে নিহিত আছে। 'ইন্‌তেজাম' শব্দের অর্থ হইতেছে—কতিপয় বিভিন্ন প্রকৃতির বিষয় বস্তু বা পদার্থের একত্রীকরণ। আর 'ইত্তেহাদের' অর্থ এইরূপ—বিভিন্ন অণু-পরমাণু এইরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত সংযুক্ত করিবে যে,—যেখানে যেটী থাকা দরকার সেখানে সেইটী থাকিবে, অর্থাৎ যে অংশটুকু যে স্থান অধিকার করিবার উপযোগী সেই অংশটুকুকে সেইস্থান দিতে হইবে, এবং যে অংশটুকু শেষস্থান অধিকার করিবার তাহা সর্বশেষে থাকিবে।

ফলকথা, মণ্ডলীবদ্ধতা, ঐক্য বা সমন্বয় (organisation and harmony) এমন একটি অপূর্ব অবস্থাকে নির্দেশ করে যাহাতে বর্ণিত বিভিন্ন শক্তি ও বস্তু স্ব স্ব তারতম্য অনুযায়ী কোন এক ব্যাপক প্রভুত্বশালীর কেন্দ্রের অধীনে মিলিত ও সংযুক্ত হইয়া যায়—যাহাতে সমূহ 'ঈমান' সহ ক্ষমতা ও কার্যের সাথে বা সঙ্গে এমন ভাবে এক সঙ্গে একীভূত হইয়া যায় ও এমন যথাযথ সুশৃঙ্খলভাবে সুবিন্যস্ত হয় যে প্রত্যেক কার্য সংযুক্ত ভাবে সম্পন্ন হয়, প্রত্যেক বিষয় অখণ্ড ভাবে বিরাজ করে, প্রত্যেক বিশিষ্ট প্রকৃতিসম্পন্ন বস্তু অপরের সহিত মিলনের যেরূপ মত এরূপ ভাবে সংলগ্ন ও মিলিত হইয়া যায় যে অনৈক্য, পার্থক্য, বা বিরোধের নামগন্ধ বা লেশমাত্র চিহ্ন আর বিদ্যমান থাকে না। শক্তির প্রভাবে যত অংশ অণু সমূহ যেমন একত্র সংবদ্ধ হইয়া দৃঢ়ভাবে অবস্থিতি করে। সংহতির পরাক্রম যত অধিক হয়, বস্তুর কঠিন ভাবেরও তত আধিক্য হয়, আর উক্ত পরাক্রম যত অল্প হয় কাঠিন্যেরও ক্রমশঃ তত অল্পতা হইতে থাকে। মানবের মণ্ডলীকৃত ও সমন্বয় হইয়া থাকার অবস্থাও ঠিক এইরূপ। মোট কথা যখন ঐক্য, মিলন বা সমন্বয়ের ঐরূপ সুদৃঢ় ভাবে উপলব্ধি হয় তখন ইহা হইতে নানা জাতীয় শক্তির উৎপত্তি হয় ও বিভিন্ন প্রকৃতির গঠন ও অবয়বের অভ্যুদয় হয়। কোর্‌আনের ভাষায় ইহাকে খাল্‌ক (সৃষ্টি) ও তাসবিয়া (পরিপূর্ণতা) বলা হইয়াছে যথা—আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে সর্বাঙ্গ সম্পন্ন ও পূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। (কোর্‌আন, ৮২: ৭) ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে ইন্‌তেজাম বা মণ্ডলীবদ্ধতা ও ইত্তেহাদ বা ঐক্য সমন্বয় ব্যতীত জীবন আর কিছুই নয়, এবং ইহার বৈপরীত্যই হইতেছে মৃত্যু ও বিনাশ।

(ক্রমশঃ)

মহাত্মার বাণী

[শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়]

সভ্যতার প্রথম যুগে যখন মনুষ্যজাতি পৃথিবীর দুঃখ যাতনার কথা উপলব্ধি ক'রে নিরাশ হ'য়েছিল, তখন যেমন ভারতের এক ঋষিকণ্ঠ মানুষকে "অমৃতস্য পুত্রাঃ" অমৃতের পুত্র ব'লে সম্বোধন ক'রে তার নৈরাশ্যকাতর হৃদয়ে প্রথম আশার আলোক জাগিয়েছিল—তেমনি এই বিংশ শতাব্দীর রোগশোকদারিদ্র্যপীড়িত দেশে তাঁদের অদ্বিতীয় নেতা তাঁর অবসন্ন স্বদেশবাসীগণকে এই বলে আহ্বান করছেন—"হে আমার স্বদেশবাসিগণ, নৈরাশ্যকে তোমরা হৃদয় থেকে দূর করে দাও, তোমরা আত্মশক্তিতে বিশ্বাসসম্পন্ন হও, পরের দেশে পরের কাছে ভিক্ষা বৃত্তি ছেড়ে তোমাদের মায়ের দরিদ্র কুটিরে একবার ফিরে এস—তোমরা তেত্রিশ কোটি নরনারী আপনাদের শোচনীয় দাসত্বের কথা স্মরণ করে চিত্তের আত্মসম্মানবোধকে একবার জাগরিত কর—এই তেত্রিশকোটি মানুষের হৃদয়ে সুপ্তশক্তি একবার জাগলে—সমস্ত ভারতের এক প্রাণ অধিবাসী "স্বাধীনতা চাই" বলে একবার মাথা তুলে দাঁড়ালে—পাঞ্জাবের শত শত নিরীহ মানুষের হৃদয়রক্তে কলঙ্কিত এই শাসন অট্টালিকা তাসের ঘরের মত এই দণ্ডে ভূমিতে লুটিয়ে পড়বে। এক বৎসরের মধ্যেই তা'হলে স্বরাজ তোমাদের করতলগত হবে।

অসহযোগিতা আত্মশুদ্ধি ও আত্মনির্ভরতার পথ

অসহযোগ আন্দোলনের মূলে যে আত্মশুদ্ধির একটা প্রচেষ্টা আছে—একথা আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে। একে একটা শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন মনে করলে আমাদের পদে পদে ভুল হ'বার বিশেষ সম্ভাবনা। দেশের বহুদিনের পুঞ্জীভূত আবর্জনা ও দাসত্বের গ্লানি দূরীভূত করে, ভারতবর্ষের চিত্তকে নির্মল পবিত্র করবার জন্যই এই আন্দোলনের অভ্যুদয়। এই আন্দোলনকে সত্য ক'রে বুঝতে গেলে এর পিছনে যে একটা বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তি ও নৈতিক বলের খেলা চলছে—এই কথাটাই আমাদের সর্বপ্রথমে জানতে হবে। এটা যে একটা নৈতিক আন্দোলন তার প্রধান প্রমাণ হচ্ছে—এই আন্দোলন সমস্তের একটা বহুদিনের অত্যাচার অধর্ম ও অসত্যের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান—তেত্রিশকোটি মানুষের হৃদয়দেবতা আজ বেদনাতাপী হয়ে দাসত্বের যে বিরাট পাষাণভারে নিষ্পিষ্ট হচ্ছিল—তার থেকে কোটি কোটি নরনারীগণকে মুক্ত করাই হচ্ছে এই মহা-আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ হচ্ছে একটা আধ্যাত্মিক মহাসমর—এতে কামান নাই, বন্দুক নাই, গুলিগোলা নাই বটে, কিন্তু তার চাইতেও সুকঠিন অস্ত্র আছে—সে হচ্ছে আত্মার ব্রহ্মাস্ত্র—প্রেমিকের অজস্রদান—মাতৃভক্তের আত্মবলিদান—স্বদেশসেবকের নির্ভীকতা ও তেজস্বীতা। স্বার্থপরতা, কাপুরুষতা ও দুর্বলতার গণ্ডী থেকে মুক্ত ক'রে স্বাধীনতার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে পবিত্রতার নির্মলজ্যোতির উপরে কোটি কোটি হিন্দু মুসলমানকে একত্র করাতেই এই মহা আন্দোলনের সার্থকতা। এই ধর্মযুদ্ধের যিনি প্রধান সেনাপতি, সেই মহাত্মা গান্ধী আজ আমাদের কি বল্‌ছেন?—এই ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীকে ধ্বংস করা অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য নয়, আত্মশুদ্ধিই ইহার প্রধান লক্ষ্য। আমাদের ভীরুতা স্বার্থপরতা, আমাদের পরস্পরের মধ্যে দ্বেষহিংসা, আমাদের সর্বপ্রকার পাপ—ইহারই উপর ইংরাজরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। যেদিন আমরা নির্ভীক, স্বার্থশূন্য দেশপ্রেমিক ও পবিত্র হ'তে পারব, সত্যাগ্রহকে হৃদয়ে বরণ করব—সেদিন এই শাসন-অট্টালিকা দাঁড়াবে কার উপর? তাসের ঘরের মত সেদিন এই শাসনযন্ত্র টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে।

সহযোগিতাবর্জন নীতিকে যাঁরা কেবল ধ্বংসনীতি বলে মনে করেন, এই আন্দোলনের মধ্যে যাঁরা "ভাঙনের" তাণ্ডবলীলার শুধু বিনাশের আদর্শই দেখেন, তাঁরা গান্ধীর আদর্শকে কিছুই বুঝতে পারেন নি। শুধু সংহারনীতির উপর কোন বড় কাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না—সংহারের সঙ্গে সঙ্গে চাই গঠনের কার্য্য সৃজনের। আমরা মাঠ থেকে শুধু আগাছা উপড়ে ফেলে দিলে চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে বীজবপন করাও চাই, নইলে মা ধরিত্রী ফসলে হেসে উঠবেন কেমন করে?

সহযোগিতাবর্জননীতি একদিকে যেমন ধ্বংস করতে চায় অন্যদিকে তেমনি গঠনও করতে চায়। এ নীতি আমাদের যে পথ অবলম্বন করতে শিক্ষা দিচ্ছে সে পথ হচ্ছে স্বাবলম্বনের পথ, আপনার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার পথ—আপনাতে আপনার ফিরবার পথ। আপনার উপর বিশ্বাস আমরা হারিয়েছিলাম—নিজেকে সম্মান করতে আমরা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম—আমাদের দুরবস্থা দেখে কবিদের মনে হ'ত—

"যেন এরা পিতৃহারা ধায় পথে পথে
অনাথক, অনীশ্বর অনার্থ জগতে।"

এই যে আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাসের অভাব—এখানেই ইংরাজেরা আমাদের একেবারে জয় করেছে—একেই বলে Cultural Conquest by the West শারীরিক দাসত্ব তত অসহ্য নয়, যত অসহ্য মানসিক দাসত্ব। ইংরাজ যদি আজ সমস্ত জাতিটাকে লোহার শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধত, তাতে খুব ভীত, দুঃখিত বা নিরাশ হবার বিশেষ কোন কারণ ছিল না, কেননা, বাইরের কোন বাঁধনই খুব বেশী দিন টিকিতে পারে না—বাইরের আঘাতে তা দুদিনেই ভেঙে যায়।

ইংরাজ শাসন আজ আমাদের পক্ষে এত ভয়ের ও মারাত্মক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এই জন্য, যে উহা আমাদের মনকে নাগপাশে বেঁধে ফেলেছে। আজ দেড় শত বৎসর ইংরাজ শাসনের ফলে আমরা দেশাত্মবোধকে একেবারে

কারাতে বলেছি—আমরা যে একটা বিশিষ্ট জাতি ভগবানের একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে সকল জগতের জন্য সৃষ্ট হয়েছি—এই কথাটা আমরা ভুলে গেছি! এই যে:—

"ভবে ভবে যাই ভবে ভবে চাই
গোলাম দেখিলে ভূমিতে লুটাই"

এই খানে আমাদের সর্বনাশ হয়েছে। আগে চাই আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস—আগে চাই জাতির অতীতে অবিচলিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি, জাতির ভবিষ্যতে অটল বিশ্বাস ও অসীম আশা—তবেই দেশের স্বাধীনতা সম্ভব—নতুবা দেশের অদৃষ্টে শুধু জড়তা ও আলস্য, শুধু অপমান ও লাঞ্ছনা।

আমরা এত দিন বিদেশীর হাতে যন্ত্রের মত কাজ করেছিলাম। অসহযোগ আমাদের শিক্ষা দেয়, গোলামী ছেড়ে মানুষের মত স্বাধীন ভাবে কাজ করতে, স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে।

আজ বসনে ভূষণে, শিক্ষায় দীক্ষায়, জীবনের সর্ববিষয়ে সর্ব চিন্তায় যে পরাধীনতার ভার আমাদের ছেয়ে ফেলেছে তাকে দূর করতে হবে। শুধু বিদেশীর শাসনযন্ত্র থেকে আমাদের তেত্রিশ কোটি হাত সরিয়ে নিলে চলবে না। আমাদের তেত্রিশ কোটি হাত দিয়ে বিদেশীর রাজ্যের মধ্যে আমাদের নিজের রাজ্য গড়তে হবে। আর আমাদের নিজের রাজ্যের আয়তন যত বিস্তৃত হবে বিদেশীর রাজ্যও তত টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়বে। তাই এ নিজের রাজ্য গড়তে গেলে আমাদের সমস্ত দেশে শালিসী আদালত প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—জেলায় জেলায় নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করতে হবে—ঘরে ঘরে চরকা চালাতে হবে বিদেশী বস্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করতে হবে। আমাদের নিজের শিক্ষাদীক্ষা আমাদের নিজের হাতে গ্রহণ করতে হবে—আমাদের দেহ মন-আত্মাকে বৈদেশিকতার থেকে মুক্ত করতে হবে।

*

বিদেশী বস্ত্র কিসের চিহ্ন?

[শ্রীসাতকড়িপতি রায়]

১। বিদেশীর দারিদ্র্যের চিহ্ন। আজ যে ভারতবর্ষের প্রত্যেক গৃহে দরিদ্রতা মূর্ত্তিমান রাক্ষসের ন্যায় বিরাজ করিতেছে তাহার প্রধান কারণ বিদেশীর পরিধান। সামান্য চিন্তামাত্রেই এবিষয় প্রত্যেক মানবের নিকট সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। একটী কৃষক পরিবারের যদি পাঁচজন খাইবার লোক হয় এবং আট বিঘা জমি থাকে এবং জমিতে যদি উত্তম ফসল হয় তবে সে গৃহস্থের খাজনা দিয়া সম্বৎসরের আহারের সংস্থান হয়। কিন্তু কেবল আহার হইলেই হইবে না, মানুষের আর একটী জীবনে প্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্য বস্ত্র। আহার না খাইয়া দুই দিন চারিদিন দশদিন কাটাইতে পারা যায় কিন্তু বস্ত্রত্যাগ করিয়া দিগম্বর দিগম্বরী সাজিয়া কোনও পুরুষ বা স্ত্রীলোক একমুহূর্ত্ত থাকিতে পারে না। সেই বস্ত্র বাজারে খরিদ করিতে হইবে। বিদেশী বস্ত্রের সূতা কেবল মাত্র কার্পাস নির্ম্মিত নয় বলিয়া একজোড়া কাপড় চারি মাসের বেশী যায় না। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির তিন জোড়া কাপড় ও দুই খানা গামছা ও কিছু খাজনা বাবদে উপরোক্ত সংসারের বৎসরে প্রত্যেকের অন্যূন ২০৲ হিসাবে ১০০৲ টাকার কাপড় কিনিতে হয়। অন্য উপায় না থাকায় ধান বেচিতে হয়। আর ঐ ধান বিদেশীরা বস্ত্র বিক্রয় করিয়া যে টাকা পায় তাহা দিয়া কিনিয়া লইয়া যায়। সুতরাং বিদেশী বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থ দারিদ্র্যে কবলিত হইতেছে। আর বিদেশী বণিক উক্ত বস্ত্র বিক্রয় করতঃ এদেশের ধান লইয়া স্বদেশে রপ্তানি করিতেছে। যদি ঐ কৃষক পরিবার পাঁচ কাঠা জমিতে কার্পাস চাষ করে এবং গৃহে চরকায় সূতা প্রস্তুত করে তবে বস্ত্রের জন্য উহাকে চিন্তা করিতে হয় না। দেশের কত শত নরনারী কার্য্য পায় না বলিয়া বেকার বসিয়া কাটায়। যদি আমরা বিদেশী বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া চরকায় কাটা সূতার কাপড় পরিধান আরম্ভ করি দেখাই কত অসহায় স্ত্রীলোকের অন্নের সংস্থান হয় কত পুরুষের কার্য্যের ব্যবস্থা হয়। মোটের উপর বিদেশী বস্ত্রে যে ৮০।৯০ কোটী টাকা বিদেশীরা উপার্জ্জন করিতেছে তাহা এদেশের লোকে উপার্জ্জন করিতে পারে। বিদেশী বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া চরকার সূতার কাপড় পরিলে দেশের দারিদ্র্য দূর হইয়া যাইবে। তাই বলিতেছিলাম বিদেশী বস্ত্র দারিদ্র্যের চিহ্ন।

২। বিদেশীর আলস্যের চিহ্ন। একবার চিন্তা করিয়া দেখ যখন বিদেশী বস্ত্র আমাদের দেশে আসে নাই, যখন ভারতবর্ষের নারীগণের দ্বারা চরকায় কাটা সূতার কাপড় ভারতবর্ষের তন্তুবায়েরা বুনিয়া ভারতবর্ষের নরনারীর লজ্জানিবারণ করতঃ কত বস্ত্র বিদেশে প্রেরণ করিত এবং বিদেশীর লজ্জানিবারণ করিত তখন ভারতবর্ষের কত নরনারী এই শিল্পে নিযুক্ত ছিল? গৃহে গৃহে স্ত্রীলোকগণ আহারান্তে নিদ্রা না গিয়া বা নভেল পড়িয়া সময় না কাটাইয়া চরকায় সূতা কাটিয়া স্বামী পুত্রের বস্ত্রের এবং নিজের লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা করিত গ্রামে গ্রামে তন্তুবায়গণ দিবানিশি পরিশ্রম করিয়া সেই সূতাকে কাপড়ে পরিণত করিত। এখন যেমন প্রত্যেক গৃহে স্ত্রীলোকেরা গৃহস্থের খাদ্য প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকে তখন তেমনি প্রত্যেক গৃহস্থের খাদ্য ও বস্ত্র উভয়ের সংস্থানে নিযুক্ত থাকিত। কিন্তু বিদেশী বস্ত্রের আগমনে গৃহের স্ত্রীলোকদের অর্দ্ধেক পরিশ্রম কমিয়া গিয়াছে। যাহারা এক সময় খাদ্য ও বস্ত্র যোগাইত এখন তাহারা কেবল খাদ্য দিয়াই নিশ্চিন্ত। আর বস্ত্রের সংস্থান করে না। যদি সেই সময়টা সূতার

এমন একটি কাজে লাগাইতে পারা যাইত যাহাতে মজুর অপেক্ষা বেশী লাভ হইত, তাহা হইলেও মন্দের ভাল হইত। কিন্তু তাহাও হয় না। সেই সময় বৃথা গল্প, খেলা, ঘুম বা অলস গল্পে কাটিয়া যায়। আর ভারতের তাঁতি জেলেরা কোনও কাজ না থাকায় তাহারা অলস হইয়াছে। একবার চিন্তা করিতে পারেন বিদেশের যে সকল মিলে ভারতের জন্য বস্ত্র বা সূতা প্রস্তুত হয় সেই সকল মিলের কাজ যদি আমাদের ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে তবে আলস্যের বিনিময়ে দেশে কি কর্মশক্তিই না উপস্থিত হইবে?

৩। বিদেশী বস্ত্র পাপের চিহ্ন। মানুষকে বুকে ছুরি মারিয়া হত্যা করিলেই কি নরহত্যার পাপ হয়, আর তাহাকে তাহার নিয়মিত আহার হইতে বঞ্চিত করিলে এবং সেই আহার বিনা যদি সে অকালে প্রাণ হারায় তবে কি নরহত্যার পাপ হয় না? আমার গ্রামের আমার বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা বা অন্যান্য বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা চরকায় কাটা সূতার কাপড় বুনিয়া একটা তাঁতির সংসারযাত্রা নির্বাহ হইত। তাহার সমস্ত সংসার ঐ কাজে নিযুক্ত ছিল। হঠাৎ একদিন সে শুনিল যে আমরা গ্রামবাসিগণ আর তাহার নিকট বস্ত্র বুনিতে দিব না, আমরা বিদেশী বস্ত্র বাজারে ক্রয় করিয়া পরিতেছি। সেই তাঁতির সংসারের কি অবস্থা হইল একবার চিন্তা করে দেখি।

সমস্ত ভারতবর্ষের কি এই দশা অভিনীত হয় নাই? সমস্ত ভারতবর্ষের যাহারা বস্ত্র যোগাইত, আবার কোটিকোটি নরনারী বিদেশী বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করায় তাহারা কি অনাহারে কাল প্রাপ্ত হয় নাই? আমি মেদিনীপুরের লোক। চন্দ্রকোণা মেদিনীপুর জেলার একটা প্রসিদ্ধ তাঁতির জায়গা। শুনিয়াছি সেখানে এককালে অসংখ্য তাঁতির বাস ছিল। এখন সেই চন্দ্রকোণা সহর একটী শ্মশানক্ষেত্র বলিলেই হয়।

মহাত্মা গান্ধি লিখিয়াছেন অসহায় কত স্ত্রীলোক কার্য্যের অভাবে পথে ঝাঁট দেয় এবং অনেক সময় দুর্লোকের প্রলোভনে সতীত্ব হারাইয়া বসে। পাঞ্জাবের পুরুষগণ কার্য্যের অভাবে সামান্য বেতনের জন্য সৈন্য সাজিয়া দেশ দেশান্তরে গিয়া বিনাকারণে নরহত্যা পাপে লিপ্ত হয়। যদি বিদেশীবস্ত্র না পরিয়া আমরা চরকায় কাটা সূতার তাঁতে বোনা কাপড় পরিতাম তবে ঐ সকল স্ত্রীলোক বা পুরুষকে ঐরূপ কার্য্যে লিপ্ত হইতে হইত না।

৪। বিদেশীবস্ত্র দাসত্বের চিহ্ন। আর ভারতবাসী বিদেশীর দাস কেন? যে জাতি এত পরনির্ভর যে আপনাদের মাথার তৈল মাখার বা শীত সময়ের কাপড়খানা পরের দেশের তাঁতিদের নিকট ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করে তাহারা অপর জাতির দাস হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? নিজেকে স্বাধীন বলিয়া পরিচয় দিই কিন্তু লজ্জা সরমের কাপড়খানা ছিঁড়িয়া গেলে ম্যাঞ্চেষ্টারের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকি। যে হিন্দু বিধবা স্ত্রীলোক অপরের ছোঁয়া জল গ্রহণ করে না, যে হিন্দু বিধবা এত আত্মনির্ভর যে নিজের প্রয়োজনীয় কোনও কাজ অপরকে দিয়া করাইতে চাহে না সেও এই দাসত্বের সম্পর্ক জানিয়া বিদেশীর প্রস্তুত করা কাপড় ব্যবহার করে। আমাদের দেশে কার্পাস হয়। সেই কার্পাস বিদেশে গিয়া বস্ত্র হইয়া আসে আর আমরা এমনই পরনির্ভর যে সেই বস্ত্র ব্যবহার করি? যদি জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যে বস্ত্র তার জন্য অপরের নিকট পরনির্ভর হইতে হয় তবে ইহা অপেক্ষা অধিক দাসত্ব কি তাহা আমি উপলব্ধি করিতে পারি না।

তাই বলিতেছিলাম বিদেশীবস্ত্র দারিদ্র্যের চিহ্ন, আলস্যের চিহ্ন, পাপের চিহ্ন, এবং দাসত্বের চিহ্ন। যতদিন আমাদের দেশের একজনেরও অঙ্গে এই চিহ্ন বর্তমান থাকিবে ততদিন দাসত্বের বাঁধন ঘুচিবে না।

নবযুগ

(কাজী নজরুল ইসলাম)

আজ মহাবিশ্বে মহাজাগরণ, আজ মহামাতার মহা আনন্দের দিন, আজ মহামানবতার মহা যুগের মহা-উদ্বোধন! আজ নারায়ণ আর ক্ষীরোদসাগরে নিদ্রিত নন। নরের মাঝে আজ তাঁহার অপূর্ব মুক্তি-কাঙাল বেশ। ঐ শোনো, পুঞ্জিত নিপীড়িত বন্দীদের শৃঙ্খলের ঝনৎকার। তাহারা শৃঙ্খল-মুক্ত হইবে, তাহারা কারামুক্ত হইবে। ঐ শোনো মুক্তি-পাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের মুক্তি-বিষাণ! ঐ শোনো মহামাতা জগদ্ধাত্রীর শুভ শঙ্খ! ঐ শোনো ইস্রাফিলের শিঙায় নব-সৃষ্টির উত্থান-ঘন রোল! ঐ যে তীব্র কল-কোলাহল, তাহাতেই মুক্তি-কামী যুগ জনগণের মিলন চীৎকার সব ঘন ঘন করিয়া বাজিতেছে। সাধক ঋষির বজ্র-মন্ত্র আজ বাণী লাভ করিয়াছে অগ্নি পাথারের অগ্নি-কল্লোলে। আজ নিখিল উৎপীড়িতের প্রাণ-শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে ঐ মহা-শিখার পরশ পাইয়া। আজ তাহারা অন্ধ নয়, তাহাদের চোখের উপরকার ঢাকা পর্দা তীব্র বহ্নি-তাতে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহাদের নয়নে আজ মুক্ত-জ্যোতি বিচ্ছুরিত। আজ নূতন করিয়া—মহাজাগরণের মাঝে দাঁড়াইয়া ঐ অনাদি অসীম মুক্ত মুক্তার পানে তাহারা চাহিয়া দেখিয়াছে, কোথায় সে অনন্তমুক্তি আর কোথায় তাহারা পড়িয়া বন্ধন-জর্জ্জরিত। নরে আর নারায়ণে আজ আর ভেদ নাই। আজ নারায়ণ মানব। তাঁহার হাতে স্বাধীনতার বাঁশী। সে বাঁশীর সুরে সুরে নিখিল মানবের অণুপরমাণু ক্ষিপ্ত হইয়া সাড়া দিয়াছে। আজ তরুণ প্রভাতে দাঁড়াইয়া মানব নব প্রভাতী ধরিয়াছে—"পোহাল পোহাল বিভাবরী পূর্ব্ব তোরণে শুনি বাঁশরী!" এ সুর নবযুগের। সেই সর্ব্বনাশা বাঁশীর সুর শুনিয়া শুনিয়াছে, আজ[illegible]

শুনিয়াছে,-যুক্ত শুনিয়াছে. আরো অনেকে শুনিয়াছে এবং সেই সঙ্গে শুনিয়াছে আমাদের হিন্দুস্থান,—সর্ব্বরিক্ত, নিপীড়িত দুর্দ্দশিত ভারতবর্ষ।

ভারত সেদিন জাগিল, সেদিন নিজের পানে চাহিয়া সে নিজেই লজ্জায় মরিয়া গেল। সেদিন সর্ব্বাপেক্ষা অপমানিত লাঞ্ছিত হইল সে। কতশত বর্ষের কত লক্ষ শৃঙ্খলের কত লক্ষ বাঁধনই না মোচড় খাইয়া খাইয়া দাগ কাটিয়া বসিয়া গিয়াছে—তাহার অস্থি মজ্জা ভেদ করিয়া মর্ম্মে ও মর্ম্মস্থলে! কত গোলা কত গুলি, কত বোমা, কত তলোয়ারই না তাহার বুক ঝাঁঝরা করিয়া দিয়াছে! পৃষ্ঠে তাহার নিষ্করুণ বেত্রাঘাত ও দুর্বিনীত পদাঘাতের দুর্বিসহ বেদনা-ক্ষত। পদতলে তাহার বিদেশী শাসনবাসী পশুশক্তির বিপুল অসহন পীড়া। চক্ষে তাহার নাকমুখ কষিয়া কাপড় বাঁধা। যেই সে পা মোড়া দিয়া উঠিল, অমনি তাহার আশেপাশে কাঁটা বাঁধে সপাং সপাং করিয়া জল্লাদের লৌহ ফলা কাঁটার চাবুক বসিল। অসহনীয় সে নির্মম অপমানে সে যখন ক্ষিপ্তের মত হাত পা ছুড়িয়া সর্ব্বাঙ্গের বোঝা জোর করিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া শির উঁচু করিয়া তাকাইল, তখন কসাইএর মোটা ছোরা দিয়া কচ্‌লাইয়া কচ্‌লাইয়া তাহার প্রাণপ্রিয় সন্তানগুলিকে তাহারই বুকের উপর রাখিয়া হত্যা করা হইল। হা হা করিয়া যখন মা তাহার বাছাদের রক্ষা করিতে গেল, তখন তাহারই দলিত পিষ্ট কলিজা মথিত রক্তের বিপুল ঝাপটা তাহার মুখে ছিটাইয়া দেওয়া হইল। সেই সন্তানের রক্ত-মাখান মুখ দিয়া সে জল ভরা চোখে দেখিল, পূর্ব্বতোরণে অস্থিরাগে লেখা রহিয়াছে "নবযুগ।" নবম দিন আবার ধ ধ করিয়া অস্ত্র শত শানিত বোমা ছুটিল। সে-তাহার কোলের কাছে সন্তানের মৃত দেহ ফেলিয়া দুই বাহু বাড়াইয়া ব্যাকুল আলিঙ্গন মেলিয়া নবযুগকে আহ্বান করিল, 'তুমি এস!' নবযুগ সেই ব্যাকুল ক্রন্দন কাঁপাইয়া পড়িয়া পায়ে মাথা রাখিয়া বলিল, "আর তোমায় ছাড়িবনা মা। এমনই করিয়া যুগে যুগে আমায় আহ্বান করিও!"

আবার দূরে সেই সর্ব্বনাশা বাঁশির সুর বাজিয়া উঠিল। রুষিয়া বলিল, "ওরে অত্যাচারীকে! ওড়াও স্বাধীনতা-বিরোধীর শির! তাড়াও দাসত্বের নিগড়! এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন। মুক্ত আকাশের এই মুক্ত মাঠে দাঁড়াইয়া কে কাহার অধীনতা স্বীকার করিবে? এই "জোরের উপর জোরকারী"-নীতিকে বলি দান কর। এই স্বার্থের শাসনকে শাসন কর! "আল্লাহু আকবর" বলিয়া তুর্কী সাড়া দিল। তারপর সমস্ত নত শিরে আবার অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত রক্তনিশান দেশের রক্ত-ধারে স্বাধীনতাসংগ্রামের অন্তরে নব জীবন সঞ্চার করিল। নিখিল দুনিয়ার দুর্দ্দিনের ভেরী আবার আহ্বান করিয়া উঠিল। আইরিশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "যুদ্ধ শেষ হয় নাই। এখনো বিশ্বে দানবশক্তির অঙ্গুলি আমাদের টুটি চাপিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। এ অসুর শক্তি ধ্বংস না হইলে দেবতা বাঁচিবেনা। রক্ত চাই। এ হোম-শিখায় যদি কেহ জ্বলিবে, আমরা আমাদের প্রাণ আহুতি দিব। এমন সময় ভারত জাগিল। একদিনে ভারতের যোগিবর মুদ্রিত আঁখি মেলিয়া চাহিলেন। ভারত বাজিয়া বৃদ্ধ-বাণীর আহবান ঝনঝন নিনাদে ধ্বনিত হইল "আবিরাবীর্ম এধি!" সারা বিশ্ব কান পাতিয়া সে মুক্তি কল্লোল শুনিল। দূরান্তের আহ্বান যেমনি কলম নয়ন পাতে সারা বিশ্বের আর্ত-নিপীড়িতের বন্ধন কাতরতা আর মুক্তি-পিপাসা মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিল। একই দুঃখে আর দুঃখী বন্ধন যেন জাতি সমাজের ব্যবধান ভুলিয়া পরস্পর পরস্পরকে বুকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিল। আজ তাহারা এক, তাহারা একই ব্যথায় ব্যথিত নিপীড়িত সত্য মানবাত্মা। আজ কেহ কাহাকেও বাহির হইতে দেখে নাই। অন্তর দিয়া পরস্পরের বক্ষ বেদনাটুকু অনুভব করিয়াছে। তাহাদের উদ্দীপিত জাগ্রত মনে—ঐ যেন—বুঝি বন্ধন-প্রাচীর সুপ্ত বদ্ধ হইয়া গেল একেবারে শিথিল হইয়া গেল। *

ঐ শোন নবযুগের অভিনব নবীন সাম্যসাম বাণী। ঐ বাণীই তাহার সৈনিককে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে।" ঐ শোন তরুণ কণ্ঠের বীরবাণী,—আমাদের মধ্যে ধর্ম্মবিভেদ নাই, "জাতিবিভেদ নাই, বর্ণবিভেদ নাই, আভিজাত্য-অভিমান নাই। আজ আমরা আমাদের এই মুক্তি-কামী নিহত ভাইদের রক্তপূত নবীন প্রান্তরে দাঁড়াইয়া তাহাদের পবিত্র স্মৃতির তর্পণ করিতেছি। পরস্পর পরস্পরকে ভাই বলিয়া, এক অবিচ্ছিন্ন মহাজাতির অঙ্গ বলিয়া অন্তরের দিক হইতে চিনিয়াছি। এই রক্ত সমাধি পাশে দাঁড়াইয়া আমরা যেন সব স্বার্থ ভুলিয়া যাই। একই বিশ্বে একই বিশ্বমাতার বড় ছোট ভাই বলিয়া যেন করুণা ধারায় আমাদের বুক সিক্ত হইয়া, ভরিয়া ওঠে। আজ এ মহামিলনে যেন একটুকু দীনতা থাকেনা। এই মহামানবের সাগরতীরে শ্মশান-বেলায় আমাদের এই যুগবাঞ্ছিত মহামিলন সফল হউক, সার্থক হউক।

দাঁড়াও অশ্রুসিক্ত জননী আমার! একবার দাঁড়াও!! যেদিন তুমি সমস্ত বাধা বন্ধন মুক্ত, মহা মহিমময়ী বেশে স্বাধীন বিশ্বের পানে অনবদ্যোন্মুখী তুলিয়া তাকাইবে, সে দিন যেন নিজের এই কর্দ্দমাক্ত ক্ষত ঝাঁঝরাপারা বক্ষ, রক্তশোণিতলিপ্ত ক্রোড় দেখিয়া কাঁদিয়োনা! তোমার পুত্রশোকাতুর বুকের নিরিক্ত বেদনা সে দিন যেন উছলিয়া উঠেনা মা! সে দিন তুমি তোমার বুক নিজের হাত ধরিয়া বিশ্বকে বীরপ্রসূ জননীর মত উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়ো। ঐ দূর সাগর পার হইতে তোমার মুখে সে দিন যেন, নব প্রভাতের তরুণ হাসি দেখি। যে বীর পুত্র তাহার তরুণ অসমাপ্ত জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা তোমার মুক্তির জন্য বলিদান দিয়া বিদায় লইয়াছে, সে দিন তাহাকেই হয়ত তোমার বেশী করিয়া মনে পড়িবে। কিন্তু সে দিন আর চোখের জল ফেলিয়োনা মা। বুক-জোড়া হাহাকার তোমার সে দিন কোলের সন্তানদের দেখিয়া ভুলিতে চেষ্টা করিয়ো!

এস ভাই হিন্দু! এস ভাই মুসলমান! এস বৌদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান। আজ আমরা সব গণ্ডি কাটাইয়া সব সঙ্কীর্ণতা সব মিথ্যা সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না। চাহিয়া দেখ, পাশে তোমাদের মরা পড়িয়া আছে ঐ বীর ভ্রাতৃগণের শব। ঐ গোরস্থান ঐ শ্মশান ভূমিতে—শোন শোন তাহাদের তরুণ আত্মার অতৃপ্ত ক্রন্দন। এ পবিত্র স্থানে আজ স্বার্থের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দাও ভাই। ঐ শহীদ ভাইদের মূর্ত্তি মনে কর, আর গভীর বেদনায় বুক ভরিয়া দিয়াছে। মনে কর, তোমাকে মুক্তি দিতেই সে এমন করিয়া অসময়ে বিদায় লইয়াছে। উহার সে ত্যাগের অপমান করিয়োনা, ভুলিয়োনা! আজ আর কলহ নয়। আজ আমাদের ভাই এ ভাই এ বোনে বোনে মায়ের কাছে অনুরোধের, [illegible] অভিযোগের এই মধুর কলহ হইবে যে, কে মায়ের কোলে [illegible] আর কে মায়ের কাঁধে উঠিবে।

New Publications.

	Rs.	A.
Greater India By Rabindranath Tagore	2	8
To The Students By C F Andrews	1	0
The Truth About India By H. M. Hyndman	0	12
India In England By Miss Helena Normanton	2	0
The Gospel of Swadesi By Kalelkar, Foreword by M. K. Gandhi	[illegible]	4
The Message of Bhagwatgita By Lajpat Ray	0	12
Rabidranath Tagore His Life and Life Work By E. J. Thompson	1	8
By S. E. Stokes:		
The Failure of European Civilisation	1	0
National Self-Realisation	1	8
Essays: Political And National	2	0
By Mahatma Gandhi:		
A Guide To Health	1	8
Nithi Dharma	0	8
By Bernard Houghton:		
The Revolt Of The East	1	8
The PsycholoGy Of Empire.	0	4
Reform Or Revolution	0	4
Labour In Madras By B. P. Wadia, with a Foreword by Col. Josiah C. Wedgwood, M. P.	2	8
Rabindranath Tagore A Study of His Later Works By K. S. Ramaswamy sastry	2	0
The Call To Young India By Lajpat Rai	3	0
Col. Josiah. C. Wedgwood The Man and His Work With Foreword by Lajpat Rai		
Avadutagita Of Dattatreya translated by Prof. Kannumal, M.A.	1	0
India And Its Government By Fenner Brockway	0	8
Slavery of Our Times By Count Leo Tolstoy	0	12
Hindu Culture By K S. Ramaswamy Sastry, B.A., B.L. with Foreword by Sir John Woodroffe	3	0
India And The Curency Standard By K. Q. Viswanadhaiyer M.A.	3	0
The Indian Currency And Exchange (Bomanjee Prize Essay) By R. C. Mahindra B.A. (Cantab)	3	8

S. Ganesan
Triplicane
(Madras S. E.)

নূতন বই! নূতন বই!! নূতন বই!!!

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের গ্রন্থাবলী।

কিশোর কিশোরী ১৲, অন্তর্যামী ৸০, মালা ৸০, মালঞ্চ ৸০, বাঙ্গালার গীতি কবিতা ।০, বাঙ্গলার কথা ।০ ভারতের কথা, দেশের কথা, স্বরাজসাধনা (যন্ত্রস্থ)

শ্রীহেমন্তকুমার সরকারের গ্রন্থাবলী।

১। [illegible] (নূতন ধরণের গল্পের বই) ৷০
২। [illegible] (ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প সমালোচনা ও রাজনীতি বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ) ১০
৩। [illegible] (বর্ত্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যাগুলোর কথা) ৵০
৪। [illegible] (সুরাপানবিরোধী [illegible]) ৶০
৫। ভারতরত্ন চিত্তরঞ্জন (বিশদ জীবনী, প্রফুল্লকুমার দাস) ৸০
৬। [illegible] (জীবনী) ৵০
৭। স্বদেশবন্ধু (শিক্ষার জন্য [illegible] মুক্তা, অর্থ সংগ্রহ, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)
৮। পল্লীবাণী (কবিতা, পল্লীজীবনের সুখদুঃখ কথা-কাহিনী; নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়) ১৲
৯। লেনিন (বলশেভিক নেতার জীবনী, ফণিভূষণ ঘোষ) ৷০
১০। [illegible] (সচিত্র, ধীরেন্দ্র দেব) … ৶০
১১। বিশ্বভারত (বিশ্বভারতের [illegible] বাণী, [illegible] মুখোপাধ্যায়)
১২। বিবেকানন্দ ([illegible] প্রভাত, অধ্যাপক [illegible] গোষ্ঠী)
১৩। Non-co-operation,—B. C. Pal … As. 8
১৪। Message of Hope,—P. K. Sarkar As. 5
১৫। Ancient History of the Deccan, Prof. G. J. Dubricial … Rs. 3
১৬। Sj. Chittaranjan Das's Life Sketch in English, by Sukumar Ranjan Das.

স্বদেশ, স্বদেশী, অর্থনীতি, সাহিত্য বিষয়ক যাবতীয় পুস্তক পাওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা।

স্বদেশী চশমা

বিদেশী সভ্যতা ও বিদেশী বিলাসের আবিলতায় দৃষ্টিহীন দেশবাসীর চক্ষুদান করিবে। বর্ত্তমান সময়োপযোগী সুন্দর সুন্দর ছড়া, লোকশিক্ষার [illegible] স্বদেশী [illegible] দেশপূজা [illegible] বাংলা ভাষায় এই পুস্তক। [illegible] ঘরে ঘরে ইহার প্রচার আবশ্যক। [illegible]—১৮, ১৪, ৭ [illegible] প্রতি [illegible] মূল্য ৴০ পাঁচ পয়সা। উক্ত লেখকের রচিত স্বদেশ সঙ্গীত ১ম—মূল্য ৴০ এক আনা।

প্রাপ্তিস্থান—এস আদার্স এণ্ড কোং,
৭ নং ভবানীচরণ দত্ত লেন কলিকাতা।

Printed by—Hemanta Kumar Sarkar, at the Metcalfe Press, 79 Balaram Dey Street and Published from 7 Bhobani Ch. Dutt Street, Calcutta.

তাঁত ও তাহার সরঞ্জাম।

[illegible] জাতীয় [illegible] তাঁত [illegible] দেখিতেছি, কিন্তু কোথায় ভাল তাঁত পাওয়া যায় তাহা জানেন না। এই জন্য আমরা [illegible] উন্নত [illegible] ও তাহার [illegible] ব্যবহার করিবার [illegible]। আমাদের তাঁত [illegible] দেখিয়া [illegible]। [illegible] বিভিন্ন মূল্যের তালিকা পাওয়া যায়।

ম্যানেজার—
খুলনা ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড
খুলনা—*E. B. Ray.*

“সাধনপথে”

গ্রন্থমালা।

(১) জাতীয়তার অনুভূতি, (২) কুটীর শিল্প, (৩) ব্যক্তিগত অর্থনীতি, (৪) লাভজনক কৃষি, (৫) রং ও রঞ্জন বিদ্যা এবং (৬) [illegible] চৈতির মসলা।

মূল্য প্রত্যেক পুস্তক ।০, [illegible] পুস্তক শ্রীমহেশ লাহিড়ী, ১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জাতীয় সঙ্গীত—মহাত্মা গান্ধী ও [illegible]— বর্ত্তমান যুগের গীত মূল্য ।০ আনা নং ১০ [illegible] পাওয়া যায়।

স্বরাজ সাধনা—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত— মূল্য ।০ আনা [illegible] ১ নং [illegible] বহুবাজার লেন।

[illegible]—[illegible]— মূল্য ১৲ [illegible] কার্য্যালয়। [illegible] ষ্ট্রীট পাওয়া যায়।

[illegible]:—[illegible], [illegible], Behar Herald, দেশ (পাটনা)

পুরাতন সরকারের ভিত্তি—[illegible] কোম্পানী—যাহা কলিকাতা [illegible] এণ্ড [illegible] এ, এম দাস এণ্ড কোম্পানী [illegible] ক্রয় করিয়া গত ১৯২০ অব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন এবং ১৯২১ সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত হিসাবে অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ২০৲ হারে লভ্যাংশ দিয়াছেন।

কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ অতি সহজ ও সরল উপায়ে ঘরে ঘরে চরকা চালনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তুলার সুতা কাটা অপেক্ষা পশমী সুতা কাটা সহজ। তুলার মূল্য ও [illegible] লোকের মূল্য প্রায় সমান কিন্তু তুলার সুতা অপেক্ষা পশমী সুতার দাম ৩।৪ গুণ বেশী। কাজেই যাহারা পশমী সুতা কাটিয়াছেন তাহারা অল্প পরিশ্রমে বেশী পারিশ্রমিক পাইয়াছেন এবং নিজেদের ব্যবহারোপযোগী বস্ত্র [illegible] সুতা কাটা শিখিবার সুযোগ পাইয়াছেন। কোম্পানী ইতি মধ্যে প্রায় দেড় হাজার চরকা গ্রামে গ্রামে স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদের দ্বারা পশমী সুতা কাটাইতেছেন এবং ঐ সুতা ও দেশীসুতা খরিদ করিয়া কলিকাতার কারখানায় [illegible], পট্টী, [illegible], বাঙ্গলার প্রকৃতি [illegible] শিল্প এবং [illegible] (ঢাকা) কারখানায় পরিধেয় বস্ত্র ও শীত বস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করাইতেছেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য প্রতি অংশ ১০৲ করা হইয়াছে, তাহাও আবার ৯ কিস্তিতে দিতে হয়।

কোম্পানীর অংশ এক্ষণও পাওয়া যায়। প্রস্পেক্টস্ ও আবেদন পত্রের জন্য লিখুন।

এ, সি, ঘোষ এণ্ড সন্স্ চিফ এজেণ্টস্
১৭৫ বহুবাজার ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

Khadder ! *Khadder !!*

Rare Opportunity for Buyers.

We could supply you all varieties of pure Khadder (Dhoties, saries, shirtings, towels etc) of all counts at incompetitive rates.

As we have started the concern purely from a patriotic inspiration we could assure you of every facility and satisfaction.

Regarding our reputation and financial status please refer to the Imperial Bank Bezwada.

Samples and necessary details will be furnished on application.

A trial will give you entire satisfaction.

K. POORNANADAM & SONS

Bankers, Landlords and General Merchants, Bezwada (Kistna D. T.).

N. B.—All communications should be addressed to the firm but not to Individuals.

বাঙ্গলার নবযুগের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বাঙ্গলার কথা

সম্পাদক—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

বার্ষিক মূল্য ৮৲ টাকা

সহকারী সম্পাদক—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

নগদ মূল্য এক আনা

প্রথম ভাগ { কলিকাতা, শুক্রবার, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ ৯ই ডিসেম্বর, ১৯২১ { ১০ম সংখ্যা

অসহযোগীদের প্রতি

[শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ]

আপনাদের প্রতি আমার প্রথম ও শেষ কথা এই যে, আপনারা কখনও নির্বিরোধ অসহযোগ মন্ত্র ত্যাগ করিবেন না। আমি জানি এই মন্ত্রের সাধনা করা কঠিন। আমি জানি সময়ে অপর পক্ষ হইতে উত্তেজনা এত বেশী আসে যে, কায়মনোবাক্যে নির্বিরোধ থাকা অতীব কঠিন। কিন্তু এই আন্দোলনের সফলতা এই মহা সত্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। প্রত্যেক কর্মীকেই ক্ষমা ও অহিংসার দ্বারা উত্তেজনার প্রভাব দমন করিবার শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইতে আমরা খুব অভ্যস্ত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি কোন নগরে কোন হাঙ্গামা হয়, তাহা হইলে আমরা বলিয়া থাকি, হাঙ্গামা বাধাইবার জন্য গুণ্ডাদের উত্তেজিত করা হইয়াছিল। আমাদের এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, এই তথাকথিত গুণ্ডারাও আমাদেরই দেশের লোক। আমাদিগের এ কথাও ভুলিলে চলিবে না যে আমরা—অসহযোগীরা দেশটিকে অধিকার করিতে বসিয়াছি। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, আমরা জনসাধারণকে শান্ত সংযত রাখিতে যে পরিমাণ অসমর্থ হইব—তত তাহারা গুণ্ডাই হউক আর যেই হউক—[illegible] [illegible]। [illegible] কেবল মুখে এ কথা বলিলে চলিবে না যে, দুষ্ট লোকে জনসাধারণকে আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিতে প্ররোচিত করিয়াছে। আপনারা কি এ কথা বুঝিতে পারিতেছেন না যে আমাদের আন্দোলনের সফলতা আমাদের [illegible] উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে? এখন দেখা আবশ্যক এই যে, সরকারই হউক আর [illegible] হউক অপর কোন লোকেই জনসাধারণকে [illegible] হিংসার ও উচ্ছৃঙ্খলতার পথে পরিচালিত করিতে পারিবে না। আমরা যদি দেশবাসীর উপর আমাদের প্রভাব পরিচালনা করিতে না পারি তবে আমরা স্বরাজের দাবী কেমন করিয়া করিতে পারি? আমি [illegible] নিরুৎসাহ হই নাই। আমি আপনাদিগকে নিরুৎসাহ করিতে চাই না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা এই আন্দোলন শান্তভাবে চালাইবার উপযোগী যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করুন, সর্বপ্রকারে নির্বিরোধ অসহযোগ ব্রত পালন করুন।

আমাদের শিক্ষা ও আদর্শ

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

বর্ত্তমানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেন এক একটি মস্ত কল। এই কলে একজন যুবককে ফেলিয়া দাও, কিছুকাল পরে দেখিবে সে উপাধি গ্রহণ করিয়া জগতের একটি অদ্ভুত পদার্থে পরিণত হইয়া আসিয়াছে। কোটরগত চোখ দুইটিতে চশমা—যুবা বয়সে তরুণ যৌবনে লাবণ্যহীন অজীর্ণ রোগে দেহটি শীর্ণ, ক্ষুধা আশা উৎসাহহীন, স্বদেশ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, বিদেশী ভাবে মশগুল—এই আমাদের বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষিত যুবকের চিত্র।

আমরা জীবনে কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করি না। স্রোতের মুখে গা ঢালিয়া দিয়াছি যেখানে হয় লইয়া যাক ক্ষমতা নাই একটু স্রোতের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া দেখি। লক্ষ্যহীন জীবন বহন করিতে করিতে যখন সংসার সাগরের মাঝে উপস্থিত হই তখন সম্মুখে দেখি কেবল অনন্ত নিরাশার ভীষণ চিত্র। অকূলের মধ্যে তরী ছুটিয়াছে কোথাও কূল-কিনারা নাই ক্ষীণ আশাটার অবলম্বন করিয়া আমরা এই উত্তাল ঊর্মিবক্ষে ঝাঁপ দিয়াছি আমাদের এতদিনের শিক্ষা আমাদিগকে সেভাবে প্রস্তুত করে নাই তাই আমরা তরঙ্গের মুখে স্রোতের বেগে কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছি, কিনারা অতি দূরে, কেবল অতলে নিমজ্জিত হইতে বসিয়াছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি আমাদিগকে জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিয়া দেয় না আমরা ব্যাকরণ এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে বেশ পণ্ডিত হই বটে আমরা ইংরেজী সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানলাভ করি বটে কিন্তু কি খাইয়া এই সকল পাণ্ডিত্য অর্জন করিব তাহার উপায় করিতে মোটেই শিখি না। বিদ্যাকাশ ব্রহ্মচারীদের ন্যায় যদি আমাদের উদর পূরণ হইত, তবে অবশ্য কথা ছিল না কিন্তু কঠোর সত্যের সহিত মীমাংসা করিতে হইতেছে তাহা বাস্তব-জগতে হয় না। তাই যে শিক্ষায় দুমুঠো অন্নের সংস্থান হয় আমাদের সেইরূপ শিক্ষা আপাততঃ বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হইবে দিন দিন জ্ঞানের পথ আরও আলোকিত করা কিন্তু তাহা করিতে হইলে আগে অন্ততঃ কিছু খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। আর দেশের সকলেই কিছু জ্ঞানার্জ্জনকে জীবনের মূলমন্ত্র করিতে পারে না তাই অর্থকরী বৈজ্ঞানিক শিল্পবিদ্যা প্রভৃতির দিকে আমাদিগকে বেশী নজর দিতে হইবে।

আমাদের ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে প্রধানতঃ একমাত্র পাশপত্র পাইবার জন্য। অনেক রাত্রি জাগরণ করিয়া পুস্তকরাশি আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিতে করিতে তরুণ যৌবনেই ছাত্রদের জীবনী শক্তিটুকু নষ্ট হইয়া যায় এবং দেশের কাজ করিতে করিতে যুবকের দল অকালে অথর্ব হইয়া পড়ে। এখন পাশ করাই আমাদের পড়ার উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছে প্রকৃত শিক্ষা নয়! পাশ না করিতে পারিলে শিক্ষিত যুবকের আত্মহত্যা কেবল আমাদের দেশেই সম্ভব! ফেল্ করিলে যেন মানবজীবনটাই বৃথা হইল, কেন—আমাদের বাপ মা, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক, সমাজ সকলেই সেই কথা বলেন ও আমরাও তাহাই বিশ্বাস করিয়া নিজেকে অপদার্থ জ্ঞান করি।

একবার ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিয়াছিলেন “জানি, স্যার রবীন্দ্রনাথ বি, এ, পাশ করেন নি তা’হলেই তো তাঁর বাড়ীর লোক তাঁকে ব’লে ‘ল’ কলেজে পাঠিয়ে দিত তা’হলে আজ আমরা কি দেখতাম—দেখতাম মিঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এম, এ, বি, এল, উকীল, হাইকোর্ট, ব’সে ব’সে আর্জ্জি লিখছেন গীতাঞ্জলি নয়। আর কর্ম্মবীর স্যার রাজেন্দ্রনাথ ইউনিভার্সিটি পাশ করেন নি তা’হ’লে আজ কয়েক শত মুদ্রা বেতনে তিনি কোন ডিপুটি বুট বোর্ড অফিস খোলা করতেন—কে জানে।” আজও দেখা যায় জগতের মহাপুরুষগণের মধ্যে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের তলে পড়া নন।

আমাদের দেশে ‘এম্, এস, সি, বি, এল, বি, এস, সি, বি, এল’ এর ছড়াছড়ি আমাদের যুবকেরা প্রোফেসার মাষ্টার উকীল হইয়া ডেপুটি হন এবং ঘটিচুরি গোরুচুরির মোকদ্দমার বিচার করিতে করিতেই নিজের অসামান্য প্রতিভার অনুশীলন করেন।

আমাদের শিক্ষার দুর্দশার কথা এস্থলে দুইটি ঘটনা উল্লেখ করিলেই আরও বেশ বুঝা যাইবে। গত ১৯১৪ সালে একজন প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ছাত্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—কবি রবীন্দ্রনাথ এখনও বাঁচিয়া আছেন কি না! বিংশ শতাব্দীতে দিবা দ্বিপ্রহরে একজন বঙ্গীয় যুবকের এইরূপ প্রশ্নে আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়াছিলাম এবং বলা বাহুল্য যথেষ্ট উপহাস পূর্ব্বক তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছিলাম। ১৯১৮ সালে কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর একজন ছাত্র ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ কে এই কথা আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি উত্তর দিয়াছিলাম—“আর দুদিন পরে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হবেন—আর এ খোঁজটুকু রাখেন না—ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের নাম জানেন না! আপনার দুর্ভাগ্য, আমাদের দুর্ভাগ্য, দেশেরও দুর্ভাগ্য—তবে কথা এই যে বিংশ শতাব্দীর এই জীবন সংগ্রামের দিনে আপনারা এখনো যে এমন নিশ্চিন্ত অবস্থায় থেকেও বেঁচে আছেন—এ বড়ই আশ্চর্য্যের কথা!” এতশ্রবণে তিনি নিরুত্তর হলেন।

আজকাল ডিগ্রীধারীদের একমা[illegible]কতা বিবাহকালে সমাজ সম্মত উপায়ে ডাকাতি করিতে পারায়। যে দেশে বিবাহের পবিত্রতার মধ্যে এই জীবন্ত নৃশংস প্রথা প্রবেশ করিয়াছে—সে দেশের বুকে বুকে যে আগুন জ্বলিবে

তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? সে দেশের ঘরে লক্ষ্মী বিরাজ করিবে কেন—সেখানে সুখশান্তিই বা থাকিবে কেন?

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইতে-না-হইতেই আমাদের যুবকদের স্ত্রীপুত্র পরিবারের হাহাকারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন—তাই যেমন তেমন করিয়া একটা চাকরি না জুটাইয়া লইতে পারিলে আর দিন চলে না। কাজেই বাধ্য হইয়া বি, এ, পাশ করিয়া হেড্ ক্লার্কের জন্য লালায়িত হইতে হয়; এম, এ, বি, এল হইয়া মাস্টার-গিরির জন্য কর্তাদের খোসামোদ করিতে হয় এবং এসব পদ না জুটিলে কেরানী গিরি বা হোমিওপ্যাথী প্র্যাকটিস চালাইয়াই জীবনটা কাটাইয়া দিতে হয়।

জন্ম হইতেই বাঙ্গালী ভদ্রলোক চাকরীর জন্য উৎসর্গীকৃত—বাঙ্গালীর গুরুজন এবং হিতাকাঙ্ক্ষিগণের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ "বাবা, তোমার ভাল চাকরী হোক্" যেন ছেলেদিগকে সাহসী হইতে আত্মনির্ভরশীল হইতে উপদেশ দেয় না—আমাদের গৃহশিক্ষা অথবা বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাহাদিগকে কঠোর জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিয়া দেয় না। এজন্য আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার।

অতএব বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবে কে? বাঁধিতে আমাদিগকেই হইবে। পরমুখাপেক্ষী হইয়া জগতে কোনও জাতি বড় হইতে পারে নাই। তাই আগে চেষ্টা কর নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে তারপর এইভাবের শিক্ষার প্রবর্তন করিতে। তক্ষশিলা, নালন্দা, বিক্রমশিলা—শুধু গল্পের কথা নয়। এই ভারতে আবার সেই [illegible] জীবনদায়ী শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে। দেশের যুবকদলকেই এই শিক্ষাসমস্যার সমাধান করিতে হইবে। ত্যাগ ও বিশ্বাসের জলন্ত আদর্শ সামনে ধরিয়া তাহাদিগকেই এই কণ্টকাকীর্ণ পথে যাত্রা করিতে হইবে।

সমাজের শক্তির উৎস-স্বরূপ নারীজাতির প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলে আমরা এক পাও অগ্রসর হইতে পারিব না। আমাদের বালিকাগণ যেন ঘরের আসবাব পত্রের সামিল তবে জীবন্ত বলিয়া তাহাদের দ্বারা আমরা কাজ কর্ম করাইয়া লই-মাত্র। মেয়েদের শিক্ষার দিকে আমাদের মোটেই মনোযোগ নাই। যদিই বা দু একজন শিক্ষা পায় তবে সে ইংরেজী শিক্ষার বহিরঙ্গ মাত্র। তাহাতে আবিষ্টা তরুণী হইয়া দাঁড়ায় এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইয়া যেন কেমন একটা কিম্ভূত কিমাকার জীবে পরিণত হইয়া যায়! তাই সতী, লক্ষ্মী, দ্রৌপদী অন্নপূর্ণা আর আমাদের ঘরে বিরাজ করেন না—এখন বঙ্কিম রবীন্দ্রের ভক্ত, নাটক নভেল রসিকা হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্তা-দিগের আলোয় আমাদের সোনার সংসার উজ্জ্বল প্রায়। তাই ঘরে ঘরে হাহাকার, মাতৃবিয়োগ শিশুগণের দুর্দশার ছড়াছড়ি! হায়! অরুন্ধতী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, সাবিত্রী সীতা, খনা, লীলাবতী, পদ্মিনী দুর্গাবতীর দেশ কি এই?

আমরা এখন চাই সর্বত্যাগী, দৃঢ়সংকল্প, মহাতেজা বীর-প্রসবিনী-দল। আমরা চাই, মা পুত্রকে, ভগিনী ভাইকে, স্ত্রী স্বামীকে দেশের এবং দশের ডাকে নির্বিবাদে সাজাইয়া সংগ্রাম ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিন। আমরা যেন তাঁহাদের স্নেহাশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া সমগ্র জীবন দেশের জন্য আমাদের দেশ মাতৃকার চরণে হাসিমুখে আত্মবলিদান করিতে পারি।

কবি বহু দুঃখেই বঙ্গভূমির নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন—

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহ ক্রোড়ে
চিরশিশু ক'রে আর রাখিয়ো না ধ'রে।
দেশ দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভাল ছেলে ক'রে।
প্রাণ দিয়ে দুঃখ স'য়ে আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভাল মন্দ সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধ'রে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ক'রে।
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী ক'রে, মানুষ করনি।

আমাদের মা এবং ভগিনীগণের নিকট এই নিবেদন যে তাঁহারা আর যেন শিশুদের জুজুর ভয় দেখাইয়া ঘুম না পাড়ান, অথবা ভূত প্রেতের গল্প শোনাইয়া তাহাদিগকে মোহাচ্ছন্ন না করেন। আমরা কাপুরুষতা-মূলক শিক্ষা আর চাই না। আমাদের শিশুদিগকে শুনাইতে হইবে সর্বত্যাগ সন্ন্যাসীদের জীবন কথা; নচিকেতার অপূর্ব কাহিনী; রাজপুত শিখ মারাঠার দেশের জন্য মহান্ আত্মত্যাগের কথা; বুদ্ধ শঙ্কর নিমাই, কবীর, নানকের পুণ্যজীবন কাহিনী; প্রতাপ, শিবাজী প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবন ইতিহাস এক কথায় চাই আমাদের দেশের যা-কিছু বড়, যা-কিছু মহৎ এবং সুন্দর সেই সকলের ইতিকথা ও বর্ণনা। আমরা সেই সকল কথা শুনাইতে চাই যাহাতে তাহাদের মনে মহৎ হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয় যাহাতে তাহারা পুণ্য ভারতভূমিকে ভালবাসিতে এবং প্রাণের সহিত ভক্তি করিতে শিখে যাহাতে তাহারা কাঙালিনী ভারতের ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া নিজেকে ধন্য কৃতার্থের মত গর্বিত মনে করিতে পারে।

আর আমরা অলস আরামের আদুরে হইয়া মায়ের ক্রোড়ে লুক্কায়িত থাকিয়া অলস জীবনের মধুর স্বপন দেখিতে চাই না। আমরা দুঃখকে সখা করিয়া, বায়ু, উত্তাপ, ঝটিকা মস্তকে ধারণ করিয়া, শক্তির অক্ষয় কবচে দেহকে আবৃত করিয়া; প্রাণে আশার উদ্দীপনা লইয়া; হৃদয়ে উৎসাহের অনল বহ্নি বহিয়া যাইতে চাই জীবনের বিজয় মঙ্গল কর্মক্ষেত্রে। আমরা চাই মরণ দিয়া জীবন লভিতে আমরা চাই "মৃত্যু মাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ" এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইতে। যিনি আমাদিগকে এই পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবেন এবং উৎসাহিত করিবেন এ দুর্দিনে তিনিই আমাদের যথার্থ মঙ্গলকামী তিনিই আমাদের পথপ্রদর্শক, আর কেহ নয়।

যতদিন না ভারতের এ শক্তি সুস্থভাবে জাগরিত হয় যতদিন না দেশ হইতে এই অবসাদ, অত্যাচার, নীচতা, গ্লানি এবং অবসাদ দূর হয় যতদিন না ভারতের জাতীয় জীবনে আবার আধ্যাত্মিকতার নবজ্যোতিঃ উদ্দীপ্ত হয় ততদিন প্রতি ভারতীয় যুবককে জননী সেবার এই মন্ত্রকে গ্রহণ করিয়া এই মহান্ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সমস্ত জীবনটাকে ভারতের কার্যে উৎসর্গ করিতে হইবে।

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। (Civil Disobedience)

(Lieber's Political Ethics, Pages 182 to 187)

[শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন]

শাসননীতি শাসক ব্যক্তির অভিপ্রায় অনুসারেই গড়িয়া উঠে। যে সব স্থানে যথেচ্ছাচারীর হাতে দেশ চালাবার ভার নাই, সেখানে স্পষ্টই দেখা যায়, শাসক সম্প্রদায় "প্রজাকে আইন মানিতে হইবে" এ বিষয়ে খুব দাবী করিয়া থাকেন কিন্তু রাষ্ট্রপরিচালনে তাঁহাদের অনেকবার স্পষ্ট অন্যায় করা হয়, কিন্তু সে সময়ে লোকে উদাসীন থাকে। কোনও বিশেষ বিধিতে সম্মতি না থাকিলেও, মূল শাসননীতিতে মোটামুটি সায় থাকিলে, সাধারণ দেশের আইন মানিয়া—শুধু অক্ষরে অক্ষরে নয়, ভাবানুযায়ী বটে—যে চলিতে চেষ্টা করে, সেই প্রকৃত রাজভক্ত। প্রকৃত রাজভক্ত ও আইন অমান্য করিতে পারে, এবং কি—কোনও কোনও স্থলে, আইন না মানাই তাহার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। যখন সে আইন দেশের মূল শাসননীতি-বিরোধী, যখন তাহা ভগবানের আইনের—অর্থাৎ, নীতি, স্বভাব, বিবেক, প্রাকৃতিক অধিকার ও ধর্মের—বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। যখন কোন শক্তি আসিয়া আমাকে অন্যায় কার্য করিতে বাধ্য করে; যখন কোন শ্রেষ্ঠ বিধি লঙ্ঘন না করিয়া আমি রাজাদেশ পালন করিতে পারি না;—তখন আইন না মানাই আমার উচিত।

আমরা প্রজা, নাগরিক, মূলে আমরা মানুষ; মানব জন্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে আসিয়াছি। প্রজাই হই আর মানুষই হই, ধর্মপালন হইতেছে মূল কথা। সুতরাং শাসক যাহা চান তাহা সকল স্থলে আমাদের কর্তব্যকর্মের নিয়ামক হইতে পারে না।

রাজবিধি যদি সন্তানকে কোনও বিশেষ শিক্ষা দিতে নিষেধ করে, আর আমি যদি ঠিক ঠিক বুঝিতে পারি যে সন্তানের ঐরূপ শিক্ষাই পাওয়া উচিত, তবে আমি আইন মানিতে বাধ্য নহি; কারণ মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য—ভগবান্ মানুষকে যাহা হইবার শক্তি দিয়াছেন তাহা হওয়া। এক সময়ে জার্মানীর কোনও অংশে এক শ্রেণী যুবক উচ্চশিক্ষা পাইতেছিল যে তাহারা শিক্ষার জন্য যে কর্মের উপযুক্ত সে কর্ম পাইত না। তখন এক 'আইন' করা হইল—যাহা কোন কোন শ্রেণীর সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইতে পারিবে,—সকলে নয়। কিন্তু সেই দেশের কোন পুরুষ যদি দেখেন যে তাঁহার পুত্র বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিশেষ উপযোগী, তাহা হইলে আইন এড়াইয়া পুত্রকে বিদেশী কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইলে কি তাঁহার কর্তব্যের কোনও হানি হইবে? পূর্বকালে ইংলণ্ডে যে সব ইংরাজ্ রাজধর্ম (প্রোটেষ্টান্টধর্ম) মানিত না, তাহারা 'ডিসেন্টার' বলিয়া দেশের আইন তাহাদের বিবাহ বিবাহ বলিয়া স্বীকারই করিত না; কিন্তু অনেক প্রদেশে এই ধর্মের বিবাহ ছাড়া মিলনের অন্য কোন ব্যবস্থাই ছিল না। আইনের নিষেধ সত্ত্বেও ডিসেন্টারেরা যে এরূপ মিলন স্বীকার করিত, তাহাতে কি তাহাদের দোষ হইত? না, বরঞ্চ কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকিলে এরূপ আইন না মানিয়া চলাই তাহাদের কর্তব্য ছিল? আর যে ভাবে তাহারা তাহা ঠেলিয়া চলিয়াছে!

আইন যাহারা করিয়াছে তাহাদের কর্তৃত্ব যদি ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, কিম্বা মানুষের আইন ভগবানের নিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তাহা হইলে আইন অমান্য করিতে পারা যায়। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ যেমন সাবান তৈয়ারীর একচেটিয়া অধিকার তাঁহার অনুগৃহীত দিগকেই দিতেন, অন্য কোনো ব্যক্তি তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিত। এরূপ স্থলে অন্য কেহ যদি সাবান তৈয়ারী করিত, তবে তাহাকে সে জন্য ন্যায়তঃ কোন দোষ দিতে পারা যাইত না।

এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, আইন যতই নিরবচ্ছিন্নরূপে যথাযথ ভাবে বিধিবদ্ধ, তথাপি—থাকিলেও সর্বাঙ্গসুন্দর হইলেও—প্রকৃত ন্যায় নীতির বিরোধী হইতে পারে। কিন্তু সবার মূলে এক আইন আছে—যাহা সকল সময়ের বাক্য, যাহা যুক্তি, ন্যায় ও প্রাকৃতিক সত্য। অন্য বিধির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে এই মূল আইনটিকেই মানিতে হইবে। যে আইন নীতিসম্মত নয়, তাহা আইনই নয়; আমিই তাহা মানি না মানি, তাহা আমাকে বুঝিয়া সুঝিয়া; যেমন, [illegible] কথা—আমি নিজের ক্ষমতা বুঝিয়া চলিব যদি নিজে দুর্বল হই, তবে চলিব, সবল হইলে চলিব না। নিজের উন্নতির জন্য যে যে বই পড়া অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি, রাজা যদি আইনের সাহায্যে সেই সব বই পড়া বন্ধ করিয়া দিতে চাহেন, তাহা হইলে স্বাধিকারবলে এরূপ আইন এড়াইয়া চলিবার অধিকার আমার অবশ্যই আছে। কারণ, মানুষের আইন বদলাই হউক, সত্য যে চিরস্থায়ী; আইন ক্ষণস্থায়ী, সত্য সনাতন।

যে সব বিধি প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিরোধী, আইন তাহাই

মানুষ, তাহা কোনও মতেই মানা যাইতে পারে না, তাহার অমান্য করা যাইতে পারে এবং অমান্য করাই উচিত। রাজা যদি অবস্থা ও সময়ের পরিবর্তন অনুযায়ী বিধিনিষেধের পরিবর্তন করিতে অবহেলা করেন, তবে প্রজা পুরাণ আইন মানিতে বাধ্য নয়। এই প্রকারের বিধিনিষেধ কার্য্যতঃ অচল হইয়া পড়ে, এবং এরূপ অপ্রচলিত আইনের সংখ্যা অন্যদেশ অপেক্ষা ইংলণ্ডেই বেশী। প্রাচীন কালে ইংলণ্ডে চুরি করিলেই মৃত্যুদণ্ড বিহিত ছিল। একটী মেয়ে একবার ফৌজদারী বিচারালয়ে নীত হয়, সেই তাহার প্রথম অপরাধ; সেই অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এই রায় বাহির হওয়ামাত্র মেয়েটী বিচারালয়ে প্রাণহীন হইয়া পড়িয়া গেল,—তখন লর্ড ফিজিয়েরের মনে হইল—"এত আসামীকে দণ্ড দেওয়া নয়, আইনকে দণ্ড দেওয়া হইতেছে।" আলোচ্য প্রকারের বিধিনিষেধ কার্য্যে পরিণত করিতে গেলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে,—আসামীকে দণ্ড দেওয়া যেমন হইতেছে না, যেমন হইতেছে আইনকে দণ্ড দেওয়া।

যদি কোন আইন মানব প্রকৃতির বিরোধী হয়, তবে আমি উহা অমান্য করিতে পারি। জীবজগৎ যাতে পুষ্ট হইবে, ইহা ভগবানের আদেশ। এখন গভর্ণমেণ্ট যদি আবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্যের উপর ভারী মাশুল এত চড়াইয়া দেন যে ঠিক ভাবে দেহ ধারণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে, তবে আমার বিবেচনা তুচ্ছ বোধ করিলে ও নিজে উপযুক্ত হইলে আইন না মানিয়া বেপারীর নিকট হইতে বাহিরের আমদানী করার ক্ষমতা আমাদের আছে। প্রথম বিপ্লবের পূর্ব্বে ফ্রান্সের কোনও কোনও স্থানে লবণের উপর শুল্কের মাত্রা এত চড়িয়াছিল যে উহা খরিদ করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব ছিল। পরিবারের জন্য নুন চুরী করিয়া আমদানী করিলে, সব চেয়ে সাবধানী যে লোক তাহারও কিছু অনুশোচনার বিষয় থাকিতে পারে কি? তাহা অপেক্ষা আর কি স্বাভাবিক? আত্মহত্যা অপেক্ষা দণ্ডনীয় কথার চেয়ে অধিক আহার আর কি হইতে পারে? প্রুশিয়ানি, ফরাসী গভর্ণমেণ্ট কতবারই এই মর্ম্মে আইন করিয়াছিল! প্রশান্ত মিশনারী সম্বন্ধে যে সব আইন পাশ হয় তাঁহাদের কোনই মূল্য নাই, কারণ তাহারা অন্তর দমন করিতে চায় মানুষকে অন্যের মতের মত বিশ্বাস করাইতে চায়। আর যদি আমি বিশ্বাস করি যে, কোনও নির্দিষ্ট প্রণালীতে উপাসনা আমার ধর্ম্মোন্নতির পক্ষে সহায়তা করিবে, তাহা হইলে নিশ্চিত আমার সেই আইন অমান্য করিয়া গোপনে উপাসনা পদ্ধতি চালাইবার অধিকার আছে—অবশ্য দেখিতে হইবে, যেন তাহাতে অন্য কাহারও ক্ষতি না হয়।

যদি কোনও বিধিকর্ত্তা বা শাসনকর্ত্তা দুর্বলকারী জীব আমাকে জোর করিয়া দেশের বিরোধী কোনও কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে চাহেন আর যদি আমি তাহার অবাধ্য হই তাহা হইলে সে অবাধ্যতার জন্য দায়ী আমি নহি, কারণ সকল শাসন, সকল বিধানের প্রথম উদ্দেশ্য, প্রধানতঃ হইল—আমাকে রক্ষা করা; তাহাই যদি না হইল, আমাকে রক্ষাই যদি শাসনযন্ত্রের উদ্দেশ্য না হয়, তবে যাহারা আমাকে শোষণ করিতেছে তাহাদের প্রবল দণ্ড বাধা পাইবা নয়া আমার ইচ্ছাধীন, আমি স্বভাবতঃ তাহা করিতে বাধ্য নহি।

সব দিক দিয়া দেখিতে গেলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, যেখানে দুই বিভিন্ন বিধানে উপস্থিত, সেখানে হীন বিধি অবহেলা করিয়া শ্রেষ্ঠবিধি পালন করাই উচিত। এই শ্রেষ্ঠ বিধি আবার অনেকস্থলে এমন হইতে পারে যে উহা কখনও আইন ভাবে প্রবর্তিত হয় নাই, যেমন মানবিক প্রকৃতি যাহা চায় তাহার স্বাভাবিক—যথা ক্ষুধা প্রভৃতির ন্যায়—উহার প্রভাব সত্য বলিয়া আইনের মত প্রবর্তিত হয় নাই। অনেক স্থলে এইরূপ বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রেষ্ঠ বিধি যে কি, হীনবিধি দুটি দণ্ড কিনা, তাহা মানুষের অন্তরাত্মা ভিন্ন কেহই স্থির করিতে পারে না।

অনেক মনীষীগণ, দুইব্রত, মহাত্মা প্রভৃতি এই অন্তরাত্মার দোহাই দিয়া অনেকবার আইন অমান্য করিয়াছেন। সাইথ বলিয়াছেন,—"সুচিন্তিত ও সত্যভাবে বিবেক আলোচনার পক্ষে কোনও বিবেকবুদ্ধি ও অন্তর সাক্ষ্যের ন্যায় আর কোনও শ্রেষ্ঠ পথ নাই। বিবেকবুদ্ধি যাহাকে বিদ্রোহী হইতে বলে, সে মনে প্রাণে বিদ্রোহী হয়।" বিদ্রোহের নামান্তর বলিয়া কিছু বিবেককে বর্জ্জন করা চলে না। শুধু স্বার্থ বা চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হইয়া অনেকে ধর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন, এদিকে প্রচার করা হইয়াছে যে তাঁহারা বিবেকবুদ্ধির বশেই ধর্ম্মত্যাগী। সে হিসাবে কি এমন কোন নিয়ম ধার্য্য করিতে পারি যে, ধর্ম্ম পরিবর্তন বিষয়ে বিবেক বুদ্ধির কোনও বালাই নাই।

'আইন ঠিক মনে হয় না' শুধু এই কারণে উহা ভাঙ্গিবার অধিকার আমাদের কোনও মতেই নাই; স্পষ্ট বুঝিতে হইবে, বিবেকের দ্বারা স্থির নিশ্চয় করিয়া দেখিতে হইবে যে উহা উচিত যে কোনও এক প্রধান কারণে অমান্য করা যাইতে পারে কি? উহা আইন সম্মত কোনও কর্তৃপক্ষ হইতে আসিতেছে কি? উহা কি সত্যই আইন, না, আইনের ছায়া মাত্র? আর একটী কথা বিচার করিতে হইবে;—যে আইন অমান্য করিতে চাই তাহাতে আমাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কি না! যদি সে আইন আমাদের মূলনীতির (Principle) বিরোধি হয়, তাহা হইলে আর্থিক অসহযোগ দ্বারা আমরা উহার মুখ বন্ধ করিবার আশা কোনও মতেই করিতে পারি না। যেমন, জাতীয় বিপদের সময় প্রকৃত অধিকারীকে দেওয়ার জন্য বা দুর্বলজাতীর নিকট হইতে উহাদের জন্য যদি আমরা ন্যায়োচিত সম্পত্তি গ্রহণ করি। কারণ এরূপ স্থলে—'কানের মা শর্ত পায় না।' প্রত্যেকে এইরূপ ভাবিলে কার্য্যতঃ আইন মানাই হইল। সুতরাং যদি আইন না মানিতে হয় তাহা হইলে সম্পূর্ণ ভাবেই অমান্য করিতে হইবে, আর দেখিতে হইবে যে আমাদের স্বার্থের জন্য বিবেকবুদ্ধির পক্ষে অন্যায় না হয়।

এ পর্য্যন্ত আমরা শুধু সেই সেই স্থলের আলোচনা করিয়াছি, যেখানে বিবেকী প্রজা রাজাদেশ অমান্য

করিতে পারে, না করা অবশ্য উচিত ; আইন ভঙ্গ করা যেখানে অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে, সেখানে তাহাকে শুধু অন্তরাত্মার বিচারের উপরই নির্ভর করিতে হয়। যদি সে বিশ্বাস করে যে [illegible] সে প্রকৃতই অমঙ্গলের সহায়তা করিবে তাহা হইলে আইন ভঙ্গ করা তাহার অবশ্য কর্তব্য। তথাপি, এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে উপরি উক্ত কোনও ক্ষেত্রে নিয়ম মানিয়া চলাই একটা কর্তব্য, নতুবা আমাদের অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া না উঠে। আর মনে রাখিতে হইবে যে—দণ্ড উহার বিনিময় নয়, আইন মানিলাম না এবং দণ্ড পাইলাম, তাহা হইলে কর্তব্যের শেষ হইল না শেষ কথা—আমরা যেন, আইন যাঁরা প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের বিচারবুদ্ধির বিচার করিতে না বসি, আইন যদি না মানিতে চাই তাহা হইলে সর্বদাই আমাদের সে জন্য প্রবল কারণ থাকা দরকার।

* * *

বর্ষশেষ

[শ্রীকিরণশঙ্কর রায়]

আজ প্রায় একবছর হ'ল অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। বিজ্ঞলোকের উপহাস, ধনীলোকের অবহেলার মধ্যদিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল। একদিন বাংলাদেশে যাত্রা ছিল অপেক্ষাকৃত সরল আজ বর্ষশেষে যাত্রা বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠেছে। যাত্রার প্রারম্ভে অনেকে বলেছিলেন যে নিরুপদ্রবতা ভীরুতার পরিচায়ক মাত্র, যে দিন বিপদ আসবে সে দিন পলায়ন ভিন্ন অসহযোগীর অন্য উপায় থাকবে না। আজ সেই পরীক্ষার সময় এসেছে। ১৭ই তারিখের হরতাল আমলাতন্ত্র এবং তাদের পারিষদবর্গের মনে কি প্রকার আতঙ্ক সঞ্চার করেছে তাহা ইংরাজী সংবাদপত্রে আমরা দেখেছি কিন্তু আমরা জানি যে দিনকার হরতাল সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত। তা না হ'লে কংগ্রেস অথবা খেলাফতের লোকবল, বাহুবল বা এমন অর্থবল নেই যে কলিকাতা সহরকে ভয় দেখিয়ে হরতাল করাতে পারে। বিশেষতঃ অপরপক্ষে যখন সৈন্য পুলিশ, কামান বন্দুক এবং কঠোর আইন, আর সে বন্দুক, সে আইন-চালাতে জালিয়ানওয়ালাবাগ থেকে হাবড়া পর্য্যন্ত কোথাও ত একটু মাত্র সংযম দেখলুম না। সাধারণ লোক যদি 'গুণ্ডামি' করে তবে তাদের শাস্তি দিতে আদালত আছে, জেলখানা আছে কিন্তু শাসনকর্তা যদি স্বয়ং 'গুণ্ডামি' করেন তবে তার প্রতিবিধান কে করে?

এই একবছর নানাপ্রকার বাধার মধ্যদিয়ে যাঁরা এই আন্দোলনকে চালনা করছিলেন তাঁদের কারাবাস অতি আসন্ন যে কোন মুহূর্তে তাঁরা দণ্ডিত হতে পারেন। তাঁরা অনেক ত্যাগ করেছেন আরও ত্যাগের জন্য তাঁরা প্রস্তুত। কিন্তু তারপর তাদের স্থান নেবার জন্য তোমাদের প্রস্তুত হতে হবে। চট্টগ্রামের যতীন্দ্রমোহন জেলে, ফরিদপুরের বাদশামিয়া, সুরেশচন্দ্র জেলে, কাল হয়ত, চিত্তরঞ্জন, শ্যামসুন্দর, জিতেন্দ্রলাল, মজিবর রহমান, আক্রাম খাঁ সুভাষচন্দ্র জেলে যা'বেন আর তোমরা কি নিশ্চিন্ত মনে স্বচ্ছন্দে স্কুল কলেজ আফিস আদালত চালাবে। তোমার দেশবাসীর বেদনা, তাদের অনশন, তাদের অথবা অপমান, অকারণ আকস্মিক মৃত্যু কিছুই কি তোমাদের বিচলিত ক'রবে না? তোমাদের প্রাত্যহিক নিয়মের কোথাও কি ব্যতিক্রম ঘ'টবে না? ইংরাজের আফিস, আদালত, স্কুল কলেজ এই সব সত্য আর তোমাদের মধ্যে যে দেবতা আছেন তিনি কি সত্য নন?

আজ সমস্ত দেশের উৎসাহ আকাশ কর্তৃপক্ষের ভ্রূকুটিতে আঁধার হয়ে এসেছে। শুধু গোরা নয়, গুর্খা নয় আমাদেরি অন্নে পরিপুষ্ট বণিক ইংরাজ, ফিরিঙ্গী এবং মোটর বিহারী ইঙ্গবঙ্গ সমাজ কর্তৃপক্ষের সহযোগে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠেছে, কাউন্সিল গৃহে আমাদেরি তথাকথিত প্রতিনিধিরা আমাদের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক অভিযোগ জ্ঞাপন করেছে। ২০শে তারিখে কলকাতায় কতগুলো নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণ যাওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়—আমাদের দেশবাসীর প্রাণ অত্যন্ত সস্তা হয়ে পড়েছে। আজ এই দুর্দিনে আমরা ছাত্রদের আহ্বান করছি। বিলাতী বস্ত্র পোড়ান উচিত কি না, গভর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজে সুশিক্ষা দেওয়া হয় কি না এ নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু আজ মানুষের অতি সাধারণ অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে আজ সভাকরা, ভলাণ্টিয়ারী করা বে-আইনী, কাল সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ পরশু কংগ্রেসও বন্ধ করবার হুকুম বের হতে পারে। এই সকল হুকুম মেনে নিলে কংগ্রেসের সকল কাজ বন্ধ করে দিতে হবে। একদিন দেশবন্ধুর আহ্বানে তোমরা সাড়া দিয়েছিলে তারপর কতকটা আমাদের ত্রুটিতে কতকটা নিজেদের দোষে তোমরা ফিরে গিয়েছ—আজ আর একবার বাংলার মুখ রাখতে হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার চেয়ে ভাল শিক্ষার লোভে নয়—দেশের প্রতি তোমাদের যে কর্তব্য আছে তাই পালন করতে তোমাদের আসতে হবে। চিরকাল পৃথিবীতে প্রত্যেক দেশে ছাত্রসমাজই মুক্তির আহ্বানে প্রথমে ছুটে এসেছে তারা পথের বিচার করে নাই পাছের কথা ভাবে নাই। বিপদের বাধা আত্মোৎসর্গের

যারা কত অসম্ভবকে তারা সম্ভব করে তুলেছে নিজেদের যৌবন দিয়ে দেশব্যাপী জরাগ্রস্ত বিরাট নরদেহকে নবযৌবনে তারা অভিষিক্ত করে গেছে আর আজ—

যৌবনরে, তুই কি কাঙাল, আয়ুর ভিখারী ?
মরণবনের অন্ধকারে গহন কাঁটা পথে
তুই যে শিকারী।

অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের এই যে লড়াই এ শুধু আমাদের লড়াই নয়। মনুষ্যত্বের যেখানে অপমান সেখানে বিশ্বদেবতার অপমান। সেই অপমানের বিরুদ্ধে যুগে যুগে দেশে দেশে যারা বিদ্রোহ করেছে তারা, সর্ব্বত্র মানবজাতির হিতসাধন করেছে। আয়র্ল্যাণ্ডে, ঈজিপ্টে, রুশিয়াতে যারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে তারা আমাদের ভাই। আমরাও আজ যে বিরাটযজ্ঞে যোগ দিয়েছি সে যজ্ঞ থেকে সমস্ত বিশ্বমানবের জন্য অমৃত উঠবে বলেই বিশ্বাস করি। সমস্ত মানুষের হয়ে এই যে তপস্যা, এই যে সাধনা এতে যোগ দিতে তোমাদের ডাকছি। আজ কৃষক আসছে তাদের লাঙল ছেড়ে, মুটে হঠাৎ মাথার মোট ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে আর তোমরাই কি পরীক্ষার মোট বেয়ে, সাহেবের আফিসের কেরাণী হবার আশা থেকে মন ফেরাবে না ?

১৯০৫ সালের বিরাটযজ্ঞে যে হুতাশন উঠেছিল বাংলা তাহা আপন বক্ষে ধারণ করেছে—আজও ভারতের ভাগ্যবিধাতা বাঙলাকেই সর্ব্বাগ্রে আহ্বান করেছেন তাঁহার সেবার মহান দুঃখের পথে। হে বাঙলার তরুণ সম্প্রদায় ১৯০৫ সালে সমস্ত ভারতবর্ষ যখন তন্দ্রামগ্ন তখন নূতন উষাকে তোমরাই সর্ব্বাগ্রে বরণ করেছিলে—তারপর জেলে, দ্বীপান্তরে, ফাঁসীকাঠে অবলীলাক্রমে প্রাণ দিয়ে নবযুগকে তোমরাই বন্দনা করেছিলে—আর আজ যখন যুগোদয়ের আলো তোমরাই কি পরীক্ষাপাশের মোহে মুগ্ধ থাকবে ? অর্দ্ধোদয় যোগে, দামোদর বিক্রমপুরের বন্যায় দেশের যে কোন দুর্দ্দিনে দেশের আহ্বান বিফল হয় নাই—আজও যেন বিফল না হয়। শুধু ভারতবর্ষের নয়, পৃথিবীর ভাগ্যবিবর্ত্তনের মহাভিনিষ্ক্রমণে তোমরা অগ্রগণ্য কর্ম্মী—বিধাতার বীরপুত্র তোমরা—তিনি তোমাদের পাঠিয়েছেন পরাধীনতার মধ্যে দুঃখের মধ্যে দারিদ্র্যের মধ্যে—কোন সহজলভ্য আরাম, সম্পদ বা সম্মান তোমাদের জন্য নয় এই দুঃখমোচনের কঠোর কর্ত্তব্য থেকে তোমরা যদি মুখ ফেরাও তবে তার চেয়ে লজ্জা আর কিছুতে নাই।

আজ নবযুগের অগ্রদূত ঝড়ের বেগে দেখা দিয়েছে তার পিঙ্গল জটাজালে সমস্ত আকাশ আবৃত, সূর্য্য চন্দ্র তারা অন্তর্হিত, তার হুঙ্কার অট্টহাসে ক্ষণে ক্ষণে গর্জ্জন করে উঠছে—তার ললাটের অগ্নিশিখা বিশ্বদগ্ধ করতে উদ্যত—তবু যেন ভীত না হই—তবু যেন তোমরা আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তাকে আহ্বান করে বলতে পারি—

তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল,
অক্লান্ত অম্লান,
সদ্যোজাত মহাবীর, কি এনেছ করিয়া বহন,
কিছু নাহি জান।
উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের
জলদর্চ্চিরেখা।
করজোড়ে চেয়ে আছি ঊর্দ্ধমুখে, পড়িতে জানি না
কি তাহাতে লেখা।
হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন-ঝনন,
বক্ষের পঞ্জর ভেদি অন্তরেতে হউক কম্পিত
সুতীব্র স্বনন।
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী,
করহ আহ্বান,
আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অর্পিব পরাণ
চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক্।
গনিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।

কলিকাতার ছাত্রগণের প্রতি।

(শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ)

লালা লাজপত রায়ের গ্রেপ্তারে আমাদের আন্দোলনের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। আমার নিকট ইহার অর্থ গুরুতর। আমাদের সাবেকী বুরোক্রেসী অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়াছে এবং প্রহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এতদিন বুরোক্রেসী পরোক্ষ ভাবেই প্রহার করিতেছিল। এইবারকার প্রহার প্রত্যক্ষ। লাজপৎ রায় কংগ্রেস আন্দোলনের একটি স্তম্ভস্বরূপ। তাঁহাকে আঘাত করাতে কংগ্রেসকে আঘাত করা হইয়াছে। আমি আহ্লাদ সহকারে এই প্রহার আঘাত গ্রহণ করিতেছি। ইহা একদিকে কংগ্রেস সহিত বুরোক্রেসীর বল পরীক্ষা সূচিত করিতেছে, কংগ্রেসের বর্ষ শেষ হইতে চলিয়াছে, এখন তার ফল প্রকাশের সময় উপস্থিত।

বাঙ্গালার যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেকেই ঠিক এইরূপ গভীর অর্ঘ্যস্বরূপ। উঁহারা বীর বাঙ্গালী এবং তাঁহারা সুরেনকে এক সঙ্গে হাতকড়া দিয়া ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়া গিয়াছে; উহা যেন হিন্দু ও মুসলমানের একতা ও মৈত্রী বন্ধনের নিদর্শন স্বরূপ হইয়াছিল। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত জেলে থাকিয়া চট্টগ্রামের গৌরব ও বিজয় ঘোষণা করিতেছেন। অন্যত্রও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রের ভাগ্যেও ঐরূপ ঘটিয়াছে। ফরিদপুরে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইতঃপূর্বে এক শত ছাত্রদিগকে কারাগারে লইয়া গিয়াছেন, আর তিন হাজার ছাত্রদিগের গ্রেপ্তারের গৌরব লাভার্থ প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। কুমিল্লার ব্রাহ্মণবেড়িয়াতে আমাদের প্রভুদিগের বাসনার অতিরিক্ত লোক আত্মবলি দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু কলিকাতার কি হইল? এই প্রশ্নই আমাকে আজ বড়ই বিচলিত করিতেছে। কেবল পাঁচ হাজার মাত্র কর্মী স্বেচ্ছাসেবক হইয়াছে; এই বিশাল কলিকাতা সহরে এত গুলি স্কুল কলেজ থাকিতে কেবলমাত্র পাঁচ হাজার। আর ইহাদের মধ্যে বহু জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। উঁহারা অন্য বেড়িয়া চক্রান্ত প্রবর্ত্তনা করিয়া কংগ্রেসের কাজ বন্ধ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই মহানগরীতে কেবল মাত্র পাঁচ হাজার স্বেচ্ছাসেবক, তাহার পরই কংগ্রেসের কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে। কলিকাতার ছাত্রগণের কি কিছুই বলিবার নাই? এখন কি পড়িবার সময়? কলাবিদ্যা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও অন্য শাস্ত্র! কি লজ্জার কথা! জননী ডাকিতেছেন আর উঁহাদের সেই আহ্বান শ্রবণের সময় নাই।

আমি এ মহানগরীতে আপনাকে নিঃসঙ্গ মনে করিতেছি। আমি যেখানে যাই, সেইখানেই আমার চতুর্দিকে সহস্র যুবক দেখিতে পাই, কিন্তু সংসার বুদ্ধিতে তাহাদের মনে বার্দ্ধক্যচিহ্ন প্রকটিত, তাহাদের হৃদয় উৎসাহশূন্য ও সজীবতা বিরহিত। আমার বাসনা এই যে ভগবান যদি আমাকে উঁহাদের হৃদয়ে সজীবতার অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার শক্তি দিতেন, তাহা হইলে আমি কলিকাতার এই সকল যুবককে আমার যৌবনসুলভ উৎসাহে সঞ্জীবিত করিতাম। সর্ব্বদেশে সর্ব্বযুগে যুবকগণই স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছে। যুবকরাই বিপ্লব এবং সর্ব্বদাই আত্মোৎসর্গের জন্য তৎপর।

আমি ক্রমশঃ বৃদ্ধ এবং জরাজীর্ণ হইয়া পড়িতেছি, এখন মৃত্যু আসিলেই হইল মাত্র। উঁহারা এখনও আমাকে গ্রেপ্তার করে নাই, কিন্তু আমি আমার মণিবন্ধে হাতকড়া ও দেহে লৌহ শৃঙ্খলের স্পর্শ অনুভব করিতেছি। এইটি বৎসরের সেরা বিলাস কারাগার—আমি ধরা পড়ি কিনা তাহাতে কি আসে যায়।

একটি বিষয় নিশ্চিত আছে। আমি জীবিত থাকি বা মরি, কংগ্রেসের কার্য্য চালাইতেই হইবে। কলিকাতার মাত্র পাঁচ হাজার, তাহার পর কংগ্রেসের কার্য্য বন্ধ হইবে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করি কলিকাতা ছাত্রগণের কি উত্তর দিবার কিছু নাই?

তাঁত ও তাহার সরঞ্জাম।

মহাত্মা গান্ধীর উপদেশে অনেকেই তাঁত চালাইতে উৎসুক হইয়াছেন, কিন্তু কোথায় ভাল তাঁত পাওয়া যায়, তাহা জানেন না। এই জন্য আমরা নানা [illegible] তাঁত [illegible] ও তাহার সরঞ্জামাদি [illegible] বন্দোবস্ত করিয়াছি। আমাদের তাঁত মাকু নাটাই প্রভৃতি সমস্ত জিনিষ খুব মজবুত [illegible] পাওয়া যায়। কোন দ্রব্য অপছন্দ হইলে ফেরৎ লইয়া থাকি। লিখিলে মূল্যাদি জানিতে পারা যায়।

ম্যানেজার—
খুলনা ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড
খুলনা—*E. B. Ray.*

“সাধনপথে”

গ্রন্থমালা

(১) জাতীয়তার অনুভূতি, (২) কুটীর শিল্প, (৩) ব্যক্তিগত অর্থনীতি, (৪) লাভজনক কৃষি, (৫) রং ও বয়ন শিক্ষা এবং (৬) সাবুন তৈরির মসলা।

মূল্য প্রত্যেক পুস্তক ।০; প্রাপ্তিস্থান প্রবর্ত্তক শ্রীঅমরেন্দ্র কাঞ্জীলাল, ১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Encourage home Industries
AND
learn economy & patriotism.

Do you know how to do this? Come on. I will tell you. Purchase Gandhi Baftas made of Bhagalpuri Tasser and Charkha yarns, woven in handlooms, very durable and cheap at the same time, beware of imitation. For particulars apply to the Secretary,

Weavers' Co-operative Stores
P. O. Champanagore,
Bhagalpore.

চরকা প্রচারের ভিত্তি—তাঁর তাদের দোকান—তাই কলিকাতা [illegible] লিমিটেড [illegible] ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন এবং ১৯২১ সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত হিসাবে অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ২০্ হারে লভ্যাংশ দিয়াছেন।

কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণ অতি সহজ ও সরল উপায়ে ঘরে ঘরে চরকা চালানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তুলার সুতা কাটা অপেক্ষা পশমী সুতা কাটা সহজ। তুলার মূল্য ও [illegible] মূল্য প্রায় সমান কিন্তু তুলার সুতা অপেক্ষা পশমী সুতার দাম ৩।৪ গুণ বেশী। কাজেই যাহারা পশমী সুতা কাটিতেছেন তাহারা অল্প পরিশ্রমে বেশী পারিশ্রমিক পাইতেছেন এবং নিজেদের ব্যবহারোপযোগী ঘরের জন্য সুতা কাটা শিখিবার সুযোগ পাইতেছেন। কোম্পানী ইতি মধ্যে [illegible] চরকা গ্রামে গ্রামে স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদের দ্বারা পশমী সুতা কাটাইতেছেন এবং ঐ সুতা ও [illegible] করিয়া কলিকাতায় কারখানায় [illegible] প্রভৃতি [illegible] কারখানায় [illegible] প্রস্তুত করাইতেছেন। অংশীদারগণের [illegible] ১০্ করা হইয়াছে, [illegible]।

কোম্পানীর অংশ এখনও পাওয়া যায় [illegible] ও আবেদন পত্রের জন্য লিখুন।

এ; সি, ঘোষ এণ্ড সন্ চিফ এজেন্টস্
১৭৭ বহুবাজার ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

কয়েকখানা নতুন বই

ছায়াবাজি—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার—	॥০
উল্টোকথা— ,,	॥০
পঞ্চকথা— ,,	।/০
যুগশঙ্খ— ,,	৶০
স্বরাজ খিলাফৎ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন—	৶০
লেনিন—শ্রীফণীভূষণ ঘোষ	

C. R. Das's Life
(In the Press) SUKUMAR RANAJN DAS

Relation of sexes Tolstoy Re 1

Guide to Health-Mahatma Gandhi-1-8-

Nitidharma ,, -8-

Indian Book Club College Street Market Calcutta.

New Publications.

	Rs.	A.
Greater India By Rabindranath Tagore	0	8
To The Students By C F Andrews	1	0
The Truth About India By H. M. Hyndman	0	12
India In England By Miss Helena Normanton	2	0
The Gospel of Swadesi By Kalelkar, Foreword by M. K. Gandhi	0	4
The Message of Bhagwatgita By Lajpat Roy	0	12
Rabidranath Tagore His Life and Life Work By E. J. Thompson	1	8
By S. E. Stokes:		
The Failure of European Civilisation.	1	0
National Self-Realisation	1	8
Essays: Political And National	2	0
By Mahatma Gandhi:		
A Guide To Health	1	8
Nithi Dharma	0	8
By Bernard Houghton:		
The Revolt Of The East	1	8
The PsycholoGy Of Empire	0	4
Reform Or Revolution	0	4
Labour In Madras By B. P. Wadia, with a Foreword by Col. Josiah C. Wedgwood, M. P.	2	8
Rabindranath Tagore A Study of His Later Works By K. S. Ramaswamy sastry	1	0
The Call To Young India By Lajpat Rai	3	0
Col. Josiah. C. Wedgwood The Man and His Work With Foreword by Lajpat Rai	1	0
Avadutagita Of Dattatreya translated by Prof. Kannumal, M.A.	1	0
India And Its Government By Fenner Brockway	0	8
Slavery of Our Times By Count Leo Tolstoy	0	12
Hindu Culture By K S. Ramaswamy Sastry, B.A., B.L., with Foreword by Sir John Woodroffe	3	0
India And The Curency Standard By K. Q. Viswanadhaiyer M.A.	3	0
The Indian Currency And Exchange (Bomanjee Prize Essay) By R. C. Mahindra B.A. (Cantab)	3	8

S. Ganesan
Triplicane
(Madras S. E.)

নূতন বই! নূতন বই!! নূতন বই!!!

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের গ্রন্থাবলী।

কিশোর কিশোরী ১৲, অন্তর্যামী ৸০, মালা ৸০, সাগর ৸০, বাঙ্গলার গীতি কবিতা ।০, বাঙ্গলার কথা ।০ ভাবের কথা, দেশের কথা, স্বরাজসাধনা (যন্ত্রস্থ) ৵

শ্রীহেমন্তকুমার সরকারের গ্রন্থাবলী।

- ১। [illegible] (নূতন ধরণের গল্পের বই) ॥০
- ২। [illegible] (ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প সমালোচনা ও রাজনীতি বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ) ॥০
- ৩। [illegible] (বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থাবলের কথা) ৸০
- ৪। [illegible] ([illegible] প্রবন্ধ) ৶০
- ৫। [illegible] চিত্তরঞ্জন (বিশদ জীবনী, [illegible] দাশ) ৸০
- ৬। শ্রীঅরবিন্দ (জীবনী) ৸০
- ৭। [illegible] ([illegible] ৪র্থ সংস্করণ, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)
- ৮। পল্লীবাণী (কবিতা, পল্লীজীবনের দুঃখময় করুণ-কাহিনী সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়) ১৲
- ৯। লেনিন (বলশেভিক নেতার জীবনী, কালিভূষণ ঘোষ) ।০
- ১০। সমাজ ও [illegible] (সচিত্র, [illegible] সেন) … ৶০
- ১১। [illegible] ([illegible] বাণী, অনুঃ, ডাঃ [illegible] মুখোপাধ্যায়)
- ১২। বিবেকানন্দ ([illegible] বিদেশ [illegible] লিখিত, [illegible], অনুবাদক প্রিয়রঞ্জন সেন)
- ১৩। Non-co-operation,—B. C. Pal … As. 6
- ১৪। Message of Hope,—P. K. Sarkar As. 5
- ১৫। Ancient History of the Deccan. Prof. G. J. Dubrielul … Rs. 3
- ১৬। Sj. Chittaranjan Das's Life Sketch in English, by Sukumar Ranjan Das.

[illegible], [illegible], [illegible], রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতির পুস্তক পাওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা।

স্বদেশী চশমা

বিদেশী পত্রিকা ও বিদেশী [illegible] আবিলতায় দৃষ্টিহীন দেশবাসীর চক্ষুদান করিবে। বর্তমান সময়োপযোগী [illegible] নূতন ছড়া, লোকশিক্ষা [illegible] ও [illegible] বাঙ্গালী জাতির দেশপূজা মন্ত্র: জাতীয় জীবনী [illegible] পুস্তক বাংলা ভাষায় এই নূতন। [illegible] বাংলার ঘরে ঘরে ইহার প্রচার আবশ্যক। [illegible] সংখ্যা—১ম, ২য়, ও তৃতীয় খণ্ড বাহির হইয়াছে, প্রতি খণ্ডের মূল্য ৴০ পাঁচ পয়সা। উক্ত লেখকের রচিত [illegible] সঙ্গীত ১ম—মূল্য ৴০ এক আনা।

প্রাপ্তিস্থান—এম আদার্স এণ্ড কোং,
৭ নং ভবানীদত্তের লেন কলিকাতা।

Printed by—Hemanta Kumar Sarkar, at the Metcalfe Press, 79 Balaram Dey Street and Published from 7 Bhobani Ch. Dutt Street, Calcutta.

;

স্বরাজ তীর্থের যাত্রী

বাঙ্গলার নবযুগের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বাঙ্গলার কথা

সম্পাদক—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

বার্ষিক মূল্য ৭৲ টাকা

সহঃ সম্পাদক—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

নগদ মূল্য এক আনা

প্রথম ভাগ { কলিকাতা, শুক্রবার, ১লা পৌষ, ১৩২৮ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯২১ ; } ১১শ সংখ্যা

প্রকাশকের নিবেদন।

আজ আমাদের শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার স্বরাজ-আশ্রমে। সেখানে তিনি যে সাধনার মধ্য দিয়া উপযুক্ত হইয়া বাহির হইবেন, সে সাধনা আমাদের সকলেরই লক্ষ্য হউক। কেবল এই কারণেই তিনি আজ আমাদের বরণীয়। তিনি কারাবাস দণ্ডের আদেশ পাইয়া যে বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার একস্থলে বলিয়াছেন—আমি মুক্ত হইব স্বাধীন ভারত-সাম্রাজ্যের প্রথম সভাপতির দ্বারা এবং আমি জানি তাহা ৩১শে ডিসেম্বরেই হইবে। আমরাও তাঁহার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া বলি—আমাদের প্রাণের বন্ধুর এ প্রার্থনা সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান।

হেমন্ত বাবুর বড় আদরের "বাঙ্গলার কথা" আমরা পূর্ব্বের মতই প্রকাশ করিতে থাকিব। তাঁহার শুভ ইচ্ছা পাথেয় করিয়া তাঁহারই পথে আমরা "বাঙ্গলার কথা"কে চালাইতে চেষ্টা করিব। সাধনা আমাদের হাতে, সিদ্ধি ভগবানের ইচ্ছাসাপেক্ষ। সেই লীলাময়ের উপর ভরসা রাখিয়া হেমন্তবাবুকে আদর্শ করিয়া আমরা আজ "বাঙ্গলার কথা" প্রকাশ করিতেছি। বন্দে মাতরম্।

শ্রীযুত হেমন্তকুমার সরকারের—দেশবাসীর প্রতি নিবেদন—

"দেশ জননীর পরাধীনতাশৃঙ্খল মুক্ত করিবার জন্য এই যে ত্যাগ ও ধর্ম্মের যুদ্ধ, তাহাতে যোগদান করিয়া আপনারা আপনাদের জীবন পবিত্র করুন, ইহাই আমার আন্তরিক বাসনা।"

হেমন্ত বাবুর কারাদণ্ডের পর তাঁর মাতাঠাকুরাণী এই চিঠিখানি লিখেছেন—

প্রিয়বৎস হেমন্ত,

তুমিও চিত্তরঞ্জন বাবাজীবন উভয়েই [illegible] পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করেছ জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হলেম। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তোমাদের মহাগুরু মহাত্মা গান্ধীর মহাব্রত উদ্‌যাপন করবার জন্য কারাগারে গিয়েছ ইহার জন্য আমরা বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই। ঐ প্রকার বীরের কাজ করিয়া তোমরা দেশের মুখোজ্জ্বল করেছ। তোমাদের মত সুসন্তান গর্ভে ধারণ করে সত্য সত্যই আমরা ধন্য হয়েছি। এই কথাটি তোমরা মনে রেখো যে কারাগারে আজ তোমরা বন্দী আছ ঐ কারাগার তোমাদেরই দেশের ইট পাথরে তৈরী। তোমরা উহা নিজেদের বাড়ী মনে করে নেবে। আমরা তোমাদেরই জননী, এটা আমাদের পক্ষে খুব গৌরব ও সৌভাগ্যের কথা। এ প্রকার আশা বিশেষতঃ বঙ্গজননীর পক্ষে খুব কমই খাটে। ইতি

তোমার প্রসূতি।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের কথা—

আমরা (আমি ও আর সাত জন স্বেচ্ছা সেবক) কয়েদীর গাড়ীর ডান দিকে বসিয়া ছিলাম। সার্জ্জেনেরা আমাদের কাহাকেও কিছু না বলিয়া শুধু শুধু খোঁচা দিতে থাকে এবং আমাদিগকে ডান দিক হইতে বাম দিকে ঠেলিয়া দেয়। আমরা লালবাজারে নামিলে সার্জ্জেনেরা স্বেচ্ছাসেবকদের ঘাড় ধরিয়া নির্দ্দয়ভাবে ঠেলিয়া দেয় এবং আমার হাতটা ধরিয়া মোচড়াইয়া দেয়। মোচড়ান এমন জোরে হইয়াছিল যে, আর একটু হইলেই হাত ভাঙ্গিয়া যাইত। তাহার পর সার্জ্জেনেরা আমাদিগকে হাজত ঘরে লইয়া যায়। তাহারা তখনই আবার স্বেচ্ছাসেবকদিগকে বেটন দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করে। আমি প্রতিবাদ করিলে তিনজন সৈনিক তিনদিক হইতে আমাকে লাথী মারিতে থাকে। শেষে ইহারা চলিয়া যাইবার সময়ও আমার মাথায় আঘাত করে। স্বেচ্ছাসেবক তেওয়ারী অচেতন হইয়াছে, স্বেচ্ছাসেবক সুধীর ঘুষি খাইয়া অজ্ঞানের মত হইয়া গিয়াছিলেন। সার্জ্জেনদের প্রহারে স্বেচ্ছাসেবকেরা সকলেই অল্প বিস্তর জখম হইয়াছেন। সুখের বিষয়, ভারতীয় পুলিশ কর্ম্মচারীরা আমাদের এই ব্যাপারে যোগ দেন নাই।

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, ঊর্ম্মিলা দেবী ও সুনীতি দেবীর দেশবাসীর প্রতি নিবেদন—

“আমরা বন্দী হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই বাহির হইয়াছিলাম। যখন আমাদের তরুণবয়স্ক বালকেরা সানন্দে ও সগৌরবে কারাগার বরণ করিয়া লইতেছে, তখন তাহাদের জননী হইয়া গৃহে বসিয়া থাকা আমাদের পক্ষে, অপমানজনক হইয়া উঠিয়াছিল। যে কাজ এখনও অসমাপ্ত রহিয়াছে, আমাদের ভগিনীগণ তাহাই গ্রহণ করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। তাঁহারা যেন ভুলিয়া না যান কারারুদ্ধ ভ্রাতা ভগিনীগণের নিকটই তাঁহাদেরও যোগ্য স্থান। তাঁহারা এই কথাই স্মরণ করুন যে তাঁহারা এক বৃহত্তর কারাগারেই বাস করিতেছেন। দাস-ভূমির কলুষিত বায়ু নিশ্বাস প্রশ্বাস রূপে গ্রহণ করা অপেক্ষা প্রকৃত কারাগারে বাস করা অনেক সম্মানজনক। গভর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রদিগের নিকট আমাদের এই নিবেদন—তোমরা দলে দলে কলেজের বাহির হইয়া পড় এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগদান কর। এই মহাসমরে হয় আমাদের জয় না হয় মৃত্যু। দাসজীবন অপেক্ষা উভয় পথই মহত্তর। পুলিস কর্ম্মচারীদিগকে আমরা অনুরোধ করি—তোমরা কর্ম্ম ত্যাগ কর, তোমরা বোঝ এই ঘৃণিত কর্ম্ম করা অপেক্ষা অনশনে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ।”

দেশবাসীর প্রতি

[শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ]

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যে কমিউনিক বাহির করিয়াছেন, পুলিশ কমিশনার যে হুকুম দিয়াছেন, বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটেরা ১৪৪ ধারা অনুসারে যে সব হুকুম জারি করিয়াছেন; তাহা হইতে খুব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, স্বেচ্ছাতন্ত্রী শাসনকর্ত্তারা অসহযোগ আন্দোলনটিকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই কারণে বাঙ্গলার অধিবাসীরাও স্বাধীনতা লাভের জন্য এই সংগ্রামে অসহযোগ সহকারে তাহাদের সকল শক্তি প্রয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প। আমি তাঁহাদিগকে আশা ও উৎসাহের বাণী শুনাইতেছি। আমি গোড়া হইতেই জানিতাম যে, স্বেচ্ছাতন্ত্রী শাসক-সম্প্রদায়ই সর্ব্বপ্রথমে আইন ভঙ্গ করিবেন। গোড়া হইতেই ১৪৪ ধারার হুকুম জারি করিতে আরম্ভ করিয়া এই শাসকবর্গ তাহাদের বেআইনী আচরণ আরম্ভ করিয়াছেন। এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে কর্ত্তারা এই অন্যায় ও বেআইনীভাবে ঐ ধারার প্রয়োগ করিয়া চলিয়াছেন। এখন যখন আন্দোলনটী সফল হইবার উপক্রম করিয়াছে—কর্ত্তারা এইবার তুলিয়া রাখা আইন, পরিত্যক্ত প্রণালীর আশ্রয় লইয়াছেন; এবং এই একই উদ্দেশ্যসিদ্ধির অভিপ্রায়ে যথেচ্ছ বে-হিসেবী ১৪৪ ধারার প্রয়োগ করা হইতেছে।

আমাদের কর্ত্তব্য অতি স্পষ্ট। ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি ঘোষণা করিয়াছেন যে স্বরাজই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, এবং অসহযোগই সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার একমাত্র উপায়। কর্ত্তারা যাই করুন না কেন, জাতীয় দল কখনও

তাঁহাদের আদর্শ ভুলিবেন না। এখন বাঙ্গালাদেশের বিষম পরীক্ষা উপস্থিত। এ ব্যাপারের ভার কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতেছে। আমি আমার দেশবাসীকে ধীরতা অবলম্বন করিয়া থাকিতে অনুরোধ করিতেছি, আনন্দের সহিত সকল কষ্ট সহ্য করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমার অনুরোধ—তাঁহারা যেন কংগ্রেসের আদিষ্ট পবিত্র—কর্ত্তব্য পরিত্যাগ না করেন।

ভলাণ্টিয়ারেরাই কংগ্রেসের কার্য্য চালাইতেছে,—ভবিষ্যতেও চালাইবে। সকলেই এ কথা স্পষ্ট বুঝিয়া রাখুন, যে, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ নির্ব্বিশেষে কর্ম্মিমাত্রেই স্বেচ্ছাসেবক। আমি কংগ্রেসের কার্য্যে আমাকে ভলাণ্টিয়াররূপে নিয়োগ করিয়াছি। আমি আশা করি, কয়েক দিনের মধ্যেই এই প্রদেশে কাজ করিবার জন্য সকলেই ভলাণ্টিয়ার উপস্থিত হইবেন। আমাদের ব্রত অতি পবিত্র আমাদের কার্য্যপ্রণালী শান্ত, সংযত নির্বিরোধ। আপনারা কি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, দেশের কাজই ভগবানের কাজ? আমি আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, কোন পার্থিব গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী আমাদিগকে ভগবানের কার্য্য সাধিতে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না।

আমি বাঙ্গলার অধিবাসীদের অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এই সত্য উপলব্ধি করুন। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যেন স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্ত্তাদিগকেও এই সত্য উপলব্ধি করিবার শক্তি দেন।

জেলের ভয়

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

"রাজভয় কার তরে হে রাজেন্দ্র তুমি যার বিরাজ অন্তরে—
লভে সে কারার মাঝে ত্রিভুবনময় তব ক্রোড়, স্বাধীন সে বন্দীশালে।"

জেলে গেলে স্বরাজ হবে এটা জেলে না এলে ভাল করে বুঝতে পারা যায় না। জেল যাত্রীদের কাছে কথাটা এক মুহূর্তে বড়ই পরিষ্কার হয়ে যায়। বক্তৃতা করে, কাগজে লিখে, স্বরাজমন্ত্রের যত প্রচার না হয়—জেলে গেলে নীরবে তার শতগুণ কাজ হয়ে যায়।

যে দেশে বৎসরে এক ম্যালেরিয়া রোগেই দশলক্ষ লোক মরে, সেখানে লোকে মরণকে বা জেলের কষ্টকে এত ভয় করে কেন জানি না।

আজ কত শতাব্দীর পর ভারতের অন্ততঃ গোটা কয়েক লোকও যে আমরা, স্বাধীনতা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারছি—এটা কত বড় আনন্দের কথা! সংসারে এলেই মরতে হবে, দুঃখ কষ্ট পেতে হবে, তবে কুকুর শিয়ালের মত মরলে লাভ কি? মানুষের মত মরা, বীরের মত মরা, যে জাতির ধর্ম্ম নয় সে কি স্বাধীন হবার যোগ্য? স্বরাজ লাভের তাই প্রথম পরীক্ষা জেলযাত্রা। মৃত্যুর ভয় একবার ভাংলেই, এ পরীক্ষায় পাশ করলেই—আমাদের যোগ্যতা প্রমাণিত হয়ে যাবে। তখন আমরা যা চাইব তাই মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে।

জেলে যাবার ও একটা সীমা আছে, এর মধ্যেই স্থানাভাব ঘটেছে। দলে দলে সকলের জেলে অশিক্ষিত মুটে মজুর থেকে বড় জমীদার পর্য্যন্ত পরাধীনতার জ্বালায় কাতর হয়ে সকলেই জ্বালা হতে মুক্তিলাভের জন্য আজ দেশমাতৃকার সেবায় বাহির হয়েছেন। কারাগার আজ স্বরাজ লাভের পীঠস্থান হয়েছে—সেখানে যারা গেছে, তাদের স্বরাজ ত লাভ হয়েছে। এখন বাইরে যারা আছে তাদেরই ভাবনা।

জাতির দুর্দ্দশাভারের সহিত পাশাপাশি আত্মদানের জন্য আজ এই মহাপ্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। তেত্রিশকোটি লোকের পরাধীনতা ঘুচাবার জন্য সংগ্রামে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণদান আবশ্যক। কিন্তু আমাদের এই অহিংসার পথে—অতি অল্প মূল্যেই সিদ্ধিলাভ ঘটিবে, যদি বা রক্তপাত খুন জখম হয়, তবে ঐতিহাসিক যেন শুধু এই কথাই লিখতে পারেন—যে ভারতের স্বাধীনতা লাভের শান্তিময় সংগ্রামে যে রক্তপাত হয়েছিল, তা কেবল ভারতবাসীরই। জগতে আমরা এই নূতন পথ দেখিয়ে মানব জাতিকে সেই সত্য-শিবসুন্দরের চরণতলে পৌঁছে দিতে চাই।

এই মহান আদর্শ লাভের সাধনা করতে গেলে, ব্যক্তিগত জীবনে স্বরাজের অনুভূতি হওয়া চাই। স্বরাজবাদীর চিরবাঞ্ছিত সাধনার উদ্দেশ সেই চরম সার্থকতা লাভের দিন। বাংলার সৌভাগ্য আজ এই সাধনায় প্রথম সিদ্ধি লাভ করা। বাংলার নরনারায়ণ জেগেছেন, তাঁরই আত্মশক্তি নারীরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। বাংলার তরুণ যুবকেরা কি এই মহাযজ্ঞে যোগ দিয়ে জীবন ধন্য করবে না? কবি বড় দুঃখেই বলেছিলেন "বাংলার প্রাণী নাই, প্রাণী-দেহে প্রাণ নাই"—সত্যই কি তাই? বাংলার যুবকের আজ এত ভয়? এত কাপুরুষতা? প্রাণ নিয়ে যারা খেলা করেছে, খেলায় যারা আন্দামানে ছুটেছে, আজ বাংলার সেই সোনার ছেলেরা ঘরে থাকবে! আজ যে পথের ডাক এসেছে, স্বরাজ আশ্রম ঐ কারাগারে গিয়ে তাদের যে স্বরাজ সাধনার দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে—আজ এই শুভ মুহূর্তে তারা কি ঘরের কোণে বসে সুখ স্বার্থের বাঁধনে বাঁধা থাকবে।

পরবাস

[শ্রীবিমলা দাস গুপ্তা]

তোমাদের না-ছোঁড়-বলো অনুরোধ "মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় করে নেরে ভাই" "ছিঃ পরিবানে আজও পরবাস ?" তা তোমরা বিদ্রূপ করলে কি হয় ? আমার সৌখীন অঙ্গ যে এতে বিদ্রোহ করছে, চিত্ত পরবাসে গঙ্গুর আমার মন এ মান অগ্রাহ্য করতে বলছে, বিচিত্র পরবাসে বিভ্রান্ত আমার প্রাণ এর আদি না মধুর করছে ; পরবাসের মায়িক পরশে আমারো আমার অন্তরাত্মা এর মর্যাদা বুঝতে নারাজ। তা নাই বা নিলাম। কীটদষ্ট কীট পরিধেয় আমি, এই অবিরাম অনুরাগ জনস্রোতের একটা বিন্দু বইত নই। আমার এ নগণ্য দেহে এর ভার সইবে কেন ? আর যেখানেই ভালবোধ সেখানেই যে বিতৃষ্ণা তাকি তোমরা জান না ? বন্ধু তোমরা ভাববোধ কর্ছ কেন ? বলব কি ভাই আমার যে এর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ নাই। আমার যে এখানে মা আপনি। পোড়া চোখে মা পাই ম্যাকে দেখতে, যেমন পরাণে না মিলে মায়ের পরশ। যোগাযোগ থাকবে কেমনে বল ? একা নিতান্তই আমি একা ! একা বলে এই কেন্দ্রভাবেই আত্মহারা হয়ে আছি আর কি আমার নয় ? না সে বাধা আমার আছে, জন্মাবধি এই পরবাসে, লঘুবাসে, আমার জীবন-মৃত্যু জীবন্তবাসে অঙ্গ আবৃত করে আমি যে আমার জন্মের কৃতান্তের কাছে দাসখৎ লিখে দিয়েছি। এর মনন চিত্ত ঐন্দ্রজালিক পরশ এখন আমার পেয়ে বসেছে। দিবসে নিশীথে এই পরবাস প্রহরী থেকে আমার মরণ ঘটাতে আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে। আমি আছি একটা প্রহসনের মাঝে। তোমরা মায়ের সন্তানেরা তোমাদের আমায় এ মাতৃন মানুষ হবে না। অথচ আজব ব্যাপার এই, যারা মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় করে নিতে পেরেছে, আমার মাথা আপনিতেই তাদের পায়ে নুয়ে পড়তে চায়।

আর যারা তা পারেনি, তাদের প্রতি একটা অনাহুত তাচ্ছিল্য আমার মোটা মনটাকে অধিকার করে বসে। বলব কি, কি ঘরে কি বাইরে চক্ষে আমার একনজর, মনে আমার এক তাগিদ, কে মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় করে নেছে, কে বা তা পারে নি। কে মাতৃপূজক, কেবা মাতৃপাতক প্রচোখ চেয়ে দেখে নই। একি বিদ্রূপ ? আমায় নিয়ে এ পরিহাস কার ? এ পরিবাসের আড়ালে থেকে থেকে আমার প্রাণটা কেমন ঝাঁৎকে ওঠে। শুনছি কানে একটা মন মাতান স্বর ! কণিকে সে স্বর আমারে সর্বময় হয়ে আমায় ঘিরে ওলট পালট করছে। আমার প্রাণটা যখন পড়ে আছে এই পরবাসের পরিসরের মধ্যে, তখন সে স্বরের অনুশাসন "বর অঙ্গে ধর মায়ের দেয়া মোটা বাস।" আমি তখন ত্রাসে কম্পিত হয়ে আমার বহির্বাসকে ছাড়তে গিয়ে আঁকড়ে ধরি ঐ অন্তর্বাসকে। কোথা কুসুম, প্রাণপণ সম্ভোগন ; অবহেলে আত্মপ্রতারণা ! চলেছে একটা লুকোচুরী। আমি তবে কাকে ছেড়ে কাকে ধরি ! আর ও ফাঁকি দিয়ে জীবন্তভাবে বাঁচা চলে না। অন্তর্যামী একবার প্রেরণা ? আমি যে আর পারি না। তবে দেখো দয়াল ! হে অন্তর্যামি সব লুকোচুরী ঘুচিয়ে দে ! দেখো দে ! আমার হারাণ মাকে পাইয়ে দে। জানিনা যে আমার অজানিত ? তব প্রসাদে—যেদিন আমি মুক্ত মন্দিরের আরতির ঘন্টা শোনবার মত কাণ পাব, যেদিন মাতৃপূজার মন্ত্র উচ্চারণ করবার মত রসনা আমার মিলবে, যেদিন মাতৃ স্বরূপ দর্শনের যোগ্য নয়ন লাভ হবে, যেদিন মাতৃবিগ্রহ পরশের মহিমা আমাতে বর্তিবে, সেদিন অন্তরে বাহিরে আমি পাপমুক্ত, পরিমুক্ত হয়ে, এই পরবাসের পরিহাসকে স্ফূর্ত পাবকের লোল জিহ্বায় নিক্ষেপ করে, এ জনমের মত আমার জন্মের দাবী মুক্ত আত্মারে উদ্ধার পেয়ে, একবার পক্ষবিস্তৃত পক্ষীর মত, উল্লাসে উধাও হয়ে উড়ে উড়ে, প্রাণভরে সেজনকে ডাকিব আর মজাব ; ডাকি আর মরি, মরি আর মজাই।

বাঙ্গালী সাধক

[শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস]

আজ মায়ের মন্দিরে নরনারায়ণের মঙ্গলগীতি ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। ভারতের সমস্ত প্রদেশ ভারত-জননীর পূজার আয়োজনে মাতিয়া উঠিয়াছে। এ সময় একটা কথা উঠিয়াছে "বাঙ্গালী কোথায় ?" যে সময়ে বোম্বে, বিহার পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মাদ্রাজ, মাতৃমঙ্গল গাহিয়া উঠিয়াছে, সে সময় নাকি বাঙ্গালীর কণ্ঠস্বর শুনা যায় নাই। যে বাঙ্গালী 'স্বদেশী' মন্ত্রে নবীন উল্লাসে নিদ্রিত জাতির নিদ্রা ভঙ্গ করিয়াছিল ; যে বাঙ্গালী কারাগৃহকে সাধন স্থান মনে করিয়া স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচার করিয়া গেল ; যে বাঙ্গালী মায়ের মুক্তির জন্য বুকের রক্তে তর্পণ করিয়াছিল ; সে বাঙ্গালী কি বাস্তবিকই পশ্চাতে ! এই বঙ্গের নীরব সাধক আমার তাহা মনে হয় না। যে জাতি ইংরেজবিজিত ভারতে মানসিক সাধনায় অগ্রণী হইয়াছিল, যে জাতি সর্ববন্ধনহীন মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় আত্মবলি দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, সে কখনও পশ্চাতে থাকিতে পারে না। বীর বিবেকানন্দের ত্যাগাদর্শ যাহার কর্মনিয়ামক, বৈরাগ্য

ধর্ম-তান্ত্রিকতায় যাহার সম্যক্ অধিকার সে কখনও আপনাকে গোঁড়া ধর্মী বলিয়া আপনার অজ্ঞতার আত্মপ্রবঞ্চনা করিতে পারে না। তবে যে বাঙ্গালী সাধক নীরব, তাহার কারণ তাহার অন্তর্মুখীনতা। জাতীয় জীবনের যে বিশিষ্টতা সাধনের জন্য ভারতের ভাগ্য বিধাতা তাহাকে নিয়োজিত করিয়াছেন, সে সেই কার্য্যরত। জাতীয়তার যে মহাযজ্ঞসাধনে ভারতবাসী অদ্য বাঙ্গালী তাহার অন্তরঙ্গ সাধনে নিযুক্ত। তাই হয়ত সে বহিরঙ্গ সাধনে অন্য প্রদেশবাসীর সমকক্ষ নহে। কিন্তু উহা বাঙ্গালীর গৌরব নহে। যে প্রতিভার ভিত্তি আজীবন প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে সকল দিকেই প্রাধান্য লাভ করিতে হইবে। যে অবধি উক্ত প্রকারে মানসিক সংযম সাধনে ব্রতী তাহার কর্ম প্রচেষ্টাও সমাজের মঙ্গলে নিয়োজিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালী সাধক, তোমার মনে কোন সন্দেহের আবর্জনা থাকিলে তাহা দূরে ফেলিয়া দাও। স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী উভয়ের বাণীই ত্যাগ বৈরাগ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয়ের কার্য্যই একাদর্শে প্রণোদিত। স্বামী বিবেকানন্দ যে পূত আদর্শে তোমার মন অধিষ্ঠিত করিয়াছেন মহাত্মা গান্ধীও সেই পবিত্র লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া কার্য্য করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ যে আত্মার মহিমায় অনুপ্রাণিত হইয়া তোমার জাতীয় জীবনে আত্মশক্তি ও মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহাদের সেই সত্যতা সাধনার প্রেরণায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র জাতির ভাবজীবন গঠন করিয়া গিয়াছেন মহাত্মা গান্ধী জাতির শরীর গঠন করিতেছেন। স্বামীজি বেদান্তের মস্তিষ্ক ও ইসলামের দেহ দিয়া যে নবীন ভারত গঠনের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন আজ মহাত্মার কার্য্যকালে তাহা পরিণতির দিকে চলিয়াছে। হে বাঙ্গালী! আজ তোমার সুখের দিন। যে স্বপ্ন তোমার মস্তিষ্ক চাঞ্চল্যে পূরিতেছিল, তাহা আজ শরীর ধারণ করিয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত। তোমার পূর্ব্ব পরিচিত বিদেশীবর্জন আজ অসহযোগরূপে সমস্ত ভারত ছাইয়া ফেলিয়াছে। এখন তুমি আমি বহুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম একথা বলিয়া হৃদয় সঙ্কুচিত করিও না। তোমার সাধনা আজ সমগ্র ভারতে ফলপ্রদ হইয়াছে। তোমার আত্মকৃষ্টির প্রেরণা আজ তোমাকে সমষ্টির বৃহত্তর সহিত কার্য্যরত করুক। পূর্ব্বে তোমার ভয় ভাবনা থাকিতে পারিত এখন আর ভয় ভাবনার সময় নাই। আজ শরীর মন প্রাণের কাজে অর্পণ কর। সিদ্ধি তোমার করতলগত।

হে সাধক, তুমি যে শক্তিমন্ত্রে প্রবুদ্ধ হইয়া [illegible] জাতীয় উপাসনা করিয়াছ, তাহারই ইঙ্গিতে সমাধানে অগ্রসর হও। বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে অশ্রুজলের নদী বহিয়াছে। সেই যোগ মহামায়ী প্রকৃতির লীলাভূমিতে তোমার আসন প্রতিষ্ঠিত কর এবং সর্ব্ব সাধনের শ্রেষ্ঠ সব সাধনায় কৃতকার্য্য হও। আজ বিদেশের আর্ত্তি অনাথের ক্রন্দন, দুর্ভিক্ষের হাহাকার বাঙ্গালার গগন ছাইয়া ফেলিয়াছে। তুমি তাহার মধ্যস্থানে বসিয়া জাতির জীবনব্রতে অনুষ্ঠান কর। দেখিবে বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া উঠিবে। পরপ্রত্যাশিত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে তাঁত চরকা প্রচলিত করিয়া তাহার লজ্জা নিবারণের উপায় কর। ক্ষুধাতুর কৃষকের জীবনোপায় উদ্ভব কর। দেখিবে অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল বাঙ্গালী মানুষ হইয়া উঠিবে। বঙ্গের পল্লীজীবন স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া ভারতের জাতীয়তার যৌবনজল ফুটাইয়া তুলিবে। পল্লীর ধনিক কৃষক তাহার সাধন সম্পদের শত মহাজনের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া নিরাশ হইয়া আপনার কপালে করাঘাত করিতেছে। অন্নাভাবক্লিষ্ট শিল্পীকুল বিলাতি পরিশ্রম করিয়াও জীবনের অন্নসংস্থান করিতে পারিতেছে না। হে সাধক, তুমি এ অবস্থার প্রতিকার কর। যে শিল্প কর্মকুশলতায় রোম, ভেনিস, জেনোয়া, লন্ডন প্রভৃতি বাণিজ্যকেন্দ্রে অধিকার বিস্তার করিয়াছিল তাহার এ অবস্থা প্রাণে প্রাণে অনুভব কর। যাহাদিগের মিহি আজ মোটা কাপড়ের জন্য পরমুখাপেক্ষী, তাহা ভাবিয়া দেখ। আর জড়তার আবরণে আত্মগোপন করিওনা। [illegible] স্থান করিয়া নিশ্চেষ্ট হইও না। মহাত্মা গান্ধীর বাণী অবহেলা করিওনা। স্বামী বিবেকানন্দের ত্যাগ বৈরাগ্যের আদর্শ বুঝিয়া থাকিলে আর খেলায় সময় কাটাইও না। তোমার ভিতরে যাহার শক্তির খেলা আরম্ভ হইয়াছে সে বাহিরের বস্তু গ্রাহ্য করিবে কেন? তোমার জাতি শরীরে দুর্ব্বল হইলেও মনে দুর্ব্বল নয়। আজ যে নূতন ভাবে দেশ মাতিয়াছে তাহাতে চাই মন; চাই শক্ত মন [illegible]। হে বাঙ্গালী তুমি সে শক্ত মনে বলীয়ান হও। কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও তাহা হইলেই [illegible] গড়িয়া উঠিবে। যাহার দৈবশক্তি অনন্যসাধারণ, প্রতিভা বিশ্বতোমুখী, কার্য্যক্ষেত্রে তাহার জয় অনিবার্য্য।

বিবর্ত্তন না বিপ্লব

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন]

কথা উঠিয়াছে যে স্বরাজকামীদের চরম লক্ষ্যে কোন পথ দিয়া পৌঁছিবে ; বিবর্ত্তন এবং বিপ্লব এ কথাটা আইন বর্জ্জন হইতে আরম্ভ করিয়া অসহযোগের আমলের টেবিলে পর্য্যন্ত এতবার উঠিয়াছে যে এ একটা ভাবিবার বিষয় হইয়াছে শাসক সম্প্রদায় এবং ভারতবর্ষের বংশপরম্পরাগত স্বরাজকামীদের নিকটও ভাবে কিনা।

চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে শাসক ও শাসিতের কিম্বা এমন ও দলবলের কোন মত বিরোধ আছে বলে নাই। এখন বিরোধ হইতেছে পন্থা লইয়া। আমরা, দেখা যাউক বিবর্ত্তনের পথে কোন্ জাতি স্বায়ত্ত শাসন পাইয়াছে। এ ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের কথাই আগে মনে হয়। কারণ দেখা যায় যেন কত ধীরে ধীরে ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী প্রজাদের হাতে আসিয়াছে। কিন্তু গোড়াতেই আমরা যত একটা ভুল করি এই মনে না করিয়া যে ইংলণ্ডবাসীরা ইংরেজ রাজাদের অধীন ছিল এবং যত গোল তাহা শুধু রাজা ও প্রজার অধিকার লইয়া। বাণিজ্য কৃষি, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে দুই পক্ষ মিলিত শক্তিতে উন্নতির পথে ধাবিত হইয়াছিল। এমন সাধারণ লোকেরা তো অধিকারের কথা ভাবিতই না। নর্ম্মান রাজের নিকট প্রজাদের পক্ষ লইয়া ব্যারণ দলে যুঝিত। ইংলিশ জাতির শাসনের ভিত্তি যে ম্যাগনা চার্টা তাহা কিন্তু বিবর্ত্তনের ফল ; ইংলণ্ডে ব্যারণদের প্রতিনিধিত্বে স্বাধীনতার যে লইয়া মারামারি করিয়াছিল। বিনা বিচারে কাহারও শাস্তি দেওয়া হইবে না হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিনিধিদের মত না লইয়া অর্থ লইতে পারিবে না এই অধিকারে আসিতে তাহাদের অনেক সময় লাগিয়াছিল। তার এক প্রধান কারণ প্রজাদের অধিকার বোধ তত হয় নাই। আর প্রজাদের ঘরে ঘরে 'হা অন্ন' 'হা বস্ত্র' রব তো ছিলই না বরং অবস্থা ক্রমে ভালই হইতেছিল।

কিন্তু ষ্টুয়ার্টদের রাজা ও আমিরওমরাদিগের অত্যাচারে বর্দ্ধিত প্রজাগণ দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত অবস্থায় যখন ন্যায্য দাবী করিল তখন তাহারা বিদ্রোহভাবে রাজতন্ত্র আর শত বৎসরের আভিজাত্যের পিরামিড ভাঙ্গিয়া গেল। ইংলণ্ড এইবার স্বাধীনতার আস্বাদ পাইয়া সকল ক্ষেত্রেই তাহার পরিচয় দিতে লাগিল।

তার পর ইংলণ্ডের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ "গৌরবময় বিপ্লব"। এক রাজা আগে যখন তাড়াইয়াছিল এবার আর একজন নতুন রাজা হইলেন। তারপরেই বাকি প্রকৃত 'সেট্‌লমেণ্ট' বা বন্দোবস্ত হয়।

আগেই বলিয়াছি ইংলণ্ডের অবস্থার সঙ্গে ফরাসী বা আমেরিকার তুলনা দেওয়া চলে না। তেমনি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় বিবর্ত্তনের কথা আসিতেই পারে না। ভারতবর্ষের মধ্যে কয়েকজন ছাড়া সকলেই দুর্ভিক্ষের কবলগ্রাসে পতিত। বক্তৃতা করিয়া, কমিশন বসাইয়া, ইংলণ্ড হইতে বিশেষজ্ঞ আনাইয়া এ দেশ বাঁচান যাইবে না। এখন যদি ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ যেমন দয়া করিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ভারতের ভার নিজেরা লইয়াছিলেন তেমনি ভারতবাসীদের হাতে ছাড়িয়া দেন তবে ভারতকে বাঁচান যায় ; আর না হয় এই শাসন প্রণালী আমরা আমাদের নিজের হাতে আনিব। আমাদের বিদ্রোহের প্রয়োজন নাই কাজেই আমাদের সম্বন্ধে সে অবান্তর কথার আলোচনাই করিব না। কিন্তু evolution আর revolution ছাড়া আরও একটি পথ আছে সেটি compulsion বা বাধ্যকরণ।

এ তো অপ্রবুদ্ধ আত্মার কথা নয় যে, evolutionএর দরকার, এ যে বুদ্ধ আত্মার জাগরণের কথা। আমরা যদি বুঝি যে দুঃখের অন্তে আর সব দুঃখমান তার প্রাণ আমাদের দুর্বলতার মধ্যে, তবেই আমাদের স্বরাজ আসিবে। দূরদর্শী [illegible] ও [illegible] এই এক কথাই বলিয়া গিয়াছেন। কাজেই আমরা evolution বা revolutionএর কথা ভাবি না ; এমন কি compulsionকেও পরিহার করিব। আমাদের পন্থার প্রকৃত নাম self-realisation বা আত্মদর্শন।

"তোমরা কর সুখের গর্ব
আমরা করি দুখের বড়াই।"

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ]

আজ এই যে দলে দলে বাঙ্গলার সোনার ছেলেরা ভবিষ্যৎ আশাভরা যুবকেরা সাগ্রহে কারাবাসকে বরণ করে নিচ্ছেন, এর মধ্যে কি বিষাদের রাগিণী নেই? একি তাঁদের অদৃষ্ট লীলার এক খেয়ালের ঝোঁকের মত নয়? একি এক অজ্ঞাত আলো-ছায়ার প্রাণের তারে ঝঙ্কার দিয়ে বলছে না—মানুষ, তুমি আভিজাত্য থেকে বঞ্চিত হয়ে লাঞ্ছনাজর্জরিত হয়ে বাঁচতে চাও, না মনুষ্যত্ব অধিকার করবার পথের দুঃখকে আলিঙ্গন করতে চাও। এ বড় আজ কঠিন প্রশ্ন! একধারে সুখ ও স্বস্তি, আরেক ধারে দুঃখ ও কারাবাস; কিন্তু সেই সুখ বরিয়ে আছে আত্মার সর্বনাশ, বিবেকের দংশন আর সেই দুঃখবরণে আছে আত্মার বিকাশ, তৃপ্তির আনন্দ! আজ সকলের প্রাণের তারে ঐ একটি বাণী এসে নাড়া দিচ্ছে—সুখ চাও, না মানুষ হতে চাও! কেউ সে বাণীকে বরণ করে নিচ্ছে, কেউ বা ফিরিয়ে দিচ্ছে! যারা সে বাণীকে সার্থক করে তোলবার জন্য অগ্রসর হয়েছেন, তাঁদের প্রথমেই জাতির সমগ্র পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দুঃখ কারাবাসের মধ্যে আত্মাহুতি করে দিতে হচ্ছে এবং যখন সে শোধন পূর্ণ হবে, তখনই জাতির আবার প্রকৃত মানুষের আবাস ভূমি হয়ে উঠবে।

যারা আজ এই যুগ-বাণীকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন, তাঁদের অনেকেই বলছেন তোমাদের এই ভাব সাধন বুঝি না, তবু তাদের কথা নয় ভারতের মনের কথা শক্তিহীনের একমাত্র গতি। তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন দেবাদিদেব শিব যাঁর ধনরত্ন অতুল ভুবনে তিনি ত্যাগী, শ্মশানবাসী, বিভূতিভূষণ ও সন্ন্যাসীবেশী। কিন্তু তাঁর শক্তি ষড়ৈশ্বর্যময়ী, রাজরাণী, রণরঙ্গা, চিন্ময়ীলীলাময়ী; এই যে ভারতের যুগ-যুগ দেশজননীর ভাবে সাড়া দিয়েছেন, তাঁরা বাহিরে সন্ন্যাসী, অন্তরে চিরবিজয়শালী, বাহিরে শক্তিপ্রতিষ্ঠানের বিরোধী, অন্তরে শক্তির আধার। অমন করে জাতিকে শক্তির সাধনায় প্রবুদ্ধ করতে হলে দুঃখবরণের পথ ভিন্ন যে আর গতি নেই; সে পথে অনর্থ আছে সত্যি, কিন্তু সে অন্তরে আছে প্রাণের তৃপ্তি।

মরণের চেয়ে বড় দুঃখ ত মানুষের হতে পারে না! তা ত সেই লীলাময়ের ইঙ্গিতে আচম্বিতে যখন তখনই মানুষ ভোগ করে থাকে। সুখ ঐশ্বর্যের মাঝখান থেকে কত জনকে তিনি ডেকে নিচ্ছেন। তবে কি বলা চলে ওগো সে অজানা অচেনা জায়গায় আমি যাব না, কারণ সেখানে যদি সুখ না পাই! তবু আচম্বিতে মৃত্যুর দূত এলে, তাতে দুঃখ কিছু আছে, কিন্তু সে মৃত্যু যদি তিলে তিলে হয়, তবে তার চাইতে দুঃখ কি? এ জাতি যে সেইরূপ তিলে তিলে মরছে।

অনেক এতদিন সুখের গর্ব করেই এসেছে, আজ তাদের সেখানে দুঃখের ও বড়াই করা চলে। বিশ্বের দুয়ারে জাতির যে বাণী পাঠাবে, তার প্রথম কথাই হবে যে দুঃখবরণের মধ্য দিয়েই মানুষ মুক্তির পথ খুঁজে পাবে। সে সাধনাই ভারতের আত্ম-সাধনা। আমাদের নেতৃগণ যে এমন হাসিমুখে কারাবাসকে বরণ করে নিচ্ছেন, তার মধ্যে তাঁদের এই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাচ্ছে যে তাঁরা ভোগবিলাস সব ত্যাগ করে কারাবাসের দুঃখ কষ্ট দিয়ে সমগ্র জাতির পূর্বসঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করবেন। দেশবাসী কি আজ তাঁদের আদর্শকে বুকে ধরে রাখতে পারবে না? তারা কি এ প্রায়শ্চিত্ত বিধানে যোগ দিবে না? এটা নিশ্চয়ই সত্যি যে জাতির দুঃখৈশ্বর্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে দূর হইবেই। কারাগারেই কংসনিধন ভগবানের জন্ম হয়েছিল। আজ এই কারাগারে ভগবান্ কি আবার জন্মিবেন না?

কারাদণ্ডের পর হেমন্ত বাবুর বৌদিদি এই পত্র লিখেছেন

স্নেহের দেবর হেমন্ত—

অনেকদিন হলো তুমি জেলে গিয়েছ। দেশের কাজ করতে গিয়ে যে জেল খেটেছ, এতে দুঃখ করবার কিছুই নেই। তবে জেলের ভিতর কষ্ট ও নির্যাতনের বিষয় মনে হলেই চোখে জল আসে কারণ মায়া মমতা স্নেহ প্রীতি দিয়েই আমাদের হৃদয়টা গড়া; এটা বাঙ্গালা দেশের বিশেষত্ব, কিন্তু এখন আমাদের দুর্বলতা প্রকাশ করবার মোটেই সময় নয়। তাই যে পথে অগ্রসর হয়েছ, আশাকরি চিরদিন অটল ভাবে সেই পথে থাকিয়া সকল প্রকার জ্বালাযন্ত্রণা তুচ্ছজ্ঞান করিবে। দিন দিন তোমার সাহস শক্তি বাড়িতে থাকুক এই আশীর্বাদ করি। রোজই প্রাণে ভগবানের নিকট তোমার কুশল প্রার্থনা করিতেছি। ইতি—

তোমার—"ছোট বৌদিদি"

দেশবন্ধুর শেষ বাণী

আমাদের নবযুগের সম্পাদক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আজ ভারতের সকলকে কাঁদাইয়া [illegible] ঊর্ধে গমন করিয়াছেন। তিনি দেশবাসীকে তাঁহার এই শেষ বাণী দিয়া গিয়াছেন :—

"হে ভারতের নর-নারীবৃন্দ, আপনাদিগের নিকট আমার এই শেষ বাণী। যদি আপনারা দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে স্বরাজ লাভ অদূরবর্তী। এইরূপ দুঃখ নিগ্রহের মধ্য দিয়াই জাতির উত্থান হইয়া থাকে। এ দুঃখ নিগ্রহ আপনাদিগকে সাহস ধৈর্য্য ও সংযমের সহিত সহ্য করিতে হইবে। মনে রাখিবেন, যতদিন আপনারা অহিংসার পথ অবলম্বন করিয়া থাকিবেন, ততদিন আপনারা আমলাতন্ত্র শাসনকে অচল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত পথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলে আপনাদের পরাজয় অনিবার্য্য। যথার্থ আত্মত্যাগে প্রস্তুত হউন। ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া নহে, একেবারে সম্পূর্ণ স্বরাজই আমাদের পাইতে হইবে। হে ভারতের নর-নারীবৃন্দ যে, স্বরাজের জন্য আমরা এত প্রয়াস করিতেছি তাহা পাইব কি না তাহা আপনাদের উপর নির্ভর করিতেছে।

বাঙ্গালাদেশের নবযুবকগণকে আমার স্বদেশের নিকট আমার এই নিবেদন—অনন্তকাল হইতে পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া আপনারা দেখুন, আপনারা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, সে-পথ ধরিয়া কখনও কোনও জাতি স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিয়াছে। আপনাদের মধ্যে একজনের নিকটও যদি আমার এই প্রার্থনা পৌঁছে, তাহা হইলে তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি আমলাতন্ত্র শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের এই বিদ্রোহে কি তিনি পক্ষ লইবেন। গুপ্ত খুন বিদ্বেষ হইতে হইলে তাহাদের নিজেদেরই ক্ষতি নহে, কিন্তু শাসক সম্প্রদায়ের সহিত যে বিবাদে আমাদের যত সার্থকতা, তাহাই যে আসল মুক্তির কথা। এই কথাই আপনারা অনুসরণীয় পক্ষ না গ্রহণ করেন, মনে রাখিবেন আপনারা স্বরাজ সাধনের পক্ষ গ্রহণ করিতেছেন।

ভারতের যুবকবৃন্দকে আমি এই কথা বলি—তোমরা ভারতের আশা ও গৌরবস্থল। দুই আর দুইয়ে যোগ করিতে পারিলেই শিক্ষা সমাপ্ত হয় না, আমাদের সকলের দেশমাতৃকার সেবাই প্রকৃত শিক্ষার পরিচয়। দেশমাতা তাঁহার কাজে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তোমাদিগের মধ্যে কে সেই আহ্বানে সাড়া দিবে?"

শ্রীযুক্ত শাসমলের বাণী

ডাক এসেছে, আমি যাচ্ছি। দেরীর সময় নাই, কারোই বাধাবন্ধন মানিয়া থাকতে পারে না। তবে এই যাবার জন্য গত কয়েক মাস থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। আজ এই আনন্দের দিনে বিদায়ে প্রকাশ্যভাবে আপনার মধ্য থেকে নিয়ে, আমার উপর যে তাদের এই অনুগ্রহ হ'লো সেইজন্য তিন বিভাগকে কৃতজ্ঞতা জানাবার দিনে আজ বাংলার জাতটা দিতে আমরার ভাবে পরিণত হয়েছে। আজ মনে হচ্ছে আমি ও কোথায় যাচ্ছি না আমি যে আজ সকলের মঙ্গলবিধানে এতদিন আমারই সমান আদরে পূর্ণ আছি। সকলের থেকে আজ বিদায়ে বিদায় নিয়ে চলেছি। সে জন্য আমি যে আজ কি করে অন্তরের আমার অন্তরের গভীর প্রীতি ও ভক্তি জানাব, তা আমি বুঝতে পারছি না। বাহিরের লোকদের আমার সাথিক দুর্বিচারাদি দেখবার জন্য আমি এতদিন যে মঙ্গল-প্রভুর চরণ অবলম্বন করে এসেছি, আজ অন্তরের আনন্দকে আমার অন্তরের গভীর [illegible] আমাকে দিয়ে আমার যে সেই মঙ্গল-মুক্তি অন্য অর্থ ও নিবিড় করে আনছে।

আমার বিদায়ে ও পাঁচজনের জন্য অন্তরে আশা যে জীবনে রাহি, তাহা সত্য। [illegible] অনেকেরই ছেড়ে এসেছি সেইটি ফেলিয়াছে। তবে যেখানে যাবার বিদায় ও পাওয়ার কথাই আমি এই অভিযানে কোনদিন ভাবি নাই। মানবসমাজ আজ পর্য্যন্ত সর্বত্র যে পথে চলেছে, সে পথ ভুল পথ। মানবকেই মানবের এই দুঃখ দৈন্য অন্যায় ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। সেইজন্য আমার চিত্তের মানুষটি আজ সত্যকার মানুষ হতে চেয়েছে এবং সেই কারণেই আমার আজ এই অভিযানে যোগদান। মানবসমাজের এই কালো ব্যথার পাপ সরাতে মানবের স্বার্থ বলিদানের প্রায়শ্চিত্ত দূর হ'বে। সেইজন্য সর্বাগ্রে মানবসমাজেরই আত্মবলিদান দিতে প্রস্তুত হওয়া উচিত। আমার দেশবাসীকে আমার একমাত্র এই অনুরোধ যে তাহারা বর্তমানের এই বহির্মুখী অভিযান হ'তে ফিরে ফিরে অন্তর্মুখী সাধনে ফিরে আসুন। তাহাতে যে লাভ হবে, তাহা নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। আমি বিশ্বাস করি যে ভারত সত্যের স্বার্থ বলিদানেই জগৎ মহান হবে। ভারত চিরদিনই পাশ্চাত্যকে দান করে এসেছে। আজও ভবিষ্যতে পাশ্চাত্যকে দান করিবে। রাজনীতি, ধর্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। সমস্ত চাঞ্চল্যের মধ্যে এ বিশেষভাবে দেশবাসীবৃন্দকে যে কত ভালবাসা [illegible] জানাচ্ছি। আমি যে ভাবে যখন যেখানে থাকি, দেশবাসীবৃন্দকে কখনও আমি ভুলিতে পারিব না।

তাঁত ও তাহার সরঞ্জাম।

[illegible]

ম্যানেজার—
খুলনা ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড
খুলনা—E. B. Roy.

রবীন্দ্রনাথ ও [illegible] কর্তৃক
বিশেষভাবে প্রশংসিত
“সাধনপথে” গ্রন্থমালা

(১) [illegible], (২) [illegible], (৩) [illegible], (৪) [illegible], (৫) [illegible] এবং (৬) [illegible]।

মূল্য [illegible]

Encourage home Industries
AND
learn economy & patriotism.

Do you know how to do this ? Come on. I will tell you. Purchase Gandhi Baftas made of Bhagalpuri Tasser and Charkha yarns, woven in handlooms, very durable and cheap at the same time. beware of imitation. For particulars apply to the Secretary.

Weavers' Co-operative Stores
P. O. Champanagore.
Bhagalpore.

[illegible] লিমিটেড—[illegible]

[illegible] ১৯১৫ [illegible]

২৯ [illegible]।

[illegible]

এ, সি, ঘোষ এণ্ড সন্ চিফ এজেন্টস্
১৭২ বহুবাজার ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

কয়েকখানা নতুন বই

ছায়াবাজি—	শ্রীহেমন্তকুমার সরকার—	।০
উল্টোকথা—	”	।০
পঞ্চকথা—	”	।/০
যুগশঙ্খ—	”	৶০
স্বরাজ খিলাফৎ—	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন—	৶০
লেনিন—	শ্রীফণীভূষণ ঘোষ	
C. R. Das's Life (In the Press)	SUKUMAR BANAJN DAS	
Relation of sexes	Tolstoy	Re 1
Guide to Health	Mahatma Gandhi	1-8-
Nitidharma		-8-

Indian Book Club College Street Market Calcutta.

New Publications.

	Rs.	A.
Greater India By Rabindranath Tagore	0	6
To The Students By C F Andrews	1	0
The Truth About India By H. M. Hyndman	0	12
India In England By Miss Helena Normanton	2	0
The Gospel of Swadeshi By Kalelkar, Foreword by M. K. Gandhi	0	4
The Message of Bhagwatgita By Lajpat Roy	0	12
Rabidranath Tagore His Life and Life Work By E. J. Thompson	1	8
By S. E. Stokes:		
The Failure of European Civilization	1	0
National Self-Realisation	1	8
Essays: Political And National	2	0
By Mahatma Gandhi:		
A Guide To Health	1	8
Nithi Dharma	0	8
By Bernard Houghton:		
The Revolt Of The East	1	8
The Psychology Of Empire	0	4
Reform Or Revolution	0	4
Labour In Madras By B. P. Wadia, with a Foreword by Col. Josiah C. Wedgwood, M. P.	2	8
Rabindranath Tagore A Study of His Later Works By K. S. Ramaswamy Sastry	2	0
The Call To Young India By Lajpat Rai	3	0
Col. Josiah. C. Wedgwood The Man and His Work With Foreword by Lajpat Rai	2	4
Avadutagita Of Dattatreya translated by Prof Kannumal, M.A.	1	0
India And Its Government By Fenner Brockway	0	8
Slavery of Our Times By Count Leo Tolstoy	0	12
Hindu Culture By K S. Ramaswamy Sastry, B.A., B.L. with Foreword by Sir John Woodroffe	3	0
India And The Curency Standard By K. Q. Viswanadhaiyer M.A.	3	0
The Indian Currency And Exchange (Bomanjee Prize Essay) By K. C. Mahindra B.A. (Cantab)	3	8

S. Ganesan
Triplicane
(Madras S. E.)

নূতন বই। নূতন বই!! নূতন বই!!!

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের গ্রন্থাবলী।

কিশোর কিশোরী ১৸০ অন্তর্যামী ।৵০, মালা ৸০, সাগর ৸০, বাঙ্গলার গীতি কবিতা ।০, বাঙ্গলার কথা, দেশের কথা, সারসংবাদ (যন্ত্র)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার সরকারের গ্রন্থাবলী।

১। বাবাবাজি (নূতন ধরণের গল্পের বই) ৷০
২। উল্টোকথা (ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প সমালোচনা ও রাজনীতি বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ) ৷০
৩। দেশের কথা (বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা) ৷৵০
৪। যুগসন্ধি (যুগান্তকারী উদ্দীপনার প্রবন্ধ) ৸০
৫। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন (বিশদ জীবনী, হেমেন্দ্রকুমার রায়) ৸০
৬। শ্রীঅরবিন্দ (জীবনী) ৷৵০
৭। দেশবন্ধু (বিচারের এক বৎসর প্রেমাবলীসহ মূল্য, ৫ম সংস্করণ, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)
৮। নারীধারা (কবিতা, নারীজীবনের সুখদুঃখ করুণ-কাহিনী সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়). ১৷০
৯। লেনিন (বলশেভিক নেতার জীবনী, ফণিভূষণ ঘোষ) ৸০
১০। স্বরাজ ও দেশবন্ধু (সচিত্র, গীরেন্দ্র সেন) ... ৷৵০
১১। বিদ্যাসাগর (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাণী, ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়)
১২। বিবেকানন্দ (নিঃস্বার্থ কথা বিশেষ ভাবে লিখিত, অধ্যাপক বিনয়কুমার সেন)
১৩। Non-co-ope[redacted]
১৪। Message of Hope.—P. K. Sarkar Rs. 3
১৫। Ancient History of the Deccan.
Prof. G. J. Dubricinl ... Rs. 3
১৬। Sj. Chittaranjan Das's Life Sketch in English, by Sukumar Ranjan Das.

গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক বিবিধ প্রকারের পুস্তক পাওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা।

স্বদেশী চশমা

বিদেশী সভ্যতা ও বিদেশী শিক্ষার আবিলতায় দৃষ্টিহীন দেশবাসীর চক্ষুদান করিবে। বর্তমান সময়োপযোগী স্বদেশ সুন্দর গল্প, লোকশিক্ষার সহ সম্মান ও সরল ও সুখপাঠ্য বাঙ্গালী জাতির প্রেমপূর্ণ স্বদেশী জাতীয় জীবনী সংবলিত নূতন বাংলা ভাষায় এই পুস্তক। দিন পত্রিকার মত বাংলার ঘরে ঘরে ইহার একটি আবশ্যক। বাঙ্গলাদেশ সমাজ—১ম, ২য়, ও তৃতীয় খণ্ড বাহির হইয়াছে, প্রতি খণ্ডের মূল্য /৫ পাঁচ পয়সা। উক্ত লেখকের সচিত্র স্বরাজ সঙ্গীত ১ম—মূল্য /০ এক আনা।

ম্যানেজার—এম আদার্স এণ্ড কোং,
৭ নং ভবানীচরণ দত্তের লেন কলিকাতা।

Printed by—Aravinda Mukherjee, at the Metcalfe Press, 79 Balaram Dey Street
and Published from 7 Bhobani Ch. Dutt Street, Calcutta.

বাঙ্গলার নবযুগের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বাঙ্গলার কথা

বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা

সম্পাদিকা—শ্রীমতী বাসন্তী দেবী

নগদ মূল্য এক আনা

প্রথম ভাগ { কলিকাতা, শুক্রবার, ৮ই পৌষ, ১৩২৮।২৩শে ডিসেম্বর, ১৯২১; { ১১শ সংখ্যা

"কারাগারের ভয়, প্রহারের ও লাঞ্ছনার ভয় এবং বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারাইবার ভয়—স্বরাজলাভের পূর্ব্বে এই তিনটা ভয়কে জয় করিতে হইবে। কারাগারের ভয় আমরা জয় করিয়াছি, প্রহার ও লাঞ্ছনার ভয়ও আমরা প্রায় ছাড়াইয়া উঠিয়াছি। এখন আমরা বন্দুকের গুলিতেও অটল থাকিতে পারি কি না, এ পরীক্ষা প্রদানের সুযোগ দেওয়া অবশ্য আমলাতন্ত্র গবর্ণমেন্টের খেয়ালের উপর নির্ভর করে।

"ইত্যবসরে আমি প্রত্যেককে মনে রাখিতে ও বিশ্বাস করিতে বলি যে, আমাদের সিদ্ধি নির্ভর করিতেছে সম্পূর্ণরূপে শান্ত, সংযত ও উপদ্রববিহীন থাকিবার উপর। তাহা হইলেই ভগবানে বিশ্বাসী প্রত্যেক নর-নারীই নিশ্চয়ই আমাদের সহিত যোগ দিতে বাধ্য হইবেন।"

দেশবন্ধু—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

রুদ্রের আহ্বান

[শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়]

রুদ্র ডেকেছে বাজা'যে তূর্য্য
    বঙ্গের মাঝে আ'জ
অলস-শয়নে নিমীলিত-আঁখি
    ঘরে কে রহিবে আর ?
লঙ্ঘি' সাগর-গিরি-নদী-মালা
বিঘ্নেরে দলি কণ্টক-জাল
বীরের বাহিনী চলেছে ছুটিয়া
    মরণের অভিসার।
ডেকেছে রুদ্র "আয় সবে আয়"
    ঘরে কে রহিবে আর ?
অভয় তূর্য্য যে শুনেছে আজ
    ভয় কোথা' আর তার ?
অঙ্গের থেকে খসে গেছে তা'র
    দাস শৃঙ্খল-ভার।

মনে-প্রাণে আজ মুক্ত যাহারা
তা'দের বাঁধিবে কোন মহাকারা ?
তা'দের মিলিত শক্তির ধারা
    রোধিতে শকতি কা'র ?
অভয়-তূর্য্য যে শুনেছে আজ
    ভয় কোথা' আর তা'র ?
সম্মুখে শুধু হেরে চলে তা'রা
    নিজের সাধিত মুক্তি।
বঙ্গের মাঝে জাগাবে যে তা'রা
    নবীন্ স্বরাজ্ পুরী।
মরণ-আগুনে জীবন-আহুতি
দিয়ে রেখে যা'বে জীবন-বিভূতি,
গরল ভখিয়া হেসে হেসে তা'রা
    করে' যা'বে সুধা-সৃষ্টি।

মরণ-সাগরে আঁধারে যে আছে
নবজীবনের তরী।
ওরে ভাই আজ দেখ্ বাঁধি বেঁধে
উদ্ধার কর ধরি।
কত যুগের যুগ যেন্ ঘোর
আছে মরণ-নীড়।
বিশ্ব বিধাতা ডেকেছে বাহিরে
ঘরে ঘুমাবার সময় নাহিরে
মোহ-বন্ধন করেরে ছিন্ন
ত্যাজ এ ঘুমের নীড়।
ওরে ভাই আজ দুর্বল-প্রাণ
উদ্ধার কর ধরি।

ওই শুন পুন ডাকিছে কই
"মাভৈঃ মাভৈঃ" রবে।
দূর প্রাণের দীপ্ত রাগিনী
মেতে উঠেছে নভে।

কহের মাতাপিতার-কোলে
জীবন-মৃত্যু দোলে আজ দোলে
মরণ মুছিয়া উঠিব জাগিয়া
জীবনের উৎসবে
কত ঘুমিয়ে ওই শুন শুন
"মাভৈঃ মাভৈঃ" রবে।

বিদ্বেষ নয়, প্রেম

[শ্রীমোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী]

বোম্বাইয়ের দাঙ্গার ফলে এবৎসরে প্রকৃতই স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা হইবে না এরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল। কিন্তু এখন দেশের প্রধান নেতৃবৃন্দ ও খিলাফত কর্মীদের গ্রেপ্তার ও কারাভোগের ফলে সে আশঙ্কা দূর হইল। এই সকল সম্পূর্ণ নির্দোষ লোকের গ্রেপ্তারই প্রকৃত স্বরাজ। এখন আর আমার ভাই ও তাঁহাদের পরীক্ষা দেখে থাকার লজ্জার কোনও কারণ নাই। অথচ তাঁহাদের কার্যকলাপের আলোচনা হয় নাই।

কিন্তু আমাদের আনন্দের একটি শর্ত আছে। একে একে নেতাদের গ্রেপ্তারের সময় চারিদিকে সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজ করা চাই। **গ্রেপ্তারের সময়ও যদি সর্বত্র পূর্ণশান্তি বিরাজ করে, তাহা হইলেই আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।**

কিন্তু যদি আমরা সমস্ত উপদ্রবকারীদের মধ্যে থাকিয়া শান্তিরক্ষা করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের পরাজয় ও লাঞ্ছনা সুনিশ্চিত। আমরা কাহারও গায়ে হাত না তুলিয়া প্রয়োজন হইলে মরিবার জন্যই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। আমরা বিনাক্রোধে বিনাক্ষোভে জেলে যাইবেই এবং আমি তুচ্ছতা ইহাতে বিচলিত হওয়া আমাদের সাজে না। আমাদের অহিংসার মূলকথাই এই যে সকলকেই ভালবাসিতে হইবে। শান্তিময় অসহযোগ দ্বারাই আমরা ইংরাজ রাজার ও তাঁহাদের প্রেমকে জয় করিতে চাই। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আমাদের প্রকৃত দোষ ত্রুটি বুঝিবার ক্ষমতা যেন তাঁহাদের হয়। কিন্তু এ প্রার্থনা দুর্বলের প্রার্থনা হইলে চলিবে না, তাহা শক্তিমানের প্রার্থনা হওয়া চাই। আপনার মন শুদ্ধ করিয়াই এবং নিজের নিকট আমাদের সৎ হওয়া উচিত।

এখন আমাদের পরীক্ষা ও বিচারের সময়। এই সময় আমি যাহা যাহা বিশ্বাস করি, তাহা খুলিয়াই বলিতে চাই। আমি সকলকেও ভালবাসা কর্তব্য মনে করি। আমি বুঝি যে অহিংসাই ভারতের হিন্দু, মুসলমান, শিখ পার্শী ও ইহুদী খৃষ্টানের মুক্তির একমাত্র উপায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অহিংসাদ্বারা শাসকবর্গকে বিচলিত করা যায়। হিন্দু, মুসলমান ও শিখ এই তিন সম্প্রদায়কেই এই শান্তিময় সংগ্রামের ভার বহন করিতে হইবে।

পার্শী, ইহুদী ও খৃষ্টান ইঁহাদের সমবেত শক্তিকে ভয় করেন। আমাদের সদ্ব্যবহারের দ্বারা তাঁহাদের বুঝাইতে হইবে যে আমরা তাঁহাদিগকে আত্মীয় বলিয়াই মনে করি। আমাদের আচরণ দ্বারা প্রত্যেক ইংরাজ ভাইকে দেখাইতে হইবে যে যেদিন শাসনের বলে সে আপনাকে যেরূপ নিরাপদ মনে করে, তাহারও সুদূর অজ্ঞাত স্থানেও সে আমাদের ভালবাসা দ্বারাই সেরূপ সুরক্ষিত।

হিন্দু মুসলমান পার্শী ইহুদী খৃষ্টান সকল ধর্মেরই পরীক্ষা এইখানে। এখন আমাদের দেখাইতে হইবে যে আমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস সত্যই মানি কি না। আমি বাল্যকাল হইতে বহু মুসলমান বন্ধুদের সংস্পর্শ-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। তাহাতে আমি বুঝিয়াছি যে ইসলামের প্রচার তরবারির বলে হয় নাই,—অসংখ্য ফকির দরবেশের প্রেম ও প্রার্থনার বলেই হইয়াছে। অবশ্য ইসলাম ধর্মে অস্ত্র ধারণের বিধান আছে, কিন্তু তাহার শর্ত এরূপ কঠিন যে সকলে তাহা পালন করিতে পারেনা। যাঁহারা ঈমান রক্ষা করিতে পারেন, এমন অস্ত্রের সেবানায়ক আমাদের মধ্যে কোথায়? অস্ত্রধারণের অনুমতি দিবার পূর্বে যে অহিংসামূলক প্রেম ও ক্ষমাশক্তি আবশ্যক, তাহা এখন কোথায়? ভারতের মুসলমানদের প্রায় [illegible] এইরূপ নিয়মের মধ্যে আছে। মৌলানা শৌকত আলি বলিতেছেন,

আমরা এখন এত অপূর্ণ, অজ্ঞ ও স্বার্থান্ধ যে ঐক্যের কার্যেও অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করিতে পারি না। আর, আত্মশক্তিহীন থেকেও তাহাদের অত্যাচারের প্রয়োজনই হইবে না। আত্মশক্তির যত উপায় আছে, তাহাও আমরা অসহযোগে কলিকাতা কংগ্রেসেই অবলম্বন করিয়াছি।

তবে আমাদের কি করিতে হইবে? সম্পূর্ণ শান্ত থাকিতে হইবে, এবং এমন দৃঢ় ও ধীর থাকিতে হইবে যে সরকার জেলের জন্য যত চান তত লোকই কারাগৃহে পাঠাইতে অক্ষম হইবে। কংগ্রেসের কাজ, দেশের কাজ ঘড়ির কাঁটার মত নিয়মিত ভাবে চলা চাই। প্রত্যেক প্রদেশকেই পূর্ব হইতে পর পর নেতা নির্বাচন করিয়া লইতে হইবে। প্রত্যেক প্রদেশের সভাপতি ও কর্মীকে আপৎকালের জন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা দিতে হইবে। কার্যকরী সমিতির সভ্যসংখ্যা যত অল্প হয় ততই ভাল। কংগ্রেসের প্রত্যেক সভ্যই স্বেচ্ছাসেবক সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন।

একদিকে যেমন খেয়ালে বিচলিত হইলে চলিবে না, অন্যদিকে সৌখিন অনাচারের প্রতিক্রিয়ায় বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিলে চলিবে না।

যতদিন আমরা আত্মকলহ দমন করিয়া চরকার প্রভাব বৃদ্ধিতে খদ্দর ও বিদেশী বস্ত্র একেবারে বর্জন করিতে না পারিব, ততদিন প্রবলভাবেই স্বদেশী আন্দোলন চালাইতে হইবে।

এক এক আমাদের সমস্ত নেতাকে জেলে পুরিলেও কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন যথা নিয়মে সম্পন্ন হওয়া চাই সরকার যদি বলপ্রয়োগে মহাসভা বন্ধ করিয়া দেন, তবে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যদি আমরা ভয়ে দমিয়া না যাই ও উত্তেজিত হইয়া মারামারি না করিয়া বসি এবং নিজেদের দৃঢ়ভাবে কার্য্য চালাইতে পারি, তাহা হইলে স্বরাজ লাভে কোনই সন্দেহ নাই। কারণ দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি নাই, যে শান্তিময়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও বৈধভাবে অনুপ্রাণিত প্রজার অগ্রগতি রোধ করিতে পারে।

মুক্তির পথ—জেল

[শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ হালদার]

আজ বাঙালীর পরীক্ষার সময় এসেছে। আমরা স্বরাজ পাওয়ার উপযুক্ত কি না—এ সমস্যা আজ বাঙালীকে মীমাংসা করতেই হবে। বাঙালীই একদিন ভারতবর্ষে ইংরাজ-রাজত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল—সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ বাঙালীকে করতেই হবে।

আমাদের জাতীয় মহাসভাকে সমূলে ধ্বংস করবার জন্য এবং প্রাদেশিক ও জিলা আদি সভাগুলির অস্তিত্ব বিলোপ করবার জন্য আমলাতন্ত্র কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছেন। স্বরাজ পাওয়ার জন্য যে মহাসংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে—আজ সেই নিরস্ত্র শান্ত যোদ্ধার বিরুদ্ধে অনেক দিনের মরচে পড়া পুরোনো বেআইনী আইন প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রকাশ্য সভা সমিতিতে আমাদের মনের ভাব ব্যক্ত করবার অধিকার, দেশের কাজ করবার অধিকার, দেশের দুঃখ কষ্ট ও অভাব দূর করবার অধিকার আজ অনায়াসে দেশের লোকের মতামতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে আমলাতন্ত্র কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছেন। দেশের এই দুঃসময়ে, আমরা—যারা শিক্ষিত, সভ্য ও সমাজের গৌরব করি—তাঁদের পক্ষে কি হাত গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকা সঙ্গত। আমি সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট এই প্রশ্ন বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করে একটা সন্তোষজনক উত্তর চাচ্ছি। আমাদের পরবর্তী বংশধরগণের উন্নতি ও অবনতি এই প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করছে? জগতের সমস্ত সভ্যজাতির নিকটও আজ আমাদের জবাব দিতে হবে। ইতিহাস উদ্গ্রীব হয়ে ইঙ্গিত করছে—তার পৃষ্ঠায় আমাদের আজ স্পষ্ট করে লিখতে হবে—আমরা চির দাস হয়ে থাকবো না মানুষের মত কাজ করবো। আমরা নিরস্ত্র নিরীহ জাতি—আমাদের ধর্ম অহিংসা আমরা তো কারও ক্ষতি করতে চাইনা। কেবল আমাদের মনের বাঁধনের ভার আমাদের নিজের হাতে নিতে চাই। বাইরে থেকে কেউ অনুগ্রহ করে আমাদের আগলে রেখে বাঁচাক এও আমরা চাইনা আবার কেউ যার যেখানে যেমন তেমন ভাবে আমাদের মারুক, এও আমরা ইচ্ছা করি না—এ ইচ্ছা কি মহাপাপ? এ ইচ্ছা কি নিষিদ্ধ? আমলাতন্ত্রের খেয়ালে শত আইন যাই বলুক, বাঙ্গালার শিক্ষিত যুবক, তোমার পরিমার্জিত বিবেক-বুদ্ধি কি বলে? সেই কথাটা আজ খুলে বলবার মত বুকের পাটা কি তোমাদের নেই?

একদিন তো দেশের কাজের ভার পরের ঘাড়ে দিয়ে তোমাদের মধ্যে অনেকেই, আদালতে, স্কুলে, চাকরীতে বেশ নিশ্চিন্তে ছিলে, খবরের কাগজ আর বাজারের খবরে—বেশ চলছিল। কিন্তু আজ তো রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের পট পরিবর্তন হয়েছে। তোমাদের মাথার উপরে যারা ছিলেন, যাঁরা দেশের দুঃখ বেদনা বুকে জড়িয়ে ধরে, মুক্তির পথের সন্ধানে দুর্যোগের দিনে দুঃখ অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে পড়েছিলেন—আজ তো সেই মহাপ্রাণ দেশনায়কেরা আমলাতন্ত্রের কারাগারে। তোমাদের কোন সাড়া নেই দেখে, তোমাদের আলস্য ও ঔদাস্য দেখে—আর কি করা—দেশমাতার ডাকের জবাব না দিয়ে ঘরে থাকতে পারলেন না—দেশের পূজনীয়া বরণীয়া শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, ঊর্মিলা দেবী, সুনীতি দেবী আজ পথে এসে দাঁড়িয়েছেন,

প্রত্যেক পুরবাসীর দ্বারে দ্বারে গিয়ে স্বদেশী-মন্ত্রে দীক্ষা দিতে লাগলেন। একি আমলাতন্ত্রের প্রাণে সয়! তৎক্ষণাৎ তাঁরা ধৃত হইলেন এবং কয়েকঘণ্টা হাজতে থাকলেন। [illegible] তাঁদের সংবাদ [illegible] রায় জারী করে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হল। তাঁরা এখনো পূর্বের মতই পথে পথে বাড়ি বাড়ি স্বদেশী প্রচার করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—দেশের কাজে সকলকেই আহ্বান করছেন। দেশের নারীর এই আত্মোৎসর্গ দেখে পুরুষেরা—শিক্ষিত লোকেরা যদি অগ্রসর না হন তবে কি আমাদের এই ভাবতে হবে যে এরা ক্লীবত্ব পেয়েছে। দেশের দুঃখ দৈন্য দূর করবার ভার মা বোনেদের হাতে ছেড়ে দিয়ে যে [illegible] নিজের ঘরে আরাম খুঁজে বেড়ায় সে ক্লীব নয় তো কি? কলেজ আর কাছারী—তা তো আছেই। চিরদিন তা থাকবে, দুর্দিনে কি সেই ভাবে তাই করা যায়? হায়রে কালেজী বিদ্যা! তোমার কি এত জাদু যে বাঙালী যুবকদের কলজে পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছ? অতি সাবধানী, বড় রকমের বিজ্ঞ ও বোকা রকমের তার্কিক—বিশ্ববিদ্যালয়ের কি চমৎকার সৃষ্টি! তাই আজ একবার তোমায় ঐ কেতাব থেকে চোখ তুলে বাইরের দিকে চাও। ঘরের দরজা খোল! বাইরে এমন ঝড় উঠেছে—কে [illegible] দোর বন্ধ করে প্রদীপ নিয়ে বসে আছিস্! কি হবে বই পড়ে; যে সময় মহৎ ঘটনায় ইতিহাস লেখা হয়, যে সময় মহৎ চরিত্র গৌরবে দেশের কাব্য ইতিহাস সাহিত্য নূতন ভাবে গড়ে উঠে, যে সময় উদার আত্মোৎসর্গের কাহিনীর গান [illegible] মুখর করে তোমরা বধির হয়ে ওঠো—আজ যে সেই সব চক্ষের সমুখে দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে।

এই বাংলা দেশে দেশবন্ধু দাশ ও মৌলানা আজাদ, জিতেন্দ্রলাল ও আক্রম, শাসমল ও [illegible] আজ কারারুদ্ধ। দেশের ছোট বড় সুসন্তানগণ অনেকেই "সরকার" আলয়ের অতিথি। ঐ কারাগারের লৌহদ্বারের মধ্য দিয়েই স্বরাজের পথ—তাই দুঃখ বিপদে কেন? সোজা কথায় আমলাতন্ত্রের মনের দুঃখ দূর করে দিতে হবে। তাঁহারা ত আমাদের কারাগারেই রাখতে চান—তবে চল সোজা গোলামের ভাবে না নিয়ে সত্যিকার মুক্তিতেই গ্রহণ করি। ছোট ছেলের ভীতি ভাঙলে বড় ছেলের ভয় ও যাবে। শিক্ষিত বাঙালী তুমি এত পরীক্ষা দিতে পার, পরীক্ষা দিতে ও পাশ করতে তোমার ক্লান্তি বা অরুচি কেউ ত দেখেনি? কাগজে কলমে ঢের পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে এইবার এস বেশি খাটি হাতে নাতে, কেবল বুক-ভরা সাহস ও অহিংসা নিয়ে—আর একটা আত্মত্যাগ দিয়ে যাও। আর এমন বছর এমন পরীক্ষা কেউ দিতে হয়নি—এ পরীক্ষা না দিলে যে স্বরাজ পাওয়া যাবে না, সে ভুল কি এখনও ভাঙেনি? ভয়! কিসের ভয়? কবি বলেছিলেন—

"ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে
ওদের আঁখি যত রক্ত হবে, মোদের আঁখি ফুটবে।"

আজ আমলাতন্ত্র তার আইনের সমস্ত শৃঙ্খলা হাতে করে আমাদের পথে পথে চোখ রাঙিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তবু, বাবা, দাদা, ছেলে মেয়ের কলরবে সারা বাংলাদেশের বুকে একটা কোলাহল জেগে উঠেছে। তোমরাও তো দেখছি কলেজ ছেড়ে, আদালত ছেড়ে বাইরে এসে কাজ দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছ—তাই আমার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখো না—ওতে দেশ জননী লজ্জায় মাথা নীচু করেন। আমলাতন্ত্রও আগুন নিয়ে হাসে। যে পথে মৌলানা মহম্মদআলী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, লালা লজপত রায়, মতিলাল নেহেরু অগ্রসর হয়েছেন—সেইটাই কল্যাণের পথ। আমার মনের আজ যা ভাব, ঠিক এই ভাবেই উদ্বুদ্ধ হয়ে পনর বছর আগে বাঙালী লেখক [illegible] সকলকে ডাকতে গিয়ে উদার কণ্ঠস্বরে জেগে উঠেছিলেন :—

এস কে কেঁদেছ নীরবে।
মার মুখ চেয়ে আজো বলি দিয়ে
সে মুখ উজ্জ্বল করিবে।
নিজের ভাবিয়ে অক্ষম দুর্বল,
বাড়াবে মায়ের যাতনা কেবল,
যার মাতৃকণ্ঠে বাজিছে শৃঙ্খল,
দুর্বল সবল সে কি ভাবিবে
অনাহারে মৃত জননী তোমার,
পুরাকাল হ'তে কি শক্তির আধার,
সন্তানের কণ্ঠে শুনিলে হুঙ্কার,
নয়নে বিজলি খেলিবে।
দূর যাবে যদি এখনো কি তাই,
মা ব'লে সমুখে হবে ঠাঁই ঠাঁই
হিন্দু মুসলমান এক সনে যাই
মা যে ভাই ডাকিছে সবে
কে আছ আজিও পর পর দেখি,
এস উঠে এস মার পুত্র সবে,
ধনী ভিখারী একবাক্য হয়ে
একই মাতৃনামে উন্মত্ত হ'বে।
কে আছ বিদেশী আমোদে মোহনে,
আজ তাই মাতৃ-সেবক সকাশে,
চেয়ে দেখ আজ মা চাহে তোমায়,
তাঁরে কি কাঁদায়ে ফিরিয়ে যাবে।

অতএব এস ভাই দেশ কর্মী হও। কারণ মুক্তি যে ঐ পথে।

বাংলার কথা

[শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস]

আজ বাংলার কথা কি বলিব, তাই ভাবিয়া মরি। বাংলার কথা নাই, বাংলার কথার প্রয়োজন নাই। বাংলার তরুণ বক্ষে যে জীবন গঠিত হইয়া উঠিতেছে তাহা সাহিত্যে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। বাংলার জাতীয় জীবন আজ যে বিদ্যুৎগতিতে চলিয়াছে তাহাতে সাহিত্য পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। সব সময়েই সাহিত্য আগে যায়, কর্ম তাহার পরে-পরে চলে, এবার কর্ম আগে আগে চলিয়াছে সাহিত্য তাহার নাগাল ধরিতে পারিতেছে না। সুতরাং বাংলার কথা আর বলিবার জিনিষ নহে, ভাবিবার জিনিষ, প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবার জিনিষ। বাংলা জাতীয়তার যে সাধন-শক্তি গড়িয়া তুলিয়াছে পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। তাই বলি ভাই বাংলার যুবক প্রাণ খুলে ও অগ্রসর হও। মায়ের রক্তবেদীতে আত্ম বলিদান কর। দেখনা কি আজ বাংলার আত্মা সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্তির সুখানন্দের দিকে অগ্রসর? বঙ্গজননীর মূর্ত্তি আজ ত্যাগের জ্যোতিঃশিখায় পরিপূর্ণ। তাহার নয়নে বেদনাবোধের উজ্জ্বল আভা; ললাটে তাঁহার উদ্দীপক মুখে তাহার আনন্দের হাসি, চক্ষে তাহার আত্মবলিদানের দীপ্ত লীলা।

এই মুহূর্তে একবার আমলাতন্ত্রের নগ্নমূর্ত্তি ভাবিয়া দেখ। এখনও ত সারা বাংলা পড়িয়া আছে, এখনও ত সমস্ত জাতটা নীরব! যে কলিকাতা নগরীতে বুরোক্রেসির অবস্থিতির প্রভাব সেই কলিকাতা নগরীর বিরাট দেহও এখনও মোহনিদ্রায় অভিভূত। এই কলিকাতায় দশ লক্ষ লোকের বাস, তাহার সকলের একাংশও নড়ে নাই; এখনও কি বুঝিতে বাকী, সমগ্র বাঙ্গলাদেশ, তথা সমগ্র ভারত জাগিলে কি হইবে! পুলিসের শাসনতন্ত্র যে আমাদের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা কি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে? আত্মশক্তিতে বিশ্বাস কর। নিজ নিজকে দুর্ব্বল মনে করিয়া বৃথা আত্মগ্লানি অনুভব করিও না। মনে রাখিও এ বেদান্তের দেশ; এ দেশের সাধনা বেদান্তের আত্মজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এশিয়ার অন্যান্য দেশ পরিবর্ত্তনাক্রমণে যে ভাবে বিব্রত হইয়াছে ভারত সে ভাবে বিব্রত হয় নাই। সে এখনও তাহার জাতীয় বিশিষ্টতা নিয়া পৃথিবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান। এ ভারতের কাহারও অনুসরণ করিতে দেখিতে পাইবে ভারত আত্মার বলে বলীয়ান। তাই আজ আত্মশক্তি বলেই সে তাহার লুপ্ত স্বাধীনতা উদ্ধার করিতে চলিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর নবীন আন্দোলন আত্মবলের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই আজ বিজয়ী। পশুবল যতই শৌর্য্য দেখাক, তাহার বিক্রম অতুল আত্মবলের কাছে পরাজিত হইবেই হইবে। তাই বলি যুবকগণ তোমরা নির্ভীক হও। বেদান্ত তোমাদিগকে নির্ভীক হইতে বলিয়াছেন। স্বামী [illegible] উপাখ্যানে মনে কর তিনি বেদের সোনার ভাষায় বলিতেছেন "[illegible]"। তোমরাও নিজকে সর্ব্বদা বিমুক্ত বলিয়া মনে কর, তাহা হইলেই তোমরা নির্ভীক হইবে। আত্মা সর্ব্বদাই মুক্ত, আমরা 'বদ্ধ' ভাবিয়াই বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। আর বৃথা ভাবনা ভাবিয়া ভয় দৈন্যের ভারটাকে আপনার বলিয়া বহিয়া রাখিও না। শক্তিমতী মায়ের সন্তান তোমরা শক্তির সেবায় আত্মদান কর। আমাদের সিদ্ধি সুনিশ্চিত।

রাজশক্তি আমাদের শরীরের উপর শত অত্যাচার করিলেও আমাদের আত্মার শক্তি বিনষ্ট করিতে পারিবে না। আমরা জানি শরীর নাশ হইলেও আত্মা নাশ হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া ভারতবাসীকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা স্মরণ কর। ভুলিও না—"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।"

আমরা যে শক্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়াছি, তাহা আত্মশক্তি। এ শক্তি-স্রোতের সম্মুখে অন্যায় অত্যাচার শত শত ঐরাবত ভাসিয়া যাইবে। তাই বলি হে যুবকগণ, সত্যকে আশ্রয় করিয়া, ঐ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া আপনাকে বলিদান কর। অন্তরের ভাবের বেগ, ভাবুকতা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের বিশিষ্টতা; এই ভাবুকতাই তাহাকে দীর্ঘকালের জড়তা অপসারিত করিয়া মুক্তির দিকে লইয়া চলিয়াছে। এইভাবের উন্মাদকে ইংরেজের ভাষায় emotion বলিয়াই শান্ত হইও না। একটা প্রতিশব্দ বলিলেই মানব মনের বিশ্লেষণ হইল না। এই ভাবের পশ্চাতে যে ত্যাগ বৈরাগ্যের প্রবল শক্তি বিদ্যমান তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব কর। এবং সাধন পথে অগ্রসর হও।

আত্মশুদ্ধিযজ্ঞ

[শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়]

মানুষ বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট নয়। সে স্বভাবতই ফুটিয়া উঠিতে চায়। ফুল যেমন তাহার আবরণ-মুকুলিত [illegible] করিয়া সূর্য্যের সম্মুখে আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি মেলিয়া ধরিয়া দিয়া বিকশিত দলে আপনার সমস্ত অস্তিত্বকে সার্থক করিয়া তুলিতে চায়, মানুষও তেমনই তাহার বাহির দেহকে আত্মার বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে,—ভূমার মধ্যে, বিরাটের মধ্যে বিকশিত করিয়া দিয়া তাহাকে চরম চরিতার্থতা দান করিতে নিয়ত ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষিত থাকে। এই বিকাশের মধ্যেই তাহার আত্মার আনন্দ, তাহার অস্তিত্বের কামনা, তাহার চিত্তের বিলাস। বিভিন্ন

ফলে মানুষ এই বিকাশের পথ নিরন্তর খুঁজিয়া বেড়াইতেছে সেই বিকাশ-পথে ব্যক্তি পরিবারের মধ্যে, পরিবার গোষ্ঠীর মধ্যে, সমাজ দেশের মধ্যে, দেশ জগতের মহা-মানবের মধ্যে নিজেদের সার্থক করিতে চেষ্টা করিতেছে। ক্ষুদ্র বৃহত্তের মধ্যে পরিপূর্ণ হইবার লীলা অনন্তকাল ধরিয়া এমনই করিয়া চলিয়া আসিতেছে।

সকল দেশেরই ইতিহাসে মধ্যে মধ্যে এমন সময় আসে যখন এই পরিপূর্ণতার আহ্বান, এই আত্মতৃপ্তির বাণী গভীর মন্দ্রে বাজিয়া উঠে। সেই বাণী অনেকদিনের অনাদিকালের সকল দুঃখকে একটি গভীর উদার সুরের ঐকতানে মিলিত হইতে সাহায্য করে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমনই একটি যুগ-সন্ধি আসিয়াছে! ভারত-বর্ষের নিখিল জাতির জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য সমস্ত দেশের মর্মকে মথিত করিয়া একটি মন্ত্র বাহির হইতে চাহিতেছিল। মহাত্মা গান্ধী এই আসমুদ্রের সেই মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি; তাঁহার অসহযোগ-মন্ত্র আত্মশুদ্ধির মন্ত্র, আমাদের ক্ষুদ্র মনুষ্যত্বকে নিজের পথে আহ্বান, আমাদের সুপ্রাচীন আত্মচৈতন্যকে জোরে নাড়া দিবার সংকেত। তাঁহার সেই মন্ত্র আজ ভারতবাসীর নিত্য জপের মন্ত্র। তাই আজ ভারতবাসীর বুক চিরিয়া এই হাহাকার উঠিতেছে,—কিসে আমার নিজের স্বরাজ, কিসে আমার মনের শান্তি, কিসে আমার প্রাণের তৃপ্তি—যদি তাহারা আমার মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায় না হয়। তাই সে আজ নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে হাসিমুখে বিসর্জন দিতে শিখিতেছে,—অন্তরের অন্তরে উপলব্ধি করিতেছে—দেশের নিজের দাঁড়াইবার শক্তি যতদিন না হইতেছে, ততদিন আমাদের ব্যক্তি বা সমাজ কিছুতেই গড়িয়া উঠিতে পারিবে না। আমার ব্যক্তিগত বা পরিবারগত বা সমাজগত স্বার্থকে ছাড়িয়া জাতি বা দেশের বড় স্বার্থকে আঁকড়িয়া ধরিতে হইবে। যদি একবার সেইশক্তি আমরা নিজেদের অন্তরে আনিতে পারি, তবে আমাদের আর ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য ভাবনা থাকিবে না,—যাহার হাতে সমুদ্রের চাবি, সে কি কখনও এক গণ্ডূষ জলের জন্য ভাবনা করে? এই বড় স্বার্থটিকে আয়ত্তে আনিতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন সেটা ইস্পাত অথবা সোনা রূপায় তৈরি নয়, আর সেটার কারখানা Krupp অথবা Birmingham এর কল-শালা নয়;—সেটার গড়ন হয়, আমাদের আত্মসংযম, ত্যাগে; সত্যনিষ্ঠায়, আত্মবিশ্বাসে, আর তাহার কারখানা ভিতরকার বিলাস-মন্দির—আমাদের মন! এই সাধনাই আমাদের হউক, আমরা যেন নিজেদের ব্যক্তিকে বড় করিয়া দেখিতে গিয়া দেশের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলিয়া না দিই, প্রেয়কে লাভ করিতে গিয়া শ্রেয়কে যেন হারাইয়া না ফেলি!

ভারতবর্ষ যেদিন হইতে নিজের পথ ভুলিয়াছে, যেদিন হইতে তাহার হৃদয়ে প্রেমের সকল মূর্তির পরিবর্তে প্রেমের আসনে নূতন ধন আধিপত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে, যেদিন হইতে তাহার সন্তান ভুলিয়াছে যে, তাহার হাতে একটা বিরাট জাতির একটা মহনীয় মর্যাদা, একটা বিচিত্র দেশের, একটা অখণ্ড সাধনার ভার রহিয়াছে,—যেদিন এইকথা ভুলিয়া সে নিজের ব্যক্তি স্বার্থকে বড় করিয়া তুলিয়াছে, সেইদিন হইতে দুর্দিনের আরম্ভ! তাহার দুর্দিনের ঘোর নেশায় যদিও সারাটা কালটা ভরিয়া উঠিয়াছে, যতদিন নেশার মত ছিল, ভোগের রূপে স্বর্গের মধ্যে থাকিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল, ততদিন সে ঘোর বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু আজ যখন তাহার সোনার শিকলি উঠিয়া খসিয়া তাহার গায়ে পড়িয়াছে, তাহার সমাজের অঙ্গে পড়িয়াছে তখন সে বুঝিয়াছে, ইহা কত তীব্র তপ্ত, কত উগ্র তীব্র কত ভয়ঙ্কর বিকট। তাই আজ সে ফিরিতে চায়। আজ আবার কর্ণে মহাত্মা এই মন্ত্র ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। যাহার প্রাণে এই মন্ত্র-শক্তি আঘাত করিয়াছে, তাহার আর অন্য উপায় নাই, তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে! মানুষ হইবার জন্য, নিজের মধ্যে ভগবৎ-সত্তা উপলব্ধি করিবার জন্য এমন করিয়া আর যে কেহ ডাকে নাই। সমাজের অত্যাচারে, দেশাকিস্তের অপমাননায়, চারিদিকের অমানুষিক অত্যাচারের নিপীড়নে,—আর সর্বাপেক্ষা অধিক,—বাহিরের নির্যাতনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের আর্থিক নৈতিক, আধ্যাত্মিক নির্যাতনের মাত্রা শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে বলিয়া ভারতের আপামর সাধারণ—মুষ্টিমেয় তথাকথিত শিক্ষিত লোক ভিন্ন—হাঁপাইয়া উঠিয়াছে! তাহারা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছিল—নয়, নয়, এ পথ নহে। নিজেদের সর্বস্ব বিকাইয়া দিয়া তাহারা যে নিঃস্ব হইতে চলিয়াছে,—তাহাদের অন্তরাত্মা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া হাহাকারে, বিষম চঞ্চলতায় চারিদিকে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদের বোধের গভীরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত আত্মাকে নিরুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল—এমন সময় আসিলেন,—এই ক্রোধহীন, দ্বেষহীন, সংকোচহীন, নির্ভীক সন্ন্যাসী! আপনার সাত্ত্বিক তেজের দীপ্ততায় চাহিয়া বলিলেন,—নিষ্ফল চঞ্চলতায়, শক্তিহীনের আর্ত-চীৎকারে ফল কি, ভাই! বাহিরকে উপেক্ষা করিয়া তোমার অন্তরে অনন্তশক্তির যে লীলা চলিতেছে, তুমি সেইখানে ফিরিয়া দাঁড়াও তুমি বাঁচ, তুমি নিজের বাঁচিবার অধিকার লও,—ভুলিয়া যাও, তুমি দীন, তুমি দুর্বল তুমি অজ্ঞ! তোমার মধ্যেই তোমার মুক্তির আনন্দ রহিয়াছে,—তোমার অন্তর মৃগনাভির গন্ধের সন্ধানে বাহিরে ছুটিয়া যাইও না! আর তোমার মধ্যে,—এখানে [illegible] বুদ্ধের, যুধিষ্ঠিরের ক্ষমাপূর্ণ তেজ, ভীমের ভীম প্রতিজ্ঞা, বিদুরের বিরাট দীনতা। তোমার অন্তরের সাধক সত্যনিষ্ঠায় তুমি সুদৃঢ় হও, তুমি বড় হও। বিদ্যুৎ যেমন মেঘের ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকে, তেমনি তোমার দীন সন্তানের ভিতর সমস্ত শক্তি মার্জনায় বীর্য সংহত থাকিবে। তোমার অহং-বর্জিত বিশ্ববিজয়ী প্রেম বৈর-ভাবকে ডুবাইয়া দিবে বিশ্বের বুকে বিগলিত করিবে, আর তাহারই ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিবে,—গঙ্গাজলের মত অনাবিল নিষ্কলঙ্ক প্রেম, যাহার তুলনা নাই, বিশেষণ নাই, উপমা নাই! এই প্রেম তোমার শত্রুমিত্র একাকার হইয়া যাইবে। তোমার প্রেমের বানে অভিষিক্ত হইয়া শত্রুমিত্র সকলে পাশাপাশি কোলাকুলি করিয়া, ক্ষুদ্র মানবকে মহামানবের সাগরতীরে আনিয়া দিবে!

আমাদের সেই ব্রত হউক, আমাদের সেই সাধনা হউক, আমাদের সেই তপস্যা হউক!

স্বরাজ ও আমলাতন্ত্র

[শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার]

স্বরাজ লাভের জন্য সকল শ্রেণীর সকল মতের ভারতবাসী একত্র হইয়াছে; এই দেশব্যাপী সত্যকে অলীক প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমলাতন্ত্র অত্যন্ত উদ্গ্রীব হইয়া পড়িয়াছেন। একদিকে দুর্দমনীয় ও বিবেকবুদ্ধিহীন পীড়ন নীতি, অন্যদিকে 'শান্তি ও শৃঙ্খলা' রক্ষার জন্য অনাবশ্যক ও অযথার্থ কথায় পরিপূর্ণ উৎসাহের বাণী, ইহাই বর্তমানে আমলাতন্ত্রের প্রভাব ও প্রতিপত্তি রক্ষার প্রচেষ্টার জন্য প্রাণপণ চেষ্টাবলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে।

আমলাতন্ত্র বলেন,—

(১) ভারতবর্ষের অধিকাংশ ব্যক্তি স্বাধীনতা চাহে না ও আমলাতন্ত্র শাসনের সংরক্ষণে পড়িয়া থাকিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল কিন্তু দুষ্টমতি কতিপয় "agitator"এর উৎপাতে তাহারা নির্বিবাদে ও নির্ঝঞ্ঝাটে সরকারের [illegible] করিবার সুবিধা পাইতেছে না, ইহাতে,

(২) শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, অতএব এই সময় একান্ত বাধ্য ভারতবর্ষের কল্যাণ কামনায় গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া পীড়ন-নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, নতুবা স্বরাজলাভের বৈধ চেষ্টাকে দমন করিবার তাঁহাদের আদৌ ইচ্ছা নাই।

কুশল ও কৌশল এই দিকের সমবায়ে গঠিত দুই রাজনৈতিক চালবাজী সমর্থন করিবার লোকের অভাব এখনও আমাদের দেশে হয় নাই বলিয়া আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। কেননা, মীরজাফর উমিচাঁদ সর্বদেশে সর্বকালে বিদ্যমান। মনুষ্য মাত্রই [illegible] ও [illegible] হইবে, একথাও [illegible] বোধ হয় এবং ভগবানও করেন না। অতএব স্বরাজ পাইতেও দিবেন না।

আমলাতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট তাহার বর্তমানে অবলম্বিত নীতির সমর্থন করিয়া পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে যে যুক্তিহীন কৈফিয়ৎ দিয়া নিজেকে অতি সাধু সাজাইয়া তুলিতেছেন ইহার কারণ কি? তাঁহারা কোন শ্রেণীর লোকের নিকট ইহার সমর্থন অথবা প্রতিবাদ প্রত্যাশা করেন?

আমরা অসহযোগী, আমরা স্বরাজ-পন্থী আমরা আমলাতন্ত্রের কার্য ও উক্তির প্রতিবাদ বা সমালোচনা করা বর্তমানে অনাবশ্যক মনে করি। কারণ ইহা কথা কাটাকাটির ব্যাপার নহে।

রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি সকলেই প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছেন যে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে শুধু অসার বাক্‌বিভূতি-পূর্ণ কর্মহীন সুদীর্ঘ বক্তৃতা আবেদনকারীর কংগ্রেস হইতে অবসিত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান আজ কথাকে কাজের পশ্চাতে স্থান দিয়াছে। আজকাল চমকপ্রদ তীব্র বক্তৃতার [illegible] বড় বড় রাজকর্মচারীদের মুখ হইতেই নিঃসৃত হইতেছে, এবং [illegible] কারণে [illegible] দিবা যখন পড়িয়াছে। আমরাও যে কৌতূহলের সহিত ইহা লক্ষ্য করিতেছি না, তাহাও নহে। এখন উহাতে আমাদের আর বিস্ময় নাই, আমরা ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর প্রতি চক্ষু মেলিয়া আছি।

শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে দুর্নীতিমূলক অত্যাচার সহায়ে আমলাতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট যে ভারতীয় প্রজাশক্তির স্বরাজলাভের ন্যায়সঙ্গত আশা ও আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা ও উদ্যমকে যেন তেন প্রকারেণ দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহা স্কুলের বালকও বোঝে। অসহযোগী ব্যক্তি-মাত্রকেই শাসক-সম্প্রদায়ের অত্যাচারের অগ্নিপরীক্ষার মধ্যদিয়া পথ করিয়া লইতে হইবে ইহাতে [illegible] নহে। তাহাতো ত্রিশকোটি নিরস্ত্র প্রজার বিরুদ্ধে আজ আমলাতন্ত্র শস্ত্রপাণি হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

আমাদের পূজনীয় বরেণ্য নেতৃবর্গ একে একে আমলাতন্ত্রের অনুগ্রহে বিচারহীন অন্যায় কর্ম হইতে অব্যাহতি পাইয়া "স্বরাজ আশ্রমে" অতিথি হইয়াছেন। তাঁহাদের অভাবে আমাদের সম্মুখ হইতে অপসৃত হইয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহাদের আদেশ বাণীর মধ্য দিয়া তাঁহারা প্রতি হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। অহিংসা বর্ম ও কবচে আচ্ছাদিত হইয়া দুঃখ দৈন্য ও লাঞ্ছনা তুচ্ছ করিয়া নিরস্ত্র অসহযোগী সৈনিকগণ আমলাতন্ত্রের অত্যাচারের সম্মুখীন হউক ইহাই নেতৃবৃন্দের আশা। এরূপ বৈজ্ঞানিক অস্ত্রে সুসজ্জিত আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে, আত্মশক্তি ও নৈতিকবল সম্বল করিয়া নিরস্ত্র প্রজাপুঞ্জের অহিংসভাবে প্রতিরোধ ইহাই মহাত্মা গান্ধির নির্দিষ্ট Civil disobedience. স্বরাজলাভের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, মানবের জন্মগত অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এমন অভূতপূর্ব আন্দোলন ঐতিহাসিক যুগে কখনো কোথাও অনুষ্ঠিত হয় নাই। বিনা রক্তপাতে, বিনা কাহাকেও আঘাত না করিয়া স্বরাজলাভের এই যে চেষ্টা, ইহা ছেলেখেলা নহে। মহাত্মা গান্ধির মত ব্যক্তি ছেলেখেলা করিবার জন্য অগ্রসর হন না। তাই কৌপীনধারী দরিদ্র ত্রিশকোটি প্রজার প্রতিনিধি এই দুর্বলকায় মনুষ্যটির অঙ্গুলি হেলনে আজ ভারতবর্ষের ইতিহাস ভাঙ্গিয়া গড়িয়া দিতেছেন।

ভারতের প্রজাশক্তির উপর কাহার অধিকার অধিক? কংগ্রেসের না আমলাতন্ত্রের। এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য চিত্তরঞ্জন আমলাতন্ত্র কর্তৃক ধৃত হইবার প্রাক্কালে বঙ্গদেশ তথা নিখিল ভারতবর্ষকে আহ্বান করিয়াছেন। বাক্যে নহে কার্যে, অস্ত্রবলে নহে সাধনায়, আবেদনে নহে চরিত্রে, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

বন্ধুর চিত্তরঞ্জন অগ্রগামী হইয়াছেন। তাঁহাদের সহিত বাঙ্গলাদেশের হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবৃন্দ আজ কারাগারে কি অমূল্য স্বাধীনতা তাঁহারা জাতির জন্য নিবেদন করিয়া দিয়াছেন, ইহা আজ ধীরভাবে উত্তেজিত না হইয়া চিন্তা; করিবার দিন আসিয়াছে। রাজশক্তির [illegible]

জনসাধারণের মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া দিয়া তাড়াইয়া চলিয়াছে যে তুমি উদ্‌ভ্রান্ত পথিক, ক্ষণেক স্তব্ধ হও, চক্ষু মেলিয়া দেখ, তোমারই দেশের বালকগণ লাঞ্ছনা ও প্রহার হাসিমুখে বহন করিয়া লইয়া অঙ্গীকার পালনে দলে দলে কারাগৃহে চলিয়াছে। তোমাদেরই আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক করিবার জন্যই না এই দুঃসহ দুঃখভোগ? তোমার কি কিছুই ভাবিবার নাই, কিছুই করিবার নাই? পরাধীনতার জীবন্ত দুঃখময় ভাবের তিক্ত অনুভূতি কি এই বেদনাময় দৃশ্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমার চিত্তকে ব্যথিত মনকে অবসন্ন করে না? ন্যায় ধর্মকে লাঞ্ছিত করিয়া মানব মাত্রকে লাঞ্ছিত করিয়া এই যে তোমার সম্মুখে, প্রকাশ্য দিবালোকে যেমন বীভৎসভাবে 'শান্তি ও শৃঙ্খলা' রক্ষার আয়োজন চলিতেছে ইহার বিরুদ্ধে তোমার কি কিছুই বলিবার নাই? তুমি যাহাই কর আর যাহাই ভাব তবুও তো তুমি মানুষ; তুমি সাহেবই হও আর ন্যাটিভই হও, তুমি সরকারী হও, আর আমলাই হও যেই হও না কেন, একবার কি মানুষের মত মানুষের অধিকার সম্বন্ধে বলিতে পার না যে—আইনের নামে এত ব্যভিচার আমরা সহিব না? রাজদ্রোহীর বদনামের এক পাশে বসিবার একটু লোকাচারের মূল্য কি বিবেক, ধর্ম, হৃদয়, মনুষ্যত্ব?

আমরা চাহিতে পারি না, আমাদের সহিবার সীমা নাই। তথাপি দুর্বল উদর জীর্ণ-দেহখানি লইয়া আমাদের অনুষ্ঠিত উৎসবে যোগ দিতে হইবে। পুরাতন আইনের নূতন নূতন ব্যাখ্যা ও ব্যবহার যেখানে সেখানে আমাদের কণ্ঠরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া তিনকোটি দুর্গতি নরনারীকে রাজদ্রোহীরূপে দাঁড়াইয়া হাসিতে হইবে—ইহাই রাজপুরুষগণের আদেশ। যদি এই নির্মম আদেশ পালনের অক্ষমতা তুমি শান্তভাবে বিনয়ের সহিত নিবেদন কর, তাহা হইলে তুমি রাজদ্রোহী, তোমার এ ধৃষ্টতা অমার্জনীয় অপরাধ! তুমি যদি নির্ভীক দৃঢ়তার সহিত বল যে ব্যক্তিবিশেষ ইংরাজের প্রতি দূরে থাকুক, ইংরাজ-জাতির প্রতিও আমার কোন বিদ্বেষ বা হিংসা নাই, ইংরাজ যে স্বাধীনতাকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর জ্ঞান করেন তাঁহাদের প্রতিবেশীরূপে আমরাও মানুষ হিসাবে সেই স্বাধীনতা চাই; তাহা অর্জন করিবার জন্য আমি ইংরাজের সহিত মারামারি বা ঝগড়া করিতে চাহি না, শুধু পরাধীনতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দুঃখ ভোগ করিতে চাই; তুমি যদি অলৌকিক আত্মবলকে উদ্বোধন করিয়া শান্তভাবে থাকিবার উপদেশ দাও, দেশী জিনিষ ব্যবহার করিবার অনুরোধ কর, সর্বোপরি যদি মদ খাইতে বারণ কর, কোন প্রকার বাধা না দিয়া নির্বিবাদে চিত্তে দণ্ড গ্রহণ কর; তাহা হইলে আমলাতন্ত্রের ভাষায় তোমার নাম "বিপ্লবী" এবং তোমার কার্যের উদ্দেশ্য "টেররিজম!" অতএব তোমাকে নিঃশেষে দমন করিয়া না ফেলিলে এদেশের সাহেবদের সুবিধা ও স্বচ্ছন্দে চলা ফেরার বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। যেহেতু নির্বোধ তিনকোটী ভারতবাসীর অন্নাদের জন্য আমলাতন্ত্র কত পরিশ্রম করিয়াই না এই সব গুরুকথা হাসাইয়া বিনা পয়সায় বিতরণ করিতেছেন! তবু যদি তোমরা ভারতবাসী ইহার জন্য কৃতজ্ঞ না হও তাহা হইলে, কি আর করা—

"Law will take its course."

আইনের অজুহাতে লৌহচক্র তো ভারতবাসীর জীর্ণ বক্ষ-পঞ্জরের উপর দিয়া সর্বত্র সদর্পে ঘূর্ণিত করিয়া বীর দর্পে ছুটিতেছে। রাষ্ট্র-সভাগুলির উপর কর্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টি—সভাপতি, সম্পাদক, কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক সব কারাগৃহে, কর্তারা তো মারিয়া লইয়া যাইতেছেন। বাহিরে সভা করা তো দূরে থাক, সমিতির সভ্যগণ পর্যন্ত ঘরে বসিয়া কর্তব্য কি তাহা আলোচনা করিতে পারিবেন না; করিলে—রাজদ্রোহ! অথচ সঙ্গে সঙ্গে ছোট বড় সকল রকম রাজকর্মচারী উচ্চ কণ্ঠে বলিতেছেন যে স্বরাজ লাভের দৌত্যে বাধা দিবার তাঁহাদের আদৌ ইচ্ছা নাই, ভারতবর্ষ স্বরাজ লাভ করুক—ইহা তাঁহাদের আন্তরিক কামনা। কিন্তু সমস্যা এই যে ভারতবর্ষের মানুষেরা যদি স্বরাজ লাভের জন্য চেষ্টা করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়; তবে কি দেশের ভূত প্রেত মিলিয়া স্বরাজ লাভ করিবে? ইহার স্পষ্ট খোলাসা উত্তর মহামান্য রাজপুরুষগণ দেন নাই,—কেন না এ উত্তর ভারতবাসীদেরই দিতে হইবে।

সমস্যার মীমাংসা সহজ, কিন্তু স্বীকার করা কঠিন। এই কঠিন কর্তব্যের দিকে এখন দুর্গম পথে যাত্রা করিবার জন্য আজ আহ্বান আসিয়াছে।' স্বরাজ অর্জন করিতে গেলে সর্ববিধ ভীতিকে বর্জন করিতে হইবে—ইহাই নিখিল-ভারত রাষ্ট্র মহাসভার প্রধানতম নির্বাচিত সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আপাততঃ সর্বশেষ ঘোষণা। আবার অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া মারামারি হানাহানি বা উপদ্রব সৃষ্টি করিলে সাধনা পণ্ড হইয়া যাইবে, এ সাবধান বাণীও তিনি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া দিয়াছেন। অসহযোগ যোগের পথে বাধের পর বাধ অতিক্রম করিয়া আজ আমরা সর্বশেষে অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছি। নেতৃগণের অসমাপ্ত আদেশ স্বীকার, স্বেচ্ছামূলে যোগের সার্থকতা ও ভারতবর্ষের সম্মান লইয়া আমরা যেন ছেলে খেলা না করি—মনে রাখিও এখন বাচালতা করিবার সময় নাই।

কংগ্রেস উপলক্ষে আগামী সপ্তাহে বাঙ্গলার কথা বন্ধ থাকিবে।

তাঁত ও তাহার অলঙ্কারাদি।

মহাত্মা গান্ধীর উপদেশে অনেকেই তাঁত চালাইতে উদ্যত হইয়াছেন; কিন্তু কোথায় ভাল তাঁত পাওয়া যায়, অনেকে জানেন না। এই জন্য আমরা নানা [illegible] উন্নত প্রণালীর [illegible] তাঁত ও তাহার অলঙ্কারাদি [illegible] [illegible] করিবার [illegible] করিয়াছি। আমাদের তাঁত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া থাকে। কোন দ্রব্য আবশ্যক হইলে [illegible] [illegible]। লিখিলে মূল্যাদি জানান হয়।

ম্যানেজার—
খুলনা ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড
খুলনা—*E. B. Roy.*

রবীন্দ্রনাথ ও সংবাদপত্র সম্পাদকগণ কর্ত্তৃক
বিশেষভাবে প্রশংসিত

“সাফল্যপথে” গ্রন্থমালা

(১) [illegible] [illegible], (২) কুটীর শিল্প, (৩) ব্যক্তিগত অর্থনীতি, (৪) লাভজনক কৃষি, (৫) [illegible] ও [illegible] বিদ্যা এবং (৬) মানুষ তৈরির মসলা।

মূল্য প্রত্যেক পুস্তক ৷০, [illegible] পুস্তক শ্রী[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Encourage home Industries
AND
learn economy & patriotism,

Do you know how to do this? Come on! I will tell you. Purchase Gandhi Baftas made of Bhagalpuri Tasser and Charkha yarns, woven in handlooms, very durable and cheap at the same time, beware of imitation. For particulars apply to the Secretary.

Weavers' Co-operative Stores
P. O. Champanagore.
Bhagalpore.

চরকা সমাজের ভিত্তি—তাঁত তাহার সোপান—তাই কলিকাতা সিটি এণ্ড [illegible] [illegible] কো: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] খুলিয়া গত ১৯২০ সনের [illegible] মাস হইতে কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন এবং ১৯২১ সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্তের হিসাবে অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ২০৲ হারে লভ্যাংশ দিয়াছেন।

কোম্পানীর উদ্দেশ্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঘরে ঘরে চরকা চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। [illegible] সূতা কাটা অপেক্ষা পশমী সূতা কাটা সহজ। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মূল্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অপেক্ষা পশমী সূতার দাম [illegible] [illegible] বেশী। [illegible] [illegible] পশমী সূতা কাটিতেছেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সূতা কাটা [illegible] [illegible] [illegible]। কোম্পানী ইতি মধ্যে প্রায় [illegible] [illegible] চরকা গ্রামে গ্রামে স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া [illegible] [illegible] পশমী সূতা কাটাইতেছেন এবং ঐ সূতা [illegible] [illegible] [illegible] কলিকাতার [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], বাঙলার [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] (চাদর) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৮৲ [illegible] হইয়াছে, তাহাও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

কোম্পানীর অংশ এখনও পাওয়া যায়। [illegible] ও আবেদন পত্রের জন্য লিখুন।

এ, সি, ঘোষ এণ্ড সন্ চিফ এজেন্টস্
১৭২ বহুবাজার ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

কয়েকখানা নতুন বই

ছায়াবাজি—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার—		৷০
উল্টোকথা—	,,	৷০
পষ্টকথা—	,,	৷৵০
যুগশঙ্খ—	,,	৶০
স্বরাজ খিলাফৎ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন—		৶০
লেনিন—শ্রীফণীভূষণ ঘোষ		

C. R. Das's Life
(In the Press) SUKUMAR RANJAN DAS

Relation of sexes	Tolstoy	Re 1
Guide to Health	Mahatma Gandhi	1-8-
Nitidharma	,,	-8-

Indian Book Club College Street Market Calcutta.

New Puliqatiocns.

	Rs.	A.
Greater India By Rabindranath Tagore	0	8
To The Students By C. F. Andrews	1	0
The Truth About India By H. M. Hyndman	0	12
India In England By Miss Helena Normanton	1	0
The Gospel of Swadesi By Kalelkar, Foreword by M. K. Gandhi	0	4
The Message of Bhagwatgita By Lajpat Ray	0	12
Rabindranath Tagore His Life and Life Work By E. J. Thompson	1	8
By S. E. Stokes:		
The Failure of European Civilisation	1	0
National Self-Realisation	1	8
Essays: Political And National	2	0
By Mahatma Gandhi:		
A Guide To Health	1	8
Nithi Dharma	0	8
By Bernard Houghton:		
The Revolt Of The East	1	8
The Psychology Of Empire	0	4
Reform Or Revolution	0	4
Labour In Madras By B. P. Wadia, with Foreword by Col. Josiah C. Wedgwood, M. P.	0	8
Rabindranath Tagore A Study of His Later Works By K. S. Ramaswamy Sastry	2	0
The Call To Young India By Lajpat Rai	3	0
Col. Josiah. C. Wedgwood The Man and His Work With Foreword by Lajpat Rai		
Avadhutagita Of Dattatreya translated by Prof. Kannumal, M. A.	1	0
India And Its Government By Fenner Brockway	0	8
Slavery of Our Times By Count Leo Tolstoy	0	12
Hindu Culture By K. S. Ramaswamy Sastry B.A., B.L., with Foreword by S. [illegible]	2	0
India And The Currency Standard By F. Q. [illegible]	3	0
The Indian Currency And Exchange (Bomanjee Prize Essay) By K. C. Malundra B.A. (Cantab)	3	8

S. Ganesan
Triplicane
(Madras S. E.)

নূতন বই! নূতন বই!! নূতন বই!!!

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের গ্রন্থাবলী।

কিশোর কিশোরী ১৲, অন্তর্যামী ৸০, মালা ৸০, মালঞ্চ ৸০, বাঙ্গালার গীতি কবিতা ।০, বাঙ্গলার কথা ।০ ভাবের কথা, দেশের কথা, স্বরাজসাধনা (যন্ত্রস্থ)

শ্রীহেমন্তকুমার সরকারের গ্রন্থাবলী।

১। রাখারাখি (নূতন ধরণের গল্পের বই) ॥০
২। উল্টোকথা (ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প সমালোচনা ও রাজনীতি বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ) ॥০
৩। স্পষ্টকথা (বর্ত্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের কথা) ৵০
৪। মুক্তপথ (দুঃশাসনবোধী উদ্বোধনের প্রবন্ধ) ৶০
৫। ভারতবন্ধু চিত্তরঞ্জন (বিশদ জীবনী, সুকুমার দাস) ৸০
৬। শ্রীঅরবিন্দ (জীবনী) ৵০
৭। স্বদেশবন্ধু (নিজদেশের জন্য যাহারা স্বেচ্ছোৎসর্গ [illegible] অর্থ সংগ্রহ, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)
৮। গান্ধীবাণী (কবিতা, গান্ধীবাদের [illegible] দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়)
৯। লেনিন (রাশিয়ার নেতার জীবনী, নলিনীকুমার ঘোষ)
১০। স্বরাজ ও দেশবন্ধু (সচিত্র, ধীরেন্দ্র সেন) ... ৶০
১১। বিদ্রোহ (বিশ্বভারতীর বাংলার বাণী, ঘ্রাত, ডাঃ [illegible] মুখোপাধ্যায়)
১২। বিবেকানন্দ (শিশুদের জন্য বিশেষ ভাবে লিখিত, যন্ত্রস্থ, [illegible] সেন)
১৩। Non-co-operation,—B. C. Pal ... As. 8
১৪। Message of Hope,—P. K. Sarkar As. 5
১৫। Ancient History of the Deccan, Prof. G. J. Dubricial ... Rs. 3
১৬। Sj. Chittaranjan Das's Life Sketch in English, by Sukumar Ranjan Das.

স্বদেশ, সার্ভেন্ট, প্রবর্ত্তক, বাঙ্গালা বিষয়ক আবশ্যকীয় পুস্তক পাওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা।

স্বদেশী চশমা

বিদেশী সভ্যতা ও বিদেশী শিক্ষার আধিপত্যে দৃষ্টিহীন দেশবাসীর চক্ষুদান করিবে। [illegible] স্বদেশপ্রেমে [illegible] [illegible] শিক্ষার্থীর [illegible] [illegible] [illegible] জাতীয় জীবনী [illegible] পুস্তক বাংলা ভাষায় এই নূতন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আবশ্যক। [illegible] [illegible]—১ম, ২য়, ও তৃতীয় খণ্ড বাহির হইয়াছে, প্রতি খণ্ডের মূল্য ✓০ পাঁচ পয়সা। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১ম—মূল্য ✓০ এক আনা।

প্রাপ্তিস্থান—এস আলাম এণ্ড কোং,
৭ নং [illegible] লেন কলিকাতা।

Printed by—Aravinda Mukherjee, at the Metcalfe Press, 79 Balaram Dey Street
and Published from 7 Bhobani Dutt Lane, Calcutta.

বাঙ্গলার কথা

বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা | সম্পাদিকা—শ্রীমতী বাসন্তী দেবী | নগদ মূল্য এক আনা

প্রথম ভাগ { কলিকাতা, শুক্রবার, ২২শে পৌষ, ১৩২৮; ৬ই জানুয়ারি, ১৯২২; } ১৩শ সংখ্যা

"আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত যে এই যে আন্দোলন, ইংরাজীতে যাহাকে রাজনীতি বলে, ইহা তাহার আন্দোলন নহে। ইহা প্রেমের আন্দোলন, ধর্ম্মের আন্দোলন, আমাদের জাতীয় জীবনের স্পন্দন। এই আন্দোলনকে সফল করিবার একমাত্র উপায় আত্মনিবেদন—সকল স্বার্থ, সকল অভিমান [illegible] প্রাণের অনুরাগে আত্মনিবেদন।"

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

"অভীরভী"

[শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়]

ভয় নাই আর ভয় নাই বলি'
 বেজেছে মায়ের শঙ্খ
[illegible], ভৈরব রবে
 এ যে বিজয়ের ডঙ্ক।

যুগ-সঞ্চিত তিমির রাত্রি
শত-দুখ-শোক-বেদনা-বাহী
কেটে গেল, ঊষা পূর্ব্বগগনে
 দেখা দিল অকলঙ্ক।
ওরে আর তোরা ঘুমাস্‌নে আর
 বেজেছে মায়ের শঙ্খ।

এ মহালগনে, পূর্ব্বগগনে
 জ্বলেছে অনলশিখা
সত্য-কিরণ, দীপ্ত বরণ
 অক্ষয়-মসী-লিখা :—
"মানব পেয়েছে মুক্তিকণায়
মানব জেনেছে এবে সে অমর
বিশ্বের মাঝে মানব-ললাটে
 লেখে গৌরব-টীকা।"
মুক্তাক্ষর, সত্য বরণ
 অক্ষয়-মসী-লিখা।

নিদ্রা টুটিয়া বাহিরে ছুটিয়া
 উদার-গগন-তলে
দেখিছ তাহারে—সোনার আখরে
 জ্বল্‌ জ্বল্‌ করে' জ্বলে।
দূর করি' ভয় সব সংশয়
দুর্ব্বল-মোহ-যুক্তি-বচন

প্রাণের অর্ঘ্য ঢালি' দিব আজ
 জননীর বেদীতলে
চিনেছি আমারে আর কেন মারে
 ভুলাতে মিথ্যা-ছলে ?

কারাগার আজি কুসুম-সদন
 জননী পেতেছে কোল।
আগে যাবে কেবা তারি লাগি' দেখা
 কাড়াকাড়ি গণ্ডগোল।
দুখ-সুখ আজি হ'ল একাকার
শৃঙ্খল হ'ল মুক্তির হার
মরণে ভাসায় অমৃত-সাগরে
 জীবনের কল্লোল।
কারাগার আজি কুসুম-সদন
 জননী পেতেছে কোল।

আর কেন দেরী ? যায় দুখ-বেলা,
 আজি এ প্রেমের রণ।
বেজেছে বিষাণ উড়েছে নিশান
 ডাকিছে আমারে [illegible]
ছোট ছোট কথা মিছা ভয় লাজ
মিছা সংশয় দূর কর আজ
আমার উপরে ভার অর্পিয়া
 সমুখে জীবন পথ।
এস বাঙ্গলার যৌবন-[illegible]
 তরুণ—তাপস-দল।

'সাল ভর কা ওয়াদা'

[শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী]

একদল আমায় অনুযোগ করিতেছেন যে এই বৎসরের মধ্যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা না হইলেও আমি যেন হিমালয়ে চলিয়া না যাই। অপর পক্ষ বলিতেছেন, স্বরাজ লাভ না হইলে আমি মুখ দেখাইব কি করিয়া? লোকে যে একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িবে।

আমার বিশ্বাস, পাঠকেরা মনে এরূপ কোন অনুমানই উঠিবে না। কিন্তু আমি জানি, অনেকে এরূপ ভাবেন। আমার প্রতিশ্রুতির মধ্যে কতকগুলি শর্ত ছিল, আর সে সমস্ত শর্তই পালন করা সম্ভব। তাই বলিয়াছিলাম,—এই সকল শর্ত পূরণ করিয়া স্বরাজলাভ কর।

কিন্তু বন্ধুরেরা বলিতে পারেন, শর্ত পালিত করিবার সময় দেশবাসীর শক্তি সামর্থ্যের পরিমাণ বুঝা ও উচিত ছিল। সে কথা সত্য। আমিও লোক-চরিত্র-জ্ঞানের দাবী রাখি, নচেৎ বহু পূর্বেই দেশের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতাম।

অতএব যদি বৎসরের শেষে লোকে জিজ্ঞাসা করে—স্বরাজ কোথায়? তখন আমাকে বলিতে হইবে যে আমি কার্য-কুশল নই, অতএব হিমালয়ে যাত্রা করাই উচিত। কিন্তু যদি তাহারা নিশ্চিতরূপে দেখিতে পান যে আমার নির্দিষ্ট পথই স্বরাজলাভের প্রকৃত পথ এবং তাহারাও বুঝিতে পারে যে সেই পথে চলিতে চলিতে অনেকে অতি নিকটেই পৌঁছিয়াছে, তাহা হইলে আর আমার লজ্জার বা হিমালয়ে প্রস্থানের কোন কারণ থাকিবে না। মুক্তির পথ যে দেখিয়াছে তাহার শুধু সাধনার নিয়মগুলি পালন করিয়া চলিলেই হইল। সে প্রত্যহই বুঝিতে পারে তাহার সমস্ত জীবন পবিত্রতায় ফুটিয়া উঠিতেছে, সেও মুক্তপুরুষেরই সমান। সে আর কখনও পথভ্রষ্ট হইতে পারে না। দিন দিনই তাহার শক্তি বৃদ্ধি হয়, সে আর পথপ্রদর্শকের অপেক্ষা করে না।

যাহারা মনে করে, যেমন করিয়াই হউক আশ্চর্যরূপে অবশেষে গান্ধী স্বরাজ দিবেন তাহারা না জানিয়া দেশের ক্ষতি করে। তাহারা স্বরাজের অর্থই বুঝে নাই। স্বরাজের অর্থই স্বাবলম্বন। আমার দ্বারা স্বরাজ পাওয়ার অর্থই পরাবলম্বন। আমি শুধু স্বরাজলাভের পথপ্রদর্শক মাত্র। বৈদ্যরূপে আমি ঔষধ, অনুপান, সেবনবিধি প্রভৃতি বলিয়া দিয়েছি, এখন আরোগ্যলাভ করা কেবল রোগীর নিষ্ঠা ও চেষ্টার উপর নির্ভর করিতেছে।

এক বৎসর পরেও যদি লোকে স্পষ্ট না বুঝিয়া থাকে যে 'স্বরাজ' পাইবার, হিন্দু-মুসলমান-শিখ-পার্শী-ইহুদী খৃষ্টানের একতাস্থাপন, স্বদেশী ও অস্পৃশ্যতা নিবারণের কার্য সম্পূর্ণ করা সম্ভব, তাহা হইলে আমার হিমালয়ে গমন করাই শ্রেয়।

একথা সত্য যে আমার আরও অধিক আশা ছিল—এই বৎসরের মধ্যে কেবল পথ নির্দেশ নহে, স্বরাজের প্রতিষ্ঠা দর্শনও করিতে পারিব ইহাই আশা করিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে সে আশা পূর্ণ হইল না। কিন্তু ইহাতে আমাদের চেষ্টা তীব্রতর হইবে এবং এইরূপেই স্বরাজের দিন নিকটবর্তী হইবে। প্রভাত হইবার পূর্বেই অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া থাকে,—প্রসবের পূর্বেই বেদনা অসহ বোধ হয়। আমাদেরও স্বরাজলাভের পূর্বমুহূর্তে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

আমি এখনও নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি না, আগামী বৎসরের মধ্যেও স্বরাজলাভ হইবে কি না। আমি নিয়তিবাদী নহি, আমি অল্পজ্ঞ মানুষমাত্র। আমি জানি, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্। আমার বা দেশের অদৃষ্টে, তিনি কবে কি বিধান ঘটাইবেন তাহা কে বলিতে পারে? ১৯২১ [redacted] করিতেছিলাম যে দুইটা দৈবাত্মক ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা কি আমি জানিতাম? সেরূপ আমি নিজে যখন আত্মবল প্রতিষ্ঠা করিলাম, তখনই যদি ঈশ্বর স্বরাজ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তবে আমি তাহার কি জানি? যে পথ দেখিয়াছি তাহা ছাড়িতে পারি না। আমার ধারণা, স্বরাজলাভের প্রয়াসেই আমাদের মুক্তি। যদি বুঝিতাম, মুক্তিলাভ দূরের কথা, আমাদের বন্ধন ক্রমেই দৃঢ়তর হইতেছে, উহাদের পরিবর্তে সত্বরই ঘটিতেছে তাহা হইলে আমার আর কাহারও [redacted] অধিকার থাকিত না। কিন্তু আজ পর্যন্ত এরূপ মনে হয় নাই। সুতরাং আমার স্বরাজই আমার লক্ষ্য, ও শান্তিময় অসহযোগই তাহার সাধনা।

দেশবাসীর নিকট আমার এই নিবেদন যে আমি ভ্রমশীল মনুষ্য মাত্র, আমাকে মহাপুরুষ মনে করিলে তাহাতে দেশের ও আমার অকল্যাণই করা হয়। আমার আশা দুরাশা বলিয়া প্রমাণ হউক, লোকে আমাকে বুদ্ধিহীন ও কর্মক্ষেত্রে অক্ষম মনে করুক, তাহাতে কোনই ক্ষতি নাই। আমার প্রভাবে কিছু লাভ হইয়াছে এরূপ মনে করা নিতান্ত ভ্রম। যাহাকিছু অভীষ্টসিদ্ধি হইয়াছে, তাহা দেশবাসীর আত্মশক্তি, আত্মত্যাগ ও তপস্যার বলেই হইয়াছে। নিজের বিষয়ে লোকের নিকট আমি শুধু এইটুকু শুনিতে চাই যে,—'গান্ধী যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছে তাহাই নিজের দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিয়াছে।' ইহার অধিক প্রশংসার প্রয়োজন নাই, ইহার অধিক শুনিবার যোগ্যতাও আমার নাই।

শক্তি-সাধনা

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ]

সংকল্প যেখানে দৃঢ়, সাধনা সেখানে সর্বাঙ্গ সুন্দর হওয়াই চাই। সে সাধনায় সুখ আছে কি দুঃখ আছে, শক্তি আছে কি বেদনা আছে তা দেখ্‌লে চল্‌বে না। কারণ সুখ বা দুঃখ সে সাধনার আসল কথা নয়, সে সাধনার অন্তরের বাণী হচ্ছে মুক্তির আনন্দ এবং সে আনন্দে [illegible] লোকের বহু মানুষের অন্তরাত্মার অনুভূতি জড় হ'য়ে নিহিত আছে। এই সুন্দর বেদনার মধ্যে জীবন্ত সুন্দর সাধনাই সব সময়ে সব দেশেই মানুষের জীবন সাধনা।

কলিকাতার মহাসভার অধিবেশনে একটি বক্তৃতায় চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন—"আমি এই জাতির বিপদের দিনে এই জাতির যে আত্মা তাহাকেই অনুসন্ধান করিব।" মহাত্মা [illegible]। কিন্তু এই বল কিসের বল? সাধন বন্দুক কামানে পাইব না। এই বল প্রেমের বল। ইহাই সমস্ত জাতকের বাণী, [illegible] সকল বাধা-বিঘ্ন, সকল [illegible] নিরসন করিতে হইবে—।" প্রকৃত যেন প্রেমিক যিনি তিনি বলেছেন—অন্যকে ঘৃণা ক'রো না, কারণ প্রেমের বল অনিবার্য। তাই প্রত্যেক যে আন্দোলনই হচ্ছে প্রেমের আন্দোলন, ধর্মের আন্দোলন; ইহাই আমাদের বর্তমান জাতীয়-জীবনের অবলম্বন। এই আন্দোলনকে সফল করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে আত্মনিবেদন। সকল শক্তি সকল আশা নিঃশেষে দান করে প্রাণের অনুরাগে আত্ম-[illegible] আন্দোলনের সময় থেকেই আমাদের দেশের তরুণ প্রাণে এই আত্ম নিবেদনের সাড়া জেগে উঠেছিল; তাই মনে ও প্রাণে দেশের জন্য কাজে লাগবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা যুবকদের পেয়েছিল। অন্যান্য দেশের সময় কলিকাতায় ও নিকটবর্তী গ্রামে তারা যথার্থ কাজ করবার [illegible] প্রমাণ দিয়েছে, তা সকলেই বাঙলায় স্বীকার করেছেন। আবার সেদিন যখন দামোদরের বন্যায় অনেক গ্রাম ভেসে গিয়েছিল, তখন সেই যুবকেরাই বন্যা-পীড়িত নিরাশ্রয় গ্রামবাসীদের যে সাহায্য করেছিল, তাতে কি তাদের দেশের জন্য কাজ করবার আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতা প্রকাশ পায় নি? এই দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে [illegible] যুবকদের যে বিকাশ-সাধনের চেষ্টা—তাই যথার্থ ভাবুকতার ও সুন্দর কথা।

এই যে জাতীয় অধিকারের জন্য আজ সব দিক বিক্ষুব্ধ, এ ত অসাধ্যের কাছে আবিষ্কার কিছু নয়, মানুষের মনকে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে এর একমাত্র কাজ। কারণ বাইরের সাহায্যে যে স্বাধীনতা পাওয়া যায়, তা মানুষের মনুষ্যত্বকে সংকুচিত করে দেয়, তাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনায় আত্মশক্তি ও আত্মবলের উপর বেশী ঝোঁক দিতে হবে। এটা খুব একটা যুক্তির কথা যে দেশকে গড়তে হবে নিজেদের [illegible] জ্ঞান ও শক্তি দিয়ে। তাতে দেশকেও গড়ে তোলা হবে আর নিজেদেরও দেশের কাজের ভিতর দিয়ে বড় করে পূর্ণ করে গড়া হবে। এই কথাই মনে জেগেছিল বলে দক্ষিণাপথের কনফারেন্সে চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন—"স্বরাজ [illegible], নিজের প্রাণের মধ্যে প্রাণ নির্দিষ্ট হও, সুতরাং নতিও নিজের পায়ের উপর দাঁড়াবে। যুক্তকরে ভগবানের নিকটে প্রার্থনা কর—'হে বিধাতা, আমার মধ্যে যে অন্তরতম পুরুষ আছেন, তাঁকে জাগ্রত করে তোলো, আমার ক্ষুদ্র-নির্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ দেশপ্রেমকে উন্নত কর আমি তার মধ্যে ডুবে যাই।'" এই মুক্তি-লাভ হলেই জীব স্বরাট হয়। ভাগবতের উপনিষদে এই অবস্থার বর্ণনায় বলা হয়েছে "স স্বরাট ভবতি।"

আসলে এই তাই হচ্ছে ইংরাজী independence এর চেয়ে অনেক বড় কথা। [illegible] independence কিন্তু স্বরাজ অর্থে নিজের অর্থ নয়। এখানেই self determination এর কথা এসে পড়ে। কারণ self determination এর অর্থ আত্মনিয়ন্ত্রণ, এর ঠিক অর্থ নিজেকেই আত্ম নিয়োগ। বরিশালে যুবক-সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন—"স্বরাজ যাকে কি? অনেকে বলেন এই স্বরাজ গণতন্ত্রমূলক স্বরাজ। কিন্তু যখনই আমরা এই স্বরাজের একটা বিশেষণ দিয়ে বর্ণনা করতে চাই, তখনই আর স্বরাজ থাকে না। ইহা কি আমার গণতন্ত্রমূলক শাসন না দ্বৈরাজ্য? স্বরাজ গণতন্ত্রমূলক কি রাজতন্ত্রমূলক, কি প্রজাতন্ত্রমূলক, ইহার কোনটাই নয়। যেদিন আমাদের self determination এর অধিকার এ দেশে হবে, সে দিনই আমাদের স্বরাজ লাভ হবে।" এ স্বরাজ হিন্দুদের স্বরাজ হবে না, মুসলমানদের স্বরাজ হবে না, অভিজাতের স্বরাজ হবে না, এ স্বরাজ সমগ্র ভারতের স্বরাজ, ইহাতে সকলের স্বার্থ সমানে রক্ষা পাবে। যাহারা সমাজে অশিক্ষিত, তাদের দেখতে হবে এমন স্বরাজ যত দীন দুঃখিত হয় তাহাই আমাদের লক্ষ্য। এই যে নিজের স্বার্থে জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন, এতেই ভিতরের ও বাহিরের সকল অত্যাচারের পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে বাঙলায় যে নূতন ভাবধারার জোয়ারে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, সেই জোয়ারই এখন নূতন পরিবেশে দেশে আপন জোয়ার উঠতে তুফান জাগিয়ে ছুটে চলেছে। আমার মনে আছে সেদিন বাঙালী যুবকেরা তখন অগ্রদূত ছিল। "এক সাথে মরণ মা মাগো না মাগে কারাবাস নয়"। কোন্ দৈবীশক্তিতে যেন মাতৃপূজার পুণ্য প্রাণ সজাগ হয়ে উঠেছিল। "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন" ইহাই ছিল সে সময়কার বাঙালীর তরুণ প্রাণের আদর্শ। সে সময়ে একজন যুবক মাতৃভূমির মুক্তি লাভ করবার জন্য নিজেদের জীবন দান করেছিলেন

এবং এই দেশমাতৃকার পবিত্র কণ্ঠস্বরে আপনাদের অমূল্য প্রাণ আহুতি দিয়ে নিজেরাই বাঙ্গালা দেশকে মহৎ করে রেখে গেছেন। দেশের জন্য দুঃখবরণ বড় কথাই যে একটা বড় কথা নয় এটা তাঁরাই বুঝিয়ে দিয়েছেন, প্রাণ দিলেও এ দেশের সাথে চলতে হবে এই সবচেয়ে বড় কথা তারা আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেলেন। আজও যে নমস্য হয়ে আছেন; তাঁরা তাঁদের প্রাণ দিয়ে আমাদের শিখিয়েছেন—

"এক আকাশে এসো ভাই
সব দুঃখ দূর পড়িবে লুটিয়া
একটি তারের পায়।"

তাঁরা আমাদের আরও এক জিনিস নিজেদের অভিজ্ঞতার ফলে শিখিয়েছেন—দেশকে বাহিরের বাধা বাঁচান যাবে না, দেশ মুক্ত হবে তখনই যখন দেশের লোক আপনার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের উপলব্ধি নিয়ে গড়বার ক্ষমতা লাভ করবে।

এই যে ভিতরকার স্বরাজ, এ স্বরাজ লাভ করবার সব চেয়ে বড় পথই হচ্ছে আত্মনির্ভরতা। এর আসল অর্থ এই যে আমরা বাহিরের শাসনযন্ত্রের সঙ্গে কোন রকমের সাহায্য করব না। কারণ সাহায্য করতে গেলেই চোখ পড়বে শক্তি ও অর্থের দিকে এবং সেই সঙ্গে লাভের আশার ও অর্জনের লোভে আমরা এই শাসনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব। আমাদের স্বাধীনতা লোপ পাবে এবং মানুষ বাহির হাতিয়ে অন্তরকে হারিয়ে বসবে। বেদান্ত দর্শনে যেমন বলা হয়েছে দেহকে আত্মা বলে ভ্রম হলে জীবের দেহাত্মজ্ঞান জন্মে এবং এরই নাম মায়া বা জীববন্ধন। ঠিক তেমনি বাহিরের শাসনশক্তি আমাদের অন্তরে যে মায়ার প্রভাব বিস্তার করেছে, তাতেই আপনাভোলা করে আমাদের বেঁধে রেখেছে। এই শাসনযন্ত্রের উপর আকর্ষণ এসে পড়েছে বলেই আমরা দাসত্ব করছি এবং দাসত্ব করছি বলেই তার কুফল আমাদের আচ্ছন্ন করেছে। কাজেই অন্তরে বাহিরে বন্ধন এসেছে। তাই বাহির থেকে দাসত্ব ত্যাগ প্রথমেই দরকার, তা হলে আত্মা বা চিত্তের উপর কারও প্রভাব থাকবে না। এই হ'ল প্রকৃত আত্মোপলব্ধির মূল কথা, স্বাধীনতার মহান বাণী।

অনেকে বলেন বিদেশীয় শাসনযন্ত্রের পিছনে যে প্রচণ্ড প্রতাপ রয়েছে তার বিরোধী একটা প্রতিবিধায়ক প্রতাপ আমাদের গড়ে তোলা দরকার অর্থাৎ তাঁরা বলতে চান শস্ত্রবলের বিরুদ্ধে শস্ত্রবলই একমাত্র উপায়। দেহের পশ্চাতে আত্মা বলে যে একটা জিনিস আছে, তা তাঁরা মানতে চান না এবং অনেক সময়ে আত্মার বলই যে শস্ত্রবলকে নিরোধ করবার একমাত্র অস্ত্র এ কথা তাঁরা বোধহয় ভুলে গেছেন। ঋষি ও আত্মশক্তির জন্য আত্মার বল সাধনার উপরই প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষদের এত ঝোঁক। কারণ দুঃখ দৈন্যের মধ্য দিয়ে অগ্রসর না হলে মানুষ স্বরাজ পেলেও রক্ষা করতে পারবে না। এখানেও আত্মশক্তির পরিচয় দিয়ে সত্য স্বরাজ লাভ হয় না, সেখানে রাজশক্তির প্রয়োজন সবার চেয়ে বেশী। যারা শুধু মুখে স্বরাজলাভের আশায় বসে আছেন তাঁরা একটা মস্ত ভুলই করেছেন। এখানে ছেলেবেলায় শোনা একটা গল্পের কথা মনে পড়ে। এক ভোলা ছিল, সে একদিন আটপণ্ডা পয়সা নিয়ে নদীতে স্নান করতে যাবার সময় স্ত্রীকে বলে গেল—"তুমি সব রেঁধে ঠিক করে রাখো, আমি চান করে মাছ কিনে বাড়ী ফিরব"। ভোলা নদীতে স্নান করতে গেল, সেখানে গিয়ে দেখে এক নৌকায় মাঝি—"পাটনায় যাবে গো, পাটনায় যাবে গো" বলে হাঁকছে। ভোলা মাঝিকে বলে—আট আনা আছে, আমায় নিয়ে চল্। মাঝিরা তাকে নৌকায় তুলে নিলে, তার পর ছেড়ে দিলে—আর নৌকা পাটনার ঘাটের নৌকা, কাজেই তাকে পাটনায় যেতেই হবে, তবু ফিরে না গিয়ে আট আনা পয়সা গেলে কিছু ত লোকসান নেই; লোকটাও একা এক কোণে না হয় পড়ে থাকবে। যাক্ মাঝি নৌকায় তুলে, ভোলাও পাটনায় চলল। এদিকে ভোলাকে অনেক বেলা পর্যন্ত ফিরিতে না দেখে স্ত্রী অনেক অনুসন্ধান করলে, তারপর কোথাও তার সংবাদ না পেয়ে স্থির করলে নদীতে সে ডুবে মরেছে, বাড়ীতেও কান্নাকাটি আরম্ভ হল। ভোলা কিন্তু পাটনায় গিয়ে পৌঁছিল, হাতে আর একটা পয়সাও নেই। ক্ষুধার জ্বালায় সে অস্থির হয়ে [illegible] আহারের সংস্থান নেই। অনেক ভেবে সে স্ত্রীকে চিঠি লিখল—"মৎস্য কিনিতে পাটনায় চলে এসেছি, আহারের সংস্থান নাই, টাকা পাঠালে বাড়ী ফিরব।" তার পর দ্বিগুণ অর্থ নষ্ট করে ভোলা বাড়ীতে ফিরে এল। এই রকম যারা শুধু আত্মশক্তির উপর ভর করে দয়ার ভিক্ষা পেয়ে স্বরাজ লাভ করতে চান, তাঁরা স্বাধীনতার পথে অনেকটা এগিয়ে গেলেও আবার অনেকটা পিছনে হটে আসতে বাধ্য হবেন। সেই জন্যই আত্মশক্তি বা [illegible] ফুটিয়ে তোলার উপর মহাত্মার এত ঝোঁক, কারণ অন্তরে যেটা গ্রহণ করবে, সেটাকে বজায় রাখবার ক্ষমতাও তার আসবে।

অনেক সময় জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনাও যে তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকদের নিকটে বড় কঠোর-এমনকি দুঃসাধ্য বলে মনে হয় তার কারণ আর কিছুই নয় শুধু তাঁরা বিলাসমোহে এমনি আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েন যে দুঃখসাধনার নামে তারা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন। তারা ভুলে গেছেন ভারতের উজ্জ্বলভালে দুঃখবরণের রক্তচন্দনেই রাজটীকা হয়ে শোভা পেয়েছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্য আপনাভোলা হয়ে যে ভারতের বৈশিষ্ট্য ছিল ত্যাগ-সংযম ও বৈরাগ্যে সে ভারতকে তাঁরা পেতে চান না। কিন্তু তাঁদের পূর্ণ মনুষ্যত্ব ফিরে পেতে হলে, অন্তরে বাহিরে স্বরাজ লাভ করতে হলে সে মোহের আবরণ দূরে ফেলে দিয়ে বলতেই হবে—

"হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট-দণ্ড, সিংহাসন, ভূমি,
ধরিতে দরিদ্র বেশ; শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে
ভুলি জয় পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগ-যুক্ত চিত্তে

সর্ব্বকর্ম্ম পূজা ক্রমে দিতে উপহার।
সুধীরে নিখালে-সুখ করিতে বিচার
প্রতিবেশী আত্মবৎ অতিথি জনারে।
তোমারে বেঁধেছ তুমি সংসারের সাথে,
নির্জন বৈরাগ্য ছেড়ে করেছ উজ্জ্বল
সংসারে পুণ্য কর্ম্মে করেছ সফল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সমুখে।"

আসল কথা হচ্ছে আমরা সাধনা না নিয়েও কাজের বড় calculating হয়ে পড়েছি,—ভবিষ্যতের ফলাফলের বিচার না করে আমরা কোন সাধনাতেই হাত দিতে চাই না। তাই অধিকাংশ সময়ে আমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকি। কিন্তু এটাই বড় আশ্চর্য্য যে আমরা এখনও বুঝতে পারলাম না নিশ্চেষ্টতাই মৃত্যু এবং চেষ্টাই জীবনের লক্ষণ। অবশ্য সকল সাধনাই যে সিদ্ধি-লাভ করবে এমন কোন কথা নেই। জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা যতটা সহজ সফল হবে বলে অনেকে আশা করে থাকেন, ততটা সহজ সফল নাও হতে পারে। তবে সিদ্ধিলাভ যে নিশ্চয়ই হবে এ বিশ্বাস বুকে বেঁধে কাজে অগ্রসর হতে হবে। কারণ এ বিশ্বাস অভাবে সাধনায় নিষ্ঠা থাকে না। অথচ কোনও সাধনাকে মহত্ত্বে মহীয়ান্ করে তোলা সেই লীলাময়ের ইচ্ছাধীন। তাঁর মঙ্গল বিধানে যখন যে সাধনা যতটুকু হওয়া তিনি প্রয়োজনীয় মনে বুঝেন, তাকেই তিনি তখন সাফল্যের পথে নিয়ে যান। সুতরাং জীবনের ধর্ম্মসাধনা বা কর্ম্ম-সাধনা ও যত সহজ সফলতা লাভ করবে বলে অনেকে দৃঢ় বিশ্বাস করেন তত সহজে তা সফল নাও হতে পারে। তাই কেহ কেহ হয়ত বলবেন তবে আমরা চেষ্টা করে কি করব, বিধাতার যখন ইচ্ছা হবে তখনই আমাদের কল্যাণ হবে। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষ সিংহ ভিন্ন ভগবান্ কাউকেই সফলতা দান করেন না নিশ্চয়ই, তাই আমাদের শুধু সাধনা নয়, সবুরও আমাদের করতে হবে কারণ এ দিকে তাঁর সুফল লাভের যোগ্য হওয়াও ত চাই। সাধনা শুরু হলে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে চলবে না।

"দুর্ব্বল মোরা কত ভুল করি
অপূর্ণ সব কাজ
নেহারি আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতা
আপনি যে পাই লাজ।
তা বলে যা পারি তাও করিব না?
নিষ্ফল হব জেনে?
প্রেম ফুল ফোটে ছোট এক বনে
দিবনা কি তাঁ'র পদে?"

তাই জীবনের সাধনায় বিশ্বাস রেখে আশাপূর্ণ হৃদয়ে আমরা অগ্রসর হব সম্মুখে যে জীবন অনন্ত সুন্দর পথ দেখা যাচ্ছে তার দিকে, কারণ ওদিকেই যে সর্ব্বমঙ্গলময় বিধাতার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আমরা যত সমাহিত হয়ে অন্তরের পানে চাইতে চেষ্টা করব, ভগবানের প্রসাদে যে আত্মশক্তির উৎস প্রভাবে আমাদের ফুটে উঠবে, সেই শক্তিই আমাদের চালিয়ে নেবে। ভবিষ্যতের ফল ভাবতে আর চলবে না, কারণ ভাবনার ত আর শেষ নাই, ভেবে কেউ কোন দিন কিছু নূতন কাজ করতে পারে নি। মানুষের ক্ষুদ্রবুদ্ধি কতটুকু জানেই বা অধিকারী কতটুকু জানবার বা তার শক্তি আছে; তাই যে মহাশক্তি আমাদের হৃদয়ের মাঝে আসন পেতে বসে আছেন, তারই চরণে আমাদের জীবনকে ডালি সাজিয়ে দেব। দুঃখের ঝঞ্ঝাবাতে সংসার-সমুদ্রের মাঝে পাছে আমাদের জীবনতরি ডুবে যাবে এ ভয় করব কেন? যে—মহাশক্তি এত বড় একটা বিশ্ব চালিয়ে নিয়ে ফিরছেন, তিনিই আমাদের কাণ্ডারী হয়ে সকল ঝড় তুফান কাটিয়ে আমাদের কূল পাইয়ে দেবেনই। তবে কি? সকলে আমাদের পথে আসছেন না এই জন্যই কি এত শব্দের অর্থ সঙ্কোচ। কিন্তু এটা নিশ্চয়ই আমাদের জানা উচিত সত্যের দিকে যদি আমাদের লক্ষ্য থাকে, আত্মোন্নতির দিকে যদি আমাদের চেষ্টা থাকে, মনুষ্যত্ব লাভ করবার যদি আমাদের ইচ্ছা থাকে, জীবনকে উচ্চভাবের সূক্ষ্ম তারে বেঁধে রাখবার যদি আমাদের বাসনা থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি হিংসাদ্বেষবর্জ্জিত শক্তি সাধনায় আমাদের একাগ্রতা থাকে, তবে—

"একা হবে উঁচু যে দেশে
যেথায় সবাই আসবে শেষে
এক সাথে সব যাত্রী যত
একই রাস্তা লবেই লবে,
ওরে মন হবেই হবে।"

ভৈরবী

[শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ]

মসজিদ মন্দির হ'ল যে তাই
মোদের ওই হারান কারা।
পূর্ণ যে তার পাষাণ বুকে
বিধাতার আশিস-ধারা।

জোড়ার বেড়ী খুলন করে
গোড়িবে যেন নিশাভোরের মত।
স্বরাজ্য অশের আরতিবে
দেশ জননী দিচ্ছে সাড়া।

(দোহার) হিন্দু মোসলেম নাইক ভেদ,
ঘুচলো মোদের সকল খেদ;
ভাইয়ে ভাইয়ে কোলাকুলি
হচ্ছি যে তাই আত্মহারা।

হারাত মোদের মক্কা কাশী
লভিব প্রেম পুণ্য রাশি
যুগ-যুগান্তের মিলন রাখি
সাক্ষী রবে শশী-তারা।

আসল কথা

(পূর্বানুবৃত্তি)

[শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী]

কবি বড় দুঃখে বলে'গেছেন,—

"সকল দুঃখের বাড়া দুঃখ এই,—
নিজের দুঃখ বুঝ্‌তেও না পারা।
সেই দুঃখেই দুঃখী মোরা অধম লক্ষ্মীছাড়া!"

বাস্তবিক এর বেশী দুর্গতি ও অধঃপতন আর হ'তে পারে না। আজ আমরা নিজেদের এই দুর্দশা,—সর্বনেশে কুশিক্ষার ফলে এই যে মানসিক দাসত্বজনিত অতি অসহ ও অসাড় দুরবস্থা,—এই সাংঘাতিক অবস্থার অবর্ণনীয় অবস্থা দুঃখ বা শোক অনুভব করার শক্তিটাকে পর্যন্ত যে এমনইভাবে হারিয়ে বসে আছি,—এর চেয়ে গভীর লজ্জা, এর চেয়ে বেশী দুঃখ আর কি আছে,—কিই বা হ'তে পারে? এ যে অনুভূতিহীন জড়তা, এ যে মরণ, এ যে আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুরই পূর্ব লক্ষণ!

তাই ব'লছিলাম,—বিজাতীয় আদর্শের, বিজাতীয় শিক্ষার এই 'আশ্চর্য্য' প্রভাবে (অর্থাৎ—এই যে 'বহির্মুখী' মনোবৃত্তি প্রভাবে) আমরা ক্রমশঃ এমন একরূপ মোহাচ্ছন্ন, অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও অসাড় হ'য়ে গিয়েছি যে, আমাদের সেই অতীত কালের যথার্থ ও যথাযথ পরিচয়টা দিতে, এমনকি নিজেদের বাপপিতামহ পূর্বপুরুষদের নাম অবধি পর্যন্ত ঠিকমত উচ্চারণ করতে,—অনেক সময়েই এখন আমরা ভুল করি, পারি না, আর তা না হ'লে স্বতঃই লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হ'য়ে যাই। কুশিক্ষা বা অবিদ্যার অন্যতম ও প্রধান লক্ষণ হ'চ্ছে—অবিনয়, দাম্ভিকতা, পার্থিব মোহবিভ্রম এবং নাস্তিকতা। বর্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলেও বিশেষভাবে আমরা স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, দিন দিনই এদেশে ভীরুতা, অজ্ঞতা, হৃদয়হীনতা, (বা সহানুভূতিহীন সর্বস্ব স্বার্থপরতা) বাহিক ও অভ্যন্তরিণ অনাচার ও অপবিত্রতা, বৈদেশিকতা, অলসতা, কাপট্য, ধর্মহীনতা—অবিশ্বাস বা নাস্তিকতা আমাদের এই সমাজের বুকের উপরে স্তূপীকৃত পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠ্‌ছে। এ ছাড়া এই শিক্ষার গুণে, উপকারিতা বা কল্যাণ যে কি ও কতখানি তা, সম্পূর্ণ ধীর ও নিরপেক্ষভাবে ভেবে দেখ্‌লে, প্রকৃতপক্ষেই ঠিক ঠাহর ক'রে বুঝে ওঠা দুষ্কর। যখন দেখি যে, ধর্ম, সমাজ, স্বজাতির সেই সব যা কিছু এখন তার প্রায় সবটাই আমি আজ অনায়াসে একেবারে কিছু না বলে' উড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সেছি;—যখন ভাবি যে, আমার পিতা পিতামহের সযত্ন চিন্তিত পন্থা, তাঁদের আচার অনুষ্ঠানসমূহ, আমার সভ্যতার লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য,—শান্তি ও সুশৃঙ্খলামূলক আমার সামাজিক রীতিপদ্ধতি বা বিধিনিষেধ, আমার ধর্ম ও কর্ম জীবনের যাবতীয় আদর্শ চরম কাম্য বা মুখ্য লক্ষ্য, এমন কি সর্ববিধ নৈতিক ও পারমার্থিক সাধনাই এখন অলীক স্বপ্ন, অসার কল্পনা, বর্ত্তমান কুসংস্কার কিম্বা নিছক গাঁজাখুরি বলে' গণ্য বা অগ্রাহ্য হ'য়েছে তখন মনে হয় যে, তা হ'লে আমার এ জাতির অস্তিত্ব গৌরবই বা কিসে থাকে এবং আমার এই নিরর্থক 'জাতীয়তা' শব্দের মূল ভিত্তিটাই বা দাঁড়ায় কোথায়? তবে এ কি শুধু ঐ 'ভিক্ষাজীবী' বা ভূগোলে বর্ণিত, সীমা নির্দিষ্ট,—'স্বাজাত্যের' ফ্রেমে আঁটা,—একটা নির্জীব ও প্রাণহীন ম্যাপ বা মানচিত্রকে, মনে রেখেই আমরা এমনইধারা সকলবিধ জাতীয়তার হট্টগোল করে' দিন কাটাচ্ছি? একি তবে শুধু "০" অর্থাৎ নির্লজ্জ অস্তিত্ব মাত্র? বাস্তবিক তিক্ততার অবস্থা যদি তা'ই হয় তবে এ লজ্জা রাখ্‌বার যে আর স্থান নেই,—এ পাপের যে আর পরিসীমাও নেই! তা' হলে আমাদের মুখে যখন তখন এ যাদের জাতীয় উন্নতির কথা, স্বরাজ্য লাভ বা স্বাধীনতার কথা শুন্‌লে, ক্ষোভে, লজ্জায় ও আত্ম-ধিক্কারে স্বতঃই যে মাথাটা আপনা আপনি হেঁট হয়ে পড়ে। হা—অদৃষ্ট! এমনইভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয়

যৌবনের—তেত্রিশ কোটী নরনারীর জীবন-বৃক্ষের একেবারে সেই আসল গোড়া ঘেঁসিয়েই অবাধ কোপ চলতে হ'চ্ছে। তাই আজ নববর্ষের মিলিত করেই কেবল আপনাদিগকে আমি এইটুকু বিবেচনা করতে বলছি যে, যখন আমাদের অস্তিত্বের গোড়া, অর্থাৎ—জাতীয়তার আসল সেই মূল শিকড়টাই এভাবে উচ্ছিন্ন বা কর্তিত হ'য়ে গেল তখন আর অবস্থা এ গাছের আগায় দুই ফোঁটা-একফোঁটা জল ঢেলে কি হ'বে? যা'র আক্রমণে আমাদের আজ এই সাংঘাতিক সর্বনাশ ঘটেছে, আমরা যদি এখনও সেই বিজাতীয় ও বিদ্রূপ পাশ্চাত্য শিক্ষার করাল কবল থেকে আমাদের এই-সব সোনার চাঁদ, কবিতা-কমলা, সর্বস্ব-ধন সন্তানদের রক্ষা করতে অন্ততঃপক্ষে অবিলম্বেই যত্নবান ও উদ্যোগী না হই তবে আর এ দেশের ভবিষ্যকালে কোন রকম প্রকৃত কল্যাণ লাভের অনুমাত্রও কোন আশা বা সম্ভাবনা নেই,—এ কথা নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়!

জাগ হও জাগ সাধন!
অন্ধকার দূরে পরিহরি',
নয়ন উন্মীলি' দেখ চাহি'—
বিশ্ব হেরে আপনা বিস্মরি',
কোথা হ'তে, কোন্ পথে,
কত দিনে এসেছে নামিয়া!
জীবন আঁধার ওই
চাহিবার আগে আচ্ছাদিয়া!
সম্মুখে প্রসারি' দেখ—
আকাশিয়া আসে পারাবার
প্রবল তরঙ্গ-ভরে
লক্ষ বাহু করিয়া বিস্তার
গ্রাসিবারে তোমা' সবে।
জাগ হও! দাঁড়াও এখন!
দিশাহারা হ'য়ে যেন
অতলে হ'য়ো না নিমগন।

* * *

দাঁড়াও! আবার হ'য়ে
ফেলে দেখ কোন্ লক্ষ্য ধরি'
চলিয়াছ ওই দিকে।
অদূরে যে উচ্চাসন করি'
শতধারে তোমাদের
গ্রাসিবারে গর্জিছে জলধি,
প্রবেশিতে তা'রি গর্ভে
তীব্র বাসনা জেগে থাকে যদি,
থাক তবে,—মোহবশে
সত্য ভেবে হও অগ্রসর;—
অস্তিত্বে বিলুপ্ত করি'
পৃথ্বী হ'তে লুকাও সত্বর।
আর, যদি বাঁচিবারে,—
যদি চাও রক্ষিতে জীবন,
জাগ হও তবে আজ!
মুক্ত কর মুদ্রিত নয়ন!

ফিরে' দেখ আপনারে,—
যা'র মনে অতীত গৌরব;
দেখো' দেখ—কি রূপেতে
বিরাজিয়া আছে বৈভব,
কি মোহে বিহ্বলিত
ভুলিবারে চলেছ বাহিয়া?
বারেক স্মরহ মনে
কোথা হ'তে এসেছ নামিয়া!

* * *

কত উচ্চে ছিল সেই
সমুজ্জ্বল দিব্য সিংহাসন,
যেথা হ'তে বাণী-সব,
অভিনব বেদান্ত-স্তবন
অমৃত লইয়া দিয়া
সুধাপূর্ণ ঋষি-কণ্ঠ হ'তে
সঞ্জীবিত করি' এবে
অজ্ঞ, অন্ধ, পতিত মরতে!
বিশ্ববাসী সেইক্ষণে
নিনিমেষে রহিত চাহিয়া,
—একান্ত বিশ্বাসভরে,
ধন দিয়ে বিশ্বাসে রোপিয়া,
অসীম বিস্ময়ে স্তব্ধ,
যুক্তপাণি তাকি' ও সম্মানে,—
সেই জ্যোতির্ময় সাথে
নির্নিমেষ সুন্দরের পানে!
বিশ্বের বিস্ময়-ক্ষেত্র,
অবনীর সে অপূর্ব প্রাণ,
—তোমাদেরি মাঝে সে যে
অংশে অংশে আজো বিদ্যমান!
সে পুণ্য শোণিত বহি'
সংসারেতে আজো আছে জন,
জাতিধর্ম, কি-প্রকারে
কোথা অন্ধ বাহির এমন?

* * *

যুগ শক্তি না জাগায়ে,
না জানিতে নিজ পরিচয়
কোথা যাও? ফেরো! ফেরো!—
আছে, আজো আছে যে সময়।
জাগ পুনঃ সেই স্মৃতি
পূর্ণ করি' অন্তর-কন্দরে,
আত্ম-সম্বিৎ এই
মহাবেগে সে উচ্চশিখরে।
মত্তপ্রাণে গাহি' তারে
জয় রবে—'জয় মহাপ্রভু'!
যেন দ্বিধা—বীর করে
বিফল না হবে দাঁড়া কভু। *

---

* কবিতা নিজ সম্পাদিত পত্রে "সাধারণ" পত্রে-দেশবন্ধু সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ।—স:, বা:, ম।

দেশবাসীর প্রতি—

[শ্রীবিশ্বমোহন সান্যাল]

আজ সারা ভারত যে জেগে উঠেছে, সেটা আর কেউ অস্বীকার ক'র্ত্তে পার্ব্বেন্ না। যে প্রজা কতকাল হ'তে সরকারের ও দেশের কাছে নির্যাতিত হ'য়ে আস্ছে—যে দুঃখী আবহমান কাল 'শাক ভাত' খাটুনি খেটেও [illegible] খেয়ে আস্ছে, সে প্রজা বুঝেছে যে, সে চাষ না ক'র্লে বাবুর [illegible] শ্রী হারিয়ে ফেলে—সেই দুঃখী বুঝেছে যে, সে না খাটিলে বাবুর আরাম করার অবকাশ মেলা দুর্ঘট হ'য়ে ওঠে।

শুন্তে পাওয়া যায় যে দু'শো বছর আগে ভারতে বড় অশান্তি ছিল—লোকে নাকি নিরাপদ ছিল না। কিন্তু এই সময়ের লেখা যায়—ইতিহাসের পাতার পর পাতা উল্টে গেলে বেশ বোঝা যায় যে, সেকালে আর যাই হোক্, লোক না খেয়ে মরত না—পেটের জ্বালা ও সবের অভাবের জন্য এ রকম হাহাকার, ক'রে বেড়াত না।

আর বছর দেশে এক 'ইন্ফ্লুয়েঞ্জা'য় ৬০ লক্ষ লোক মারা যায়—তার পর 'ম্যালেরিয়া'র ত কথাই নাই। তিন কোটি লোক ভালো কি খাবে তা মানুষ ত কোন ছার, ভগবানও জানেন না। এই ত দেশ এক অবস্থা। অথচ প্রাতে, বিলাতী সভ্যতার আবহাওয়ার তাইতে তাইতে দালালী ক'রে উকীলের দল সমাজের জন্য খাটেন কতি [illegible] ক'রে আমরা কেবলই ভগবানের বিচারের ত্রুটি ধর্‌তে থাকি। শিক্ষা ত কালের, অথচ আমরা অস্পৃশ্য-লোককে সমান করি - কিন্তু বিশ্বাস করিনে। ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমাদের প্রভুত্ব—কিন্তু ব্রাহ্মণের অপমান ক'র্তে আমরা পিছুপা নই। আবার দু'শো বছর আগে গ্রামে গ্রামে ও পাশ্চ তৈরী হ'ত—আর তা'তেই আমাদের চ'লেও যেত—কিন্তু আজ বিদেশ থেকে "লাট্‌মার্কা" অথবা "মিলমন" না এলে আমাদের লজ্জা রক্ষা করা দায় হয়ে উঠেছে। মন আমাদের এমনি মরে গিয়েছে যে, দ্বারে দ্বারে 'শাক ভাত' আর আমাদের জোটে না—সেলিটির চপ্‌কাটলেট চাই-ই চাই। বিলাতী সভ্যতার যে টুকু জ্ঞান—যেটুকু নেবার মত, সেটুকুর দিকে আমরা দৃক্‌পাত ও ক'র্‌লাম্ না। ইংরাজের ব্যবসায়—ইংরাজের স্বদেশ-প্রেমিকতা—ইংরাজের বিপদ্‌কে তুচ্ছ করবার ক্ষমতা আমরা নিলাম্ না, আমরা নিলাম্ তা'দের শঠতা—তাদের অর্থলোলুপতা—তাদের হাবভাবময় বিলাসিতা। এক কথায় আমরা অধঃপতনের শেষ সীমায় নেমে গিয়েছি।

তাই বোধ হয় ভগবানের বাণী সার্থক কর্‌বার জন্য—"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্"—মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব। এত কাল ধ'রে আমরা যে পাপ ক'রে এসেছি তার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার সময় এসে প'ড়েছে। আমরা যদি এ সুযোগ অবহেলা করি—আমরা যদি এখনও বৃথা তর্কে সময় কাটিয়ে দিতে চেষ্টা করি—আমরা যদি এখনও নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে, অন্যের সাহায্যের উপরে দুবে ফেলে রাখি তা'হ'লে ভগবানের রুদ্র অভিশাপ আমাদের মাথায় এসে প'ড়বে, তা'কে আর কোন মহাত্মাই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

তাই বলি ভাই সব দেবতার অভিশাপকে আর বরণ করে নিও না। হিন্দু-মুসলমানের প্রাণের ঐক্যকে আর বিচ্ছিন্ন করে দিয়ো না। ভয় পেয়ো না—অসম্ভব কিছু তোমাদের ক'র্‌তে বলছি না। "দেশের জিনিষ কেনো বিদেশের জিনিষ নিয়ো না" এই প্রতিজ্ঞা আজ আমাদের ক'র্‌তে হবে। আমাদের "সোনার বাংলায়" কিসের অভাব আমরা যদি ঘরে ঘরে সুতো কাটি—আমরা যদি মাঠে মাঠে লাঙ্গল দিই তবে আর আমাদের কিসের অভাব?

শ্রীযুক্ত লালা লাজপত রায়ের বাণী

সকল প্রথমে আমি দেশবাসীকে বলিতে চাহি কারাগারের অর্থ কি? সাধারণ অপরাধীদের পক্ষে অবশ্য কারাগার নরকতুল্য; কেননা সেখানে তাহারা তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করিতে পারে না। সেই জন্য তাহারা সেখানে অতি কষ্টেই দিনে দিন অতিবাহিত করে কিন্তু রাজনৈতিক-কয়েদীর জন্য আমাদের যদি না মনে হয় কারাগার নরক কখনই নহে। তাঁহাদের সহিত সাধারণ ব্যবহারই করা হইয়া থাকে। সেখানে যোগী-জীবন যাপনের সুন্দর অবসর পাওয়া যায়। যোগসাধনের জন্য যেরূপ সংযম, ভোগ ও বিলাস বর্জন করিতে হয় কারাজীবনে মনস্বীগণ সৌভাগ্যে সব আর সকলের অবকাশ পাইয়া থাকেন। যদিও বর্তমান কারাগারে এই সব পালনের বাধা ঘটে এবং ঘোর রাজকীয় প্রথায় আমাদের কালক্ষেপ করিতে হয় তথাপিও আমাদের বিচলিত হওয়া উচিত নহে, কারণ এই সাত্ত্বিক সংগ্রামের জন্য পূর্ণরূপ দণ্ড আমাদের বহন করিতে হইবে। এই আন্দোলন দেশব্যাপী হইয়াছে। প্রত্যেক স্থানের নেতারা কারারুদ্ধ হইতেছেন। আমাদের মধ্যে যেন আমোদ প্রমোদ করার জন্য কেহ ব্যস্ত না হন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই সাত্ত্বিক সংগ্রামে যদি প্রাণপণ করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন তবে আমাদের সিদ্ধি নিশ্চয়ই করতলগত হইবে। বিনা আত্মত্যাগে কখনই এত বড় একটা মহান প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে না। দেশবাসীর কারাগারকে মন্দির ও মসজিদ মনে করিয়া ভারতমাতার মুক্তি কামনায় উপাসনা আরম্ভ করিয়া দেওয়াই একমাত্র কারাজীবন যাপনের উপায়। মাতাকে অপমান হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুত্রের বলিদানও আবশ্যক হইতে পারে সেজন্য ভীত হইলে চলিবে না। এই জন্য আমি তোমাদের কারাজীবন যাপনে ব্রত করিয়া লইবার জন্য আহ্বান করিতেছি। কিন্তু একটী কথা মনে রাখিতে হইবে কোথাও যেন কোন প্রকারের অশান্তির সৃষ্টি না হয়। চারিদিকে যেন সকলে শান্তি বিরাজ করে ও কর্ত্তব্য পালনের ত্রুটী না হয়।*

শ্রীকিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।
১। বিদায়ী বন্ধু "স্বাধীনতাবাদী" মূল্য ।৵০
২। চরকা (যন্ত্র)
৩। [illegible] পথে ,,
৪। মহাভারতীয় যুগের রাজনীতি ,,
৫। বৌদ্ধ [illegible] ,,

প্রাপ্তিস্থান —
[illegible] লাইব্রেরী, [illegible] কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

রবীন্দ্রনাথ ও সংবাদপত্র সম্পাদকগণ কর্তৃক
বিশেষভাবে প্রশংসিত

"স্বাবলম্বনের" গ্রন্থমালা

(১) জাতীয়তার অনুভূতি, (২) কুটীর শিল্প, (৩) ব্যক্তিগত অর্থনীতি, (৪) লাভজনক কৃষি, (৫) রং ও রঞ্জন শিল্প এবং (৬) [illegible] তৈরির মশলা।

মূল্য প্রত্যেক পুস্তক [illegible], প্রাপ্তিস্থান [illegible] লাইব্রেরী, [illegible] কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

Encourage home Industries
AND
learn economy & patriotism.

Do you know how to do this? Come on. I will tell you. Purchase Gandhi puttas made of Bhagalpuri Tasser and charkha yarns, woven in handlooms, very durable and cheap at the same time. beware of imitation. For particulars apply to the Secretary.

Weavers' Co-operative Stores
P.-O. Champanagore, Bhagalpore.

[illegible] — [illegible] কোম্পানী [illegible] বাংলার [illegible] ১৯২১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্তের হিসাব [illegible] বাকি

২০৲ টাকা [illegible]

[illegible]

এ, সি, ঘোষ এণ্ড সন্স [illegible]
১৭২ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

NEW BOOKS !

	Rs.	As.	P.
India In Chains—Prof. Vaswani	1	8	0
My Motherland ,,	1	8	0
Spirit & Struggles of Islam ,,	1	8	0
Non-Co-operation in Other Land — Brockway	1	8	0
India & its Govt ,,	0	8	0
Montagu's Failure & other papers	1	8	0
Revolt of the East — Houghton	1	8	0
Truth about India—Hyndman	0	12	0
Non-Co-operation (Whys & Wherefores)—C. F. Andrews	0	8	0
Indians in South Africa do	0	8	0
Ideal of Swaraj—Prof. N. Banerji	1	0	0
Freedom's Battle - Gandhi	1	0	0
India for Indians—C. R. Das	1	0	0
India's Will to Freedom, Lajpat Rai	2	2	0
Essays-Political & National-Stokes	2		

NEW BOOKS !

	Rs.	An.	P.
The National Being—A. E. (Some thoughts on an Irish Polity)	1	3	6
Sinn Fein—an illumination	2	0	6
Sacred Egoism of Sinn Fein	0	13	0
Sinn Fein & its Enemies	0	1	3
"Dry" America—St. Nihal Singh (An object lesson to India)	3	0	0
Greater India—Rabindra N. Tagore	2	8	0
Failure of European Civilisation —Stokes	1	0	0
Future of Indo-British Commonwealth —Col. Wedgwood	3	8	0
Nationalism in Hindu Culture —Dr Radhakumud	3	8	0
Meeting of the East & the West	2	0	0
Guide to Health—Gandhi	1	8	0
Nil Dharma ,,	0	8	0
Songs of the Sea—C. R. Das	1	0	0

"THE ASIAN REVIEW"

The only English Monthly in Japan on Politics, Economics, Arts &c, of Asia. Single copy Re. 1-8-0. The latest two Issues are available

THE INDIAN BOOK CLUB,—*College Street Market, Calcutta.*

New Puliqatiocns.

	Rs.	A.
Greater India By Rabindranath Tagore	0	8
To The Students By C. F. Andrews	1	0
The Truth About India By H. M. Hyndman	0	12
India In England By Miss Helena Normanton	[illegible]	[illegible]
The Gospel of Swadesi By Kalelkar, Foreword by M. K. Gandhi	0	4
The Message of Bhagwatgita By Lajpat Ray	0	12
Rabidranath Tagore His Life and Life Work By E. J. Thompson	1	8
By S. E. Stokes:		
The Failure of European Civilisation	1	0
National Self-Realisation	1	8
Essays: Political And National	2	0
By Mahatma Gandhi:		
A Guide To Health	1	8
Nithi Dharma	0	8
By Bernard Houghton		
The Revolt Of The East	1	8
The Psychology Of Empire	0	4
Reform Or Revolution	0	4
Labour In Madras By B. P. Wadia, with Foreword by Col. Josiah C. Wedgwood, M. P.	2	8
Rabindranath Tagore A Study of His Later Works By K. S. Ramaswamy Sastry		
The Call To Young India By Lajpat Rai		
Col. Josiah C. Wedgwood The Man and His Work With Foreword by Lajpat Rai	2	0
Avadutagita Of Dattatreya translated by Prof Kannumal, M.A.	1	0
India And Its Government By Fenner Brockway	0	8
Slavery of Our Times By Count Leo Tolstoy	0	12
Hindu Culture By K S Ramaswamy Sastry, B.A., B.L., with Foreword by Sir John Woodroffe	3	0
India And The Curency Standard By K. O. Viswanadhaiyer M.A.	3	0
The Indian Currency And Exchange (Bomanjee Prize Essay) By K. C. Malundra B.A. (Cantab)	5	8

S. Ganesan
Triplicane
(Madras S. E.)

পুস্তক চাই! পুস্তক চাই!! পুস্তক চাই!!!

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের গ্রন্থাবলী।

কিশোর কিশোরী ১৲, অন্তর্যামী [illegible], মালা [illegible], মালঞ্চ [illegible], বাঙ্গলার গীতি কবিতা ।৹, বাঙ্গলার কথা ।৹ ভারতের কথা, দেশের কথা, [illegible] (যন্ত্রস্থ)

শ্রীহেমন্তকুমার সরকারের গ্রন্থাবলী।

- ১। [illegible] ৷৹
- ২। [illegible] ([illegible] ও রাজনীতি বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ) ৷৹
- ৩। [illegible] (বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থার কথা) ৵৹
- ৪। [illegible] ৷৴৹
- ৫। [illegible] চিত্তরঞ্জন (চিত্ত জীবনী, [illegible]) [illegible]
- ৬। শ্রীঅরবিন্দ (জীবনী) ৵৹
- ৭। [illegible]
- ৮। [illegible] ১৲
- ৯। লেনিন ([illegible] জীবনী, [illegible]) ।৹
- ১০। [illegible] ৷৴৹
- ১১। [illegible]
- ১২। [illegible]
- ১৩। Non-co-operation.—B. C. Pal ... As. [illegible]
- ১৪। Message of Hope.—P. K. Sarkar. As. [illegible]
- ১৫। Ancient History of the Deccan. Prof. G. J. Dubrieul ... Rs. [illegible]
- ১৬। Si. Chittaranjan Das's Life Sketch in English. by Sukumar Ranjan Das.
- ১৭। স্বদেশ গীতি ([illegible] ঘোষ)

[illegible] পাওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা।

স্বদেশী চশমা

বিদেশী সভ্যতা ও বিদেশী [illegible] [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—এম আলাম এণ্ড কোং,
[illegible] কলিকাতা।

Printed by—Aravinda Mukherjee at the Metcalfe Press, 79 Balaram Dey Street
and Published from 7 Bhobani Dutt Lane, Calcutta.

বাঙ্গলার কথা

বার্ষিক মূল্য
৪৲ টাকা

সম্পাদিকা—শ্রীমতী বাসন্তী দেবী

নগদ মূল্য
এক আনা

প্রথম ভাগ { কলিকাতা, শুক্রবার, ১২শে পৌষ, ১৩২৮; ১৩ই জানুয়ারি, ১৯২১; } ১৭শ সংখ্যা

"মানুষ হইয়া পৃথিবীর উপর দাঁড়াইতে গেলে স্বরাজ আমাদিগকে পাইতেই হইবে। স্বাধীনতা লাভ না করিতে পারিলে আমাদের জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। আগে নিজের উদ্ধার প্রয়োজন, সেই উদ্ধার না লাভ করিলে আমরা জগৎকে কি করিয়া নিজের বাণী শুনাইব? সেজন্য আমাদের উদ্ধারে জগতেরও প্রয়োজন আছে। হিন্দু মুসলমান সকলকে এক হইয়া সেই মহাবোধনের পূজারি হইতে হইবে। ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদান দিয়া নিজের ধর্মরক্ষার্থে আত্মার বল-সংগ্রহ করিতে হইবে। বর্তমান আন্দোলন সেই আত্মবল সংগ্রহের আয়োজন মাত্র। সেই আয়োজনে সকলের ত্রুটি ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে—নূতন জীবনের স্নিগ্ধ উষাতে বিধাতার আশীর্বাদ মাথায় ধরিয়া গহন পথে যাত্রা করিয়া মরণকে জিনিতে হইবে।"

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

বিজয়-বৈজয়ন্তী

[শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়]

এখনো রয়েছে দূর   স্বাধীনতা-স্বপ্নপুর
তরুণ-পথিক।

এরি মাঝে থামি ভয়ে   পেরোনো পথের পরে
হারা'য়োনা দিক।

বন্ধুর-কণ্টক-পথ   দীর্ণ হ'য়ে অবিরত
চরণ-তোমার,

শোণিত ঝরিছে ক্ষতে   তবু যেন নাহি শ্রমে
হীন শক্তি যায়।

বেদনার অস্তাচলে   নাহিক জোছনাকণ
ওই যায় দেখা,

মুক্তির মন্দির চূড়ে   বিজয় কেতন উড়ে
অগ্নি-মন্ত্র-লেখা।

"এ পূত মন্দির-দ্বার   খোলা আছে অনিবার
শুধু তারি তরে

যে জন আপন প্রাণ   নিঃশেষে করিল দান
সত্য-মুক্তি-তরে।"

দুর্বলেরা হে বিলাসী   দুর্বল হে অবিশ্বাসী
এখনো সংশয়,

ওই তব আঁখিটিতে   এখনও রয়েছে ঘিরে
মিথ্যা-মোহ-ভয়।

আপন কোটর হ'তে   বাহিরিয়া এস পথে
অসংশয় মন,

বিপ্লব মোহপাশ   দূরে কর মিথ্যা ত্রাস
লহ সত্য পণ :—

"জীবনের এক দীক্ষা   মাগিব না হীন ভিক্ষা
ডরিব না কারে

মোদের শক্তির জয়   জাগি' দিব নিরন্তর
বিশ্বের মাঝারে।"

পূরাও মনের সাধ   লভি' মাতৃ আশীর্বাদ
দেবতা-বরণ

দেশ হ'তে সত্য তরে   করিয়া আনন্দ ভরে
অমর মরণ।

ও পাষাণ-কারাগার   রক্ত আঁখি অত্যাচার
দু দিনের, ছিঁড়ে,

অসহ বেদনাঙ্কে   আপনি অসত্য-ভরে
মরণ মাগিবে।

উহারে কোরোনা ভয় ;   আপনারে ক্ষয় হয়
দেখিবে তখন

প্রভাত-আলোর হায়   উহারা মিলা'য়ে যায়
নিশার স্বপন।

সত্য মানবের আশা   সত্য জ্ঞান ভালবাসা ;
মানবের প্রাণ,

বিধাতার আশীর্বাদে   জ্বলিবে সে অন্তরালে
দীপ অনির্বাণ।

হও সেই সত্যে ব্রতী   জয় সেই প্রেম শক্তি,
মুক্তি অবিনশ্বর

প্রেমের শৃঙ্খল কারে   কে বাঁধি রাখিতে পারে ?
হ'বে হ'বে জয় !

স্বরাজ সাধনায় নারী

(শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

শাস্ত্রে ত্রিবিধ দুঃখের কথা আছে। পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখকেই হয়ত ঐ তিনটির পর্যায়েই ফেলা যায়, কিন্তু আমার আলোচ্য তাহা নয়। বর্তমান কালে যে ত্রিতাপের অনুরূপ দুঃখের মাঝখান দিয়ে কতকগুলি [illegible] চলেছে, সেও তিন প্রকার বটে, কিন্তু সে হচ্ছে, রাজনৈতিক, আর্থিক এবং সামাজিক। রাজনীতি আমরা সবাই বুঝিনে, কিন্তু এ কথা বোধ করি অনায়াসেই বুঝতে পারি এই তিনটিই একেবারে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। একটা কথা উঠেছে, এক রাজনৈতিক স্বরাজই আমাদের সকল দুঃখের, সকল দুঃখের অবসান। হয়ত একথা সত্য, হয়ত না, হয়ত সত্য মিথ্যায় জড়ানো, কিন্তু এ কথাও কিছুতেই নয় যে, মানুষের কোনো দিক দিয়েই দুঃখ দূর করবার সংসারের প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। যাঁরা রাজনীতি নিয়ে আছেন তাঁরা সকলে, সর্বকালে আমাদের নমস্য। কিন্তু আমরা, সকলেই যদি তাঁদের পিছনে অনুসরণ করবার মত পথটি ঠিক খুঁজে না পাই, যে যার আপন কোলের কাছে দূর চোখেই দেখতে পাওয়া যায়,—আমাদের আর্থিক এবং সামাজিক সেই দুঃখ গুলো—কেবল এই গুলিরই দূর প্রতিকারের চেষ্টা করি, বোধ হয় মহাপ্রাণ রাজনৈতিক নেতাদের বড় থেকে এতটুকু কাজ ভারটাই লঘিয়ে দিতে পারি।

তোমাদের দীর্ঘ দিনকালের আহ্বানে, তোমাদের এবং আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বৈদ্য মহাশয়, এই দেশের হিতের জন্য বেদনায় [illegible] কাজের কথা, তোমাদের মনে করে দিবার জন্যে আমাকে আহ্বান করেছেন এবং আমিও সানন্দে তাঁর আহ্বান গ্রহণ করেছি। এই সুযোগ এবং সম্মানের জন্য তোমাদের এবং তোমাদের কল্যাণীয়দের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিই।*

এই সভায় আমার ডাক পড়বার দুটো কারণে। একেত বৈদ্যনাথই আমার নামের প্রস্তাব করেছেন, দ্বিতীয়তঃ একটা কারণ আছে, দেশের পল্লীতে পল্লীতে গ্রামে গ্রামে আমি অনেক দিন ধরে অনেক ঘুরেছি। ছোটবড় উঁচু নীচু, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ বহু লোকের সঙ্গে, মিশে মিলে, অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করে ফেলেছি। অনেক যে বাইরে থেকে খুঁজে পাওয়া শক্ত, কথাটা একেবারে নিতান্ত সত্য। দেশের নব্বই জন লোকই বাস করে আছেন সেই পল্লীগ্রামেই আমার বাস। অনেক অনেক আবার অনেক কৌতূহল দমন করতে না পেরে অনেক দিনই ছুটে গিয়ে তাঁদের মধ্যে পড়েছি, এবং তাঁদের বহু দুঃখ, বহু বৈরের আজও আমি সাক্ষী হয়ে আছি। তাঁদের সেই সব অনন্ত, অব্যক্ত, অচিন্তনীয় দুঃখ দৈন্য যোগ্যতার ভার নিতে আজ আমার দেশের সমস্ত নরনারীকে আহ্বান করতে সাধ যায়, কিন্তু তখনই আমার মনে পড়ে যায়, তখনই মনে হয়, মাতৃভূমির এই মহাযজ্ঞে নারীকে আহ্বান করা আমার কতটুকু অধিকার আছে! স্বার্থে দিই নি, আজ তাদের প্রয়োজনে দাবী করি কোন মুখে? হিন্দুস্থান পুরুষে নারীর মূল্য বলে আমি একটা প্রবন্ধ লিখি সেটা সমস্ত মনে হয় আমার, আমার দেশের অবস্থা ত আমি জানি, কিন্তু আরও ত ঢের দেশ আছে, তারা নারীর দাম কোথায় কি দিয়েছে? বিরাট পুঁথি পত্র ঘেঁটে যে সত্য বেরিয়ে এল, তা দেখে একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। পুরুষের মনের ভাব, তার অভাব, এবং অভিপ্রায় সকলেরই সমান। নারীর ন্যায্য অধিকার থেকে কমবেশী প্রায় সমস্ত দেশের পুরুষ তাঁদের বঞ্চিত করে রেখেছেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাই আজ দেশ জুড়ে আরম্ভ হয়ে গেছে! স্বার্থ এবং লোভে, পৃথিবী জোড়া যুদ্ধে পুরুষ যখন মারামারি কাটাকাটি বাধিয়ে দিলে তখনই তাদের প্রথম চৈতন্য হল, এই সকলকিছুই শেষ নয়, এর উপরে আরও কিছু আছে।* পুরুষের স্বার্থের যেমন সীমা নেই, তার নির্লজ্জতারও তেমনি অবধি নেই। এই দুর্দিনে নারীর কাছে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াতে তার বাধল না। আমি ভাবি, এই [illegible] দান না পেলে এ সংসার-ব্যাপী নরহত্যার প্রায়শ্চিত্তের পরিসমাপ্তি আজ কি হত? অথচ, এ কথা ভুলে যেতেও আজ মানুষের বাধে নি।

আজ আমাদের ইংরাজ Government এর বিরুদ্ধে জোর ও জোরের অন্ত নেই। গালিগালাজও কম করিনে। তাদের অন্যায়ের শাস্তি তারা পাবে, কিন্তু কেবলমাত্র তাদেরই ত্রুটির উপর ভর দিয়ে আমরা যদি সর্ব নিষ্কৃতি আমাদের পাই, তবে তার শাস্তি কে দেবে? এই প্রসঙ্গে আমার [illegible] মুখগুলি আজ মনে পড়ে। এবং সেই মুখের দুয়োর থেকে যে সব বাণী নির্গত হয় তাও অনুমানসাধ্য নয়। তাঁরা আমাকে এই বলে অনুযোগ করেন, আমি তোমার লেখার মধ্যে [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] তাঁদের কদাচারকে ঘুরিয়ে বলে দিচ্ছেন কেন?

আমি বলি কেউ কিছু দেখেনি না।

তাঁরা চোখ কপালে তুলে বলেন, 'সে' কি বলবার কথা হায় যে।

আমি বলি, কথা যখন সায় তখন তাঁর প্রতিকার আপনিই করুন, আমার মাথা সাধ্য কিছুই সময়ও নেই, বক্তের সাধনে নিরর্থক [illegible] প্রবৃত্তি নেই। আসল কথা এই যে, তাদের দুঃখ ঘুচিয়ে, হাত জোড় করে তাদের [illegible] অনুযোগ করবার কম হয় বলেও

---

* মুন্সীগঞ্জের [illegible] Conference-এ [illegible] পঠিত।

যেন আমার ভুলনা হয় না, যে বরের বাপ কন্যাদায়ীর কান মুচড়ে টাকা আদায়ের আশা রাখে তাদের দ্বারা কর্ম হতে উদ্ধারলাভ হবে বিশ্বাস করিনে। 'বর পাছে হচ্ছে না, তাঁকে বুঝে বিকিয়েও না। আসল প্রতিকার মেয়েদের নিজের হাতে, যে টাকা দেবে তার হাতে। অধিকাংশ কন্যাদায়ীই আমার কথা বোঝে না, কিন্তু কেউ কেউ বোঝেন। তাঁরা মুখখানি মলিন করে বলেন, 'সে, কি করে হবে মশাই, সমাজ রয়েছে যে! সমস্ত মেয়ের বাপ যদি এ কথা বলেন ত আমিও বলতে পারি, কিন্তু একা ত্ত্রী পারিনে!' কথাটা তাঁর চিরকালের মত সত্য হয় বটে; আসল গলদও এইখানে। কারণ, পৃথিবীতে কোন সংস্কারই কখনো দল বেঁধে হয় না। একাকীই দাঁড়াতে হয়। এর দুঃখ আছে। কিন্তু এই স্বেচ্ছাকৃত একাকীত্বের দুঃখ, একদিন সংঘবদ্ধ হয়ে বহুর কল্যাণকর হয়। মেয়েকে যে মানুষ বলে নেয়, কেবল মেয়ে বলে, দায় বলে ভার বলে নেয় না, সে-ই কেবল এর দুঃখ বইতে পারে, অপরে পারে না। আর কেবল মেয়েটাই নয়, ছেলে মানুষকেও মানুষ করার ভারও তারই উপরে এবং এইখানেই শিক্ষিতের সত্যকার গৌরব।

এ সব কথা আমি শুধু বলতে হয় বলেই বলচিনে; সভায় দাঁড়িয়ে মনুষ্যত্বের আদর্শের অভিমান নিয়েও প্রকাশ করচিনে, আজ আমি নিতান্ত দায়ে ঠেকেই একথা বলচি। আজ যাঁরা স্বরাজ পাবার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরচেন, আমিও তাঁদের একজন। কিন্তু অন্তর্যামী কিছুতেই আমাকে ভরসা দিচ্চেন না। কোথায় কোন্ অলক্ষ্যে থেকে যেন তিনি প্রতিমুহূর্তেই জানান দিচ্চেন এ হবার নয়। যে চেষ্টায় যে আয়োজনে দেশের মেয়েদের যোগ নেই, সহানুভূতি নেই, এই সত্য উপলব্ধি করবার কোন জ্ঞান, কোন শিক্ষা, কোন সাহস আজ পর্যন্ত যাদের দিইনি, তাদের কেবল গৃহের অবরোধে বসিয়ে শুধুমাত্র চরকা কাটতে বাধ্য করেই এত বড় বস্তু লাভ করা যাবে না! মেয়েমানুষকে আমরা যে কেবল মেয়েমানুষ করেই রেখেচি, মানুষ হতে দিই নি, স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশের হওয়া চাই-ই। অত্যন্ত স্বার্থের খাতিরে যে দেশ, যেদিন থেকে কেবল তার সতীত্বটাকেই বড় করে দেখেচে, তার মনুষ্যত্বের কোন খেয়াল করেনি, তার দেনা আগে তাকে শেষ করতেই হবে!

এইখানে একটা আপত্তি উঠতে পারে যে, নারীর পক্ষে সতীত্ব জিনিসটা তুচ্ছ ও নয়, এবং দেশের লোক তাদের মা-বোন-মেয়েকে দাম করে যে ছোট করে রাখতে চেয়েচে তাও ত সত্য নয়। সতীত্বকে আমিও তুচ্ছ বলিনে কিন্তু একেই তার নারী জীবনের চরম ও পরম শ্রেয়ঃ জ্ঞান করাকেও কুসংস্কার মনে করি। কারণ, মানুষের মানুষ হবার যে স্বাভাবিক এবং সত্যকার দাবী একে ফাঁকি দিয়ে যে কেউ যে-কোন-একটা-কিছুকে বড় করে দাঁড় করাতে গেছে, সে তাকেও ঠকিয়েচে নিজেও ঠকেচে। তাকেও মানুষ হতে দেয়নি, নিজের মনুষ্যত্বকেও তেমনি অজ্ঞাতসারে ছোট করে ফেলেচে। একথা তার মন চেষ্টা করলেও সত্য, আর ভাল চেষ্টা করলেও সত্য! Frederic the Great মস্ত বড় রাজা ছিলেন, নিজের দেশের এবং বংশের তিনি অনেক মান বাড়িয়ে গেছেন, কিন্তু তাদের মানুষ হতে দেননি। তাই তাঁকেও মৃত্যুকালে বলতে হয়েছে 'all my life I have been but a slave driver!' এই উক্তির মধ্যে ব্যর্থতার কত বড় যে গ্লানি অস্বীকার করে গেছেন সে কেবল অন্তর্যামীই দেখেছিলেন।

আমার জীবনের অনেকদিন আমি Sociologyর (সমাজতত্ত্ব) ছাত্র ছিলাম। দেশের প্রায় সকল জাতিগুলিকেই আমার ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখবার সুযোগ ঘটেছে। আমার মনে হয় মেয়েদের অধিকার যারা যে পরিমাণে খর্ব করেছে, ঠিক সেই অনুপাতেই তারা, কি সামাজিক, কি আর্থিক, কি নৈতিক সকল দিক দিয়েই ছোট হয়ে গেছে। এর উল্টো দিকটাও আমার ঠিক তেমনি সত্য। অর্থাৎ, যে জাতি যে পরিমাণে তার সংশয় ও অবিশ্বাস বর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, নারীর মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা যারা যে পরিমাণে মুক্ত করে দিয়েছে,—নিজেদের স্বাধীনতা সুগম ও তাদের তেমনি হয়ে গেছে। ইতিহাসের দিকে চেয়ে দেখ। পৃথিবীতে এমন একটা দেশ পাওয়া যাবে না যারা মেয়েদের মানুষ হবার স্বাধীনতা হরণ করেনি অথচ তাদের মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা অপর কোন প্রবল জাত কেড়ে নিয়ে জোর করে রাখতে পেরেচে। কোথাও পারেনি,—পারতে পারেও না, কর্মফলের বোধ হয় তা আইনই নয়। আমাদের আপনাদের স্বাধীনতার প্রয়াসে আজ কিছু এই আশঙ্কাই আমার বুকের ওপর পাহাড়ের মত বসে আছে। মনে হয় এই বড় কাজটা সকল কাজের আগে আমাদের বাকি রয়ে গেছে, ইংরাজের সঙ্গে যার কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। কেউ যদি বলেন, কিন্তু এই এসিয়ায় এমন দেশ ত আজ ও আছে মেয়েদের স্বাধীনতা যারা একতিল দেয়নি, অথচ তাদের স্বাধীনতাও ত কেউ অপহরণ করেনি। অপহরণ করেনি এমন কথা আমিও বলিনে। তবুও আমি এ কথা বলি, স্বাধীনতা যে আজ ও আছে সে কেবল নিতান্তই দৈবাতের বলে। এই দৈব বস্তুর অভাবে যদি কখনো যায় যায়, ত আমাদেরই মত কেবল মাত্র দেশের পুরুষের দল কাঁধ দিয়ে এ মহাভার [illegible] নড়াতে পারবে না। শুধু আপাততঃ দৃষ্টিতে এই সত্যের সাক্ষ্য দেখি ব্রহ্মদেশে। আজ সে দেশ পরাধীন। একদিন সে দেশে নারীর স্বাধীনতার অবধি ছিল না। কিন্তু যে দিন থেকে পুরুষে এই স্বাধীনতার মর্যাদা লঙ্ঘন করতে আরম্ভ করেছিল, সেই দিন থেকে, একদিকে যেমন নিজেরাও অকর্মণ্য বিলাসী এবং হীন হতে শুরু করেছিল, অন্যদিকে তেমনি নারীর মধ্যেও স্বেচ্ছাচারিতার প্রবাহ আরম্ভ হয়েছিল। আর সেই দিন থেকেই দেশের অধঃপতনের সূচনা। আমি এদের অনেক সহর, অনেক গ্রাম, অনেক পল্লী অনেকদিন ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি, আমি দেখতে পেয়েছি ওদের অনেক গেছে কিন্তু একটা বড় জিনিষ আজও হারায়নি। কেবল মাত্র নারীর সতীত্বটাকে একটা ফেটিশ করে তুলে

তাদের স্বাধীনতা তাদের। তাল বল্লুম সবটাকে কর্তৃকার্য্য কোরে তোলেনি। তাই আজও দেশের ব্যবসা বাণিজ্য, আজও দেশের বর্ণ-ধর্ম, আজও দেশের আচার ব্যবহার বিদেশের হাতে। আজও তাদের ছেলেরা এখনতো মাথা নত্ই কম নিচ্ছে শিখতে পারে না, এবং তাই আজও তাদের দেশ থেকে আমাদের এই বঞ্চনা দেশের মত, আসল জিনিষটা একেবারে নির্বাসিত হয়ে যায় নি। আজ তাদের সমস্ত দেশ অজ্ঞতা, জড়তা ও মোহের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সত্য, কিন্তু একদিন যেদিন তাদের ঘুম ভাঙ্বে এই সবকে নাশরাই একদিন যেদিন চোখ মেলে জেগে উঠ্বে, সেদিন এদের অধীনতার শৃঙ্খল, তা সে যত মোটা এবং যত ভারিই হোক্, তবে পড়তে চূর্ণ বিচূর্ণ হবে যা তাকে বাধা দেয় এমন শক্তিমান কেউ নেই।

আজ আমাদের অনেকেরই ঘুম ভেঙেছে। আমার বিশ্বাস এমন দেশে এমন একজনও ভাগ্যবানী নেই যে এই প্রাচীন পবিত্র মাতৃভূমির নষ্ট গৌরব, বিলুপ্ত সম্মান পুনরুজ্জীবিত না দেখ্তে চায়। কিন্তু কেমন চাইলেই ও মেলেনা, সাধনা উপায় করতে হয়। এই উপায়ের পথেই যত বাধা, যত বিঘ্ন, যত মতভেদ। এবং এইখানেই একটা কথা আমি তোমাদের চিরজীবনের মত সত্য বলে অবলম্বন করতে অনুরোধ করি। এ কেবল পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। যার যা দাবী তাকে তা' পেতে দাও। তা' সে যেখানে এবং যারই হোক। এ আমার বই পড়া বড় কথা নয়, এ আমার বাণিজ্য ব্যক্তির মুখে শোনা জনকথা নয়,—এ আমার এই দরিদ্র জীবনের বার বার ঠেকে শেখা সত্য। আমি কেবল এই টুকু দিয়েই অজস্র কঠিন সমস্যার এক মুহূর্তে মীমাংসা করে ফেলি। আমি বলি যদি মেয়ে মানুষ যদি মানুষ হয়, এবং স্বাধীনতায়, ধর্ম্মে জ্ঞানে যদি মানুষের দাবী আছে স্বীকার করি, ত এ দাবী আমাকে মঞ্জুর করতেই হবে, তা সে ফল তার যাই হোক। হাড়ি ডোমকে যদি মানুষ বল্তে বাধ্য হই, এবং মানুষের উন্নতি করবার অধিকার আছে এ যদি মানি তাকে পথ ছেড়ে আমাকে দিতেই হবে, তা সে যেখানেই গিয়ে পৌঁছাক। আমি যাবো বুঝি কি যাবে নিয়ে কিছুতেই তাদের হিত করতে যাইনে। আমি বলিনে, বাছা তুমি স্ত্রীলোক, তোমার এ করতে নেই, ও বল্তে নেই ওখানে যেতে নেই,—তুমি তোমার ভাল বোঝনা—এস আমি তোমার হিতের জন্য তোমার মুখে পর্দা এবং পায়ে দড়ি বেঁধে রাখি। ডোমকে ও ডেকে বলিনে, বাপু, তুমি যখন ডোম তখন এর বেশি চলা-ফেরা তোমার অকল্যাণ হয়, অতএব এইখানেই তোমার পা কেটে দেব। দীর্ঘ দিন ধরে দেশে দেশে এটা আমার বেশ করে শেখা, যে মানুষের অধিকার নিয়ে পাছে পড়ে নিলে তার হিত করবার আস্পর্দ্ধা নেই।

আমি বলি যার যা দাবী সে ষোল আনা নিক। আর ভুল করা যদি মানুষের ভাগ্যেরই একটা অংশ হয়, ত সে ভুল করে ও ঠিকেছেই বা কি আছে, হাত দাবাই বা কি আছে। ছটো পদার্থ দিতে পারি,—কিন্তু মেয়ে যদে হাত পা খোঁড়া করে আল তার কল্পেই হবে, এত বড় জাতীয় আশা নেই। অবশ্যাদি অবস্থার ও বিবেকবুদ্ধ্য খুঁজে পাইনে। বরঞ্চ মনে হয়, মাতৃভিত, আমার মত বুঁকে লোকের মত মানুষে মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষাটা যদি জগতে একটু কম করে কোথাও ও আমার আমাদের বাহুতে এদের ও সত্যকার কল্যাণ হয়ত একটু আধটু হবারও সম্ভাবনা দেখে। দেশের কাজ, দেশের মঙ্গল করতে গিয়ে, এই কথাটা আমার, তোমরা ভুলোনা।

আজ তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কথা বল্বার ছিল। সকল দিক দিয়ে কি কোরে সমস্ত বাঙ্‌লা জীর্ণ হয়ে আস্‌ছে,—দেশের রাজা মেক-মজ্জা সেই অন্ধ পুষ্ট পরিবার কি কোরে কোথায় ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে আস্‌ছে, সে আনন্দ নেই, সে প্রাণ নেই, সে ধর্ম্ম নেই, সে খাওয়া-পরা নেই; সমৃদ্ধ প্রাচীন গ্রাম গুলো প্রায় জন শূন্য,—বিরাট প্রসাদ শূন্য আবাসে শিয়াল কুকুর বাস করে; পীড়িত, নিরন্ন দুর্বল লোক গুলো যারা আজ ও সেখানে পড়ে আছে, বাঁচাতারে বলা চলে কি তাদের অবস্থা,—এই সব সবার দুঃখের কাহিনী তোমাদের তরুণ প্রাণের সামনে হাজির করবার আমার সাধ ছিল, কিন্তু এবার আমার সময় হলোনা। তোমরা ফিরে এস, কোম্পানীর অভ্যাসক যদি আমাকে ভুলে না যান ত আর একদিন তোমাদের শোনাব। আজ আমাকে তোমরা ক্ষমা কর।

"[illegible]"

আদর্শ কয়েদী

[শ্রীমোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী]

"বর্তমানে প্রশ্ন উঠিয়াছে "অসহযোগীরা কি জেলে গিয়া জেলের নিয়ম ভিন্ন 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিতে পারে? তাহাতে সাধারণ কয়েদীরা উত্তেজিত হইয়া দাঙ্গাহাঙ্গামা করিতে পারে। অসহযোগী কয়েদীরা কি উত্তম খানা-ভোজন ও অতিরিক্ত সুবিধা পাইবার জন্য অনশনব্রত গ্রহণ করিতে পারে? তাহারা কি জেলে গিয়া কাজ করিতে অস্বীকার করিতে পারে? বিবেকবিরুদ্ধ না হইলেও কি তাহারা জেলের নিয়মভঙ্গ করিতে পারে?"

ভারতের অপর এক প্রান্ত হইতেও জনৈক অসহযোগী বন্ধু জেলের নিয়মপালনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিছু লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সংবাদে ইহাও জানি যে অনেক অসহযোগীবন্দী জেলের নিয়ম যথাযথভাবে পালন করিতেছেন।

এখন হাজার হাজার লোক জেলে যাইতেছে, সুতরাং অসহযোগীরা অহিংসাব্রত অনুসারে জেলে কিরূপ আচরণ করিতে পারেন তাহা স্পষ্টভাবে জানা আবশ্যক। নীতি ছাড়িলেই অসহযোগ কর্তব্যের পরিবর্তে গর্হিত মতলববাজী হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের নীতিরেখা অনেক সময় এত সূক্ষ্ম যে তাহা বুঝিতেই পারা যায় না। কিন্তু তথাপি সে রেখা অলঙ্ঘ্য ও অনতিক্রমণীয়। তাহা হইলে যাহারা সত্যের মর্যাদা রক্ষার্থ জেলে গিয়াছে, আর যাহারা যথার্থ অপরাধী তাহাদের মধ্যে প্রভেদ কি? বাহ্যতঃ উভয়েরই আচার ও পরিচ্ছদ একই প্রকার এবং বাহ্যতঃ উভয়ে একই নিয়মের অধীন। কিন্তু প্রভেদ এই যে যথার্থ অপরাধীরা নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত জেলের নিয়ম পালন করে এবং সম্ভব হইলেই গোপনে এমন কি প্রকাশ্যেও তাহা লঙ্ঘন করে, কিন্তু অসহযোগীরা স্বেচ্ছায় ঐ সকল নিয়ম যথাসাধ্য পালন করিয়া নিজেদের-অসহযোগের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করেন। দেখা গিয়াছে, প্রসিদ্ধ নেতৃবৃন্দ জেলের বাহিরে থাকিয়া যাহা করিতেন জেলে গিয়া দেশের তদপেক্ষা অধিক উপকার করিয়াছেন।

মনে করিতে হইবে, জেল ভুলিয়া যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলেও আমাদের জেল থাকিবে। স্বরাজ স্থাপিত হইলে প্রকৃত অপরাধীরা খালাস পাইবে অথবা তাহাদের বিনাশ হয় বা করা হবে এরূপ ধারণা করিতে দিলে আমাদের বড়ই ক্ষতি হইবে। স্বরাজের আমলে সমস্ত জেলখানাই সংশোধনাগারে পরিণত হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সেখানেও কঠোর ভাবে নিয়ম পালন করিতে হইবে অতএব নিয়মভঙ্গের প্রশ্রয় দিলে প্রকৃতপক্ষে স্বরাজলাভের জন্য কার্যপ্রণালী এই বিধানেই নির্দিষ্ট হইয়াছে যে আমাদের মত সুসভ্য জাতি অতি অল্প সময়ে সহজেই আদর্শভাবে নিয়ম পালনে অভ্যস্ত হইতে পারে।

আমাদের কর্তব্য।

[শ্রীমায়া দেবী]

আমাদের দেশে যে কারণেই হোক্ একতার অভাব সব চেয়ে বেশী মেয়েদের মধ্যে। তার সামাজিক ও ঐতিহাসিক নানা কারণ থাকতে পারে, কিন্তু সে সব কারণ আজকের দিনে আলোচনা করা প্রয়োজন নেই। কিছুদিন থেকে মেয়ে স্বদেশে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে দেখছি সব চেয়ে সর্বনেশে ব্যাপার হচ্ছে যে দীর্ঘকাল পরাধীনতার সঙ্কীর্ণ বেড়া দিয়ে মেয়েদের জীবনটাকে অত্যন্ত পঙ্গু করা হয়েছে। এই জন্যই আমাদের দেশে মেয়েদের স্বাধীনচিত্ত ক্রিয়ার্থপরতা, জ্ঞান সঞ্চয় করবার ক্ষমতা, বহু [illegible] হবার শক্তি সমস্তই শুকিয়ে গেছে। শক্তি যদি অপ্রতিহত ভাবে বিকাশের পথ না পায়, তবে তাতে শক্তির উৎসই একেবারে শুকিয়ে যায়। যারা মেয়েদের কর্ম ক্ষেত্রকে গৃহস্থালির কাজকর্মের মধ্যে বদ্ধ রাখতে চান তাঁরা একটু নজর করে দেখলে দেখবেন সেখানে একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন বিধিব্যবস্থা—নিত্য নৈমিত্তিক কাজে নূতনত্ব কিছু নাই। তার পর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যাদের জীবন কাটে; বাহিরের জগতের সঙ্গে তাদের প্রতিদিনের জীবন যাপনের যোগ করবার সুযোগই পায় না।

কিন্তু আজ আমাদের দেশে জাতীয়তার বান যখনই জেগে উঠেছে, তখনই দেখছি অন্তঃপুরের বদ্ধ সীমার মধ্য থেকে ও জীবনের স্পন্দন প্রকাশোন্মুখ হচ্ছে। মেয়েরা এত দিনে হয়ত বুঝতে পারছে যে সার্থক জীবনের কর্তব্য ছাড়া ও বাহিরের ক্ষেত্রে তাদের স্থান গ্রহণ করতে হবে। এতকাল অন্তঃপুরে এদের মধ্যে যে শক্তি কাজ করছিল, আজ বুঝি তার লক্ষণ সুস্পষ্টরূপে দেখা দিচ্ছে; অতএব আজকের দিনে এমন সব কর্মক্ষেত্রের আয়োজন করতে হবে, যাতে সমস্ত ভারতবর্ষে নারীশক্তি অপ্রতিহত ভাবে বিকাশের পথ পায়। নারীশক্তিকে বাদ দিলে আমরা কিছুতেই পৃথিবীর সামনে দাঁড়াতে পারব না। বাংলাদেশের মেয়েদের প্রাণশক্তিকে উদ্বোধিত করবে কারা? শিক্ষিতা মেয়েরা যারা এ কাজে ব্রতী হ'তে পারেন, তাদের মধ্যে এখনও ত সাড়া পড়েনি। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পেয়েছেন, পাঠ্য পুস্তকের বুলি তাদের কণ্ঠস্থ, ইংরেজিয়ানার অনুকরণ করতে তাঁরা পারেন; কিন্তু নিজেদের গণ্ডীর বাহিরে কোনো বৃহৎ কর্মানুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করে এরা না করলেন দেশ-সেবা, না পেলেন সর্ব মানবের মাঝখানে একটুও স্থান। শিক্ষিতা মেয়েরা শিক্ষা পেয়ে ও গণ্ডীবদ্ধ হ'য়ে রইলেন, তাই আমাদের কর্ম-ক্ষেত্রে আয়োজন অসম্পূর্ণ রইল

অথচ যাদের এরা অনুকরণ করছেন, তাদের সঙ্গে তুলনায় আমাদের শিক্ষিতা মেয়েরা কোথায় পড়ে আছেন তার ঠিক নেই। সভ্যজগতের দিকে তাকিয়ে দেখছি শিক্ষিতা নারী সমাজ সকলেই নানা ভাবে তাদের সমস্যার মীমাংসা করতে চেষ্টা করছে, তাদের সেই চেষ্টা দুর্বল চেষ্টা নয়—সামাজিক নানা বাধার প্রতীকার এঁরাই করছেন; যেখানে দুঃস্থ, দরিদ্র, রুগ্ন, আতুর আশ্রয়হীন হ'য়ে পড়ে আছে, সেই "সংসারাবর্তে" মাঝে মেয়েরা কাজ করছেন; যারা লোক উপেক্ষিত তাদের বল দুহাতে এনে তাদের মানুষ করবার ভার নিয়েছেন মেয়েরা। আর আমাদের দেশে? এ-কাজে এখনও কারো দৃষ্টি পড়েনি। তাই আমার মনে হয়, এমন দুর্ভাগ্যই যদি হ'তে থাকে যে পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা আমাদের চিত্ত-বৃত্তিকে অন্যায় করেছে দৃষ্টিকে সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ রেখেছে; সামাজিক বিকৃতির জন্য সমবেদনা অনুভব করবার শক্তি আমাদের নেই; তা'হলে সে শিক্ষার আমাদের প্রয়োজন কি? যারা এই শিক্ষার প্রভাবে নিজেদের বিদুষী বলে' মনে করে, অবিলম্বে তারা এ-দেশে থেকে লোপ পেলেই মঙ্গল।

আমি জানি শিক্ষিতা মেয়েদের উপর এমন তীব্র সমালোচনা অনেকের কানে বড় ঠেকবে, মনে কঠিন বাজবে। কিন্তু চোখের সামনে তাদের দেখে কি মনে হয়? তাদের জীবনযাত্রা যেন লক্ষ্য বিবর্জিত, উদ্দেশ্যবিহীন; কোনো বড় কাজে যাতে স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন হ'তে পারে এমন কাজে এঁদের কোনও খুঁজে পাওয়া যায় না। এঁদের জীবন কাটে পাশ্চাত্য সভ্যতার বহিরাবরণের অনুকরণ নিয়ে, তাঁদের সাজ-সজ্জা, খাওয়া পরা, ছেলে মেয়ের শিক্ষাদীক্ষা সবই বিজাতীয়-ভাবে অনুপ্রাণিত।

যাই হোক, যে সব কারণে এমন দুর্গতি হয়েছে, তার মূল উৎপাটন করতেই হবে। একদিকে শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করে' জাতীয়তার বনিয়াদে ভিত্তি স্থাপন করতে হবে, অপর দিকে ভারতবর্ষের মেয়েদের প্রাণশক্তির প্রকাশ যে সব কারণে বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে আছে, আর তা' উন্মুক্ত করে দিতেই হবে। তা'হলে নিশ্চয় জানি, এদেশের মেয়েদের চিত্তসম্পদ আমাদের জাতীয় জীবনকে অলংকৃত করবে, সমস্ত পৃথিবীর নারীশক্তির সঙ্গে ও তখন তাঁদের যোগস্থাপন হ'তে পারবে। কেবল সেবা ধর্ম ও গার্হস্থ্য জীবন যাত্রানির্বাহ করা নয়, জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীশক্তি তার স্বাভাবিক স্থান অধিকার করে' নেবে। লোকহিতকর নানা অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের মেয়েরা কোন দেশের তুলনায় পিছিয়ে থাকবে না।

আজ ভারতবর্ষে উদ্বোধনের লক্ষণ সুস্পষ্ট। প্রবল শক্তি আমাদের যাত্রা-পথ রোধ করে' দাঁড়িয়েছে; আমাদের মা, বাপ, স্বামী পুত্র, ভাই বোন সকলের আত্মসম্মান বিপদাপন্ন। এমন সময় কেবল মাত্র তাদের আবেগে গা' ঢেলে বসে' দিন কাটালে ত চলবে না। বিলাসী সমাজের উপযুক্ত বেশভূষা করে বিকৃত, আমোদে আমোদ আহ্লাদে অলসে দিন কাটাবার আর সময় নেই। আমাদের সামনে নূতন কাজ আমাদেরই স্থির করতে হবে। দেশ-সেবা যারা আমাদের মধ্যে কর্মোৎসাহের সঞ্চার করুক—তার পর ক্রমে ক্রমে আমরা বিশ্ব মানবের দরবারে স্থান পাব।

বাংলাদেশের মেয়েদের কাছে আমার এই মিনতি তারা সজাগ হ'য়ে কাজে হাত দিন। ঘরের কোণে আর বসে থাকলে চলবে না—নূতন কর্মক্ষেত্রে সব বাঙালীর মেয়ে নিজেদের প্রস্তুত করুন।

কবীরের একটা কথা উল্লেখ করে' এই প্রবন্ধ শেষ করছি। তিনি বলেছেন "মাঙ্গে মিলা না পাইয়ে" অর্থাৎ যা' আমরা চাই হেসে খেলে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ালে তা' পাওয়া যাবে না। আমরা চাই "সাধনা"।

রমণীগণের প্রতি

[শ্রীচারুলতা দেবী]

কবি লিখেছেন—

"বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক হে ভগবান্।"

ধন্য হবে বাংলা সেদিন যে দিন বাঙালীর ঘরের সমস্ত ভাই বোন এক মন প্রাণ হতে পারবে। আজ বাংলায় সেই দিন এসেছে আর আমাদের সে সুযোগ দিয়েছে। আমরা আপন হাতে মায়ের পায়ে মায়ের শৃঙ্খল পরিয়ে যে পাপ করেছি এক সঙ্গে তার প্রায়শ্চিত্ত করাই আমাদের এক হবার একমাত্র পথ; কিন্তু কই সে পথের পথিকের মধ্যে এখন তো বাংলার নারী সমাজকে এমন করে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না? আজ রাজপুতনার দেশের মেয়েরা হাসিমুখে জাত-অহংকে বরণ করে নিয়েছেন। স্বাধীনতার আশায় তাঁরা তাঁদের সমস্ত ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে আসছেন—স্বাধীনতার তুলনায় এই অমূল্য মানব জীবন ও তাঁদের কাছে তুচ্ছ আর এমনি বিদেশীভাবের যারা প্রতিমূর্তি—বাংলার সেই নারীসমাজ কোথায় রয়েছেন? এখনও তাঁরা সামান্য স্বার্থের গণ্ডী নিয়ে বসে থাকবেন তা কি সম্ভব? আজের এই তো শ্রেষ্ঠ সময়—তাই বলি হে আর জননীর জাতি, বাংলার এই দুর্দিনে তোমাদের মধ্যে যৌবন হবে ভাইয়ের পাশে এসে, পুত্রের পাশে এসে দাঁড়াও। সমাজের একটা—মহিলার প্রতি অবমাননায় সমস্ত ভারত রমণীর প্রতি যে অবমাননা প্রদর্শন করা হয়েছে আজ আপন হাতে তার প্রতিকার কর। দূর করে দিয়ে এস সমস্ত বিলাসিতা। আজ তুলে নাও শিক্ষা, তুলে নাও দুখ আর ফেলে দাও বস্ত্র-আভরণ। বলো আজ আমরা আর কিছু চাই না চাই কেবল দীন, আত্মবলিদানকারী বন্ধন থেকে মুক্তি। সবাই ভাবে ঘোষণা করে দাও, আমরা আজ আর কিছু নই—কেবল দেশের পায়ে আজ আমরা সমস্ত সেবিকা মাত্র।

নেতা

(অনুবাদ)

(শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন)

সারাভারত জুড়িয়া, এমন কি পৃথিবী ব্যাপিয়াই আজকাল লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে—রাজনৈতিক জীবনের প্রতি। সকলে আজকাল আপন আপন অধিকার ও স্বত্ব, দাবীদাওয়া, লইয়াই ব্যস্ত, আর এই ভাব সাধারণে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছে। নেতা হইবার সাধ অনেকের মনে, বিশেষ তরুণ যাঁহারা, তাঁহাদের মনে, জাগিতেছে। নেতা কেহ গড়িতে পারেন কি না জানি না, তবে নেতা কেহ কেহ হইতে পারেন হয়ত, অন্ততঃ গুণ অর্জন করিবার বিকাশলাভের, অধিকার সকলেরই আছে। তাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে 'যিনি দেশের রাজনৈতিক নেতা হইবেন তাঁহার কি কি গুণ থাকা উচিত' এই বিষয়ে জনৈক চিন্তাশীল লেখকের মত নিবদ্ধ করিতেছি।

সকল স্বাধীন দেশেই এমন সব লোক দেখা যায় যাঁহারা সাধারণ লোক হইতে একটু স্বতন্ত্র ধরণের গুণাবলীর চরিত্রগুণে দেশবাসী তাঁহাদের একান্ত বশ। তাঁহারা বাস্তবিক কোনও রাজকর্মচারী হইতে পারেন, নাও পারেন, কিন্তু দেশ তাঁহাদেরই ইঙ্গিতে চলে। এই সব লোককে আমরা বলি দেশনেতা, এবং সাধারণের উপর প্রভাবের মাত্রা অনুসারে আমরা তাঁহাদিগকে "নেতা" এই নামও দিয়া থাকি। এ বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হইতেছেন পেরিক্লিস, তিনি চল্লিশ বৎসরেরও বেশী এথেন্সের ভাগ্য পরিচালিত করিয়াছিলেন, আসলে তিনি ছিলেন শুধু একজন জননায়ক, রাজকর্ম্মের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও সম্পর্ক ছিল না। যেখানে রাষ্ট্র-জীবন বাস্তবিকই সজীব; সেখানে ক্ষমতাবান্ জননায়ক ত থাকিবারই কথা। প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক প্রদেশে, এমন কি বড় সহরের প্রত্যেক পাড়ায় পর্য্যন্ত এইরূপ দলের অগ্রণী লোক আছেন। দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হইলে সাধারণতঃ ইঁহাদের মধ্য হইতেই মনোনীত করিয়া যোগ্য ব্যক্তিকে স্বাধীন রাজ্যে রাজকার্য্য দেওয়া হয়; জনপ্রতিনিধি ও নির্ব্বাচিত কর্ম্মচারিদের সম্বন্ধে এ কথা বিশেষ করিয়া খাটে।

মানুষ যখন জীবনে অকৃতকার্য্য হয়, নিজশক্তির বিষয়ে সে যখন ভুল ধারণা করিয়া বসে, জীবনের লক্ষ্য স্থির করিতে গিয়া আপন ক্ষমতা ও কর্ম্ম সম্বন্ধে যখন সে আত্ম-প্রতারণা করে, তখন নিশ্চিত পরিণাম কি? সমাজের দিকে ন্যূনাধিক গৌণ ক্ষতি, আর তাহার নিজের দিকে—গভীর নৈরাশ্য ও চিত্তবিক্ষোভ, 'তাহারও কোন কাজে লাগিলাম না, জীবন সার্থক হইয়া উঠিল না'—এই হতাশা-ব্যঞ্জক দীর্ঘশ্বাস। জীবনের অপরাহ্নে কত জন ঠেকিয়া শিখিয়াছে—নিজের শক্তি বিষয়ে, ইচ্ছা বিষয়ে, বৈশিষ্ট্য বিষয়ে তাহাদের কি ভ্রান্ত ধারণা ছিল। মানবের বিভিন্ন বৃত্তি সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখাইতে চাহিয়াছেন ঐ ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিলে কি কি বাধা বিপত্তি আসিবেই,—যাহাতে শান্তি ও তৃপ্তির সহিত জীবন চালাইবার একটা ব্যবস্থা পূর্ব্বেই লোকে নিজকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে। অন্য কথা যাহাই হউক, যাঁহারা জাতীয় জীবন যাপন করিতে অভিলাষী, তাঁহাদের পক্ষে এরূপ আত্মপরীক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ লোক জাতীয় জীবন চায়, উন্নতি করিতে পারিবে বলিয়া, অপরকে চালনা করিতে পারিবে বলিয়া, প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে বলিয়া। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা যদি পূর্ণ না হয়, সোনালী স্বপ্নের স্বপন যদি ব্যর্থতার গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে, তাহা হইলে প্রাণে বড়ই দুঃখের সঞ্চার হয়। আবার ও অপেক্ষাকৃত সভ্য বা শুভ দেশে রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে অর্থের যেন নেতার সহিত অর্থাগমের বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নাই, যে টুকু সম্বন্ধ আছে তাহা পার্লামেন্টের সম্বন্ধ একটি হইলে অন্যটি হইবে না। কিন্তু তরুণাবস্থায় সর্ব্ব লোক না জানিলেও বয়সের সঙ্গে হয় ত এমন একদিন আসিবে, যখন দেখিবে পূর্ব্বসঙ্গীগণ প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়া সোয়াস্তির মধ্যে থাকিয়া যাইতেছেন, আর তুমি শুধু একটা অনির্দ্দিষ্ট খেয়ালের বশে সে সকল সুখ সুবিধা হারাইয়াছ। রাজনৈতিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে উত্তেজনা চাই, যে একবার উত্তেজনার অভ্যস্ত হইয়াছে উত্তেজনা ছাড়া তাহার মোটেই চলিবে না, জাতীয় ক্ষেত্র ছাড়িয়া আসা তাহার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইলেও সে উহা ছাড়িতে পারিবে না। দেশ যতই স্বাধীন জাতীয় জীবন যাপন করার পথও ততই বেশী। কিন্তু যাঁহার পক্ষে এ পথ ভাল নয়, তিনি যদি এ পথে আসিতে বাধ্য হন বা আসিয়া পড়েন, তাহা হইলে তাহা সমাজের পক্ষে বড়ই বিরক্তিকর হইয়া উঠে, এবং তিনি সময় কম পাইলে আকস্মিক দুর্বিপাকে সঠিক ব্যবস্থা না থাকায় নিজের অজ্ঞাতসারে সমাজের বহু ক্ষতি ও বিপদের ভারই বাড়াইয়া তুলেন। লোকের না বুঝিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে পা দেওয়া উচিত নয়, তাহা হইলে তাহার নিজের পরিবারের, সমাজের সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। প্রত্যেক লোকেই যদি ঠিক ঠিক পথে চলে, নিজে যে কাজের যোগ্য তাহা করে, তাহা হইলে সমাজের কাজে আসে;—কিন্তু যে ব্যক্তি দন্তচিকিৎসক হইতে পারিত তাহাকে যদি আইনের পাকে ফেলিয়া দেওয়া হয় তবে সে নিজে দিন দিন বিরক্ত হইতে থাকিবে এবং দেশেরও অনিষ্টই সাধন করিবে। যিনি বণিক্ কিন্তু বাণিজ্যে যাঁহার সকল প্রয়াস বিফল, তিনি হয়ত অল্প সময়ে, অন্ততঃ কৃষক হইয়া জাতির উন্নতির পক্ষে যথাসাধ্য সহায়তা করিতে পারিতেন। স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ মুদ্রাসংস্কার নাকি

আক্ষেপ করিয়াছিলেন,—"হায়—যদি রাজনীতিকদের না বলিয়া লোকে কিভাবে বাঁচিতাম?" রাজনৈতিক নেতৃত্ব লইয়া যাঁহাদের সময় কাটে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই মনে নিশ্চয়ই এ কথা সময় সময় জাগে।

আত্মপরীক্ষা করিতে হইলে, বিশেষ নেতা হইতে গেলে কোন্ কোন্ গুণ অত্যাবশ্যক তাহা দেখা দরকার। মানুষের অভিজ্ঞতা বা ইতিহাস এ বিষয় জানিতে আমাদের সহায়তা করিতে পারে। এ সব গুণ না থাকিলেই মানুষ কৃতকার্য্য হওয়ার আশা করিতে পারে না, এ কথা অবশ্য বলিতে চাই না: প্রতিভার বলে, অদৃষ্টের জোরে, এবং আরও—কিছুটা অন্ধবিশ্বাসে সৈন্য চালনা করিয়াছিলেন। এই সব গুণ থাকিলেই উন্নতি হইবে, একথাও বলি না। কিন্তু ইহা সত্য যে, এই সব গুণের অধিকাংশ না থাকিলে লোকে উন্নতির আশা পোষণ করিতে পারে না। জাতি স্বাধীন হইলেই সেরূপ বুঝিতে পারিবে, এ কথাও বলা চলে না। পূর্ব্বে নিজকে উদ্যোগী দেখাইতে হইবে, তবে ত লোকে নির্বাচিত করিবে। পূর্ব্বে নাগরিক সভা, পরে মহাসভা, এই হইতেছে ক্রম—তা সে মহাসভা পার্লামেন্টই হোক, কংগ্রেস হোক, আর লেজিস্লেটিভ অ্যাসেম্ব্লীই হোক।

নেতা হইতে হইলে তবে কি কি চাই? দৃঢ় দেহ চাই, অনবদ্য স্বাস্থ্য চাই, স্বাভাবিক অটুট পরিশ্রম শক্তি চাই, কারণ রাজনৈতিক জীবনের শ্রম ও উত্তেজনা, বিশেষতঃ পার্লামেন্টের উত্তেজনা ও দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়ার রীতি—ইহাতে যে ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল তাহারও কিছু অপকার করিবে। কিন্তু পরিশ্রম শক্তি বিকল হইলে বুদ্ধিশক্তির পূর্ণাবস্থিতি ফুটিবে না। সর্ব্বদা স্বচ্ছন্দভাবে কার্য্য করিবে না, লোকে দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইবে। অবসন্ন ব্যক্তি যদি ব্যাপারে নিজকে জড়াইলে সর্ব্বনাশ ঘটাইবেন —যদি না তিনি লোকের মধ্যেই আপনার কর্ম্ম আবদ্ধ রাখেন। যদি তাঁর পরিশ্রম শক্তি না থাকে, তাহা হইলে প্রতিদিনই অবসন্ন হইতে হইবে। তাঁহার মন ঠিক রাখিয়া কার্য্য করা দরকার, পর্য্যবেক্ষণের স্বাভাবিক বুদ্ধি, চারিদিকে যাহা দেখিতেছেন তাহা বিশ্লেষণ করিয়া মূল বিষয় গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকা চাই, আর চাই এমন কল্পনা শক্তি যাহা দ্বারা কালে যাহা দূর তাহা এখন করে এবং যে কোনও বিষয় পূর্ব্বভাবে চিন্তা করিতে পারে। যাহা প্রকৃত তথ্য, যাহা বাস্তব তাহার জন্য তাঁহার উৎসুক চক্ষু চাই, আর তাহা সম্যকভাবে বুঝিবার জন্য, তাহা ছাড়াইয়া আরও দূরে দেখিবার জন্য কল্পনাশক্তি চাই। বর্ত্তমানযুগের একজন মনস্বী বলিয়াছেন—পুস্তকে যাহা লেখা আছে তাহা ছাড়া যিনি আর কিছু পান না, তিনি কোনও বড় প্রশ্নই বুঝিতে পারেন না। একথাও বেশ বলা যাইতে পারে। যাহা ঘটে তাহা ছাড়া আর কিছু যিনি দেখিতে পান না, তিনি রাজনৈতিক হউন আর ঐতিহাসিকই হউন, বর্ত্তমান বা অতীত কোনও যুগের মর্ম্ম বা কোনও জাতি তিনি ঠিক ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। নেতার স্বাভাবিকী আধিপত্যের শক্তি চাই, উচ্চ আশা চাই, নিজের মনের আগুন অপরে প্রদীপ্ত করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। যতই অগ্রসর হইবেন ততই নিজের মতে বিশ্বাস তাঁহার দৃঢ় হইবে, অন্য কাহারও মতের উপর কিন্তু তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন না। পরাজয়ে তিনি উৎসাহ হারাইবেন না, বন্ধুদের প্রতি তাঁহার প্রীতি অটুট থাকিবে, আর তাহাদের পরামর্শ অহঙ্কারে অগ্রাহ্য না করিলেও নিজমতে তিনি দৃঢ় রহিবেন। তাঁহাকে সতর্ক হইতে হইবে অথচ সম্পদে ও বিপদে সন্দেহের কারণ থাকিলেও ঠিক ঠিক মন স্থির করিবার ও তদনুসারে কর্ম্ম করিবার সাহসটুকু তাঁহার থাকা চাই। মনে ও ব্যবহারে তিনি উদার হউন, কাজের লোক, চিন্তাশীল, নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমিক হউন তিনি। অন্যে বিশ্বাস করিবার স্বাভাবিক একটা প্রবৃত্তি যেন তাঁহার থাকে। অন্যকে বিশ্বাস করিলে তবে অন্যের বিশ্বাস পাওয়া যায়। বিশ্বাস করিয়া হয়ত তিনি ঠকিবেন, কিন্তু যদি তিনি কাহাকেও বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলে তাঁহার ক্ষতি আরও বেশী হইবে। তাঁহাকে দৃঢ় বন্ধু হইতে হইবে এমন মন থাকিতে হইবে,—যে সব কঠিন কথার বিরোধের মীমাংসা তাহাদের ঊর্দ্ধে অবস্থিত মনস্বী ব্যক্তির সহিত যাহাতে তিনি মিলিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১।	বিহারী ও "প্রবাসবাসী" মূল্য	৸৹
২।	চাণক্য	(যন্ত্রস্থ) ৭
৩।	পাষাণের পথে	৵
৪।	মহাত্মাজীর ভূমির রাজনীতি	„
৫।	গৌর দুর্গাদাস	..

প্রাপ্তিস্থান—

বরেন্দ্র লাইব্রেরী, [illegible] রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রবীন্দ্রনাথ ও সংবাদপত্র সম্পাদকগণ কর্তৃক
বিশেষভাবে প্রশংসিত

"স্বাবলম্বনপথে" গ্রন্থমালা

(১) জাতীয়তার অনুভূতি, (২) কুটীর শিল্প, (৩) ব্যক্তিগত অর্থনীতি, (৪) লাভজনক কৃষি, (৫) রং ও রঞ্জন বিদ্যা এবং (৬) মানুষ তৈরির সমস্যা।

মূল্য প্রত্যেক পুস্তক ।০, মাশুলাদি পৃথক শ্রীঅমরেশ কাঞ্জিলাল, ৯-১।১এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Encourage home Industries
AND
learn economy & patriotism.

Do you know how to do this? Come on. I will tell you. Purchase Gandhi gaftas made of Bhagalpuri Tasser and charkha yarns, woven in handlooms, very durable and cheap at the same time, beware of imitation. For particulars apply to the Secretary,

Weavers' Co-operative Stores
P. O. Champanagore, Bhagalpore.

[illegible] স্বদেশীভাণ্ডার লিমিটেড—ইহার বাংলা গোমস—তাই কলিকাতা সিটি: ৯৩ [illegible] কোম্পানী এন, এম ঘোষ এণ্ড কোং [illegible] কারবারকে বন্দি করিয়া সন ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন এবং ১৯২১ সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্তের হিসাবে অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ২০৲ হারে লভ্যাংশ বিতরণ।

কোম্পানীর উদ্দেশ্যাবলি [illegible] ও সকল উপায়ে ঘরে ঘরে চরকা চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কলের সূতা কাটা অপেক্ষা চরকায় সূতা কাটা সহজ। কলের সূতা ও কেতের [illegible] মূল্য [illegible] কিন্তু কলের সূতা অপেক্ষা চরকায় সূতার দাম [illegible] গুণ বেশী। কাজেই যাহারা চরকায় সূতা কাটিতেছেন তাহারা [illegible] পরিশ্রমের [illegible] পাইতেছেন এবং নিজেদের [illegible] অবসর ও [illegible] কাটা শিখাইবার সুযোগ পাইতেছেন। কোম্পানী ইতি মধ্যে [illegible] চরকা গ্রামে গ্রামে [illegible] মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদের দ্বারা চরকায় সূতা কাটাইতেছেন এবং ঐ সূতা ও [illegible] খরিদ করিয়া কলিকাতার কারখানায় ধোয়া, [illegible], [illegible] প্রভৃতি বনিয়াদী শিল্প এবং [illegible] (ঢাকা) কারখানায় পরিচালনা [illegible] প্রভৃতি প্রস্তুত করাইতেছেন। [illegible] ১০৲ করা হইয়াছে, তাহার [illegible] দিতে হয়।

কোম্পানীর [illegible] অংশীদার [illegible] আবেদন পত্রের জন্য লিখুন।

এ, সি, ঘোষ এণ্ড সন্ চিফ এজেণ্টস
১৭২ বহুবাজার ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

NEW BOOKS !

	Rs.	As.	P.
India In Chains—Prof. Vaswani	1	8	0
My Motherland ..	1	8	0
Spirit & Struggles of Islam ,,	1	8	0
Non-Co-operation in Other Land — Brock way	1	8	0
India & its Govt ..	0	8	0
Montagu's Failure & other papers	1	8	0
Revolt of the East—Houghton	1	8	0
Truth about India—Hyndman	0	12	0
Non-co-operation (Whys & Wherefores)—C. F. Andrews	0	8	0
Indians in South Africa do	0	8	0
Ideal of Swaraj—Prof. N. Banerji	1	0	0
Freedom's Battle—Gandhi	1	0	0
India for Indians—C. R. Das	1	0	0
India's Will to Freedom, Lajpat Rai	2	2	0
Essays-Political & National-Stokes	2	0	0

NEW BOOKS !

	Rs.	An.	P.
The National Being—A. E. (Some thoughts on an Irish Polity)	1	3	6
Sinn Fein—an illumination	2	0	6
Sacred Egoism of Sinn Fein	0	13	0
Sinn Fein & its Enemies	0	1	3
"Dry" America—St. Nihal Singh (An object lesson to India)	3	0	0
Greater India—Rabindra N. Tagore	2	8	0
Failure of Europian Civilisation —Stokes	1	0	0
Future of Indo-British Commonwealth —Col. Wedgwood	3	8	0
Nationalism in Hindu Culture —Dr. Radhakumud	3	8	0
Meeting of the East & the West	2	0	0
Guide to Health—Gandhi	1	8	0
Nitl Dharma ..	0	8	0
Songs of the Sea—C. R. Das	1	0	0

"THE ASIAN REVIEW"

The only English Monthly in Japan on Politics, Economics, Arts &c. of Asia. Single copy @ Re. 1-8-0. The latest two issues are available.

THE INDIAN BOOK CKUB,—*College Street Market, Calcutta.*

New Publications.

	Rs.	A.
Greater India By Rabindranath Tagore	2	8
To The Students By C. F. Andrews	1	0
The Truth About India By H. M. Hyndman	0	12
India In England By Miss Helena Normanton	2	0
The Gospel of Swadesi By Kalelkar, Foreword by M. K. Gandhi	0	4
The Message of Bhagwatgita By Lajpat Ray	0	12
abidranath Tagore is Life and Life Work E. J. Thompson	1	8
By S. E. Stokes:		
The Failure of European Civilisation	1	0
National Self-Realisation	1	8
Essays: Political And National	2	0
By Mahatma Gandhi:		
A Guide To Health	1	8
Nithi Dharma	0	8
By Bernard Houghton:		
The Revolt Of The East	1	8
The Psychology Of Empire	0	4
Reform Or Revolution	0	4
Labour In Madras By B. P. Wadia, with Foreword by Col, Jahjosiah C. Wedgwood, M. P.	2	8
Rabindranath Tagore A Study of His Later Works By K. S. Ramaswamy Sastry	2	0
The Call To Young India By Lajpat Rai	3	0
Col. Josiah. C. Wedgwood The Man and His Work With Foreword by Lajpat Rai	2	0
Avadutagita Of Dattatreya translated by Prof. Kannoomal, M.A.	1	0
India And Its Government By Fenner Brockway	0	8
Slavery of Our Times By Count Leo Tolstoy	0	12
Hindu Culture By K.S. Ramaswamy Sastry, B.A., B.L., with Foreword by Sir John Woodroffe	3	0
India And The Curency Standard By K. Q. Viswanadhaiyer M.A.	3	0
The Indian Currency And Exchange (Bomanjee Prize Essay) By K. C. Mahindra B.A. (Cantab)	3	8

S. Ganesan
Triplicane
(Madras S.E.).

নূতন বই। নূতন বই!! নূতন বই!!!

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের গ্রন্থাবলী।

কিশোর কিশোরী ১৲, অন্তর্যামী ৸০, মালা ৸০, সাগর ৸০, বাঙ্গালার গীতি কবিতা ।০, বাঙ্গলার কথা ।০ ভারতের কথা, দেশের কথা, স্বরাজসাধনা (যন্ত্রস্থ)

শ্রীহেমন্তকুমার সরকারের গ্রন্থাবলী।

১। রাহাজানি (নূতন ধরণের গল্পের বই) ।০
২। ষ্টেটের কথা (কারা, শিক্ষা, নারিকা, শিল্প-বাণিজ্য ও রাজনীতি বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ) ।০
৩। স্বাধীনতা (বর্তমান সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের কথা) ৵০
৪। সুমন্ত্র (সুরেশচন্দ্র উপাধ্যায়ের প্রবন্ধ) ৶০
৫। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন (জীবন কাহিনী, মনুলাল দাস) ৸০
৬। শ্রীঅরবিন্দ (জীবনী) ৵০
৭। বন্দেমাতরম্ (বিপ্লবের যুগ কালের বোমেটিয়া পাত্র, অর্থ সংগ্রহ, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)
৮। নারী শক্তি (কবিতা, শচীন্দ্রনাথের দুঃখভরা-সুখ-কাহিনী সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়) ৸৶০
৯। লেনিন (বলশেভিক নেতার জীবনী, মণিভূষণ ঘোষ) ।০
১০। স্বরাজ ও বেদান্ত (সচিত্র, শীতলা সেন) ... ৶০
১১। বিপ্লবের (বিপ্লবের ভারতের বাণী, অনুবাদ; ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়)
১২। বিবেকানন্দ (বিবেকের জন্য বিদেশে ভারতের জ্ঞানদৃষ্টি, অনুবাদ, [illegible])
১৩। Non-co-operation,—B. C. Pal ... As. 8
১৪। Message of Hope,—P. K. Sarkar As. 5
১৫। Ancient History of the Deccan.
Prof. G. J. Dubrielul ... Rs. 3
১৬। Sj. Chittaranjan Das's Life Sketch in English, by Sukumar Ranjan Das.
১৭। স্বদেশ গীতি (হেমেন্দ্রকুমার ঘোষ) ।০

গণেশ, মর্টন, মডার্ণ, বারকক বিখ্যাত প্রকাশিত পুস্তক পাওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা।

স্বদেশী চশমা

বিদেশী ফ্রেম ও বিদেশী বিলাসের আধিক্যের দুর্নীতি দেশবাসীর চক্ষুদান করিবে। বর্তমান সময়োপযোগী [illegible] পুস্তক [illegible] লোকশিক্ষার [illegible] ও [illegible] প্রাচ্যবিদ্যা [illegible] পুস্তক বাংলা ভাষায় এই নূতন। [illegible] বাংলার ঘরে ঘরে উহার প্রচার আবশ্যক। [illegible] —১ম, ২য়, ও তৃতীয় খণ্ড বাহির হইয়াছে, প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০ পাঁচ পয়সা। [illegible] —মূল্য ৴০ [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—এস আর্কার্স এণ্ড কোং,
১ নং [illegible] লেন কলিকাতা।

Printer—Arabinda Mukerjee, Published by—Sciläsh chandra Mitter, 7, Bhabanicharan Dutt La.
Printed at the Metcalfe Press, 79, Balaram Dey Street, Calcutta.

বাঙ্গলার কথা

বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা — সম্পাদিকা—শ্রীমতী বাসন্তী দেবী — নগদমূল্য এক /- আনা

প্রথম ভাগ } কলিকাতা, শুক্রবার, ৭ই মাঘ, ১৩২৮ : ২০শে জানুয়ারি, ১৯২২ : { ১২শ সংখ্যা

"যে শুধু মুখে কলধ্বনি করে, যার অন্তরে স্বরাজের বেদনা জাগে নাই, যার অন্তর স্বরাজের জন্য কাঁদে নাই, সে কি স্বরাজ চাহিতে পারে? স্বরাজ পাওয়া কি যেমন তেমন? স্বরাজ বিনা চেষ্টায়, বিনা সাধনায় গাছের ফলের মত পড়বে না। সেই সাধনা এখনই আরম্ভ করতে হবে। যদি না করে থাকেন, যদি সেই সাধনায় সিদ্ধ হবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ না হতে পারেন তবে বলি আপনাদের এ স্বরাজ চাওয়া মিথ্যা কথা—এ প্রাণের চাওয়া নয়। বিধাতার জগতে যে যা চায় সে তাই পায়। প্রাণের সাধনা না হলে কোন মূল্যবান জিনিষ লাভ হয় না। যখন দেখব আপনাদের এই সংকল্পটি বনের পাখীর মত প্রাণ আপনাদিগে থাকবে তখনই বুঝব আপনারা বাস্তবিক স্বরাজ চান।"

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

ভাঙার গান

[হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম]

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল, কর্‌রে লোপাট
        রক্ত-জমাট
        শিকল পূজোর-পাষাণ বেদী।
ওরে ও তরুণ ঈশান
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ।
        ধ্বংস-নিশান
        উড়ুক প্রাচী'র প্রাচী'র ভেদি।
গাজনের বাজনা বাজা!
কে মালিক? কে সে রাজা?
        কে দেয় সাজা
        মুক্ত স্বাধীন সত্যকে
হা হা হা পায় যে হাসি।
ভগবান্ পরবে ফাঁসি?
        সর্ব্বনাশী
        শিখায় এ হীন তথ্য কে রে?

ওরে ও পাগ্‌লা ভোলা,
দে রে দে প্রলয় দোলা
        গারদ গুলা
        জোরসে ধরে হেঁচকা টানে।
মার্ হাঁক-হৈদরী হাঁক
কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক,
        ডাক ওরে ডাক
        মৃত্যুকে ডাক জীবন পানে।
নাচে ঐ কাল-বোশেখী,
কাটাবি কাল বসে কি?
        দেরে দেখি
        ভীম কারা'র ভিত্তি নাড়ি।
লাথি মার্, ভাঙরে তালা,
যত ঐ বন্দী-শালায়—
        আগুন জ্বাল্,
        আগুন জ্বাল্, ফেল্ উপাড়ি।

বর্ত্তমান কর্ত্তব্য।

[শ্রীমোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী]

গবর্ণমেণ্ট আজ দেশকে যে সমস্যায় ফেলিয়াছে তাহার তুলনায় স্বরাজ, খেলাফত ও পাঞ্জাবের সমস্যাও গৌণ। স্বরাজের অভিমুখে আর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনের কথা প্রকাশ করিবার ও সঙ্ঘ গঠন করিবার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে পরাজয় স্বীকার করিলে সর্ব্বনাশ সুনিশ্চিত। শান্তিময় কার্য্যকলাপ ও আন্দোলন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিতান্ত বিপজ্জনক হইতে পারে, তথাপি গবর্ণমেণ্ট যদি তাহা দমন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে মধ্যপন্থীদেরও কাজ অসম্ভব হইবে। অতএব সর্ব্বাবস্থায় সকলের আগেই প্রাণপণে আমাদের স্বাধীনভাবে মনের কথা প্রকাশ করিবার ও সমস্বরে মিলিবার অধিকার রক্ষা করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের ভয়ে আমরা কখনই দুর্ব্বলের অভ্যর্থনা করিবনা, তাহার সেবকদল ভাঙ্গিয়া দিবনা, আমাদের উদ্দেশ্য মত যে সকল কার্য্য আবশ্যক মনে হইবে তাহাও ছাড়িবনা।

গবর্ণমেণ্টের নিষেধ না মানাই আমাদের অধিকার রক্ষা করিবার শ্রেষ্ঠ সদুপায়। আমাদের উপর অবিচার হইলেও সত্যকথাই বলিতে হইবে। জন্মগত অধিকার রক্ষার্থ কোন কষ্টই কষ্টের মধ্যে নহে। আর এবিষয়ে কোনরূপ রফা করা, তর্কবিতর্ক বা আলোচনা করাও চলেনা। কোন সন্ধি বা মীমাংসা করিতে হইলে আগেই সভাসমিতি ও সেবকদল সম্বন্ধে ইস্তাহার প্রত্যাহার করিতে হইবে। এবং শান্তিময় কার্য্যকলাপের জন্য যাহারা কারারুদ্ধ হইয়াছে তাহাদের সকলকে মুক্তি দিতে হইবে। স্বাধীনভাবে বাঁচিতে না পারিলে আমাদের মরণই মঙ্গল।

প্রত্যেকেরই বুঝা উচিত যে শান্তিময় আইন লঙ্ঘনে প্রজার জন্মসিদ্ধ অধিকার রহিয়াছে। মনুষ্যত্ব না হারাইলে সে কখনও তাহা ছাড়িতে পারে না। শান্তিময় আইন-লঙ্ঘনের ফলে কখনও অরাজকতা ঘটে না। সাধারণ অপরাধীর আইন-লঙ্ঘনেই অরাজকতা উপস্থিত হয়। সকল দেশের গবর্ণমেণ্টই এরূপ অপরাধীদের বলপূর্ব্বক দমন করিয়া থাকে, কারণ তাহা না করিলে রাজ্য নাশ হইয়া যায়। কিন্তু শান্তভাবে আইনলঙ্ঘনকারী অর্থাৎ সত্যাগ্রহীদের দমন করিতে যাওয়ার অর্থ বিবেককে নির্ব্বাসিত করিতে চেষ্টা করা। সত্যাগ্রহের ফলে কেবল আত্মশুদ্ধি ও শক্তিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। সত্যাগ্রহী কখনও অস্ত্রধারণ করে না, সুতরাং যে গবর্ণমেণ্ট লোকমত শুনিতে প্রস্তুত, সত্যাগ্রহে তাহার কোনই আশঙ্কা নাই। যথেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই সত্যাগ্রহ বিপজ্জনক, কারণ ইহার ফলে লোকমত কেন্দ্রীভূত হইয়া যথেচ্ছাচারের উচ্ছেদসাধন করে। অতএব গবর্ণমেণ্ট যখন অত্যাচারী বা অনাচারী হয়, তখন শান্তভাবে আইন-লঙ্ঘন করাই পরম ধর্ম্ম। যে প্রজা এমন গবর্ণমেণ্টের সংস্রব রাখে সেও এই অত্যাচার ও অনাচারের ভাগী হয়।

সত্যাগ্রহ করিতে হইবে, কিন্তু তাহা অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে করা চাই। প্রজার পক্ষ হইতে বাড়াবাড়ি যাহাতে না ঘটে এইরূপ সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। যেখানে নিতান্ত প্রয়োজন সেখান ব্যতীত অন্যত্র আইন অমান্য করা অনুচিত। বর্ত্তমান সময়ে কেবল আমাদের মনের কথা প্রকাশ করিবার ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই আইন লঙ্ঘন করা আবশ্যক। অসহযোগ যতদিন শান্তিময় থাকিবে, ততদিন অবশ্যই এ আন্দোলন অবাধে চলিতে দিতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে তবে খেলাফত, পাঞ্জাব ও স্বরাজের মীমাংসার চেষ্টা চলিতে পারে,—তাহার পূর্ব্বে নহে।

নেতা

(অনুবাদ)

[শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিষ্কলঙ্ক চরিত্র চাই, সুপরীক্ষিত বল চাই, তবে ত নেতা হইবে। উন্নতির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা চাই, যাহাদের নেতা তাহাদের উপর আস্থা চাই। লোক ঠকাইয়া বেশী দিন চলেনা, লোকে শীঘ্রই ধরিয়া ফেলে—যিনি নায়ক হইতে অভিলাষী তাহাদের উপর তাঁহার আস্থা আছে, না, তিনি তাহাদিগকে ঘৃণা করেন। তাঁহার মেজাজও সরল খাঁটি চাই, কোমল রমণীয়তা নহে; আত্মার শুচিতা ও ঔদার্য্য চাই, দৃঢ় সত্য অথচ অকপটে বলা চাই। তাঁহাকে জানিতে হইবে যে, যাহা তিনি খুব সাধু উদ্দেশ্য লইয়া করিতেছেন তাহাও লোকে ভুল বুঝিবে, অন্যায় উপায়ে তাঁহাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করিবে। তাঁহার উদ্দেশ্য ও চরিত্র লইয়া যতই আক্রমণ হউক, তিনি যেন তাহা অগ্রাহ্য করেন, তাঁহার সর্ব্বদাই সে বিষয়ে সতর্ক থাকিবে। পিটের বহু কলঙ্ক রটিয়াছিল, তিনি তাহার একটিরও প্রতিবাদ করেন নাই। যিনি সাধারণের কাজ করিবেন তাঁহার অতি গোপন

ব্যাপারও লোকে নাড়াচাড়া করিবে ও ভুল বুঝিবে—ইহা তাঁহাকে সহ্য করিতেই হইবে, ইহা হইতে পলাইলে চলিবে না। আর তাহার যেন তিনি তাঁহার শক্তি প্রমাণ না দেন, বলে তাহার পরীক্ষা হউক, যে কোনও বিষয়েই হউক, কর্মই শুধু খাঁটি কথা—শুধু ইহাতেই ব্যক্তি নিরূপণ হয়। অদ্ভুত সন্মান অবসরে [illegible], তাহার পিতা সফক্লেস (Sehpoeles) অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন তাঁহার মস্তিষ্ক স্থির নাই, আপনকর্ম নির্বাহে অক্ষম; বিচারকদের সম্মুখে পিতা সফক্লেস তাঁহার সদ্য সমাপ্ত "Oedipus at valond" পড়িলেন; অমনি তাঁহার জয় অবধারিত হইয়া গেল। [illegible] আরিষ্টফিনিস সক্রেটিসকে দুর্বৃত্ত বলিয়া বিদ্রূপ করিতে চেষ্টা করিলেন, নাট্যশালায় স্বস্থানে পরিত্যক্তপ্রায় আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন যাহাতে তাঁহার অবয়ব সকলের নয়নগোচর হইতে পারে। এই দৈহিক সাহসকর্ম কি তাঁহার মনের যথেষ্ট পরিচয় দিতেছে না।

নেতা যিনি তাঁহার ভীরু হইলে চলিবে না; যাহারা তাঁহার সত্যকথা পছন্দ করে না, তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা বলার শক্তি তাঁহার থাকা চাই, কিন্তু কঠিন কোনও একটা পথ ধরিবার সাহস তাঁহার থাকা চাই। তিনি এমন লোক হইবেন যে, দৃঢ়ভাবে মন স্থির করিতে পারেন, এবং একবার মন স্থির করা হইলে সবলে সেই মত কার্য্য করিতে পারেন। সকল কার্য্যেই উৎসাহ করিবেন, সব দিক বিবেচনা করিয়া কোনও বিষয়ে মনস্থির করিতে পারিবেন না, এমন স্বভাব যেন তাঁহার না থাকে। যৌবনে কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ে আটকাইয়া না যান, সেদিকে তিনি সতর্ক হইবেন; কিন্তু এ কথাও তাঁহার জানা থাকা চাই যে, যতক্ষণ না কোনও বড় principle-এর সঙ্গে নিজকে দান করিয়া সংশ্লিষ্ট করিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার রাজনৈতিক বিকাশের অবসর নাই। তীরে বসিয়া বসিয়া দুর্গম স্রোতস্বতীর মধ্য দিয়া তরণীর পথ নির্দেশ সম্ভব নহে, বিপদের মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নাবিকদের সহিত একপথের পথিক হইতে হইবে, তাহাদের আশা তাহাদের বিশ্বাসের সহিত নিজের আশাও বিশ্বাস জড়াইতে হইবে। তাঁহার সরল হওয়া চাই, সাধারণে প্রীতি থাকা চাই, নতুবা সাধারণে তাঁহাকে ঠিক বুঝিবে না, তিনিও সাধারণকে বুঝিবেন না; যুক্তিযুক্ত হইতে হইবে, অথচ বশংবদ হইবেন না, [illegible] পূর্ববর্তী পরিপালনের [illegible] সমালোচক হইবেন। তিনি দৃঢ়মতি হইবেন; [illegible] উচ্ছৃঙ্খলতা ও কোলাহলের মধ্যে যাহা স্থির ও সারবান্ [illegible] বাছিবার ও যাহা ক্ষণিক তাহা ছাড়িবার শক্তি তাঁহার চাই। তাঁহাকে কর্মক্ষম হইতে হইবে; অবশ্যই [illegible] লোকপরিদর্শন করিয়া বেড়াইবেন বলিয়াই [illegible], আর তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী [illegible] সকল দৈনিক নয়নগোচর হইয়া বসিয়া থাকিবেন। প্রথম [illegible] করিলেই যা [illegible] পরিচয় থাকিলেই, যাহা পরিকল্পনা করা যায় না। সেনাপতিরা নিজশক্তি পূর্ণভাবে পাইবেন তখন, যখন তাঁহার ব্যক্তি [illegible] পরিচয়; কর্মই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এবং সমাজকে শাসন করে। অদ্ভুত শক্তি সত্ত্বেও আলস্য হেতু কোনও কোনও ব্যক্তি জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার পারে নাই, আর কর্মশীলতা ও দৃঢ়তা লইয়া অনেকে তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। নেতাকে সত্যবাদী হইতে হইবে; কোনও যুক্তি যতই প্রমাণ স্বরূপ শ্রোতৃবর্গ যদি প্রথমে বিশ্বাস না করে যে বক্তার নিজের উহাতে আস্থা আছে, তবে সে যুক্তিতে তাহারা কাণ দিবে না; আর্থিক ব্যাপারে তাঁহাকে চুলচেরা বিচার করিতে হইবে—নিজবলে নিজে তুষ্ট থাকিয়া দ্বিরুক্তি না করিয়া কর্মক্ষেত্র হইতে চলিয়া আসিতে তিনি যেন প্রস্তুত থাকেন, তিনি লোকের সেবা করিলেও লোকে তাঁহার ক্ষতি করিবে—এ কথা যেন তাঁহার মনে থাকে, আর এরূপ কৃতঘ্ন থাকিয়াই আবার তাঁহার মত [illegible] লোকের পশ্চাৎ অনুসরণ করিবে। প্রবল ধর্মোৎসাহ না থাকিলে জননেতার জীবনে যে অসংখ্য [illegible] আবর্জনা কেন্দ্র করিয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে তাহা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে হীন করিয়া ফেলিবে। সুতরাং তাঁহার ধর্ম প্রকৃতি হওয়া চাই, যাহা তাঁহাকে রক্ষা করিবে তাঁহাকে সজীব ও শুদ্ধ করিয়া তুলিবে, এমন ধর্ম হওয়া চাই যাহাতে সঙ্কীর্ণতা নাই, সম্প্রদায়িক বিরোধ নাই, বাহ্যানুষ্ঠানে উদ্দেশ্য নাই। তাহার আচরণ আন্তরিক হওয়া উচিত, বাহ্যিক নয়। যে কোন মুহূর্তে আত্মসুখ ত্যাগ করিয়া জাতের সম্মান ও দেশনীতি যেন তিনি দেখাইতে পারেন, এইরূপ মানসিক শক্তি তাঁহার থাকা চাই।

যিনি সাধারণের কাজে নামিবেন, শুধু [illegible] নিজের সমাজবিষয়ে তাঁহার যেন সম্যক্ জ্ঞান থাকে, যে সব রীতিনীতি চলিয়া আসিতেছে, লোকের উপর তাহাদের প্রভাব কিরূপ, কিরূপে তাহারা বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিল তাহা তাঁহার জানা চাই। দেশের সকল প্রতিষ্ঠানের বা অনুষ্ঠানের ইতিহাস, বিশেষতঃ দেশের উৎপত্তির কথা, তাঁহাকে জানিতেই হইবে; নতুবা অনেক [illegible] অবশ্যম্ভাবী। অধিকন্তু, দেশের জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহাকে জ্ঞান করিয়া জানিতে হইবে, আর যদি তাঁহার জাতি অন্য কোন জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে তাহা হইলে সে জাতির ইতিহাসও জানিতে হইবে। আর সেই সঙ্গে জানিতে হইবে গ্রীস, রোম প্রভৃতি প্রাচীন মহাশক্তি [illegible] কথা—যেন তিনি এমন দেখিতে পারেন জাতীয় উন্নতি অবনতির কথা, কোথায় সর্বোচ্চ উন্নতির কথা, বিকাশ ও ধ্বংসের কথা শিখিতে পারেন।

জননায়ক যিনি, তাঁহার অধ্যয়ন করাও চাই। এমন কোন মহাপুরুষের জীবনী ও কর্ম বিশদ ভাবে ও গভীর ভাবে আলোচনা করা চাই, যিনি [illegible] লইয়া [illegible] করিতে পারিয়াছিলেন। ওয়াশিংটন, চ্যাথাম, [illegible], প্রভৃতি যখন কোনও বিশিষ্ট চরিত্রের লোকের প্রতি যদি তিনি আকৃষ্ট হন, তাঁহার কর্ম ও চরিত্র সম্বন্ধে অধ্যয়ন করিবার সুযোগ যদি তাঁহার থাকে, তবে সে সবে

প্রবেশ করিয়া এবং সে সকল কার্য্যই আরম্ভ করিয়া আমাদের নিজ আরও সতর্ক করিয়া তুলিবেন, হয়তো আরও উন্নত করিতে পারিবেন। সুতরাং কোনো ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বেচ্ছায় আবেদন করিবার পূর্ব্বে যাই জীবনের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যাইবার পূর্ব্বে প্রত্যেকেরই নিজকে এই প্রশ্ন করা উচিত,— তাহার মানসিক ও দৈহিক গঠন অনুযায়ী তিনি আবশ্যক মত ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিবেন কি না, ছাত্রজীবন তাঁহার পক্ষে অবিরাম যাত্রা প্রতিযোগ ও মানসিক উৎকর্ষের সৃষ্টি করিবে কি না; অন্যপক্ষ কর্ম্ম তাঁহার প্রবৃত্তি, গঠন ও রুচির পক্ষে আরও উপযোগী হইবে না কি? সার্থক ও চিন্তক কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে আমাদের প্রাণ যে শান্তি পায় তাহা কি অন্য ক্ষেত্রে পাওয়া যাইবে না? অনেকের স্বভাব এমন ভাবে গঠিত যে জন কোলাহল হইতে দূরে নির্জ্জনে সাধনা করিলেই তাঁহাদের শক্তি বিকাশ লাভ করে, তাঁহাদের প্রতিভা স্ফূর্ত্তি পায়, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয় ও সাধনের অবকাশ ঘটে তাহারা নিজের স্থান হইতে এমন অনেক জিনিষ দিতে পারেন যাহা বহু জনতার মধ্যে, বহুগুণ অধিক কাজ করিয়ে, জাতীয় আন্দোলনের সহিত কোনও সম্পর্ক না রাখিয়া সমাজের বিবিধ হিত সাধনে তাঁহারা উদ্যুক্ত হইতে পারেন; কিন্তু যেই তাঁহারা এই জীবনে বাহির জগতের সংস্পর্শে আসেন, অমনই সঙ্কুচিত ও নিরুদ্যমী হইয়া পড়েন।

কিন্তু কেহ যাহার জীবনের উপযুক্ত কিনা তাহা পরীক্ষা না করিয়া কেমনে জানা যাইবে? এবিষয়ে একমাত্র এই নিয়ম দেওয়া যাইতে পারে,—দেশভক্তি ও সাধারণ দেশবাসীর কর্ত্তব্য অনুসারে যাহা করা উচিৎ মনে করিবেন প্রথমে প্রত্যহই করিয়া যাইবেন। সাধারণের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়ুক, সাধারণ লোকেই যেন তাঁহাকে খুঁজিয়া লয়, তিনি যেন স্বর্ণ বা প্রতিষ্ঠা লোভে লোকমতের অনুবর্ত্তন না করেন। সমস্ত জীবন এই নিয়ম মানিয়া চলিলে প্রতিষ্ঠাবান নেতাও অনেক ভ্রমপ্রমাদ হইতে অব্যাহতি পাইবেন। দ্বিতীয়তঃ, একবার যাই জীবন স্বীকার করিয়া তাঁহাকে অতি সাবধানে চলিতে হইবে, তিনি যেন একচুল অগ্রসর না হন যেখান হইতে ফিরিবার আর তাঁহার উপায় নাই।

আজ্ঞানুবর্ত্তিতা

[শ্রীমহেন্দ্রলাল দাস]

["বাঙ্গলার কথার" পাঠক পাঠিকাগণ।

রবীন্দ্রনাথের উক্তি কেবল বাঙ্গলা দেশ কেন, সমগ্র পৃথিবী মাথা পাতিয়া গ্রহণ করে, সম্প্রতি কবিবর মহাত্মা গান্ধীর মতামত ও তাঁহাদের অসহযোগের একমাত্র তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিতা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক চলিতেছে, চট্টগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল দাস বি, এল, মহাশয় এই বিষয়ে একটি সুন্দর, সাহসিক ও সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, ইহা পাঠ করিয়া আমি বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি, এবং ইহার বিচার আপনাদের উপর অর্পণ করিলাম।

ইতি—
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।]

শান্তিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাদীদের একটা প্রধান আপত্তি এই যে যুদ্ধের ব্যবস্থা যদি রহিত হয় তবে where would be the steep of life? where would be the unconditional duty, the savage yes and no? কোথায় থাকিবে জীবনের দুর্দ্দান্ত দৈন্য-দশা, কোথায় থাকিবে হেতুবিবর্জ্জিত কর্ত্তব্য-সাধন আর্থিক সরল জীবনের প্রচণ্ড হাঁ এবং না? আপত্তিটা অসঙ্গত নয়। যে মহাবীর Balaclavaতে উন্মত্তের বিবর্জ্জিত Light Brigade চালাইয়াছিল, যে বীরের প্রাণপণ আত্মার বিচারহীন সত্যানুসারিতা স্মরণ করিতে গিয়া Tennyson কর্ত্তব্যবুদ্ধির যে জীবন্ত সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা স্বীকার না করিয়া পারিবেন না যে যুদ্ধ বা অনুরূপ কোন ব্যবস্থা না থাকিলে মানবজাতির একটা দিক আপন বিপুল মহাত্মা হারাইয়া ফেলিবে। এমন অবস্থায় বিচারের স্থানে যদি reason why এর স্থান আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধির মাথার উপর হইতে সরিয়া গিয়া 'do and die' এর ভাবে আমাদের জীবন ভরিয়া উঠিবার সুযোগ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের যে সকল আজ্ঞানুবর্ত্তিতা ইহাতে আমাদের দাস-মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়া আশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ব্যাপারটা একটু তলাইয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

জার্ম্মান দার্শনিকশ্রেষ্ঠ কাণ্ট, যাহা হইতে সত্যে পরিস্থিতির যে একমাত্র পন্থা সন্ধান পাইয়াছেন, সেই তর্কাতীত কর্ত্তব্যানুভূতির (The Categorical Imperative of the practical reason) আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক Waber বলিয়াছেন "the catagorical imperative binds but does not compel, hence it implies freedom," অর্থাৎ কর্ত্তব্য হেতুবিবর্জ্জিত, অবশ্য অনুশাসন আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনভাবে মানিয়া লইয়া আমাদিগকে বলে আমাদের কোন পথ ধরিতে হইবে

অথবা কোন পথে চলিবার প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে। ইহা যাহার বিকৃত রূপ তাহা উচ্ছৃঙ্খলতা বা বাসনাবদ্ধতা, বশ্যতা নয়; ইহা বলে না যে আমাকে না মানিয়া তুমি পার না, বলে আমাকে মানিয়া চল, বিনা তর্কে আমার নির্দিষ্ট পথে চলিয়া তোমার যাহা হইবার তাহা হও, সকলের এক কল্যাণ যাহা তাহা লাভ কর, সাময়িক প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হইও না, যখন তখন ক্ষুধা পূর্ণ করিও না। অন্য কথা বাধ্যতা শব্দটা অভিধানেতেই যে বাদ দিয়া উঠিতে হইবে তাহার কোন হেতু নাই। বাধ্যতা শব্দটাই যে স্বাধীনতার অভাব প্রকাশ করে তাহা নয়। অনেকস্থলেই ইহা নিয়মানুবর্তিতার বিকাশের দিক মাত্র। গোল বাধিতেছে এই কারণে যে bind করা আর Compel করা এই সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন দুইটাকে আমরা বাংলায় এই একই নামে অভিহিত করি। ফলে ধর্মের বা নিয়মের Thou shalt কে আমরা রাজার Thou must হইতে ভিন্ন করিয়া দেখিনে। উভয়ের এক নাম দিয়া কথার মারপ্যাঁচ রচনা করিয়া বসি। যেমন এই যে আমরা এখনো পাশ্চাত্য আনুগত্য বা বাধ্যতা স্বীকার করিয়াছি ইহাকে 'নায়কের' সম্পাদক টিটকারি করিয়া বলিয়াছেন, "জোড়া কলম"—আর রবীন্দ্রনাথ ইহার সম্ভবত নাম দিয়াছেন '[illegible]'। অর্থাৎ তাঁহার মতে আমাদের বর্তমান কার্যপ্রণালীর দ্বারা আমরা মানুষের স্বাধীনতা হারাইয়া সেই সব ইঞ্জিন অন্ধ শাসিত হইয়া পড়িয়াছি, যাহারা নিজের নিরূপায় ভাবে বাহিরের শক্তির অধীন (under the index or able control of natural necessity)। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার অচলা ভক্তি সত্ত্বেও আমি বলিতে বাধ্য যে আমাদের মনের অবস্থা কবি ঠিক ধরিতে পারেন নাই। দেশের অধিকাংশ লোক যদি বিনা তর্কে কিছু স্বীকার করিয়া লয় এবং তদনুযায়ী কাজ করিতে লাগিয়া যায় তাহাতে যে তাহারা নিজেদের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিল এরূপ মনে না করিয়া যদি রবীন্দ্রনাথকে তাঁহারাই নিশ্চিত ভরসায় করিয়া মাল্য পরাইয়া দিই, আশা করি দুইজনার অপরাধে অপরাধী হইব না।

রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বে লিখিয়াছিলেন:—

"চারিদিকে তর্ক উঠে সাঙ্গ নাহি হয়,
কথায় কথায় বাড়ে কথা;
সংশয়ের উপরেতে চাপিছে সংশয়
কেবলি বাড়িছে ব্যাকুলতা।

ফেনার উপরে ফেনা ঢেউ পরে ঢেউ
গরজনে বধির শ্রবণ,
তীর কোন্ দিকে আছে নাহি জানে কেউ

"এই কলরোল মাঝে দিলে এনে কেহ
পরিপূর্ণ একটি জীবন,
নীরবে মিটিয়া যাবে সকল সংশয়
থেমে যাবে সহস্র বচন।
তোমার চরণে আসি মাগিবে মরণ
লক্ষ্যহারা শত শত মন!
যে দিকে ফিরাবে তুমি দুখানি নয়ন
সে দিকে হেরিবে সর্ব জন।"

কবির কবিতাটি যদি পূর্ব হইতেই থাকে, রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্যান্বিত হইবেন না, তাঁহার দুঃখের কোন হেতু নাই। যুক্তি স্বাধীনতা হইতে নির্বাসিত হইয়া পরে কিছু মনুষ্যের দিক দিয়া তাঁহার আমাদের কতটা ক্ষতি হইয়াছে, তাহা তিনিই বিচার করুন; এই তথাকথিত যুক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়। এই individual conceit, এই আত্মাভিমান-মূলক অহমিকার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথই যে একদিন বিরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন:—

আমি যাহা নাহি বুঝি তাই আমি বাদ,
আমা ছোট কেটে কুটে করি তাকে বাদ!"

এই না করিবার মত কাজটা যদি নিজেদের ব্যক্তি হইতেও ছাড়িতে পারি তাহা হইলে যে আমাদের গুরু দৃষ্টি—আমাদের চরিত্রের ধরিবেন—আমাদিগকে একটু নিজের পথে চালাইতে পারেন, আমাদের এতকালের কর্মপ্রণালী নিজের সার্থকতা লাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে। "in wandering mazes lost" হইয়া ঘুরিতে হইবে না। আমরা যে বিভিন্নভাবে চিত্তে আপন আপন অনুসরণ করিতে পারিতেছি ইহাকি যথার্থ "আত্মানুবর্তিতা"? সম্পূর্ণ আমাদের মধ্যে যে শক্তি আসিয়াছে সেই শক্তি বুদ্ধিগোচর করার শক্তিরই আত্মপ্রকাশ এবং যে ব্যক্তিতে আমি আমাকে স্বীকার করি তাহা ও তাঁহারই প্রকাশ। কেহ আমাকে বাধ্য করিল, আর আমি তাহার বাধ্য হইয়া পড়িলাম এই রীতির যে আনন্দ অভাব রহিয়াছে। আমি জানি অমুক কাজটা আমার পক্ষে মঙ্গল, তথাপি তুমি আমাকে উহা করিতে বাধ্য করিতে পার যদি তোমার হাতে অধিকতর বল থাকে, আর আমার প্রাণ দিবার ক্ষমতা না থাকে। আমি তোমার প্রেম, তোমার জ্ঞান, তোমার প্রবল ইচ্ছাশক্তি, এক কথায় তোমার সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের সন্ধান পাইয়া বলিয়া উঠিলাম—Here is my man—এই ত আমার গুরু, আমার master, অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিলাম, তোমার অনুসরণ করিলেই আমি আমার মধ্যে ভালো যাহা আছে তাহা ফুটাইয়া তুলিতে পারিব, তোমার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া চলিলেই আমি জীবনের সার্থকতা লাভের পথে অগ্রসর হইতে পারিব। আমার মনের এই অবস্থার নাম তোমার বাধ্যতা স্বীকার। এইরূপ যখন আমার মনের ভাব তখন আমি তোমার অনুশাসনকে তোমার নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতিকে আমার নিজের Law বা অন্তর্নিহিত মানবীয় নিয়ম বলিয়া মানি। ইহা বাধ্যতা বা obedience, কিন্তু Self imposed obedience—কর্তব্যনীতির দ্বারা তোমার কথা। ইহা কোন ব্যক্তির নিকট—আমার নিকট যাহা একান্ত পর তাহার নিকট, আত্মবিসর্জন নহে, সত্য আমার আপনা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে যাহা আমার আপন তাহারাই আমার কর্মের বৃত্তিকে

অনুপ্রাণিত হইতে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—“যুক্তির পরিবর্তে উক্তির কোন মতেই চলিবেনা।” নেহাৎ তাই যদি চলে তবে সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য; কিন্তু চলে কি না সেও দেখিতে হইবে। তাহা ছাড়াআর যে উপায় নাই; “অন্যায় দিয়ে চুবিয়ে চুবিয়ে” যে জাতি লোকে মনাক্কেল আড্ডা গাড়িবার যোগাড় করিয়া তুলিয়াছেন তাহাকে যদি কিছুতে রক্ষা করিতে পারে তবে তাহা এই উক্তি, এই categorical imperative, এই জীবন্ত দেশে নিবেদিত ভক্তির বলে বলীয়ান আত্মার প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ। যুক্তি আমার বাবুগিরিকে তোষামোদ করিতে পারে, আমাকে সাবধান করিয়া দিতে পারে, বেশ বিশেষের ভালমন্দ দুই দিকেরই অনেকখানি খবর দিতে পারে; কিন্তু অসহায়দের মধ্যে চলিবে কিসে? নবযুগের কাজ করাইবে কিসে? “দুর্গম বন্ধুর কঠিন শৈলপথে” চলিয়া সকলে, জাতিকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে অত্যাবশ্যক যে আবেগ তাহা দিবে কিসে? সে ত এই উক্তি যাহার অপর দিক ভক্তির আত্মসমর্পণ, স্বার্থশূন্যতায়, নিরাপদ-আরাম ত্যাগে, হৃদয়ের অজস্র-আত্মবলিতায় কি বিপুল প্রভাব আমাদের মত মানুষের তর্ক বুদ্ধির উপর যুক্তি প্রভৃতির কি পরিমাণ আধিপত্য করে তাহা ত অনেকটা জানা কথা। এমন অবস্থায় এমন সাহস যুক্তির জোরেই দিবে চলিবে কেন? সব সময়েই ত মানুষের জীবনে ভক্তি বিশ্বাসের স্থান নির্দিষ্ট; আমাদের বর্তমান যুগধর্ম তাহার প্রকাশ এ সত্যকে সম্প্রসারী। অন্ধ ভক্তি অবশ্য নয়, অপরের সমর্পিত বিশ্বাস নয়, পরন্তু স্বদেশের বিপুল উপলব্ধি যুক্তির সহকারিতায় যাহাকে ভক্তি বিশ্বাসের উপযুক্ত করে তাহা দৃঢ় করিয়াছে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা বহিয়া।

(ক্রমশঃ)

প্রকাশকের নিবেদন

সত্য যার প্রাণের মন্ত্র, শান্তি যার চির কামনা, নির্ভীকতা যার চির সাধনা, চরম পথের চরম বাধা বিপত্তিতেও অনন্য তার অটুট থাকে—এই পথেরই পথিক হয়ে এই নবযুগে নূতন নিয়েই ‘বাংলার কথার’ জন্ম।

“মানুষ যা চায় তাই পেতে পারে, শুধু যদি চাইতে জানে—পরাধীন বঙ্গের মুক্ত স্বাধীন ভাগ্যের এই বড় আশাটা যদি সত্যই আবার স্বাধীন হয়ে বাঁচতে চায় তবে সে বাঁচতে পারে”—সে বেঁচেছে কারণ বাঁচতে তাকে হবেই—এই বাণীরই প্রচারক হয়ে “বাংলার কথা” আজ কয়েক মাস ধরে বাংলার ঘরে ঘরে কেবলই গেয়ে বেড়াচ্ছে “ওগো তোমরা জাগ, তোমরা যে মাতৃবিক স্নেহের সেটা বোঝ—নূতন প্রাণের সাড়া প্রাণে প্রাণে জাগিয়ে তোল”

কিন্তু সত্য যাদের চোখের বিষ, অন্যায় যাদের সম্বল আজ এই নব চেতনার উন্মেষকে দিয়ে বাঁচা তাদের দায় হয়ে উঠেছে। তাই যেখানেই আজ প্রাণের স্পন্দন, সত্যের আলোতে দাঁড়াবার চেষ্টা, সেখানেই তাদের দুরন্ত কুনুষের থাবা, তীব্র নির্যাতনে চেপে মারবার, চেপে ফেলবার ব্যর্থ প্রয়াস। আমাদের “বাংলার কথার” উপরেও তিনবার আক্রমণ হয়েছে, ভবিষ্যতে যে কতবার হবে জানি না—কিন্তু অসীম তাহার প্রাণশক্তি অক্ষয় তার প্রাণের বল—আজ যে প্রাণ বিলিয়ে দিচ্ছেই তাহার আবির্ভাব। আকস্মিক নিষ্করুণ আজ যারা ওদের বুদ্ধিও নিস্তেজ হয়ে পড়ছে বুঝবে তারা যে বাংলার অন্তরে একটিও প্রাণ আছে ভগবানের আশীর্বাদে “বাংলার কথার” প্রাণ ততদিন অব্যাহত বেগে স্পন্দিত হতে থাকবে—আর যদি তার পতন ঘটে তবে অদূর ভবিষ্যতে দ্বিগুণ বেগে ফুটে উঠবার জন্য—কারণ চিরন্তন সত্য যেটা স্বরূপে যে তার অবিনাশী—মরণ তাহার অগোচর—চিরদিনই সত্য যে মৃত্যুঞ্জয়ী। কোন যুগেও তার প্রচারকের অভাব হবে না।

বাংলাও যদি বাঁচতে চায়, তবে সব ছেড়ে সত্যের উপাসক হতে হবে। এই প্রচারকের সত্য মন্ত্র নিঃস্বার্থের বেদীতে দীক্ষিত হতে হবে, নির্ভীকতার মহাসাধনায় সর্বস্ব পণ করতে হবে।

“বাংলার কথার” বাণী প্রচার সেদিন সার্থক যেদিন “বাংলার কথার” কথা বাংলার প্রত্যেকের কার্যে পরিণত হবে। বাংলার প্রত্যেকটি প্রাণ যেদিন প্রতিজ্ঞা করে গেয়ে উঠবে

“আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা
মানুষ আমরা নহিত মেষ”

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

আমার নিবেদন

(শ্রী............)

১

বর্ত্তমান কর্ত্তব্য।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথা একটু ধীর-স্থিরে আলোচনা করিলে, এক বৎসরের কাজের হিসাবটা একবার মনে মনে পরীক্ষা করিলে এক বৎসরের কর্ম্মতৎপরতার ফলে অত্যাচার, নিষ্ঠুর প্রভাবে, [illegible] [illegible] দৃঢ়সঙ্কল্প স্বার্থত্যাগী এই সর্ব্বতোমুখ জাতীয় শক্তির সম্মুখে ১৫০ বৎসরের সতর্ক রক্ষিত আমলাতন্ত্র গবর্ণমেণ্টের এই ভীত ত্রস্ত কম্পমান ভাব দেখিয়া সকলেই আনন্দ ও উৎসাহে প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠে। বহু শতাব্দীর প্রত্যেক কুটীরে পতিত অনাহারক্লিষ্ট লাঞ্ছিত নির্য্যাতিত নিষ্প্রাণ মৃতপ্রতিম কৃষকও স্বরাজের সঞ্জীবনী শক্তিপ্রভাবে প্রাণে নূতন বল, আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়া জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণায় ব্যক্তিগত স্বার্থ বলি দিতে অগ্রসর। অত্যাচার বিতাড়নের জন্য এরূপ অত্যাচার বরণ করিয়া লওয়া, বাঁচিবার জন্য এরূপ [illegible] মরণের আকাঙ্ক্ষা জগতের ইতিহাসে দুর্লভ। যে নিরক্ষর জাতিকে শিক্ষিত করিয়া দেশ ছাড়াইবার জন্য মহামতি গোখেল বাধ্যতামূলক অবৈতনিক নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার জন্য আজন্ম সাধনা করিয়া গিয়াছেন, অনাহারে, অত্যাচারে [illegible] মৃতকল্প সেই নিরক্ষর কৃষক পর্য্যন্ত মহাত্মার শক্তিশালিনী [illegible] এক বৎসরে সে শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া, বাঁচিয়া থাকিবার জন্য, ইজ্জত রক্ষা, বর্ত্তমান [illegible] জন্য জীবনকে সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্বরাজ প্রার্থী। এখন তাঁহাদের সঙ্গে মিলিয়া নির্দ্দিষ্ট পথ ও সংযত পথে চালাইয়া স্বরাজের দুয়ারে পঁহুছাইয়া দেওয়া হচ্ছে দেশের শিক্ষাভিমানী সমাজ প্রাণীর ও এখন [illegible] [illegible] একমাত্র কর্ত্তব্য। তাই মহাত্মা প্রথমেই ডাকিয়াছিলেন ছাত্রদিগকে ও দেশের আইন-ব্যবসায়ীদিগকে। অনেকের সমস্ত বন্ধনহীন [illegible] ছাত্রই [illegible] [illegible], সর্ব্বাংশে স্বাধীনতার অগ্রদূত। আর দেশের আইন-ব্যবসায়ীগণ, যাহারা নিজেদের চিরকাল দেশের স্বাভাবিক কর্ণধার ও রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া গর্ব্ব করিয়া আসিতেছেন আজ জাতীয় মনে শুধু সেই মহাপুরুষদিগকে আগে ডাকা হইয়াছে; এস দেশের স্বাভাবিক [illegible] তোমার দেশের এই অশিক্ষিত [illegible] ও স্বরাজের পূর্ণ জনতাকে মহাত্মা [illegible] চালিত করিয়া, অগ্র বর্ষের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাহাদিগকে বাঁচাও, তোমাদের কর্ত্তব্য পালন কর, সমাজ প্রতিপত্তি রক্ষা কর। এতদিন জাতির অর্থ হরণে, ছলে কৌশলে অধিকার করিয়াছ এখন জাতি বরমাল্য লইয়া ডাকিতেছে, এই জাতীয় যুদ্ধে সেনাপতি [illegible] নিজ স্বার্থ সংরক্ষণার্থ [illegible] গ্রহণ কর, এই যুদ্ধ মহাসমুদ্রে জাতিকে রক্ষা কর। [illegible] দেশের [illegible] নাই তথাপি এই এক বৎসরের সাধনায় জাতি অনেক অগ্রসর হইয়াছে। এখন শেষ ফলাফলের সময় আসন্ন। একদিন সরকার বাহাদুর মনে করিয়াছিলেন যে এ আন্দোলনও অন্যান্য বারের মত কতক জন শিক্ষিত ব্যক্তির একটা সাময়িক উত্তেজনা [illegible] একটা ক্ষণিক উন্মাদনা মাত্র কিন্তু এখন দেখিতেছেন, ইহা দলবিশেষ নহে অনাহারে, অত্যাচারে লাঞ্ছিত সমস্ত ৯০ জন অশিক্ষিত লোকের একটা [illegible] [illegible] দৌর্ব্বল্য; বুঝিয়াছেন এবারের আন্দোলন [illegible] [illegible] [illegible] দৈহিক নিষ্পেষণ [illegible] নিষ্পিষ্ট [illegible] [illegible] একটা বিপ্লবাগ্নি স্রোত। তাই সতর্ক থাকিবার এই সময়, এই সময়োচিত নিরক্ষর জনসংঘকে শিক্ষিত ও সংযত ভাবে যুক্তির পথে লইয়া যাইতে এস দেশের শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, সম্মানিত, এস দেশের ছাত্র, আইন-ব্যবসায়ী, এস ভাই দেশসেবাকাঙ্ক্ষী, স্বাধীনতাপ্রেমী, এস দেশের [illegible]! সমাজ, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা [illegible] হইলে তাহাদের নিকট হইতে পাইতে চাও তাহাদিগকে বাঁচাও, শিক্ষা প্রদান কর। যদি আমাদের ত্রুটিতে এই আন্দোলন নষ্ট হয়, তবে তোমাদের সমাজ, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি প্রথমেই নষ্ট হইবে। আমার বাণী ‘‘বন্দেমাতরম্’’।

নূতন এই জাতীয়তার দিনে এই জাগরণের যুগে নূতন ভাবে জাতি গঠিত হতে থাকে। এই সময় এই জাতির জন্য দেশের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ যে ব্যক্তি ([illegible] কুলী বা তাহাদের [illegible]) প্রথমে অগ্রসর হইয়া সমস্ত মার-ধর অত্যাচার সহিবে আজ [illegible] বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে দেশ তাহারই পায় ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাহাকেই শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত বলিয়া বরণ করিয়া লইবে। তাই জাতি সর্ব্বাগ্রে ডাকিছে, ডাকিছে শিক্ষিতদিগকে, ডাকিছে ধনীদিগকে, এস ভাই সব, এস জাতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া অত্যাচার বরণ করিয়া লইয়া মহাত্মার আদেশক্রমে জাতিকে চালাইয়া লইয়া যাও, ধনসম্পত্তি রক্ষা হইবে ও সমাজে জাতির পূজা পাইবে। তোমাদের দেশনেতাগণ পূজনীয় দেশবন্ধুপ্রমুখ অনেকে জেলে অথবা জেল-যাত্রী এ সময় দেশের আপামর-সাধারণ কেহই নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, নির্ব্বিশেষে মহাত্মার প্রজ্জ্বালিত পতাকা সকলের নীচে দাঁড়াও। আপনার কুলে দিয়ে একটা [illegible] সাথে নীতির ঐক্য-বন্ধনে বদ্ধ হয়ে স্বরাজের জন্য প্রস্তুত হও। এস, জাগো, ইপ্সিত স্বরাজ লাভ কর।

নিবেদন

ভারতে আত্মিক শক্তির বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। প্রাচীনকালের আদর্শে মহীয়ান ভারতের সন্তানগণ আজ নির্ভীক, তেজস্বী। অহিংসা, ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার নিকট বজ্র, ইঞ্জিন, কামান কিছুমাত্র নয়। সত্যের নিকট অসত্য পরাস্ত হইবেই হইবে। প্রাচীনকালের ঋষিগণ সকল বিষয়েই নিপুণ হইয়াছিলেন—প্রাচীনদের সভ্যতা সর্বত্রই প্রযুক্ত হইয়াছিল।

বর্তমান আন্দোলন সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলন নহে। জগতে শান্তির বিকৃতি ঘটিয়াছিল; ধর্মে, কর্মে, আচার-ব্যবহারে সর্বত্রই ক্রমে ক্রমে সত্য হইতে আর বড় কিছু প্রকৃত দৃষ্টিতে দেখা যাইতে ছিল না। কপটাচারে অসত্যাচারে জগৎ জর্জরিত হইতেছিল, সত্যের দিকের সম্বন্ধ সীমানা সংকুচিত হইতেছিল। তত্ত্ববিমুখ মানব-জীব জগদ্বাসী অনুভূতির অভাবে, সত্যের শক্তিতে বিশ্বাসশূন্য হইতেছিল। হিংসা বিনা ও আত্মবলিদান, দুর্বল অহিংসা ও ত্যাগ, মানবের প্রেম ও একনিষ্ঠতার, মানবের দুঃখ ও দৈন্যতা, সত্যের জ্ঞান, ঋষির চৈতন্যের আধ্যাত্মিকতার কথা নরনারী ভুলিতে বসিয়াছিল। জগদ্বাসী ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মূল সত্যের প্রতি ঘোর অবহেলা প্রদর্শন করিতেছিল, জগতের দুর্দশার একশেষ হইয়াছিল, মারামারি হিংসা দ্বেষ, কপটতার জগৎ ছারেখারে যাইতে বসিয়াছিল, ধর্মের গ্লানি পূর্ণ মাত্রায় হইয়া আসিয়াছিল। সেই জন্যই আজ এই সত্যের আহ্বান। এই আহ্বানেরই লক্ষণ আজ ভারতে দেখা দিয়াছে; ভারত-সন্তান আজ সত্যাগ্রহী হইয়াছেন। এ সময় ভারতের শান্তি অক্ষুণ্ণ। ভারতবাসী নরনারী এ সাধনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, সামান্য নিমিত্তে বিচলিত হইলেই সর্বনাশ, জগতের অকল্যাণ; স্থির ধীর, অটলভাবে অহিংসাপরায়ণ হইয়া নিজ নিজ কর্তব্য করিয়া যাইতে হইবে, প্রলোভন বা হিংসার প্রতি লক্ষ্য থাকিলে চলিবে না। সাধনার সঙ্গে সঙ্গে সত্যানুভূতি বৃদ্ধি পাইয়া, কর্তব্যের পথে লইয়া যাইবে। ত্যাগে, সহিষ্ণুতায়, অহিংসায় সাধনার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

হিংসানিন্দা এবং লোভ বাসনা অভাব বৃদ্ধি করে—বাড়িতে ঘোর অশান্তি। ঐসব ত্যাগ করিলে, ছোটো বড় সকলে লোক সুখী থাকে; তুলা ও চরকা দ্বারা অভাব পূরণ হইবে। অভাবের চিন্তা দূর হইলেই দেশের প্রকৃত সত্যের সাধনা করা যাইবে, পশ্চিমের ভোগলালসার চিন্তায় আর সত্যের পথে অন্তরায় হইতে হইবে না।

এরূপ মহাপুরুষ, মহাপ্রাণ, যুগ-যুগান্তে, দেশ-দেশান্তরে এক একবার আসেন, আর সেই সেই দেশের লোককে সত্যে অনুপ্রাণিত করেন। ঐ সত্য-আহ্বান ও প্রচার যাহারা [illegible] উদ্ধার পান, জগতের মঙ্গল হয়।

"ইহা ভাবের কথা নহে, ইহা সত্যের আহ্বান, সত্যের শান্তিময় আসন প্রদান। ইহার পরিণাম জগতে শান্তি স্থাপন [illegible] এ নব যুগের সাধনা—ইহাতে লাভ নাই ক্ষতি নাই, আছে কেবল সুখ শান্তি সহিত আত্মতোষ। ইহার একমাত্র পথ আত্মবলিদান, এবং ঐ মূল মন্ত্র যাহা দিয়েছেন উঁহার সাধনে। এইরূপ সব সাধকের উপাসনেই জগতের মহা কল্যাণ।

(লেখক)

শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১। [illegible] মূল্য ৵০

২। [illegible] ০ (যন্ত্র)

৩। [illegible]

৪। [illegible]

৫। [illegible]

[illegible]—

[illegible], কলিকাতা

[illegible]

[illegible] প্রকাশিত

“[illegible]” গ্রন্থমালা

(১) [illegible] (২) [illegible], (৩) [illegible], (৪) [illegible], (৫) [illegible] এবং (৬) [illegible]।

[illegible], কলিকাতা।

Encourage home Industries
AND
learn economy & patriotism.

Do you know how to do this? Come on, I will tell you. Purchase Gandhi Baltas made of Bhagalpore Tasser and Charkha yarns, woven in handlooms, very durable and cheap at the same time, beautiful imitation. For particulars apply to the Secretary.

Weavers' Co-operative Stores
P. O. Champanagore, **Bhagalpore.**

[illegible]—[illegible] ১৯১১ [illegible]

২৯ [illegible]

[illegible]

এ, সি, ঘোষ এণ্ড সন্স্ চিফ এজেন্টস
১৯১ [illegible] ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

NEW BOOKS !

	Rs.	As.	P.
India in Chains—Prof. Vaswani	1	8	0
My Motherland „	1	8	0
Spirit & Struggles of Islam „	1	5	0
Non-Co-operation in Other Land —Brockway	1	8	0
India & Its Govt „	0	8	0
Montagu's Failure & other papers	1	8	0
Revolt of the East—Roughton „	1	8	0
Truth about India—Hyndman	0	12	0
[illegible]-Co-operation (Whys & Wherefores)—C. F. Andrews	0	8	0
[illegible] South Africa do	0	8	0
[illegible]—Prof. N. Banerji	1	0	0
[illegible]dence	1	8	0
India for [illegible]—C. R. Das	1	0	0

NEW BOOKS !

	Rs.	As.	P.
Karachi Trial	1	0	0
Essays-Political & National-Stokes	2	0	0
The National Being—A. E. (Some thoughts on an Irish Polity)	2	3	0
"Dry" America—St. Nihal Singh (An object lesson to India)	3	0	0
Greater India—Rabindra N. Tagore	2	8	0
Failure of European Civilisation —Stokes	1	0	
Future of Indo-British Commonwealth —Col. Wedgwood	3	8	0
Nationalism in Hindu Culture —Dr Radhakumud	3	8	0
Meeting of the East & the West	2	0	0
Niti Dharma „	0	8	0
Songs of the Sea—C. R. Das	1	0	0

C. R. Das's.

UNDELIVERED PRESIDENTIAL SPEECH
for Ahmedabad Congress Price As. 4
An up to date
LIFE-SKETCH OF C. R. DAS Price As. 10.
THE INDIAN BOOK CLUB,—*College Street Market, Calcutta.*

New Publications.

	Rs.	A.
Greater India By Rabindranath Tagore	2	8
To The Students By C. F. Andrews	1	0
The Truth About India By H. M. Hyndman	0	12
India In England By Miss Helena N[illegible]	2	0
The Gospel of Swadesi By Kalelkar, Foreword by M. K. Gandhi	0	4
The Message of Bhagwatgita By Lajpat Ray	0	12
abidranath Tagore is Life and Life Work E. J. Thompson	1	8
By S. E. Stokes:		
The Failure of European Civilisation	1	0
National Self-Realisation	1	8
Essays: Political And National	2	0
By Mahatma Gandhi:		
A Guide To Health	1	8
Nithi Dharma	0	8
By Bernard Houghton:		
The Revolt Of The East	1	8
The Psychology Of Empire	0	4
Reform Or Revolution	0	4
Labour In Madras By B. P. Wadia with Foreword by Col, Josiah C. Wedgwood, M. P.	1	8
Rabindranath Tagore A Study of His Later Works By K. S. Ramaswamy Sastry	2	4
The Call To Young India By Lajpat Rai	3	0
Col. Josiah. C. Wedgwood The Man and His Work With Foreword by Lajpat Rai	2	0
Avadutagita Of Dattatreya translated by Prof. Kannumal, M.A.	1	0
India And Its Government By Fenner Brockway	0	8
Slavery of Our Times By Count Leo Tolstoy	0	12
Hindu Culture By K. S. Ramaswamy Sastry, B.A., B.L., with Foreword by Sir John Woodroffe	3	0
India And The Curency Standard By K. Q. Viswanadhaiyer M.A.	3	0
The Indian Currency And Exchange (Bomanjee Prize Essay) By K. C. Malundra B.A. (Cantab)	3	8

S. Ganesan
Triplicane
(Madras S. E.)

নূতন বই! নূতন বই!! নূতন বই!!!

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের গ্রন্থাবলী।

কিশোর কিশোরী ১৲, অন্তর্যামী ৸০, মালা ৸০, মালঞ্চ ৸০, সাগর সঙ্গীত কবিতা ।০, বাঙ্গলার কথা ।০ ভারতের কথা, দেশের কথা, স্বরাজসাধনা (যন্ত্রস্থ)

শ্রীহেমন্তকুমার সরকারের গ্রন্থাবলী।

১। [illegible] (নূতন বৎসরের সেরা বই) ১০
২। [illegible] (ভারত, মিশর, আফ্রিকা, চিন সমালোচনা ও রাজনীতি বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ) ১০
৩। স্বরাজকথা (বর্ত্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থার কথা) ৷৵০
৪। যুগপথ (যুগান্তরের উদ্বোধনের প্রবন্ধ) ৷৵০
৫। [illegible] ([illegible] জীবনী, প্রফুল্ল দাস) ৸০
৬। শ্রীঅরবিন্দ (জীবনী) ৷৵০
৭। [illegible] ([illegible] [illegible] চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)
৮। [illegible] (কবিতা, [illegible] [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়) ১৲
৯। লেনিন (রাশিয়ার নেতার জীবনী, [illegible] ঘোষ) ।০
১০। [illegible] ও [illegible] ([illegible]) … ৶০
১১। বিপ্লব [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible])
১২। বিবেকানন্দ ([illegible] [illegible])
১৩। Non-co-operation,—B. C. Pal … As. 8
১৪। Message of Hope,—P. K. Sarkar As. 5
১৫। Ancient History of the Deccan.
Prof. G. J. Dubrielul … Rs. 3
১৬। Sj. Chittaranjan Das's Life Sketch In English, by Sukumar Ranjan Das. As. 10.
১৭। স্বদেশ গীতি ([illegible] ঘোষ) ।০
স্বদেশ, [illegible], [illegible], [illegible] বিষয় প্রভৃতির পুস্তক পাওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা।

স্বদেশী চশমা

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দৃষ্টিহীন [illegible] চক্ষুদান করিবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাংলা ভাষায় এই পুস্তক। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]—১ম, ২য়, ও তৃতীয় খণ্ড [illegible] [illegible], প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০ পাঁচ পয়সা। উক্ত লেখকের রচিত [illegible] [illegible] ১ম—মূল্য ৴০ এক আনা।

প্রাপ্তিস্থান—এম ভাদার্স এণ্ড কোং,
৭ নং [illegible] লেন কলিকাতা।

Printed at the Metcalfe Press,
79, Balaram Dey Street, Calcutta.

Printed and Published by—Dhirendra Chandra Mukhopadhya,
7, Bhabanicharan Dutt Lane.

আহমেদাবাদ জাতীয় মহাসমিতির নির্বাচিত সভাপতির
অপঠিত অসমাপ্ত অভিভাষণ—

বাঙ্গলার কথা

বার্ষিক মূল্য ৬৲ টাকা
সম্পাদিকা—শ্রীমতী বাসন্তী দেবী
নগদমূল্য এক /০ আনা

প্রথম ভাগ { কলিকাতা, শুক্রবার, ১৩ই মাঘ, ১৩২৮; ২৭শে জানুয়ারি, ১৯২২ { ১৬শ সংখ্যা

জাগরণী

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ]

জাগো, জাগো, ওগো চিরন্তন,
দেখ চেয়ে আজ, মান দমান [illegible] তব মুখ,
কুণ্ঠিত নিশিদিন
অচেতন ঘুমে, হৃদয় [illegible] [illegible],
বিশ্বের মাঝে বিস্ময়ের মত, লেখা তব শুধু [illegible],
উঠ জাগো জাগো, লহ সংসার শিক্ষা
নব জাগরণ দীক্ষা।

শোন, ঐ শোন বাজে ডঙ্কা
স্বাধীনতা-রণে, কে আছ এখনো, নাহি আর কোন শঙ্কা,
সত্যের রণে [illegible],
ভীরু মন লয়ে, কেন [illegible] [illegible]?
মুক্তির গানে আপনার প্রাণে [illegible] আজিকে পূর্ণ,
লাজ ভয়ে লাজ, শান্তির রণে তূর্ণ,
বিঘ্নেরে কর চূর্ণ।

আজ উঠেছে প্রলয় ঝঞ্ঝা
মুক্ত জীবন কেন্দ্রিক বাঁধন, তোমের তারে [illegible] [illegible]
আকুল পাগল-পারা,
নব উদ্যমে, জাগিছে আমার কাজ,
ঐক্য কল্লোলে নব [illegible] ছুটিছে [illegible] [illegible]
[illegible], বাজিছে দশদিক [illegible]
মুক্তির তালে বক্ষে।

শোন, ঐ বাজে তোরে বাণী,—
আমরা [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] মাঝে শক্তি,
জাগো জাগো পুরবাসী
ভাঙো এ নিশা, এ ঘুম সর্বনাশী;
মোহ-বন্ধন কর খণ্ডন, সকলের চিত্ত
কর দূর আজি কায়া মন যত [illegible]
জাগো লাঞ্ছনা—[illegible]!"

আহ্মেদাবাদ জাতীয় মহাসমিতির নির্বাচিত সভাপতির অপঠিত অসমাপ্ত অভিভাষণ—

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় ও জাতীয় মহাসমিতির সভ্যবৃন্দ :—

আমরা এক্ষণে আমলাতন্ত্রের সহিত আমাদের বিরোধের চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছি; আমাদের প্রত্যেককে স্বীয় অন্তঃকরণ অনুসন্ধান করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে—"আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কটকালে আমি কি তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছি?" আমি তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছি বলিয়া আজ আপনাদিগের সকলের সমবেত আহ্বানে আমার সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছি। আমার উপর আপনাদের আন্তরিক বিশ্বাসের জন্য আপনাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি কিন্তু পূর্ব্বেই আমি বলিয়া রাখি আপনাদিগকে উপদেশ দিবার মত আমার কোনই অধিকার নাই। আমি যে নগর হইতে আসিয়াছি, তাহা শাসনতন্ত্রের রোষবহ্নির প্রবল উত্তাপ সহ্য করিতেছে। জাতীয়তাবাদী বাঙ্গালা শাসনশক্তির দ্বারা বাধ্য হইয়া রাজপুত্রকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলে, তাহারই জন্য আমাদের জাতীয় জীবনকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিতে দমননীতি অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই সত্য যে ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতার জনগণ আনন্দেই রাজকুমারের অভ্যর্থনা করিবে। কলিকাতার এই আসন্ন বিরোধের মধ্য হইতে পৃথক হইয়া আমি আপনাদিগের নিকট আসিয়াছি, সুতরাং আপনাদিগকে উপদেশ দিবার মত জ্ঞান আমার না থাকিলেও আমি এই বিরোধ শেষ পর্য্যন্ত পরিচালনা করিবার জন্য উৎসাহ ও অনুরাগের সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইয়াছি।

আমি বিবেচনা করি সর্ব্বাগ্রেই আমাদের নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন বর্ত্তমান বিরোধে আমাদিগের মনোগত ভাব কিরূপ। আমাদিগের উদ্দেশ্য কি? আমরা কোন্ পথে চলিতেছি? আমি মনে করি অধিকাংশ লোকই এ বিষয়ে একমত হইবেন যে আমরা বৈদেশিক শাসনাধীনতা ও বৈদেশিক প্রতিবন্ধকতা হইতে মুক্তি চাই। স্বাধীনতা শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহাই প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। সকল প্রকার দমননীতির অভাবই স্বাধীনতা নয়। যখন প্রতিদেশীয় অর্থসঞ্চয় করিতে বা প্রতিদেশীয় জাতিকে অন্যায়রূপে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হয়, তখন সে নিষেধের পশ্চাতে অবশ্যই শাসনবিধি থাকিবে। স্বাধীনতা ও এইরূপ শাসনবিধি যাহা জনসাধারণ দ্বারা নির্দ্ধারিত ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধই নাই। বিশেষতঃ, স্বাধীনতা পাইতে হইলে যে অধীনতার হাত হইতে মুক্ত হইতে হইবে এমন কোনও কথাই নাই। যতক্ষণ আমরা সমাজে সমবদ্ধভাবে বাস করি এবং সমাজের উন্নতিকল্পে আবদ্ধ থাকি, ততক্ষণ অধীনতা থাকিবেই; স্বাধীনতার এরূপ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অধীনতার প্রকৃত কোনই বিরোধ নাই। কিন্তু যদিও স্বাধীনতা ও শাসনবিধি এবং স্বাধীনতা ও অধীনতার মধ্যে অপরিহার্য্য কোনও বিরোধ নাই, তথাপি ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে, যে দমননীতি জনসাধারণ দ্বারা নির্দ্ধারিত তাহাই কেবল প্রকৃত স্বাধীনতার পরিপন্থী নহে, এবং যে অধীনতা সমাজসংরক্ষণের নিমিত্ত জনসাধারণের দ্বারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেই অধীনতাই কেবল স্বাধীনতার বিরোধী নহে।

স্বাধীনতার স্বরূপ কি?

স্বাধীনতার অর্থ কি? এক কথায় ইহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব; তবে এইরূপে ইহার বর্ণনা করা যাইতে পারে, ইহা সেই অবস্থা বা সেই অধিকার যাহা কোনও জাতিকে স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিয়া স্বীয় ভাগ্য গঠন করিতে সামর্থ্য দান করে। কিরূপে বিভিন্নজাতি জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও জাতি-স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ ও পবিত্র রাখিবার অভিপ্রায়ে স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে আহ্বান করিয়াছে, মানব জাতির ইতিহাসের প্রতিপৃষ্ঠায় তাহাই অনল অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে ফিন্ল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষ ইহার নিদর্শনস্থল। ইহাদের প্রত্যেকেই বৈদেশিক শিক্ষাদীক্ষার অভিযোগের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য বাধাপ্রদান করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছে। ইহাদের জাতীয় ইতিহাস একই ধারায় বহিয়া চলিয়াছে। প্রথমতঃ, তাহারা বৈদেশিক শিক্ষার নিকটে স্বীয় সভ্যতার পরাজয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছে; দ্বিতীয়তঃ তাহাদের জাতীয় শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, এবং সর্ব্বশেষে বৈদেশিক শক্তি হইতে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা না পাইয়া আত্মভাগ্য গঠনের অধিকার পাইবার জন্য তাহারা স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করাইবার দাবি উপস্থিত করিয়াছে।

আমাদিগের চরম লক্ষ্য হইতেছে স্বাধীনতা, কেন না জাতীয় ধারানুসরণ করিয়া আমরা আমাদিগের স্বাতন্ত্র্য ফুটাইয়া তুলিবার এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের জাতীয় ভাগ্য গঠন করিবার অধিকার চাহিতেছি। আমাদিগের ইহা ইচ্ছা নহে যে পাশ্চাত্যের বহিরাবরণের অনুষ্ঠানগুলি আমাদিগের জাতীয়তার প্রতিবন্ধকতা আচরণ করে, অথবা পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহার বিরোধী শিক্ষার দ্বারা আমাদিগকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলে। এইক্ষণে একটি আশাপ্রদ বাণী উঠিয়াছে, তাহা ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথের বাণী। তিনি বলিতেছেন—"পাশ্চাত্যের সভ্যতা আজ আমাদিগের দ্বারে অতিথি হইয়া উপনীত হইয়াছে, আমরা কি আতিথেয়তা বিস্মৃত হইয়া তাহাকে বিমুখ করিব, আমরা কি স্বীকার করিব না যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের মধ্যেই বিশ্বের মুক্তি নিহিত রহিয়াছে।" আমি স্বীকার করি

ভারতের জাতীয়তাকে বাঁচিতে হইবে, অন্যান্য জাতির সংস্পর্শে তাহাকে আসিতেই হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উক্তির বিরুদ্ধে আমার দুইটি কথা বলিবার আছে। প্রথম কথা এই যে আন্তর্জাতিকতা প্রবর্তনের পূর্বে আমাদিগের নিজস্ব একখানি আসন নির্মাণ প্রয়োজন, আর দ্বিতীয় কথা এই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে বরণ করিবার পূর্বে ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতাকে তাহার আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস স্বাধীনতা না আসিলে প্রকৃত মিলন অসম্ভব, বড়জোর অন্ধ দাসোচিত অনুকরণ হইতে পারে। যেমনটি এতকাল হইয়া আসিতেছে। বৈদেশিক শিক্ষাদীক্ষার নিকট ভারতীয় সভ্যতার পরাজয় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে—ইহা রাজনৈতিক অধীনতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। ভারতকে ইহার প্রতিবিধান করিতেই হইবে। যখন ভারতের জাতীয় জীবনের অসম্পূর্ণতা অপসৃত হইবে, কেবল তখনই উভয় সভ্যতার সম্মিলনের কথা উঠিতে পারে।

দেশের বাণী।

[শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়]

বুকভরা বেদনা, প্রাণভরা আশা লইয়া আজ দেশের বাণী প্রচারের গুরুভার গ্রহণ করিলাম। এ মহাব্রত উদ্‌যাপনে যে শক্তি ও সাধনার প্রয়োজন, সত্যই বলিতে আমার তাহা নাই। তবু অধিকারের এই স্বরাজ সাধনার দিনে দেশের আহ্বানে মায়েরই ডাকে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাই নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতার কথা জানিয়াও দেশের বাণী প্রচারে ব্রতী হইলাম, এ কঠোর ব্রত উদ্‌যাপনে, এ মহান্ সাধনে আমি কত অক্ষম কত দুর্বল এ কথা যখনই মনে জাগে তখনই কে যেন করুণ রাগে প্রাণের ভিতরে গাহিয়া উঠে।

"নিজেরে ভাবিয়া অক্ষম দুর্বল,
বাড়াবে মায়ের যাতনা কেবল;
মাতৃকণ্ঠে যার বাজিছে শৃঙ্খল
দুর্বল সবল সে কি ভাবিবে।"

সত্যই ত মা আজ বন্দিনী, দেশ আজ পরাধীন, জন্মভূমি আজ দাসত্বের পাশে শৃঙ্খলিত সে আজ নিজেকে অক্ষম দুর্বল ভাবিয়া শুধু কি মায়ের যাতনাই বাড়াইবে? এই যে আমার দেশ—যে দেশের স্নেহের মাতৃক্রোড় হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া আলোক পাইয়াছি, যার শান্তি শীতল বুকে আশ্রয় নিয়েও সংসারের আবিল সত্তার মধ্যে [illegible] সে দেশ ত আমার চোখে শুধু মাটি নয়, সে যে 'মা'। আমি যে সে [illegible] দেশমাতৃকার সন্তান, এই দেশের তিন কোটি নরনারী—জাতি ধর্মনির্বিশেষে তারা যে আমারই ভাই ভগিনী, আমার 'ধর্মাধর্ম প্রদায়িনী জননী জন্মভূমির' তিন কোটি হিন্দু মুসলমান আজ দাসত্বে ডুবিয়া আছে, আজ তারা 'নিজ বাসভূমে পরবাসী'। তারা যে আজ অন্নবস্ত্রহীন, দীনহীন ভিখারী, পথের কাঙাল। অন্নপূর্ণা মা আমার—তাঁরই সন্তান সকল সন্তান অনশনক্লিষ্ট ও বুভুক্ষিত, শক্তিরূপিণী জননী আমার সন্তান আজ শক্তিহীন, দুর্বল, ভীরু কাপুরুষ। যে দেশ 'সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা শস্যশ্যামলা' বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে, আজ সে দেশের জননীর কান্তি, শ্রীর রূপ, মোহিনী মূর্তি কেন বিলুপ্ত হইল? বীর প্রসবিনী জননী কেন আজ বীর-শূন্যা? রত্নগর্ভা মা কেন আজ রত্নহীনা? রত্নৈশ্বর্যময়ী জননী কেন আজ কাঙালিনী? এ যে পরাধীনতার বিষময় ফল। তাই তো আজ ভারতের আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করিয়া উত্থিত হইতেছে ত্রিশ কোটি মুক্তিকামী নরনারীর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে দেশের বাণী—স্বরাজ-স্বাধীনতা। স্বরাজ, স্বাধীনতা—এই তো দেশের বাণী। এ যে বিধাতার বাণী, এ যে ভারতী বাণী, এ যে পুণ্যপূত বাণী, এ যে মুক্তির বাণী, এ যে শক্তিবোধনের বাণী, এ যে স্বর্গীয় বাণী। এই দেশবাণীকে সত্য ও সফল করিবার মানসে ভারতের সহস্র সহস্র হিন্দু মুসলমান আজ সুখসম্পত্তি স্বার্থ-মান, সর্বস্ব অর্পণ করিয়া মরণকে হাসি মুখে বরণ করিয়া লইতেছে।

স্বাধীনতা মানবের জন্মগত অধিকার, সে অধিকার লাভ করিতেই হইবে। আমরা সে অধিকার লাভ করিবার জন্য মহাত্মাজীর পন্থার অনুসরণ করিব, তাঁহারই প্রবর্তিত পন্থার অনুবর্তন করিয়া নির্ভীক নিঃশঙ্কচিত্তে, নিঃস্বার্থমনে সাধনপথে অগ্রসর হইব। হে আমার মুক্তিকামী স্বদেশবাসী, আজ বুকভরা বেদনা লইয়া, প্রাণভরা আশা লইয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি এই স্বাধীনতা সাধনায়। এস আজ আমরা জীবন পণ করিয়া সর্বস্ব বলি দিয়া সত্য করি, সফল করি, সার্থক করি এই—দেশের বাণী।

"স্বরাজের জন্ম"

[শ্রীহরদয়াল নাগ]

বিগত ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ হইবে বলিয়া মহাত্মা গান্ধীর মুখে দৈববাণী হইয়াছিল। যাঁহারা স্বরাজের পক্ষপাতী নহেন তাঁহারা বলিতেছেন স্বরাজ হইল কৈ? স্বরাজ হয় নাই এই কথাও ত মহাত্মা বলেন নাই। তবে কারাগারে যে কারণে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবার্তা কিছুদিন গোপন ছিল স্বরাজের জন্ম বিষয়ে সেই কারণের ত অভাব নাই। বিশেষতঃ সদ্যোজাত শিশুর ন্যায় স্বরাজও জন্মমাত্র সাধারণের দৃষ্টিগোচরে আসিতে পারে না। স্বরাজের জন্ম হইয়া থাকুক আর নাই থাকুক অনেক ভাগ্যবান আজ স্বরাজের পথে যাত্রী। যাঁহারা স্বরাজপ্রাপ্তি কামনায় অজানার যাত্রা করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারা যে স্বরাজের পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন তৎসম্বন্ধে কি কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে? স্বরাজ আসিয়াছে দরিদ্র নারায়ণের পরিত্রাণের জন্য। যাঁহারা এখনও ঘুমের ঘোরে চক্ষু মেলিতে পারিতেছেন না তাঁহারা আজ আমার চিন্তার অতীত। যাঁহারা জাগিয়া বিছানায় উঠিয়া, দাঁড়াইতে অক্ষম, ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার ক্ষমতাবিহীন আমি তাহাদের কথা আর কিছু বলিব না। যাঁহারা [illegible]ন, চক্ষু মুছিতেছেন, একবার কর্মক্ষেত্রের দিকে তাকাইতেছেন আবার আকাশপানে" চাহিতেছেন, সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছেন না, একাগ্রচিত্তে সাধনার পথে অগ্রসর হইতে চাহিতেছেন না, তন্দ্রা বহিয়া যাইতেছে তথাপি পথে যাত্রা করিতে সাহসী হইতেছেন না, যাঁহাদের আত্মনির্ভরতা একেবারে নাই তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া দুই একটি কথা বলিব।

দরিদ্র নারায়ণকে মুক্ত করিতে হইলে আজ ভারত-মাতার বন্ধন মোচন করিতে হইবে। কিন্তু নিজে মুক্ত না হইয়া কেহ কখনও ভারতমাতার মুক্তির কার্য্যে পূর্ণভাবে যোগদান করিতে পারে না। এই স্বাধীনতার সমরে যোগদান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে নিজের পায়ের শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে হইবে এবং নিজে মুক্ত পুরুষ হইতে হইবে। কোন ব্যক্তিবিশেষ কি সম্প্রদায় বিশেষ আমাদিগকে স্বরাজ দিবেন অথবা একদিন আকাশ হইতে স্বরাজ খসিয়া পড়িবে এই চিন্তা নিতান্ত অমূলক। এইটী বুঝা দরকার যে স্বরাজ আমাদের অর্জন করিতে হইবে। "অর্জনের পূর্ব্বে কল্পনা এবং কল্পনাই অগ্র। কিন্তু কল্পনা হইলেই অর্জন হয় না। স্বরাজ আমাদিগকে অর্জন করিতে হইবে এবং তজ্জন্য হিন্দু মুসলমান শিখ পার্শি ইহুদী খৃষ্টান সকলেরই স্বাবলম্বী হইতে হইবে। সকলের একতার উপরে স্বরাজ প্রাপ্তি নির্ভর করে। যাঁহারা কর্মক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইবেন তাঁহাদিগকে আত্মবলিদানের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদান স্বরাজ-যজ্ঞের প্রধান আহুতি। দেশাত্মবোধ ব্যতীত কর্মী হওয়া অসম্ভব এবং মুক্ত পুরুষ না হইলে দেশাত্মবোধ আসিতে পারে না। গান্ধী, চিত্তরঞ্জন, আলীভাই, আজাদ, বাদশা মিঞা, নেহেরু, লাজপৎ প্রভৃতি সকল মুক্তপুরুষও কর্মী কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু তাহাতেও পূর্ণমাত্রায় কার্য্য সিদ্ধ হয় নাই। সাধনায় পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে অধিকতর শক্তির ও অগণিত কর্মীর প্রয়োজন। আমাদের স্বরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী সামান্য শক্তিশালী নহেন। সমগ্র দেশবাসীর আত্মশক্তি আত্মশুদ্ধি ও তপশ্চর্য্যা ব্যতীত দেশমাতৃকার মুক্তিলাভ অসম্ভব। আত্মশক্তি আত্মশুদ্ধি ও তপশ্চর্য্যা লাভ করিতে হইলে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে। দীক্ষাই সিদ্ধির প্রথম সোপান। দীক্ষালাভের পূর্ব্বে সংযম প্রয়োজন। যাঁহাদের ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস নাই তাঁহাদের সংযম অসম্ভব। কর্ম্ম মানুষের শক্তিসাপেক্ষ কিন্তু ফললাভ ভগবানের ইচ্ছাধীন, এই বিশ্বাস না থাকিলে সংযম আসিতে পারে না। তাই যাঁহাদের দেশমাতৃকার সেবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে তাঁহারা ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করুন, সিদ্ধিলাভ নিশ্চয়ই হইবে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" স্বাধীনতা স্বরাজের ভিত্তি। ব্যক্তিগত স্বরাজের সমষ্টিই জাতীয় স্বরাজ। আমাদের স্বরাজলাভ ভগবানের অভিপ্রেত এই পূর্ণ বিশ্বাস হৃদয়ে রাখিয়া সংযম সাধনা করিতে হইবে এবং তখন সংযত শান্তমনে কর্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতে হইবে।

আজ্ঞানুবর্ত্তিতা

[শ্রীমহেন্দ্রলাল দাস]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিখ্যাত M. Renan যীশু খ্রীষ্টের বর্ণিত জীবন কথা প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করি :—

"That which he most imperiously required was faith. This was the word most frequently repeated in the little guest chamber. It is the watch-word of all popular movements. It is clear that none of these movements would take place, if it were necessary that their author should gain his disciples one by one by force of logic. Reflection leads only to doubt. If the authors of the French Revolution, for instance, had had to be previously convinced by lengthened meditations, they would all have become old without accomplishing any thing."

তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের নিকট যীশু যে জিনিষটা দাবী করিতেন তাহা হইতেছে বিশ্বাস। এই শব্দটাই পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইত যখন কোন প্রচারক গুরুগণের নিকট অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়া উক্ত বাণী ঘোষণা করিতেন। সব সমাজে যত বিপুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তৎসমস্তের মূলমন্ত্র এই বিশ্বাস। ইহা নিশ্চিত যে যদি এই সব কর্মক্ষেত্রের প্রবর্ত্তয়িতাদিগের প্রত্যেক ব্যক্তিকে যুক্তিতর্কের সাহায্যে স্বীয় মতাবলম্বী করিতে হইত তবে এই সকলের কোনটাই সম্ভব হইত না। বিচার বিতর্কের শেষফল সন্দেহ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে যদি ফরাসি বিপ্লবের নেতৃবর্গকে দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনা দ্বারা তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হইতে হইত তবে তাঁহারা কোন কার্য্য সাধন করিবার পূর্ব্বেই বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হইতেন।

মনুষ্যজীবনে দুঃখের মত দুঃখের উক্তির কথা কত গভীরভাবে নিঃসৃত তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন যখন বিলাতে থাকিবার সময়ে তিনি সংবাদপত্র বিলাতের প্রতিনিধিকে বলিয়াছিলেন :—

"এই যে একটি সমগ্র দেশের বহু বিভিন্ন জাতীয় বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন ধর্ম্মের উপাসক অসংখ্য শ্রেণীর মানুষকে লইয়া গঠিত, যখন দেখি যে ইহার অন্তর্গত সকলেই [illegible] একজন সাধু পুরুষকে অনুসরণ করিতেছে তখন ইহা আধুনিক কালের একটি অলৌকিক ঘটনা বলিয়া বোধ হয়। ইহা কেবল ভারতবর্ষেই সম্ভব। আমাদের জনসাধারণের স্বভাবগত ধর্ম্মপ্রবণতাই ইহা পরিচায়ক। বুদ্ধিমানের কূটতর্ক, সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধিবিষয়ে পটুত্ব, শিক্ষিতবাগ্মিতা, এইগুলি আধুনিক রাজনীতিকদের আছে, কিন্তু ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের কাছে এইগুলি কিছুই নহে। তাহারা যে একাগ্রচিত্তে গান্ধীকে অনুসরণ করে তাহার একটী মাত্র কারণ আছে—তাহারা তাঁহাকে সাধু বলিয়া জানে। দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, যে সকল মানুষ প্রলোভনে পড়িয়া মদ্যপানে অভ্যস্ত হইয়াছিল তাহারা গান্ধী মহাশয়ের কথা মাত্রেই তাহা ত্যাগ করিয়াছে, অতি পুরাতন মদ্যপায়ী যাহারা তাহারাও গান্ধীর প্রতি ভক্তিবশতঃ মদ্যত্যাগ করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। তাহারা এই কথাই শুধু বলে 'মহাত্মা গান্ধী মদ্যপান নিষেধ করিয়াছেন' তৎক্ষণাৎ জীবনব্যাপী পানের নেশা নিমিষে টুটিয়া যায়। ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই এমন একটী প্রবল পথ একেবারে বন্ধ হইতে বসিয়াছে ইহাতে গবর্ণমেণ্ট বড়ই অসন্তুষ্ট, ইহাতে আবকারীর আয় কমে এই অছিলায় তাঁহারা আন্দোলনকে পীড়ন করিতেছেন। কিন্তু জনসাধারণ ইহাতে একেবারেই ভীত নহে, তাহারা মহাত্মা গান্ধীর বাণীতে এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য কারাগারে যাইতেও প্রস্তুত।" কথাগুলি যে কি পরিমাণে সত্য তাহা অসহযোগীদের বর্ত্তমান যুক্তিবাদিতা সত্ত্বেও আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি এবং এই হেতু ভরসা রাখি যে দর্শনের বিজ্ঞ আমাদের বিশ্বাস টলাইতে পারিবেন না। [illegible] নামের মনস্বী ফরাসী ভাবুক Amiel এর মতে "The distinguishing mark of religoin is not so much liberty as obedience, and its value is measured by the sacrifices which it can extract from the individual."

অর্থাৎ ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ হইতেছে স্বাধীনতা ততটা নয় যতটা বাধ্যতা বা আজ্ঞানুবর্ত্তিতা এবং ইহা লোকের যে স্বার্থত্যাগ আদায় করে তাহার দ্বারাই ইহার মূল্য নিরূপিত হয়. ফলকথা, আমাদের যে ধর্ম্মীয় অবস্থা তাহাতে logic কুলাইবে না, magicই চাই, এবং এই magic দেখাইতে পারে গান্ধীর মত সাধু মহাত্মা; কোন প্রতিভাশালী দার্শনিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিকের সে সাধ্য নাই। এই magic, সিদ্ধ পুরুষের এই অলৌকিক ক্ষমতা যে রাজনীতি, সমাজনীতি এবং অন্যান্য সব রকম নীতি বা policyকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে পারে তাহার প্রমাণ ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বেও পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু সাধুর তপঃশক্তির অপ্রতিহত প্রভাবে যে গভীর একতা যে ভারতবর্ষে দিবে, তাহাই হইবে বিশ্বমানবের আশাতে এই সেতুভূমির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

বিখ্যাত মার্কিন দার্শনিক William James এর কয়টী কথা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব :—

"If things are ever to move upword, some one must be ready to take the first step and assume the risk of it. No one, who is not willing to try charity, to try non-resistance as the saint is always willing, can tell whether these methods will or not succeed. When they do succeed, they are far more powerfully successful than force or worldly prudence. Force destroys enemies and the best that can be said of prudence is that it keeps what we have already in safety. But non-resistance when successful turns enemies into friends, and charity regenerates its objects. These saintly methods are creative energies; and genuine saints find in the elevated excitement with which their faith endows them an authority and impressiveness, which makes them irresistible in situations where men of shallower nature cannot get on at all without the use of worldly prudence. This practical proof that worldly wisdom may be safely transcended is the saint's magic gift to mankind."—Varieties of Religious Experience.

অহিংসা ও আত্মশুদ্ধি

ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া যথাসাধ্য দেশের ও দশের সেবা করাই আমাদের কর্তব্য। তাঁহার উপর একান্ত নির্ভর করিতে পারিলে আমাদের কোন অভাব থাকিবে না সকল প্রয়োজনই সাধিত হইবে। মনে রাখিও গীতার ভগবদ্বাণী অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং—যে আমার উপর সর্বান্তঃকরণে নির্ভর করিতে পারে আমি তাহার অপ্রাপ্তির প্রাপ্তি ও প্রাপ্তির রক্ষণের বিধান করি। কাজেই ভগবানের উপর নির্ভর করিতে পারিলে আমাদের ভাবনা নাই। তখন আমরা স্রোতের জলে গা ভাসাইয়া দিতে পারি।

তবে তজ্জন্য আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে। চিত্তশুদ্ধি না হইলে এ ভাবে নির্ভর আসিবে না। যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন ভগবান্ শুদ্ধবুদ্ধির গোচর। সুতরাং আমাদের মনোবৃত্তিগুলিকে সংযত করিয়া আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের শাস্ত্রে আছে যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। কিন্তু দুষ্প্রবৃত্তিগুলি দমন করা অত্যন্ত কঠিন তাই আমাদের শাস্ত্রে নানারূপ বিধিনিষেধের ব্যবস্থা আছে কিংবা যেন প্রবৃত্তির বিনাশের জন্য "প্রতিপক্ষ" ভাবনার নির্দেশ আছে। অহিংসা সাধনই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মানসিক সাধন তাহাতেই আমাদের চিত্তশুদ্ধি হইবে। চিত্তশুদ্ধি হইলে আমাদের আর শত্রুমিত্র জ্ঞান থাকিবে না। তখন অত্যাচারী হিংসক শক্তিকে আমরা প্রেমের আলিঙ্গন দিতে পারিব। যে পর্যন্ত তাহা না পারি সে পর্যন্ত ভাবিতে হইবে তাহারা অবোধ তাহারা তাহাদের অসৎকর্মের কুফল বুঝিতে পারিতেছে না। ইহাই আত্মশুদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়। যাহারা অহিংসার আবরণে হিংসাকে ঢাকিয়া রাখিতে চায় তাহারা প্রেম শক্তির অপূর্ব লীলাকে বিশ্বাস করিতেছে না। তাহারা দেশের কাজ করিতে পারিবে কিন্তু ইহাতে তাহাদের আত্মশুদ্ধি হইবে না। মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনে ভারতের সর্বতোমুখী উন্নতি সাধিত হইবে। গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া অহিংসা সাধন পর্যন্ত সাধনধারার ভিতরে দেশের দৈনন্দিন, জাতীয়, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত আন্দোলন নিহিত রহিয়াছে। তিনি মহাপুরুষ দেশের সমস্ত সাধনা একাকী করিয়াছেন এবং তাহাতেই আমাদের সাধনা সফল হইয়া গিয়াছে। আমরা সকলেই যন্ত্র, ভগবান যন্ত্রী। সকলেরই মনে করা উচিত যে আমরা এ আন্দোলনে যোগ দিয়া নিজেকে পবিত্র করিয়াছি। অদূর ভবিষ্যতে যে মহামিলনের ছবি দেখিতেছি তাহাতে সমস্ত ভেদবিবাদ ঘুচিয়া যাইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধা বিঘ্ন চূর্ণ হইয়া যাইবে। কেহ দূরে থাকিতে পারিবে না সকলকেই যোগদান করিতে হইবে। এমন কি [illegible] সহযোগীদিগকেও ইহার সহিত মিলিত হইতে হইবে।

স্বরাজ ও তাহার সাধন

(১)

'আমরা স্বরাজ চাই'। ইহাই আজ হিমাচল হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত (?) ভারতবাসীর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় সমস্ত জাতিই এইরূপ আত্মকর্তৃত্ব লাভের চেষ্টা করিয়াছে। তবে এ ক্ষেত্রে আমাদের একটু বিশেষত্ব আছে; আমরা কেবল রাজনৈতিক আত্মকর্তৃত্ব লাভকেই পরম প্রয়োজন বলিয়া মনে করি না। আমাদের আদর্শ আধ্যাত্মিক স্বরাজ। এবং ইহাই আমাদের জাতীয় বিশিষ্টতা। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানাজাতির মধ্যে আমাকে ঘুরিতে হইয়াছে, তাই জগতের অনেকটা আমি দেখিয়াছি। সর্বত্রই আমি দেখিয়াছি প্রত্যেক দেশের মধ্যে তাহার মেরুদণ্ড স্বরূপ একটা চরম আদর্শ রহিয়াছে। কাহারও মধ্যে রাজনীতিই চরম আদর্শ। কাহারও বা মধ্যে সামাজিক উৎকর্ষ, আবার কাহারও মধ্যে বা মানসিক উৎকর্ষ, এইরূপ জাতীয় প্রতিষ্ঠার জন্য ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ প্রত্যেকেই অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু আমাদের জন্মভূমি

প্রচার করিয়াছেন সমন্বয়বাদকে, এই সমন্বয়ই তাহার আধার এই সমন্বয়ই তাহার মেরুদণ্ড এই সমন্বয়বিধান সাধন ভিত্তির উপরেই তাহার জীবন প্রাসাদ স্থাপিত হইয়াছে। আমি এখন বিচার করিতেছি না কিরূপ আদর্শের মধ্যে একটা দেশের বা জাতির প্রাণশক্তি নিহিত থাকা চাই—সাম্প্রদায়িক আদর্শের মধ্যে না রাজনৈতিক আদর্শের মধ্যে, কিন্তু এ কথা নিঃসংশয়ভাবে স্বীকার্য যে ভালই হউক বা মন্দই হউক বা আমাদের প্রাণশক্তি আমাদের আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে। তুমি ইহাকে আর পরিবর্তন করিতে পার না। ইহার পরিবর্তে ইহাকে নষ্ট করিয়া প্রাণশক্তির জন্য অপর আধার সৃষ্টি করিতে পার না।" সুতরাং আমাদের 'স্বরাজ' আধ্যাত্মিক আদর্শে গঠিত হইবে তাহা নিঃসন্দেহ কিন্তু সেই আদর্শ স্বরাজ লাভের জন্য আমাদের যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে। আমাদের যোগ্যতালাভের পথে বর্তমান শাসনতন্ত্রই প্রধান কণ্টক। যেখানে অত্যাচার অবিচার রাজত্ব করে সেখানে ধর্মজীবন গঠিত হইতে পারে না। বৈদেশিক দুর্বল জাতির ভিতরে প্রাণের মহিমা আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পায় না কাজেই সর্বাগ্রে আমাদের মনকে 'সর্বপ্রকার ভয় ও দৌর্বল্য হইতে মুক্ত করিতে হইবে। বর্তমান শাসনতন্ত্র আমাদের সম্মতির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয় একথা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া তাহার সম্পর্ক ত্যাগ করিতে হইবে।

এ অধঃপতিত জাতির মন দেশের সনাতন উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। গত পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের কালে ইংরাজের জয় কামনা করিয়া হিন্দু কালীঘাটে পূজা দিয়াছে, মুসলমান মসজিদে নমাজ পড়িয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে জয় প্রার্থনা হইয়াছে। কিন্তু কেহ ন্যায়ের জয় হউক, সত্যের জয় হউক একথা বলিয়া প্রার্থনা করে নাই। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের মহাভারতের দিকে চাহিলে দেখিতে পাওয়া যায় মহাত্মা গান্ধারী স্বীয় পুত্রের পক্ষও সমর্থন করেন নাই তিনি বলিয়াছেন 'যে পক্ষে ধর্ম সেই পক্ষেরই জয় হউক'। আমরা তাহা বলিতে পারিয়াছি কি? আমাদের সমাজের যিনি আদর্শ পুরুষ সেই সন্ন্যাসী আজ রাজদণ্ডে ভীত হইয়া সত্যের মর্যাদা সম্যক রক্ষা করিতে পারিতেছে না। চিরদিনের রাজদণ্ড বিধানের সন্ন্যাসী আর্ত-বিপন্ন দুঃখীদের সেবা করিয়া আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন কিন্তু সেখানে সন্ন্যাসীর আঘাতে রক্তাক্ত দেশের দুঃখী অধমের কথা তাঁহাদের কোন 'রেপোর্টে' দেখি নাই যদি কেহ বলেন 'পলিটিকস্' সন্ন্যাসীর চর্চার বিষয় নহে তাহা হইলে তাহার উত্তরে জিজ্ঞাসা করি এ দেশে দুর্ভিক্ষ আর দুঃখের জন্য, মানীর মান নারীর সতীত্ব সম্বন্ধেও 'পলিটিকস' ভয়ে কি সন্ন্যাসী কোন বিষয়েই কথা বলিবে না? বিজাতীয় রাজশক্তির কথায় আমাদের অনেক বিষয়েই তাহার সহিত সংঘর্ষ হইবে তাহা হইলে কি সন্ন্যাসী সত্য ও ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা না করিয়া রাজভয়ে ভীত থাকিবেন? ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে রাজভীতির নিদর্শন পাওয়া যায় না।

সেখানে দেখিতে পাই মহাপ্রভু চৈতন্যদেব রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। আবার শঙ্কর কর্ণাটের রাজার অনুরোধ সত্ত্বে রাজগৃহে উপস্থিত হন নাই। আর আমাদের সন্ন্যাসী কি "রাজা কি বলিবেন" এই ভয়ে সমাজ সেবার আদর্শ পরিত্যাগ করিবেন।

সন্ন্যাসিগণ কি শুধু যোগীর সজ্জা ও স্বার্থের আত্মরক্ষা করিলেই তাহাদের কর্তব্য শেষ হইবে। সমাজের মন গঠিত করিবার দায়িত্ব কি তাহাদের নাই। সত্য ও ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করা অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া একটি সন্ন্যাসীর কর্তব্য নহে। পাণ্ডব গৃহীকে আশ্রয় দিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। সুতরাং আমাদের মন সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহাই স্বরাজের অন্তরঙ্গ সাধন।

স্বরাজের জন্য আর এক প্রকার সাধন আমাদের করিতে হইবে ইহাকে বহিরঙ্গ সাধন বলিতে পারি। পল্লীই আমাদের জাতীয় জীবনের শক্তিকেন্দ্র। এখনও শতকরা ৯০ জন লোক পল্লীতে বাস করে বিশেষতঃ কৃষি যে দেশের জীবিকা পল্লী তাহার রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি সমস্ত নীতির কেন্দ্রস্থল। সুতরাং পল্লী জীবনকে গঠন করিতে পারিলে আমাদের দেশ গঠিত হইয়া উঠিবে। যে দেশের লোকেরা ব্যবসা বাণিজ্যের উপরেই তাহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে তাহারা অন্যের আশ্রয় ব্যতীত দাঁড়াইতে পারে না, তাহারা অপরের ধন লুণ্ঠন করিয়াই আত্মশক্তি পরিবর্ধনের চেষ্টা করে কিন্তু আমাদের অনুরূপ। আমরা কৃষি ও কুটীর শিল্পের দ্বারা আত্ম প্রয়োজন সাধন করিতে পারিলেই আমাদের জাতীয় সত্তা সংরক্ষণ করিতে পারিব। আমরা অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা না করিয়া পশ্চাতে পড়িয়া থাকিব এ কথা আমি বলিনা তবে প্রতিযোগিতার উপরেই আমাদের জীবন মরণ নির্ভর করে না। তাই আমাদের পল্লীজীবনকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে পারিলে আমরা যে কোন বাহ্যিক সাহায্য ব্যতীতও উন্নতি লাভ করিতে পারিব। আজকাল অনেক কলেজের যুবক প্রশ্ন করেন কি করিব? তাহারা কাজ করিতে উন্মুখ কিন্তু কাজ পান না। এদেশে কি কাজের অভাব। যে দেশের সর্বাঙ্গে ব্যথা সেখানে ত সেবা বিস্তারের লোক প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক। অনেকে জেলে যাওয়ার উপকারিতা অপকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। এ সম্বন্ধে আলোচনার স্থান ইহা নহে। যাহারা জেলে যাইতে রাজী নহেন তাহাদের ইচ্ছা সম্ভবতঃ সমধিক কাজ করা। যদি তাহাই ঠিক হয় তবে মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া তাহারা পল্লীর দিকে ধাবিত হউন। পল্লীর ঘরে ঘরে চরকা তাঁত প্রচলন করিতে পারিলে তাহারা পল্লীর স্বচ্ছলতা আনয়ন করিতে পারিবেন। আজ যদি বঙ্গদেশের কলেজসমূহের ৮০২২৫

বাংলার যুবক তিন চারি মাসের জন্য বাঙ্গালার সমস্ত গ্রামে ছড়াইয়া পড়ুন এবং দৃঢ়তার সহিত চরকা প্রচলনে লাগিয়া যান তাহা হইলে ৩।৪ মাসের মধ্যেই বিদেশী বস্ত্র বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। ইহাতে আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা সরল হইয়া আসিবে।

আমাদের রাজনৈতিক সমস্যারও (স্বরাজের সমস্যারও) এই সঙ্গে সমাধান হইবে। গ্রামগুলি প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া যখন মহকুমা সমিতি গঠন করিবে এবং মহকুমা সমিতি প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া জেলা সমিতি এবং তদনুসারে প্রাদেশিক সমিতি গঠন করিবে তখনি আমাদের প্রকৃত স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা পাশ্চাত্য গণতন্ত্র হইতে অনেক বিষয়ে পৃথক হইবে। পল্লীর জনসাধারণের জীবনাদর্শের উপরে আমাদের ভবিষ্যৎ জাতির সৌধ গড়িয়া উঠিবে। এইরূপে পল্লীগুলি প্রণালীবদ্ধভাবে কাজ করিতে পারিলে কোন বিজাতীয় শাসন আমাদের জাতীয় দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না আমাদের বিশিষ্ট সমাজতন্ত্র আমাদিগকে সাহায্য করিবে। সুতরাং হে যুবকগণ কি কাজ করিব বলিয়া তোমরা কলিকাতা সহরে বসিয়া থাকিও না। বঙ্গমাতার পল্লীক্রোড়ে চলিয়া যাও সেখানে আমাদের অন্তঃপুর হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজের সমস্ত স্তরে স্বদেশী শিল্পের প্রতিষ্ঠা কর এবং বৈরাগ্য এবং ভাবের বন্যায় দেশ ভাসাইয়া দাও দেখিবে ইংরাজের জেল, ইংরাজের সৈন্য ইংরাজের শাসনতন্ত্র আমাদের জীবনীশক্তি নষ্ট করিতে পারিবে না। তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র আমাদের আত্মত্যাগ ও নির্ভীকতার সমুদ্রে বিলীন হইয়া যাইবে। ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি যে দেশসেবার পথ গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা পৃথিবীতে নূতন। তুমি তোমার কাজ ঠিক করিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর তাহাতে ভয়ের কিছুই নাই। আমরা রাজশক্তি মাথায় রাখি কিন্তু রাজার রাজধর্ম অতিক্রম করিয়া যদি কোন রাজশক্তি প্রজাশক্তিকে নিষ্পেষিত করিতে চায় তাহা মানিব না। রাজা রাজধর্ম পালন করুন প্রজা প্রজাধর্ম পালন করিবে। রাজা রাজধর্ম পালন করিলে তিনি আমাদের চক্ষে অষ্ট দেবতার অংশে নির্মিত কিন্তু রাজধর্ম পালন না করিলে তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র নহেন। সত্য তাঁহাকে আদর্শ বলিয়া আপন কার্য্যে ব্রতী হইলে আমাদের ভাবনা কোথায়? বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে যে সেবাব্রত ভাব সমস্ত কর্মীর আবির্ভাব হইবে তাহা হইতেই ভবিষ্যৎ ভারতের মহাজাতি গড়িয়া উঠিবে। এ কথা মনে রাখিও জয়স্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।

ভ্রম সংশোধন।

"বাঙ্গলার কথা"র নববর্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত "স্মৃতি-মন্দির" শীর্ষক গানটী ভ্রমক্রমে শ্রীযোগেশ চন্দ্র ঘোষ রচিত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ঘরের বন্ধুর নিকট গানটী শুনিয়া আমাদের ঐ ভ্রম হইয়াছিল, এখন জানিতে পারিলাম উহা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার [illegible] রচিত। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"বাঙ্গলার কথা"র গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অসম্ভব।

টাকা কড়ি, চিঠি পত্র, প্রবন্ধাদি সম্পাদিকার নামে না পাঠাইয়া "বাঙ্গলার কথা" কার্য্যালয়ে প্রকাশকের নামে পাঠাইতে হইবে।

ভিঃ পিঃতে বাঙ্গলার কথা প্রেরিত করা হয় না। ৩৲ টাকা পাঠাইলে এক বৎসরের জন্য ও ১৷৷০ পাঠাইলে ৬ মাসের জন্য টাকা প্রাপ্তির পর ১ম সংখ্যা হইতে গ্রাহক করা হয়।

অমনোনীত প্রবন্ধ বা কবিতা টিকিট পাঠাইলেও ফেরত পাঠান হয় না।

শ্রীকিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।
১। শিবাজী ও "রামদাসস্বামী" মূল্য ।৵০
২। চাণক্য (যন্ত্র)
৩। সাধনার পথে ,,
৪। মহাভারতীয় যুগের রাজনীতি ,,
৫। বীর দুর্গাদাস ,,
প্রাপ্তিস্থান—
সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রবীন্দ্রনাথ ও সংবাদপত্র সম্পাদকগণ কর্ত্তৃক
বিশেষভাবে প্রশংসিত
"স্বাবলম্বনের" গ্রন্থমালা

(১) জাতীয়তার অনুভূতি, (২) কুটীর শিল্প, (৩) ব্যক্তিগত অর্থনীতি, (৪) লাভজনক কৃষি, (৫) রং ও রঞ্জন বিদ্যা এবং (৬) সাবান তৈয়ারির মসলা।

মূল্য প্রত্যেক পুস্তক ।০, ডাকমাশুল পৃথক্। শ্রীঅমরেশ কাঞ্জীলাল, ৬০।১৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Encourage home Industries
AND
learn economy & patriotism.

Do you know how to do this? Come on. I will tell you. Purchase Gandhi Baftas made of Bhagalpuri Tasser and Charkha yarns, woven in handlooms, very durable and cheap at the same time, beware of imitation. For particulars apply to the Secretary,
Weavers' Co-operative Stores
P. O. Champanagore. Bhagalpore.

চরকা অ্যাসোসিয়েশনের বিজ্ঞপ্তি—তাঁত আরাম লোনান—আই কলিকাতা লিমিটেড এণ্ড ইনেস বিল্ড্ কোং রেসার্চ এন, এক দাম এণ্ড কোং চরকা কারবারকে খরিদ করিয়া গত ১৯২০ সনের ডিসেম্বর মাস হইতে কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন এবং ১৯২১ সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্তের হিসাবে অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ২০্ হারে লভ্যাংশ দিয়াছেন।

কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণ অতি সহজ ও সরল উপায়ে ঘরে ঘরে চরকা চালনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তুলার সূতা কাটা অপেক্ষা পশমী সূতা কাটা সহজ। তুলার মূল্য ও পশমের মূল্য প্রায় সমান কিন্তু তুলার সূতা অপেক্ষা পশমী সূতার দাম ৩।৪ গুণ বেশী। কাজেই যাহারা পশমী সূতা কাটিতেছেন তাহারা অল্প পরিশ্রমে বেশী পারিশ্রমিক পাইতেছেন এবং বিদেশের বাজারোপযোগী মজুর জন্য সূতা কাটা শিখিবার সুযোগ পাইতেছেন। কোম্পানী ইতি মধ্যে প্রায় দেড় হাজার চরকা গ্রামে গ্রামে স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদের দ্বারা পশমী সূতা কাটাইতেছেন এবং ঐ সূতা ও দেশীসূতা খরিদ করিয়া কলিকাতায় কারখানায় মোজা, শাল, সোয়েটার, মাফলার প্রভৃতি হসিয়ারী জিনিষ এবং লোহজঙ্গ (ঢাকা) কারখানায় পশমের বস্ত্র ও তাঁত বস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করাইতেছেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য প্রতি অংশ ১০্ করা হইয়াছে, তাহাও আবার ২ কিস্তিতে দিতে হয়।

কোম্পানীর অংশ এখনও পাওয়া যায় প্রস্পেক্টস্ ও আবেদন পত্রের জন্য লিখুন।

এ, সি, ঘোষ এণ্ড সন্স্ চিফ্ এজেন্টস্
১৭৭ বহুবাজার ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

নারায়ণ

সম্পাদক—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

সহঃ সম্পাদক—শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

গত অগ্রহায়ণ মাস হইতে নারায়ণ অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। এ বৎসরের আরম্ভ হইতে নারায়ণ বর্ত্তমান যুগোপযোগী কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় বাহির হইয়াছে, তাঁহার রচিত বর্ত্তমান যুগোপযোগী একখানা উপন্যাসও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের অনবদ্য উপন্যাস "পতিতার সিদ্ধি" চলিতেছে। উত্তর বাঙ্গালী বিপ্লবকেন্দ্রের নেতা, কর্ম্মিশ্রেষ্ঠ রাসবিহারীর দক্ষিণ হস্ত আন্দামান প্রত্যাগত শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ সান্যালের "বন্দীজীবন"—বারাণসী ও দ্বিতীয় বিপ্লবায়োজনের সম্পূর্ণ কাহিনী এবৎসর হইতে নারায়ণে বাহির হইতেছে। ইহা উপন্যাস অপেক্ষা চিত্তাকর্ষক, ঘটনাবাহুল্যে চমকপ্রদ, গতযুগের বিপ্লব ইতিহাস জানিতে হইলে "বন্দীজীবন" পাঠ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। অল্পসংখ্যক ছাপা আছে, সত্বর গ্রাহক হউন। টাকা কড়ি, চিঠিপত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

নারায়ণ কার্য্যালয়—
৭ নং ভবানী দত্ত লেন,
কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীফণিভূষণ ঘোষ।

New Publications.

	Rs.	A.
Greater India By Rabindranath Tagore	0	8
To The Students By C. F. Andrews	1	0
The Truth About India By H. M. Hyndman	0	12
India In England By Miss Helena N [illegible]	2	0
The Gospel of Swadesi By Kalelkar, Foreword by M. K. Gandhi	0	4
The Message of Bhagwatgita By Lajpat Ray	0	12
abidranath Tagore is Life and Life Work E. J. Thompson	1	8
y S. E. Stokes:		
The Failure of European Civilisation	1	0
National Self-Realisation	1	
Essays: Political And National	2	0
By Mahatma Gandhi:		
A Guide To Health	1	8
Nithi Dharma	0	8
By Bernard Houghton:		
The Revolt Of The East	1	8
The Psychology Of Empire	0	4
Reform Or Revolution	0	4
Labour In Madras By B. P. Wadia, with Foreword by Col, ciabjosiah C. Wedgwood, M. P.	2	8
Rabindranath Tagore A Study of His Later Works By K. S. Ramaswamy Sastry	2	[illegible]
The Call To Young India By Lajpat Rai	3	0
Col. Josiah. C. Wedgwood The Man and His Work With Foreword by Lajpat Rai	2	0
Avadutagita Of Dattatreya translated by Prof. Kannumal, M.A.	1	0
India And Its Government By Fenner Brockway	0	8
Slavery of Our Times By Count Leo Tolstoy	0	12
Hindu Culture By K.S. Ramaswamy Sastry, B.A., B.L. with Foreword by Sir John Woodroffe	3	0
India And The Curency Standard By K. Q. Viswanadhaiyer M.A.	3	0
The Indian Currency And Exchange (Bomanjee Prize Essay) By K. C. Malundra B.A. (Cantab)	3	8

S. Ganesan
Triplicane
(Madras S. E.)

নূতন বই! নূতন বই!! নূতন বই!!!

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের গ্রন্থাবলী।

কিশোর কিশোরী ১৷৹, অন্তর্য্যামী ৸৹, মালা ৸৹, মালঞ্চ ৸৹, বাঙ্গলার গীতি কবিতা ।৹, বাঙ্গলার কথা ।৹ কাজের কথা, দেশের কথা, স্বরাজসাধনা (যন্ত্রস্থ)

শ্রীহেমন্তকুমার সরকারের গ্রন্থাবলী।

১। [illegible] (নূতন ধরণের [illegible] বই) ৸৹
২। [illegible] (ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প সমাজনীতি ও রাজনীতি বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ) ৸৹
৩। জাতিকথা (বর্ত্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক আন্দোলনের কথা) ৷৵৹
৪। মুক্তপথ ([illegible] প্রবন্ধ) ৷৹
৫। রাজতরঙ্গ, চিত্তরঞ্জন (বিশদ জীবনী, [illegible]কুমার দাশ) ৸৹
শ্রীঅরবিন্দ (জীবনী) ৷৹
[illegible] (শিশুদের জন্য [illegible] ও [illegible] কথা, [illegible], [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়)
৮ গান্ধীবাণী (কবিতা, গান্ধীবাণীর [illegible] সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়) ১৲
৯। লেনিন (বলশেভিক নেতার জীবনী, নলিনীকুমার ঘোষ) ।৹
১০। স্বরাজ ও দেশবন্ধু (নলিনী, বীরেন্দ্র সেন) ... ৷/৹
১১। নির্ব্বাসিত (বিপ্লবের কাহিনী বাণী, স্বরাজ, ডাঃ [illegible] মুখোপাধ্যায়)
১২। বিবেকানন্দ (শিশুদের জন্য বিশেষ ভাবে লিখিত, [illegible] সেন)
১৩। Non-co-operation,—B. C. Pal ... As. 8
১৪। Message of Hope,—P. K. Sarkar As. 5
১৫। Ancient History of the Deccan. Prof. G. J. Dubricful ... Rs. 3
১৬। Sj. Chittaranjan Das's Life Sketch in English, by Sukumar Ranjan Das. As. 10.
১৭। স্বদেশ গীতি (হেমেন্দ্র ঘোষ) ।৹

স্বদেশ, অদ্বৈত, প্রাচীন, রাজনৈতিক বিষয় প্রভৃতি পুস্তক পাওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা।

স্বদেশী চশমা

বিদেশী সভ্যতা ও বিদেশী শিক্ষার [illegible] [illegible] দেশবাসীর চক্ষুদান করিবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] দেশপূজা [illegible] [illegible] জীবনী [illegible] পুস্তক বাংলা ভাষায় এই প্রথম। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] সংখ্যা—১ম, ২য়, ৩ তৃতীয় খণ্ড বাহির হইয়াছে, প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵৹ পাঁচ পয়সা। উক্ত লেখকের [illegible] [illegible] [illegible] ১ম—মূল্য ৵৹ এক আনা।

প্রাপ্তিস্থান—এম আদার্স এণ্ড কোং,
৭।২নং [illegible] লেন কলিকাতা।

Printed at the Metcalfe Press,
79, Balaram Dey Street, Calcutta.

Printed and Published by—Dhirendra Chandra Mukhopadhya,
7, Bhabanicharan Dutt Lane.

আহ্‌মেদাবাদ জাতীয় মহাসমিতির নির্ব্বাচিত সভাপতির

অপঠিত অসমাপ্ত অভিভাষণ—

বাঙ্গলার কথা

বার্ষিক মূল্য ৭৲ টাকা

সম্পাদিকা—শ্রীমতী বাসন্তী দেবী

নগদমূল্য এক /০ আনা

প্রথম ভাগ } কলিকাতা, শুক্রবার, ২০শে মাঘ, ১৩২৮ : ৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯২১ { ১৭শ সংখ্যা

"জগৎ চায় চরিত্রবল। যাঁহাদের জীবন নিঃস্বার্থ প্রেমের জ্বলন্ত-শিখায় প্রোজ্জ্বল, বিশ্বে তাঁহাদেরই প্রয়োজন আছে। সেইরূপ প্রেম প্রতি বাক্যে বজ্রের শক্তি আনিয়া দিবে। নির্ভীক বাক্য তদধিক নির্ভীক কার্য্যই আমরা চাই। হে মহৎ আত্মা, উঠ জাগ। জগৎ দুঃখের আগুনে দগ্ধ হইতেছে। এখনও কি তুমি নিদ্রিত থাকিতে পার? আমরা এই প্রকারে আহ্বান করিতে থাকিব, যতক্ষণ না সুপ্ত দেবতা জাগিয়া উঠে, যতক্ষণ না সেই অন্তস্থ দেবতা আহ্বানে সাড়া দেয়, ততক্ষণ আমরা ডাকিতে থাকিব। জীবনের আর কি গভীরতর উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? আর কি মহত্তর কার্য্য আছে? আমি শুধু বলি, জাগো, জাগো।"

(স্বামী বিবেকানন্দ)

কারার আহ্বান

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ]

কাঁদে ঐ লৌহকারা
দ্বার টুটে আয় পাগলপারা!
মুক্তি যারা
চাস্ রে এই নবীন দেশে।

সকল বুকে আগুন জ্বালি'
যায় চরণে যে যে ডালি,
জীবন ঢালি'
আয় চলে আয় যোগীর বেশে।

ডাকিছে ঐ দুঃখ কারা
কাঁদছে যে আত্মহারা,
পতিত যারা
আসিস্ এই জীবন ল'বে।

জ্বালা ভরে সবই জ্বালা!
জীবন শুধু অগ্নিমালা,
আগুন ঢালা
প্রাণ ল'বে যে আসিস্ ল'বে!

বন্ধ-পুরের দুয়ার খুলে
পাঁজি পুঁথি ফেলে ভুলে,
সকল ভুলে
আয় রে ছুটে মায়ের কাছে।

কারার মাঝে মা যে ডাকে,
বুক দেখা দেখ্ বি তাঁকে,
কাঁদে কাঁদে
দল বেঁধে আয় নবীন-সাজে।

ঐ উঠেছে প্রভাত তারা,
গগন হ'তে ডেক্‌ছে কারা!
জীবন-হারা
আয় ছুটে যে কারার মাঝে।

মুক্তি-ঊষা উঠ্‌ছে হেসে
শান্তি-গীতি আস্‌ছে ভেসে
দেখ্ রে এসে
মা যে তোদের কারার মাঝে।

আহ্‌মেদাবাদ জাতীয় মহাসমিতির নির্বাচিত সভাপতির অপঠিত অসমাপ্ত অভিভাষণ—

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

আমি এই স্থলে আর একটি আপত্তির খণ্ডন করিতে ইচ্ছা করি, ইহা আমার মডারেট বন্ধুদিগের আপত্তি। শুনিতে পাই তাঁহারা বলেন—"তুমি যখন স্বীকার কর যে স্বাধীনতাই চরম লক্ষ্য নয়, ইহা কেবল লক্ষ্য সাধনের উপায় মাত্র, সেই লক্ষ্য হইতেছে শাসন-ব্যাপারে আত্ম-কর্তৃত্ব; তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে থাকিয়াই তোমাদের জাতির আশা পূর্ণ হয় না কেন?" ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই যতদিন ভারতবর্ষ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি পরাধীন রাজ্যের স্থান লইয়া থাকিবে, ততদিন ভারতের আত্মস্থাপন চেষ্টা অসম্ভব। ভারতের পল্লীগ্রামগুলিতে যতদিন না সেখানে তাহার আত্মস্থাপন করিতে পারিবে, সেখানে লক্ষ্য কর কেমন ভাবে সাধারণ ভারতবাসী জীবন যাপন করে। যেহেতু তাহাদিগের যে প্রচুর অন্ন অধীন; যে কোনও দেশ তাহাদিগের তুল্য অধিবাসী পাইলে গৌরব অনুভব করিতে পারে; কিন্তু পরাধীনতাজনিত যে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী উহারা নিদর্শন তাহাদের মন উহাদের দুর্দিনে আচ্ছন্ন রহিয়াছে; আন্তঃবৈষম্যজনিত মনোভাব, ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তায় ও মোকদ্দমায় থাকিয়াই কেবল মোকদ্দমা পরিচালনা এই লইয়াই তাহাদিগের মন আন্দোলিত হয়। যে অনুষ্ঠানগুলি তাহাদিগকে আত্মনির্ভর ও আত্মতুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল সেগুলি এখন কই? যে কারণ বাধ্য করিয়া তাহারা নিজেদের জীবিকা অর্জন করিতে পারিত এবং স্বাধীনভাবে মনোমত দেবতাকে উপাসনা করিতে পারিত সে জীবন এখন কোথায়? আমি দৃঢ়তার সহিত বলিব একবার একটি জাতি পরাধীনতার দুর্দশা প্রাপ্ত হইলে, অবশ্যম্ভাবী অধঃপতন আসিয়া তাহার জীবনীশক্তি অপহরণ করিবেই। ইহার পরিণাম যে সেই জাতির প্রত্যেক দুই একটি স্থলে দৃষ্টি-গোচর হইবে তাহা নহে, সকল স্থলেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইবে। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিক হইতে দেখিতে গেলে ব্রিটিশ-শাসন ভারতের জাতীয় উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত এবং তৎপরে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য দেখাইয়াছেন কিরূপে কৌশলে আমাদিগের জাতীয় শিল্প আমাদের জীবন ও মরণ নিয়া বিনষ্ট করা হইয়াছে। কে অস্বীকার করিতে পারে যে প্রতি বৎসর কত কোটি টাকা ভারতের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে এবং প্রতিদানে ভারত তাহা হইতে কোনও উপকার পায় না। নীতিশিক্ষার দিক হইতেও আমরা গোলামের জাতি হইয়া পড়িয়াছি এবং পাশ্চাত্য লোকপূজার অধিকাংশই আমাদিগের মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছে। আমরা আমাদিগের প্রভুর ভাষায় কথা বলি, তাহার আদব-কায়দার অন্ধ অনুকরণ করি এবং তাহাদের সহিত তাহার অনুষ্ঠানগুলি গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হই; আমরা লক্ষ্য করিতে ভুলিয়া যাই যে আমাদিগের জাতীয় অনুষ্ঠানগুলি পল্লীতে পল্লীতে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। শিক্ষার দিক হইতে আমরা স্বেচ্ছাপূর্বক বৈদেশিক শিক্ষা-দীক্ষার বহিরাবরণকে মানিয়া লইয়াছি এবং আমাদিগের অধঃপতন তখনই সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে যখন আমরা আমাদিগের অতীত শিক্ষার দ্বারা অর্জিত যাহা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া স্বেচ্ছাপূর্বক তাহাকে বিসর্জন দিতে বসিয়াছি। কিন্তু এই স্থলে আমার মডারেট বন্ধুগণ বলেন—"জনসাধারণকে শিক্ষার দ্বারা উন্নত না করিয়া কিরূপে স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারিবে?" উত্তরে অবশ্য বলিব আমি যে কারণ নির্দেশ করিয়াছি তাহা যদি প্রকৃত হয় যে ভারতের বর্তমান অবস্থা, ইহার আর্থিক নৈতিক ও মানসিক অধঃপতন প্রভৃতি বৈদেশিক শাসনের অনিবার্য পরিণাম, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে যত দিন পরাধীনতা থাকিবে তত দিন এই অবস্থার পরিবর্তনের কোনও আশাই নাই। অবশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাময়িক অবস্থার আলোচনা করিতে পারি, যেমন এখন আমরা করিতেছি এবং জনসাধারণের মধ্যে একটা উৎসাহের ধারা বহাইতে পারি যাহা রাজনৈতিক আন্দোলনে সহায়তা করিতে পারে। কিন্তু আমাদিগের মনে রাখিতে হইবে যে প্রকৃত ব্যাধি দূর করিতে হইবে, ব্যাধির বহিঃপ্রকাশকে আক্রমণ করিয়া কোনও ফলই নাই।

এই জন্যই আমি ইংরাজ-শাসন চিরস্থায়ী হওয়ার বিরোধী, কারণ এই ব্যবস্থা থাকিলে আমাদিগের জাতীয়তা, আমাদিগের স্বাতন্ত্র্য, আমাদিগের ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুট হওয়া অসম্ভব। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে তাহাকে ইংরাজ-শাসনের প্রকৃতির আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয় না। সে শাসন ভাল হইতে পারে, মন্দ হইতে পারে, স্বীকার করিলাম তাহা ভাল ও মন্দ মিশ্রিত, কিন্তু আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহার মূল এই সত্য প্রকাশ করিয়াছি যে পরাধীনতার মধ্যে এমন কিছু অন্তর্নিহিত আছে যাহাতে জাতীয়-জীবনের অপচয় সাধন করে এবং ইহার প্রসার ও পূর্ণ বিকাশের অন্তরায় হয়। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াই হউক অথবা তাহার বাহিরে গিয়াই হউক, ভারতবর্ষকে সেই স্বাধীনতা পাইতেই হইবে যাহাতে ইংরাজের [illegible] সাহায্য বা বাধা না পাইয়া ভারত আপনার স্বাতন্ত্র্য-উপলব্ধি করিয়া নিজ আত্ম গঠন করিতে পারে।

আমলাতন্ত্রী শাসন দূর করিবার উপায় কি ?

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে যে আমলাতন্ত্রী-শাসনের সহিত বিরোধে আমরা কি উপায় অবলম্বন করিব। আমি তিনটী, কেবল তিনটী পন্থার উল্লেখ করিব—(১) সমর বিরোধ, (২) ভারত-পার্লামেন্টের নূতন আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা সভায় আমলাতন্ত্রের সহিত সাহচর্য্য এবং (৩) ঘোর অসহযোগ। প্রথমটীর আলোচনা আমি করিব না, কারণ উহা কার্য্যকরী রাজনীতির গণ্ডীর বাহিরে। তাহা না হইলেও, আমি আমার নির্দ্দিষ্ট মত অনুসারে বলপ্রয়োগের বিরোধী। সুতরাং সহযোগ ও অসহযোগের মধ্যে একটীকে আমাদিগের নির্ব্বাচন করিতে হইবে

বর্ত্তমান আন্দোলন

[শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত]

মহাত্মা গান্ধী যখন সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষের [illegible] এসে অহিংস অসহযোগের মন্ত্র এ দেশবাসীর কাণে দিয়েছিলেন তখন এ দেশের শিক্ষিত সাধারণের প্রাণে সহানুভূতির স্পন্দন পাওয়া যায় নি,—আমাদের শাসকবর্গ যে যোগমূর্ত্তির মধ্য দিয়ে ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে মৃত্যুর পথে আমাদের নিয়ে যাচ্ছিলেন—তখনই আমাদের এ [illegible] [illegible] হবে [illegible] [illegible]। [illegible] মত প্রচার করা হয় নি। বহুযুগের অলস নেশার জড়তা কাটিয়ে নিদ্রা ভাঙ্গিয়ে অবসাদ ঘুচিয়ে তখনও ইংরেজ আমলা প্রভুর শক্তির উপর আমরা আস্থা হারাই নি। মহাপ্রাণ গান্ধীর নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মবলের স্পর্শ না পেলে, কোনো কালে আমাদের সুপ্ত মনুষ্যত্ব জাগতে পারত না, আমাদের মৃতপ্রাণে নবজীবনের সঞ্চার হ'ত না। পাঞ্জাবের সেই অমানুষিক অত্যাচারের ও খেলাফতের অবমাননার নিষ্ঠুর কাহিনী ও আমাদের প্রাণ তেমনি করে আলোড়িত করত না, যদি না মহাত্মা দেশের হীনতা-দৈন্যের চরম দুর্দ্দশা দেখে অধীর হয়ে বৈরাগীর বেশে দেশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধনী দরিদ্র সকলের কাছে আত্মশক্তি-[illegible] করে না ফিরতেন। আজ যে শত শত যুবক তাদের বিলাস-লালসা বিসর্জ্জন দিয়ে ত্যাগব্রত গ্রহণ করেছেন,—এমন কি হাসিমুখে কারাক্লেশ বরণ করে নিয়েছেন সে ঐ দেশ-আত্মারই আলোর প্রেরণায়, ঐ মহামানবের স্পর্শ পেয়ে।

মানুষের ভেতরে চাইছে তার প্রেমটুকু। সত্যের প্রভাবই তাকে চিরদিন বাধ্য-সম্মোহিত করেছে ও করবে, মিথ্যা-প্রতিষ্ঠার ঘোর তার বেশীদিন থাকতে পারে না। যখন [illegible] মাধুর্য্য সত্যের আঘাতে ভঙ্গ হয়, [illegible] [illegible] করে—তার প্রতিকূলে বিদ্রোহ দেখা দিয়ে ওঠে। [illegible] শান্তশিষ্ট এ বিপ্লব। বহুকাল [illegible] [illegible] [illegible] মানুষের আত্মা, তার চিন্তাধারা, ভাবধারা,—এক কথায় তার আত্মজ্ঞানের অভাব। বিদ্যার অহঙ্কারই আমাদের বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে, কেমনটি,—তার এই জেনেশুনেই মুক্তি আসবে। নিজেকে বিশ্বাস করে, [illegible] যখন অপরের মাথার উপরে রাখতে যাই, তখনই আমরা নিজেকে ছোট করে ফেলি। যাঁরা অসুরের গর্ব্বে জগতের অপর সকলের স্বাভাবিক অধিকার হরণ করে শুধু নিজেরা বাঁচতে চায়, প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতে যায় তারা বাহির দিয়ে [illegible] সমৃদ্ধিকে লোপ করতে চায়, তারা মূলে দুর্ব্বলচিত্ত করে। বাহিরে ইয়োরোপ যেমন যাগ-যজ্ঞ বিস্তার করেও যে ইয়োরোপীয়েরা আজো চিরস্থায়ী শান্তির পথ খুঁজে পেল না, তার কারণ তাদের অন্তরের নিঃস্বতা, জ্ঞানবুদ্ধি আজো দূর হয়নি, আজো তারা যে যার পথে বসে অশান্তির অগ্নি জ্বালাচ্ছে ;—আজো তাদের এ বিশ্বাস হয় নি যে অস্ত্রবলের চাইতেও শক্তিমান্ অস্ত্র আছে—সে হচ্ছে সত্যের তেজ, আত্মার বল। আজ ইয়োরোপ কি সুখে আছে? তার প্রাণশক্তি কি অন্তরে সঞ্চিত হয়নি, আজ কি সে একবিন্দু শান্তির অনুভব করতে পারছে? কিন্তু সে যে [illegible] থেকে আত্মশক্তিকে বলে দাবী করছে, সে যে [illegible] পথ বাহিরে খুঁজেছে। তার বিলাসিতা, [illegible] মধ্যে ও বিলাসের [illegible] [illegible] হবে না। 'এই [illegible] মহা-বিলাসের [illegible]', তাদের [illegible] আর 'ইয়োরোপকে নবযুগের দীক্ষায় গ্রহণ করতে হবে, দীক্ষা করতে হবে অহিংসাই পরম ধর্ম, [illegible] [illegible]। আর [illegible] [illegible] [illegible] '[illegible] [illegible] [illegible], আর তাতে [illegible] [illegible] [illegible] দেশের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিক্ষিপ্ত ও [illegible] হতে হবে। আর আত্মপ্রতিষ্ঠার বিষম আঘাত [illegible] দিতে [illegible]—আর সেই আলোকের [illegible] [illegible] [illegible] হবে [illegible] তার [illegible] পরিবর্ত্তন করে [illegible] সঙ্গে [illegible] করতে হবে। ইয়োরোপ আজ আত্মার দীনতায়, তার [illegible] তাকে [illegible] [illegible] বঞ্চিত করে রেখেছে। আজ তাকে তার জ্ঞানবুদ্ধি ভুলে যেতে হবে, তাকে আত্মজ্ঞানের মধ্য দিয়ে অবসাদ ও বিলাসের [illegible] [illegible] হতে হবে, সকল বিদ্যার [illegible] ধুয়ে মুছে ফেলে তাকে সত্যনিষ্ঠা লাভ করতে হবে - আর তা থেকেই সে একদিন শান্তি খুঁজে [illegible] যে আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] করে খুঁজেছে—তার সন্ধিৎসার সন্ধান পাবে!

আজ ভারতের আত্মনিষ্ঠা ও সত্যনিষ্ঠা যতো

জগতে মিলনের বাণী ঘোষিত করতে হবে। আজ ভারত যে অসহযোগনীতি অবলম্বন করেছে—সে নিজেকে জগতের শত্রু করবার জন্য নয়,—সে বিদায় করতে চায় সত্যকে, অন্যায়ের রাজপ্রাসাদ থেকে ন্যায়কে উদ্ধার করবার জন্য, যে শক্তি মানবের মুক্তি-বিরোধী তাকে তার মূল হ'তে উপড়ে ফেলার জন্য। আজ মহাত্মা দেশে যে ধর্মযুদ্ধ প্রবর্তন করেছেন, সে অন্যায়কে প্রতিরোধ করবার জন্য, মনুষ্যত্বের মর্যাদা-মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য। এ অহিংস অসহযোগ কোনো ব্যক্তি বা জাতিবিশেষের সঙ্গে নয়—এ বিবাদ সত্যের, অন্যায়ের সাথে, মোহদুর্বলতার বিরুদ্ধে। এ আন্দোলন যে এ দেশে এসেছে সে ভগবৎ-প্রেরণায়। ভারতের চিরকালের বহুযুগ-সঞ্চিত বেদনা-ক্রন্দনে তাঁর আসন টলেছে—তাই আজ মহাত্মাকে ধরে এসেছে। এ আন্দোলন চালাতে হবে, স্বদেশের জীবন ও কল্যাণের জন্য, জগতের হিতার্থে, বিশ্বপ্রেমের প্রসারে, দেশে বিদেশে যারা হিংস্রতার অনল-অনলে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দেবার জন্য ক্ষেপেছে তাদের রক্ষা করবার জন্য। যারা হিংসা-বিদ্বেষ কলুষিত ধরাকে প্রেমের অমৃতে পরিশুদ্ধ করতে চান তাঁরা আমাদের চিরনমস্য। কিন্তু প্রেম ও মুক্ত-আত্মার উদার ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র বাস করতে পারে না; প্রেমের মাঝে অহঙ্কারেরও স্থান নেই। অহিংস অসহযোগকে যদি কেউ নিষ্ক্রিয়তা বা ভীরুতা বলে ভুল করেন, তবে তিনি খুব সঠিক দৃষ্টি দিয়ে সব-কিছু দিয়ে তর্কবিচার করেছেন বলা যায় না। কবি একদিন প্রাণের উত্তেজনায় লেখেছিলেন—

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।'

আমরা অতটা বলি না, কারণ তাতেও হবে হিংস্রতার পরিচয়। আমরা অন্যায়কারীর নাশ চাই না, আমরা চাই অন্যায়ের নাশ; আমরা চাই দুর্জয় তপস্যা যাতে বিপথচারীকে ও সহানুভূতি দান করে আপন করতে,—চাই তার সঙ্গে সাম্য-মৈত্রী, তার সঙ্গেও প্রেমের মিলন। আমরা চাই বন্ধুতার প্রীতি, প্রভু-ভৃত্যের হীন সম্পর্ক নয়। আর যারা আমাদের শত্রু ভেবেছে—আমরা চাই তাদেরও ভুল দূর করতে, তাদের দুর্বলের কলঙ্ক দূর করতে। আমাদের অসহযোগের মধ্যে প্রাণঘাতী বর্বরতা নেই—আছে অভিমানের শাসন। তাতে দূরের দেশ নয়, কাপুরুষের কারাগার নয়, তাতে আছে, দৃঢ়তা, ভুক্তমুক্ত ত্যাগের উদার-মহান্ সাধনাব্রত, যে আত্মায় বড়ো সত্য বিশ্বভাববর্জিত বেদনীয়ার মহত্ব। তাদের সব অমৃতময়, তাদের বাণী অমৃত বাণী। মৃত্যুর ঘোষিত মহাদেব আমাদের আদর্শ। তিনি শিব-শঙ্কর, আবার প্রলয়ের ভৈরব মহাকাল। তাঁর ঘরণী জগদ্ধাত্রীলীলার মাঝে চিন্ময়ী, অন্নপূর্ণা। যে ব্যক্তি মৃত্যুর অতীত মাটির ঘরে, তার মুক্ত-আত্মার স্বরূপে ডুব দিয়ে স্বর্গের অমৃত পারিজাতের হাসি আস্বাদ পারে যেই সে—না যে অজ্ঞানীদের বিকট উন্মাদনার নিজের আকাঙ্ক্ষা বা অহঙ্কারের বৃত্তি হারিয়ে ফেলে মরণানলে ঝাঁপিয়ে পড়ে—সে? সৌভাগ্যবশে যদি আমাদের বিবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, তাতে আমাদের মহত্ব কোথায়? সত্যাগ্রহের মধ্যে যে বিজিততম যোগ অহঙ্কার করে সেই বলতে পারে।

'আমি সহসা আমারে চেয়েছি আঁধার ঘুচিয়া গিয়াছে সব ধাঁধা' অশিক্ষিত উত্তেজনার ঘোরবশে থেকে ও তুরীয় অবস্থা লাভ হয় না। আরো যদি আজ মহাত্মার তপোলব্ধ অহিংস অসহযোগের মন্ত্রকে সত্য ও প্রেমের পথ বলে মানে আরো না পাই সে ত মহাত্মার দোষ নয়। যারা অবিবেচনা অবিশ্বাসের ঘোরে ঘুরে মরে আছেন, আর যারা এ আন্দোলনকে নিছক রাজনীতি বলে বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে এই সত্য, মুক্তি ও প্রীতির রাজ্যে আসতে দিচ্ছেন না—দেশে যদি সত্যের ধর্ম ও অহিংসার অর্চনা জেগে থাকে তাহ'লে তাঁরাই দায়ী, তাঁদের সাধন ও ভাব দৌর্বল্যই অপরাধী। হিংসা দস্যুতার দূর করে আদর্শের শ্রেষ্ঠতা মহাত্মাই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি দেশের বাস্তব-জীবনে এনেছেন অধ্যাত্ম-সাধনা যাতে করে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকলই লাভ হবে।

ভগবান্ যেমন কারুণ্যময়, তেমনই রুদ্র-ভয়াল। অসহযোগে যদি রুদ্রক্ষেপ থাকে তবে এ সেই রুদ্রের দাহ দক্ষিণমুখের শিব-বিভার জন্য আলোকপ্রাপ্ত হয়ে দেশে উঠবে। প্রেম আত্মত্যাগ ছাড়া হতে পারে না। বিশ্বমিলন যারা চান—তাঁরা এই উত্তরণের মহাত্মার সত্যের মানবীয় দিকে দৃষ্টি দিতে যেন না ভোলেন। যারা জন-নিন্দ্য, তাঁরা হিংসার আশ্রয় নিয়ে বিশ্বপ্রেমীকে আহত করতে পারবেন না। হিংসা প্রতিহিংসা আনবে। অসহযোগ অশান্তির বীজ বপন করবে। তাতে স্বাধীনতা লাভ করে শুধু নিজে বাঁচবে না, অপরকেও সঞ্জীবনী সুধা দান করবে।

চরকা-প্রসঙ্গ

[আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়]

একটি প্রাচীন সভ্য জাতি যখন মরণের পথে অগ্রসর হয় তখন তাহার ব্যাধির অন্ত থাকে না—সামাজিক, দৈহিক ও মানসিক। বাঙালী আজ ধ্বংসোন্মুখ। দুই চারিটি জেলা বাদ দিলে দেখা যায় প্রত্যেক জেলাতেই জন্ম-সংখ্যা অপেক্ষা মৃত্যু-সংখ্যা বেশী। কেবল ম্যালেরিয়ায় প্রতি বৎসর বাঙ্গালা দেশে ১১ লক্ষ লোক অকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। জীবন-সংগ্রাম দিন দিন তীব্র হইতেছে—অন্ন সমস্যার কোন সমাধান হইতেছে না। কলিকাতার অর্দ্ধেক লোক অ-বাঙ্গালী। কলিকাতা এশিয়ার সেরা শহর বলিয়া আমরা গর্ব্ব করি, কিন্তু ভুলিয়া

যাই—কলিকাতার বড়বাজারে শতকরা ৯০ ভাগ ইহুরোপীয়, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, পার্শি, আর্মেনীয়, দিল্লীওয়ালা প্রভৃতির দখলে—আর আমরা কেবল কেরাণীগিরি করিয়া দিনপাত করি। মুর্শিদাবাদ, ঢাকার কাপড় পশ্চিম হইতে আসে। আবার সম্প্রতি দেখিতেছি কাঠের গোলা-গুলোও আস্তে আস্তে উহারা আসিয়া দখল করিতেছে। আজ বারো বৎসর ধরিয়া "বাঙ্গালীর দারিদ্র্য ও তাহার প্রতিকার", "অন্ন-সমস্যা" ইত্যাদির প্রবন্ধে এই সকল আসন্ন বিপদের বার্তা ঘোষণা করিতেছি, কিন্তু অহিফেনসেবীর ন্যায় মোহ ও নেশায় বাঙ্গালী জাতি নিদ্রিত, তার সাড়া নাই।

[illegible] পর [illegible] উপস্থিত। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে বিদেশী বস্ত্র আমদানী হইত না। জিজ্ঞাসা তখন কি বাঙ্গালী জাতি বিবস্ত্র ছিল? না, তখন ঘরে ঘরে চরকা চলিত—ঢাকা, চন্দননগর, শান্তিপুর প্রভৃতি নগরে তাঁতের কারখানা চলিত। বাঙ্গালা দেশের অভাব মোচন হইয়া অনেক কোটি টাকার বস্ত্র বিদেশেও রপ্তানী হইত। কিন্তু যখন সস্তা ও জমকালো বিলাতী কাপড় বাজার ছাইয়া ফেলিল তখন মোহ-অন্ধতায় আমরা দেশী বর্জ্জন করিয়া বিদেশী গ্রহণ করিলাম। আজ সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ বৎসরে ৬০ কোটি টাকা বিদেশীকে উৎসর্গ দিতেছি।

একবার ভাবিয়া দেখা যাউক। এই ৬০ কোটি টাকা কি প্রকারে খরচ হয়। প্রথমতঃ ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড় সব আমেরিকার তুলায় তৈয়ার হয় না। কিন্তু প্রধানতঃ আমেরিকা হইতে তুলা আসে। ম্যাঞ্চেষ্টারের কলে এই তুলা হইতে সূতা এবং সূতা হইতে কাপড় হয়। একবার ভাবিয়া দেখুন এইরূপে জাহাজে আনাগোনায় কত খরচ হয়—তার উপর কত শাইলক ও মহাজনদিগকে মুনাফা দিতে হয়। এই বিপুল অর্থ [illegible] একবারে [illegible] যাইত। ভারতবাসীর আয় গড়পড়তায় বার্ষিক ৯৲ টাকা অর্থাৎ প্রাত্যহিক /০, আর মার্কিন দেশের অধিবাসীর দৈনিক আয় এক ডলার, প্রায় ৩।৵০ তিন টাকা পাঁচ আনা। ইংরাজ অধিবাসীর আয়ও প্রায় তদনুরূপ। অতএব দেখা যাইতেছে, এই /০ আনা আয়বিশিষ্ট ভারতবাসী তাহাদের পরিবর্ত্তে মজুর [illegible] ৩।৵০ রোজের মজুর নিযুক্ত করিতেছে।

[illegible] একটি কথা—চরকার সূতা তৈয়ারী করিলে সঙ্গে [illegible] এবং সেই সঙ্গে কার্পাসের চাষ আরম্ভ [illegible], তাহা হইলে বৎসরে যে ৬০ কোটি টাকা এখন আমরা বিদেশীকে [illegible] দিয়া আসিতেছি তাহা দেশেই থাকিয়া যাইবে এবং [illegible] বৃদ্ধি হইবে। আর এই বিদেশী বস্ত্রের একটা বয়কট সাধন চাই। বাঙ্গালীর পক্ষে বিদেশীর অর্থ-শোষণ আত্মহত্যাস্বরূপ। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে [illegible] আমাদের ১৯৪টি তুলার কল ছিল, কিন্তু ১৯১৮ সালে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২৬০ হয়। এই বৃদ্ধির প্রধান কারণ [illegible] "স্বদেশী যুগ।" এই কলের অধিকাংশ বোম্বাই ও আমেদাবাদ সহরে অবস্থিত। বাঙ্গালী যেমন পণ করিলেন বিলাতী কাপড় পরিবেন না, অমনি বোম্বাইওয়ালারা সুযোগ পাইয়া কেবল যে কল বাড়াইলেন তা নয়, কাপড়ের দর দ্বিগুণ, তিনগুণ বাড়াইলেন; অর্থাৎ বাঙ্গালীর স্বদেশানুরাগের অপব্যবহার করিয়া নিজেদের মালসাথে লাভের সুবিধা করিয়া লইলেন।

গত বৎসর বোম্বাই আমেদাবাদের কাপড়ওয়ালারা ১৩০ কোটি টাকা মুনাফা করিয়াছেন। এই সকল মিলের কাপড় প্রচুর পরিমাণে বাংলায় আইসে। ১৩০ কোটি টাকা মুনাফার একটা বড় অংশ বাংলা হইতে গিয়াছে। বাঙ্গালীরা বরাবর কাপড় কিনিয়া অনেক কোটি টাকা বাংলা হইতে অন্য প্রদেশে পাঠাইয়াছেন। আমি চাই চরকার প্রচলনে বাংলায় সূতা কাটিয়া ও বাংলায় বুনিয়া এই টাকা বাঙ্গালীর ঘরে থাকে। তা ছাড়া ইদানীং ভারতে যত তুলা হয় তাহার বেশীর ভাগ জাপানে রপ্তানি হয়। জাপান আবার এই তুলায় সেখানকার কলে কাপড় বানাইয়া কলিকাতার বাজার ছাইয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছে। আমি বাঙ্গালী—আমি চাই বাঙ্গালার টাকা বাঙ্গালার বাহিরে অন্যত্র না যায়—বাঙ্গালী এই প্রকারে না নির্ধন হয়।

তবে এই চরকার প্রচলন করিতে হইলে অতি কঠোর ব্রতের উদ্যাপন করিতে হইবে। প্রধানতঃ পুরস্ত্রীদের এই ব্রত লইতে হইবে, তবে পুরুষদেরও এই কাজে যথা-সাধ্য সাহায্য করিতে হইবে। বাঙ্গালীর প্রধান রোগ আলস্য। সহরে কতজন লোক বাস করে? বাঙ্গালাদেশে শতকরা ৯৩ জন পল্লীবাসী। তাহাদের মধ্যে অনেকেই দিবানিদ্রা, খোসগল্প, পরচর্চ্চা, তাসপাশা লইয়া সময় অপব্যয় করে। বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি "এক ফসলী" জেলায় চাষীরা সাড়ে তিন মাসের বেশী খাটে না, অবশিষ্ট নয় মাস বসিয়া খায়। যদি চরকায় সূতা কাটা চলন থাকিত তাহা হইলে এক বছর আকাল বা অজন্মা হইলে তাহারা "হা হতোহস্মি" করিয়া অন্নাভাবে হাহাকার করিতে প্রস্তুত হইত না, এই চরকায় সূতা কাটিয়া রোজগারের অন্যতম বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অন্ততঃ পেট-ভাতার সংস্থান করিতে পারিত। এখন সকলেরই দৃঢ়ব্রত হইয়া প্রত্যহ অন্ততঃ ২ ঘণ্টা চরকা চালাইতে হইবে। অবশ্য এই অভ্যাসটিকে [illegible] তুলিতে পারিলে পরে এই চরকা চালান অভ্যস্ত হইবে। তা ছাড়া যাঁহারা ধনী বা মধ্যবিত্ত তাঁহাদেরও অবসর সময়ে একটু সময় চরকায় অভ্যাস করিতে হইবে। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, ধনী ও নির্ধন—সকলেরই একমনে এই মাতৃসেবার সাধনা করিতে হইবে।

আর একটি কথা। "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" সকলেরই পরিতে হইবে। দেখা গিয়াছে যে নির্দিষ্ট সময়ে এক তোলা মিহি সূতা কাটা যায় ঠিক সেই সময়ে আবার দ্বিগুণ মোটা সূতা তৈয়ারি হয়। অতএব আপাততঃ সকলেরই মোটা খাদির কাপড় বা "খদ্দর" পরিতে হইবে। স্বদেশী-আন্দোলনের সময় অনেকে বাঙ্গালা [illegible] [illegible] অপবাদী। আমাদের দেশে, আর সকলেরই "মিহিন [illegible]

"খাদি" কাপড়ের উপর ঝোঁক। এখনও পাবনা, সিরাজ ও শান্তিপুর পাবনা প্রভৃতি স্থানে মোটা সুতার তৈয়ারী কাপড়ের চলন আছে। কিন্তু আমরা একবারেই পর-মুখাপেক্ষী, অর্থাৎ বিদেশীর অনুগ্রহভাজন হইয়াছি।

এই মহাসমস্যায় আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ প্রধান সহায় না হইলে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব। একবার ভাবিয়া দেখুন, এই মিহি কাপড়ের নেশায়—এই বিলাসিতায় আমাদিগকে কত খরচ বাড়াইয়া দিয়াছে। মিহি মিহি সরু শাড়ী পরিতে হইলে আজকালকার রুচি অনুসারে সেমিজ জ্যাকেট ইত্যাদি আবশ্যক হয়, কিন্তু মোটা শাড়ী পরিলে এ সমস্ত আর বড় কোন আবশ্যকতা হয় না। গৃহলক্ষ্মীদের নিকট করযোড়ে আমার নিবেদন তাঁহারা যেন এখন হইতে দৃঢ় পণ করেন মিহি কাপড় আর পরিবেন না, আর তাহাদেরও পরিতে দিবেন না। রাজপুত রমণী যেমন রণক্ষেত্র হইতে পলায়িত স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন তাঁহারাও যেন মিহি মিহি বিদেশী বস্ত্রভূষিত স্বামীকে তেমনি শিক্ষা দেন।

এই পবিত্র ব্রতে পুরুষের নামগন্ধ নাই। আমার ক্ষেত্রের ধানে ও গাছে আমার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার যেমন অধিকার, আমার ক্ষেত্রের কার্পাস হইতে সূতা কাটিয়া কাপড় বুনিয়া পরিবারে ও সেইরূপ অধিকার। যদি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া সাড়ে চারি কোটী বাঙ্গালী ইহা অবলম্বন করেন তাহা হইলে আর আমাদের পরিধেয় বস্ত্রের জন্য বিদেশের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে না—ঘরে বসেই কাপড় পরিবে। আশা করি 'চরকা'র ঘরে ঘরে আদর হইবে।

"আমাদের ছাত্রবৃন্দ"

[শ্রীহরদয়াল নাগ]

ভারতবর্ষে যে সমস্ত বিদ্যালয় আছে তাহাতে ছাত্রবৃন্দের জাতীয় জীবন গঠনের কোন ব্যবস্থা নাই এবং ধর্মজীবন গঠনেরও কোন উপায় নাই। তাহাতে ব্রহ্মচর্য্যের কথা অপ্রাসঙ্গিক এবং নীতিশাস্ত্রের চর্চ্চা নিয়মাতীত। দৈহিক জীবন গঠনও সহজসাধ্য নহে। মনুষ্যত্ব ও স্বাধীনতা শিক্ষা ভারতে বর্তমান রাজনীতি-বিরুদ্ধ, কাজেই সেই সকল শিক্ষা একেবারেই নিষিদ্ধ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশিক্ষা নাম মাত্র। উচ্চতর বিজ্ঞানশিক্ষা সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ না হইলেও কার্য্যতঃ তাহা হয় না। আমরা জাহাজ ও রেল গাড়ীতে চড়িতে শিখিয়াছি কিন্তু একটী জাহাজের কি রেলের এঞ্জিন প্রস্তুত করিতে শিখি নাই ও শিখিতে পারিব না। মটর গাড়ী, মটর বোট, মটর সাইকেল, ট্রাম গাড়ী, তড়িৎ পাখা, তড়িৎ আলো, বেতারবার্ত্তা ইত্যাদি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিজয় পতাকা। কিন্তু তাহার গূঢ়তত্ত্ব ভারতবর্ষীয় বিদ্যালয়ে শেখান হয় না। এমন কি যে সকল ছাত্র বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিদেশে গমন করে তাহারাও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষা লাভে বঞ্চিত। যে দেশেরই হৌক না কেন চাকরীজীবী মাত্রই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্বে প্রবেশ করিতে নিবারিত। প্রকৃত প্রস্তাবে মানব শিক্ষার সহিত আর কোন শিক্ষা মিলিতে পারে না। মানব-শিক্ষা অপরিহার্য্য। [illegible] যেমন মাল রাখিয়াই পরিষ্কার [illegible] বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, আমাদের বিদ্যালয়গুলিতেও এমন একটা চালুনি রাখিয়াছে যে ঐ চালনার বলে আমাদের বালক বালিকার মনুষ্যত্ব-শক্তি উৎপাটিত হইয়া যায় এবং মানব শিক্ষার প্রকৃত পথ তাহাদের নিকট রুদ্ধ হয়। ফল কি দাঁড়াইয়াছে, বালকগণ, দেখিবার ও ভাবিবার বিষয়। আজ আমাদের ভারত অন্নাভাবগ্রস্ত। যে ভারত জ্ঞানের জন্য জগতে বিখ্যাত ছিল সে ভারত অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন। অবিদ্যা প্রভাবে আজ ভারত পরাধীন। ভারতবাসী দরিদ্রনারায়ণ অন্নহীন, দুইবেলা আহার জুটেনা, পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ম্যালেরিয়া-রোগী ঘরে ঘরে। এঁদের দুর্দ্দশা দেখিয়া সকলের প্রাণ কাঁদে কিন্তু তাহাও কিছু করিবার নাই। ভিক্ষাদ্বারা যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণে ইহাদের কষ্টের সাময়িক লাঘব হইতেছে বটে কিন্তু ইহারা কি চিরদিনই এরূপ দুরবস্থাপন্ন থাকিবে? ভগবানের কি এই বিচার? না, ইহাদের ক্রন্দন এবং দুরবস্থা দেখিয়া ভগবানের আসন টলিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর মুখে দৈববাণী হইয়াছে, ইহাদের উদ্ধার নিকটবর্ত্তী এবং আমাদেরই এই উদ্ধার কার্য্য সাধন করিতে হইবে। তজ্জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। ভারত সন্তানগণের দুঃখ দারিদ্র্যের মূল কারণ বিদেশী বাণিজ্য ও ভারতের পরাধীনতা। ভারতকে বিদেশী বাণিজ্য ও পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিতে হইলে ভারতের 'বালকগণকে স্বাবলম্বনের শক্তি ভিতরে আনিতে হইবে। আমাদের বালকেরা মানবশিক্ষাদির বিদ্যালয়ে অর্থনৈতিক শিক্ষা পাইয়াও একেবারে আত্মনির্ভর হয় নাই। আজ [illegible] জন্য তাহারা দলে দলে অভিনব [illegible] ছিন্ন করিতেছে। আজ সাধনের শক্তি ভিতরে আনিতে আত্মশক্তির প্রয়োজন। পাশ্চাত্যশিক্ষার উৎকৃষ্ট ভাবটুকু আমাদের বালকগণ গ্রহণ করিতে পারেনা এবং তাহাদিগকে তাহা গ্রহণ করিবার সুযোগও দেওয়া হয় না। পাশ্চাত্যশিক্ষার যে অংশটুকু আমাদের বালকদের মন বিজাতীয় অথবা বিকৃত করে তাহাই ভারতশিক্ষাবিভাগের চালিতে সর্ব্বাঙ্গীন অর্থকরী-শিক্ষা বলিয়া আদৃত। আজ দেশমাতৃকার ডাকে যে সমস্ত বালক আত্মশক্তির বলে বিজাতীয় শিক্ষার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতেছে তাহাদের কার্য্যে আপাততঃ দৃশ্য কিছু গৌরব আছে বলিয়া মনে হয় না। আত্মতৃপ্তি ও আত্মশক্তির জন্য [illegible] পরিহারই প্রকৃত ত্যাগ বলিয়া নীতিশাস্ত্রে স্বীকার

করিতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমানকালের [illegible] জন ব্যক্তির বহু লোক যাহা ত্যাগ করিয়া থাকে তাহা স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। দেশের ও দশের সেবায় বিলাসিতা বর্জ্জন, মদ্যপান, আত্মত্যাগ ও আত্মবলিই হইতেছে প্রকৃত ত্যাগ। চিত্তরঞ্জন বৎসরে অন্যূন ৩ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। আর তিনি পার্থিব সকল সুখ [illegible] অঞ্জলি প্রদানে [illegible] করিতেছেন। আজ সমাজ তাঁহাকে লইয়া, সমাজ তাঁহার জয়, সমাজ তাঁহার উপায়। আজ সমাজ চিন্তায় তিনি আবির্ভাব করিয়াছেন দেশমাতৃকার পূজায় তিনি আত্মবলি দিয়াছেন। আজ তিনি বর্ত্তমানে আদর্শ জীবন লাভ করিয়াছেন। তিনি যে ত্যাগের বৈরাগ্য উত্থাপন করেন কোন ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আধ্যাত্মিক লাভের জন্য এতদূর ত্যাগের প্রয়োজন হয় না। সামান্য বাসনা ত্যাগ করিতে পারিলেই মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করা যায়। [illegible] উপার্জ্জন করিয়া বড় লোক হইব এই বাসনামূলক শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা নহে। আত্মশক্তির সেবায় অর্থ উপার্জ্জন [illegible] শিক্ষা নিকৃষ্ট শিক্ষা। যাহাতে মনুষ্যত্ব বিকাশ হয়, ঔদার্য শিক্ষাকেই সাধারণ আমার মতে শিক্ষা বলে। [illegible] কল্যাণ সাধন জন্য প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে করিতে হইবে সামান্য বাসনা বর্জ্জন ভিন্ন আর ত্যাগের দিকে কিছুই করিতে হয় না। ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা চরিত্র-লাভ হয় এবং চরিত্রই মনুষ্যত্বের অনুশীলন এবং আত্মজীবনের শক্তি। তবে স্বার্থ সাধন কেবল ব্রহ্মচর্য্য ও চরিত্রে বাধা হয় না। চিত্তরঞ্জন ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করিতেন এবং তাঁহার পার্থিব কোন সুখের অভাব ছিল না, আর তিনি স্বদেশ সাধনার পথে কত কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়। আমাদের বালকেরাও প্রত্যেকের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ঐ পথে চিত্তরঞ্জনের পদাঙ্কগামী হইবে এবং দেশের দুঃখ ও দুর্দ্দিনের সর্ব্বভার গ্রহণ করিয়া লইবে। [illegible] জন্য প্রকাশ যে কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন তাহা আর মানব জাতির শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয়। পরাধীন জাতির ধর্ম্ম থাকিতে পারে না প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের মানব ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্বের অধিকার থাকিলে আর অন্যের দরিদ্র নারীদের দুরবস্থা দেখিয়া আমরা নীরব থাকিতে পারিতাম না। স্বাধীনতা ও ধর্ম্মের জন্য মানবের আর কিছুই নাই। স্বাধীনতা ও ধর্ম্ম উদ্ধারের জন্য এমন কি কিছু আছে যাহা সকলের নহে? আজ স্বাধীনতা ও ধর্ম্ম সাধনের জন্য ভারতবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে।

পুনর্জ্জন্ম

[শ্রীচারুলতা দেবী]

আমরাও যে একসময় স্বাধীন ছিলাম সে কথা অনুভব করা দূরে থাক এমন কি সে কথা চিন্তা করবার মত অবসর বা শক্তি আমাদের নেই। তার কারণ আমরা জন্ম নিয়েছি পরাধীনতার মধ্যে। আমরা শিশুকাল থেকে দেখে আসছি কেবল বাধা, তাই ঐ বাধাটির সঙ্গেই সবচেয়ে আমাদের পরিচয় হয়েছে বেশী। চলা ফেরা এমন সবতে পদে পদে কিন্তু কিছু করবার অধিকার তো আমাদের নেই ই উপরন্তু যাকে যা' বোলে ডাকব সে অধিকারটুকুও আমরা হারিয়ে বসে আছি যারা। মায়ের বাহুবন্ধনে আমাদের এমন মায়াজালে আবদ্ধ করে রেখেছে যে আজ মাথার উপর যে কেউ এসে যদি বলে যাও [illegible] দিতে হবে আমরা অনায়াসে তা পারব কিন্তু যাকে [illegible] কেউ যদি সেই আকুল বেদনার উপায় [illegible] বলে তা'হলে সে কথায় আমরা কর্ণপাত করবো না [illegible] অনুরোধ ও কোন সত্য নেই। পরাধীন লোকদের [illegible] এবং নিশ্চিন্তে পরের আদেশ পালন করে যাচ্ছি—এটা যেন আমাদের স্বভাব হয়ে গেছে। অনেকে বলবে এ আর কিছু নয়—তা অনেকদিনের অধীনতা আমাদের কাপুরুষ করে তুলেছে [illegible] আমাদের পূর্ব গৌরব বিস্মৃত হয়েছি।" কিন্তু তাই বা কেমনকরে বলি? তবে কি হয় কেবল প্রত্যুৎপন্ন অভাব আদেশ মাত্র বহুদূরই, আর সেই শক্তি এতে অবিচলিত চিত্তে যুদ্ধে প্রাণ দিতে আসতে তা হয় না? এইত সেদিন শত শত ভারতবাসী ইংরেজের হয়ে লড়াই করতে গিয়ে যুদ্ধে প্রাণ দিল এর আর জাতি পুরস্কারস্বরূপ তাদের লাভ হল কি না জালিয়ানওয়ালা বাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। অন্যদিকে আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে আমাদের জয় হয় কি? যখন বাঙ্গলার বাঘ যখন আমাদের সঙ্গে যত যুদ্ধ বাঁচিতে বলা হল তখন তার বিরুদ্ধে একটা কথা বলতে আমাদের ভয় হবে কেন? অথচ এটাও যে নাই এই দিন আমাদের বোধ হয় যে অনেক দিন ধরে অভাব সহ করে এসে সেটা আমাদের এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে অভাব করার চেয়ে অভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়ানটাই আমাদের কাছে এখন অধিক লজ্জার বিষয় হয়ে পড়েছে। সেইজন্যই আজ আমাদের নিজের চরকায় তৈরী মোটা কাপড় পরতে লজ্জা হয় কিন্তু পরের দেওয়া মিহি কাপড় পরতে লজ্জা হয় না। চরকা কাটিবার সময় আমাদের হয় না কিন্তু উপন্যাস পড়বার সময় আমাদের যথেষ্ট। যে শিক্ষার ফলে আমরা একেবারে অসার হয়ে পড়েছি সে শিক্ষার বিরুদ্ধে কিছু বলতেও আমরা পারি না কারণ আমাদের নিজস্ব অধিকার পরের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আজ আমরা পরবাসী। সে অধিকার পেতে হলে আবার নতুন করে জন্ম নিতে হবে—মানুষ হতে হবে—সত্য যাহা অন্যায় করে নিজের অধিকার নিয়েছেন তাদের সঙ্গে সমানভাবে উপযুক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে। এইটুকু যেদিন আমরা পারব সেদিন এইলোকেই আমাদের পুনর্জন্ম লাভ হবে।

তার করে মরার আগে শিখতে হবে আত্মনির্ভরতা। আমার বেশ সন্দেহ হবে [illegible] তাকে আমার করা যায় না,—যা আপনার তাকে আপন বলবার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারলেই তাকে আর কেউ পর করতে পারবে না। আর তাই কেবল এই কথাটুকুই প্রাণের মাঝে দিয়ে রাখা দিচ্ছে—

[illegible] বেশ [illegible] নাই
আবার তোমা [illegible]

সত্য ও মিথ্যা

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

পিতলকে সোনা বলিয়া চালাইলে সোনার গৌরব ত বাড়েই না, পিতলটারও জাত যায়। অথচ, সংসারে ইহার অসদ্ভাব নাই। হয়ত এ সময় বিশেষে হাটে বাজারে কিছু বাড়তি আদায় করা যাইতে পারে, কিন্তু চোখ বুজিয়া একটুখানি দেখিবার চেষ্টা করিলেই দেখা অসম্ভব নয় যে একদিকে এই বাড়তিটাও যেমন ফাঁকি, মাসুলটার লাঞ্ছনাও তেমনি বেশী। তবুও এ চেষ্টার বিরাম নাই। এই যে সত্যগোপনের প্রয়াস, এই যে মিথ্যাকে বড় করিয়া দেখানো এ কেবল তখনই প্রয়োজন হয় মানুষ যখন নিজের দৈন্য জানে। নিজের অভাবে লজ্জা বোধ করে, কিন্তু এমন বস্তু কামনা করে যাহাতে তাহার যথার্থ দাবী দাওয়া নাই। এই অসত্য অধিকার যতই বিপুল ও ব্যাপক হইয়া পড়িতে থাকে, অকল্যাণের পাপও ততই প্রগাঢ় ও পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে থাকে। আজ এ হতভাগ্য দেশে সত্য বলিবার যো নাই, সত্য লিখিবার পথ নাই—তাহা সিডিশন। অথচ দেখিতে পাই, বড়লাট হইতে শুরু করিয়া কনেষ্টবল পর্য্যন্ত সবাই বলিতেছেন সত্যকে তাঁহারা বাধা দেন না, রাজনৈতিক সমালোচনা এমন কি তীব্র ও কটু হইলেও—নিষেধ করেন না। তবে বক্তৃতা বা লেখা এমন হওয়া চাই যাহাতে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লোকের ক্ষোভ না জন্মায়, ক্রোধের উদয় না হয়। চিত্তের কোন প্রকার চাঞ্চল্যের লক্ষণ না দেখা দেয়,—এমনি। অর্থাৎ অত্যাচার অবিচারের কাহিনী এমন করিয়া বলা চাই, যাহাতে প্রজা-পুঞ্জের চিত্ত আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠে, অত্যাচারীর প্রতি প্রেমে বিগলিত হইয়া পড়ে এবং দেশের হাড়-পাঁজরের ঘটনা পড়িয়া দেহ-মন যেন তাহাদের একেবারে স্নিগ্ধ হইয়া যায়! ঠিক এমনিটি না ঘটিলেই তাহা রাজবিদ্রোহ। কিন্তু এ অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব করি? [illegible] ও অন্যান্য [illegible] এডিটারকে একদিন প্রশ্ন করিলাম, একজন মাথা নাড়িয়া জবাব দিলেন ওটা [illegible]। [illegible] সিডিশন নয়—এটা [illegible] হয়। আর একজন পরামর্শ দিলেন, একটা পথ আছে। লেখার গোড়ায় 'যদি' এবং শেষে 'কি না?' দিতে হয়, এবং এই দুটা কথা নির্বিচারে যত্রতত্র ছড়াইয়া দিতে পারিলে, আর সিডিশনের ভয় থাকে না। বেশ ও, বা, বলিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম—কিন্তু আমার পক্ষে একের পরামর্শও যেমন দুর্ব্বোধ, অপরের উপদেশও তেমনি অবোধ্য ঠেকিল। ভাবিয়া [illegible], নিজের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক মত, কোন একটা বিষয় ন্যায়সঙ্গত কি না ঠিক করিতে পারি, কিন্তু যাহার আলোচনা করিতেছি তাহার রুচি ও বিবেচনার সহিত [illegible] মিলাইবার হাঙ্গামা চেষ্টায় কি করিয়া যে লেখার আগাগোড়ায় 'যদি' ও 'কিনা' বিকীর্ণ করিয়া সিডিশন বাঁচাইব, ইহাও যেমন আমার বুদ্ধির অতীত, জ্যোতিষীর কাছে নিজের ভাগ্য যাচাইয়া তবে লেখা আরম্ভ করিব সেও তেমনি সাধ্যের অতিরিক্ত। অতএব সত্য ও মিথ্যা নির্ণয়ের চেষ্টায়, ইহার কোনটাই আমি সম্প্রতি পারিয়া উঠিব না। তবে প্রয়োজন হইলে নিজের দুর্ভাগ্যকে অস্বীকার করিব না।

এই প্রবন্ধটা বোধ করি কিছু দীর্ঘ হইয়া পড়িবে, সুতরাং ভূমিকায় এই কথাটাই আরও একটু বিশদ করিয়া বলা প্রয়োজন। একদিন এ দেশ সত্যবাদিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু আজ ইহার দুর্নামের অন্ত নাই। সত্য-বাক্য সমাজের বিরুদ্ধে বলা যেমন কঠিন, রাজশক্তির বিরুদ্ধে বলা ততোধিক কঠিন। সত্য লেখা যদি বা কেহ লেখে ছাপাওয়ালারা ছাপিতে চায় না,—প্রেস তাহাদের বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। লেখা যাঁদের পেশা, জীবিকার জন্য যেসব সংবাদপত্রের সম্পাদকতা যাঁহাদের করিতে হয়, অনবরত আইনের শতকোটি নাগপাশ বাঁচাইয়া কি ভাবেই না তাঁহাদের পা ফেলিতে হয়। মনে হয়, প্রত্যেক কথাটি যেন তাঁহারা শিহরিতে শিহরিতে লিখিয়াছেন। মনে হয় রাজ রোষে প্রত্যেক ছত্রটির উপর দিয়া যেন তাঁহাদের ক্ষুব্ধ ব্যথিত চিত্ত কলমটার সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করিতে করিতেই অগ্রসর হইয়াছে। তবুও সেই অতি সতর্ক সাবধান ফাঁকে ফাঁকে যদি কদাচিৎ সত্যের চেহারা চোখে পড়ে, তখন তাহার বিকৃত, বিক্ষত মূর্তি দেখিয়া দর্শকের চোখ দুটাও যেন জলে ভরিয়া আসে। তাহা যেখানে দুর্বল, পতিত, সত্য যে দেশে মুখোস না পরিয়া মুখ বাড়াইতে পারে না, যে দেশে লেখকের মন এত বড় [illegible] করিতে বাধ্য হয়, সে দেশে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি সমস্তই যদি হাত ধরাধরি করিয়া কেবল নীচের দিকেই নামিতে থাকে তাহাকে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? যে ছেলে অল্পের জন্য ইস্কুলে কাগজ-পেন্সিল চুরি করিবার কথা লিখিতে বাধ্য হয়, আর একদিন বড় হইয়া সে যদি প্রাণের দায়ে সিঁধ কাটিতে সুরু করে তখন তাহাকে আইনের দায়ে ফেলিয়া জেলে দেওয়া যায়। কিন্তু যে আইন [illegible] করে তাহার হাতে থাকে না এবং ইহার [illegible] লোকের মনের মধ্যেও যেন গড় [illegible] থাকে।

দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটি বোধ করি আরও একটু পরিস্ফুট হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১। [illegible] মূল্য ।৴০
২। চাণক্য (যন্ত্রস্থ)
৩। স্বদেশের পথে ,,
৪। মহাভারতীয় যুগের রাজনীতি ,,
৫। বীর দুর্গাদাস ,,

প্রাপ্তিস্থান—
[illegible] লাইব্রেরী, [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা

রবীন্দ্রনাথ ও মনোজ্ঞ সম্পাদকগণ কর্তৃক
বিশেষভাবে প্রশংসিত

“স্বাবলম্বন” গ্রন্থমালা

(১) জাতীয়তার অনুভূতি, (২) কুটীর শিল্প, (৩) ব্যক্তিগত অর্থনীতি, (৪) লাভজনক কৃষি, (৫) রং ও রঞ্জন বিদ্যা এবং (৬) [illegible] তৈয়ার মসলা।

মূল্য প্রত্যেক পুস্তক ।০, ডাকমাশুল পৃথক। [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা।

Encourage home Industries
AND
learn economy & patriotism.

Do you know how to do this? Come on, I will tell you. Purchase Gandhi Doftas made of Bhagalpuri Tasser and Charkha yarns, woven in handlooms, very durable and cheap at the same time. Beware of imitation. For particulars apply to the Secretary,

Weavers' Co-operative Stores
P. O. Champanagore, Bhagalpore.

[illegible]—ঠিক [illegible] কোম্পানী [illegible] বিলাত [illegible] ১৯২০ সনের হিসাবে [illegible] এবং ১৯২১ সনের ৩০শে জুন পর্যন্তের হিসাবে অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ২০৲ হারে লভ্যাংশ দিয়াছেন।

● কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণ অতি সহজ ও সরল উপায়ে ঘরে ঘরে চরকা চালনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তুলার সুতা কাটা অপেক্ষা পশমী সুতা কাটা সহজ। তুলার মূল্য ও [illegible] মূল্য প্রায় সমান কিন্তু তুলার সুতা অপেক্ষা পশমী সুতার দাম অনেক গুণ বেশী। কাজেই যাহারা পশমী সুতা কাটিতেছেন তাহারা অল্প পরিশ্রমে বেশী পারিশ্রমিক পাইতেছেন এবং নিজেদের ব্যবহারোপযোগী কাপড়ের জন্য সুতা কাটা শিক্ষার সুযোগ পাইতেছেন। কোম্পানী [illegible] চরকা গ্রামে গ্রামে [illegible] বিতরণ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা পশমী সুতা কাটাইতেছেন এবং ঐ সুতা ও দেশীয় [illegible] কলিকাতার কারখানায় বোনা, শাল, আলোয়ান, [illegible] এবং লোহজঙ্গ (ঢাকা) কারখানায় [illegible] শীত বস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছেন। অংশীদারগণের সুবিধার জন্য প্রতি অংশ ১০৲ করা হইয়াছে, [illegible] কিস্তিতে দিতে হয়।

কোম্পানীর [illegible] পাওয়া যায়। নমুনাকার্ড ও আবেদন পত্রের জন্য লিখুন।

এ, সি, ঘোষ এণ্ড সন্স্ চিফ এজেণ্টস্
১৭২ বহুবাজার ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

নারায়ণ

সম্পাদক—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

সহঃ সম্পাদক—শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

গত অগ্রহায়ণ মাস হইতে নারায়ণ অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। এ বৎসরের আরম্ভ হইতে নারায়ণে বর্তমান যুগোপযোগী কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় বাহির হইয়াছে, তাঁহার রচিত বর্তমান যুগোপযোগী একখানা উপন্যাসও শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের অদ্ভুত উপন্যাস “পাতিত্যার সিদ্ধি” চলিতেছে। [illegible] বারাণসী বিপ্লবকেন্দ্রের নেতা, কর্মিশ্রেষ্ঠ রাসবিহারীর দক্ষিণ হস্ত আন্দামান প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সান্যালের “বন্দীজীবন”—বারাণসী ও দ্বিতীয় বিপ্লবায়োজনের সম্পূর্ণ কাহিনী এসংখ্যা হইতে নারায়ণে বাহির হইতেছে। ইহা উপন্যাস অপেক্ষা চিত্তাকর্ষক, ঘটনাবাহুল্যে চমকপ্রদ, গতযুগের বিপ্লব ইতিহাস জানিতে হইলে “বন্দীজীবন” পাঠ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। অল্প-সংখ্যক ছাপা আছে; সত্বর গ্রাহক হউন। টাকা কড়ি, চিঠিপত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

নারায়ণ কার্য্যালয়—
১৭ নং ভবানী দত্ত লেন,
কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীফণিভূষণ ঘোষ।

New Publications.

	Rs.	A.
Greater India By Rabindranath Tagore	২	৮
To The Students By C. F. Andrews	১	০
The Truth About India By H. M. Hyndman	০	[illegible]
India In England By Miss Helena N[illegible]	২	০
The Gospel of Swadeshi By Kalelkar, Foreword by M. K. Gandhi	০	৪
The Message of Bhagwatgita By Lajpat Ray	০	১২
abidranath Tagore is Life and Life Work B. J. Thompson	১	[illegible]
by S. E. Stokes: The Failure of European Civilisation	1	0
National Self-Realisation	1	
Essays: Political And National	2	0
By Mahatma Gandhi: A Guide To Health	1	8
Nithi Dharma	0	8
By Bernard Houghton: The Revolt Of The East	1	8
The Psychology Of Empire	0	4
Reform Or Revolution	0	4
Labour In Madras By B. P. Wadia, with Foreword by Col. Josiah C. Wedgwood, M. P.	[illegible]	8
Rabindranath Tagore A Study of His Later Works By K. S. Ramaswamy Sastry	[illegible]	[illegible]
The Call To Young India By Lajpat Rai	3	0
Col. Josiah. C. Wedgwood The Man and His Work With Foreword by Lajpat Rai	2	0
Avadutagita Of Dattatroya translated by Prof. Kannumal, M.A.	1	0
India And Its Government By Fenner Brockway	0	8
Slavery of Our Times By Count Leo Tolstoy	0	12
Hindu Culture By K. S. Ramaswamy Sastry, B.A., B.L., with Foreword by Sir John Woodroffe	2	[illegible]
India And The Currency Standard By K. Q. Viswanadhaiyer M.A.	3	0
The Indian Currency And Exchange (Bomanjee Prize Essay) By K. C. Mahindra B.A. (Cantab)	3	8

S. Ganesan
Triplicane
(Madras S. E.)

নূতন বই! নূতন বই!! নূতন বই!!!

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের গ্রন্থাবলী।

কিশোর কিশোরী ১৲, অন্তর্যামী ॥৹, মালা ॥৹, মাল্‌ঞ্চ ॥৹, বাঙ্গালার গীতি কবিতা ।৹, বাঙ্গলার কথা ।৹ [illegible] কথা, দেশের কথা, স্বরাজসাধনা (যন্ত্রস্থ)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী।

১। ঝালাপালা (নূতন ধরণের হাসির বই) ॥৹
২। বৈঠকখানা (ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প সমালোচনা ও রাজনীতি বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ) ১৷৹
৩। [illegible] (বর্ত্তমান [illegible], রাজনৈতিক ও [illegible] কথা) [illegible]
৪। [illegible] ([illegible] প্রবন্ধ) ॥৹
৫। [illegible] ([illegible] জীবনী, [illegible]) [illegible]
[illegible] (জীবনী) [illegible]
[illegible] ([illegible] [illegible] চট্টোপাধ্যায়)
৮। [illegible] ([illegible] সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়) [illegible]
৯। লেনিন (বলশেভিক নেতার জীবনী, [illegible] ঘোষ) ১৷০
১০। [illegible] ও [illegible] ([illegible] ঘোষ) ... [illegible]
১১। [illegible] ([illegible])
১২। [illegible] ([illegible] ঘোষ)
১৩। Non-co-operation,—B. C. Pal ... As. 8
১৪। Message of Hope —P. K. Sarkar As. 5
১৫। Ancient History of the Deccan, Prof. G. J. Dubrieuil ... Rs. [illegible]
১৬। Sj. Chittaranjan Das's Life Sketch in English, by Sukumar Ranjan Das As. 10
১৭। [illegible] ([illegible] ঘোষ) [illegible]

[illegible]

ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা।

স্বদেশী চশমা

বিদেশী চশমা ও বিদেশী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—এস আচার্য্য এণ্ড কোং,
৭ নং [illegible] লেন কলিকাতা।

Printed at the Metcalfe Press,
79, Balaram Dey Street, Calcutta.

Printed and Published by—Dhirendra Chandra Mukhopadhya,
7, Bhabanicharan Dutt Lane.

আহ্‌মেদাবাদ জাতীয় মহাসমিতির নির্বাচিত সভাপতির
অপঠিত অসমাপ্ত অভিভাষণ—

বাঙ্গলার কথা

বার্ষিক মূল্য ৭৲ টাকা
সম্পাদিকা—শ্রীমতী বাসন্তী দেবী
নগদ মূল্য এক /০ আনা

প্রথম ভাগ { কলিকতা, শুক্রবার, ২৭শে মাঘ, ১৩২৮ ; ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ { ১৮শ সংখ্যা

আত্ম-জয়ী

[শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়]

দেহটা আজ পড়ুক বাঁধা
 লৌহের শিকল-পাকে।
আকাশচারী মন যে মোদের,
 মন কি বাঁধা থাকে?
কারাগারের বাঁধন টুটে
বাহিরে সে যে এল ছুটে
যেথায় দেশের লক্ষ মন
 মিলন মায়ের ডাকে।

বন্দী আজি মুক্ত হ'ল
 মুক্ত-মনের জোরে
অত্যাচারী পড়ল বাঁধা
 আপন-শিকল-ডোরে
বক্ষে নবী যেই জানাল
সেই তো মোদের প্রাণ জাগাল
মাতৃকে শিরে বাঁচিয়ে দিল
 চির অমর করে'।

সকল ভুলে ধরেছি আজ
 ভোলানাথের পথ,
ভুবন ছেড়ে সার করেছি
 ত্যাগের চির কথা।

বিশ্ব-হিংসা ঘনায়েছে
শান্ত করিব প্রেমের বলে,
শিবের বরে লইব বুকে
 সকল অশিব-জ্বালা।

স্বার্থতরে পীড়ন করে
 হিংসা বিষ বহে
বীর সে তো নয়; সেই তো রে বীর
 যে জন্ সকল সহে'
সমান আপন সত্য-তরে
যে জন দিল প্রেমের তরে;
চিরন্তনী তার পতাকা
 বিশ্ব তাহার বহে।

আজ্ কে তবে সত্য-প্রেমের
 পাঞ্চজন্য বাজা
কে আর মোদের বাঁধবে রে আজ?
 কে রে মোদের রাজা?
মৃত্যুকে আজ জয় করেছি
মিথ্যা- মোহের ক্ষয় করেছি
বিশ্বে মোরা দীন নহি
 মোরাই মোদের রাজা

আহ্‌মেদাবাদ জাতীয় মহাসমিতির নির্ব্বাচিত সভাপতির অপঠিত অসমাপ্ত অভিভাষণ—

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

সুতরাং ভারতশাসনসংস্কার আইনের পক্ষাবলম্বিগণ স্বপক্ষে যে সকল যুক্তি উপস্থিত করেন তাহার তত্ত্বগুলির সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি এবং প্রসঙ্গ ক্রমে এই কয়টি বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে, প্রথমত, ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা অর্থাৎ জাতি স্বাতন্ত্র্যের গঠন ও জাতি তাহার সংগঠনে অধিকার এই সংস্কার আইনে স্বীকার করা হইয়াছে কি না; দ্বিতীয়তঃ এই আইনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারতবাসীদিগকে আত্মশাসনের প্রবর্তনের সুবিধা দিয়াছে কি না; সর্ব্বশেষে এই শাসনবিধি জাতীয় অর্থের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনও ক্ষমতা দান করিয়াছে কি না।

ভারতসংস্কার-বিধির রচনায় এই কথা বলা হইয়াছে—"যেহেতু পার্লামেন্টের ইহাই প্রচারিত অভিমত"। এই ত রচনা; পার্লামেন্টের প্রচারিত অভিমত কি? স্বায়ত্তশাসনে ভারতবাসীর স্বরাজ অধিকার স্বীকার করা? আদৌ নয়। তবে কি যে জাতিসংঘ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছে, সেই জাতিগুলির মধ্যে একটি স্বাধীন ও সমকক্ষ জাতি বলিয়া ভারতের অধিকার স্বীকার করা? মোটেই নয়। অপরপক্ষে ভারতকে যে সমস্ত অধিকার দানের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই লক্ষ্য করুন—"ভারত-শাসনের প্রত্যেক বিভাগে ভারতবাসীদিগকে অধিকতর সুযোগ দানের দ্বারা স্বায়ত্তশাসিত অনুষ্ঠানগুলির ক্রমবিকাশ সাধন এবং ব্রিটিশ শাসিত ভারতে প্রজাপুঞ্জের মতানুমোদিত শাসনের ব্যবস্থার দ্বারা ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গরূপে ক্রমিক পরিণতি।" কোনও জাতির অধিকার ইহা অপেক্ষা অল্পে অল্পে স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। শাসন সংস্কার বিধির রচনায় এমন কিছু বলা হইয়াছে কি যাহাতে কোন সময়ে ব্রিটিশ-পার্লামেন্ট ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি স্বাধীন ও সমকক্ষ রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। "ব্রিটিশ শাসিত ভারতে প্রজাপুঞ্জের মতানুমোদিত শাসনের ক্রমিক পরিণতি"—এই সকল কথার অর্থ বড়ই অস্পষ্ট এবং ইহাদের অর্থোদ্ঘাটনে কোনও ব্রিটিশ-রাজনীতিকের প্রতিভা প্রযুক্ত হইবে না। তারপর ঐ আইনের দ্বিতীয় প্রস্তাবটি পরিত্যাগ করিয়া তৃতীয় প্রস্তাবটিতে উপনীত হইলে আমরা দেখিতে পাই উন্নতির পথে প্রতি পদ-বিক্ষেপের কাল ও ভঙ্গী একমাত্র পার্লামেন্টই নির্দ্ধারিত করিবে, কারণ ভারতীয় জাতিসংঘের উন্নতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের দায়িত্ব তাহার উপরই অর্পিত আছে। এখানে জাতিসংঘ কথাটি লক্ষ্য করুন, এক জাতি নহে জাতিসংঘ! এই শব্দ প্রয়োগের দ্বারা পার্লামেন্ট বলিতে চান ভারতে এক জাতি নয় বহু জাতিই অবস্থান করিতেছে। অন্ততঃ আমি সংস্কারবিধির রচনায় তৃতীয় প্রস্তাবে ভারতবর্ষের যে অবমাননা করা হইয়াছে, তাহা অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহি পরন্তু আমি ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে বাধ্য। ভারতীয় জাতির (জাতিসংঘ নয়) উন্নতি ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি এবং আমি আদৌ স্বীকার করি না যে কোনও বৈদেশিক পার্লামেন্টের পক্ষে একটি পরাধীন জাতির সমস্ত ভার বহন করা সম্ভব। উন্নতির পথে প্রতি পদ-বিক্ষেপের কাল ও ব্যবস্থা যে পার্লামেন্টই নির্দেশ করিবে এইরূপ বিধির আমি প্রতিবাদ করি। এবং আমার মনে হয় শাসন বিধির যে উদ্দেশ্য তৃতীয় প্রস্তাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কেবল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের শাসনকর্তৃত্ব চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে, আমি ইহা এক মুহূর্তের জন্যও স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। চতুর্থ প্রস্তাবটি ত আরও ভয়ানক, ইহা বলিতেছে—"যাহাদিগকে এই আইনের দ্বারা দেশসেবা করিবার নূতন সুযোগ দেওয়া হইল, তাহাদিগের সহযোগিতার দ্বারা এবং তাহাদিগের দায়িত্বজ্ঞানে কতটা বিশ্বাস স্থাপন করা যায় তাহার পরিমাণের দ্বারা এই সকল বিষয়ে পার্লামেন্টের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইবে।" অর্থাৎ যদি আমরা বাধ্য থাকিয়া ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে খুসী করিয়া প্রমাণ দিতে পারি যে আমাদিগের দায়িত্ব জ্ঞান আছে, তাহা হইলে তখন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবে সংস্কার-বিধির আর এক অংশ আমরা পাইতে পারি কি না। মোট কথা, আমরা চিরন্তন শিশুমাত্র এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আমাদিগের একমাত্র অভিভাবক।

রাজনীতি ক্ষেত্রে আমার বিপক্ষাবলম্বিগণের মতামতের প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, তথাপি যে মূল পদ্ধতি ক্রমে সংস্কার বিধি নির্দ্ধারিত সে পদ্ধতি আমি স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। উন্নতির ক্রম যেমনই হউক না কেন, আমার মনে হয় আমাদিগের আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করা আমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। আমার মনে হয় জাতীয় মহাসমিতির সাধারণ অধিবেশনে আমাদিগের দৃঢ়তার সহিত প্রচার করা উচিত যে—স্বাধীনতা প্রত্যেক জাতির স্বতঃসিদ্ধ অধিকার, এবং ব্রিটিশ-পার্লামেন্ট আমাদিগের নিমিত্ত কি স্থির করিয়াছেন বা করিবেন, তাহা না ভাবিয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার ও আত্মসত্তা গড়িয়া তুলিবার যে অধিকার ভারতবর্ষের আছে ও থাকিবে নিশ্চয়ই। ইহাও আমার মনে হয় যদি কোনও শক্তি কোনও প্রকারে ভারতীয় জাতির আত্মোপলব্ধি ও আত্মনির্ণয়ের পথে বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত করেন, তাহা হইলে সে শক্তিসমূহের পক্ষ এবং সর্ব্বপ্রকারে তাহার

প্রতিরোধ করা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডের সহিত আমি সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছি, কেবল এই সর্ত্তে যে ভারতের স্বভাবসিদ্ধ অধিকারকে ইংলণ্ড স্বীকার করিয়া লইবে। সে স্বীকার ভারতশাসন-বিধির কোনও স্থলেই নাই এবং অন্ততঃ আমি ভারতকে ব্রিটিশ-শাসন কর্ত্তৃত্বের চির-স্থায়িত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবার প্রস্তাবে সম্মত হইব না। কিন্তু আমার মডারেট বন্ধুগণ আমায় বলেন যদিও, ভারতীয় জাতির স্বাধীনতা—যে অর্থে ঐ শব্দটি আমি প্রয়োগ করিতেছি—সেইরূপ স্বাধীনতা পার্লামেন্টের নির্দ্দেশে স্বীকৃত হয় নাই, তথাপি আমরা শাসন-সংস্কার বিধি অনুসারে কাজ করিতে থাকিলে পার্লামেন্টের এমন ক্ষমতা নাই যে আমাদিগের সে স্বাধীনতা অস্বীকার করে; আমি আমার মডারেট বন্ধুগণের বিবেচনাশক্তির দোষ দিতেছি না কিংবা তাঁহাদিগের স্বদেশপ্রেমও অস্বীকার করিতেছি না; তথাপি আমার মনে হয় এই যুক্তি একেবারেই অসার। আমার কথা এই, আনুষঙ্গিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ইংরাজ-শাসনের সহিত আপোষে মিটমাট করিয়া লইতে যতই সম্মত হই না কেন এবং সে বিষয়ে যতটা স্বার্থত্যাগ করিতে স্বীকার করি না কেন, যাহা আমি মূল ভিত্তি মনে করি সে বিষয়ে কোনরূপ আপোষে নিষ্পত্তি অসম্ভব। স্বাধীনতা আমার জন্মস্বত্ব, সেই অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিতে হইবে, অল্প অল্প করিয়া নহে, বিচার করিয়া নহে একেবারে সম্পূর্ণ ও সমগ্র ভাবে সেই অধিকারের স্বীকার আমি দাবি করি। আমার সন্দেহ নাই, এ বিষয়ে আমাদিগেরই জয় হইবে। কিন্তু যদিই বা আমরা অকৃতকার্য্য হই, তথাপি আমরা আমাদিগের জাতীয় সম্মান ও জাতীয় মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অন্ততঃ চেষ্টা করিব। অন্ততঃ পক্ষে ভারতশাসন আইন যে অসম্মানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার প্রতিবাদ করিবই করিব। আমার মনে হয় ভারতের জাতীয় মহাসমিতি ও শাসন-সংস্কার আইনের পরিচালক মন্ত্রিগণের মধ্যে যে মতভেদ রহিয়াছে তাহা এই যে ভারতের জাতীয় মহাসমিতি চরম-লক্ষ্যের দিকেই দৃষ্টি স্থাপন করিয়াছে এবং যাহা কিছু ভারতীয় জাতির স্বাধীনতা স্বীকার করিবে না তাহা মূলতঃ মিথ্যা বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিবেই। অপর পক্ষে দেশীয় মন্ত্রিগণের লক্ষ্য রহিয়াছে তাঁহারা যে সকল বিভাগের কর্ত্তৃত্ব পাইয়াছেন তাহাদের উপর—এবং তাঁহারা আশা করেন ঐ সকল বিভাগের কার্য্য দক্ষতাপূর্ব্বক করিয়া সম্পন্ন করিতে পারিলেই স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হইবে।

(ক্রমশঃ)

রাজস্ব বন্ধ করা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্য

(Young India হইতে অনূদিত।)

গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বন্ধ করিবার কথা কোন কোন স্থানে উঠিয়াছে। অন্ধ্র প্রদেশ অপেক্ষা অন্য প্রদেশেই এই সম্বন্ধে আন্দোলন একটু জোরে চলিয়াছে। এ কথা ঠিক, কংগ্রেসের ব্যবস্থা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের এই সকল ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য আছে। কিন্তু এই কার্য্যের গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করিয়া আমি পূর্ব্ব হইতেই প্রাদেশিক সমিতি সকলকে রাজস্ব বন্ধ করা সম্বন্ধে সতর্ক হইতে অনুরোধ করিয়াছি—যতদিন না আমি কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট প্রদেশে আমার নিজের তত্ত্বাবধানে ইহার কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখি, [illegible] সকলকে এ বিষয়ে সতর্ক হইতে অনুরোধ করিতেছি।—

আমার একজন বন্ধু—বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি আছে এবং ইহার কার্য্য সম্বন্ধে নিবিষ্টচিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন—এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"আমি অনেক সময় চিন্তা করিয়া থাকি এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলন যখন আইন ভঙ্গ করিবার জন্য রাজস্ব বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিবে তখন ইহা দেশের সীমা অতিক্রম করিবে কি না। আমার মনে হয় এই আন্দোলন মূলতঃ আধ্যাত্মিক আন্দোলন। আমার বিশ্বাস মহাত্মা গান্ধীও তাহাই মনে করেন। কিন্তু রাজস্ব বন্ধ করা শুরু করিলে কি ইহা ধর্ম্মের ভিত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া অশান্তি, বিদ্রোহের প্রশ্রয় দিবে না এবং যে সমস্ত লোক এখন অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত হয় নাই তাহাদিগকেও ইহার মধ্যে আনিয়া ফেলিবে না? মহাত্মা গান্ধী আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বলের দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে পরাভূত করিবার সংকল্প করিয়া কি অজ্ঞাতসারে দৈহিক প্রলোভন আমাদের সম্মুখে ধরিতেছেন না? অল্পদিন পূর্ব্বের ঘটনাতে দেখা গিয়াছে যে জনসাধারণের মন হইতে এখন পশু-শক্তির উপর বিশ্বাস এবং শারীরিক বলপ্রয়োগ করিবার ইচ্ছা দূর হয় নাই। এইরূপ অবস্থায় রাজস্ব বন্ধ করিয়া আইন অমান্য করিবার ব্যবস্থা করিলে তাহা দেশকে কোথায় লইয়া যাইবে কে জানে। সেইজন্য আমার একটুও ইচ্ছা নয় মহাত্মা গান্ধী এইভাবে আইন অমান্য করিবার কার্য্য আরম্ভ করেন।"

আমার বন্ধুর আপত্তির মূল কথাটি এই যে রাজস্ব বন্ধ করা শুরু হইলে এমন লোক সকল আন্দোলনে জড়িত হইবে যাহারা অহিংসার ভাবে অনুপ্রাণিত হয় নাই। ইহা খুবই সত্য এবং ইহা সত্য বলিয়া এ কথা বলা যায় যে রাজস্ব বন্ধের আন্দোলন "দৈহিক প্রলোভনের" লোভ দেখায়। এইজন্য আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে, লোকে আমাদের কথা সহজেই গ্রহণ করিবে, কেবল এইজন্যই যেন আমরা রাজস্ব বন্ধ না করি। লোকে সহজে

গ্রহণ করিবে এ প্রলোভন অতিশয় বিপজ্জনক। এ বিষয়ে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর অভিজ্ঞতা আমরা স্মরণ করিতে পারি। তিনি যখন কৃষকদিগকে অহিংসার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিলেন তখন তাহারা বলিয়াছিল যদি তিনি তাহাদিগকে বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলেন তাহারা তৎক্ষণাৎ করিতে প্রস্তুত। কৃষকদিগকে এমনভাবে শিক্ষিত ও প্রস্তুত করিতে হইবে যেন তাহারা কোন প্রকার অশান্তি বা গোলযোগ ব্যতিরেকে খাজনা বন্ধ করিবার সার্থকতা ও সাফল্য বুঝিতে পারে এবং সরকার পক্ষ হইতে তাহাদের জমিজমা ক্রোক বা সর্বস্ব বিক্রয় ও বাজেয়াপ্ত করা হইলেও স্থির ও শান্ত ভাবে সমস্ত দুঃখ ক্লেশ বহন করিতে পারে। যতদিন না তাহারা এভাবে প্রস্তুত হয় ততদিন পর্যন্ত তাহাদিগকে খাজনা বন্ধ করিবার পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে না। আমি জানি বহু প্রদেশে এই সকল অত্যাচার শুরু হইয়াছে। যদি সাধারণ কৃষকেরা এইরূপ অত্যাচারের সম্মুখে স্থির ও অবিচলিত থাকিতে পারে ও শান্তির পথ হইতে কেশমাত্রও বিচ্যুত না হয় তাহা হইলে আমি বলিব তাহারা খাজনা বন্ধ করিবার জন্য প্রায় উপযুক্ত হইয়াছে।

প্রায় উপযুক্ত বলিলাম কেননা আর কিছু আবশ্যক। মনে রাখিতে হইবে খাজনা বন্ধের প্রস্তাব কিসের জন্য—দেশের শাসন ভার আমরা অন্যের হাত হইতে দেশের লোকের হাতে দিবার জন্য, এই যে সংগ্রাম অহিংসা ইহার প্রধান অস্ত্র সন্দেহ নাই—অহিংসার দ্বারা এই সংগ্রামে আমরা প্রায় জয়ী হইব—কিন্তু সম্পূর্ণ জয়ী হইতে গেলে আর কিছু আবশ্যক হইবে। কৃষকেরা অহিংস ও নিরুপদ্রব থাকিয়াও যদি কতক লোককে অস্পৃশ্য জ্ঞান করে, যদি তাহারা চরকা ও খদ্দরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করে তাহা হইলে তাহারা স্বরাজ লাভ করিতে পারিবে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে খাজনা বন্ধের অধিকার লাভ করিতে হইলে কঠোর সংযম ও শিক্ষার আবশ্যক। যে সকল লোক সচরাচর বাধ্যবিধি ভঙ্গ করিয়া অপরাধ করে তাহাদের পক্ষে যেমন নিরুপদ্রব আইন অমান্য করা দুঃসাধ্য কার্য, সেইরূপ যাহারা অতি সামান্য কারণে মালগুজারী দেওয়া বন্ধ করিতে অভ্যস্ত তাহাদের পক্ষেও এই নিরুপদ্রব খাজনা বন্ধ করা অতি কঠিন। বস্তুতঃ এইরূপে খাজনা বন্ধ করা অসহযোগ আন্দোলনের শেষ সোপান। আমরা আইন অমান্য করিবার অন্যান্য উপায় প্রথমে অবলম্বন না করিয়া কখন ইহা প্রয়োগ করিব না।

জমিদারদের খাজনা বন্ধ করিবার কথাও আমি ভুলিয়াছি। এখন মনে রাখা উচিত আমরা জমিদারদের সহিত অসহযোগ করিতেছি না—তা তাহারা দেশীয়ই হউন আর বিদেশীয়ই হউন। আমাদের সংগ্রাম এক মাত্র বড় অফিসার অর্থাৎ আমলাতন্ত্রের সহিত। জমিদারদিগকে আমাদের দলে আনিয়া ঐ বড় অফিসারের প্রতিকূলে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু যদি তাহারা আমাদের দিকে না আসেন্ তাহা হইলেও আমাদিগকে ধৈর্য অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা কদাচ তাঁহাদিগকে সামাজিকভাবে একঘরে করিবার চেষ্টা করিব না। সকলদিক বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, যে খাজনা বন্ধ করিবার আন্দোলন বর্তমান সময়ে আমার উপরে ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। ইতি মধ্যে অন্যান্য কর্মীরা যাঁর যাঁর বিভাগ গড়িয়া তুলিতে পারিবেন। তাঁহারা আইন অমান্য করিবার আর অন্য প্রণালী আবিষ্কার করিতে পারিবেন। এবং ক্রমশঃ লোকেরা শিক্ষিত ও সংযমী হইলে তাহাদিগকে খাজনা বন্ধ করিতে প্রস্তুত করিতে পারিবেন। অন্য প্রদেশ সম্বন্ধে আমি এমন কোন কথা বলিতে চাহি না যাহাতে তাহাদের উৎসাহ খর্ব হইতে পারে। যদি তাঁহারা নিশ্চিতরূপে বুঝিয়া থাকেন যে নির্দিষ্ট প্রদেশের লোকেরা নির্ভীক চিত্তে বিরোধীকৃত সমস্ত বিধান প্রতিপালন করিতে সক্ষম এবং সকলে কষ্ট ও অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে প্রস্তুত তাহা হইলে আমি কেবল ঈশ্বরের নিকট ইহাই প্রার্থনা করিব, তাঁহার আশীর্বাদ এই সাহসী বন্ধু দিগের উপর বর্ষিত হউক। এই কার্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁহাদের উপরে। যদি তাঁহারা বর্তমান সময়ে খাজনা বন্ধ করিবার কার্য গ্রহণ না করেন তাহা হইলেও কেহ তাহাদিগকে দোষ দিতে পারিবে না।

বস্ত্র সমস্যা

[আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়]

সম্প্রতি অনেক স্থানে সুতা কাটা আরম্ভ হইয়াছে। এসম্বন্ধে আলোচনা শুনিয়া ও দেশ সেবায় উন্মুখ হইয়া অনেকে চরকায় সুতা কাটিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সুতায় কি হইবে?

নিতান্ত দরিদ্র লোকের যেমন সাংসারিক সাহায্য হইবে, ধনীর তেমনি একটা সৌখীন সাময়িক আর্ট। অবশ্য সব, সুতা কাটা একটা উচ্চদরের আর্ট। কিন্তু কেবল সুতা কাটিয়া এই আশা তৃপ্তি হয় না, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারোপযোগী জিনিস তৈয়ারী করিতে পারিলেই সব দিক। সকলের পক্ষে ঘরে তাঁত বসাইয়া এই সব শিখিবার সুযোগ নাই। আমাদের প্রতি গৃহে ছোট তাঁত আছে। ধনী বা দরিদ্র সকল ঘরের মেয়েরাই তাঁতে কাপড় বুনেন। ইহাতে মজুরী বা বেতন দিবার থাকে না। বাড়ীর বাগানে যে তরকারী হয় বা পুকুরে যে মাছ ধরা হয়, তাহাতে খরচ কত পড়িল তাহা হিসাব করা হয় না। বাজারের তরকারী বা পুকুরের মাছ

বলিয়া তাহার একটা বিশেষ মূল্য আছে। যাঁহাদের ফুলবাগানের সখ আছে, মূল্য হিসাবে তাঁহারা ত একটি পয়সাও তুলিতে পারেন না কিন্তু ফুল বাগিচায় মাতিয়া আছেন, এমন লোকেরও ত অভাব নাই। আমি বলি চরকা এবং তাঁতও আর দশটা সৌখীন জিনিষের মতই চলিতে পারে। বাগানে কৃষির চাষ করিয়া, অনেকে উপার্জ্জন করিতেছেন। পয়সা দিলেই কেনা যায়, তবু সুবিধা পাইলেই বাড়ীর বাগানে একটু তরকারী জন্মাইবার সখ কর্ত্তা ও গিন্নীর সমান। পয়সা দিয়া কেনা যায় বলিয়া উহা অসঙ্গত নহে। তেমনি চরকার ধনিকেরা উপার্জ্জন করে বলিয়াই উহা অবজ্ঞেয় নহে। এত দিন চরকার চর্চ্চা ছিল না বলিয়াই চরকা বা তাঁতে সখ মিটাইবার কথা কেহ ভাবেন নাই। একটি বড় দরকারী জিনিষ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহার পুনরুদ্ধার হইতেছে। একজন দরিদ্র উহাতে জীবিকা উপার্জ্জন করিবেন, অপরদিকে সাংসারিক ব্যয় কমাইতে পারিবেন, আর বাবুদের অবসর অপেক্ষাকৃত সহজে তাঁহারা সখ মিটাইতে পারিবেন।

ভাবিয়া দেখুন, আমাদের মেয়েরা লেস্ বুনিতে, কত সময় যাপন করেন। সেটা কিছু মন্দ কাজ নয়। কিন্তু তার সঙ্গে চরকাটাও ধরিতে পারেন আর চরকার কাটা সূতা বাড়ীতে বুনিয়া গামছা, আসন, চাদর ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া কতই না তৃপ্তি পাইবেন। তাই বলিতেছিলাম, আসামের মেয়েদের তাঁত চালাইবার অভ্যাস থাকায় তাঁহারা চরকায় সূতা কাটিয়া পুরাপুরি সখ মিটাইতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গালী মেয়েদের সে সুবিধা নাই, কেন না, তাঁতটা আমাদের মেয়েদের মধ্যে কোন কালেই বড় একটা চলিত ছিল না। এখন যুবকদের কাজ তাঁতে লাগিয়া পড়া। অনেকের হয়ত তাঁত বুনিবার সখ আছে, কিন্তু এত অর্থ নাই যে, বাড়ীতে সমস্ত সরঞ্জাম কিনিয়া একটা তাঁত বসান। এখানে পাড়ার কয়েকজন একত্র হইয়া একটি করিয়া তাঁত বসাইতে পারেন। আন্দাজ দুই শত টাকা হইলে সব সরঞ্জাম একখানা তাঁত বসান যায়। প্রথম প্রথম একটু বেশী সময় দিতে হইবে। তাঁতের সরঞ্জাম যোগাড় করা এবং লোক ঠিক করা দরকার যে, ঐ কাজে সাহায্য করিবে এবং দরকার হইলে বুনিতেও পারিবে। তাঁত বসাইবার কিছু দিন পরে কাপড় বোনা আরম্ভ হইলে হয়ত দেখা যাইবে যে, বুনিবার খরচ বেশী পড়িতেছে। কিন্তু [illegible] এইটুকু ঠিক যে, যাহা নিজেদের পরিধেয় বলিয়া যথাযথ লোকসান যাইবে না।

যাঁহাদের [illegible] আছে, তাঁহারা যখন বিবাহ করিতে যাইবে বুঝুন, তখন সেই এক বাড়ীর বস্ত্র পোষাক আবশ্যক হয়। শাস্ত্রকার এইটা সেটা ব্যবহার করিতে [illegible] লোকেরা খুব আনন্দ পান। বহু টাকা ব্যয় করিয়া বুলবুলি ও পায়রাদের [illegible] খুব দামী দিতেন, তখন খুব এটা কি এটা দামী, দাম মূল্য দুই কি আড়াই টাকা। সখ মিটাইতে লোক খরচ গ্রাহ্য করে না। কিন্তু চরকা ও তাঁতের সখ ঠিক এ ধরণের নয়। উহাতে শখের মত সাময়িক উত্তেজনা নাই। তাহা হইলেও অন্ততঃ ইহাকে তরকারী বাগানের সখের সহিত তুলনা করিতে পারা যায়। [illegible] নিড়ান, কলম তোলা লাগিয়াই আছে। বর্ষার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত মালীর কাজের অন্ত নাই। একই কাপড়ে ভিন্ন ভিন্ন পাড় দিয়া কেমন করিয়া হয় তাহা দেখার জন্য নূতন উৎকণ্ঠা ও আনন্দ অনুভব করেন। রঙ্গ কাপড়েও তেমনি সূতার ভিন্ন ভিন্ন রং লাগাইয়া, মশারি পাড় তৈয়ারী করিয়া বা টুইল ইত্যাদি কঠিন বয়ন কার্য্য করিয়া সখ মিটান যায়—তাঁতির কাজের অভাব হয় না। আবার ইচ্ছা হয় দেখি যে পাড়ায় পাড়ায় বৈঠকখানাতে তাস দাবা না খেলিয়া কার কার বাড়ীতে কত সূতা হয়, কার চরকা ভাল, কে বেশী সূতা কাটেন ইত্যাদি আলোচনা হইতেছে। লোকদের মধ্যে টানা হাতেই সুবিধা না ড্রামের উপর মুড়াইয়া টানা করা মোটের উপর ভাল, "বোনা" বেশী ভাল, না প্রতিবারে "বোনা" ধারাই ভাল, এইরূপ আলোচনা, বাংলা দেশের কতকটা দূর করিবে। স্পোর্টে যে বাহাদুরী নয় নাই তাহাও নহে। মোহনবাগানের খেলার দিনে বাহাদুরী কিসে মাঠে স্থান হয় না। আমি বলি এই স্পোর্টিং ভাবটা আরো বাড়াইয়া চরকা তাঁতে প্রয়োগ করা। খেলা, দৌড়ান, লাফান, বাইচ খেলা, সঙ্গে সঙ্গে চরকা তাঁতটাও হউক—তবেই উহার মর্ম্ম বুঝিবে।

পুরস্কারের প্রতিষ্ঠা করিতে বা তাঁতের পুরস্কার বিতরণ করিতে আমাকে কৃপা করিয়া কেহ কেহ ডাকেন, আমি উহাতে আনন্দ পাই, খুসী হই। "চরকী" ও "তাঁতি" সমিতির প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণে কবে আমাকে ডাকিবে সেই আশা পোষণ করিতেছি।

সেদিন ভবানীপুরে জাতীয় বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে আমাকে ডাকিয়াছিলেন। সেখানে দেখিলাম ছেলেরা সুন্দর সূতা কাটিতেছে। তাহাদের ঠিক সময়ে নিয়ম দেখিলে মনে যে আর আইসে ঐ শিশুদের সূতা কাটা দেখিয়াও আমার মনে সেই ভাবই উদয় হইয়াছিল। আর দেখিলাম দুইটি যুবক তাঁত চালাইতেছেন, কি তাঁহাদের অনায়াস ও দ্রুত মাকু চালান। [illegible] পথ করিয়া মাকু বিদ্যুৎবেগে যাতায়াত করিতেছে আর তিনখানি ঝাঁপ কেমন তালে তালে উঠিতেছে নামিতেছে। যুবকের দেহ ভঙ্গী যা কি মনোমুগ্ধকর। বসন্তকাল আসিয়া পড়িয়াছে। বর্ষ শেষের আর বিলম্ব নাই। বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই কি সহরের পল্লীতে পল্লীতে তাঁত বসিয়া যাইবে না? বাংলার যুবকগণ তাঁহাদিগকে [illegible] না—তাঁহারাই আমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন। আমি জানি যুবকেরা তাঁতের প্রতিষ্ঠা করিলেই ছোট ছোট তাঁত আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবে। বাংলার মেয়েরা আসামের মেয়েদের মতই তাঁত বুনিবেন। এই কলিকাতা সহরে এমন বিস্তর মধ্যবিত্ত পরিবার এবং অনাথ ও বিধবা আছেন যাঁহারা চরকায় সূতা কাটিয়া বেশ দু-পয়সা রোজগার করিতে পারেন, এই বিষয়ে পরে বলিব।

অহিংস অসহযোগ

[শ্রীশ্রীপতি কাব্যতীর্থ]

সকলেই সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারে যে কাপুরুষতার দ্বারা বীরত্বকে জয় করা যায় না, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসংযমের নিকট শান্তি ও সংযম কখনই পরাভূত হয় না। কিন্তু ব্যুরোক্রেসির মত নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠানেও মানুষের স্বাভাবিক জাত জন্মগত অধিকার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও হৃদয়ের প্রেম প্রবৃত্তিকে পরাভব করা চলে না, আমাদের দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য বলিতে পারি না ভারতের আমলাতন্ত্র ও তাহাদের অনুবর্ত্তী শাসক সম্প্রদায় এত সহজ, সরল, ও সত্য কথাটা এতদিনেও বুঝিতে পারিলেন না। ইহা তাঁহাদের বিপরীত বুদ্ধির পরিণাম কি স্বার্থান্ধতার ফল তাহা আমাদের বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাঁহারা যে উহা বুঝেন নাই বা বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই তাহার প্রমাণ প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ ও জাজ্বল্যমান হইতেছে। বুঝিলে কি আর আজ বাংলা দেশে বিশেষতঃ কলিকাতার প্রায় প্রধান সহরের রাজপথে ও সাধারণ উদ্যান গুলিতে নিরীহ, নিরস্ত্র জন সাধারণ হইতে আরম্ভ করিয়া শান্ত সংযত ও অহিংস ব্রতাবলম্বী অসহযোগী দলের বিরুদ্ধে উদ্যত, শত শত সশস্ত্র পুলিশের রাজকীয় অভিযান প্রত্যক্ষ হইত? বুঝিলে কি আর আজ স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, সহযোগী, অসহযোগী নির্ব্বিশেষে জন সাধারণ প্রকাশ্য দিবালোকে প্রকাশ্য উদ্যানে বা উন্মুক্ত প্রান্তরে অযথা বিনা বিচারে লাঞ্ছিত, ও অপমানিত হইয়া অপূর্ব্ব বিচারে দণ্ডিত দলে দলে কারাগারের অতিথি হইতে বাধ্য হইত? বুঝিলে কি আর আজ তরুণ শিক্ষিত যুবক প্রতিদিন দলে একের পর শত, শতের পর সহস্র দেশবাসী সেই সকল নিপীড়িত লাঞ্ছিত ও কারারুদ্ধ দেশ প্রেমিকগণের স্থান পূরণ করিবার জন্য আত্মসমর্পণ করিতে অগ্রসর হইত? বুঝিলে কি আর আজ তথা কথিত ও তথা প্রবর্ত্তিত শাসন সংস্কার নামক "মিষ্টকালকূট" উপভোগ ও অমৃতভোগের অপূর্ব্ব মহিমা এ দেশের লোক এত সহজে এত শীঘ্র উপলব্ধি করিতে পারিত না? তাই আমাদের মনে হয় ভগবৎ প্রেরিত উদ্দেশ্যের উপায় গুলি ভগবানই একে একে তাঁহার অলক্ষিত হস্তের পরিচালনার দ্বারা সম্পন্ন ও বিনয় উত্তর দিক হইতেই ইহাদেরই দ্বারা সম্পাদন করিয়া লইতেছেন। তাই আমাদের মনে হয় এ সমস্তই বিধাতার বিধান বা তাঁহার মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ। ইহাতে ক্ষোভ বা দুঃখ করিবার কিছুই নাই। এইরূপ নির্য্যাতন ক্লেশকে আমাদের সাধনার অঙ্গ বলিয়াই বিবেচনা করিতে হইবে। কঠোর সাধনা মুমুক্ষু মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং জাতীয় মুক্তি কামী আবালবৃদ্ধ নর-নারী ভারতীয়ের পক্ষেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না।

এখন এই যে আমলাতন্ত্র ও তাহাদের পরিচালিত শাসক সম্প্রদায় আজ ভারতের বিপত্তি লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন তাঁহাদিগকে কেবল এই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে তোমরা আজ তোমাদের আচারে ও আচরণে ও অনুষ্ঠানে যে নীতি ও যে কার্য্য প্রণালীর পরিচয় দিতেছ তাহার মধ্যে তোমাদের তথা কথিত শাসনের গর্ব্ব করিবার আর কিছু আছে কি? যে আমলাতন্ত্র ক্ষমতা ও প্রভুত্বের সুযোগ পাইয়া একটা বিরাট দেশের বিরাট জাতির কথা লেখায় দলিলে পর্য্যন্ত বাধা দিতে অগ্রসর হয়, যে আমলাতন্ত্র একটা বিরাট জাতিকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করিয়া তাহারই উপর তীব্র অত্যাচার বর্ষণে অবাধ উপেক্ষা করিতে পারে এবং তাহাদের ঐ প্রতিনিধি সম্প্রদায় যুক্ত নিরীহ লোকদিগকে এমন কি বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোককে পর্য্যন্ত তাঁহার অনুচরগণ কর্ত্তৃক অন্যায়রূপে আবদ্ধ ও লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়াও উদাসীন থাকিতে পারে সম্প্রদায়ের সেই সকল কার্য্য কি কোন সভ্য দেশে বীরত্ব বা কর্ত্তব্য নিষ্ঠা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে? কোন দেশের কোন ভাষার কোন অভিধানে কি তাহা কাপুরুষতার পর্য্যায় ভিন্ন অন্য পর্য্যায়ে লিখিত হইয়াছে? এই কাপুরুষতার দ্বারাই কি একটা বিরাট জাতির প্রবল পুরুষকারকে জয় করা যায়?

এই প্রসঙ্গে আমি আমার দেশবাসীকেও বলিতে চাই দেশবাসিগণ, আপনারা নিজে সাবধান। শত নির্য্যাতন সত্ত্বে উত্তেজনার মধ্যেও আমাদের এই অহিংসাব্রত অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। অত্যাচার, গালাগালি, অত্যধিক লাঞ্ছনা এমন কি প্রাণপাত পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইবে, চক্ষের সম্মুখে কচি কচি বালকের নির্য্যাতন, স্ত্রীলোকের প্রতি লাঞ্ছনা দেখিয়াও অবিচলিত চিত্তে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ সংবরণ করিয়া একমাত্র ভগবানের নিকট প্রতিকারের প্রার্থনা করিতে হইবে। আর সেই সকল উদাহরণ দেশবাসীর চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকেও এই কঠোর কর্ত্তব্য ব্রতে দীক্ষিত করিতে হইবে, আপন আপন সমগ্র শক্তি সমগ্রবল ও সমগ্র কর্ত্তব্যনিষ্ঠা স্বদেশী ও চরকার প্রতি প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাই ভগবানের প্রেরিত ভারতীয় দূত, প্রবীন সাধক মহাত্মা গান্ধীর ও তাঁহার অনুবর্ত্তীগণের ঐকান্তিক আদেশ, উপদেশ অনুরোধ ও প্রার্থনা জানিবেন, আপনার বা আপনার দেশবাসীর দ্বারা ইহার কোন অংশে কোনরূপ অন্যথা ঘটিলে ব্রতভঙ্গ, সংযম অতিক্রম ও সাধনার ব্যতিক্রম জনিত কাপুরুষতার কলঙ্ক আপনার অঙ্গেই দুরপনেয় হইয়া পড়িবে। এবং প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি সুসিদ্ধ করা হইবে। তাহারা চায় আমাদিগকে পথচ্যুত করিতে, তাহারা চায় আমাদিগকে আমাদিগের অবলম্বিত এই কর্ত্তব্য মার্গ হইতে বিচলিত করিতে তাই আবার বলি সাবধান, তাই পুনঃ পুনঃ বলি নিজে সাবধান হউন নিজের পরিবারবর্গ ও আত্মীয় স্বজনকে সাবধান করান, নিজের দেশবাসী গ্রামবাসী, পল্লীবাসী ও পার্শ্ববর্ত্তীবর্গকে সাবধান করান, সংযত করান, ধৈর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করাইতে আপনার সমগ্রশক্তি প্রয়োগ করান। এই সাধনা অক্ষত রাখিতে পারিলে স্বরাজ লাভ অবশ্যম্ভাবী ও অদূরবর্ত্তী সন্দেহ নাই। বন্দেমাতরম্।

কর্ম্মশক্তি

[অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়]

বর্ত্তমান ঘটনা-সমবায়ের প্রভাবে শিক্ষিত-অশিক্ষিত-সকলেরই মনে একটা গভীর সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এমন কি চিরজীবন যাঁহারা বিভিন্ন রাষ্ট্রকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাও সর্ব্বতোভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া গান্ধীমতের পোষকতা বা সেই মতের প্রকাশ্যে সমর্থন করিতেছেন। চরকা হইতে আরম্ভ করিয়া Civil-Disobedience পর্য্যন্ত শুধু মানব-জীবনের একটী অপূর্ব্ব বাণীর কথাই নানাভাবে অভিব্যক্ত করিতেছে। সেই অপূর্ব্ব বাণীটী কি তাহাই আজ বলিব।

স্বার্থবদ্ধ জীব হইয়াই মানব আজ পৃথিবীর রাজা। সমাজে বাস করিয়া মানুষ নানাপ্রকার পরমুখাপেক্ষী হইয়াও নিজ বুদ্ধি বৃত্তি ও চিন্তাশক্তির বলে নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে চায়। পরমুখাপেক্ষিতা এমন একটা জিনিষ, যাহা মানুষকে অন্ধ শক্তির দাসানুদাস করিয়া ফেলে। যে নিজের শক্তি ও তাহার সাফল্যের প্রতি আস্থাপ্রতিষ্ঠ, সে চিরকাল বিজয়ী। দেশবিদেশের সামগ্রী লইয়া আমার আত্মপরিতোষণ করিলে তবেই আমি বাঁচিতে পারিব, নচেৎ আমার এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই। আমি স্বাবলম্বী হইব, আমার পরিবার-বর্গকেও সেই মন্ত্রে দীক্ষা দিব, দৈনন্দিন কাজও ছোটখাট কাজ, এই ভাবটী মনের ভিতর জাগ্রত করিয়া না রাখিলে জগতের বিভিন্ন কোলাহল ও বিরুদ্ধ শক্তির বিপক্ষে দাঁড়াইয়া আমাদের পরিপূর্ণ ও সমগ্র স্বকীয়তা বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। যন্ত্রের কাজ যন্ত্রেই করিবে, পাচকের কাজ বাবুর্চ্চিই করিবে, মেথরের কাজ সমাজের নীচতম ও দুঃস্থ লোকেরাই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে,—এমন ভাবটী লইয়া কাটাইলেও থাকিলে জগতের পরিবর্ত্তে পরাধীনতাই আমাদের ভাগ্যে ঘটিবে। মানুষের এই হাত পা, চক্ষু কর্ণ, পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার—ইহাদের সর্ব্বতোমুখী বিকাশ না হইলে জীবন-সংগ্রামে কেবল পিছাইয়াই পড়িতে হয়। পরের অনুদান নিজের কাজ আয়ত্ত করিতে পারে না। ভগবানের আশীর্ব্বাদ হইতে সমস্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া সে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে থাকে। যিনি আজ লোকমত গঠন ও পরিচালন করিতেছেন, আমাদের ভাবী যুগের দিনে মহাত্মা গান্ধী, সাধনা ও দৈন্যের যিনি মহাব্রতী, সেই মহাত্মা গান্ধী যখন নিজের দৈনিক জীবনযাত্রার বিষয়েই অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন তখন সমগ্র ভারত তাঁহার মুখাপেক্ষী ও সনাতন সূত্র পথটী আবার খুঁজিয়া পাইল। এতকাল বিজিত সভ্যতার যুগে ভারতের বাণী সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের চিন্তা ধারা দৈববশতঃ নবীন ভাব কুহকবিভ্রমে বর্ত্তমান-এর বিভাগের মধ্য দিয়া নানা অসৎপথ ও কুটিল বক্র যুক্তি অতিক্রম ঘুরিয়া চলে। সেকালের লোকের আশাটাই বড় আশা ছিলনা, অন্নচিন্তাই চরমকথা ছিলনা।—মানবের সর্ব্বপ্রাণী আশা অভিলাষ উচিত পথের দ্বারে, চরমতম চিন্তা ছিল পরের দুঃখ বিমোচনে। কিন্তু এই পথের কথা ভাবিবার প্রবৃত্তি আসিয়া উচিত আত্মশক্তির বলে। আমরা আবার সেই চেষ্টা ফিরাইয়া আনিতে চাই।

আমরা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার কথা যতই ভাবি, ততই প্রশ্ন জাগে—কোন্ পাপে আমাদের এই অবস্থা হইল? তর্কের স্রোতে কিছুদূর অগ্রসর হইলেই দেখিতে পাই যে বিশেষভাবে সকল আমাদের শিক্ষা ও সংস্কারের ত্রুটীই সর্ব্ব অনিষ্টের মূল। শিক্ষার যে সকল সংস্কার পদ্ধতি আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে অনুকূল তাহা আমরা অবহেলাক্রমে ভুলিয়া গিয়া যে কোন্ পথে চলিয়া চলিয়াছি, তাহা আমরা নিজেই জানি না। এমন কথা বলিতেছি না যে সব দোষটাই ইংরাজী শিক্ষার; তাহা হইতে পারে। কিন্তু এ কথা সত্য যে শিক্ষার ত্রুটী বা ব্যতিক্রম হইলে তাহা মানুষকে আর বাড়িতে দেয় না। মনের বৃত্তি পরিস্ফুট ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইলে তাহার পরিমার্জ্জন আবশ্যক। বৃক্ষের বাড়বাড়ন্ত ও পরিপুষ্টি যেমন ভূমির উর্ব্বরতা ও বাতাসের উপর নির্ভর করে, তেমনি মনের ভাবনা, ও পরিপুষ্টি আবার শিক্ষার উপরই নির্ভর করে। আমাদের বর্ত্তমান যুগের ইংরাজী শিক্ষা ও সেই শিক্ষা গ্রহণের জন্য যে সব আসবাব-পত্রের প্রয়োজন, তাহা আমাদের চরিত্র, নৈতিক জীবন ও জাতীয়তা গঠনের পক্ষে কতটুকু অনুকূল তাহা এখনও চূড়ান্তরূপে জানা যায় নাই। যদি জানা যাইত, তাহা হইলে National education এর জন্য সমবেত কণ্ঠের আহ্বান বাতাস ভরিয়া প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত না। ইউরোপের আবহাওয়া আমদানি করিবার ফলে ভারত-বিশিষ্ট ইউরোপের জীবনের ধারাটীও আমরা নকল করিয়া লইয়াছি। গত শতাব্দীর শেষে 'ইয়ং বেঙ্গল' যে সব কীর্ত্তি করিয়া যশস্বী হইয়াছিল, তাহা এখনও কেহ ভুলিতে পারে নাই। পরের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিয়া আজ আমরা অগ্রগামী জাতিগণের সমাজ ও দেশের একপাশে পড়িয়া আছি।

এই নিশ্চেষ্ট ভাব দূরাইয়া আবার মানুষ হইতে হইবে। মনুষ্যত্বের প্রধান সহায়ক—শক্তি। শক্তি নিদ্রিত থাকিলে প্রাণহীন হইলেই তাহা ক্ষয় হইয়া যায়। শক্তির বিকাশেই শক্তির জয়। সেই শক্তির সঞ্চয় হইলে তাহা মনের মধ্য উদ্বুদ্ধ হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে তা দিয়া পড়িবার সময় আসিয়াছে। সকলে যদি একমনে ভাবিতে থাকে যে তাহাদের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই, তাহা হইলে আমাদের এই বর্ত্তমান অবসাদ দূর হইয়া যায়। একটি

ক্ষুদ্র কলেবরের মধ্যে আমাদের যে শক্তি আছে সে কথা ভাবিলেই আমরা বুঝিতে পারি সে শক্তি কত বড়। পুরুষত্ব ও আত্মবিশ্বাসের শিক্ষার ব্যবস্থা স্কুলকলেজের উপর তুলিয়া দিয়া আমরা বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি। আমাদের কাছে—পাসে কিছু উপার্জন করা ও সেই উপার্জিত অর্থ ক্রমশঃ বাড়াইবার চেষ্টা। এই চেষ্টার মোহে ও অর্থনৈতিক আকর্ষণে আমরা যখন জীবনের সন্ধ্যায় গিয়া উপনীত হই, তখন গোটাকয়েক 'পাশ করা' ছাড়া আর আমাদের কোনই শক্তি থাকে না। কিন্তু মানবজীবনের ইহাই কি চরম পরিণতি? মানুষের কি আর কোনও কাম্য নাই? ভগবান মানুষকে সেবাধর্মে দীক্ষিত করিয়া ও আত্মশক্তিতে মহীয়ান করিয়া তাহাকে ইতর জীব হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছেন। আত্মশক্তি মানুষকে যেমন নিজের প্রতি আস্থাবান করিয়া তোলে সেবাধর্ম তেমনি সেই আস্থাকে সত্য ও মঙ্গলের দিকে লইয়া যায়। যথার্থ শক্তিমান যে, সে পরের মধ্যেই আপনার শক্তি বিকশিত করিতে চায়। এই শক্তির প্রসাদেই শক্তি আসিয়া হয়। পরের ঘাড়ে হাত পাতিতে না চাহিলে সর্বাগ্রে নিজের অভাব সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিতে হইবে। বর্তমান শিক্ষার ফলে যে আমাদের অভাব ও পুরোমাত্রায় বাড়িয়া চলিয়াছে, সে বিষয়ে কেহই সন্দেহ করিবেন না। একটা ছেলের আসবাব দেখিলেই এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। স্কুলের মাহিনা, বেতের পাতিপাটা, চায়ের ফিরিস্তি, পড়ার আসবাব— সমস্ত একত্র করিলে একটা মনিহারী দোকান হইয়া যায়। অথচ প্রকৃত জীবনযাত্রা নির্বাহে যে তাহারা কতটুকু সাহায্য করে, তাহা বিচার্য। কিন্তু কৃত্রিম জীবনযাপনে আমাদের শক্তি এমন হ্রাস হয়েছেই এমন নষ্ট হইয়া যায়, যে পরে আর নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইবার একটুও সামর্থ্য থাকে না তখন কায়েই পুষ্যদের একটা বিষম বিরক্তি ও ঘৃণা। একটা সামান্য প্রয়োজনীয় ভার বহিয়া আনিতেই আমাদের কত আপত্তি! কুলীমজুরের সঙ্গে যেন আমাদের গভীর প্রভেদ। কার্লাইলের "two things; honour" পড়িয়া আমরা বাহবা দিই, কিন্তু গীতার কর্মযোগের প্রসঙ্গ আমাদের চোখে পড়ে না। নিজের জিনিসকে আগে ভালবাসিতে না শিখিলে বাহ্যাড়ম্বরে বড় আত্মমোচন করা উপহাস মাত্র। নিজের পৃষ্ঠকে আগে গড়িয়া তুলিতে হইবে, নিজের হাত পা-গুলিকে আবার কর্মপটু করিতে হইবে, নিজের মনের মাঝখানে শক্তির চিরোজ্জ্বল শিখা জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে। এই মন্ত্রটার কাছে জগতের [illegible] সার্টিফিকেট দিয়া বলিয়া মনে হইবে। যেখানে কর্মের পূজা, সেইখানেই আত্মশক্তি। যেখানে আত্মশক্তি, সেইখানেই সিদ্ধি। আর সেই সিদ্ধির পথে যখন যাত্রীগণ সোজাসোজা করিয়া ছুটিবে সিদ্ধি-দেবতা সাদরে তাহাদের বরণ করিয়া লইবেন।

আত্মনির্ভরতা

[শ্রীবিনয়মোহন সান্যাল]

সেদিন কয়েক ছত্র কবিতা পড়িলাম। কবির বলিবার কথা এতই পরিষ্কার যে, মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বিষয় অতি তুচ্ছ—তথাপি আমার এত মধুর লাগিল কেন? আমার মনে হয়, যাহা কিছু নূতন—যাহা কিছু সেই পুরাতনের গণ্ডী ছাড়াইয়া যায়, তাহাই মধুর—তাহাই সুন্দর।

নিজের চিন্তাকে বিশ্বাস করা—অথবা আমার অন্তরের ভাবকে আপনাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লয়, তাহাই সকলের নিকট সত্য এই কথা বিশ্বাস করার নামই প্রতিভা। তোমার মনের কথা প্রকাশ কর, দেখিবে তাহাই জগতের কথা। সত্যকথাই কালে সুপ্রকাশ হয়।

কালিদাস, ভবভূতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি অন্যের অনুকরণ না করিয়া নিজ নিজ শক্তির প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়াই আমরা তাঁহাদের প্রশংসা করি। পণ্ডিত মণ্ডলীর চিন্তার ধারা অনুসরণ করিবার পূর্বে নিজ চিন্তার গতি নির্দিষ্ট করাই মানুষের পক্ষে অধিক প্রয়োজনীয়। সাধারণতঃ ইহার বিপরীতই দেখা যায় মানুষ স্বীয় চিন্তাকে তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়।

আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে এমন দিন আসে, যখন অনুকরণের চেষ্টা আমাদের কাছে উপলব্ধি হয়—যখন কর্মযোগের প্রভাব আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হই—এবং যখন "উত্তোলিনঃ পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ" এই বাক্যের যাথার্থ্য আমরা অন্তরের অন্তরে অনুভব করিতে পারি। যে শক্তি আমাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহা এতই নূতন ও এতই সুন্দর যে, তাহার সন্ধান আমরা নিজেরা না দিলে অপর কাহারও জানিবার উপায় নাই। একখানি স্নিগ্ধ মুখ, কাহারও চরিত্র অথবা কোনও ঘটনা আমাদের মনে যে ভাবের তরঙ্গ আনিয়া দেয়, তাহা আর যাহাই হউক নিরর্থক নহে। এই ভাব আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তিরই আভাস মাত্র। আমরা তাহা প্রকাশ করিতে লজ্জিত হই—ঐ শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সঙ্কোচগ্রস্ত হই। কার্য্যে ও বাক্যে আপনাকে প্রকাশ করাতেই যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব, একথা আমরা অনেক দেখিয়া শুনিয়াও বিশ্বাস করিতে চাহি না। আপনার শক্তিতে অনাস্থা প্রকাশ করায়, আর যাহাই থাক, গৌরব নাই। ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সংসারক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্য যে পাইব, এই কথাই আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। আমরা যে "অমৃতস্য পুত্রাঃ" এ কথা বিস্মৃত হইয়া অবসাদে ডুবাইয়া দিলে চলিবে না। ইতি

শ্রীকিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১। [illegible] ওরফে "[illegible]" মূল্য ।৵০
২। চাবুক (যন্ত্র)
৩। স্বাধীনতার পথে ,,
৪। মহাত্মাজীর মুখের রাজনীতি ,,
৫। [illegible] ,,

প্রাপ্তিস্থান—
[illegible] লাইব্রেরী, [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রবীন্দ্রনাথ ও সংবাদপত্র সম্পাদকগণ কর্তৃক
বিশেষভাবে প্রশংসিত

"স্বাবলম্বন" গ্রন্থমালা

(১) জাতীয়তার অনুভূতি, (২) কুটীর শিল্প, (৩) বাঙ্গালার অর্থনীতি, (৪) লাভজনক কৃষি, (৫) রং ও রঞ্জন বিদ্যা এবং (৬) মাদুর তৈরির মসলা।

মূল্য প্রত্যেক পুস্তক ।০ ; ডাকমাশুল পৃথক্। [illegible] ৮০।১এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Encourage home Industries
AND
learn economy & patriotism.

Do you know how to do this? Come on. I will tell you. Purchase Gandhi Baftas made of Bhagalpuri Tasser and Charkha yarns, woven in handlooms, very durable and cheap at the same time, beware of imitation. For particulars apply to the Secretary.

Weavers' Co-operative Stores
P. O. Champanagore, Bhagalpore.

চরকা আন্দোলনের ভিত্তি—তাঁত চালাও সোনার—তাই কলিকাতা [illegible] মিলস্ লোঃ [illegible] এন, এস দাস এণ্ড কোং চরকা কাটুনীদিগকে বৃত্তি দিয়া গত ১৯২০ সনের ডিসেম্বর মাস হইতে কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন এবং ১৯২১ সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্তের হিসাবে কাটুনীগণকে মজুরী বাবদ ২০, হাজার টাকা দিয়াছেন।

কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণ বহু অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়া চরকা চালানোর ব্যবস্থা করিয়াছেন। তুলার সূতা কাটা অপেক্ষা পশমী সূতা কাটা সহজ। তুলার সূত ও রেশমের সূতা প্রায় সমান কিন্তু তুলার সূতা অপেক্ষা পশমী সূতার দাম ৩।৪ গুণ বেশী। কাজেই যাহারা পশমী সূতা কাটিতেছেন তাহারা বহু পরিশ্রমে বেশী পারিশ্রমিক পাইতেছেন এবং [illegible] অল্প সূতা কাটা শিখিবার সুযোগ পাইতেছেন। কোম্পানী ইতিমধ্যে প্রায় দেড় হাজার চরকা গ্রামে গ্রামে স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদের দ্বারা পশমী সূতা কাটাইতেছেন এবং ঐ সূতা ও [illegible] কলিকাতার কারখানায় বোনা, শাল, আলোয়ান, মাফলার প্রভৃতি বিলাতী জিনিষ এবং মোজা (চাদর) ব্যবহারের পরিধেয় বস্ত্র ও শীত বস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করাইতেছেন। অংশীদারগণের সুবিধার জন্য প্রতি অংশ ১০, করা হইয়াছে, তাহাও আবার ৫ কিস্তিতে দিতে হইবে।

কোম্পানীর অংশ এখনও পাওয়া যায়। প্রস্পেক্টাস্ ও আবেদন পত্রের জন্য লিখুন।

এ, সি, ঘোষ এণ্ড সন্ চিফ এজেন্টস্
১৭২ বহুবাজার ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা

মূল্য ২, টাকা
মূল, স্বামিটীকাদি, অন্বয়
প্রভুপাদ শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী ভাগবতাচার্য্য
অনুবাদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত।

[illegible]—সার্টিফিকেট

"প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় সুপণ্ডিত ভাগবতের আচার্য্যের নিকট হইতে আমরা যাহা প্রত্যাশা করিতে পারি, তা এ পাইয়াছি। বাঙ্গালি ভক্তগণের নিকট রত্ন বলিয়া গৃহীত হইবে।"

শ্রীহরেন্দ্রনাথ সাধু
১৮ নং অভয়চরণ মল্লিক লেন, কলিকাতা।

তাঁত ও তাহার সরঞ্জাম

কিনতে চান? বিস্তৃত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—
খুলনা টেক্সটাইল কোং লিমিটেড (খুলনা।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

[illegible]	৵০
বার্ষিক চাঁদা	৪,
[illegible] চাঁদা	[illegible]

New Publications.

	Rs.	A.
Greater India By Rabindranath Tagore	[illegible]	5
To The Students By C. F. Andrews	1	0
The Truth About India By H. M. Hyndman	0	10
India In England By Miss Helena Normanton	2	0
The Gospel of Swadesi By Kalelkar, Foreword by M. K. Gandhi	0	4
The Message of Bhagwatgita By Lajpat Roy	0	12
Rabindranath Tagore His Life and Life Work E. J. Thompson	1	8
by S. E. Stokes:		
The Failure of European Civilization	1	0
National Self-Realisation	1	0
Essays: Political And National	2	0
By Mahatma Gandhi:		
A Guide To Health	1	8
Nithi Dharma	0	8
By Bernard Houghton:		
The Revolt Of The East	1	8
The Psychology Of Empire	0	4
Reform Or Revolution	0	4
Labour In Madras By B. P. Wadia, with Foreword by Col. Josiah C. Wedgwood, M. P.	2	8
Rabindranath Tagore A Study of His Later Works by K. S. Ramaswamy Sastry	2	[illegible]
The Call To Young India By Lajpat Rai	3	0
Col. Josiah. C. Wedgwood The Man and His Work With Foreword by Lajpat Rai	1	0
Avadutagita Of Dattatreya translated by Prof. Kannumal, M.A.	1	0
India And Its Government By Fenner Brockway	0	8
Slavery of Our Times by Count Leo Tolstoy	0	12
Hindu Culture By K. S. Ramaswamy Sastry, B.A., B.L., with Foreword by Sir John Woodroffe	3	0
India And The Curency Standard By K. Q. Viswanadhaiyer M.A.	3	0
The Indian Currency And Exchange (Bomanjee Prize Essay) By K. C. Mahindra B.A. (Cantab)	3	8

S. Ganesan
Triplicane
(Madras S. R.)

নূতন বই! নূতন বই!! নূতন বই!!!

শ্রী চিত্তরঞ্জন দাশের গ্রন্থাবলী।

কিশোর কিশোরী ১৲, অন্তর্যামী ৸০, মালা ৸০, মালঞ্চ ৸০, সাগরের সঙ্গীত কবিতা ।০, বাঙ্গলার কথা ।০ ভারতের কথা, দেশের কথা, স্বরাজসাধনা (যন্ত্র)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার সরকারের গ্রন্থাবলী।

১। [illegible] ।০
২। উদ্বোধন (কাব্য, শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা সমাজ সংস্কার ও রাজনীতি বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ) ১৷০
৩। স্বাধীনতা (বৈজ্ঞানিক সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার কথা) ৷৴০
৪। যুগধর্ম্ম (যুগোপযোগী উদ্বোধন প্রবন্ধ) ৶০
৫। [illegible] (বিশ্ব জীবনী, [illegible]) ৸০
৬। [illegible] (জীবনী) ৶
৭। [illegible] ([illegible])
৮। পল্লী বাংলা (কবিতা, পল্লীজীবনের [illegible] সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়) ১৲
৯। [illegible] ([illegible] জীবনী, [illegible]) ।০
১০। স্বরাজ ও দেশবন্ধু ([illegible]) ... ৶০
১১। বিদ্রোহ ([illegible] বাণী, [illegible])
১২। বিবেকানন্দ ([illegible])
১৩। Non-co-operation,—B. C. Pal ... As. 8
১৪। Message of Hope —P. K. Sarkar As. 5
১৫। Ancient History of the Deccan.
Prof. G. J. Dubricial ... Rs. 3
১৬। Sj. Chittaranjan Das's Life Sketch In English by Sukumar Ranjan Das. As. 10.
১৭। স্বদেশ নীতি (হেমেন্দ্র ঘোষ) ।০

কলেজ, স্কুলের, [illegible] বিষয় [illegible] পুস্তক পাওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা।

স্বদেশী চশমা

বিদেশী [illegible] ও বিদেশী বিলাসের [illegible] [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—এম আদাম এণ্ড কোং,
৭ নং [illegible] ষ্ট্রীট কলিকাতা।

Printed at the Metcalfe Press,
70 Balaram Dey Street, Calcutta

Printed and Published by—Dhirendra Chandra Mukhopadhya,
7, Bhabanicharan Dutt Lane

আহ্‌মেদাবাদ জাতীয় মহাসমিতির নির্বাচিত সভাপতির
অপঠিত অসমাপ্ত অভিভাষণ—

বাঙ্গলার কথা

বার্ষিক মূল্য
৭৲ টাকা

সম্পাদিকা—শ্রীমতী বাসন্তী দেবী

নগদ মূল্য
এক /০ আনা

প্রথম ভাগ { কলিকাতা, শুক্রবার, ৫ই ফাল্গুন, ১৩২৮ ; ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ } ১২শ সংখ্যা

"কঃ পন্থা—"

[শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

পড়্‌বি যদি নূতন ফাঁদে
এ দেশটারে
কেন্ ডেকে আজ মিথ্যা মেটা অন্যায় অবিচার ;
স্বাধীন হতে বাঁচতে চলে
যে কেউ
(আজ) বইছিলি যা বোঝার মতন "[illegible]—"
বোঝার তাই ।
বুঝি ? কল্পো করে কে যে
দিয়েছে কে ?
লেনা দেনা নয় দালালির নয় এ সমস্যা !
(আছে) শক্তি যাদের কেন্দ্র যেথায়
তারাই পাঁয়ার
বোঝা শুধু, অটুট যাদের ইচ্ছাশক্তি বিদ্যুতে প্রাণ ভরা ।
(শুধু) আবাহনের আড়ম্বরে,
ফাঁকির জোরে,
"গোলটেবিলের" [illegible], বৃথাই খোঁজা খুঁজি !
লোহার ছাঁটা ফুলে দিয়ে
আর এদিকে—
মৃত্যুকারায় বাস করে নিষ্ক্রিয়তার সাথেই বোঝাবুঝি ।

পারিস্ যদি পুরো দিতে
[illegible]
[illegible] দুখে ; বড় উঠেছে এখন কেঁদে [illegible]
(যদি) বেঁচিস্ আগে বেঁচিস্ নিজে -
এখন যে রে—
কিরূপে পারে [illegible] কাটিস্ [illegible] ।
দাঁড়ি যদি চাস্ এখনকার
চুপিচে যে রে,—
[illegible] শিকলিরে [illegible] ।
তা না হলে আর ছুটি নাই
মন বেয়ে যাই,
[illegible], জীবন মরণ পণ করে ঐ স্বাধীনতার
তরে ।
প্রাণে প্রাণে বুঝবি যেটা
শুধুই সেটা
চলিস্ নেতা, সব "হুকুম"ই একই হুকুম যে রে,
"হুকুমের" মুখ থাক না কেটে
আসবে ছুটে
বিজয় গর্বে, প্রাণের আশা পথের আলো করে ।

আহ্‌মেদাবাদ জাতীয় মহাসমিতির নির্ব্বাচিত সভাপতির অপঠিত অসমাপ্ত অভিভাষণ—

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

শাসন সংস্কার আইনের কথা।

বর্ত্তমান শাসন সংস্কার বিধিতে ভারতে দায়িত্বপূর্ণ শাসনের আরম্ভ ও সূচিত হইয়াছে কিনা এবং দেশের সমুচিত অর্থের ব্যবস্থা করিবার শাসন সচিবদের কোনও অধিকার আছে কিনা প্রথমেই আমি ইহা আলোচনা করিব। এই দুইটি প্রশ্ন একত্র আলোচিত হওয়া কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা দেশের শাসন পরিষদের এই অভিমত যে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের সাত জন সদস্যের মধ্যে পাঁচ জন ভারতবাসী। এই অভিমতটি একেবারেই অমূলক। প্রকৃত পক্ষে এই কথাই যথার্থ বলা যাইতে পারে যে রক্ষিত বিষয় গুলি সম্বন্ধে শাসিত প্রদেশ সমূহে লাট বাহাদুর তাঁহার কার্য্যকরী সভার মত লইয়া শাসন কার্য পরিচালনা করেন, রক্ষিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে লাটবাহাদুর দেশীয় মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। শাসন বিধিতে এমন কোনও কথাই নাই যে রাজস্বের অর্থ গ্রহণ ও দেশের অর্থের সম্বন্ধে আলোচনা ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ের পরামর্শের জন্য লাটবাহাদুর তাঁহার কার্য্যকরী সভার সভাগণ ও দেশীয় মন্ত্রীগণের যুক্ত বৈঠক বসাইবেন। আমাদিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামে একটা জাতিহিসাবে সংরক্ষিত বিষয়গুলির মূল্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে দেশীয় মন্ত্রীদের কোন পরামর্শ দিবার অধিকারই নাই। আমার মনে হয় এ কথা স্পষ্টই সত্য যে এই যে গভর্ণমেণ্টের সহিত আমাদিগের সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে তাঁহারা মূক পরিদর্শক মাত্র। বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে দেশে দমন নীতির অভিযান আরম্ভ করা যুক্তিযুক্ত কি না গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া এ কথা আলোচনা করিবারও তাঁহাদিগের অধিকার নাই। এমন কি মহাত্মা গান্ধীকে অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন কি না এ প্রশ্নের আলোচনা কালেও তাঁহাদিগের কোনও পরামর্শ গ্রহণ করা হইবে না। আমার এই অভিমত যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে আমি আমার বন্ধুদের বড় জিজ্ঞাসা করিতে পারি তাঁহারা যে বলেন গভর্ণমেণ্টের অধিকাংশ সদস্যই ভারতবাসী তাঁহাদিগের এই ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। মোট কথা সংরক্ষিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে ভারতবাসীর অভিমত সমস্ত এবং লাটবাহাদুর ও তাঁহার সভার ইহাদের সকলেই যদি বিরোধী হন, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের গৃহীত নীতির বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন করাও তাঁহাদিগের সাধ্যাতীত।

দেশীয় মন্ত্রীদের আসল অবস্থা কি এবং অর্পিত বিষয় গুলি সম্বন্ধে শাসন পরিষদও তাঁহাদিগের মধ্যে কি সম্বন্ধ এইবার ইহাই আমি আলোচনা করিব। প্রথমেই আমি বলিতে চাই যে একটি বিষয়ও দেশীয় মন্ত্রীদের হস্তে অর্পিত হইয়াছে এমন ধারণা করাও আমাদিগের ভ্রম। আমি স্বীকার করি কতকগুলি বিভাগের ভার তাঁহাদিগের উপরই ন্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে একনায়কত্ববাদী আমলাতন্ত্রী শাসনের বাধা সমস্তই বাধাবিঘ্ন সেই ভারার্পণের সহিত জড়িত আছে এবং দেশীয় মন্ত্রীদের সেই সকল বাধা অতিক্রম করিবার শক্তি আদৌ নাই। আমার কথা আমি এখনই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। ধরা যাউক, চিকিৎসা বিভাগ জাতের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিভাগ এবং সাধারণ স্বাস্থ্যবিভাগও তদ্রূপ। আমরা জানি এই বিভাগগুলি দেশীয় মন্ত্রীগণের হস্তে অর্পিত হইয়াছে এবং যে মন্ত্রীর উপর এই বিভাগটির ভার ন্যস্ত তাহার যদি সম্পূর্ণ শক্তি থাকে, তাহা হইলে জন সমাজের তিনি একটি চিরস্থায়ী কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। কিন্তু আসলে তাহার অবস্থা কিরূপ? যে সকল কর্ম্মচারী এই বিভাগগুলির পরিচালনা করেন, তাঁহাদিগের উপর মন্ত্রী মহাশয়ের তেমন কিছু কর্তৃত্ব নাই এবং বিভাগের কর্ম্মচারীর নির্ব্বাচনে তাঁহার কোনও হাত নাই! ভারতবর্ষে আমলা-তন্ত্রী শাসনের ইতিহাসে ইহা একটি অভিনব ব্যাপার যে যখনই দেশবাসী তাঁহাদিগের জাতীয় জীবনের সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কোনও বিষয়ের জন্য যত্নশীল হইয়াছে তখনই তাহার পরিবর্ত্তে শাসক সম্প্রদায় তাঁহাদিগকে যত সাধ্য শাসন-প্রণালী, বহু অর্থ সাপেক্ষ কর্ম্মবিভাগ ও মূল্যবান্ প্রাসাদ-সমূহ দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছে। কোনও বিষয় সত্যই দেশীয় মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত হইয়াছে কিনা তাহার পরীক্ষা এই হইবে—শাসন সংস্কার বিধি অনুসারে স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের এইরূপ নির্দ্দেশ করিবার কি কোনও উপায় আছে—এতাবৎকাল পর্য্যন্ত এই সকল বিভাগ যে আমলাতন্ত্রানুযায়ী পরিচালিত হইয়াছে, আমি তাহার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে চাই; আমি ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগ (Indian medical service) উঠাইয়া দিয়া অনেকগুলি স্থানীয় চিকিৎসক লোকদিগকে নিযুক্ত করিব যাহারা কেমন করিয়া একটি দুরন্ত রোগ দূর করিতে হয় এবং সংক্রামক ব্যাধি উপস্থিত হইলে কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য তাহা বিশেষ রূপেই অবগত আছেন। তাহা হইলে জন সাধারণের জন্য আমার অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমিত অর্থ থাকিবে। কিন্তু হায়! শাসন সংস্কার বিধি তাঁহাকে এই অধিকার টুকু দেয় নাই, অথচ বলিতে হইবে যে ঐ বিভাগের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত আছে। ভারতবর্ষে এক জন দেশীয় মন্ত্রী শাসন পরিষদে কোনও বিশেষ আলোচনা প্রসঙ্গে অতি করুণ সুরে নিজের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি এই অনুযোগ করিয়াছিলেন—

যদি আমি বিশেষ প্রয়োজনের বশবর্ত্তী হইয়া চিকিৎসা বিভাগ বা স্বাস্থ্যবিভাগে চিকিৎসকের জন্য আবেদন করি অমনি তাহারা উত্তর দেন—আমাদের হাতে ও চিকিৎসক নাই। যদি আমি নিজেই সকল দাবি ত্যাগ করিয়া সেই আর্ত্ত প্রদেশে চিকিৎসক প্রেরণ করি, অমনি চিকিৎসা বিভাগ বলিয়া উঠিবে—তোমার চিকিৎসকদের আমরা স্বীকার করি না, তোমার নিজের তহবিল হইতে ইহাদের ব্যয়-ভার বহন করিতে হইবে। এই যে দেশীয় মন্ত্রীগণের কথা বলিলাম, ইঁহাদেরই উপর চিকিৎসাবিভাগ ও স্বাস্থ্য বিভাগের ভার অর্পিত হইয়াছে, এখন তাহা হইলে ইহা স্পষ্টই বোধগম্য হইবে শাসন সংস্কার আইনে রক্ষিত বিষয়গুলির যথার্থ অর্থ কি। দেশীয় মন্ত্রিগণ এই বলিয়া কাতরোক্তি প্রকাশ করিতে পারেন, যেমন সত্যই একজন করিয়াছিলেন,—"টাকা কড়ি আমার কিছুই নাই, আমার যাহা আছে, তাহার কিছু আমি তোমাদিগকে দিতে পারি, তাহা কেবল শুধু সহানুভূতি"। তিনি কেবল মৌখিক সহানুভূতিই দিতে পারেন, কারণ রক্ষিত বিভাগের হস্তে অর্থাৎ শাসক পরিষদের হস্তে অর্থের ভাণ্ডার ন্যস্ত রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আমাদিগের মনে একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উদয় হয়, দেশের অর্থভাণ্ডারের উপর শাসন পরিষদের কোনও অধিকার আছে কি না। আমলাতন্ত্রীরা বলেন—হাঁ আছে বৈকি। আমি উত্তরে বলিতে চাই আদৌ নাই। আমার উত্তরের সমর্থন স্বরূপ আমি শাসন সংস্কার বিধির বিধান সমূহের উল্লেখ করিব। আমার পক্ষে একজন অতি উচ্চপদস্থ ও মহামান্য সাক্ষী আছেন, তাঁহার সাক্ষ্য আপনাদিগের নিকট স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি। একটি প্রাদেশিক সভায় আয় ব্যয় হিসাব সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সেই প্রদেশের একজন দেশীয় মন্ত্রী এই কথা বলিয়াছিলেন—'যে দুই লোককে এখানে মন্ত্রী করিয়া স্থাপন করা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে হাউস্ অফ কমন্সের মন্ত্রীদিগের সকল ক্ষমতাই যেন দেওয়া হইয়াছে এই কথাই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং হাউস্ অফ কমন্সে একজন মন্ত্রী যে সকলের জন্য দায়ী হইতে পারে, সে সকলের জন্য তাঁহাদিগকে ও সেইরূপ দায়ী করা হয়। এখানে যাঁহাদিগের হস্তে সমস্ত শাসনের ভার তাঁহাদিগেরই দেওয়া মুষ্টিমেয় অর্থ লইয়া দেশীয় মন্ত্রীকে কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়।" এখন প্রশ্ন উঠে, নরম পার্টীর ধারণাই যথার্থ না পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রী মহাশয়ের কথাই প্রকৃত! দুইটি অভিমতই ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু দুইটীই যথার্থ হইতে পারে না।

ভারত শাসন আইনে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে রক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিষয় গুলির ব্যয় সম্বন্ধে আলোচনা কালে কার্য্যকরী সভার সদস্যদিগের ও দেশীয় মন্ত্রিগণের অভিমত গ্রহণ করা হইবে, কিন্তু যদি রক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিভাগগুলির প্রয়োজনীয় জন্য নির্দ্ধারিত অর্থ লইয়া মত দ্বৈধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই প্রদেশের শাসক ও উক্ত অর্থের কত অংশ কোন বিভাগে প্রদত্ত হইবে তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া রক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিষয় গুলির মধ্যে শাসক ও প্রাদেশিক উক্ত অর্থের ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা লাট বাহাদুরের হস্তেই থাকিবে। তাহা হইলে অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়? নরম পার্টীর মুখপাত্রেরা বলিতে থাকেন শাসক দলের অধিকাংশ সভ্য পাঁচজনই ভারতবাসী। তাহা যদি যথার্থ হইত, তাহা হইলে অধিকাংশের মত লইয়াই অর্থের বিভাগ নির্দ্ধারিত হইবে ইহাই আশা করা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় না, কারণ সমগ্র ব্যবস্থাটি দেশীয় মন্ত্রিগণের প্রতি সন্দেহ অবিশ্বাসের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে বলা আছে এই, যদি শাসন-পরিষদের সভ্য ও দেশীয় মন্ত্রিগণের মধ্যে কোনও বিষয়ে মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে বিষয়ে লাট বাহাদুর নিজের মতানুযায়ী কোনও সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, অথবা তাঁহার অনুরোধে ঐবিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য বড়লাট বাহাদুরের দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের নির্দ্দেশ অনুসারে সে বিষয়ের মীমাংসা করিয়া থাকেন।

বার্দ্দোলি অধিবাসীগণের সঙ্কল্প

(২রা ফেব্রুয়ারী তারিখের Young India হইতে অনূদিত)

(৩০ শে জানুয়ারী তারিখে মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক লিখিত)

কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে আইন অমান্য করিবার প্রস্তাব এক্ষণে দেশের সম্মুখে উপস্থিত। বার্দ্দোলি অধিবাসিগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে স্থির সঙ্কল্পে উপনীত হইয়াছেন। এই বিষয় আলোচনা করিবার জন্য যে সভা হইয়াছিল তাহাতে চারি হাজারের অধিক পুরুষ এবং পাঁচ শতাধিক স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন। পুরুষদিগের মধ্যে অনেকে এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে অধিকাংশই খদ্দর পরিধান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিঠলভাই প্যাটেল মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন এবং অতি সুন্দর ভাবে প্রত্যেককে প্রস্তাবের অর্থ এবং দায়িত্বের বিষয় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পর আমি বলিয়াছিলাম এবং কংগ্রেস জনসাধারণ কর্ত্তৃক আইন অমান্য করিবার পূর্ব্বে যে সকল করণীয় বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। এবং প্রত্যেকটি সম্বন্ধে সভায় উপস্থিত জনগণের অভিমত জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।

আমি দেখিলাম তাহারা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান পার্শী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য বন্ধনের আবশ্যকতা সম্যকরূপেই বুঝিয়াছে, অহিংসা ও শান্তির একান্ত আবশ্যকতা ও আত্মত্যাগশীলতা তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে

অস্পৃশ্যতা জ্ঞান যে কেবল তাহারা মন হইতে দূর করিয়াছে তাহা নয়, ব্যবহারে এবং কার্য্যেও তাহারা অস্পৃশ্য জাতির সহিত ভেদ ভুলিয়া দিতে প্রস্তুত। জাতীয় বিদ্যালয়ের দ্বার তাহারা অস্পৃশ্য জাতির জন্য মুক্ত করিয়া দিয়াছে, গ্রামের কূপ হইতে অস্পৃশ্য জাতির জল তুলিতে আর কোনও বাধা নাই।

একথা অধিবাসীরা খুব ভালরূপে বুঝিয়াছে যে খাজনা বন্ধ করিতে হইলে কিম্বা আইন অমান্য করিবার জন্য কোনও কাজ করিতে গেলে উচিতরূপে নিজেকে প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহারা ইহাও জানে যে স্বাধীন হইতে হইলে প্রত্যেককে নিজ হস্তে সূতা কাটিতে হইবে এবং পরিবারের জন্য খদ্দর বুনিতে হইবে। এবং এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে গেলে যে দুঃখ সহিতে হইবে তাহাদের জিনিষপত্র গরু বাছুর জমি জমা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হইবে তাহারা জানে এবং সেজন্য প্রস্তুত। এ কার্য্যের জন্য তাহারা কারাগারে যাইতে এমনকি আবশ্যক হইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত সহ্য করিতে তাহারা প্রস্তুত এবং সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় ইহাই যে তাহারা শান্ত ভাবে, স্থির চিত্তে কোনও প্রকার প্রতিহিংসা কিম্বা বিদ্বেষের ভাব হৃদয়ে স্থান না দিয়া এই সকল ক্লেশ বরণ করিতে প্রস্তুত।

প্রৌঢ়বর্গের মধ্যে কেবলমাত্র একজন বৃদ্ধ, অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে ভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, আমি যাহা বলিয়াছি তাহা যে সত্য সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই কিন্তু কার্য্য কালে এই একটি বহুকাল প্রচলিত প্রথা একদিনে উঠাইয়া দেওয়া মুস্কিলের ব্যাপার। আমার মতকে পুনরায় ব্যক্ত করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইল। এবং সমবেত জনমণ্ডলী অস্পৃশ্যতা পরিত্যাগ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইল।

এই সভা হইবার পূর্ব্বে আমি তথাকার প্রকৃত কর্মী প্রায় পঞ্চাশ জনের সঙ্গে মিলিত হইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। তাহার ও পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বিঠল ভাই প্যাটেল ও অনেক জন কর্মীর সঙ্গে আমার কথা হইয়াছিল। আমরা একমত স্থির করিয়াছিলাম যে জনসাধারণ কর্তৃক খাজনা বন্ধের প্রস্তাব এক পক্ষ কালের জন্য পিছাইয়া দিব এবং এই সময়ের মধ্যে যতবেশী আয়োজন সম্পূর্ণতর করিতে হইবে এবং প্রত্যেক জাতীয় বিদ্যালয়ে অস্পৃশ্য বালক-বালিকা ভর্ত্তি করিয়া অস্পৃশ্যতা কেবল মুখে নয় কার্য্যতঃ দূর করিতে হইবে। কিন্তু বারদোলির নায়কী ও উৎসাহী কর্মীরা কিছুতেই দিন পিছাইয়া দিবার প্রস্তাবে রাজি হইল না। তাহারা আমাকে নিশ্চয় করিয়া জানাইয়াছে হিন্দু অধিবাসীগণের মধ্যে শতকরা ৯০ জনের অধিক অস্পৃশ্যতা জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়াছে এবং তাহাদের জন্য এত অধিক পরিমাণে খাদার প্রস্তুত করিতে সমর্থ যে ভবিষ্যতে তাহাদের আবশ্যক মত যাবতীয় বস্ত্র সেখানেই উৎপন্ন হইবে ইহা নিশ্চিত। শ্রীযুক্ত প্যাটেল এবং বৃদ্ধ আব্বাস তায়েবজী মহাশয় যত আপত্তি পেশ করিলেন সকলই তাহারা কাটিয়া দিল। তাহারা অল্পমাত্র বিচলিত হইল না। এবং সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে নিম্ন লিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইল।

“জন সাধারণ কর্তৃক আইন অমান্য করার পূর্ব্বে যে সমস্ত অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয় আছে সেই সমস্ত বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক অনুধাবন করিয়া বারদোলি অধিবাসীগণের এই সভা স্থির করিলেন যে এই তালুক জনসাধারণ কর্তৃক আইন অমান্য করিবার জন্য প্রস্তুত।

এই সভা বিবেচনা করেন যে (ক) ভারতবর্ষের সমস্ত অভাব এবং অবিচার দূর করিতে হইলে হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মিলন নিতান্ত আবশ্যক।

(খ) অহিংসা ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাই আমাদের দুঃখ দূর করিবার একমাত্র উপায়।

(গ) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের জন্য গৃহে গৃহে চরকার প্রচলন আবশ্যক। এবং হাতে কাটা সূতার তাঁতে বোনা কাপড় ভিন্ন অন্য নানা প্রকার বস্ত্র কাপড়ের ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(ঘ) হিন্দুগণের পক্ষে অস্পৃশ্যতা জ্ঞান সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ না করিলে স্বরাজ লাভ অসম্ভব।

(ঙ) জন সাধারণের উন্নতি কল্পে এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য সকল প্রকার স্বার্থত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ত্যাগ করা প্রয়োজন হইতে পারে। কারাগারে যাওয়া এমন কি স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত দিবার জন্য সকলকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

এই সমিতি আশা করেন যে, বারদোলীর অধিবাসীগণই উপরোক্ত রূপে স্বার্থ ত্যাগ করিবার জন্য সর্ব্ব প্রথম অধিকার লাভ করিবে। এই সমিতি কংগ্রেসের কার্য্যকারী সভাকে জানাইতে চান যে যদি উক্ত সভা অন্যরূপ আদেশ না করেন কিম্বা যদি প্রস্তাবিত Round table conference না ঘটে তাহা হইলে এই তালুক আর বিলম্ব না করিয়া, মহাত্মা গান্ধী এবং এই সভাপতির পরামর্শ ও কর্তৃত্বের অধীনে জনসাধারণ কর্তৃক আইন অমান্যের কার্য্য আরম্ভ করিবে।

এই সভা পরামর্শ দিতেছেন যে যে সকল প্রজা উপরি লিখিত মত কংগ্রেসের সাধনা প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত তাঁহারা যেন অন্যরূপ আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের দেয় খাজনা বন্ধ রাখেন।

ইহার ফলাফল কি হইবে কে বলিতে পারে? এই কার্য্য আরম্ভ করিলে গভর্ণমেণ্ট সম্ভবতঃ পীড়ন নীতি অনুসরণ করিবেন। বারদোলির পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা কি তাহা সহ্য করিতে পারিবে? বিধাতার কি ইচ্ছা তিনিই জানেন। তাঁহারই নাম লইয়া এ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। জয়-পরাজয় তাঁহারই হাতে।

তাই কবির সঙ্গে আমরা ও বলি।

তিমির রাত্রি
অন্ধ যাত্রী
সম্মুখে তব দীপ্ত দীপ
তুলিয়া ধর হে।”

সত্য ও মিথ্যা

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে থিয়েটার জিনিসটা কেবল আনন্দ নয়, লোক শিক্ষারও সাহায্য করে। বঙ্কিম বাবুর চন্দ্রশেখর বইখানা এক সময়ে বাঙ্‌লার ষ্টেজে প্লে হইত। লরেন্স ফষ্টর বলিয়া এক ব্যক্তি ইহাতে নীলকর অতিশয় অত্যাচারী বলিয়া ইহাতে লেখা আছে। কর্ত্তাদের হঠাৎ একদিন চোখে পড়িল ইহাতে ক্লাশ হেট্রেড নামক এমনি একটা মারাত্মক দোষ আছে যাহাতে অশান্তি ঘটিতে পারে। অতএব, অবিলম্বে বইখানা ষ্টেজে বন্ধ হইয়া গেল। থিয়েটার-ওয়ালারা দেখিলেন ঘোর বিপদ। তাঁহারা কর্ত্তাদের কাছে গিয়া ধন্না দিয়া পড়িলেন, কহিলেন, হুজুর, কি অপরাধ? কর্ত্তারা বলিলেন লরেন্স ফষ্টর নামটা কিছুতেই চলিবে না, খাঁটি ইংরাজি নাম। অতএব, এটা ক্লাশ হেট্রেড। থিয়েটারের ম্যানেজার কহিলেন, যে আজ্ঞে প্রভু! ইংরাজি নামটা বদলাইয়া এমনি একটা পর্ত্তুগীজ নাম করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি ডিক্রুজ্ না ডিসিল্‌ভা না কি এমনি একটা—যা মনে আসিল অদ্ভুত শব্দ বসাইয়া দিয়া কহিলেন এই নিন্।

কর্ত্তা দেখিয়া শুনিয়া কহিলেন, আর এই "জন্মভূমি" কথাটা কাটিয়া দাও,—ওটা সিডিশন্।

ম্যানেজার অবাক হইয়া বলিলেন, সে কি হুজুর, এ দেশে যে জন্মিয়াছি!

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, তুমি জন্মাইতে পার কিন্তু আমি জন্মাই নাই। ও চলিবে না।

'স্বদেশ' বলিয়া ম্যানেজারকে শব্দটা বদ্‌লাইয়া দিয়া যে প্রাণ করিয়া লইয়া ঘরে ফিরিলেন। অভিনয় সুরু হইয়া গেল। ক্লাশ হেট্রেড হইতে আরম্ভ করিয়া মায় সিডিশন পর্য্যন্ত বিদেশী রাজ-শক্তির যত কিছু ভয় ছিল দূর হইল, ম্যানেজার আবার পয়সা পাইতে লাগিলেন, যাহারা পয়সা খরচ করিয়া তামাসা দেখিতে আসিল তাহারা তামাসার অতিরিক্ত আরও [illegible] সংগ্রহ করিয়া ঘরে ফিরিল—বাহিরে হইতে কোথাও কোন ত্রুটি লক্ষিত হইল না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সমস্ত বস্তুটা ছলনায় ও অসত্যের কালিতে কালো হইয়া রহিল। লরেন্স ফষ্টর বলিয়া হয়ত কেহ [illegible] ম্যানেজারের কল্পিত অদ্ভুত পর্ত্তুগীজ নামটিও [illegible] তুল্য, কিন্তু ইহার মূল কোনমতেই [illegible] বোধ করি ইহা ছিল যে সময়ে বাঙ্‌লা [illegible] নীলকরের দ্বারা যে সকল অত্যাচার ও [illegible] ঘটিত তাহারই একটু আভাস দেওয়া। ইহাতেই [illegible] ক্লাশ হেট্রেড জাগিতে পারে রাজ-শক্তির ইহাই আশঙ্কা। আশঙ্কা অমূলক বা সমূলক এ স্থানে আলোচ্য নয়, কিম্বা ইহার নামের পরিবর্ত্তে পর্ত্তুগীজ নাম বসাইলে ক্লাশ হেট্রেড যায় কি না সেও আমি জানি না,—ইংরাজের আইনে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে—কিন্তু যে আইন ইহারও উপরে, যাহাতে 'ক্লাশ' বলিয়া কোন বস্তু নাই তাহার বিদেশের বিচারে একের অপরাধ অপরের স্কন্ধে আরোপ করিলে যে বস্তু হয় তাহার দাম ক্লাশ হেট্রেডের অনেক বেশি। সেদিন দেখিলাম এই ছোট্ট ফাঁকিটুকু হইতে ছোট্ট ছেলেরাও অব্যাহতি পায় নাই। তাহাদের বাঙ্গলা পাঠ্য পুস্তকেও এই অসত্য স্থান লাভ করিয়াছে। পুস্তক প্রণেতা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলাম এই অসত্য রটনাটি আপনি সমর্থন করিলেন কিরূপে? প্রত্যুত্তরে [illegible] কহিলেন প্রাণের দায়ে করিতে হইয়াছে। জানি সব, কিন্তু করি কি মশায়, [illegible] তাই এই ফাঁকিটুকু না থাকিলে কোন স্কুলে এ বই চলিবে না।

অতঃপরে আর কিছু বলিতে প্রবৃত্তি হইল না, কিন্তু মনে মনে নিজের কপালে করাঘাত করিয়া কহিলাম যে দেশের শাসন-যন্ত্রে সত্য নিষিদ্ধ, যে দেশে প্রত্যেককে অবিরত মিথ্যা শিখিতে হয়, শিখাইতে অন্তরে কণ্টকিত হইতে হয়। সে দেশে মানুষে প্রত্যাশা করিতে চায় কেন? সে দেশের কলা-সাহিত্য কখনও উঁচুতে যায় না! সত্যহীন দেশের সাহিত্যে তাই আজ তেজ নাই, শক্তি নাই, প্রাণ নাই। তাই আজ সাহিত্যের নাম দিয়া দেশে কেবল ঝুড়ি ঝুড়ি আবর্জ্জনার সৃষ্টি হইতেছে। তাই আজ দেশের রঙ্গমঞ্চ ক্ষুদ্র-পরিধিতে পঙ্গু, অঙ্গহীন। সে না দেয় আনন্দ, না দেয় শিক্ষা। দেশের হৃদয়ের সঙ্গে তাহার যোগ নাই, প্রাণের সঙ্গে পরিচয় নাই, দেশের আশা-ভরসার সে কেহ নয়—সে যেন কোন্ অতীত যুগের মৃত দেহ। তাই শতাব্দ বছর পূর্ব্বে কবে কোন্ মোগল পাঠানকে বধ করিয়াছিল, এবং কখন্ কোন সুযোগে মারহাট্টা রাজপুতকে খোঁচা মারিয়াছিল সে শুধু ইহারই সাক্ষী, এ ছাড়া তাহার দেশের কাছে বলিবার আর কিছু নাই! দেশের নাটকার মনের দুঃখের ব্যথা হইতে যদি কখন সত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, আইনের নামে, শৃঙ্খলার নামে রাজ-সরকারে তাহা বাজেয়াপ্ত হইয়া গেছে, তাই সত্য বলিয়া নাট্যশালা আজ দেশের কাছে এমনই লজ্জিত, ব্যর্থ ও অর্থহীন। রুল ব্রিটানিয়া গাহিতে ইংরাজের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে, কিন্তু 'আমার দেশ' আমার দেশে নিষিদ্ধ। এই যে আজ আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপিয়া ভাবের বন্যা ও কর্ম্ম ও উদ্যমের স্রোত বহিতেছে নাট্যশালায় তাহার একটুকু স্পন্দন একটুকু সাড়া নাই। দেশের মাঝখানে বসিয়াও তাহার দরজা জানালা আজ এ বিষম অর্গলে আজ এমনি অবরুদ্ধ যে দেশ-জোড়া এতবড় পৌরুষ ও রশ্মি-কণাটুকু তাহাতে প্রবেশ করিবার পথ পায় নাই। কিন্তু কোন্ দেশে এমন ঘটিতে পারিত! আর মাতৃভূমির মঙ্গলে বুকের রক্ত যাঁহারা এমন করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন, কোন্ দেশের নাট্যশালা হইতে তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত আজ এরূপ

করিয়া বাহির হইতে পারিত। অথচ সকলেই দেশের কল্যাণের নিমিত্ত। দেশের কল্যাণের জন্য আজ দেশের নাটকের মধ্যে অনেকে গীতি গাহিতে আবৃত্তির উপর দিয়া। এবং এমন কথাও আজ সত্য বলিয়া প্রমাণ হইতে হইতেছে যে দেশের কবি, দেশের নাট্যকারদের অন্তর ছেঁকিয়া যে বাণী, যে সঙ্গীত বাহির হইয়া আসে দেশের তাহাতে কল্যাণ নাই, শক্তি নাই। বিদেশী রাজপুরুষের মুখ হইতে এ কথাও আজ আমাদের মানিয়া চলিতে হইতেছে। কিন্তু এই নির্দেশকে মানিয়া চলার মত লোকজনের বিদায় নিবার আজ সময় আসিয়াছে। এবং ইহা কি শুধু একা আমাদেরই ভুল করিয়া রাখিয়াছে। যে ইহা চালাইতেছে সে কোটি হয় নাই। আমরা দুঃখ পাইয়াছি, কিন্তু নিজেকে সত্য করিয়া দেখাইবার দুঃখ তোমাদের কি কিছুদিন একটুও পাইবে? এর পরিণামের দুঃখ আছে,—আজ আমাদের ডাক পড়িয়াছে, কিন্তু যেদিন দোষ করিবার জন্য যেদিন তাহারা ও আবার আসিবে সেদিন তাহারাই কি দুঃখ ভোগ করিবে না।

বাংলাটা কাকের কলমে লোকের চোখে কি ঠেকিয়েছে দিন জানি না, তবে এই বাঙলা দেশেই এমন মানুষও আছেন যাঁদের কাছে আলোচনায় তুচ্ছ হবে এরূপও নিশ্চয় নয়। যদি তাই হয়, তবুও আরও একটি একটা তুচ্ছ ঘটনার উল্লেখ করিয়াই এ প্রবন্ধ এবারের মত বন্ধ করিব। সেদিন University Institute এ কলিকাতা আবৃত্তি ছেলেদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার পরীক্ষা ছিল। সর্বক্ষণ পূর্তির করিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “মোর বিদায় মোরে” শীর্ষক কবিতাটি নির্বাচিত করা হইয়াছিল। যাহারা পরীক্ষা দিবে তাহাদেরই একজন আমার কাছে দুই একটা কথা জানিয়া লইতে আসিয়াছিল। তাহারই মুখে শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম যে এই সুদীর্ঘ কবিতাটির যাহা সর্বাপেক্ষা সুন্দর,—এই প্রকাণ্ড দেশের প্রচলিত কাহিনী যেথায় নিহিত—সেই অংশগুলিই বাছিয়া বাছিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ দুর্মতি কে করিল।

ছেলেটি কহিল, আজ্ঞে, নির্বাচনের ভার যাঁহাদের উপর ছিল তাঁহারা।

মনে করিলাম, হয় ইহাঁরা চিনেন না, তাই, এর দুটি সেই ছোট ক'টি বাদ পড়িয়াছে। কিন্তু ছেলেটী দেখিলাম সব জানে, সে আমার ভুল ভাঙিয়া দিল। কহিতে কহিল, আজ্ঞে, তাঁরা সকলেই জানেন, তবে কিনা ওতে দেশের দুঃখ-দৈন্যের কথা আছে তাই ওটা আবৃত্তি করা যায় না—ওটা নিষিদ্ধ।

কহিলাম কে বলিল?

ছেলেটি কহিল তিনি আমাদের কর্তৃপক্ষরা।

যাক্,—বাঁচা গেল। কর্তৃপক্ষ এদিকেও আছেন। অর্বাচীন শিশুগুলার মঙ্গল চিন্তা করিতে এ পক্ষেও পাকা মাথার অভাব ঘটে নাই। প্রশ্ন করিলাম আচ্ছা, তোমরা এই কবিতাংশগুলি সভায় আবৃত্তি করিতে পার না?

সে কহিল, পারি, কিন্তু তাঁরা বলেন পারা উচিত নয়, গোলমাল বাধিতে পারে।

আর প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্তি হইল না। দেশের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, যিনি নিষ্পাপ, নির্মল,—কলেজের শিক্ষার্থে যে কবিতা তাঁহার অন্তর হইতে উত্থিত হইয়াছে প্রকাশ্য সভায় তাহার আবৃত্তি নিষিদ্ধ,—তাহা অপরাধের। এবং এই সত্য দেশের ছেলেরা আজ কর্তৃপক্ষের কাছে শিক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছে। এবং কর্তৃপক্ষের অকাট্য যুক্তি, এই যে গোলমাল বাধিতে পারে!

(ক্রমশঃ)

স্বরাজের প্রতিষ্ঠা

[শ্রীহরদয়াল নাগ]

ভারতবর্ষে বর্তমান সময়ে সকলেই যে স্বরাজ লাভে অভিলাষী এই কথা পূর্ণ সত্য নহে। এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই যে মুষ্টিমেয় স্বার্থান্ধ লোক স্বরাজের বিরোধী। কংগ্রেসমণ্ডপে ঢক্কার শব্দ যায় তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই অভিনয় ধূর্ত্তপ্রকৃতির লোক যেমন বক্তৃতা করিতে থাকিয়াছিলেন তদ্রূপ স্বার্থান্বেষী যাহাতে জনশক্তি চালিত স্বরাজের জন্ম না হইতে পারে কিম্বা জন্ম হওয়ামাত্র তাহার অবসান হইতে পারে তজ্জন্য ঐ স্বার্থান্ধ মুষ্টিমেয় লোক বদ্ধপরিকর। তাহারা পূর্ব্ব হইতেই যাহাতে ঐরূপ স্বরাজের জন্ম না হইতে পারে তজ্জন্য অথবা জন্মমাত্র উহার বধের জন্য “রিফর্ম” নামক অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। পরাধীন ভারত আজ অবাধ বাণিজ্যের শোষণে রক্তহীন হইয়া পড়িয়াছে। এই অসহনীয় হওয়ায় জনশক্তি জাগরিত হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান আজ ভারতের জন-নায়ক। মহাত্মা গান্ধী পথপ্রদর্শক মাত্র। ভারতে জনশক্তি-চালিত স্বরাজ না হইলে ভারত অচিরে অনশনক্লিষ্ট হইয়া শ্মশানে পরিণত হইবে, তাই আজ দরিদ্র নারায়ণের অন্তরে ভগবানের আসন টলিয়াছে এবং প্রজাশক্তির অনুমোদিত স্বরাজের জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। দলে দলে স্বরাজপন্থী আজ ভারতের কারাগৃহে পরিপোষিত ও পরিবেষ্টিত হইতেছে। কেবল মুষ্টিমেয় স্বার্থান্ধ লোক তাহার পথের কাঁটা আছে।

অবাধ বাণিজ্যের শোষণের উপর ভারতের শাসন আজ এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে তাহা জনশক্তি আর কিছুতেই সহ্য করিতে সমর্থ নহে। যে মুষ্টিমেয় লোক ঐ শোষণ ও শাসনকার্য্যে লিপ্ত ও সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বিপুল অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন তাঁহারাই স্বরাজের ঘোর বিরোধী। যে সকল ভারতীয় রাজকর্মচারী এখন মাসে ৩৩ হাজার টাকা বেতন পাইতেছেন প্রজাশক্তির অনুমোদিত স্বরাজ হইলে তাহাদিগের কি সেই বেতন চলিবে? যে সকল ব্যবসায়ী

এবং বিদেশী বণিকের সহায়তা করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন দেশের মধ্যেই স্বরাজ আসিলে তাঁহাদের সেই পথেও বিঘ্ন ঘটিবে না কি — সন্দেহ এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে অনেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া স্বার্থের শিরে পদাঘাত করিয়া স্বদেশের সহায়তায় লেগেছিলেন স্বরাজের জন্য সর্বস্ব ও জীবন পণ করিয়াছেন। অবশিষ্ট ঐ শ্রেণীর দুইচারি লোক মাত্র স্বার্থান্ধ হইয়া স্বরাজের প্রতিকূলতা আচরণ করিতেছেন।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা নিরুপদ্রব উপায়ে স্বরাজলাভ ঘটিবে এই কথা বিশ্বাস করেন না। অথচ স্বরাজ অভাবে দেশ রসাতলে পতিত হইতেছে এবং দেশের দারিদ্র্য মোচনের জন্য তাহা লাভ করিতেই হইবে এই ধারণাও তাঁহাদের আছে। এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা খুব বেশী নহে। তাঁহারা কি করিতেছেন বা কি ভাবিতেছেন তাহা আমার চিন্তার অতীত। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একদল লোক আছেন যাঁহারা আপাতদৃষ্টিতে স্বরাজের পক্ষপাতী হইলেও কার্যক্ষেত্রে জনশক্তির পূর্ণ সহায়তা করিতেছেন না। তাঁহাদের মন একেবারে অবিশ্বাস দোষদুষ্ট এ কথাও বলা যাইতে পারে না। ভারতের জনশক্তি এমন বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আত্মবিকাশে ও আত্মনিয়ন্ত্রণে সমর্থ হইবে তাঁহাদের মনে এই আশাও সবল নহে। শতকরা আশী জন নিরক্ষর তাঁহাদের মনে ঐরূপ আশা দুর্বল হওয়া একেবারে অস্বাভাবিক নহে। জনশক্তির উদ্বোধন ও সংগঠন করিতে গিয়া যখন তাঁহাদের স্বার্থের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় তখন কাজেই তাঁহাদের দৃঢ়তার অভাব হয়। যে কালস্রোতের ফলে ভারতে জনশক্তির উদ্বোধন হইয়াছে তাহা পৃথিবী ব্যাপী। তাহা হইতে আধুনিক জগৎ কিম্বা ভারতের অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই। আজ যাহাদের মনে অবিশ্বাসের মেঘ রহিয়াছে দুইদিনে সে মেঘ উড়িয়া যাইবে এবং তাঁহারা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইবেন ভারতের জনশক্তির পশ্চাতে ভগবৎশক্তি প্রবল বেগে কার্য করিতেছে। কুরুক্ষেত্রে অর্জুন যখন স্বজন বধিতে শঙ্কিত হইয়া গাণ্ডীব ত্যাগ করিয়াছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে সমস্ত কার্যের মূলে ভগবৎশক্তি নিহিত রহিয়াছে, মানবকর্মী কেবল নিমিত্ত মাত্র। ভগবৎশক্তিতে অবিশ্বাস করিয়া কার্যক্ষেত্রে দৃঢ়তার অভাব দেখান ভগবৎশক্তির বিরুদ্ধাচরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভারতের জনশক্তির উদ্বোধনের সময় হইয়াছে। অতএব সময় অতিক্রম হইবার আর স্থান নাই। স্বার্থের বলি দিতেই হইবে। জনশক্তির উত্থান রোধ করিতে পারে এমন মানবশক্তি জগতে নাই। সাময়িক ভ্রান্তি পরিত্যাগ করিয়া জনশক্তির স্বরাজলাভ কার্যে মানব মাত্রেরই সাহায্য করা কর্তব্য।

অস্পৃশ্যতা

[শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সেন]

বিদেশী বণিকদের বঞ্চনা ও শোষণ এবং কার্যতঃ তাদের ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়ে ইংলণ্ডের রাজার নামে যাঁরা রাজত্ব করেন তাঁদের শাসন ও ত্রাসন — শুধু এতেই কি আমরা এত হতমান, হীনবল ও হতসর্বস্ব হয়েছি? না বহুকালাবধি আমাদের পাপের ভরা পূর্ণ হয়ে হয়ে আজ আমরা কালসাগরে ডুবে যাচ্ছি, পৃথিবী থেকে চিরতরে আমাদের অস্তিত্বলোপ পেতে বসেছে?

এই অধঃপতিত জাতিকে নবজীবনের ঐশ্বর্য মাধুর্য এনে দিতে হলে, সকলের আগে চাই যে, সব মলিনতা আবর্জনাতে তার অভ্যন্তরীণ জীবন কর্দমাক্ত হয়ে পঙ্কিল সেই সব দূর করে ফেলা। এ জাতি আজ ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন। কত অলীক গর্বই যে তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তার সীমা নেই। সমাজ জীবনের শক্তি স্ফূর্তি হারিয়ে এ জাতি কত অন্যায়কে যে আজ সত্য বলে মেনে নিয়েছে, কত পাপ কদাচারকে যে পুণ্য সদাচার বলে গ্রহণ করেছে, তা গণনা করা যায় না। বাস্তব জীবনের কষ্টিপাথরে সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করে নিতে হলে যে শক্তি ও বুদ্ধির দরকার, তা আমাদের কোথায়?

আমরা সুপ্তির ঘোরে নিমগ্ন হয়ে ছিলাম, আমাদের আত্মবোধ হারিয়েছিলাম—এমন সময় সমাজের বুকের উপর এক প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়ল, চারিদিকে আবার সাড়া পড়ে গেল! জেগে আমরা নিজের দিকে চাইলাম, দেখলাম আমরা অন্তরে জীর্ণ, বাহিরে নয়;—এ বীভৎস দৃশ্য দেখে আমরা শিউরে উঠলাম। যারা আগে জাগলেন সেই মহাপ্রাণেরা সমস্ত জাতিটা এক আসন্ন মরণ ঘোরের নীলসাগরে মূর্চ্ছিত হয়ে ঢলে পড়েছে দেখে অধীর হয়ে পড়লেন, সকল সাধ-আহ্লাদ, সব লোভ ত্যাগ করে হাহাকার করে পথে ছুটে বেড়াতে লাগলেন। বাহিরের থেকে এই যে বিপুল আলোড়ন হতে লাগল, তাতে সকলেই বুঝতে পারলেন আর ঘুমাবার সময় নেই। আবার ধীর যাঁরা তাঁরা অচিরে তাঁদের ধীরকণ্ঠে খুলে দেশে মুক্তির বাণী প্রচার করতে লাগলেন। কেউ বা জেগেও ঘুমালেন, অন্দরের অন্ধকারে তাঁরা সোনার শিকল জেনে গলায় জড়িয়ে বসে আমোদের মোহে মজে দিনপাত করতে লাগলেন! আমাদের ঘুমপাড়ানী মাসিপিসীরা যখন আপনাদের ঘুম ভেঙে আর ভুলিয়ে রাখতে পারলেন না, তখন সবাইকে নিয়ে শাসন করে, লোহার খাঁচায় পুরতে লাগলেন। এ অবিচার আজো পুরোদমে চলছে? অনেকেই তাঁরা জীবন হতে জীবনের রূপ ধারণ করছেন। তাঁদের শাস্তিগুলো সব দেখে তাঁদের একান্ত বশংবদ ভালো ছেলেদেরও প্রাণ গলেছে, উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে;—কিন্তু তাতে কি আমাদের শাসন কর্তাদের প্রভুত্বের জিদ কমে? বরং তাঁরা অবিচারে মত্ত হয়ে

মানবতাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়ে গেছেন। তবে যেদিন সম্পূর্ণ হবে সেদিন মনে হয়—এই দেশবাসী তাঁদের কি সম্মান করেছে তা তাঁরা বুঝতে পারবেন, বুঝতে পারবেন মানবতাবাদই সকল শক্তি ও শান্তির একমাত্র উৎস,—সেদিন এরা এঁদের জন্যে হবে নিজেদের অতিশয় গৌরবময়, নিজেকে যেমনি করি অমর।"

যাক্, বহু দূরে সরে এসে আলোচনা করতে হ'ল। যে জাতের অতীত থেকে মুক্তির আদর্শ ধরে দাবার উদ্ভব হয়েছে, জীবন যাদের অমর, শক্তিহারা তাদের হীনতা ও দুর্বলতার উৎসই যে বিদেশী এসে তাদের প্রভুত্বের জোর বিস্তার করেছে সে কথা ভুলে গেলে চলবে না। বহু শতাব্দী যুগবিভাগে অন্তর্নিহিত বিদেশীশাসনের জীর্ণ প্রভাবে আমাদের জাতীয় জীবন সঙ্কুচিত বিকৃত ও অসাড় হয়ে পড়েছে, তার সঙ্গে অবিদ্যা দারিদ্র্য মাথা পেতে নেওয়া আমাদের পক্ষে সহজ হয়েছিল। ইংরেজ স্বাধীন জাতি,—গণ-সভ্যতার জোরে অনেক পরিমাণে সভ্যতাদের মানবতাবোধ বাড়িয়ে থাকলেও আজো তাদের মধ্যে এমন সকল ব্যক্তির একান্ত অভাব নেই যাঁদের প্রাণ শক্তিতায় আমাদের শৃঙ্খল বেঁধে কাঁদে,—আমাদের মুক্তি চেষ্টার সঙ্গে যাঁদের সহানুভূতি আছে। তাই আমাদের ইংরেজ জাতির সঙ্গে কোন বিরোধ নেই, আমাদের সংগ্রাম ইংরেজ আমলাতন্ত্রের সাথে। শুধু প্রভুত্ব সকলই যে ইংরেজকে বিকৃত করেছে তা নয়, মূল বিকারের জন্য আমাদের দাস—মনোভাবও বিশেষকারণে দায়ী। আমলাতন্ত্র আমাদের মুক্তির বিরোধী তাতে সন্দেহ নেই;—কিন্তু তার চাইতেও অনিষ্ট করেছে আমাদের আত্মহীন জীবনের অনন্ত বিধিনিষেধ। তাই আজ বাহিরে যে স্বাধীনতার আন্দোলন হচ্ছে তাতে আত্মনিয়োগ করতে হবে বটে; কিন্তু আমাদের 'স্বরাজ' লাভ করতে হলে শুধু আমাদের শাসকদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলেই চলবে না। আজ আমাদের ঘরে ফিরতে হবে, নিজেদের চিনতে হবে, আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে হবে। অসহযোগ নেতিমূলক নয়, এ দৈন্যের মানে আত্মনির্ভর পরমুখাপেক্ষিতার অভাব। স্বরাজের অর্থ—নিজের স্বরূপ পুনর্মিলন পাওয়া, মানবতার চিরন্তন মুক্তিকে ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুক্ত করে তোলা। সব আলো, অন্তরের সব দিয়ে আজ আমরা বুঝতে পারছি—স্বাধীনতাকামী জীবন স্বাভাবিক নিয়ম পরিত্যাগ প্রথমে বাহির থেকে দেশের যে ডাক আহ্বান এসেছে তাতে আমরা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সাড়া দেবই;—কিন্তু নিছক রাজনীতিচর্চায় স্বরাজ লাভ করা যায় না,—জীবনের সমস্ত অংশ জুড়ে রাজনীতির আসন নয়। অন্তর বাহিরে যেদিন মুক্তিকে আমরা একান্তভাবে বরণ করে নিতে পারব যেদিন জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাম্য ও স্বাধীনতার নিশান উড়াব সেইদিন আমরা ভারতবাসীর অত গর্বিত উদ্ধার করেছি বলতে পারব। আজ স্বাধীন জীবনের স্বল্প অভিজ্ঞতা থেকে আমরা অনেকটা বুঝতে পেরেছি এতদিন অন্ধভাবে অতীত যত দুর্নীতি অনুসরণ করে আমরা কত হীন অধম হয়ে পড়েছি। ভারত যেদিন দেশবিদেশে ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান বিতরণ করত সেদিন তার বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা উদারতায় অন্ধ ছিলনা, তখন তার সাম্য ছিল। স্বভাব ধর্মে সদাচারী হলেই উন্নীত হত। সেখানে অসবর্ণবিবাহের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। আজ আমরা বর্ণাশ্রমে অজ্ঞানতার সংকীর্ণতায় দাবিয়ে ফেলেছি। জীবনের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্য, শক্তি ও আনন্দ সকলই আচারের চাপে আমাদের লোপ পেয়েছে। সমাজ প্রবাহ অচলায়তনে আমাদের জীবনস্রোত কোন দিকের অতি সংকীর্ণ খাত দিয়ে কোনো প্রকারে বয়ে যাচ্ছে। আজ মুক্তবিশ্বের অনন্ত অনুভূতি ও আনন্দ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের ধর্ম শুধু ভাতের হাঁড়ি ও জলের কলসীর মধ্যে ঢুকেছে ও মিথ্যা জাতি ভেদের আশ্রয় নিয়েছে। এত গুণ সদাচারেও আমরা শক্তি বা শান্তি পাচ্ছি না। আজ প্রেম নেই;—মিলন ও একতা হতে যে শক্তি আসে তা থেকে আমরা বঞ্চিত। দেশে আজ সত্যদর্শী জ্ঞানী নেই, আছে যারা তাঁদের অধিকাংশই শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিত মূর্খ। বিভিন্ন দেশে সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন ধর্ম হয়েছে বটে; কিন্তু সকল দেশের উত্তম সাধকদের বাণীতে একই কথা উচ্চারিত হচ্ছে—সে হচ্ছে সাম্য ও মিলন। জগতে নূতন উন্নতির সত্য আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁহারা ঋষিরা—পুরোহিত বা মোল্লারা নয়। তার পর অতীতে যা অপূর্ণ রয়ে গেছে ভবিষ্যতে তা পূর্ণ হবে। আমাদের বর্তমান জাতির সমূহ ভবিষ্যৎ অতীত বা বর্তমানের চাইতে উজ্জ্বলতর, বিপুলতর। ভবিষ্যতে যে যুগ আসছে…তাতে মানব ও পশুর মত ঘৃণ্য থাকবেই না যে তার দেবত্বের অধিকার প্রাপ্ত হবে;—তার অমৃতের অধিকারে জাতই হবে পথ-প্রদর্শক। অন্য জাতিরাও;—আর মানব মাত্রেরই এই ব্রহ্মজ্ঞানে বা দেবত্বে সমান অধিকার আছে। আজ শূদ্র, পারিয়া, মুচি চণ্ডাল সকলেই যে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী এ কথা তাদের মুক্তকণ্ঠে বলে শুনিয়ে দিতে হবে। এ তাদের উপর কিছু অতিরিক্ত-অনুগ্রহ প্রকাশ নয়। সমাজের অগ্রণী যারা তাঁরা যদি অগ্রণী হন তা হলেই তারা বাঁচবেন, অন্যথা শান্তি মুক্তি পাবে, অমর থাকবে। তাঁরা তাঁদের নিজ স্থান নির্দ্দিষ্ট না দিতে পারলে ও, দেবতা পদের দুর্লভ পাত্র থাকবে না।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ "মকরধ্বজ"

আর্য্যকৌশ্রি পদ্ধতি "সিদ্ধ" মকরধ্বজ অনুপান ভেদে সকল রোগের আশু প্রতিষেধক ও প্রতিবেধক অব্যর্থ মহৌষধ। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের হিতকর। একমাত্রায় উপকার পাইবেন। আস্বাদে বিস্মিত হইবেন। [illegible] প্রেরিত হয়। ৮ মাত্রা ১৲ টাকা, পত্র লিখিলে [illegible] হয়। সিদ্ধ ফেক্টরি — ১০১ হ্যারিসন রোড কলিকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ও সংবাদপত্র সম্পাদকগণ কর্ত্তৃক
বিশেষভাবে প্রশংসিত

"[illegible]পথে" গ্রন্থমালা

(১) জাতীয়তার অনুভূতি, (২) কুটীরশিল্প, (৩) ব্যক্তিগত দুর্নীতি, (৪) লাভজনক কৃষি, (৫) রং ও রঙ্গন বিদ্যা এবং (৬) সাবুন তৈয়ারির মসলা।

মূল্য প্রত্যেক পুস্তক [illegible] পুস্তক [illegible] কাশীনাথ, [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা।

Encourage home Industries
AND
learn economy & patriotism.

Do you know how to do this? Come on I will tell you. Purchase Gandhi [illegible] made of Bhagalpuri Tasser and Charkha yarns, woven in handlooms, very durable and cheap at the same time, beware of imitation. For particulars apply to the Secretary.

Weavers' Co-operative Stores
P. O. Champanagore, Bhagalpore.

[illegible] 'ভক্তি—[illegible]' [illegible] ১৯১০ [illegible] ১৯১১ [illegible]

২০৲ [illegible]।

[illegible]

[illegible] কলিকাতা।

শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা

মূল্য ২৲ টাকা

মূল, টীকা, অনুবাদ

প্রভুপাদ শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী [illegible]
অনুবাদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত।

ডাক্তার [illegible]

"[illegible]"

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সাধু
১৮ নং [illegible], কলিকাতা।

গলিত কুষ্ঠ ও ধবল

রোগের অব্যর্থ একমাত্র মহৌষধ যে কোন কারণেই ও যত কঠিন হউক নিশ্চয় আরোগ্য হইবে [illegible] না। আমাদের এই ঔষধে কুষ্ঠ রোগ [illegible] হইবে। গলিত কুষ্ঠরোগের ঔষধ ব্যবস্থা মূল্য [illegible]। [illegible] "এন্টিলিউকো অয়েন্টমেন্ট" মূল্য ১৲ টাকা এক মাসের ব্যবহারের উপযোগী।

টাক ও তাহার সংগ্রাম

[illegible]

[illegible]

ধবল বা শ্বেত কুষ্ঠ

[illegible]

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—

ডাঃ সি, ব্যানার্জ্জী
গ্রেট বেঙ্গল ফার্ম্মাসী
মিহিজাম [illegible], ই, আই, আর।

New Publications.

	Rs.	A.
Greater India By Rabindranath Tagore	[illegible]	[illegible]
To The Students By C. F. Andrews	1	0
The Truth About India By H. M. Hyndman	0	12
India In England By Miss Helena Normanton	[illegible]	0
The Gospel of Swadesi By Kalelkar, Foreword by M. K. Gandhi	0	4
The Message of Bhagwatgita By Lajpat Ray	0	12
abidranath Tagore is Life and Life Work E. J. Thompson	1	8
by S. E. Stokes:		
The Failure of European Civilisation	I	0
National Self-Realisation	I	0
Essays: Political And National	2	0
By Mahatma Gandhi:		
A Guide To Health	1	8
Nithi Dharma	0	8
By Donald Houghton:		
The Revolt Of The East	1	8
The Psychology Of Empire	0	4
Reform Or Revolution	0	4
Labour In Madras By B. P. Wadia, with Foreword by Col. Josiah C. Wedgwood, M. P.	[illegible]	8
Rabindranath Tagore A Study of His Later Works By K. S. Ramaswamy Sastry	[illegible]	[illegible]
The Call To Young India By Lajpat Rai	3	0
Col. Josiah. C. Wedgwood The Man and His Work With Foreword by Lajpat Rai	[illegible]	0
Avadutagita Of Dattatreya translated by Prof. Kannumal, M.A.	1	0
India And Its Government By Fenner Brockway	0	8
Slavery of Our Times By Count Leo Tolstoy	0	10
Hindu Culture By K.S. Ramaswamy Sastry, B.A., B.L., with Foreword by Sir John Woodroffe	3	0
India And The Curency Standard By K. Q. Viswanadhaiyer M.A.	3	0
The Indian Currency And Exchange (Bomanjee Prize Essay) By K. C. Mahindra B.A. (Cantab)	3	8

S. Ganesan
Triplicane
(Madras S. E.)

শ্রীহেমন্তকুমার সরকারের গ্রন্থাবলী।

১। [illegible] ([illegible]) ।০
২। [illegible] ([illegible] ও রাজনীতি বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ) ৷০
৩। [illegible] (বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক [illegible] কথা) ৷৵০
৪। সুভাষ (সুভাষচন্দ্রের [illegible]) ৷৵০
৫। [illegible] ([illegible])
৬। [illegible] (জীবনী) ৷৵
৭। [illegible] ([illegible] চট্টোপাধ্যায়)
৮। [illegible] (কবিতা, [illegible] সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়) ১৲
৯। লেনিন ([illegible] জীবনী, [illegible] ঘোষ) ।০
১০। [illegible] (সচিত্র, ধীরেন্দ্র সেন) ৷৵০
১১। [illegible] ([illegible] [illegible] মুখোপাধ্যায়)
১২। [illegible] ([illegible] ভাবে লিখিত, [illegible] সেন)
১৩। Non-co-operation,—B. C. Pal ... As. 8
১৪। Message of Hope —P. K. Sarkar As. 5
১৫। Ancient History of the Deccan.
Prof. G. J. Dubricial ... Rs. 3
১৬। Sj. Chittaranjan Das's Life Sketch in English by Sukumar Ranjan Das. As. 10.
১৭। [illegible] ([illegible] ঘোষ) ।০

[illegible] পুস্তক পাওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা।

ইউ সি চক্রবর্ত্তীর

কালির চাক্তি ও নিব।

[illegible] উত্তম এবং [illegible]। [illegible] নিজে [illegible]। [illegible] সংবাদপত্র সমূহে উচ্চ প্রশংসিত।

প্রতি [illegible] উত্তম কালি হয়। মূল্য—[illegible] প্রতি [illegible] ১।০ আনা। [illegible] প্রতি ডোজ ৵০ আনা। [illegible] লাল, প্রতি ডোজ ১৷৵০ আনা। [illegible] এবং [illegible] প্রতি গ্রোস ১৲ টাকা। [illegible] প্রতি গ্রোস ১৲ টাকা।

[illegible] নমুনা পাইবেন।

ইউ, সি, চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং
[illegible], কলিকাতা।

Printed at the Metcalfe Press, [illegible] Calcutta.

Printed and Published by—Dhirendra Chandra Mukhopadhya, [illegible] Bhabanicharan Dutt Lane

আহ্‌মেদাবাদ জাতীয় মহাসমিতির নির্বাচিত সভাপতির
অপঠিত অসমাপ্ত অভিভাষণ—

বাঙ্গলার কথা

বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা
সম্পাদিকা—শ্রীমতী বাসন্তী দেবী
নগদমূল্য এক /০ আনা

প্রথম ভাগ { কলিকাতা, শুক্রবার, ১২ই ফাল্গুন, ১৩২৮; ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ } ২০শ সংখ্যা

হাল ছেড়োনা ভুলে

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ]

এই কি তবে শেষ হ'লো গো তোমার তরী বাওয়া,
তুফান পেয়েছে, উঠেছে জেগে কাল বৈশাখীর হাওয়া?
        দুখ যত আসুক না ক,
        ঝড়ের ঝাপট লাগুক না ক,
তোমার তরী বাইতে হবে, নিতেই হবে কূলে,
মাঝদরিয়ায় নিরাশপ্রাণে হাল ছেড়োনা ভুলে।

এই কি তবে জীবনপথে তরী বাইতে চাওয়া
মরণ বরণ করতে গিয়ে পিছন হটে যাওয়া?
        কতো হাওয়ার চোখরাঙানি,
        লাখ্‌লা ঢেউয়ের ঘোর শাসানি—
তাই ভেবেছো পিছিয়ে এসে বসতে হবে কূলে,
পথ বেয়ে যাও দাঁড় টেনে ভাই, হাল ছেড়োনা ভুলে।

যেতে তোমায় হবেই হবে, চাই যে কূল পাওয়া,
[illegible] উজান তুমি মুক্তিতীরে চাওয়া!
        মুক্তি সেথা নিরাশাতে—
        তাই পেতে চাও জীবন মাঝে,
তরী ভাসিয়ে যাও গো তরী [illegible] কূলে,
নতুন দিকে চোখ রেখো ভাই, হাল ছেড়োনা ভুলে।

মন মাঝিরে বৈঠা দিয়ে [illegible] হাওয়া,
বুকের ভুলে মাতিয়ে এলো বাতুল পাগল হাওয়া,
        তুফান তালে নাচ্‌বে তরী
        ঢেউয়ের উপর ঢেউয়ে চড়ি,
যায় সে বেয়ে ভুল নায়েরে আপন মনে চলে,
যতই দেখো কোন্‌খানে যায়, হাল ছেড়োনা ভুলে।

আঁধার যদি হঠাৎ আসে [illegible] জল পাওয়া?
কেমন করে বিশ্ব বাঁচিয়ে অকূলপানে যাওয়া?
        অকূলেতে কূল দেখো ভাই,
        তোমার আমার হাত কিছু নাই;
কূলের মাঝি [illegible] যে সেই ত নেয়ে-কূলে,
তাঁর হাতে তার সঁপিয়ে দিয়ো, হাল ছেড়োনা ভুলে।

সাগর মাঝে ঢেউ দেখে তাই দিচ্ছই পাড়ি যাওয়া,
জীবন মরণ তাঁর হাতে গো, তাঁরি এ তার দাওয়া,
        তাঁরেই করে ধ্রুবতারা,
        তরী বেয়ে যাও দিশাহারা;
আসবে সুদিন [illegible] আপনার [illegible] কূলে,
উঠিবে যেন মুক্তি-কূলে, হাল ছেড়োনা ভুলে।

আহ্‌মেদাবাদ জাতীয় মহাসমিতির নির্বাচিত সভাপতির অপঠিত অসমাপ্ত অভিভাষণ—

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

ভারতশাসন সংস্কার আইনের বিধানানুসারে দেশীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এমনই অদ্ভুত অবস্থায় পতিত হইয়াছে। তাহার ব্যবস্থাপক সভার অবস্থাই বা কিরূপ দেখুন। সভার কি এমন কোনও ক্ষমতা আছে যে বলে,—"আমরা চাই যে আমাদিগের পরামর্শানুযায়ী দেশের সংগৃহীত অর্থ বিভাগ করা হয়, এবং আমরা চাইনা যে গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবই বহাল থাকে।" সভার কি বলিবার অধিকার আছে—"এই পরিমাণের অর্থ মাদকবিক্রয় দূর করিতে দিতে হইবে এবং এত টাকা প্রাথমিক শিক্ষা বিধানের জন্য ব্যয় করিতে হইবে।" অথচ শাসনসংস্কার আইনে ব্যবস্থাপক সভাকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে কোনও একটা বিষয়ের জন্য গভর্ণমেণ্ট অর্থ প্রার্থনা করিলে তাহাতে ইহা সম্মতি দিতে অস্বীকার করিতে পারে অথবা প্রার্থিত অর্থের পরিমাণ হ্রাস করিয়া দিতে কিংবা যে সকল অনুষ্ঠানের জন্য অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে, তাহার কোনও একটি অংশ একেবারে উঠাইয়া দিতে বা তাহার ব্যয় কমাইয়া অর্থের পরিমাণ লাঘব করিতে পারে সত্য বটে, কিন্তু এখানেও একটি বিশেষ বিধান আছে,—অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অর্থ কোনও রক্ষিত বিষয়ের নিমিত্ত প্রার্থিত হইলে ব্যবস্থাপক সভার অসম্মতি সত্ত্বেও অথবা অর্থের পরিমাণ হ্রাস করিলেও যেন এই বিষয়ে সম্মতি দেওয়া হইয়াছে এইরূপ বলিয়া লইয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কার্য্য করিতে পারেন; যে হেতু লাটবাহাদুর বলিলে বলিতে পারেন যে ঐ বিষয়ে তাঁহার দায়িত্ব প্রতিপালন করিতে হইলে প্রার্থিত অর্থের ব্যয় একান্ত আবশ্যক। মডারেটরা ইহাতেই বলেন দেশের অর্থব্যবস্থার উপর ব্যবস্থাপক সভার সম্পূর্ণ হাত আছে। আসলে কিন্তু অর্পিত ও রক্ষিত বিষয়গুলির মধ্যে দেশের রাজস্ব কিরূপ অংশে বিভক্ত করা হইবে তাহা নির্দ্ধারিত করিবার ইহার কোনই অধিকার নাই, রক্ষিত বিষয়গুলির জন্য নির্দ্দিষ্ট অর্থ সম্বন্ধে ইহার কোনই ক্ষমতা নাই। কেবল এইমাত্র ইহা করিতে পারে যে দেশীয় মন্ত্রীকে বলিতে পারে, "তোমার প্রার্থনায় আমরা সম্মতি দিব না" অথবা "যে সকল অনুষ্ঠানের জন্য তুমি অর্থ চাহিয়াছ, তাহার বিশেষ কোনও অংশ একেবারে উঠাইয়া দিব বা তাহার ব্যয় কমাইয়া প্রার্থিত অর্থের পরিমাণ হ্রাস করিয়া দিব।" ইহাও স্বীকার্য্য যে অর্পিত বিষয়গুলি সম্বন্ধেও ব্যবস্থাপক সভার সীমাবদ্ধ ক্ষমতাকে 'দেশের অর্থব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ হাত আছে বলা' একেবারেই সত্যাপলাপক কথা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শাসন সম্বন্ধেও দেশীয় মন্ত্রীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত বাঞ্ছনীয় নহে। শাসন আইনে ইহাই বলা হইয়াছে যে অর্পিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে লাটবাহাদুর দেশীয় মন্ত্রীর পরামর্শ মত কার্য্য করিবেন; কিন্তু যদি সেই অভিমত তাঁহার মনোনীত না হইবার বিশেষ কারণ থাকে, তাহা হইলে তিনি ঐ পরামর্শ না মানিয়াই কার্য্য করিতে পারেন। অর্পিতবিভাগের মন্ত্রী ও তাঁহার অধীন কর্মচারীর মধ্যে কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে মতভেদ উপস্থিত হইলে, সেই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কর্মচারীর মত সমর্থন করা লাটবাহাদুরের পক্ষে সম্ভব। অর্পিত বিষয়গুলির বিধান সম্বন্ধে নামে ব্যবস্থাপক সভার হস্তে কিঞ্চিৎ ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যতঃ সভার সদস্য কর্ত্তৃক পরিচালিত রাজস্ববিভাগই সম্পূর্ণ ক্ষমতা অধিকার করিয়া রহিয়াছে; কারণ এমন কোনও বিধিবিধান নাই যাহাতে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইবে না, এবং রাজস্ববিভাগের (আমরা জানি দেশীয় মন্ত্রীর সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই) কর্ত্তব্য এই যে কোনও বিষয়ের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য অর্থ প্রার্থনা করা হইলে ঐ ব্যবস্থার পরীক্ষা করিয়া উপদেশ দেওয়া।

সমগ্র ভারত শাসনসংস্কার বিধি সম্বন্ধে ভারতের ইহাই প্রশ্ন করা যাইতে পারে—"যে কোনও সুসভ্য সমাজের অধীন অধিবাসী যে সকল সঙ্গত অধিকার পাইয়া থাকে, তাহার কিছুই কি ভারতের প্রজাকে দেওয়া হইয়াছে?" এই আইনে প্রজাপুঞ্জের সম্মতি না লইয়া দমন নীতি প্রচলন কি অসম্ভব? যে সকল দমনবিধি ভারতের আইন গ্রন্থকে কলঙ্কিত করিতেছে, তাহাদিগকে উঠাইয়া লইবার অধিকার কি ইহাতে ভারতবাসীকে দেওয়া হইয়াছে? পাঞ্জাবের অত্যাচারের পুনরভিনয় কি ইহাতে অসম্ভব হইয়াছে? আমার ধারণা যদি আমি বলি এই সকল বিষয়ে শাসন সংস্কার আইনের পূর্ব্বেও যেমন অবস্থা ছিল এখনও তেমনি আছে, তাহা হইলে সত্যকথাই বলা হইবে।

এই সেই প্রণালী যাহা ধরিয়া মডারেটগণ কার্য্য করিতেছেন, এবং তাঁহারা আমাদিগকে গম্ভীর ভাবে আশ্বাস দিতেছেন যে এই প্রণালীতেই স্বরাজের আরম্ভ সূচিত হইয়াছে। নিয়মতন্ত্রীয় বাগ্মীবর্গের উদ্ভাবন যতই আমার অভিপ্রেত হউক না কেন, তথাপি আমি শাসনসংস্কারের সহিত সহযোগিতাহিসাবে এই শাসনসংস্কার আইনকে স্বীকার করিয়া লইতে আপনাদিগকে অনুরোধ করিতে পারি না। অপমানের বিনিময়ে শান্তি ক্রয় করিতে বলিতে পারি না এবং যতদিন ভারত-শাসনবিধির রচনায় আমাদিগের নিজেদের কার্য্য পরিচালনায় দ্বারা আমাদিগের আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আমাদিগের ভাগ্যগঠন করিবার অবাধ অধিকার স্বীকার করা না হয়, ততদিন শাসনসংস্কারের সহিত সহযোগিতা করিবার কোনও প্রকারে আমি সম্মত হইতে পারি না।

(ক্রমশঃ)

আজব ব্যাপার

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ]

কথায় আছে সব শিয়ালের এক রা। যদি একবার বনে জঙ্গলে কোণে ব'সে একটা শিয়াল ডেকে উঠ্‌ল, অমনি নিকটে দূরে যেখানে যেমন অবস্থায়ই তার জাত ভাইরা থাক্ না কেন, অমনি চেঁচিয়ে উঠ্‌বে—"হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া।" ভগবানের চিড়িয়াখানায় মানুষের মধ্যেও এরূপ শিয়াল প্রকৃতির অভাব নেই। তাদের মধ্যে দলের একজন যদি একটা কথার সুর ধরে অমনি সকলে যে যেখানে ছিল অমনি সায় দিয়ে বল্‌বে "তা বটেই ত, তা বটেই ত, তা বটেই ত।"

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এদেশে—অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা আর সাগর পারে তাদের জাত ভাইরা যে আস্ফালনের সুর ধরেছেন, তাতেই মানুষের মধ্যে সেই শিয়াল প্রকৃতির বেশ আভাস পাওয়া যাচ্ছে। একদিন রাত্রে হয়ত কোনো অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্পাদক মহাশয় স্বপ্ন দেখে উঠ্‌লেন ভারতমাতা ডাইনী সেজে তাঁর মাথাটা চিবিয়ে খাচ্ছে আর তাঁর টাকা কড়ি নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, অমনি সে স্বপ্নের ঘোরে ঘুম থেকে জেগে উঠে সেই কিস্‌সা ছাপিয়ে দিতে বসে গেল—ভারতে ইংরাজের ধন প্রাণ আর রইল না গো রইল না। সাগর পার থেকে তেমনই বিকৃতমস্তিষ্ক জাত ভাইদের যোগাযোগ অমনি সুরু হলো—এদেশ তোমাদের বেশ ভূমি আর রইল না গো রইল না। এই হলো তাদের বিচার শক্তির মাপ কাঠি, সত্যি ঘটনা জানা যখন তাদের হাতের কাছে রয়েছে, India office এ গেলেই যখন মনের বিকারটা কেটে যায়, তখন কথা থেকে পাওয়া অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্পাদক গুলোর "হুক্কা হুয়া"র যোগ না দিলেই কি হয় না।

এও বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু ঐ যে লেজকাটা শিয়াল দল যারা এ দেশের নুন খেয়ে পেটও ভরিয়েছে আর ট্যাঁকও ভরিয়েছে, তাদের যে কিছুতেই বুদ্ধি খোলে না, এটাই বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার; তাদের কি ছাই লেজটার দিকে তাকিয়েও পূর্ব্বস্মৃতি জাগে না। আসল ত যদি, [illegible] আর সাম্প্রতিক "হুক্কা হুয়া"র যোগ দিতে [illegible] লর্ড কার্জ্জন সেজেছেন লেজ-কাটা শিয়াল [illegible], বেচারা দেখেও শেখে না ঠেকেও শেখে না। তাঁর কি এখন আর মনে পড়বে একবার ভারতবাসীকে মিথ্যাবাদী বলায় তাঁরই যুক্তি তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে "অমৃত বাজার" তাঁকেই মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিল। মনে পড়ে কি বাঙালীর সমবেত প্রতিবাদ পদদলিত করে বঙ্গ ভঙ্গ করায় যে রাজনৈতিক অসন্তোষ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে দমননীতি চালিয়ে দমন করতে না পেরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন? এ সব কিছু মনে থাক্‌লে লজ্জায় আজকেই কোন সভায় বস্‌তেন না—"এই ত শান্তিপূর্ণ ভারতসাম্রাজ্যের এক ফোটা বয়স হ'ল, এরই মধ্যে অকৃতজ্ঞ ভারতবাসী অধীর হ'য়ে উঠেছে। এ অশিষ্টতা সহ্য করা চল্‌বে না। অতএব চালাও দমন নীতি। ঐ যে কংগ্রেসটা ওটা বড় চেঁচামেচি করে, আমাদের সুখনিদ্রা ভেঙে দেয়, তবে ওটাকে বে-আইনীর ছাপ দিয়ে দাবিয়ে রাখ; যদি আদেশের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠিত হয়, ত তাকে চূর্ণ কর, যদি কোন লোক দেশের হিত সাধন কল্পে দেশের কথা প্রচার করতে চায়, তাকে কারারুদ্ধ কর, আর যদি দেশের কোনও সংবাদ পত্র দেশের বিক্ষোভকারণ নিয়ে উদ্‌ঘাটন করে, তবে তাকে সমূলে বিনাশ করো। এই হ'লে তবে না কি law আর order ঠিক থাক্‌বে।" হবে ও বা, আমাদের বরং আমাদের চেয়ে ওঁরাই নাকি ভাল বোঝেন, কারণ আমাদের জন্যেই ওঁদের কষ্ট করে আসা।

লর্ড সভায় যেই "হুক্কা হুয়া"র পালা শেষ হ'ল, অমনি কমন্‌স্ সভা তার পোঁ ধরলেন। এ দলের মুখপাত্র হ'য়ে স্যার জয়নসন হিক্‌স ভারতগভর্ণমেন্টকে বেশ ক'রে বাহবা দিতে সুরু করলেন, তাঁর কথা হচ্ছে, মণ্টেগু সাহেব বড়ই ঢিল দিয়েছেন, তিনি উদারনীতির বড় ভক্ত কি না, তাই তাদের বোলবোলা বেড়ে গিয়েছে, আর এই সব লোকের মূল যে গান্ধী তাকে দু তিন বছর আগে গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল, তাকে নাকি এখনও ছেড়ে বেড়াতে দেওয়া হচ্ছে। হায়রে বন্ধুরা, তুই যদি তাঁকে জানিস্ ত মানুষের কি মাথায় বিকৃতি হবে ই? তাইত এমন কথা শুন্‌তে হলো যে তিন বছর আগেই মহাত্মাকে ধরান উচিত ছিল, যখন তিনি এদেশে গভর্ণমেন্টের উপর অগাধ বিশ্বাস নিয়ে শাসন সংস্কার বিধির পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। আবার গভীর গবেষণার পর স্যার জয়নসন হিক্‌স আবিষ্কার করলেন, মণ্টেগু সাহেবের শাসনে সাদা পুরুষ ও সাদা স্ত্রীলোকের ভারতে আর মান মর্য্যাদা থাক্‌বে না, কারণ গত দুবৎসরে অন্ততঃ তিন হাজার লোক নিহত হয়েছে আর মণ্টেগু ইচ্ছে করলে সে সংখ্যা অনেক কমাতেও পারতেন, যথা এই সিভিল সার্ভিসের লোকেরা ছিল, তাই তারা এখনও অপমানে পতিত হয় নি; এ ছাড়া মালাবারে যে তিন হাজার লোক মরেছে, তাদের প্রেতাত্মা নাকি মণ্টেগু সাহেবের কাঁধেই চাপবে। এই সব কারণেই না কি সিভিল সার্ভেণ্টদের মুখ বেঁকে গিয়েছে, তারা আর এ পথে আস্‌তে চাইছে না। কথাটা সত্য হ'লে অনেকটা রক্ষা ছিল, over seas allowance দিয়ে আমাদের যে লোকসান হচ্ছে সেটা বেঁচে যেত।

বাংলায় একটা কথা আছে, মার চেয়ে যে ভাল বাসে তাকে বলে ডাইনী। সার জয়নসনের হয়েছে সেই দশা। ভারতবর্ষটাকেই জানেন না, ভারতগভর্ণমেন্ট জানেন না, তিনি কোথাথেকে সব আজগুবি খবর পেয়েছেন, তাইতে নাকি কান্না সুরু করেছেন, হায়রে ভারত প্রেম! শাসকসম্প্রদায়

থেকে জনসাধারণ সকলেই জানেন, স্যার মহাশয়ের একটি কথাও সত্য নয়; কিন্তু স্যার মহাশয় এখনো বক্তৃতার স্রোতে চালালেন কেন? অতীত বেলায় মারা কি চড় দিয়েছিল, না দাবিয়ে সভায় বৈঠক না বসে সুরের জোরে প্রলাপ বকেছিলেন। এ সব অসত্য কথার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে সভার মধ্যে বা সভার বাহিরে ভারতের বাণিজ্যে অন্য ইংরাজদের ক্রোধ ও হিংসা কিছু জাগিয়ে তোলা। কি আশ্চর্য্যের কথা [illegible] [illegible] সময় নাকি ইউরোপীয়ানদের উপর অত্যাচার হয়েছিল। হায় রে, স্যার মহাশয় ভারতের বর্তমান আন্দোলনটাকেই বুঝতে পারেন নি বা বুঝতে চেষ্টা করেন নি, কারণ তাহলে দেখতে পেতেন এ আন্দোলনের মূলের কথা [illegible] বিদ্বেষবিষ নয়। কিন্তু এটাই বড় দুঃখের বিষয় যে মণ্টেগু সাহেব ভারতের যথার্থ অবস্থা ঠিক জেনেও স্যার মহাশয়ের আজগুবি বক্তৃতার প্রতিবাদ করলেন-না।

অসহযোগিতার মত বক্তৃতাটার দুটো দিক,—অবিশ্বাস ও অসহানুভূতি। ভারতবাসীদের দ্বারা অবিচার যে টুকু হয় তা থামাবার জন্য তারা যদি চেষ্টা করে, তাতেও এতটুকু সহানুভূতি নেই। স্যার মহাশয়ের বক্তৃতা না হয় পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়েই দিলাম কিন্তু মণ্টেগু বা লয়েড জর্জের কাছে ত আমরা কিছু সহানুভূতি ও আশা করতে পারতাম। মণ্টেগু সাহেব বল্লেন কিনা, "বড়টা শাসন সংস্কার ভারতে প্রচলন করা হয়েছে, তাই নিয়েই এখন ভারতবাসী সন্তুষ্ট থাক, আর বেশী এখন আন্দোলন করলেও পাবে না; কারণ প্রথমবার যা দেওয়া হয়েছে, তা যদি ভাল করে কাজে লাগিয়ে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারে, তবেই পার্লামেন্ট ভেবে দেখবে আর এক দফা কিছু তাদের দেওয়া যাবে কিনা।" কারণ তাঁর মতে শাসনসংস্কার আইনে কাজ বেশ চলছে। হাঁ তার বেশ চলছে বৈকি, বেশ করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে ভারতশাসনের কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রকৃতিটা বুঝিয়ে দিচ্ছে; একেবারে নিম্ন হতে কেরাণী মজুরেরা পর্য্যন্ত ও বুঝতে শিখেছে আর কেউ আর এক দফা ঐ জন্যই কিছু চাই বলে চীৎকার করবে না, এই হল আসল ব্যাপার। মণ্টেগু ও লয়েড জর্জ পর্য্যন্ত সকলেরই কথার সুরই হচ্ছে, ভারতশাসনে আর কিছু আবশ্যকীয় পেতে হ'লে যে যাচাইকল আগে দেওয়া হয়েছে, তা খাঁটি পর্য্যন্ত চুষে নেয়। এ সব কথার মূল যে কতটা তা ভারতবাসীমাত্রই জানে। একটা স্বাধীন জাতি যতই ক্ষমতাশালী হ'ক না কেন, তার অঙ্গুলি সংকেতে ত আর একটা পরাধীনজাতি গড়ে উঠতে পারে না। প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ শেষে চোখ রাঙিয়ে বলেছেন, "ছি ছি অমন করে না, যা বলি তা শোন, আর আমার কথা শুনে যদি তোমাদের গান্ধী ঐ সব আন্দোলন একেবারে না বন্ধ করে তবে তাকে কারাগৃহে আবদ্ধ থাকতে হবে।" লয়েড জর্জ অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"গান্ধী কি এতগুলো লোককে শাসন করতে পারেন না তাদের অন্যায় পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেন?" যা কিছু ভারতের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঐক্য হয়েছে তা ঐ ইংরাজ শাসন ছিল বলে। ভারতবাসী তোমরা যে চিরকেলে নাবালক, তোমাদের তত্ত্বাবধান করবার জন্য ইংরাজ অভিভাবকের থাকাই চাই। এ সব [illegible] কথার একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে ভয় দেখিয়ে শাসিয়ে ভারতবর্ষের ন্যায্য আন্দোলনটাকে দাবিয়ে ফেলতে হবে, আর বাকী যেটুকু সেটা কেবল অলঙ্কার। এই সব "বড় কথা"র মধ্যে সাহেবজন বিলেতী বক্তৃতাটাই একটু বেসুরা,—তাই তাতে দেখি তিনি বল্ছেন,—গান্ধীকে অবরুদ্ধ করুন, তাঁর শক্তি মুক্ত অবস্থার চেয়ে ঢের বেড়ে যাবে। আসল কথা হচ্ছে ভারতবাসীর প্রাণের কথাটা এখানে বা সাগরপারে ইংরাজেরা কেউ ভাল করে বুঝতে পারে নি; তা হ'লে বুঝতে কষ্ট হ'ত না, ভারতবাসীর মন কেবল শাসানির চাপে থেকে থেকে আজ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, সে এখন বলে উঠেছে—

"বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত,
আমি সেই দিন হ'ব শান্ত;
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনধ্বনি আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না;
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হ'ব শান্ত।"

সাধনায় সিদ্ধি

[শ্রীঅনুপমা দেবী]

"সন্ন্যাসী সাজিয় ওঁকারধ্বনি—
কথায় মুক্ত হবে না মৌন,
এ মহা সাধনা বিফল হবে না
সফল সিদ্ধি-এসেছে দিন।"

যে মহা পুরুষের একটি মাত্র বাণীর বলে আজ ভারত-বর্ষের ত্রিশ কোটি সন্তান একসাথে মাথা উঁচু করে উঠে বল্লে "তাই তো—আমরাও মানুষ আমাদেরও নিজ নিজ মনুষ্যত্বের দাবি করবার অধিকার আছে আমরাও মাতৃভূমির সেবার অধিকারী;—নিজের উন্নতি বা অবনতির জন্য দায়ী—অত্যাচারের নিকট নিজেকে বিলিয়েই যারা কোন রাজা মহারাজের উপর যোগাযোগ ক'রে চুপ করে নিশ্চেষ্ট থাকা মানুষের কাজ নয়"—অমনি দলে দলে লোক এল আপন ঐশ্বর্য্য ভোগ সুখ তুচ্ছ করে দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ ক'রতে। কোথায় গেল চ'লে তোমার তোমার মানীর মান!) যিনি ধনী তিনি দুঃখীকে জড়িয়ে বল্লেন "ভাই এস একদিন দূরে রেখেছিলাম আজ তুমি কাছে এস তুমিও আমার ভাই"—হিন্দু মুসলমানকে জড়িয়ে ধরে মুসলমান হিন্দুকে জড়িয়ে ধরে

তাই ব'লে আপন জন ব'লে কাছে ডেকে নিলে, তাতে ভারতবর্ষে যা অসম্ভব ছিল তাই সম্ভব হ'ল। মহাত্মার একটি মাত্র বাণীতে আপনার মনুষ্যত্বের অন্বেষণ আপন আপন অন্তরের মধ্যে খুঁজে পেলাম। অন্তরের যা পরম সম্পদ তাই হারিয়ে ফেলেছিলাম। শুভ মুহূর্তে মহাত্মা গান্ধি শান্তিপূর্ণ অসহযোগ মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। এই একটি মাত্র কথার মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধি—সমাজ সংস্কার—স্ত্রী জাতির আপন অধিকার ও স্বাধীনতার দাবি আমরা করতে শিখলাম। এক বৎসরের মধ্যে আমরা কোথায় ছিলাম এবং কোথায় এসেছি এইটাই এখন চিন্তা করবার বিষয়। আমরা কতটা অগ্রসর হলাম—যে মন্ত্র গ্রহণ করেছি তার জন্য কতটুকু সাধনা আমরা করতে পেরেছি সেইটাই আমাদের ভাববার বিষয়। যথার্থ আত্মশুদ্ধি হয়েছে কিনা সেইটাই আগে বিচার ক'রে দেখা উচিত। মায়েদের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেওয়া যে কতবড় গর্বের জিনিস ভারতবাসী আজ তা বুঝেছে এবং আজ ভারতবর্ষ সে গর্বের অধিকারী।

এক বৎসর পূর্বে আমরা অসহযোগ আন্দোলন সুরু করেছি। তবে দেখতে হবে আমরা আপন আপন কর্তব্য করেছি কিনা। আমাদের প্রথম প্রধান তিন চরকায় সূতা কাটা এবং ঘরে ঘরে চরকা কাটা প্রচার করা কিন্তু সে কাজে কি আমরা সিদ্ধিলাভ করেছি? যদি না ক'রে থাকি নিরাশ হবার আবশ্যকতা নেই—আবার পূর্ণ উদ্যমে কাজ সুরু করাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য। মহাত্মার ভুল ত্রুটি হ'য়েছে কিনা সে বিচার করবার অধিকার আমাদের থাকতে পারে না যতক্ষণ না আমরা নিজেদের শুদ্ধ সংযত ক'রে আপন আপন কর্তব্য পালন করতে শিখি। এক বৎসরে স্বরাজ লাভ না হওয়াতে অনেককেই তো হতাশ হতে শুনেছি—এমন কি মহাত্মাকে দোষারোপ করতেও শুনেছি কিন্তু কেন হ'লনা সেইটাই ভাবনা? যে বাণী যে মন্ত্র তিনি আমাদের দিয়েছিলেন ঠিক সেই পথে চলে নিজ নিজ কর্তব্য ক'রেছি কিনা আপন অন্তরকে এই প্রশ্ন করি? কর্তব্যে অবহেলা করে যদি সিদ্ধিলাভ না করতে পেরে থাকি তবে অপরাধী কে? আমরা নিজেরা না আমাদের মন্ত্রদাতা গুরু যিনি তিনি? সেদিন যখন সভায় এসে মহাত্মা গান্ধি বাহিরের কাজ বন্ধ করে কেবল চরকা কাটতে ব'লেছেন একটা অবলাদের হাতে সমস্ত [illegible] দিয়ে বসে গেল—সকলেরই দুখ বিষয়। [illegible] এই কথা যদি আমরা মনে ক'রে থাকি যে একটা [illegible] মধ্য দিয়ে কর্মজীবনকে চালিত করাই আমরা লক্ষ্য স্থানে পৌঁছে তাহলে আবদ্ধতাও বড় বেশ ভুল আমাদের যাত্রা হতে পারে না। আজ সমস্ত চিত্ত কর্মজীবনকে নিজ লক্ষ্য স্থানে নিয়ে যাওয়াই আমাদের একমাত্র সাধনার বস্তু হওয়া উচিত। সংযমী যে উদ্দাম গতিতে তার চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটবার কোন কারণ ঘটে না। বাহিরের কাজ না—ভিতরের কাজ উভয়ই তার কাছে সমান কর্তব্য। মহাত্মা গান্ধি বর্তমানে যে আদেশ দিয়েছেন তাহাই শিরোধার্য ক'রে আবার আমরা চরকায় মনোনিবেশ করি। প্রত্যেক পরিবারের প্রতিজ্ঞাতে যদি চরকা কাটা সুরু করি,—ভারতের বস্ত্র সমস্যা দূর হবে, আমরা স্বাধীন ভাবে আহার লাভ ক'রবো এবং স্বরাজ লাভের সাধনাই হবে এই চরকা কাটা এবং খদ্দর ব্যবহার করা। এই সংগ্রামের সঙ্গে আত্মশুদ্ধির সাধনাও একান্তই আবশ্যক। চরকা কাটার মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধি সাধনা করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। স্বরাজ লাভের জন্য আত্মশুদ্ধি ও সমাজ গ'ড়ে তোলা আদি কর্তব্য। নিজেদের ভুল স্বীকার করাতে কিছুমাত্র লজ্জা বা ক্ষোভের কারণ নেই কিন্তু ভুল পথ ধ'রে লক্ষ্য হারা হওয়াটাই লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। প্রত্যেক গৃহস্থের পুরুষ ও নারী যদি নিয়মিত চরকা কাটেন বস্ত্র সমস্যা না দূর হয়েই পারে না। এ বিষয়ে আমার বেশী কিছু বলা বাহুল্য ব'লে মনে হয় সেই জন্যে অনুরোধ করি আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় চরকা সম্বন্ধে আজ কাল যে প্রবন্ধ লিখে থাকেন সে গুলি সকলে মনোনিবেশ পূর্বক পাঠ করেন। গত সরস্বতী পূজার দিন তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ে এ বিষয় কিছু বলে ছিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি অতি পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিলেন ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে প্রত্যেক ছাত্র প্রত্যেক পুরুষ ও নারী দুই ঘণ্টা মাত্র চরকা অনায়াসে কাটতে পারেন কেবল নিজেদের প্রাণ ও চেষ্টা থাকা চাই এবং একটু আলস্য ত্যাগ করা আবশ্যক। ঐ দুই ঘণ্টা চরকা যদি আমরা প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞা ক'রে কাটতে পারি বাংলার বস্ত্র সমস্যা মেটেই হ'য়ে যায়। কিন্তু সেই চরকা কাটার মধ্যে আত্ম-প্রসাদ লাভ করা চাই এবং আমাদের লক্ষ্য কি সে কথা স্মরণ ক'রে দৃঢ় ভাবে হাত ও মনকে চরকাতে প্রযুক্ত করান চাই। মহাত্মার বাণী সূক্ষ্ম লীন হ'তে পারে না—ভারতের অন্তরের অন্তরে চিরদিনই থাকতে পারে না যদি আমরা অন্তরকে শুদ্ধ সংযত ক'রে চরকা গ্রহণ অর্থ ব্যবহার করি। বত্রিশ কোটি নরনারীর যদি এক লক্ষ্য একই চেষ্টা হয় পরাধীনতার শৃঙ্খল আপনিই একদিন খসে পড়ে যাবে সে জন্যে চিন্তিত হবার কিছু মাত্র আবশ্যকতা নেই। নাবিক যেমন ধ্রুব তারার দিকে তার লক্ষ্য রেখে তরণী চালনা করে আমরাও তেমনি লক্ষ্য স্থির রেখে কর্তব্য পালন করি,—সিদ্ধি ধ্রুব নিশ্চয়ই।

কাহার জয়?

[শ্রীভূপালচন্দ্র রায় চৌধুরী]

বৎসরাধিক অতীত হইল, ভারতবর্ষে যে অহিংস সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে কোন্ পক্ষ জয়ী হইতেছেন ইহা লইয়া অনেকের মধ্যে বিশেষ তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে এরূপ সংগ্রামের জয়-পরাজয় নির্ণয় করা অতি কঠিন। কামান বন্দুক বা ঢাল তরোয়াল লইয়া যে যুদ্ধ হয় তাহার জয়-পরাজয় চক্ষু মেলিলেই দেখা যায় কারণ সমর ক্ষেত্রে যে পক্ষের লোক অধিক পরিমাণে হত হইয়াছে সেই পক্ষেরই নিঃসন্দেহ পরাজয় অথবা যে পক্ষ অধিক পরিমাণে নরহত্যা করিতে পারিয়াছে তাহারাই জয়শালী হয়। কিন্তু যে যুদ্ধে অস্ত্রের বিনিময় নাই—যে যুদ্ধে এক পক্ষ মারে অপরপক্ষ হাসি মুখে মার খায়, তবু তাই কেন আরও মার খেতে প্রস্তুত হয়, সে যুদ্ধে জয়ী কে ইহা নির্ধারণ করা সাধারণ বুদ্ধির কার্য নহে! যে দুর্বলকে পীড়ন নির্যাতন করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তথাপি তাহাদের দমননীতি-যন্ত্র পরিত্যাগে অক্ষম হইয়া নারীর প্রতিও অত্যাচার আরম্ভ করিল নরকের নিরস্ত্রজনকে লক্ষ্য করিয়াই যেন ক্রুদ্ধ পশুর প্রাণ নাশিয়া চলিল—এই দুই সংগ্রামে সেই পক্ষের জয়, না যে পক্ষ সকল অপমান সকল অত্যাচার ভগবানের আশীর্বাদ বলিয়া শিরোধার্য করিয়া সেই অত্যাচারীকেই পশুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে ব্যস্ত হইল, সেই পক্ষের জয়? ইহাই আজ কাল একটা বিরাট তর্কের বিষয়। আজ পাশ্চাত্যের কাছে ইহা তর্কের বা বিচারের বিষয়ীভূত হইতে পারে কিন্তু ভারতবাসীর নিকট, ভারতের বিজ্ঞা-আদর্শের উপাসকের নিকট ইহা বুঝিতে আদৌ কঠিন বলিয়া মনে হয় না। প্রেম যাহাদের ধর্ম অহিংসা যাহাদের মূল মন্ত্র যাহাদের নীতি সরলতা যাহাদের কৌশল, আজ তাহাদের মনেও এই প্রশ্নের উদয় হইয়াছে। ইহাই দুঃখের বিষয়। হায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা! হায় অর্ধ-বিকৃত পাশ্চাত্যসভ্যতা। আজ ইহারই ফলে ভারত অন্ধ হইয়াছে—সত্যকে দর্শন বা উপলব্ধি করিবার শক্তি হারাইয়াছে। নতুবা যে পাপ করে আর যে সেই পাপীকে ক্ষমা করে বা ভালবাসে ইহাদের মধ্যে কাহার জয় আর কাহার পরাজয় ইহা বুঝা কি এতই কঠিন?

এই যুদ্ধের সম্বন্ধে জয়-পরাজয় নির্ণয় বা উপলব্ধি করিবার মত যে সূক্ষ্ম বুদ্ধি বা জ্ঞানচক্ষু তোমার না থাকিতে পারে, কিন্তু তুমি ইংরাজই হও আর ইংরাজী সভ্যতাভিমানী গোলামী মনোবৃত্তিধারীই হও হাতে হাতে যাহা অনুভব করিতেছ তাহা ত অস্বীকার করিতে পার না। ইংরেজ আজ যত বড় গলা করিয়াই বল যে তোমরা এই যুদ্ধে ভারতবাসীকে দমন করিয়াছ—তোমাদের কারাগারে তোমাদের উৎপীড়নবাদ, তোমাদের মুখের আগে এমন কি কণ্ঠস্বরেও তাহার বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। আদর্শে অন্ধ তুমি করিও না—বীর বুদ্ধির দর্পকে একেবারে নির্বাপিত করিও না—সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা কর। যে শক্তির এত বড়াই করিতে, দেখিতেছ এই সংগ্রামে নিরস্ত্র ভারতবাসী তোমাদের সে শক্তিকে কত খানি খর্ব করিয়া ফেলিয়াছে। ভারতবাসী আজ সকল পশু-শক্তিকে তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছে—সকল ভয় জয় করিতে পারিয়াছে—জেল তাহার নিকট যাত্রা আশ্রম—বন্দুকের গুলি তাহার নিকট পুষ্প-বৃষ্টির মত! তোমাদের হাউইটজার, মেশিনগান অচল হইল, তোমাদের বন্দুক কামানে মরিচা পড়িল—এখন কাহাকে আক্রমণ করিবে ভাবিতেছ? এই যে সারা ভারতবর্ষময় নরনারী নির্যাতিত হইতেছে এবং ক্রমেই তাহার মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে—ইহাই ত ভারতবাসীর পক্ষে শুভলক্ষণ; তোমরা যে অস্ত্র শস্ত্রের সাহায্য লইতে পারিতেছ না ইহাই জয়ের পরিচায়ক। ভারতের নৈতিক বল যদি তোমাদের পাশব-বলকে অকর্মণ্য করিয়া থাকে তাহা হইলে ভারতের জয়, আর তোমরা যে কথা বল—যে এখনও দয়া করিয়া তোমরা ভারতবর্ষকে সাগর গর্ভে নিক্ষেপ কর নাই——তাহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলেও ভারতের জয়। কারণ ভারত ত ইহাই চায় যে তোমরা মানব-ধর্মে-দীক্ষিত হও—আচারে ব্যবহারে প্রকৃত মানবের মত হও—মানবের মত দয়াশীল ও ক্ষমাবান্ হও। এই ভারতবর্ষে তোমাদের স্থান কোথায় তোমাদের ন্যায্য অধিকার কত খানি তাহাই তোমরা বুঝিয়া লও। এ সংগ্রামের ইহাই উদ্দেশ্য, নতুবা একটী ক্ষুদ্র Reformed Council অথবা দুই চারিটা ক্ষুদ্র আইনের সংস্কারের জন্য এত বড় সংগ্রামের উৎপত্তি হয় নাই। এ সংগ্রাম কোন মনুষ্য বা জাতি বিশেষের সঙ্গে নহে—এ সংগ্রাম এই পাপ-শক্তির আমলাতন্ত্রের সঙ্গে জগতের যাবতীয় 'দু' এর সঙ্গে। এ সংগ্রামে ভারতের জয় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণ ভারত ইহাকে সত্যের উপর ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

যে দিন হইতে ভারতবাসী হাসি মুখে মার খাইতে শিখিয়াছে—সকল উৎপীড়ন নির্বাক্ হইয়া সহ্য করিতে শিখিয়াছে—যে দিন 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে উৎফুল্ল হইয়া জেলে যাইতে শিখিয়াছে—প্রাণ মাতৃভূমির চরণে তুচ্ছ স্বার্থকে বলি দিতে পারিয়াছে, সেই দিন হইতেই, ইংরাজ তোমার পরাজয়ের সূত্রপাত হইয়াছে। ভারতবাসীর যে অজ্ঞান ভয় ও তুচ্ছ স্বার্থজ্ঞানের উপর তোমার সিংহাসন স্থাপিত করিয়াছিলে আজ ভারতবাসী তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছে—তোমার ও সিংহাসন টলিয়াছে। তোমরা যে পরিমাণে ভারতবাসীর উপর

অত্যাচার করিতেছ—যে পরিমাণে নিরীহ নরনারীকে পীড়ন করিতেছ—যে পরিমাণে দেশবন্ধুর মত মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের কারারুদ্ধ করিতেছ যে পরিমাণে শিখাজন্ গৌরব একটি মানুষের অপমানিত করিতেছ, সেই পরিমাণে তোমাদের পরাজয়! তোমাদের পাপের বোঝা যত ভারী হইতেছে তোমাদের পরাজয় ততই পূর্ণ হইতেছে। যে পরিমাণে জনসংঘের আপামর সাধারণ তোমাদের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে, যে পরিমাণে ভারতবাসীর বিশ্বাস হারাইতেছ, যে পরিমাণে প্রজার স্বাধীনতা হরণ করিতেছ, সেই পরিমাণে তোমাদের পরাজয় হইতেছে। আজ স্বীকার না করিতে পার, কাল স্বীকার না করিতে পার, কিন্তু আর বেশী দিন নহে, ভারতের আপামরজন যে দিন আবাল-বৃদ্ধ বনিতার সাধারণ ঐক্যে স্বেচ্ছোদ্বুদ্ধ হইবে, সে দিন লজ্জায় তোমার মাথা লুকাইবে সেই কথা চিন্তা কর।

কর্ত্তব্যের ডাক

[শ্রীকমলা দেবী]

আমাদের এই সময়ের কর্ত্তব্য দেশের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য লইয়া অনেকে অনেক বড় কথা বলেন, কিন্তু সাধারণ অশিক্ষিত নরনারী দেশের ও দশের অত কথা বোঝে না। তা'দের জন্য ও প্রত্যেকের মনের উদ্বোধনের একমাত্র উপায়—তিনটি কথা মনে করিয়া কাজ করা ও চলা। প্রথম—মাতৃঋণ শোধ; দ্বিতীয়—গৃহের মঙ্গল; তৃতীয়—আত্মসম্মান। আমরা গর্ব্ব করিয়া থাকি ও বলিয়া থাকি, "আমরা দেশের কাজ করি এবং দশের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছি।" কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে সত্যই দেখা যাইবে যে, আমরা এত উন্নত হই নাই—এত মহৎ হই নাই যে, নিজ স্বার্থ ব্যতীত পরের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারি। শুধু আমরা এতদিন আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করি নাই—এখন বুঝিতে পারিয়া তাহা করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। ইহার অতিরিক্ত কিছুই করি নাই বা করিব না।

আমাদের দীনদুঃখিনী জননী জন্মভূমির ডাকেও ছুটে যাই, অপমান নির্য্যাতন সহ্য করিয়া যদি সাড়া না দি—তবে কি করিয়া দেশমাতৃকার ঋণ শোধ করিব?

আমরা যে সর্ব্বদায়িনী মাতার বক্ষোজাত ক্ষীরধারা পান করিয়া এই বিশ্বে মনুষ্য নামে পরিচিত হইয়াছি—আমাদের এই মাতা ও পুরুষানুক্রমিক বাপ-পিতামহ সকলেই এই দেশ-মাতৃকার জীবনদান অর্থে পুষ্টিপ্রাপ্ত ও নানাবিধ ফল মূল ও শস্য আহার করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছি ও করিয়াছেন—সেই মহিমান্বিতা দেশ মাতার দুর্গতি, দুস্থ সন্তানের অভাব দূর করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়া সেই ঋণ শোধ করিব। আর আমরা প্রত্যেকে পরিশ্রমী হইয়া চরকা চালাইয়া সূতা কাটিয়া, তাহা হইতে কাপড় প্রস্তুত করিয়া নিজ পরিবারের সঙ্কুলান করিব। অন্যের দুঃখীর বেদনা নিজপ্রাণে অনুভব করিয়া নিজে মহৎ হইব, এবং নিজ প্রাণকে মহৎ করিয়া নিষ্পাপ করিয়া জগতে মানব নাম ধারণের সার্থকতা সাধন করিব। আমরা নিদ্রিত জড়তাপরায়ণ, পরশ্রীকাতর আমাদের জাগ্রত করিয়া নিজ নিজ উন্নতি সাধন করিব। পরের করুক এই ইচ্ছা নয়, এখন নিজেরাই উন্নতি সাধনের জন্য এবং পরের নিকট সর্ব্ববিষয়ে উন্নত হইবার সাধনা প্রার্থনা করিতে হইবে। আমাদের দেশের ভাই ভগিনীগণ তোমরা কি এখনও কর্ত্তব্য কর্ম্মে অগ্রসর হইবে না? আত্মোন্নতি সাধনে চেষ্টা করিবে না? তোমরা নিজেকে এই মহৎব্রতে অনুপ্রাণিত করিয়া কৃতার্থ হও এবং কৃতার্থ কর। ইহা মনে প্রাণে বুঝিয়া মাতৃঋণ শোধ কর—নিজ নিজ অবস্থার, পাপ দূর কর। আজ কালকার অনেকেই বোধ হয় পরলোক মানে—ইহাও সেই পরলোকের কাজ। এই যে বিলাসিতার জন্য আমরা সহস্র সহস্র দরিদ্রনারায়ণ ভাই ভগিনীদিগকে বলি দিতেছি এই পাপের ভাগী কি আমরা নই? নিজ নিজ অলসতা ও বিলাসিতার জন্য কি এই পাপের ভরা মাথায় তুলিয়া লই নাই? লাটসাহেব বলিয়াছেন এখনও ইংলণ্ড ও লাঙ্কাসায়ার উৎসন্নই নষ্ট করিতেছি। বলত, এই পঞ্চাশ বৎসর কি একশত বৎসর পূর্ব্বে বৎসরে আমাদের দেশে কতবার দুর্ভিক্ষ হইত? কিন্তু এখন যে বৎসরে বারমাসই দুর্ভিক্ষ হইতেছে এ কেন? এই যে হাজার হাজার দরিদ্র অনাহারে অনাচারে দুর্ভিক্ষে মরিতেছে এর জন্য দায়ী কে? দায়ী আমরা। আমরা যদি আজ বিলাসী না হইতাম অলস না হইতাম তবে পূর্ব্বেকার মত এ দেশ এখনও ধনে এবং ধান্যে পূর্ণ থাকিত। আমরা অলস হইয়া, চরকা ছাড়িয়া নিজের দেশের তুলা বিদেশে পাঠাইয়া, নিজেই নিজের পায়ে কুঠার মারিয়াছি। ঘর হইতে তুলা দিয়া, সর্ব্বত্র প্রায় কোটী কোটী টাকা দক্ষিণা দিয়া তার বদলে কাপড় ও সুতা লইতেছি। কিন্তু আজ যদি আগেকার মত আমরা পরিশ্রমী হইতাম তাহা হইলে এই টাকা দেশে থাকিত, এবং অন্যের অভাবও ঐ টাকাতেই মিটিত। অতএব ফলতঃ আমরা কি এই হাজার হাজার লোকের মৃত্যুর পাপের ভাগী নই? নিশ্চয়ই। যাহা আমাদের সাধ্য ছিল তাহা না করিয়াই ও পাপের অংশপূর্ণ করিয়াছি। এখন কি জানিয়া বুঝিয়া সে পাপ হইতে বিরত হইবার চেষ্টা করিব না? আর সেই চেষ্টার ফলে মৃত্যু, জেল, লগুড়াঘাত সহ্য করিতে হয় তাহাও কি

বরণীয় নয়। এ যদি বহন না করি তবে মানব না হইয়া নির্জীব পশুর দলে বাস করা উচিত। আমরা বিশ্বের মধ্যে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। আমরা ত এত হীন হইতেই পারি না। আমরা মানব—আমরা দেবতা হইতেই চেষ্টা করিব—পশুত্ব বরণ করিব না। হয় উন্নতি, নয় মৃত্যু ইহাই মনুষ্যত্ব। এই যে ভারতে বর্তমান এই দেশ—আমরা কি এদেশের কেহই নই! এখন এই জীবন যুদ্ধে প্রেমের পথে সত্যের বর্ম পরিয়া জয়ী হইতে কি চেষ্টা করি না? নিশ্চয়ই করিব মরণ ত একদিন হইবেই—তবে বীরের মত মৃত্যুই কি প্রত্যেক মনুষ্যের বাঞ্ছনীয় নয়। একদিন ত রোগে ভুগিয়া মরিতেই হইবে—এস ভাই! এস ভগিনী! এই সময়ে কর্তব্যের জন্য, মাতৃহীন লোকের জন্য, নিজ গৃহের মঙ্গলের জন্য বুক পাতিয়া নির্ভীক হৃদয়ে অগ্রসর হই; ইহাতে যদি নানাপ্রকার লাঞ্ছনা উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয় সেও যে আমাদের আনন্দ! মুক্ত হও! নিশ্চয় জেনো উচ্চ গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিবেই করিবে। মানুষ হও! জাগ্রত হও! ধৈর্য্য ধরিয়া শান্তির প্রতিমা সম্মুখে রাখিয়া অটল হও। উচ্চ শীর্ষে সম্মুখে অগ্রসর হও! মৃতদের পুনর্জীবিত কর। মাতৃঋণ শোধ কর। পীড়নে বিচলিত হইয়া পশ্চাতে চাহিলে চলিবে না। কে কবে কোথায়—কোন্ দেশে—আমাদের গোলাম বলিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে? কোথায়—কবে—পরপদলেহী—পর মুখাপেক্ষীর উন্নতি হইয়াছে—আশা মিটিয়াছে? মানুষ হও। নিজপায়ে ভর দিয়া দাঁড়াও। পরপায়ে কে কবে চলিতে শিখিয়াছে? দেরী করিও না। এস দেশ মাতৃকার ঋণ—দরিদ্র মাতা ভগিনীদিগের ঋণ শোধ কর। যে দরিদ্র ভাই ভগিনীগণ তাহাদের জীবন দিয়া আমাদের বিলাসিতার দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে—সেই দরিদ্র নারায়ণদের ঋণ শোধ কর। আর অপেক্ষা করিও না! পশ্চাতে চাহিও না। কেহ সঙ্গে আসিতেছে কি না দেখিও না। কেহ যদি না আসে তা' বলিয়া তোমরা কি কর্তব্য করিতে ভুলিয়া যাইবে? এস! এস!! তোমাদের দারিদ্র্যনিপীড়িতা মাতা ডাকিতেছেন। এস! আর ফিরিও না কর্তব্যের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে মা তোমাদের ডাকিতেছেন। এস! এস!! এস!!!

অস্পৃশ্যতা

[শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেন]

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আজ পৃথিবী জুড়ে মহামানব জাগছে, এ সত্যের প্রেরণাকে ব্যর্থ করে এমন শক্তি নেই। আজ যদি আমরা জাতি-বর্ণের ভেদবুদ্ধি না ভুলি তাই তবে মরিতে দেখতে পাব, কবি যে গেয়েছিলেন,—

> হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
> অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

সেই কথা সফল হয়েছে—আমাদের জাতের গর্ব ধূলায় মিলিয়ে যাচ্ছে। যাদের অপমান করে আজ আমরা শক্তিহীন, মনুষ্যত্ব-বর্জিত হয়েছি তাদের সমান হলেই আমাদের হবে যথার্থ সম্মান, সেই মহাদিনের নবীন উষাতেই ভারত সর্ব দীনতা থেকে মহিমময় হয়ে উঠবে।

ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। মানব তাঁর আত্মার গৌরবে চিরমহিমান্বিত; জগতের প্রতি মানবের মধ্যে সেই আত্মা, নিত্য চৈতন্যের অন্তর্যামিরূপে যিনি পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অনন্ত উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে, তার অন্তরে ভগবত্তার বীজ নিহিত আছে। এ জগতে মানবাত্মা চিরমুক্ত, অমৃতের অধিকারী। আত্মার জাতি নেই, মলিনতার স্পর্শ নেই। সচ্চিদানন্দের মূর্ত বিগ্রহ মানবকে অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা করবার স্পর্ধা করতে পারে এমন অজ্ঞান, এমন দুরভিমান আছে কার? ঐ নরের মাঝে যে নারায়ণ আছেন, ঐ মাটির ঘরে যে নিরঞ্জনের আসন পাতা আছে; আমরা নীচ বলে মানুষকে ঘৃণা করে যে আমাদের পূজার ঠাকুরকে অবমাননা করি। মানুষ হীন,—এ মিথ্যা কথা শুধু জড়বাদী নাস্তিকের মুখে শোভা পায়। উপনিষদের আত্মতত্ত্ব যে বিপুল জীবনের গোড়ার কথা, তার কাছে মানবতার অবমান যে বড়ই হেয়, বড়ই বিসদৃশ,—তাইত মহাত্মাজী অস্পৃশ্যতাকে মহাপাপ বলেছেন। মানুষ ক্ষুদ্র হয় অজ্ঞানে ডুবে,—আপনাকে হীন করে, আত্মজ্ঞানের অভাবে। মানুষ যখন তার স্বরূপ উপলব্ধি করে, যখন সকলের মধ্যেই আত্মাকে দর্শন করে তখন তার প্রাণে অখণ্ডতার বোধ থেকে বিপুল শক্তি জাগে, তখন তার চোখে সবাই হয় বিরাট ও মহান্। তার ভেদবুদ্ধিজনিত অহংকারের অন্ধকার কেটে যায়। বিশ্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ অনুভূতির অসীম শক্তি সে পায়। এই আত্মজ্ঞানী মানুষেই আমাদের সকল ভেদগণ্ডী দূর হয়ে যাবে। ঐ বোধি, ঐ বিজ্ঞানের জ্যোতির্ময়ধারায় স্নান করে আমরা যে অমর বীর্য্য লাভ করতে পারব—তা থেকে গড়ে উঠবে শুধু স্বাধীন ভারত নয়—মহান্ ভারত।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ "মকরধ্বজ"

আর্য্যঋষি পবিত্র "হিন্দু" মকরধ্বজ অনুপান ভেদে সকল রোগের আশু প্রতিষেধক ও [illegible] মহৌষধ। [illegible] ১৲ টাকা। [illegible] হিন্দু কেমিষ্টস্—১০৩ হারিসন রোড, কলিকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ও দেশবন্ধু [illegible] কর্তৃক
বিশেষভাবে প্রশংসিত

"সাধনপথে" গ্রন্থমালা

(১) জাতীয়তার ক্ষুদ্রমূর্ত্তি, (২) কুটীর শিল্প, (৩) ব্যক্তিগত অর্থনীতি, (৪) লাভজনক কৃষি, (৫) [illegible] এবং (৬) সাবুন তৈরির মসলা।

মূল্য প্রত্যেক পুস্তক [illegible] কালীলাল, [illegible] কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Encourage home Industries
AND
learn economy & patriotism.

Do you know how to do this? Come on. I will tell you. Purchase Gandhi Baftas made of Bhagalpuri Tasser and Charkha yarns, woven in handlooms, very durable and cheap at the same time. beware of imitation. For particulars apply to the Secretary.

Weavers' Co-operative Stores
P. O. Champanagore. Bhagalpore.

শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা

মূল্য ২৲ টাকা

মূল, [illegible]

প্রভুপাদ শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী ভাগবতাচার্য্য
[illegible]

ভারতবর্ষ—লিখিয়াছেন

"প্রভুপাদ গোস্বামী [illegible] আচার্য্যের নিকট হইতে [illegible] পারি, [illegible] পাইয়াছি। [illegible] গৃহীত হইবে।"

শ্রী[illegible]নাথ সাধু

১৮ নং [illegible] কলিকাতা।

গলিত কুষ্ঠ ও ধবল

রোগের [illegible] একমাত্র মহৌষধ [illegible] হইবে না। [illegible] কুষ্ঠ রোগ [illegible] হইবে। [illegible] মূল্য ১৲ টাকা [illegible] উপযোগী।

ঘোষ এণ্ড সন্স।

জুয়েলার্স, ওয়াচ মেকার্স এণ্ড অপটিসিয়ানস্

[illegible] সকল প্রকার [illegible] তৈয়ারি করা হয়। [illegible] প্রভৃতি [illegible] মজুত থাকে।

[illegible] পাইবে।

[illegible] বিক্রেতা।

[illegible] পত্র লিখুন।

১৬।১ রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ও হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

শ্বাসারি

[illegible] চিকিৎসক, [illegible] হয়। [illegible] কোন [illegible] হয়।

[illegible] কলিকাতা।

হোম প্রিন্টার

[illegible] কলিকাতা।

তাঁত ও তাহার সরঞ্জাম

[illegible] জানিবার জন্য [illegible] লিখুন।

ম্যানেজার—

[illegible] লিমিটেড (খুলনা।)

ধবল বা শ্বেত কুষ্ঠ

[illegible] মূল্য ৮৲ টাকা [illegible] মূল্য ৶০ দুই আনা [illegible] চিকিৎসা করা হয়।

[illegible] দেখা হয়। [illegible] করিতে হয়।

ব্যবস্থাপক—

ডাঃ পি, ব্যানার্জ্জী
গ্রেট বেঙ্গল ফার্ম্মাসী
মিহিজাম ইণ্ডিয়া, ই, আই, আর।

New Publications.

	Rs.	A.
Greater India By Rabindranath Tagore	0	8
To The Students By C. F. Andrews	1	0
The Truth About India By H. M. Hyndman	0	12
India In England By Miss Helena Normanton	1	0
The Gospel of Swadesi By Kelekar, Foreword by M. K. Gandhi	0	6
The Message of Bhagwatgita By Lajpat Rai	0	12
Rabindranath Tagore His Life and Life Work E. J. Thompson S. E. Sarkar	1	8
The Failure of European Civilisation	1	0
National Self-Realisation	1	0
Essays: Political And National	2	0
By Mahatma Gandhi:		
A Guide To Health	1	8
Nithi Dharma	0	8
By Bernard Houghton:		
The Revolt Of The East	1	8
The Psychology Of Empire	0	4
Reform Or Revolution	0	4
Labour In Madras By B. P. Wadia, with Foreword by Col. Josiah C. Wedgwood, M. P.	1	8
Rabindranath Tagore A Study of His Later Works By K. S. Ramaswamy Sastry	1	4
The Call To Young India By Lajpat Rai	3	0
Col. Josiah. C. Wedgwood The Man and His Work With Foreword by Lajpat Rai	1	0
Avadutagita Of Dattatreya translated by Prof. Kannumal, M.A.	1	0
India And Its Government By Fenner Brockway	0	8
Slavery of Our Times By Count Leo Tolstoy	0	12
Hindu Culture By K. S. Ramaswamy Sastry, B.A., B.L., with Foreword by Sir John Woodroffe	3	0
India And The Currency Standard By K. O. Viswanadhaiyer M.A.	3	0
The Indian Currency And Exchange (Bomanjee Prize Essay) By K. C. Mahindra B.A. (Cantab)	3	8

S. Ganesan
Triplicane
(Madras S. E.)

পাম্‌-পাস্‌
(Pum-Pus)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PUM-PUS EFG. WORKS.
Belgachia, Calcutta.

জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়, শিরোরোগের মহৌষধ। মূল্য ১ শিশি এক টাকা, ৩ শিশি আড়াই টাকা, এক ডজন ৯।০ টাকা, এক গ্রোস ১০৮৲ [illegible]

সি, কে, সেন
কোং লিমিটেড

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক
কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন।
২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইউ সি চক্রবর্ত্তীর
কালির চাক্‌তি ও নিব।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ইউ, সি, চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং
হাটখোলা, কলিকাতা।

Printed at the Metcalfe Press,
79, Balaram Dey Street, Calcutta.

Printed and Published by—Dhirendra Chandra Mukhopadhya,
3, Bhabanicharan Dutt Lane.

বাঙ্গলার কথা

বার্ষিক মূল্য
৫৲ টাকা

সম্পাদিকা—শ্রীমতী বাসন্তী দেবী

নগদমূল্য
১৫ /০ আনা

প্রথম ভাগ } কলিকাতা, শুক্রবার, ১৯শে ফাল্গুন, ১৩২৮; ৩রা মার্চ্চ, ১৯২২ { ২১শ সংখ্যা

ভাববার কথা

একখানি চিঠি

[নিম্নলিখিত পত্র খানি আমাদিগের হস্তে আসিয়াছে, ইহার সকল মতের সহিত আমাদিগের মতের মিল না থাকিলেও সাধারণের চিন্তার একটা দিক দেখাইবার জন্য পত্র খানি প্রকাশিত হইল।]

"বাংলার স্বরাজ সেবকগণের মধ্যে একটা কথা হইতেছিল—গবর্ণমেন্টের যদি কিছুমাত্র বিচারবুদ্ধি থাকে তবে আগামী ১লা এপ্রিল রাজনৈতিক বন্দীদিগকে জেল হইতে খালাস করিয়া দিবে। কারণ সেটা All fool's day। বারদৌলিতে যে পন্থা অবলম্বন স্থির হইয়াছে, তাহাতে বাহিরে যাইয়া তাঁহারা কি কাজ করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না—কেন না যে সমস্ত কাজের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার কতকগুলি পুরাণো হইয়া গিয়াছে, অন্য কতকগুলি রায় দেব প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী টেম্পারেন্স এসোসিয়েশন, ডাঃ ডি এন মৈত্রের সোসাল সার্ভিস লীগ প্রভৃতি সভাসমিতির সভ্যগণের দ্বারাই চলিতে পারে। মহাত্মার কথাতে অনেকে খুসী হইবেন, কেন না যাহারা বাহিরে আছেন অথচ এতদিন জেলে আসিতে পারেন নাই, আর কেহ তাঁহাদিগকে কাপুরুষ বলিতে পারিবেন না—আর জেলের ভিতরে যাঁহারা আছেন তাঁহাদেরও শীঘ্র বাহিরে আসার একটা সম্ভাবনা হইতে পারে। তবে অনেকে ভয় পাইতেছেন যে দেশের লোকে তাঁহারা বাহিরে আসিলে তাঁহাদিগকে আবার টুপি মাথায় পরাইয়া সম্বর্দ্ধনা না করে। ২০শে ডিসেম্বরের আগে হরতাল বন্ধ করিবার জন্য যখন গভর্ণমেন্ট শান্তি প্রার্থী হইয়াছিলেন, সে সময় কর্ত্তারা বাহিরে আসিয়া একটা গোল টেবিলের বৈঠকে গবর্ণমেন্টের সঙ্গে বুঝা-পড়া করিতে পারিতেন। ফল অশ্বডিম্ব হইলেও আবার কোমর বাঁধিয়া পথে নামিতে পারা যাইত। বোম্বায়ে মালবীয় বৈঠকে ইংরাজকে তর্কে হারাইয়া দেওয়া হইল, তবু অতগুলি টিকেট কাটিয়া রওনা হইল না দেখিয়া mass civil disobedience এর ভয় দেখানো হইল। মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে অনেকে ভাবিতেছিলেন—ইতিহাসের একটা নূতন অধ্যায় খুলিতে যাইতেছেন—এমন সময় গোরক্ষপুরে কয়েকটা পুলিস কনেষ্টবল গুলি গোলা শেষ করিয়া ভাল ছেলের মত জীবন্ত পুড়াইয়া দিল বেতন-ভোক্তা হইল, অমনি মহাত্মা সকল আন্দোলন বন্ধ করিবার হুকুম দিলেন। ব্যাপারটা ভাল কি মন্দ এই তর্কাতর্কি বাঁধিয়া গেল। এখন ফলে কি হয় দেখা যাক্। একজন নামজাদা বলিয়ে নেতা বলিলেন যদি সকলকে ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে গান্ধী ঠিক করিয়াছেন, না ছাড়া পাইলে গান্ধীর বুদ্ধি আছে কিনা তাহা ঠিক হইবে—সকলে আপন আপন কাল কারাগারে কাটাইয়া যখন যথা সময়ে ঘরে ফিরিবেন। আর এক জন কার্য্যদক্ষ নেতা তাঁহার গ্রামটিকে পুলিসের হাতে পড়িতে হইবে না ভাবিয়া হাসিতে হাসিতে মহাত্মার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। একজন হিন্দু বেনারসী নেতা বলিলেন বাংলার কাজ কিছুই হয় নাই—কলিকাতার ইউনিয়নের যে কাজ হইয়াছে তাহা থামাইয়া রাখা একান্ত দরকার। যাই হোক দশ হাজার লোক চাঁদা করিতে করিতে জেলে আসিয়া পড়িল, এখন ইহাদিগকে খাওয়াইতে হইলে জেলে পড়ানো বোধ হয় সম্ভব হইবে না। যিনি যাহা পারেন তিনি তাহাই পারিবেন।

গভর্ণমেন্টের যে পরিমাণে টাকা আছে তাহাতে প্রত্যেক বার কয়েক হাজার বন্দী করিলেই অনর্থক জেলা নিজেদের মত মারামারি করিয়া "মাস্ সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স" ঘোষিত করিতে পারিবে এবং এবার কয়েকটা পুলিসকে ফিরে তাজা করিতে পারিলেই মহাত্মাকে

উপকারে প্রাণত্যাগ করাইবে। সুতরাং যেটা হওয়া মর্ত্ত্যে সম্ভবপর নয়, তাহার জন্য আর ভাবনা রাখিয়া কি হইবে? এখন যদি অন্য কিছু উপায় থাকে কংগ্রেস সেই পথ দেখুন।"

এই পত্র খানি পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে বাঙ্গলার কর্ম্মিগণের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইয়াছে। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে যখন মানুষ প্রাণ-ভরা উৎসাহ লইয়া বিশেষ একটা লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়া যায়, তখন হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে যদি আদেশ আইসে "[illegible]" তাহা হইলে যে একটা নৈরাশ্য আসিবেই তাহাতে সন্দেহ কি। বিশেষ যখন মহাত্মা নিজেই "খাজনা বর্জ্জন" পথের পথিক করাইয়া "বর্ত্তমান কর্ত্তব্য" যে আইন অমান্য করিয়া কারাগার ভর্ত্তি করা ইহাই বুঝাইয়া দিয়াছেন।

মহাত্মা ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রে এই আকস্মিক মত পরিবর্ত্তনের একটা ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলিতে চাহেন "অসহযোগ" আন্দোলনটা যখন শেষ পর্য্যন্ত একটা ধর্ম্মের আন্দোলন, তখন তাঁহাকে বারদোলির সিদ্ধান্ত অবলম্বন করা ভিন্ন উপায় নাই, যদি ও তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন যেহেতু রাজনৈতিক চাল হিসাবে তাঁহার ভুল হইতে পারে। আসল কথা, এই দেড় শত বৎসরের গোলামীতে আমাদিগের অধিকাংশের যে দাসজনোচিত মনোভাব হইয়াছে তাহাতে আমরা প্রতি কার্য্যেই লক্ষ্য করি আমাদিগের কার্য্যে গভর্ণমেণ্টের অবস্থা কেমন দাঁড়াইতেছে। দেশের মঙ্গলের চেয়ে গভর্ণমেণ্টের গতিই অনেক সময়ে আমরা অধিক কামনা করিয়া থাকি; সেই জন্য ও এই চাঞ্চল্যটা এত অধিক হইয়াছে যে মফঃস্বলে এখনই অনেকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে অসহযোগ আন্দোলনের বুঝি এই শেষ। মহাত্মার ধারণা এই যে অসহযোগ আন্দোলনের যেটা ভালর দিক সেটা অনেক দূরই অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে দেশের জনসাধারণের চক্ষে গভর্ণমেণ্টের বে-আইনী নির্য্যাতন একটা ভীষণ আতঙ্কমিশ্রিত অন্যায় অত্যাচার রূপে স্থাপিত করিয়াছে এবং জাতীয় কর্ম্মিগণের অভূতপূর্ব্ব নির্য্যাতন-সহিষ্ণুতা দেশের হৃদয়বান্ ব্যক্তিমাত্রেরই সহানুভূতি ও প্রশংসা লাভ করিয়াছে; এখন তাই এই আন্দোলনের লীলাভূমিতে সকলের সঙ্গত হওয়া উচিত। সুতরাং মহাত্মা চাহিতেছেন যে আমাদিগের কর্ম্মযোগীরা বহিঃসাধনা হইতে অন্তর সাধনায় কিছু মনোনিবেশ করিবে। কারণ তাঁহার মতে আমাদিগের কর্ম্মসাধনায় যে সত্যের পথকে আমরা লক্ষ্য রাখিয়াছি, তাহাতে আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়।

এখানে আমাদিগের দুই একটা কথা বলিবার আছে, স্বীকার করি একটা জাতিকে গড়িয়া উঠিতে হইলে তাহার চেয়ে সত্যের পথ একটু বেশী ধরিতে হইবে, কিন্তু যখন আমাদিগের বর্ত্তমান সংগ্রামে রাজনৈতিক দুই একটি চাল আমাদিগকে চালিতেই হইবে তখন মহাত্মার বারদোলির সকল সিদ্ধান্তে আমরা মত দিতে পারি না। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিগুলিকে তাহাদিগের বিচারাধীন ব্যবস্থা দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি এবং প্রদেশ বিশেষে গভর্ণমেণ্টের বে-আইনী আইন অমান্য করাও মনুষ্যত্বরক্ষণের পক্ষে আবশ্যক বলিয়াই আমাদিগের ধারণা।

—:০:—

"তপনের-তাপ সয় তত কষ্ট হয় না,
তার-তেজে যার তেজ তার তেজ সয় না।"

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহোদয় জনসাধারণের রক্ষা সমিতি নামে একটি দল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এলফ্রেড থিয়েটারে উহার এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ এক অদ্ভুতপূর্ব্ব বক্তৃতা দিয়াছেন। তাহার আরম্ভই করিয়াছেন এই বলিয়া যে দেশের অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন, সুতরাং রক্ষা সমিতির বড়ই প্রয়োজন। তিনি বলিতে চাহেন, "যে অসহযোগ আন্দোলনে যেমনটা অধঃপাতে চলিয়াছে তাহার পত্তন হইয়াছে কতকগুলি অশিক্ষিত মাড়োয়ারী গোমস্তার সহায়তায়, তবে তার অসহযোগের বড় কিছুই ফল হয় নাই, কেবল ছাত্রদের মনে প্রবেশ অসহযোগী কার্য্যতঃ নয় এমন লোক ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া সেথায় হল্লা করিতেছে। এই আন্দোলনটার উদ্দেশ্য হইতেছে জাতিবিদ্বেষ এবং সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত ব্রিটিশবিদ্বেষ জাগাইয়া তোলা। তাই দেশের peace ও order রক্ষা করিবার জন্য দেশের লোকেরা এই রক্ষাসমিতি-গঠন করিয়াছে, ইহার সহিত গভর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ নাই। সাধারণের life ও property'র তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে এই সমিতির উদ্ভব।" এখন নৃপেন বাবুর বক্তৃতার কিছু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। নৃপেনবাবুর কথামত অসহযোগ আন্দোলন কি গোমস্তাজাতীয় লোক লইয়াই গঠিত? ইহাতে এমন বহুসংখ্যক লোক আছেন, যাঁহারা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে নৃপেন বাবুর অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, আর তা ছাড়া এই আন্দোলনে তাঁহার নিজের ও অর্থাগমের ও কৃতিত্ব প্রদর্শনের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। এই আন্দোলনে জাতিবিদ্বেষ জাগিতেছে এমন ধারণা নৃপেন বাবুর মত লোকে করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ কিছুই নাই। তবে law and order স্থাপন করিতে তিনি কতটা কাজ করিয়াছেন তাহাই দেখা যাউক। তিনি চেষ্টা করিয়া civil guard রূপ অপূর্ব্ব প্রাণীর আমদানী করিয়াছিলেন, তাহাতে গভর্ণমেণ্ট তাঁহার সাথী হইয়াছিলেন এবং পাঁচশত civil guardকে জনপ্রতি পাঁচ টাকা ভাড়া হিসাবে পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এত করিয়াও peace and order কতদূর স্থাপিত হইল? ভদ্রলোকের ও ভদ্রতা লইয়া বাহিরে বাহির হইবার উপায় ছিল না, সিভিল গার্ডের uncivil ব্যবহার পাইতে হয় নাই এমন নিরীহ কলিকাতাবাসী খুব কমই আছেন, তবে এটা বিরোধীদের peace ছিল কিনা বলিতে পারি না; আর order এর কথা না তুলাই ভাল, খুব সম্ভবতঃ অনেককেই order এর ঠেলায় সেই [illegible] করিতে

ঘাত করিয়াছে এবং জনকতক সহযোগীকে নির্যাতনের নমুনা দেখাইয়া অসহযোগীতে পরিণত করিয়াছে। তারপর একদিন মস্তিষ্কশীতল করিয়া সুরেন বাবু অসহযোগীকে শাস্তি দিবার জন্য তাঁহার সমস্ত সময় ও অর্থ-উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তখনই তাঁহার বিবেক বুদ্ধি ধমক দিয়া বলিলেন, "আগে না কর কি, অমনি "পুনর্মূষিকো ভব—"। এই ত দেশে peace ও order স্থাপনের চেষ্টা।

কিন্তু আমলাতন্ত্রীর life ও propertyর কথাটা শুনিলেই হাসি পায়। সতরটা ১৫ জন লোকের জীবন-সর্বস্ব ধ্বনিময়, লোটকয়া শিলের উপর হতে ঝুলাইতে ঝুলাইতে "হা অন্ন, হা অন্ন" করিয়া ঘুরিতেছে আর দেখিতেছে কখন সাহেবের দাঁত দিয়া প্রাণবায়ু অনন্তে মিশিয়া যায়। আমলাতন্ত্রীর propertyর কথা একজনের বৎসরে ৩০০, টাকা, তাহার চতুর্থ অংশ দুজনের বন্দুক রক্ষা করিতে। আমরা এইখানে গোটাবিয়োগী বাবুর মনকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, সবাই তোমরা দেশ হইতে বাহির ও বাহির দূর করিয়া life ও property রক্ষা করিতে চাও কি? যদি না চাও, তাহা হইলে আমাদিগের অনুরোধ যে আন্দোলনে তাহার কতকটা চেষ্টা হইয়াছে, তাহার বিরোধী হইয়া দেশের উন্নতি সাধনে বাধা দাঁড়াইও না।

ভিতরের গলদ

[শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেন]

পরাধীনতার সংস্কার ঠিক ম্যালেরিয়া-রোগের মতন,* নির্দোষ হয়ে সহজে দূর হতে চায় না। মানব-সন্তান যদি পশু-সহবাসে আশৈশব প্রতিপালিত হয় তা হ'লে তাকেও নাকি চতুষ্পদের মত হামাগুড়ি দিতে দেখা যায়, মনুষ্যের আবাসে ফিরলেও তাকে মানুষের মত সটান হয়ে দাঁড়াতে বিশেষ বেগ পেতে হয়,—অনেক সময় তাকে আপন-স্বভাব ফিরে পাওয়া একেবারে যেন অসম্ভব হয়ে পড়ে,—এমনি বিকৃত হয় সে। পরাধীনতা যা পক্ষাঘাত হলে মজ্জাগত হয়ে পড়ে—তখন শুধু বাহিরের চিকিৎসায় সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ হতে পারে না;—তার জন্য অন্তরের চিকিৎসা, প্রাণের রসায়নের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠে।

দেশের অধিকাংশ লোক আজ অসহযোগ-ব্রতের যতটা বিরোধী যে সব বাহ্য বাধা আছে সে সব বিষয়ে অনেক পরিমাণে সুপরিচিত হয়েছে। কিন্তু তবু আজো স্বাধীনতার বন্দি আসন্ন আলোকে অন্তর দুলে প্রবীণ-শিরার প্রত্যক্ষ হচ্ছে না কেন, আমরা আজো পরের হাতের ক্রীড়া-পুত্তলি হয়ে আছি কেন? আর মুক্তির সমুখে দাঁড়িয়ে কেন আমাদের স্বাধীনতার দেবশক্তি আসে উঠে বাধার উদ্দীপন হবেও তাদের ঘৃণ্য ক্ষমতা নিয়ে আমাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে; আজো আমরা স্বাধীন জীবনের শান্তি-সামর্থ্য প্রাণের মাঝে উপলব্ধি করছিনে,—নবীনজীবনের অরুণ আকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তর বিপুল পুলকে স্পন্দিত হয়ে উঠছে না—এ সকলের কোনো স্পষ্ট কারণ আছে কি?

অন্যান্যের চেনবচ্চিনাকে জাতের ললাটে চিরউজ্জ্বল, আবার সাবেক ধরিয়া জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার মহৎ কর্তব্য ভারতবাসীর উপর ন্যস্ত,—পরাধীন সত্যের সংসারবন্ধনের লীলাভূমি এই ভারতভূমি, এই পুণ্যশীলা বেদকী-বাতার ক্রোড়েই মানবের বেদমন্ত্র। কিন্তু ভারতবাসী আজো ও তার অন্তরের চিরন্তন সুরটী খোলে নি,—তার দেব-আত্মার অনুতবাণী হৃদয়ে অঙ্কিত করতে পারে নি;—তা হ'লে এ গোলামী, দুষ্কার্য ও চৌর্যচৌর্যের মুখাপেক্ষীতার সংস্কার আমাদের মজ্জাগত হয়ে যেত না,—জাতির অন্তরে এমন বিষধারায় অন্ধ হয়ে পড়ত না। আত্মাকে যার উদ্বুদ্ধ হয়, মানুষের বিচলিত হয়ে পড়ে তাকে দীন ও শক্তিমান বলি কি করে? অথচ যে সমস্ত লোকেই এসে আছে। এই যে আমাদের স্বাধীনতার প্রচেষ্টা, এর মধ্যে ত বিকট পশুসুলভ হিংস্রতার কোনো সার্থকতা নেই;—পৈশাচিকতা প্রবল ত মানবের মাহাত্ম্য বাড়াবে না। এই একমাত্র হিংস্রতার দুর্বলতাই কি আমাদের অন্তরকে অধিকারের পথ করে দিয়েছে? এ ছাড়া ত আমাদের আত্মাবনের প্রাবির অন্ত নেই।

বাহিরের আকারে প্রকারে আত্মসর্বস্বের লক্ষণ দেখা গেলেও—আমাদের জাতীয় জীবনের সক্রিয় ধারা আজো অমনি দাগে রেখে ও রয়ে গিয়েছে, তাই কোনো মহৎকার্য সহজেই আমাদের ভিতরের গলদ বার হয়ে পড়ে। আমাদের বাহিরের জীবনের বর্ণজ্ঞানবর্জিত আজ সবল ও বাহিরমুক্ত; আমাদের প্রাণশক্তি আজ আনত। আমরা নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াতে পারছি না। সবল ও স্বাধীন হওয়া যে কি বস্তু তা আমরা মনে প্রাণে অনুভব করতে পারছি না। অনেক দিনের গ্লানি, অনাচার অত্যাচার আমাদের শক্তিহীন জীবনধারাকে আবর্জনাপূর্ণ করে দুষ্ট যাদুর বাঁধন বহিয়া রত আমাদের মনুষ্যত্বহীন করে তুলেছে। বিকার এতদূর এসে দাঁড়িয়েছে যে বাহির্মিথ্যা করবার বুদ্ধি পর্যন্ত আমাদের লোপ পেয়েছে। আজ এই সংস্কৃতির আত্মজীবিকে সচল ও সবল করতে হলে তাকে জ্ঞানবিবেকের উত্তাপ ও আলোকের সজীব সংস্পর্শ

আনা চাই। অন্তত বাহিরের যত হীনতা-দীনতা,—সবাইএর চক্ষে স্পষ্ট হয়ে ওঠা চাই। জ্ঞানই শক্তি;—জ্ঞানের আলোকেই আত্ম-জীবনের পুষ্টি, আত্মার স্ফূর্তি ও মুক্তি। অজ্ঞানতিমিরান্ধ হ'লেই আজ আমাদের চালক চাই, গুরুর প্রয়োজন,—অন্তরের অন্তরতম যিনি তাঁর অনুভূতি আমাদের জীবনে নেই। আত্মার ধর্ম আমাদের কাছে দুর্বোধ হয়ে পড়েছে,—জীবনের সকল মহাবাণী আজ আমাদের কাছে স্তব্ধ। সৎ, চিৎ ও আনন্দ, এই তিন মন্ত্র বা তত্ত্বের ধ্যানজ্ঞানে,—এবং এদের প্রেরণা জীবনে সফল করে তোলাতেই মানবের পরম ধর্ম ও চরম চরিতার্থতা। সত্য, শিব ও সুন্দরের বিরোধী তাই অধর্ম, তাই পাপ। আজ আমরা জীবন থেকে অনেকক্ষেত্রেই নিজেদেরকে বাদ দিয়ে, অপরের খেয়াল-খুশির হুকুম তামিল করে খোশামুদিকেই সাধনা বলে গ্রহণ করেছি,—অন্ধেন নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ। আর যে শুধু বাহিরের লোহার শিক দিয়ে পোক্ত করে আমাদের অধীনতার কারাগার তৈরী করা আছে তা নয়,—ততোধিক শক্ত করে আমাদের হাত পা আবদ্ধ হয়ে আছে নানান শিকল দিয়ে। এই অন্তর্বন্ধনটাই অধঃপাত আমাদের অস্থিমজ্জায় বসে যাচ্ছে। মানুষে মানুষে এই অবাধ ভেদবিচ্ছেদ,—আর সমাজের শত অনাচার অবিচারের বন্ধন যদি না ঘুচে যায় তা হ'লে জাতির স্বাধীনতা আমরা লাভ করব কি করে? তা না হ'লে মুক্তবিহঙ্গের শক্তি ও আনন্দের অধিকার আমরা পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীনজাতির মত নিয়ে ধারণ করতে ও বহন করতে পারব না। বাঁচা তার যার আছে ও শিকল কাটা চাই।

জাতীয় মুক্তির অধিকারীর পালন করতে হলে আমাদের আভ্যন্তরীণ সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনকে আমরা অনাচার গ্লানিতে অন্ধ, পঙ্গু ও শক্তিহীন করে রাখতে ত পারি না। ভারতীয় জাতি গড়ে তুলতে হলে আমাদের অসংখ্য জাতের গণ্ডী উঠিয়ে দিতে হবে,—আমাদের ভাবতে হবে আমরা একই দেশমাতৃকার সন্তান, একই মাতার অঙ্কে পরিপুষ্ট, একই দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী। আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন, একে অপরের অস্পৃশ্য;—এভাব থাকাতে জাতীয়তা দাঁড়াতে পারবে না। শুধু কি ভেদবিভাগেই আমরা হতবল,—তার চাইতেও সাংঘাতিক তাও আমাদের অজ্ঞান দেশবাসীর অন্তরে ও আচার ব্যবহারে বিদ্যমান রয়েছে। সে হচ্ছে প্রভুত্বের লোভ, প্রাধান্যের অহঙ্কার। অপরের ন্যায্য অধিকার হরণ করে, সমাজের তথাকথিত উচ্চজাতের লোকেরা তাদের নির্যাতন করেছেন বলেই—আজ তাঁদের ললাটেও দাসত্বের কালিমা লাঞ্ছনা হয়ে আছে। তারপর আমাদের জাতি তো পূর্ণশক্তি নিয়ে গড়ে উঠছে না। জাতি শুধু পুরুষের সৃষ্টি নয়,—নারী পুরুষ উভয়েরই;—কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাঙলাদেশে, নারীকে কত প্রকারে যে মানবতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তা যাঁরা জাতির মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করেছেন তাঁরাই জানেন। বাতব্যাধিগ্রস্ত অর্ধাঙ্গ মানুষ যেমন দাঁড়াতে পারে না, সকলের মত চলতে পারে না—জাতির পক্ষেও ঠিক তেমনি।' আমরা আমাদের অর্ধাঙ্গকে অবশ ও বিকল করে ফেলেছি। যে নারীর স্নেহস্পর্শে গৃহ ও স্বদেশ মধুময়, যার প্রীতি পুরুষের সকল শক্তি ও আনন্দের মূল,—সেই নারীকে অবনত রেখে আর তার জীবনকে দুঃখের পীড়নে, অজ্ঞানের মোহে বিড়ম্বিত করে স্বরাজ লাভ হবে! আমরা কিনা জানিনা,—হলেও হয়ত 'নিশার স্বপন সম' অলীক বলেই প্রতীয়মান হবে। আমরা আজ প্রাণের আত্মার পূজা ভুলে গেছি,—দেহভোগ ও ইন্দ্রিয়ের লালসা অতিক্রম করে আমরা নিত্য আনন্দে ডুববার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। জীবন ত 'শুধু হাসিখেলা প্রমোদের মেলা' নয়। আমাদের জীবনে তপস্যা অর্জন করতে হবে। এই দুঃখের গভীর অনুভূতিই গান্ধিজীকে মহাত্মা করেছে। আনন্দনিকেতনে যেতে হলে আগে বেদনা দেবতার মন্দিরে অর্ঘ্য দিতে হবে। এই বেদনা ও আনন্দ একই অনন্ত প্রেমসত্তারই অভিব্যক্তি, দুইদিক মাত্র। যা প্রেমকে ব্যর্থ করে তাই অসত্য, তাই অধর্ম। এই প্রীতির আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে আমাদের অসীমের অভিমুখী, মৃত্যুর পিয়াসী হতে হবে, সমস্ত বাধা কণ্টক পায়ে দলে ছুটতে হবে, দীনাত্মের মত বিধিনিষেধের বন্ধকে দাঁড়ালে চলবেনা আজ আমাদের গাইতে হবে—

'ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে মর ফিরে।'

কারণ— 'সেই ভোলা পথের প্রান্তে রয়েছে
হারানো হিয়ার কুঞ্জ।'

আমাদের স্বাধীনতাকে উদার অনন্ত করতে হ'লে তাতে চাই প্রীতির প্রেরণা,—পরিণামে বিশ্বে সত্যিকার মিলনের আকাঙ্ক্ষা। প্রেমিক অসীম-গগনচারী, তার পথ কেউ রুদ্ধ করতে পারে না, প্রেম চিরমুক্ত,—আত্মার মুক্তি ও স্বরাজ। স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ করতে হলে তার পশ্চাতে চাই প্রেমিকের প্রাণ,—কারণ প্রেমিকই সকল বদ্ধতার গণ্ডী ভাঙতে জানে।

কেশর-সঞ্চালন

[শ্রীমোহনদাস্ করমচাঁদ গান্ধী]

যতক্ষণ ব্রিটিশগণ আমাদিগের সম্মুখে তাহার কেশর সঞ্চালন করিতে থাকিবে, ততক্ষণ কিরূপে কোনরূপ প্রকারের মিলমিশ হওয়া উচিতে পারে? লর্ড বারকেনহেড আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে ব্রিটেনের একটিমাত্র কেশরও অবনত হয় নাই। মণ্টেগু সাহেব স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে ব্রিটিশজাতি পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা দৃঢ়সংকল্প, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যের সহিত বিরোধ তাঁহারা সহ্য করিবেন না। মণ্টেগুর সাহেব প্রেরিত কথাগুলি যথাযথভাবে এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম—

"যদি আমাদের সাম্রাজ্যের অস্তিত্বকে চূর্ণ করিবার প্রয়াস হয়, যদি ভারতের প্রতি ব্রিটিশ শাসনের দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধক স্থাপন করা হয়—এবং যাহা ভারত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সাবধান করিয়াছি এই প্রায় যাহাতে অগ্রবর্তী হইয়া যদি অন্যায় দাবি উপস্থিত করা হয়, তাহা হইলে ভারত পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ জাতির সহিত সে বিরোধে সফলতা লাভ করিতে পারিবে না, কারণ তাঁহারা তাঁহাদিগের সমস্ত শক্তি ও দৃঢ়তার দ্বারা সেই বিরোধের উত্তর দিবেন।"

লর্ড বারকেনহেড ও মণ্টেগু সাহেব উভয়েই ভারতকে অবগত করেন যে তাঁহারা যতখানি শক্তিই সম্প্রদানে প্রয়োগ করুন না কেন, ভারত তাহার সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত আছে, এবং ভারত ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় এই মর্ম্মে তাহার সংকল্প ঘোষণা করিয়াছিল যে সম্পূর্ণ স্বরাজ না পাইলে এবং খিলাফত ও পঞ্জাব অত্যাচারের সুব্যবস্থা না হইলে ভারত সন্তুষ্ট হইবে না। ইহাতে সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব নাশের প্রয়াস নাই, তবে যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বর্তমান তত্ত্বাবধায়কগণ ইহাকে স্বাধীন জাতিসমূহের প্রকৃত সাম্রাজ্যের এমন এক সমষ্টিতে নির্বিবাদে রূপান্তরিত হইতে না চাহেন, যাহাতে প্রত্যেক জাতির সমান অধিকার থাকিবে এবং প্রত্যেক [illegible] ইচ্ছামত সেই সম্মানজনক সম্বন্ধ ছিন্ন [illegible] থাকিবে; তাহা হইলে ভারতের যে আধার [illegible] তাহা বঞ্চিত হইবে না বা থাকিবে না [illegible] চেষ্টা করিলে সেই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জাতিরও সমস্ত দৃঢ়তা ও শক্তি এবং "অমিত 'কেশরশক্তি'" ভারতে নষ্ট হইবে। ইহা সত্য যে আমাদিগের "কেশর" নাই, কিন্তু ভারতের এই অনাহারী দুর্বল জনসমাজ আর কোনরূপ অতিশয় বীতরাগ না করিয়া এবং বিনা অস্ত্রে আপনাদিগের ভাগ্য গঠন করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছে। লোকমান্যের ভাষায় বলিলে বলিতে হয়, ইহা তাহাদিগের জন্ম-স্বত্ব এবং ব্রিটিশগণ যতদূর শক্তি ও দৃঢ়তার সহিত "কেশর" সঞ্চালন করুক না কেন তাহারা সেই অধিকার লাভ করিবেই। অবশ্য ভারত এই ঔদ্ধত্যের উত্তর ঔদ্ধত্যের দ্বারা প্রতিদান করিতে পারেন না বা করিবেন না, কিন্তু ভারত যদি তাহার অঙ্গীকারে আস্থাবান্ থাকে, তাহা হইলে এই অপমানজনক শাসন হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য অনুগ্রহের চক্ষে তাহার প্রার্থনা পূরণ হইবে না। পশুবলের উদ্ধত ও দুর্দমনীয়তার দুর্গে পূর্বে কোনও সাম্রাজ্য এ পর্যন্ত পৃথিবীতে অধিককাল স্থায়ী হয় নাই, এবং যদি এই বিশাল সাম্রাজ্যের পরিচালনার ভার একজন ভগবান্ ঈশ্বরের হাতে থাকে, তাহা হইলে এই বৃটিশ সাম্রাজ্য যাহা পৃথিবীর পাশবিক দুর্বলতর জাতিসমূহের নির্মম শোষণ ও পাশবিক বিক্রমে পরিচালনার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাও স্থায়ী হইতে পারে না। বৃটিশজাতির এই তথাকথিত প্রতিনিধিগণ কখনই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না যে ভারত তাহার শ্রেষ্ঠ সন্তানগণের অনেককে জেলে এই বৃটিশদিগের শক্তির নিকট উৎসর্গ করিয়াছে। যদি "চৌরী চৌরা"র ব্যাপারে কাজ-উৎসর্গে এই আন্দোলন পদ্ধতির ক্রমভঙ্গ না করিত, তাহা হইলে সেই দিনের সম্মুখে অধিকতর প্রতিজ্ঞার সংকল্প প্রবল হইত, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে হিন্দু বা মোসলেম জনসাধারণকে প্রতিনিধিগণকে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক বিরোধ আচরণ করিতে উত্তেজিত করা হইতেছে না। যে উদ্ধত অহমিকাপূর্ণ ভাষা সহ্য হইয়া এখানে পৌঁছিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে তীব্রভাবেই আমি লিখিয়াছি, ইহা আমি অবগত আছি। কিন্তু যথার্থই ব্রিটিশ জাতির এই বিষয় উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে যে ভারতে ১৯২০ সালে যে সংগ্রামের আরম্ভ হইয়াছে, তাহা শেষ পর্যন্ত চলিবে, হয়ত ইহা একমাস চলিতে পারে, এক বৎসর চলিতে পারে, অনেক মাস ধরিয়া চলিতে পারে কিংবা ইহা যুগযুগান্ত স্থায়ী হইতে পারে; ব্রিটিশ জাতির প্রতিনিধিগণ সিপাহী বিদ্রোহ সময়ের অবর্ণনীয় দৈন্য উৎসবের পুনরভিনয় করিলেও ভারত তাহাতে ক্ষান্ত হইবে না। আমি শুধু এই মাত্র আশা করি এবং ভগবানের নিকট এইমাত্র প্রার্থনা করি যেন তিনি ভারতবর্ষকে শেষ পর্যন্ত অহিংস থাকিবার উপযুক্ত বিনয় ও শক্তি প্রদান করেন। উপর্যুপরি যে সমস্ত উদ্ধত বাক্যাবলি ভারতবর্ষে এখানে পৌঁছিয়াছে, তাহা মাথা নাড়িয়া সওয়া এক্ষণে একান্ত অসম্ভব।

আমাদের শৈথিল্য

[শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী]

আমার এক বিশ্বস্ত সংবাদ দাতা আমাকে জানাইয়াছেন যে এলাহাবাদ ও বেনারসে যে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা চলিতেছে, তাহা কংগ্রেস নির্দ্দেশানুযায়ী নিয়মে হইতেছে না। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই শুদ্ধ খদ্দর ব্যবহার করে না, কেহ কেহ মাত্র একটী জামা ব্যবহার করিয়া অবশিষ্ট বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার করে। আরও শুনিতে পাই তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে মাদক দ্রব্য সেবন করিতে দ্বিধা করে না এবং তাহারা অহিংসা মন্ত্রে উপাসক কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। উপরন্তু তাহারা নাকি স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীগণের শাসনের বহির্ভূত। যুক্ত প্রদেশে এ যাবৎ নাকি ২৬,০০০ স্বেচ্ছাসেবক ভর্ত্তি হইয়াছে। যদি এ কথা সত্য হয় যে ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই কংগ্রেসের আদর্শানুযায়ী গঠিত হয় নাই তবে আমি বলিব যে এই দল গঠন করা পণ্ডশ্রম মাত্র হইয়াছে। ইহাদের দ্বারা আমাদের কোন কাজ হইবে না। এই স্বেচ্ছাসেবক গঠন সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ আমার নিকট আসিতেছে। কলিকাতা হইতে জনৈক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, যে সকল স্বেচ্ছাসেবকগণ বাঙ্গলা দেশের জেল ভর্ত্তি করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই নাকি কংগ্রেস নির্দ্ধারিত প্রতিজ্ঞা পত্র সম্বন্ধে কিছুই জানে না। খদ্দর পরিধান করা দূরের কথা দেশী কাপড়ও ব্যবহার করে না, এবং সম্পূর্ণ বিদেশী বস্ত্র অঙ্গে ধারণ করিয়াই তাহারা কারা প্রবেশ করিয়াছে।

রোহটক হইতে এক বন্ধু লিখিয়াছেন, সেই জেলার নাকি স্বেচ্ছাসেবকগণ কর্তৃপক্ষের শাসন একেবারেই মান্য করে না, উপরন্তু তাঁহাদের জীবন অশান্তি পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

যদি এই সকল অভিযোগের এক দশমাংশও সত্য হয়, তবে আমাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, এই সব কাসরতের উপযোগী শিক্ষা আমরা গ্রহণ করি নাই, এবং সৈন্য গঠন কার্য্যে পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই।

অবশ্য ইহাতে কাহারও দোষ না থাকিতে পারে। সরকার পক্ষ হইতে বজ্রের মত এই বে-আইনি "সভা বন্ধ ও স্বেচ্ছাসেবক গঠন বন্ধ" আইন আসিয়া আমাদের উপর পড়িল, তখন যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়া পড়া ভিন্ন আর অন্য উপায় কি ছিল, তার উপর পুরাতন কর্মীদিগের স্থান নূতন নূতন কর্মী দ্বারা পূরণ করিতে হইল, এই জীবন মরণ সমস্যার সমাধান দ্রুতরূপে সমাধান করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত হইয়াছিল।

এই তর্কের মধ্যে কিছু যুক্তি আছে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে কাহারও উপর দোষারোপ করিতে না চাহিলেও সত্যকে আর ঠেকাইয়া রাখা চলে না। এই সকল সমস্যার সম্মুখে বীরের মত অগ্রসর হইয়া ইহার সমাধান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। যদি যুদ্ধে জয় লাভ করিতে হয়, সৈন্যদলের প্রত্যেক সৈনিককে উপযুক্ত হইতে হইবে, না হইলে সমস্তই অনর্থকারী। শান্তিময় সংগ্রামের সৈনিকের আদর্শ আরও উচ্চ হওয়া চাই। উপযুক্ততার আদর্শ অত্যন্ত উচ্চ বলিলে চলিবে না। এই সৈন্যদল গঠনকারীগণ যদি আদর্শ রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে না পারেন তবে তাঁহারা সাধুতার দোষে দোষী হইবেন। তাঁহারা উপযুক্ত সৈনিক সংগ্রহ করিতে না পারিলে, উপস্থিত কর্ম্মীদেরকে কমাইবেন, কিন্তু কখনও অনুপযুক্ত সৈনিক দ্বারা দল পুষ্ট করিবেন না।

স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনের প্রস্তাব আমি নিজে গত ডিসেম্বর মাসে জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে উপস্থিত করিয়াছিলাম। এই প্রস্তাব বিষয়নির্ব্বাচন সভায় ও কার্য্যকরী সভায় বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছিল। তারপর ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে, বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত অতিথিবর্গ ও প্রতিনিধিবর্গের নিকট বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছি। সুতরাং এখন এই প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য অসম্ভব বলিলে চলিবে কেন? সমস্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রায় ৬০০০ প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা কি তবে না বুঝিয়াই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন?

আমার নিজের মত এই যে আমি তিন লক্ষ অনুপযুক্ত সৈনিক—যাহারা কংগ্রেসের আদর্শ কিছুই বোঝে না—তাহা লইয়া এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা তিনশত উপযুক্ত সৈনিক লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিতে প্রস্তুত আছি। ইহার কারণ অত্যন্ত সরল। একদিকে আমার পক্ষে তিন শত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, বীর, আজ্ঞাবহ সহচর, অন্য দিকে তিন লক্ষ উচ্ছৃঙ্খল মনুষ্যের ভার বহন। এই তিন শত সহচর আমার সহায় সম্পদ, আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে, কিন্তু ঐ তিন লক্ষ পদে পদে বিঘ্নকারী এবং সময় বিশেষে আমার হত্যাকারীও হইতে পারে। আর মনকে চোখ ঠার দেওয়া চলে না। কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভায় গৃহীত প্রস্তাব বর্ণে বর্ণে পালন করিবার জন্য আমাদের মন প্রস্তুত করিতে হইবে। ভারতবর্ষের ভবিষ্যত, পাঞ্জাবের অত্যাচার, খিলাফতের অবিচারের প্রতিকার ও স্বরাজের সম্যক প্রতিষ্ঠা, এই কার্য্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। যতক্ষণ না আমরা কোন গৃহীত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করি, ততক্ষণ সেই প্রস্তাবের কোন মূল্যই থাকে না। আমাদের কোন প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য না করিলে আমরা সরকারপক্ষকে দোষ দিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের নিজেদের প্রস্তাবগুলিকে যদি আমরা কার্য্যে পরিণত করিতে শৈথিল্য প্রকাশ করি তবে কি আমরা ক্ষমার যোগ্য?

আমি সমস্ত কংগ্রেস ও খিলাফত কর্মীদিগকে আপন আপন কর্তব্য সম্যক প্রতিপালন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। যদি তাঁহারা কর্ত্তব্য অবহেলা করেন, তবে এই যুদ্ধ জয় অসম্ভব! আমাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হইবে কি আঁধারে ঢাকিবে, তাহা সম্পূর্ণ আমাদের উপরই নির্ভর করিতেছে।

—

অতঃকিম্

[পাঠকবর্গকে নিম্ন প্রকাশিত [illegible] পড়িয়া ভবিষ্যতের জন্য ভাবিতে অনুরোধ করি]

ডিসেম্বরের পর জানুয়ারী, জানুয়ারীর পর ফেব্রুয়ারী—তারপর হঠাৎ কিনা কংগ্রেস কিসের একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যাবার অর্থটা! সারাবছর প্রাণপণে ছুটিতে ছুটিতে এদেশই জাতটা হাঁপিয়ে উঠেছিল, তাহার ফলে শান্তি বা বিশ্রামের জন্য নয়, অতীত নিদ্রিত বিদ্রোহের জন্যও নয়, হাঁপিয়ে উঠেছিল অথবা আকাঙ্ক্ষায়, মহানাবিক দাসত্ব বন্ধন হতে মুক্তি লাভের উৎকট নেশায়। তাঁর প্রাণের এই অতীব নেশাকে, স্বাধীনতা প্রয়াসী দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তিকে যারা খর্ব করতে চাইছে, জাতিটাকে শক্তিহীন পরমুখাপেক্ষী করে, দেশের শক্তিমান অগ্রণী পুরুষ নিঃস্বদের কারারুদ্ধ করে, অন্য শক্তি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষিতকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সেই সত্যাগ্রহী শক্তির আমলাতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধনের জন্য হাঁপিয়ে উঠেছিল। বংশানুক্রমিক নীরব সাধনায় অর্জিত বাংলার প্রাণশক্তি তাই বাধা 'ঠুঁটো গভর্ণমেন্টের অন্যায় ও বিধাবিকৃত হুকুমকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে চাইল, যাতে সঙ্গে আমাদের ভাষাভাষী ও কর্মী সংঘের উপর যখন সরকার আক্রমণ চালালেন “ক্রিমিনাল-এমেণ্ডমেণ্ট আইন বিরুদ্ধ” এই অজুহাত ক'রে। এই প্রকার সংঘর্ষের প্রথম সূচনা হয়েছিল আজ প্রায় তিন মাস। সময়ের এই দুই অবসরে কত ঘটনাই না ঘটেছে। নিজের হুকুম সম্পূর্ণ অন্যায় এটা প্রাণে প্রাণে বুঝলেও “প্রেস্টিজ” রক্ষার্থে সরকার সেটা ফিরিয়ে নিতে স্বীকার করলেন না—তাহাদের যুক্তিকারী, নির্ভীক অসহযোগী বালক, বৃদ্ধ ও যুবকের দলও সন্তোষ এবং তাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য সর্বস্ব বলি দিয়ে সকল নির্যাতন ও লাঞ্ছনা সহ্য করে কারাবাস বরণ করে নিলে। এই সংঘর্ষের ফলে ঐ হুকুম রদ না হলেও সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়েছে। কিন্তু অন্যায় সেটা তাকে শুধু নিরর্থক করে রাখলে চলবে না সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা প্রয়োজন। অন্যায়ের বিরোধ করতে হলে শুধু সমন্বয়ের উপায় অবলম্বন করলেই চলবে না, সবার ও শক্তি দিয়ে আক্রমণও করতে হয়; গত কংগ্রেসের পর দুই মাস কেটেছে ঐ সুযোগের প্রতীক্ষায়। এই অবসরে মডারেটেরা, “যেন তেন প্রকারে শান্তি”র পক্ষপাতী একদল সরকারের সঙ্গে মিটমাট করতে চাইলেন তাদের কৃপা ভিক্ষা করে; কিন্তু ভিক্ষুকের চাওয়া সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও নিষ্ফল হল কারণ ভিক্ষুকের কপালে যা হয়ে থাকে।

—:০:—

মিটমাটের ও আপোষের কথাও শেষ হল, আক্রমণের জন্য [illegible] থেকে উঠল বার্দোলিতে মহাত্মার মুখে। মহাত্মা বললেন আর সময়ের অপেক্ষা করা চলে না; এই সুযোগ উপস্থিত, শান্তিপূর্ণ ভাবে গভর্ণমেন্টের আইন লঙ্ঘন ও খাজনা বন্ধ করাই একমাত্র উপায়। সমগ্র মানবের যে অহিংস ও শান্তিপূর্ণ বিদ্রোহের প্রথম অধ্যায় অভিনীত হবে, বার্দোলিতে মহাত্মার নেতৃত্বে।

অহো! এর পৃথিবীর সকল পড়ে গুরুত্ব আর নাই নূতন, বেচারী পৃথিবীকে প্রহরের ফেরে পড়ে অনেক সহ্য করতে হয়! অমানুষিক নির্যাতন ও অত্যাচারের ফলে চৌরিচৌরায় অহিংসানিরুদ্ধ হঠাৎ সংযমের বাঁধ ভেঙে ফেলে, প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করতে গিয়ে কতগুলো নৃশংস কাণ্ড করে নিজেদের কলুষিত করলে। প্রথম চক্রান্ত পূর্ণ হ'ল। বোম্বাই ও মাদ্রাজের গোলমালের সঙ্গে মিলে মিলে চৌরিচৌরার অত্যাচারের কাণ্ড মহাত্মার মনে সমগ্র ভারতের একটা দুর্দমনীয় দানবের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত করে দিল। মহাত্মা ভগবানের ইঙ্গিত দেখতে পেলেন, আর ও সাবধান হবার জন্য। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও চৌরিচৌরার ব্যাপারে মহাত্মা দেখলেন শুধু হিংসা-যুক্ত লোকের শক্তি-মাত্রার আধিক্য কিন্তু বাংলা, পাঞ্জাব, আসাম প্রভৃতি প্রদেশের শান্ত ও সৌম্যভাবে মায়ের যে মহাজনতা ফুটে উঠেছে মহাত্মার চোখে সেটা পড়ল না—তাই চৌরিচৌরার সঙ্গে সঙ্গেই শান্তিপ্রিয় অসহযোগীদের মধ্যে সামান্য সামান্য সব পড়ে গেল। বার্দোলির সভায় উপস্থিত হয়ে যেদিন তাঁরা বললে কাউকে বাকী না রেখে তাদের বেলায় চুরী করতেও নারাজ নন; সভা স্থির করেন [illegible] বন্ধ করে খাদী বানাতে হবে।

—:০:—

দিল্লীতে দু বেলায় আর দেখা হ'ল দ্বিতীয় পর্বে অভিনয় All India Congress Committee'র উপর। দিল্লী কিন্তু ঠিক বার্দোলির সুরে বাঁশী বাজাতে পারে না। বাংলা ও মহারাষ্ট্রের অনেক প্রাণপণ চেষ্টায় একটা মাঝামাঝি ঠিক হ'ল—

“এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য”

কথা—বার্ত্তা

অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি

৮ ঘণ্টা তর্ক বিতর্কের পর গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১০টার সময় অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণ একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন। কমিটি দুই একটা শব্দ মাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া মহাত্মার প্রস্তাবিত মন্তব্য পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয় ডেলিগেটদিগের একটী এবং বঙ্গীয় ডেলিগেটদিগের আর একটি প্রস্তাব সম্বন্ধেই তর্ক-বিতর্ক খুব জোরে চলিয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয় ডেলিগেটরা চাহেন যে অসহযোগ নীতির কার্য্যপদ্ধতির সংস্কার জন্য একটী স্বতন্ত্র কমিটি নির্বাচন করা হউক। প্রয়োজন হইলে তাহারা বর্ত্তমান অসহযোগ কার্য্য প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তনের দাবি করিবেন। বঙ্গীয় ডেলিগেটদিগের প্রার্থনা যে যদি কোন প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির সভাগণ বুঝিতে পারেন যে কঠিন অসহযোগ নীতি পরিচালনের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে এবং শান্তভাবে আইন ভঙ্গ উপায়ে এবং নৈতিক ভাবে ফলপ্রদ আইন ভঙ্গ নীতির প্রবর্ত্তনের উপযুক্ত অবস্থা হইয়াছে তবে তাহাদিগকে ঘোষণা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হউক। তাঁহারা আরও নিবেদন করেন যে যদি পরিবার অনুপাতে লোকের সম্পূর্ণ পরিবার প্রভৃতি আইনভঙ্গ নীতির পক্ষে প্রয়োজনীয় হইলেও ঐ বলি যে অবশ্য প্রতিপালন কমিটি যেন সেরূপ আদেশ না করেন। উভয় পক্ষের প্রস্তাব লইয়া ভোট গ্রহণ হইলে দেখা গেল সদস্যগণের অধিকাংশ তাহাদের প্রস্তাবের প্রতিকূল। মহাত্মার উপস্থিত প্রস্তাবের প্রধান কথা এই (১) বিলাতী কাপড়ের দোকান ও মদের দোকানে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং চলিতে পারিবে। (২) কোন বিশেষ স্থানে কোন আইনবিশেষ বাধা দিবার জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অনুমতি লইয়া ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণাত্মক এবং রক্ষণাত্মক আইন ভঙ্গনীতি চালাইতে পারা যাইবে। কিন্তু ঘোষণা করিতে হইলে অল্ ইণ্ডিয়া কমিটি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সকল সর্ত্তগুলি পালন করিতে হইবে।

—:o:—

দ্বিতীয় সভায় গৃহীত মন্তব্য গুলির বিষয়ে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে এই মাত্র বলা যেতে পারে যে ছোট গাড়িতে তেল দিতে হ'লে প্রায়ই একটু আধটু তেলের দরকার হয়—গাড়ীটা যখন উঁচুতে পড় পড় হয়, তখন তেলের একটু ছিটে দিলেই আবার চাকার কাজ চলে, যদি সব গুলো হাতে করে রাখার কোনও আবশ্যক থাকে না। দ্বিতীয় মন্তব্যগুলি প্রায় ঐ তেলের ছিটের মত উভয় সাময়িক ভাবে খুব প্রাণের প্রতিবাদকে শান্ত করতে সমর্থ হবে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতেই একটা বড় "কিছু একটা হতে পারে না" এজন্য কংগ্রেসের এখন হইতেই প্রস্তুত হওয়া উচিত।

—:o:—

বাংলা ও মহারাষ্ট্রের প্রস্তাবিত প্রস্তাব দুইটী 'পাশ' হয় নি। মহারাষ্ট্রের প্রস্তাব মতে একটি স্বতন্ত্র কমিটি গঠন করে অসহযোগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে কংগ্রেসের এবং ভবিষ্যতের কার্য্য প্রণালীর পক্ষে অনেক সুবিধা হ'ত নাকি? আরও আগে এমন একটি স্বতন্ত্র কমিটি স্থাপন করলে আজ হঠাৎ চৌরি চৌরার ব্যাপারে অমন অপ্রস্তুত হয়ে নিরুৎসাহিত হ'তে হত না। অত কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হতে এখনও শিখলাম না, তার উপকারিতা এখনও বুঝিনি। তাই এবারেও এত শিক্ষার পরেও ঐ প্রস্তাব দ্বিতীয় সভায় মনোনীত হ'ল না। আর এক প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়েছে বাংলা দেশের। বাংলা চেয়েছিল প্রত্যেক প্রদেশের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রাদেশিক স্বাধীনতা ও স্বত্বাধিকার। বাংলার আরও ইচ্ছা ছিল যাতে খদ্দর পরা চরকা কাটা প্রভৃতি, আইন অমান্য করবার পূর্ব্বে অবশ্য প্রতিপালন সর্ত্ত না হয়। বাংলাকে কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা কতদূর সঙ্গত হয়েছে জানি না। সুদূর এক গ্রামের রোগীর জন্য স্থানীয় হাতুড়ে ডাক্তারের ব্যবস্থা কি কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তারের ব্যবস্থার চেয়ে ভাল নয়। আর স্থানীয় সব ডাক্তারই যে হাতুড়ে তারই বা প্রমাণ কি? বিভিন্ন প্রদেশের রোগের ভার প্রাদেশিক সমিতি গুলোর উপর সম্পূর্ণ ভাবে দিলে মনে হয় অবস্থানুযায়ী ভাল ব্যবস্থাই হ'ত। All India Congress Committee আর ও বলেন যে যারা চরকা কাটেন এবং সব সময় কেবল খদ্দরই পরেন তারাই আইন অমান্য করবার উপযুক্ত, গেরুয়া পরলেই যদি সন্ন্যাসী হওয়া যেত বা দাড়ি সন্ন্যাসী হতে হলেই যদি গেরুয়া বা দাড়ি একান্ত আবশ্যক হ'ত তা'হলে আমরাও All India Congress Committee সঙ্গে এক মত হতে পারতাম। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই?

আর একটা অবশ্য পালনীয় সর্ত্ত হ'ল চরকা কাটা—আমাদের দেশে পূর্ব্বে মেয়েরাই চরকা কাটত—এখনও চরকা প্রচলন করতে হ'লে সেই পথই অবলম্বন করতে হবে।

চরকা না কাটলেই আইন অমান্য করতে সে অনুপযুক্ত এটার যুক্তি খুব ঠিক নয়। বরং যদি এই স্থির হত যে বাড়ীর মেয়েরা চরকা কাটেন না সে বাড়ীর পুরুষেরা আইন অমান্য করতে পারবেন না তা হলেও বরং যুক্তির সার্থকতা কিছু বোঝা যেত। উপরন্তু ঐ সর্ত্ত মেনে চল্‌লে দেশের প্রায় সমস্ত নেতাদেরই প্রকাশ্যে অমান্য আইনের যোগ্য থাকে ক'রে ঘরে বসে থাকতে হবে। একটা কথা যদি এ বিষয়ে জেনে রাখি তবে ভবিষ্যতে পথ খুঁজিতে কষ্ট বেশী হবে না, সেটা হচ্ছে এই যে খদ্দর পরলেই যোগী হওয়া যায় না, আর বিনা খদ্দরেও যোগ সাধন হয়।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ "মকরধ্বজ"

আর্য্যঋষি প্রণীত "হিন্দু" মকরধ্বজ অনুপান ভেদে সকল রোগের আশু প্রতিকারক ও প্রতিষেধক অব্যর্থ মহৌষধ। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের হিতকর। অল্পমাত্রায় উপকার পাইবেন। ব্যবহারে নিরাময় হইবেন। বিস্তারিত অনুপানাবলি বিনামূল্যে প্রেরিত হয়। ৮ মাত্রা ১৲ টাকা, পত্র লিখিলে সত্বরে বিনামূল্যে ডেলিভারি দেওয়া হয়। হিন্দু মেডিসিন—১০৮ হারিসন রোড, কলিকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ও সংবাদপত্র সম্পাদকগণ কর্ত্তৃক
বিশেষভাবে প্রশংসিত

"স্বাবলম্বন" গ্রন্থমালা

(১) জাতীয়তার অনুভূতি, (২) কুটীর শিল্প, (৩) ব্যক্তিগত অর্থনীতি, (৪) লাভজনক কৃষি, (৫) রং ও রঞ্জন বিদ্যা এবং (৬) সাবান তৈরির মসলা।

মূল্য প্রত্যেক পুস্তক ।০, মাশুলাদি পৃথক্। শ্রীঅমরেশ কাঞ্জীলাল, ৬০।১এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Encourage home Industries
AND
learn economy & patriotism.

Do you know how to do this? Come on I will tell you. Purchase Gandhi paftas made of Bhagalpuri Tasser and Charkha yarns, woven in handlooms, very durable and cheap at the same time, beware of imitation. For particulars apply to the Secretary.

Weavers' Co-operative Stores
P. O. Champanagore. Bhagalpore.

শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা—মূল্য ২৲ টাকা

এই পুস্তক সম্বন্ধে পণ্ডিত প্রবর—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ (ভারত চতুষ্পাঠী ভবানীপুর—১০ই ফাল্গুন, ১৩২৮ সাল।) মহাশয় লিখিয়াছেন—

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী ভাগবতাচার্য্য মহাশয়ের লিখিত 'শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলা' নামক পুস্তকখানা আমি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি।

গোস্বামী মহাশয় নিজে একজন সাধক, ভক্ত ও পণ্ডিত; এই পুস্তকে তিনি নিজের কৃতিত্বের পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন। পবিত্র রাসলীলা সম্বন্ধে তিনি এমন অনেক কথা বলিয়াছেন, যাহা ভক্তিশাস্ত্র সাধারণ পাঠকবর্গের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন ও হৃদয়গ্রাহী বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সাধু
১৮ নং অভয়চরণ মল্লিক লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

তাঁত ও তাহার সরঞ্জাম

বুনতে চান? বিস্তৃত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—
হুগলী টেক্সটাইল কোং লিমিটেড (হুগলী।)

ঘোষ এণ্ড সন্স।

জুয়েলার্স, ওয়াচ মেকার এণ্ড অপটিসিয়ান্স্

আধুনিক যুগের পছন্দসই ফ্যাসানের সকল প্রকার অলঙ্কার সুন্দররূপে তৈয়ারি করা হয়। নেকলেস ব্রেসলেট, ইয়ারিং, [illegible], [illegible] প্রভৃতি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুদ থাকে।

ঘড়ী ও চশমার মেরামত কার্য উত্তমরূপে করিয়া থাকে।

সকল রকম ঘড়ী ও আসল জেনিভ পাথরের চশমা বিক্রেতা।

ক্যাটলগের জন্য পত্র লিখুন।
১৬।১ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ও হারিসন রোড, কলিকাতা।

শ্বাসারি

রক্ত, পিত্ত, বাত, কফ, হাঁপানী প্রাচীন চিকিৎসক, কবিরাজ শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র [illegible] কবিভূষণের—[illegible] অর্শ ঔষধ এবং [illegible] হইয়া থাকে। [illegible] মহৌষধ। ১ শিশি ১।০ মাঃ ।৵০। [illegible] লিখিলে বা পত্র আসিলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

কবিরাজ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সর্ব্ব-কবিরত্ন।
৫১নং [illegible] ষ্ট্রীট কলিকাতা

নূতন ধরণের
অল্প মূল্যের

হোম প্রিন্টার

খুব ছাপাখানা
বা ছাপা প্রেস

ইহাতে প্রিন্ট [illegible] ১০০ [illegible] ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।
এম, সি দত্ত এণ্ড বি, কে, দত্ত ১০০নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গলিত কুষ্ঠ ও ধবল বা শ্বেত কুষ্ঠ

রোগের অব্যর্থ একমাত্র মহৌষধ যে, রোগ যতদিনের ও যত কঠিন হউক নিশ্চয় আরোগ্য হইবে, কখন ব্যর্থ হইবে না। আমাদের এই ঔষধে কুষ্ঠ রোগ একেবারে নির্মূল হইবে। গলিত কুষ্ঠরোগের ঔষধ আমাদের মূল্য কম করা হইয়াছে। ঔষধের নাম "এণ্টিলেপ্রা কম্পাউণ্ড" মূল্য ১০৲ টাকা এক মাসের ব্যবহারের উপযোগী।

রোগের ঔষধের নাম "লেপ্রিসিন্ কম্পাউণ্ড" মূল্য ৩৲ টাকা এক মাসের ব্যবহার উপযোগী। কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও অবস্থা জানিবার বিষয় সম্বলিত (ইংরাজি পুস্তক [illegible]) মূল্য ৵০ দুই আনা টিকিট সহ পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে দেওয়া হয়। আবশ্যক হলে আমাদের চিকিৎসালয়ে আসিলে বিনাব্যয়ে চিকিৎসা করা হয়।

অত্যন্ত গরীব লোককে ঔষধাদি দেওয়া হয়। আবাসে এখানে থাকিতে হইলে নিজের খাদ্য যোগাড় করিয়া লইতে হয়।

ম্যানেজার—
ডাঃ পি, ব্যানার্জ্জী
গ্রেট বেঙ্গল ফার্ম্মাসী
মিহিজাম ই, আই, আর।

New Publications.

	Rs.	A.
Greater India By Rabindranath Tagore	0	8
To The Students By C. F. Andrews	1	0
The Truth About India By H. M. Hyndman	0	12
India In England By Miss Helena Normanton	[illegible]	0
The Gospel of Swadesi By Kalelkar, Foreword by M. K. Gandhi	0	4
The Message of Bhagwatgita By Lajpat Ray	0	12
Rabidranath Tagore His Life and Life Work E. J. Thompson	1	8
S. E. Stokes:		
The Failure of European Civilisation	1	0
National Self-Realisation	1	0
Essays: Political And National	2	0
By Mahatma Gandhi:		
A Guide To Health	1	8
Nithi Dharma	0	8
By Bernard Houghton:		
The Revolt Of The East	1	8
The Psychology Of Empire	0	4
Reform Or Revolution	0	4
Labour In Madras By B. P. Wadia, with Foreword by Col. Josiah C. Wedgwood, M. P.	2	8
Rabindranath Tagore A Study of His Later Works By K. S. Ramaswamy Sastry	1	4
The Call To Young India By Lajpat Rai	3	0
Col. Josiah. C. Wedgwood The Man and His Work With Foreword by Lajpat Rai		
Avadutagita Of Dattatreya translated by Prof. Kannumal, M.A.	1	0
India And Its Government By Fenner Brockway	0	8
Slavery of Our Times By Count Leo Tolstoy	0	12
Hindu Culture By K.S. Ramaswamy Sastry, B.A., B.L., with Foreword by Sir John Woodroffe	3	0
India And The Curency Standard By K. Q. Viswanadhaiyer M.A.	3	0
The Indian Currency And Exchange (Bomanjee Prize Essay) By K. C. Mahindra B.A. (CANTAB)	3	8

S. Ganesan
Triplicane
(Madras S. R.)

পাম্‌-পাস্‌
(Pum-Pus)

নিজে দেখুন।

সর্ব্বপ্রকার অভিনব [illegible] ইহা সম্পূর্ণ নূতন ও প্রথম।

পাম্‌-পাস—আধুনিক উচ্চ বৈজ্ঞানিক যুগের সম্পূর্ণ অভিনব আবিষ্কার।

পাম্‌-পাস—[illegible] আবিষ্কৃত ও প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার [illegible] ও অধিকতর।

একবার দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন কেমন [illegible] হইতে পারে।

পাম্‌-পাস—[illegible] বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

PUM-PUS EFG. WORKS,
Belgachia, Calcutta,

জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়, শিরোরোগের মহৌষধ। মূল্য ১ শিশি এক টাকা, ৩ শিশি আড়াই টাকা, এক ডজনের ৯।০ টাকা, এক গ্রোস ১০৮৲ একশত আট টাকা। [illegible] টাকা চারি আনা।

সি, কে, সেন
কোং লিমিটেড,

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক

কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইউ সি চক্রবর্ত্তীর
কালির চাক্তি ও নিব্‌।

[illegible] উজ্জ্বল এবং স্থায়ী। [illegible] কলম নষ্ট হয় না। [illegible]

প্রতি চাক্তিতে এক আউন্স উজ্জ্বল কালি হয়। মূল্য—[illegible] আনা। [illegible] আনা। উজ্জ্বল লাল, প্রতি ডোজ [illegible] আনা। [illegible] প্রতি ডোজ ১৲ টাকা। [illegible] প্রতি ডোজ ১৲ টাকা।

বড় অর্ডারে প্রচুর কমিশন দেওয়া হয়। চাহিলেই নমুনা পাইবেন।

ইউ, সি, চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং
হাটখোলা, কলিকাতা।

Printed at the Metcalfe Press,
19, Balaram Dey Street, Calcutta.

Printed and Published by—Dhirendra Chandra Mukhopadhya,
7, Bhabanicharan Dutt Lane.

বাঙ্গলার কথা

বার্ষিক মূল্য ৬৲ টাকা | সম্পাদিকা—শ্রীমতী বাসন্তী দেবী | নগদমূল্য এক /০ আনা

প্রথম ভাগ { কলিকাতা, শুক্রবার, ২৬শে ফাল্গুন, ১৩২৮; ১০ই মার্চ, ১৯২২ { ২৮শ সংখ্যা

ভাববার কথা

ভেদ-নীতি

ভারতের ইতিহাস পাঠকমাত্রই জানেন যে এ দেশের পরাধীনতার মূলতত্ত্ব ইহার দুই বিচ্ছেদেই নিহিত রহিয়াছে। সেই মূলতত্ত্বের অনুসরণে ভেদ-নীতি অবলম্বন করিয়া বণিকের চিরকালই এ দেশ করায়ত্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ইহা সেই [illegible] বিদেশীর দ্বারা উমিচাঁদ ও মীরজাফর কর্তৃক উপ্ত হইয়া বাংলায় ইংরাজ শাসনের [illegible] পুষ্টিলাভ করিয়া বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল। বাংলার দুর্দশা তথা ভারতের দুর্দশা সেই পাপবৃক্ষের ফলস্বরূপ। আবার যখনই ভারতবাসী সম্মিলিত হইয়া আপনার উন্নতি ও দেশের উন্নতি করিতে যত্নশীল হইয়াছে, তখনই শাসকসম্প্রদায় সেই ভেদনীতি চালাইয়া গৃহবিচ্ছেদ সৃষ্টি করিয়াছে। ফল হইয়াছে নিজেদের সর্বনাশ এবং শত্রুপক্ষের পরিহাস। ভারতবাসীর বুদ্ধির দোষেই হউক অথবা অদৃষ্ট-নিয়তির নিয়মবশেই হউক ভারতবাসী এতকাল সেই ভেদ নীতির সন্ধান পায় নাই, পাইলেও তাহা গ্রাহ্য করিবার মত বুদ্ধি তাহার জাগে নাই। শাসকসম্প্রদায়ের আদর আপ্যায়নে ভুলিয়া গিয়া একপক্ষ অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া দেশের সর্বনাশ করিয়াছে। তাই দেখি বঙ্গবিচ্ছেদের সময় যখন সমগ্র বাংলা সম্মিলিত হইয়া এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, তখন আমাদিগের অধিকাংশ মুসলমান ভ্রাতৃগণ শাসকবর্গের ইঙ্গিতে যুক্ত হইয়া তাহার বিরোধী হইয়াছিলেন, ফলে উভয়পক্ষের সর্বনাশ ভিন্ন আর কিছু যদি হইয়া থাকে তাহা শত্রুপক্ষের বিদ্রূপহাসি ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু ইহাতে হিন্দুমুসলমান উভয়েরই বিশেষ শিক্ষা হইয়াছিল, কারণ মানুষ ঠেকিয়াই শিখে জান। এইজন্যই যখন মুসলমানেরা হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, তখন এই সংবাদটি লোকমান্য তিলকের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি মহোল্লাসে হাসি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "এইবার আমাদিগের মুক্তির দিন আসিয়াছে; কারণ যে মুহূর্তে মুসলমানগণ অসন্তুষ্ট হইবেন, গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করিবে এবং তখনই তাঁহারা আত্মরক্ষার্থে হিন্দুদিগের সহিত মিলিত হইবেন।" সেই অমরাত্মা মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতে অধিক দিন লাগে নাই। আবার যখন হিন্দু মুসলমান বুঝিলেন একের কল্যাণে অপরের কল্যাণ, একের নিধনে অপরের নিধন এবং তাঁহাদিগের যুক্ত কল্যাণে দেশের কল্যাণ। তাই তাঁহারা খিলাফৎ-অধিকারের পুনরুদ্ধারের জন্য ও স্বরাজলাভের উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যুক্তভাবে দেশের কার্যে যোগদান করিলেন। বিধাতার আশীর্বাদে কার্য বেশ সুশৃঙ্খলভাবে চলিতে লাগিল।

এইবার শাসকশ্রেণীর দেবতাদিগের মস্তিষ্কে টনক নড়িল। তাঁহাদিগের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, তাঁহারা মহাসমারোহে আহ্বান করিলেন। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল তাঁহাদিগের পরিচিত অস্ত্র ভেদনীতিকে। অমনি লর্ড নর্থক্লিফ ভারতবর্ষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন, অল্পকালে সমস্ত ভারত ভ্রমণ করিয়া তিনি বুঝিয়া গেলেন, দেশবাসী এইবার যে পথ ধরিয়াছে, তাহাতে তাহাদিগের মুক্তি অনিবার্য। সুতরাং এখনই ইহাদিগের দল ভাঙ্গিতে হইবে। এই ভাবিয়া লর্ড নর্থক্লিফ ইংলণ্ডে আসিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে বলিলেন —"খিলাফতের মীমাংসা করিয়া মুসলমানদিগের মাথা ঠাণ্ডা কর," কিন্তু তিনি ভারতে স্বরাজের কথা মুখেও আনিলেন না। বস্তুত তিনি ভাবিয়া রাখিয়াছেন খিলাফতের সুব্যবস্থা হইলে মুসলমানগণ স্বরাজ আন্দোলন হইতে অবসর গ্রহণ করিবে, তখন অবশিষ্ট ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার লাভের প্রয়াসকে নির্মূল করা কষ্টসাধ্য হইবে না, অর্থাৎ ভেদনীতি

প্রচলনের দ্বারা প্রথমে অমুসলমানগণকে দমন করা যাইবে, তারপর মুসলমানদিগের নিজের ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু আমাদিগের মনে হয় এইবার লাট সাহেব অর্থাৎ একটু ভুল বুঝিয়াছেন। অবশ্য খিলাফতের মীমাংসা হইলে মুসলমানদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর যে আঘাত দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রতীকার হয় বটে, কিন্তু ভারতবাসী মুসলমান তাহাতে স্বরাজলাভের জন্য বৈধ আন্দোলন পরিত্যাগ করিবে এ কথা কে বলিল? অন্যান্য ভারতবাসী যখন স্বাধীনতার জন্য জীবন পণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে, তখন খিলাফতের সুব্যবস্থা হইলেই যে মুসলমানগণ পরাধীনতার অন্ধকারে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিতে স্বীকার করিবে, এইরূপ বাঙ্গালার মুসলমান ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষাতে আঘাত করা ভিন্ন আর কিছুই নয়। আসল কথা খিলাফত আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া মহাত্মা গান্ধী স্বরাজলাভের জন্য যে জন সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা অনেক ক্ষেত্রে সিদ্ধির পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, সুতরাং তাহার প্রতিরোধ করিতে হইলে মুসলমানগণকে বিভক্ত করিতেই হইবে এবং তৎপরে সেই অর্দ্ধশক্তি অবস্থানে ভারতের আন্দোলন লঘু হইয়া যাইবে; ইহাই লর্ড নর্থক্লিফ প্রভৃতি মহোদয়ের অভিপ্রায়। কিন্তু ভারতের যে মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, ভারতবাসী এখন বুঝিতে পারিয়াছে আত্মবিরোধে ভারতের মঙ্গল নাই, সম্মিলনশক্তি হইতে ভারতে যে সাধনার জন্ম হইয়াছে, তাহাই ভারতকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে মুসলমান ও হিন্দু সকলেই এ কথা প্রাণের মাঝে অনুভব করিয়াছে। তাহারা বুঝিয়াছেন পঞ্জাব অত্যাচারের ব্যবস্থা করিতে হইলেও যেমন হিন্দু মুসলমানের সমবেত চেষ্টা চাই, খিলাফত অবিচারের সংশোধনেও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক হিন্দু মুসলমানের সমবেত সাধনার প্রয়োজন এবং এই দুইটির জন্যই চাই ভারতে স্বরাজ। এই প্রসঙ্গে মৌলানা আজাদের একটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিতে চাই—"খিলাফত প্রশ্নের যথার্থ সমাধান হইবে ভারতের স্বরাজলাভে।" মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে হিন্দু মুসলমানের যে সমবেত সাধনা সুশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হইতেছে এবং একদিন না একদিন বিধাতার করুণায় মুক্ত ভারতের আকাঙ্ক্ষা স্বরাজলাভে পূর্ণকাম হইয়া জগতের সম্মুখে তাহার মূর্ত্তিতে দেখা দিবেই।

জাতি-বৈষম্য

পরাধীনতার ইতিহাসে ইহাই একটা বৈচিত্র্য যে যখনই বিজিত জাতি কোনও বিশিষ্ট অধিকারের জন্য আন্দোলন উপস্থিত করে তখন সে অধিকারদান শাসক-সম্প্রদায়ের অভিপ্রেত হইলেও, বিজেতৃগণের স্বজাতিবর্গের অদৃষ্ট কুটিল দৃষ্টিনিক্ষেপে শাসকসম্প্রদায় ও ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কাজেই স্বাধীনতার রাজপথ শাসকবর্গের ইচ্ছা থাকিলেও মুক্ত করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে; দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতে এই দৃশ্যের অভিনয় প্রায়ই লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সকলের মূলে রহিয়াছে একটা প্রভুজাতিদিগের মত, জাতিবৈষম্যের নামে যে অবিচার সাধিত হয়, তাহা দেশের লোকের নিকট যতই পীড়াদায়ক হউক না কেন, সে বৈষম্যের অপলাপ প্রভুজাতিদিগের নিকট শঙ্কিত হইয়া যায়। তাই সে দিন যখন ভারতে শাসন বিধি সংস্কারের প্রস্তাব উঠে, তখন ভারতের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে অগ্রসর হইল, ফলে সেই সংস্কৃত বিধিতে দেশের যতটা উন্নতির আশা করা গিয়াছিল, তাহার অর্দ্ধেকও হইতে পারে নাই। আবার যখন ভারতবাসীর সমবেত ইচ্ছার ফলে সম্প্রতি জাতি-বৈষম্য অর্থাৎ ইউরোপীয়ান ও ভারতবাসীর মধ্যে বর্ণবৈষম্যজনিত অধিকারের হ্রাস বৃদ্ধি আলোচনা করিবার জন্য কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন, তখন আবার সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান দিগের তর্জ্জন গর্জ্জন শুরু হইয়াছে। ইউরোপীয়ান সমিতি এইবার রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার জন্য দেশের সম্প্রদায়ের সকলকে আহ্বান করিয়াছে। তাই ইউরোপীয়ান বণিকসম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ স্যর ওয়াটসন সাহেব বণিক সভার অধিবেশনে এক দীর্ঘ বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে জাতি-সাম্য হইতেই পারে না, তাহা বিধিনিষেধের বশবর্ত্তী নহে, ইউরোপীয়ান-দিগের বুদ্ধিবল ও চরিত্রবল ভারতবাসী অপেক্ষা অধিক, সুতরাং তাঁহাদিগের কতকগুলি ক্ষেত্রের অধিকার থাকিবেই। যদি ইহাতে বাধা দেওয়া হয়, তবে তাঁহারা উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবে, তাহার পরিচয় ওয়াটসন সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় দিয়াছেন—"আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে আমরা ইহার বিরুদ্ধে কি করিব। উত্তরে আমরা বলিতে চাই, আমাদিগের মধ্যে যাহা সম্ভবপর তাহার কিছুমাত্র করিতে আমরা পশ্চাৎপদ হইব না। আমাদিগের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ হইলে এদেশে ও বিলাতে ইউরোপীয় সমাজ এরূপ বিরোধী হইবেন যে সেই প্রতিবাদ ধ্বনি—এ সকল বিধি ও ভাঙ্গিয়া যাইবেই, শাসনসংস্কার বিধি ও ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। এ কথা আমি অসন্দিগ্ধচিত্তে বলিতে পারি, বিলাতে যে কোন ও বিধি-ব্যবস্থা প্রচলিত হউক না কেন, ভারতের ইউরোপীয়গণ এ যাবৎ যে সকল ক্ষেত্রের অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছেন তাহার উপর হস্তক্ষেপ তাঁহারা সহ্য করিবেন না, কারণ অধিকৃত ও সে সকলের অধিক তাঁহারা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। ইহা সংস্কার বা পরিবর্ত্তনের কথা নয়, ইহা ন্যায় বা অন্যায় বিধি-বিধানের কথা নয়; ইহা আমাদিগের অধিকার ও স্বাধীনতার কথা, ইহা আমাদিগের জীবন ও মরণের কথা।"

স্যর ওয়াটসন্ সাহেব এই বলিয়া তাঁহার বক্তৃতার উপসংহার করিয়াছেন, "যে কতকগুলি ভারতবাসী বৈধ ও অবৈধ উপায়ে আমাদিগকে ভারত হইতে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টায় আছে। কিন্তু তাহারা জানিয়া রাখুক আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ নিজের জীবনপাতে যে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরাধিকারী আমরা সেই সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া এ দেশ হইতে চলিয়া যাইতে প্রস্তুত নহি। আমাদিগের অবাধ অধিকার আছে

করিয়া ব্যবস্থাপক সভার কোন ও বিধান বা সামরিক কোন ও নির্দ্দেশ গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নহি।”

ইউরোপীয় সমাজের এই প্রকার তর্জ্জন গর্জ্জনের সম্মুখে ভারতবাসীদের শক্তি ও সাহস বাড়িয়া যায়; সুতরাং অধীন প্রজাপুঞ্জের উন্নতির আর আশা থাকে না। তাই বৈধ আন্দোলন করিয়া বারে বারে বিফল মনোরথ হইয়া ভারতবাসী আজ এই অসহযোগ আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতবর্ষের সমস্ত শক্তি বলিয়া যতগুলি শোষকের অধিকার যাহা ইউরোপীয় সমাজ আজ সর্ব্বস্ব বুকের কাছে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, তাহা শেলের মত ভারতবাসীর প্রাণে বাজিতেছে। সে সমস্ত অধিকারের বাহিরে নিরীহ ভারতবাসীর উপর কত অত্যাচার অবাধে চলিতেছে, ভারতবাসী তাহার একটা প্রতিবিধান করিতে চাহে। বর্ণবৈষম্যের জন্য অধিকার ভেদ ভারতবাসী আর সহ্য করিতে পারিবে না, কারণ—বর্ণগত বা জন্মগত বৈষম্য দূর করিয়া সমান ভাবে তাহারা রাজ্যের প্রজা হইতে চাহে, আর নিম্নস্তরে স্থান থাকিতে চাহে না। বুদ্ধি ও চরিত্রবল হইবে শ্রেষ্ঠত্বের নিরূপণমাপ, সেই নিকষে কষিয়া শ্রেষ্ঠ থাকিবে ভারতবাসীই হউক অথবা ইংরাজই হউক সেই আসনে বসাইতে হইবে। ইহার জন্যই ভারতে আজ এই আন্দোলন চলিতেছে। ইহাতে ত ইউরোপীয়দিগকে তাড়াইয়া দিবার কথা নাই, তাঁহাদিগের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইবারও কথা নাই, এই আন্দোলনে আছে ভারতবাসীর শক্তি-অর্জ্জন। ভারতবাসী যতক্ষণ না আপনাকে উন্নত করিয়া সে শক্তি অর্জ্জন করিবে, ততক্ষণ মহৎ বৃটিশ সিংহের তর্জ্জন গর্জ্জন বা ধর্ম্মোপদেশে সে ভীত ও হইবে না বা সাধনার পথ ত্যাগও করিবে না। কিন্তু একটা কথা কি আমরা ইউরোপীয় সমাজকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি? তাঁহারা থাকিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ এমন বিকট স্বপ্ন দেখিয়া উঠেন কেন? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আর্জ্জেন উড নামধেয় এক শ্বেতাঙ্গপুরুষ এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যদি তাঁহাদিগের অধিকার অক্ষুণ্ণ না থাকে, তাহা হইলে, হয় তাঁহাদিগকে এ দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে, নতুবা এ দেশ পুনরায় জয় করিতে হইবে। প্রোক্তের অনুবর্ত্তী হইয়া তিনি এ কথাও বলিয়া দিয়াছিলেন যে ভারত ইংরাজ কর্তৃক বিজিত হয় নাই, মুসলমানের অত্যাচারে তাঁহাদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। যদি ও অদৃষ্টের বলে সকলই দেশে অভাবে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আমরা ইউরোপীয় বণিকদিগকে এ দেশ পরিত্যাগ করিতে কি কেহ বলিতেছে? যদি তাঁহারা আপনাদিগকে ভারতের অধিবাসী বলিতে চাহেন, তবে ভারতের উন্নতির জন্য তাঁহারা চেষ্টা করুন, ভারতবাসী সমাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে মিলিয়া সমষ্টিভাবে দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিবে। মহাত্মা গান্ধীও ত তাঁহাদিগকে ভারতের উন্নতির জন্য ভারতবাসীকে সহায়তা করিতে আহ্বান করিয়াছেন। আর যদি তাঁহারা চিরকালই ভারতবাসীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে থাকেন, ভারতের উন্নতির বিরোধী হইয়া তাহাদিগের ন্যায্য অধিকারের পথরোধ করেন, তবে যদিও ভারত হইতে তাঁহারা চলিয়া গেলে কাহারও কোনও ক্ষতি নাই; ভারতবাসী তাহার সকল কার্য্যই তাঁহাদিগের পরামর্শ ব্যতিরেকেও করিতে পারিবে, তাহার জন্য তাঁহাদিগের চিন্তা করিবার কোনও কারণ নাই। যদি কেবল একটা বিকৃত মনের অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ভারতবাসীর সর্ব্বনাশে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া শত্রুতাচরণ করিতে করিতে দেশে চলিয়া যান, তাহা হইলে বলিব তাঁহারা ভারতের কেহ নহেন, ভারতবাসীকে উপদেশ দিবারও তাঁহাদিগের যেমন অধিকার নাই, তাহার বাধা দিবার বিরোধী হইবার ও তাহাদিগের কিছুমাত্র অধিকার নাই। ভারতবাসী এখন তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন করিবেই, তাহার জন্যই এই অসহযোগ আন্দোলন, এখন যদি ইউরোপীয় সমাজ এক দুর্ব্বল-দম্ভের সিংহাসন গড়িয়া তাহার উপর বসিয়া থাকে, তবে আমরা নিশ্চয়ই বলিব ভারতের সমবেত ইচ্ছাশক্তির আক্রমণে সেই দম্ভের সিংহাসন চূর্ণ হইয়া যাইবেই।

কংগ্রেস-নির্দ্দেশ

বাহিরে একটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইয়াছে যে কংগ্রেসের বুঝি আর কোনও কার্য্য করিবার নির্দ্দেশ নাই এবং সেই জন্যই বুঝি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিবেন। কথাটা আদৌ সত্য নহে। গত সপ্তাহে বাঙ্গলার কথায় “একখানি চিঠি” ও “আত্মচিন্তা” বলিয়া যে দুইটি রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সহিত সম্পাদকীয় ভাবে বাঙ্গলার কথার কোনও সম্বন্ধ নাই এবং তাহা ব্যক্তিবিশেষের অভিমত হইলেও বাঙ্গলা প্রাদেশিক সমিতির অভিমত নহে। “বাঙ্গলার কথা” প্রাদেশিক সমিতির মুখপত্র হিসাবে এ কথাই বলিতে চাহে যে, বাঙ্গলার কার্য্যকরী সমিতিতে যথাযথ আলোচনার পর কংগ্রেস-নির্দ্দেশ আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং সেই অনুসারেই তাঁহারা কার্য্য করিতেছেন ও করিবেন। অফিসের বাহিরে লোকের ততটা চৈতন্যের কারণ এই যে সাধারণ লোকে তাহাদিগের উৎসাহকে চালাইবার জন্য চায় দৈনন্দিন উত্তেজনা। কিন্তু কোনও জাতিই কেবল উত্তেজনার উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না, গত কয়েক মাস শুধু উত্তেজনাই দেশে চলিয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা স্থায়ী কার্য্যের দিকে লক্ষ্য করেন নাই, তাঁহারাই এখন নিরাশ হইবেন। আর আমরা যদি ধীরপদক্ষেপে বিবিধ কর্ম্মসাধন করিয়া অগ্রসর হই, তাহা হইলে আমাদিগকে আর পশ্চাতে হটিতে হইবে না। উত্তেজনাই যেখানে কার্য্যের উৎসাহের যোগান দেয়, সেখানে তাহার বিকৃতিতেই লক্ষ্য থাকে বেশী, অন্যের

কিছুটা লক্ষ্যের বাহিরে চলিয়া যায়। ঠিক যেমন কামান ছুড়িলে সকলগুলি তাহা লক্ষ্যস্থলের কিছু দূর হইয়া আইসে, সেইরূপ উদ্দেশ্য ও কেবল উদ্দেশ্যের বশবর্তী থাকিলে উদ্দেশ্যের শেষ সিদ্ধান্তে যাইবেই, কারণ উদ্দেশ্য সর্বদা স্থির থাকে হইতে পারে না। সুতরাং কংগ্রেস কমিটি যে সকল কার্য্যাবলী নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার উপরে লোকের বিশ্বাস হারাইবার কারণ নাই। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন প্রদেশগুলিকে নিজেদের অবস্থানুসারে কাজে চলিবার অনুমতি দিলেই ত হইত, তাঁহারা একথা ভুলিয়া যান যে ভারত তাহার সমবেত শক্তি একত্র নিযুক্ত করিতে চাহিতেছে, তাহাতে বিশেষ উদ্দেশ্যে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইলে সকলকে একই রেখায় দাঁড়াইয়া সে শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। যেমন যুদ্ধে আক্রমণের পূর্বে কোন সৈন্যবিভাগ নির্দিষ্ট রেখা হইতে অগ্রসর হইয়া গেলে সেনাপতি সেই সৈন্য বিভাগকে হটিয়া আসিতে আদেশ দেন, কারণ তাঁহার উদ্দেশ্য সমগ্র সেনা একত্র একই রেখায় দাঁড়াইয়া আক্রমণ করিবে, তাহাতে সেই সমবেত শক্তির সম্মুখে শত্রুপক্ষ হটিয়া যাইবে, তেমনই যদি আমাদিগের এই বিভাগে প্রদেশবিশেষ অগ্রসর হইয়াই যায়, তাহাকে অন্যান্য প্রদেশের সহিত এক রেখায় দাঁড়াইয়া বিভাগ পরিচালনার জন্য সময়ে সময়ে হটিয়া আসিতেই হইবে। তাহাতে কাহারও আপত্তি ত হইবেই না, বরং [illegible] হইবারই সম্ভাবনা। আবার কেহ কেহ এই বলিয়া আপত্তি করেন যে কংগ্রেস বলিতেছেন স্বেচ্ছাসেবক হইতে হইলে খদ্দর পরিধান করিতেই হইবে, অনেক স্থানে খদ্দর অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় না, সেই স্থানের লোকেরা কি তবে স্বেচ্ছাসেবক হইবে না? তাঁহাদিগের উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে সেই সকল স্থানের লোকেরা কংগ্রেস নির্দেশ অনুসারে যখন কার্য্যই করেন নাই, তখন তাঁহারা এই পুণ্য কার্য্যে স্বেচ্ছাসেবক হইবার যোগ্যই নহে। স্বেচ্ছাসেবক হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা যোগ্যতার প্রমাণ দিবেন গৃহে গৃহে চরকা প্রচলন করিয়া এবং খদ্দর উৎপন্ন করিয়া। উৎসাহী কর্মীদিগের জন্য কংগ্রেস কার্য্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, সেই নির্দেশ অনুসারে কার্য্য করিতে পারিলে আমাদিগের কার্য্য পরিচালনা শক্তি বিকাশ হইবে, আমাদিগকে শৃঙ্খলা শিখাইবে এবং আমাদিগকে স্বরাজলাভের যোগ্য করিবে।

এখন আমাদিগকে দেশে এমন লক্ষ লোক গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাঁহারা আত্মার অন্তরযোগে স্বরাজলাভ হইবে এই কথা বিশ্বাস করেন এবং তাহার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছেন। [illegible] জন্য সংগ্রহ করিয়া প্রতি গৃহে চরকা প্রচলনের নিমিত্ত এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে খদ্দর প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তাহা সুশৃঙ্খল ভাবে ব্যয় করিতে হইবে। সমাজে যাহারা একেবারে অস্পৃশ্য বলিয়া গণিত, তাহাদিগকে ভাই বলিয়া বুকের কাছে টানিয়া লইতে হইবে। আমাদিগের বর্তমান আন্দোলনে মদ্যপান নিবারণ ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এই দুইটিই বাহিরের লোকের নিকট বিদ্রূপ লাভ করিয়া আসিয়াছে, তাঁহারা বলিতে চাহেন রাজনীতিকদের জাতীয় মহাসভায় ইহার প্রয়োজন কি? তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, ভারতের জাতীয় উন্নতির আন্দোলনে— একটা রাজনৈতিক, একটা সামাজিক, একটা ধর্মমূলক এমন কোন বিভিন্নতা বিভাগ নাই। এখানে সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া আছে। সকল কার্য্যেরই রাজনীতিক্ষেত্রে প্রয়োজন আছে। পঞ্চায়েতী প্রথার প্রচলনে অনেকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিচারালয়ে মোকদ্দমার সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। আমরা যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে খদ্দর প্রস্তুত করিয়া বিদেশীয় বস্ত্র একেবারে বর্জন করিতে পারি, তাহা হইলে ষাট কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইয়া দরিদ্র দেশবাসীদিগের মধ্যে বিতরণ হইবে, দেশের দারিদ্র্য অনেকটা হ্রাস পাইবে, এবং বস্ত্রের জন্য দেশবাসীকে পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হইবে না। দেশ হইতে মাদক দ্রব্যের অন্তর্ধানে বৎসরে সতের কোটি টাকা দেশে থাকিয়া যাইবে এবং নানাপ্রকার ব্যাধি দূরীভূত হইবে। আর ভারতের ছয়কোটি অস্পৃশ্য জাতিকে ভাই বলিয়া আমাদিগের এক সমাজে আনিতে পারিলে, দেশের স্বাধীনতার জন্য এমন ছয় কোটি লোককে পাওয়া যাইবে যাহারা জীবন দিয়াও কংগ্রেসের ঋণ শোধ করিবে।

সুতরাং উৎসাহী কর্মীর উৎসাহনিয়োগ করিবার জন্য কার্য্যের অভাব নাই। সে সকল কার্য্যে দেশের স্থায়ী উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। যখন আমরা জীবন পণ করিয়া দেশ সেবায় অগ্রসর হইয়াছি, তখন একমনে আমাদিগকে কংগ্রেস নির্দেশ অনুসারে কার্য্য করিতেই হইবে। কারণ এই সকল কার্য্য সাফল্য লাভ করিতে পারিলেই আমরা স্বরাজলাভের যোগ্য হইব এবং তখন যতবড় শক্তিই আমাদিগের বিরোধী হউক না কেন, আমরা অনায়াসে স্বাধীনতার জীবনে যাহা শ্রেয় ও প্রেয় তাহাই লাভ করিতে পারিব।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি

[শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী]

দিল্লীতে সম্প্রতি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে বৈঠক বসিয়াছিল তাহা কোন কোন বিষয়ে তাহা কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হইতেও অধিকতর স্মরণযোগ্য। আত্ম ও অন্যান্য উভয় প্রকারের বিভাগ এরূপ প্রবল অসন্তোষ দেশের মধ্যে বহিতেছে যে আমি নিঃসন্দিগ্ধমনে পরাজিত হইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছিলাম এ কথা

অন্তরে অন্তরে সত্য। আমি বরাবরই অল্পসংখ্যকের সমর্থনই পাইয়াছি। পাঠক জানেন না যদিও আফ্রিকায় আমি প্রথমতঃ প্রতি ব্যক্তির অনুমোদন লাভ করিলেও পরে আমার পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা ৬৪, এমন কি ১৬ জনেও দাঁড়াইয়াছিল, পুনরায় আবার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া অধিকাংশই আমার মতে আসিয়াছিল। কার্য্যের সর্বোৎকৃষ্ট ও সার অংশ অল্পসংখ্যকের সাহায্যেই নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

আমি অসংখ্য লোকের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারি এই বিশ্বাসই গভর্ণমেন্টের ভীতির কারণ ইহা আমি জানি। কিন্তু আমি যে এই ইহাকে তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিক ভয় করি একথা তাঁহারা আদৌ জানেন না। জনগণ নির্বিচারে আমার প্রতি যে সম্মান দেখায় তাহা আমার একটুও ভাল লাগে না। যদি তাহারা প্রকাশ্যে আমার উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিত তাহা হইলে আমি নিজেকে এত অসহায় মনে করিতাম না। তাহা হইলে অতি বৃহৎ বা ক্ষুদ্র মাত্র সিদ্ধান্তের কথাই উঠিত না অথবা পশ্চাৎপদ হইবার বা কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্তনেরও প্রয়োজন হইত না। কিন্তু তাহা হইল না।

জনৈক বন্ধু আমাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—আমি যেন কংগ্রেসের উপর কর্তৃত্ব ক্ষমতাকে যেন নিজের প্রয়োজনে না লাগাই। তিনি জানেন না আমি এ পর্য্যন্ত একবারও এ ক্ষমতা ব্যবহার করি নাই কারণ উহা ব্যবহার করিবার কোনও প্রয়োজন ও সুযোগ ঘটে নাই। গভর্ণমেন্ট কংগ্রেস যদি বিকল করিয়া দিলে তবে সর্বদেহ কর্তৃত্বের ক্ষমতা আমাতে বর্তিবে।

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই কর্তৃত্ব ক্ষমতাকে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়করূপে ব্যবহার করা ত দূরের কথা, আমিই অন্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছি বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে আমি পূর্বে কখনও এত ভয় পাই নাই। আমার একমাত্র ভরসা আমার নির্ভীকতা। আমাকে যে সংশোধন করা অসম্ভব এ বিষয়ে আমি কমিটির সভ্যবর্গকে পূর্বেই সতর্ক করিয়া দিয়াছি। লোকে বহুবার ভুল করিবে আমি ততবার সে ভুল স্বীকার করিব। জগতে আমি একজন মাত্র স্বেচ্ছাচারীকে মানি সে আমার বিবেকের বাণী। যদি আমার একাকীও থাকিতে হয় আশা করি সে ক্ষেত্রে আমার সাহসের অভাব ঘটিবে না। এরূপ অবস্থায় আমার আশঙ্কার আর কোন-ও কারণ থাকে না।

কিন্তু আজ আমি প্রাণে ব্যথা পাইলেও আমার জ্ঞান বাড়িয়াছে বলিয়া আশা করি। আমি দেখিতেছি 'অহিংসা' আমাদের অন্তরের কথা নহে। প্রতিহিংসার আমরা অর্গল খুলিয়া বসিয়াছি। আর গভর্ণমেন্ট নিজের পাশবশক্তির দ্বারা উহাকে ইন্ধন যোগাইতেছে। গভর্ণমেন্ট যেন যেমন হত্যা ও অত্যাচারের বিভীষিকা দেখিতে চায়, কারণ তাহা হইলে দেশকে কঠোর হস্তে শাসন করিবার বড়ই সুবিধা হইবে।

অনেকই মনে হয় আমাদের অহিংসনীতি সার্বভৌমতার ক্ষয় হয়। আর যদি দেখিলে মনে হয় সুবিধা পাইবা মাত্র প্রতিহিংসাপরায়ণতাই আমরা মনে পোষণ করিতেছি।

কংগ্রেসের এই বিশ্লেষণে হইয়া অহিংসার আদর্শ এখন হইতে কি প্রকৃত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত 'অহিংসা' আসিতে পারে? আমার এ প্রচেষ্টা কি বিফল হবে? উত্তেজনার আগুন যখন জ্বলিবে তখন যদি প্রত্যেকেই অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রোত্তোলন করে, একটিও নর, নারী বা শিশুর জীবন নিরাপদ না থাকে তাহা হইলে কি হইবে? আর এরূপ ঘটনা ঘটিলে আমি যদি অনশনে প্রাণত্যাগ করি তাহাতেই বা কি হইবে?

এ ক্ষেত্রে প্রতিকার কি? যাহা অসৎ বলিয়া জানি তাহাকে সৎ বলিয়া চালাইবার মিথ্যা চেষ্টা? অন্ধকার হইতে আলোকের উদ্ভব হইবে এ কথা বলাও যেমন মিথ্যা ও পাপশক্তিমূলক সহযোগিতা হইতে সত্য ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত সহযোগিতার উদ্ভব হইবে ইহাও তদ্রূপ।

এখন অহিংস থাকিবার পক্ষে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ দুর্বলতা ও পাপ, গভর্ণমেন্টের সহযোগিতাও ঠিক তাই।

এ অর্দ্ধিবাদে অনতিক্রমণীয় বলিলেও চলে না। সুতরাং এই অহিংসনীতি আন্তরিক নহে এই জ্ঞান যতই বাড়িবে ততই আমি ক্রমাগত ভুল স্বীকার করিতে ও পশ্চাতে হটিয়া যাইতে থাকিব। কারণ সত্যের দুর্গম অরণ্যের মধ্য দিয়া যে যাইতে চাহে তাহাকে ক্রমাগত থামিতে, পিছন ফিরিতে, কোণে যাইতে হয়, আবার পাইতে হয়, এমন কি রক্তপাতও হইতে পারে।

অনেকখানি অবসাদ, নৈরাশ্য ও বিরক্তির সম্মুখীন হইবার জন্য আমি প্রস্তুতই ছিলাম কিন্তু এরূপ প্রবল আপত্তির সম্মুখীন হইবার জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। কর্মীরা যে প্রকার দিক দিয়া থাকা কাজ করিতে উদ্যুক্ত হয়েন এ কথা আমি পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম। শঙ্করের কথা তাঁহারা ভুলিলেন না—তাঁহারা ত আর সমাজ সংস্কারকের দল নহেন। এরূপ সংস্কার দ্বারা ত তাঁহারা গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে পারিবেন না। তাঁহারা চান—'অহিংস' আক্রমণ! এ সকল কথার সারবস্তু বড়ই কম। তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিতে চান না—নিয়ন্ত্রণ কোন প্রকার দ্বারা তাঁহারা যদি গভর্ণমেন্টকে পরাস্তও করিতে পারেন তাহা হইলেও সুসংবদ্ধ দল ও সংঘবদ্ধ নীতির সহায়তা ব্যতিরেকে কেমন করিয়া তাঁহারা দেশের শাসনতন্ত্র পরিচালনা করিতে পারিবেন না।

সহকর্মী আমি বলিয়াছেন—আমরা যেন উপযুক্ত আমলাতন্ত্রকে জেলে না যাই। যে কোনও প্রকারে জেলে যেতেই স্বরাজ মিলিবে না, নকল আইন ভঙ্গই আমাদিগকে স্বরাজ ও আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় দিবাইতে দিবে না। প্রকৃত অপরাধীর পক্ষে জেল স্বাধীনতার তোরণ নহে। যাহারা দুর্নিবার বিপ্লবী তাঁহাদের জেল স্বাধীনতার মন্দির। দক্ষিণের প্রাণপণ অসহযোগীরা সত্যে পরিণত করিয়াছিল সম্প্রদায়ের এককালে প্রাণদণ্ডে তাহা করিতে পারে নাই। যাহারা আমরা অধিক পরের দ্রব্যের হিংসা ভুলা, বিবেক প্রতিহিংসা পোষণ করিতেছে এরূপ হাজার হাজার লোক জেলে গেলেও যে আমাদের স্বরাজ মিলিবে তাহার কোনই কারণ নাই।

আমরা যদি অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতাম, আহত হইয়া আঘাত করিতাম, তাহা হইলে অন্য কথা ছিল। যাহারা লোককে ভয় প্রদর্শন, প্রহার বা হত্যা করিবার দ্বারা [illegible] তাহারা যে গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত করিয়া তোলে এবং পরিশেষে হাল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করে একথা সত্য। কিন্তু আমাদের এ সংগ্রাম ত সেরূপ নহে। আমাদিগকে সত্যের পথ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। যদি শাসন শক্তি প্রদর্শন করিয়া সরকার নষ্ট আমাদের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে 'অহিংসা' ত্যাগ করিয়া নানা মত হিংসানীতির আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। তাহাই যুক্তিযুক্ত, সৎ ও সুচিন্তিত উপায়—কারণ বহুদিন ধরিয়া এ উপায়ের ব্যবহার চলিতেছে এ পথে কোন কেহ আমাদের উপর কপটতার অভিযোগ আনিতে পারিবে না।

কিন্তু দেশের অনেক লোকই আমার এ কথা শুনিতে চাহে না। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অহিংসানীতি অবলম্বন ভিন্ন চলিবে না এ কথা বিশ্বাস না হইলে আমার মতন এবং বিষয়ে আমার সকল পরামর্শ ও সতর্কতা উপেক্ষা করিয়া মূলতঃ একটির পরিবর্তন না করিয়া আমার সবটাই গ্রাহ্য হইল। এখন আমি তাঁহাদের আপন আপন দাবি ব্যবহার করিতে বলি। তাঁহারা এখন নিষ্ক্রিয় আইন ভঙ্গের দিকে না ঝুঁকিয়া গঠন কার্যে লাগিয়া যাউন, অসহযোগে অন্য ব্যবহার প্রয়োজন এ চীৎকারে তাঁহারা যেন কর্ণপাত না করেন। আইনভঙ্গ এখন অত্যাবশ্যক নহে, পিকেটিং, বসিবার বা সভা করিবার স্বাধীনতাও এখন অত্যাবশ্যক নহে—এখন চাই আত্মশুদ্ধি, আত্মসংযম, নীরব গঠন। আমাদের সম্মুখে [illegible] এখনও সতর্ক না হইলে আমরা যে ভবে ডুবিব তাহার [illegible]।

দেশ বন্দীদের কথা ভাবিলে চলিবে না। চৌরী চৌরার ঘটনার কথা শুনিবামাত্র আমি আন্তরিক দুঃখে তাহাদের চিন্তা মন হইতে বিসর্জন দিয়াছি। দেশবাসীর শক্তিতে মুক্তি পাবেন আশায় তাঁহারা কারাগারে গিয়াছেন। আর স্বরাজ লাভ দেশের প্রথম কর্তব্য হইবে তাহা বন্দীদের মুক্তি সাধনই এ আশা করা গিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের একটা অনুরোধ। আমরা বাহিরে থাকিয়া চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছি। যাঁহারা কারাগারে আছেন নির্বিবাদে শাস্তির মেয়াদ ভোগ করাই এখন তাঁহাদের পক্ষে প্রশস্ত। যাঁহারা দুর্বল হইয়াছেন, ভ্রান্তিবশতঃ অথবা এই আন্দোলনকে ভুল বুঝিয়া কারাগারে গিয়াছেন তাঁহারা আবেদন ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন। এরূপ লোকে গেলে আন্দোলনের শক্তি বাড়িবে বই কমিবে না। যাঁহাদের অন্তরে শক্তি স্বাভাবিকই অটুট, তাঁহারা এই অপ্রত্যাশিত দুঃখভোগের সুবিধাকে আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লইবেন। আয়ার্লণ্ডে কারাগারে হাজার হাজার অধিবাসী বহু বৎসর ধরিয়া পচিতেছে তবু কিন্তু তাহারা এখনও মুক্তি লাভ করে নাই। মুক্তি কোনদিনই সহজলভ্য নহে। আমরা দুঃখভোগ করিতে পারি তাহা দেখাইয়াছি কিন্তু দুঃখের মাত্রা এখনও পূর্ণ হয় নাই। যদি সাধারণ লোকে সত্যাগ্রহের অহিংস থাকে আর কয়েকজনমাত্র শাসক [illegible], অনেকেই সাধুতার সহিত অহিংসা আচরণ করিতে পারেন তাহা হইলেই অত্যন্ত দ্রুতবেগে অল্প কালের মধ্যে আমরা লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিব। কিন্তু যাহাদের বুকের ভিতর হিংসার আগুন জ্বলিতেছে তাহারা কারাগারে যাইলে আমাদের লক্ষ্যলাভ অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত থাকিবে।

সুতরাং প্রতি দেশসেবী অধিকারীদের কর্তব্য হইতেছে বিনীত অপমান এবং প্রয়োজন হইলে অত্যাচারের জন্য প্রস্তুত হইয়া একদিন বিচলিত না হইয়া দৃঢ়তার সহিত আপন গন্তব্যপথে অগ্রসর হওয়া। গবর্ণমেণ্ট আমাদের এই সাময়িক নিষ্ক্রিয়তা দুর্বলতা মনে করিয়া অধিকতর উৎপীড়ন করিতে পারে কিন্তু তাহা আমাদের সহ্য করিতে হইবে। 'আক্রমণমূলক আইনভঙ্গও ছাড়িয়া দিয়া আমাদের সমস্ত শক্তি, সমস্ত উদ্যম স্বাধীন অথচ শান্ত-প্রাণ' সামাজিক ও আর্থিক সংস্কারে নিয়োজিত করিতে হইবে। আমাদের নম্রস্বভাব হইয়া মধ্যপন্থীদের বুঝাইয়া দিতে হইবে যে আমাদিগের নিকট হইতে তাঁহাদের ভয়ের কিছুই নাই, অধিকারবর্গকে বুঝাইতে হইবে আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ পোষণ করি না।

সাধারণ ইংরাজ উদারপ্রকৃতি, আমাদিগকে বুঝিবার ক্ষমতা তাহার নাই, সে নিজকে আমাদের আপনার উচ্চ-শ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করে, তাহার ধারণা আমাদিগকে শাসন করিতেই তাহার জন্ম। আমলাতন্ত্রের উপাসকগণে স্বর্গ ও সোনারুপিতে তাহার অপার বিশ্বাস, আমাদের সে ঘৃণাই করে। সে আমাদিগকে সহযোগিতা অর্থাৎ শাসন করিতে সাহায্য করিতে চায়। তাহাকেও জয় করিতে হইবে কিন্তু নম্রভাব হইয়া নহে, তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিয়া কিন্তু তাহাকে ঘৃণা করিয়া বা হিংসা করিয়া নহে। তাহার উপর অত্যাচার করা কাপুরুষতার পরিচায়ক। আমাদিগকে তাহার দাস বলিয়া মনে না করিলে, তাহার অধীনতা স্বীকার না করিলেও আমাদের কর্তব্য করা হইবে। বৃটিশ সিংহাসনকে একাই চলিতে পারে, যতদিন নিজের হাতে ও মনে প্রয়োজনমত দৃঢ়তা না আসে ততদিন তাহারা শক্তিহীন হইতে পারে না। তবে যে কয়েকজন ইংরাজ জাতীয় অহংকারের দাবি হইতে আপনাদিগকে ও স্বজাতীয় অন্যায় দাবিকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের প্রতি যেন আমরা অকৃতজ্ঞ না হই।

আমাদের মধ্যে অসহযোগী ব্যক্তির আদর্শ অন্যবিধ, তাঁহারা নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী পছন্দ করিতেছেন না। সুতরাং একটি নূতন পদ্ধতি কি তাঁহাদের পক্ষে উচিত ও দেশভক্তির পরিচায়ক হইবে না? এইরূপ করিলে দেশের প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হইবে। যাঁহারা কংগ্রেসের অনুশাসনে বিশ্বাস করেন না, কংগ্রেস হইতে সরিয়া যাওয়াই তাঁহাদের পক্ষে উচিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যিনি স্বরাজ বিশ্বাস না করেন কংগ্রেসে তাঁহার স্থান নাই, সেইরূপ যিনি শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়ানুমোদিত উপায়ের উপর আস্থাহীন তাঁহারও কংগ্রেসে স্থান নাই। অসহযোগিতার

আশাহীন হইয়াও কংগ্রেসে থাকা চলিতে পারে কিন্তু হিংসা ও মিথ্যাকে বিশ্বাস করিয়া কংগ্রেসে থাকা চলে না। একথাই মহাত্মার অনুশাসনপত্রে হলে আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় এবং 'শান্তিপূর্ণ' ও 'ন্যায়ানুমোদিত' এই দুইটি বিশেষণকে 'অহিংস' ও 'সত্যপূর্ণ' আকারে রূপান্তরিত করিতে গিয়া বাধা পাওয়ায় আমি মর্মাহত হইয়াছিলাম। আমার ঐরূপ রূপান্তরিত করণের উদ্দেশ্য ছিল; ভাবিয়াছিলাম কাহারও কাহারও মতে অনুশাসনপত্রে 'অহিংসা' ও 'সত্য' না হইলে অন্যায় হইবে না এমন কোন কথা নাই। অপ্রিয় তর্ক বিতর্কের ভয়ে আমি ঐরূপ বাঁধা তুলিয়া দিতে সম্মত হইয়াছি, কিন্তু বলিয়াছি তাহাতে সত্যের পক্ষে সুবিধা বিদ্ধ করা হইয়াছে।

যাঁহারা এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহারা যে অন্তরে আমার অপেক্ষা দেশভক্তি কম নহে অথবা তাঁহারা যে কোনও কংগ্রেস সভ্য অপেক্ষা স্বরাজ লাভের জন্য কম উৎসুক নহেন এ বিশ্বাস আমার আছে। তবে আমি বলিতে চাই যে দেশভক্তির দাবী এই যে তাঁহারা অহিংসা ও সত্যকে দৃঢ় ভাবে আঁকড়াইয়া থাকুন, আর যদি ইহাতে বিশ্বাস না করেন তাহা হইলে কংগ্রেস হইতে অপসৃত হউন।

জাতির সকল আদর্শগুলিই সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হয় এবং প্রতি আদর্শের অনুবর্ত্তিগণই পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র হইয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করেন ইহা কি জাতীয় শক্তির পক্ষে কল্যাণকর নহে? তাহা হইলে যে আদর্শ সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বপ্রিয় তাহারই আধিপত্য বিস্তৃত হইবে। সত্যতত্ত্বের বস্তু ও যুক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করা উচিত নহে, বরং আপনাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিয়াই তাহার সহায়তা করা উচিত।

দ্বিতীয় বৈঠকে ইহাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে স্বরাজের প্রতি দেশের গতি আমরাই রোধ করিতেছি, গভর্ণমেন্ট নহে। গভর্ণমেন্ট প্রতি ব্যাপারে আমাদের সাহায্যই করে কিন্তু আমাদের প্রতি উপেক্ষাই উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

অন্তরের গঠন।

[শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেন]

প্রথমে বাহিরের আন্দোলনের বিশেষ প্রয়োজন থাকলেও,—যখন দেশের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া আর অসম্ভব থাকে না,…নিদ্রাবশের ঘোর বিকার কাটিয়ে সবাই যখন প্রকৃতিস্থ হয়ে নিজেদের বৈকল্য উপলব্ধি করতে পারে,—সেই দুর্দ্দিনে হাহুতাশের সময় যদি সকলে মিলে কেবলই আলোচনা গবেষণা করা যায়, তাতে দুর্দ্দশার প্রতীকার ত কিছু হয়ই না বরং বাচালতারই পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখ অবসাদের ভারে যে নুয়ে পড়েছে বিড়ম্বিত জীবনের বোঝায় যার শির-দাঁড়া ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে, তার প্রতি বন্ধুকৃত্য করা হবে যদি তার বোঝা হাল্কা ক'রে তাকে আবার সবল সুস্থ ক'রে তোলা যায়। তা না করে তাকে শুধু হিতোপদেশ বা তত্ত্ব কথা শুনিয়ে গেলে তাকে নিষ্ঠুর পরিহাসই করা হবে। আজ আমাদের দেশের অনেকেই বুঝতে পেরেছেন—আমরা [illegible] পঙ্কে একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছি। তাদের দেহ যদি [illegible] মৃত হয়ে থাকে, যদি তার মধ্যে একটুও প্রাণের স্পন্দন না থাকে, তা' হ'লে তাঁরা আর কাল বিলম্ব করতে পারবেন না; যাতে এ জাতির সুপ্ত শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়, স্ফূর্ত্তি ফিরে আসে সেই পথ নির্দ্দেশ করবেন,—আর আপনি আচরণ করে অপরকে সাধনায় ব্রতী করবেন। এই যে ভাব ও আচারের সামঞ্জস্য এ কেবল হতে পারে তখনই—যখন আমরা মর্ম্মে অনুভব করি যে সত্যের প্রেরণায় জীবনে সফল হতে না দিলে মঙ্গল বা আনন্দকে লাভ করা যাবে না—কারণ সত্য, মঙ্গল ও আনন্দ একই অখণ্ড বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

দেশাত্মবোধ বা দেশপ্রীতির অর্থ বিদেশের প্রতি বিদ্বেষ নয়। পরনিন্দা প্রীতির ধর্ম্মের অঙ্গ নয়। দেশকে যদি সত্যি করে ভালো বেসে থাকি,—তা হ'লে আমাদের চেষ্টা হবে দেশের সব হীনতা মলিনতা মুছে মুছে ফেলে সুন্দর করে গড়ে তুলবার জন্য দেশের যা কালিমা-গ্লানি তাকেও যদি অন্যের মত গোপন ক'রে উজ্জ্বল ক'রে তুলে রাখতে চাই—তা হ'লে আমাদের দৃষ্টির স্বচ্ছতা বা দেশের হিতাকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাওয়া যাবেনা তাতে বোঝা যাবে,—আমাদের মোহবিকারে বুদ্ধিলোপ ঘটেছে, আর প্রীতিধর্ম্মকে পালন করবার মত হৃদয়ের বল ও ঔদার্য্য আমাদের লোপ পেয়েছে। পরাধীনতা বা নিজের স্বরূপে না থাকতে পারা—এ যে একান্ত অস্বাভাবিক, এ কথাটা আমাদের অন্তরে স্পষ্ট না হ'লেও তা যে আমাদের আত্মবোধহীন জীবনের একান্ত বিকৃতি ও বিফলতার পরিচায়ক—এই কথাটাই আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। মানুষ অন্তরে ও বাহিরে মুক্ত; মানুষের আত্মা অনন্তশক্তি ও আনন্দের উৎস। এই মুক্তি ও আনন্দ,—এ তিনটীই হচ্ছে মানুষের জীবনের সনাতন সত্য,—আর এদের নিয়েই হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব। আজ যে আমরা মুক্তি-হারা, এ থেকেই বুঝতে হবে আমরা মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত হয়েছি, মানুষের স্বভাব, মনুষ্য ধর্ম্ম হারিয়ে ফেলেছি। মানবাত্মায় যে সকল সম্পদ পুঞ্জীকৃত হয়ে আছে আমরা আজ তাই খুঁজতে যাই

তার মধ্যে,—[illegible] ধর্ম ও আনন্দের মধ্যে প্রতিদিনের চালিত হওয়ার মধ্যে নেই,—ধর্ম হচ্ছে সত্যের প্রেরণাতে জীবনে মুক্ত করে তোলাতে। ধর্ম হচ্ছে তাই যা মানুষকে আমাদের চিরন্তন সত্তাটি উপলব্ধি করতে পায়,—যা আমাদের শক্তিতে আনন্দে পরিপুষ্ট করে তোলে। ধর্ম-পথ থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠা আসে, চিত্তে শুভবুদ্ধি, হৃদয়ে সহমর্মিতা। তা যদি না হয়, আমরা আমাদের অন্তরের আলোয় নিজে যদি প্রত্যেক বস্তু বা বিষয়ের সত্তাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করতে না পারি—তা হ'লে আমাদের জীবনের মধ্যে সমস্ত ক্ষোভ যায় না—অন্তর বাধা সরিয়ে দেয় না কোন—আমরা যে অজ্ঞানতার অন্ধকার পথে চলেছি—অবিদ্যার আঁধারে ডুবে আছি—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। আর কথার ভারেই তোমার যা দিয়ে শাসন করা হয়। মানুষের জীবনে শাসনের প্রয়োজন আছে; আমাদের জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে হবে,—কিন্তু তাই বলে কোন কোনো বিশেষ নিয়মের মোহতা মানুষকে হবে, তার মুক্তি ও সার্থকতা কি—এ কথা জিজ্ঞাসা করবার অধিকার মানুষের নেই—মানবাত্মার এর চাইতে বড় অসম্মানের কথা কল্পনা করা অসম্ভব। কারণ,—মানুষ যে বিধিনিষেধ বোঝার নিজের উপর আরোপ করে তা ছাড়া বাইরের থেকে যে সব জোর করে তার মাথার উপর চাপান হয়—তা থেকে কোন সুফল ত ফলেই না,—বরং বিশেষ অনর্থ হয়ে থাকে। আন্তরিক ভাবে যা লোকে গ্রহণ করতে পারে না,—তা নিয়ে ভূমিকা বা পৌরাণিক চলতে পারে যে অপরিণত অবস্থা থেকে কোনো শক্তি বা আনন্দলাভ হতে পারে না। তারপর যখন জোরের আবেগে অন্তর হয়ে পড়ে তাদের মনের মুক্তি লোপ পেয়ে যায়। অতএব এই মানব আত্মার এর মুক্তি এই পরমার্থ নিয়ে থাকবে বাধা হওয়া ও পরিণামে তাতেই অন্যায় হওয়া,—এতে আমাদের বহু হানি করেছে শতাব্দীর সংস্কার তা করেনি। আমলাতন্ত্রের শাসন ও বণিকের শোষণ আমাদের উপর এমনি করে কখনো প্রতিষ্ঠিত করতে পারত না—যদি না আমাদের শাস্ত্রকার ও সমাজপতিদের ব্যবস্থা আগে থাকতেই আমাদের মনোবৃত্তি তেমনভাবে গঠিত না করত। মানুষের জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের, কোথাও কোন বাধা নেই,—আমাদের দেশাচার ও লোকাচারগুলি যদি এই শিক্ষা দিত—তা হ'লে বিদেশী বণিক আমাদের সমাজের নাবালক জ্ঞান করে' আমাদের মানবতার স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখবার কল্পনা করতে পারত না। তাই, বাইরের বন্ধন মোচন হবার আগে, আমাদের চাই অন্তরের মুক্তি। আমাদের সমস্ত জীবন আজ বিধানের উপর দাঁড়িয়ে আছে; কারণ মুক্ত আত্মার প্রেরণা দিয়ে আমাদের জীবন আমরা গঠিত করতে পারিনি; ভিতরে বাহিরে আমরা মানুষের গোলাম। মানুষের মন ও চিত্তে যখন মুক্তি আসে, তখন বাহিরের কর্মেও স্বাধীনতা ফুটে ওঠে;—আমাদের আত্মার ধার দিয়েই আমাদের জীবন পরিচালিত আত্মহীন সমাজ ও ধর্ম জীবনে যখন আমরা কর্মে ও চিন্তায় স্বাধীনতা ও সত্যের স্পর্শ পাব, তখন আমাদের এমন অমোঘবীর্য ও [illegible] শ্রী লাভ হবে যে মানুষ হবে পোষমানা পশুর মত সমাজ বন্ধন এটে থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে। আজ আমাদের মানবাত্মার বন্ধনের গৌরব উপলব্ধি করতে হবে। তা হ'লেই আমরা আমাদের জীবনের বিধানের বিরোধী যা তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহে দাঁড়াতে পারব, আজ আমাদের আত্মহীন জীবনে যত মিথ্যা কদাচারের পাহাড় স্তূপীকৃত হয়ে আছে—তখন পুনর্গঠন করতে হলে তার বনিয়াদ অবধি নূতন করে গড়তে হবে। এ ব্যাপারে ভয়ের কিছুই নেই কারণ এতে আমরা জীবনে বাধা সরিয়ে দিতে পারব, এতে আমাদের উপর থেকে মিথ্যার কুহেলিকা দূর হয়ে যাবে,—পাপের গ্লানি থেকে আমাদের জীবন আনন্দ আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। মিথ্যা-অন্ধকার থেকে চূর্ণ হলেই তার উপর সত্যিকার পূর্ণতা নূতন দাঁড়াতে পারে;—এক সঙ্গে অমঙ্গল ও মঙ্গলের ব্যবস্থা হতে পারে না।—যখনই কোনো জাতি জরা জীর্ণ ভগ্ন হয়ে যায়—তখনই আসে নব যুগের বান—কালবৈশাখী ঝড় তার উপর দিয়ে প্রলয়ের নৃত্য করে যায়,—এই হচ্ছে বিশ্ববিধাতার মঙ্গল বিধান। যখন সত্যাশ্রয়ী হারিয়ে ফেলে আমরা জীর্ণ আবর্জনার তলে অবসন্ন হয়ে পড়ি তখন ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে রুদ্রদেবতা আমাদের ডেকে যান—তাঁর বজ্রের কণ্ঠে তখন—

অনেক দিনের সকল ভোর
আজকি আছিস্ বসে
অনেক রাতের ঘুমের ঘোর
অমুক পড়ুক খসে
আজ যে এবার সব হারাবার
মনে মালা নব দিয়ে।

—এই বজ্র আহ্বান ধ্বনি ধ্বনিত হতে থাকে। সত্যের জীবনের মুক্তি ও আনন্দের অভিলাষী মানবের অন্তরাত্মা চিরদিন বিধাতার বর্জন করে ও সত্যকে আশ্রয় করেই রবে। আজ পৃথিবীর বুকে ভারতবর্ষ তার পরাধীনতা নিয়ে যে সব সৃষ্টি করে আছে এদের নিরসন করতে হলে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। ভারত যেদিন বিধাতার ব্রতে জীবনের মত গোড়াপত্তন আরম্ভ সেই দিন হবে আসল বিজেতা। কিন্তু তার আগে ভারতকে তার আত্মজীবন গঠন করে অনাচারমুক্ত, অভিজ্ঞ ও স্বপ্রতিষ্ঠ হতে হবে। সেই মানবাত্মাকে আবাহন করেই ভারতবাসীরা বর জাগিয়ে সুরভিত হয়ে উঠবে।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ "মকরধ্বজ"

আর্যকীর্ত্তি পবিত্র "হিন্দু" মকরধ্বজ অনুপান ভেদে সকল রোগের আশু প্রতিষেধক ও প্রতিশোধক অমোঘ ঔষধ বটেক। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের [illegible]। একমাত্রায় উপকার পাইবেন। [illegible] বিস্মিত হইবেন। বিস্তারিত অনুপানবিধি বিনামূল্যে প্রেরিত হয়। ৮ মাত্রা ২৲ টাকা, পত্র লিখিলে সাবে বিনামূল্যে ডেলিভারি দেওয়া হয়। হিন্দু কেমিক্স—১০১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ও সংবাদপত্র সম্পাদকগণ কর্ত্তৃক
বিশেষভাবে প্রশংসিত

"স্বাবলম্বনের" গ্রন্থমালা

(১) জাতীয়তার অনুভূতি, (২) কুটীর শিল্প, (৩) ব্যক্তিগত অর্থনীতি, (৪) লাভজনক কৃষি, (৫) সং ও বয়ন বিদ্যা এবং (৬) সাবুন তৈয়ারির মসলা।

মূল্য প্রত্যেক পুস্তক ।০, ডাকমাশুল পৃথক। শ্রী[illegible] [illegible], ৬০।১৫ [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Encourage home Industries
AND
learn economy & patriotism.

Do you know how to do this? Come on. I will tell you. Purchase Gandhi Baftas made of Bhagalpuri Tasser and Charkha yarns, woven in handlooms, very durable and cheap at the same time, beware of imitation. For particulars apply to the Secretary.

Weavers' Co-operative Stores
P. O. Champanagore, Bhagalpore.

শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা—মূল্য ২৲ টাকা

এই পুস্তক সম্বন্ধে পণ্ডিত প্রবর—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ (ভাগবত চতুষ্পাঠী ভবানীপুর—১১ই ফাল্গুন, [illegible]) মহাশয় লিখিয়াছেন—

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী ভাগবতাচার্য্য মহাশয়ের লিখিত 'শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলা' নামক পুস্তকখানা আমি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি।

গোস্বামী মহাশয় নিজে একজন ভাবুক, ভক্ত ও পণ্ডিত; এই পুস্তকে তিনি নিজের কৃতিত্বের পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন। পবিত্র রাসলীলা সম্বন্ধে তিনি এমন অনেক কথা বলিয়াছেন, যাহা তত্ত্বজিজ্ঞাসু সাধারণ পাঠকবর্গের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন ও উপকারী বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাধু
১৮ নং অদ্বৈতচরণ মল্লিক লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

তাঁত ও তাহার সরঞ্জাম

দরকার চান? বিস্তৃত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—
খুলনা ট্রেডিং কোং লিমিটেড (খুলনা)

ঘোষ এণ্ড সন্স।

জুয়েলার্স, ওয়াচ মেকার্স এণ্ড অপটিসিয়ানস

[illegible] সকল প্রকার [illegible] তৈয়ারি করা হয়। [illegible], [illegible], [illegible] সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

[illegible] ও [illegible] [illegible] থাকে।

সকল রকম ঘড়ী ও আসল ব্রেজিল পাথরের চশমা বিক্রেতা।

ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।
১৬।১ রাধাবাজার ষ্ট্রীট, ক্যানিং ষ্ট্রীট মার্কেট, [illegible] রোড, কলিকাতা।

শ্বাসারি

সর্দ্দি, কাশি, শ্বাস, জ্বর, [illegible] প্রাচীন চিকিৎসক, কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র [illegible] কবিভূষণ–[illegible] অব্যর্থ ঔষধ এক মাত্রা [illegible] হয়। [illegible] ১ শিশি ১৲ [illegible]। কাশি, জ্বর, [illegible] ও সর্ব্ববিধ কঠিন রোগের [illegible] লিখিলে বা স্বয়ং আসিলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

কবিরাজ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন কবিরত্ন।
[illegible] বাবা [illegible] ষ্ট্রীট কলিকাতা।

হোম প্রিন্টার

মুদ্রণ ব্যবসার [illegible] অল্প মূল্যে [illegible] [illegible] [illegible] ছাপার কাজ [illegible], [illegible] জন্য পত্র লিখুন। এন, সি দত্ত এণ্ড বি, কে, দত্ত ১০০ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গলিত কুষ্ঠ ও ধবল বা শ্বেত কুষ্ঠ

রোগের অব্যর্থ ঔষধ বাহির হইয়াছে যে কোন প্রকারের ও যত কঠিন [illegible] আরোগ্য হইবে [illegible]। আমাদের এই ঔষধে কুষ্ঠ রোগ [illegible] বিনষ্ট করিবে। গলিত কুষ্ঠরোগের ঔষধ [illegible] ঔষধের নাম "এন্টিলেপ্রা কম্পাউণ্ড" মূল্য ১০৲ টাকা এক মাসের ব্যবহারের উপযোগী।

রোগের ঔষধের নাম "লিউকোডার্ম কম্পাউণ্ড" মূল্য ৮৲ টাকা এক মাসের ব্যবহার উপযোগী। কুষ্ঠ রোগের উৎপত্তি-চিকিৎসা-বিধান ও অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত (ইংরাজি পুস্তক [illegible]) মূল্য ৵০ দুই আনা। রোগী পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে দেওয়া হয়। আবশ্যক হলে আমাদের চিকিৎসালয়ে আসিলে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

অত্যন্ত গরীব লোককে সাহায্য দেওয়া হয়। আমাদের [illegible] থাকিতে হইলে নিজেকে খান খোরাক দিয়া লইতে হয়।

ম্যানেজার—
ডাঃ পি, ব্যানার্জ্জী
গ্রেট বেঙ্গল ফার্ম্মাসী
মিহিজাম ই, আই, আর :

"বাঙ্গলার কথা"

বার্ষিক মূল্য—৩৲ টাকা, ষাণ্মাসিক—১।০ টাকা।
[illegible] একেন্ট হইবার জন্য শীঘ্র পত্র লিখুন।
ভিঃ পিঃ তে কাগজ পাঠান হয় না।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের নূতন গ্রন্থ

দেশের কথা … … ৸৹
কাউন্সিলের কথা … … যন্ত্রস্থ

"THE SOUNDING OF THE TRUCE—TRUMPET"

(Being an exhaustive account of the Malaviya Conference including the dramatic exit of Sir. Sankaran Nair, with the impressions of Mahatma Gandhi, Sir P. C. Ray, Joseph Baptista and other leaders of india)

Price—8 as.

To be had of—INDIAN BOOK CLUB,
College Street MARKET, Calcutta.

নব কলেবরে, পঞ্চম বর্ষ।

"[illegible]"

রেজিষ্টার্ড।

[illegible]

ঠিকানা :—কলিকাতা।
[illegible]
[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীবিনোদবিহারী বসু
[illegible]
যশোহর।

নূতন পুস্তক। নূতন পুস্তক।।

হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত

ব্যথার দান

[illegible]

সুন্দর—ছাপা—মনোহর বাঁধানো বই।।

মূল্য ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—মোস্লেম পাব্লিশিং হাউস
কলেজস্কোয়ার (ইষ্ট), কলিকাতা।

পাম্-পাস্
(Pum-Pus)

শিরে বুলান।

[illegible]

PUM-PUS EFG. WORKS,
Belgachia, Calcutta.

জবাকুসুম তৈল

[illegible] মূল্য ১ শিশি এক টাকা, ৩ শিশি আড়াই টাকা, এক ডজন ৯।০ টাকা, এক ড্রোন ১০৮৲ [illegible] টাকা চারি আনা।

সি, কে, সেন, এণ্ড কোং লিমিটেড,

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক

কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইউ সি চক্রবর্ত্তীর
কালির চাকতি ও বড়ি।

[illegible]

ইউ, সি, চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং
হাটখোলা, কলিকাতা।

Printed at the Metcalfe Press,
79, Balaram Dey Street, Calcutta.

Printed and Published by—Dhirendra Chandra Mukhopadhya,
71 Bhabanicharan Dutt Lane.

মহাত্মাজী

বাঙ্গলার কথা

বার্ষিক মূল্য ৫৲ টাকা

সম্পাদিকা—শ্রীমতী বাসন্তী দেবী

নগদ মূল্য এক /০ আনা

প্রথম ভাগ { কলিকাতা, শুক্রবার, ৩রা চৈত্র, ১৩২৮; ১৭ই মার্চ, ১৯২২ { ২০শ সংখ্যা

ভাববার কথা

গরল উদ্গিরণ

পৌরাণিক সাগরমন্থনে সুধার উদ্ভব হইবার-পূর্ব্বে উঠিয়াছিল বিষবাষ্পী গরল। তাই সুধার পিয়াসী দেবগণ যখন নিজেরা অমৃত লাভ করিয়া বিশ্বটিকে এক অখণ্ড সৌন্দর্য্যে পুনর্গঠিত করিয়া গড়িয়া তুলিবার আশায় সাগরমন্থনে রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সময়ে তাহার ফলে জাতির সঙ্গে অবসাদ জড়াইয়া আসিল এক তীব্র গরলস্রোত। দেবগণ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন, আর দেবাদিদেব মহাদেবের শরণ লইলেন, সেই পাগলা ভোলা মহাদেব আকণ্ঠ গরলপান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়া বিশ্বকে রক্ষা করিলেন। তারপর সমুদ্রেই যেমন পুনর্ব্বেগে সাগরমন্থনে আরোহণের প্রভাবে উদ্ভব হইল, বিশ্বজগতের সৌন্দর্য্য জ্যোৎস্নায় পূর্ণ হইয়া গেল। সাগরের নূতন নবীন উদ্দেশ্যে সুধা উঠিবার পূর্ব্বে অনেকখানি গরলের উদ্ভব হয়, যিনি জাতিকণ্ঠের মধ্যে সেই নবীন ভাবকণা তাঁহাকে সে গরল আকণ্ঠ পান করিয়া নীলকণ্ঠ সাজিতে হয়, তবেই সেই ঈপ্সিত সম্ভব হয়। তাই মনে হয়, গরল-উদ্গিরণ হইলে সুধার উদ্ভব হইতে আর অধিক বিলম্ব থাকে না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই গরল আকণ্ঠ পান করিবার মত নীলকণ্ঠের প্রয়োজন।

আমরা যখন বহুশতাব্দীর কাল দেশাত্মবোধের সুধা নির্ম্মাল্য ভাণ্ডারে আকাঙ্ক্ষাপদে মন্থন করিলাম, প্রথমে জাতির আর অবসাদই ভাগ হইল। বলিলে ভোটও বলিল না, সুধাও উঠিল না। যখন প্রায় বিরামকালে নিরাশ হইয়া পড়িতেছিলাম, তখন নির্ব্বাচন ও শিক্ষাবর্জন সকল উদ্যোগের আরম্ভ হইল, যে গরলস্রোত এখনও বহিয়া চলিয়াছে, তাই আশা হয় সুধার উদ্ভব হইবার সময় আসিয়াছে, নব উদ্যমে সাগরমন্থন করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। এবার সেই গরলস্রোতের একধারা বহিল সংবাদপত্রে আর একধারা ছুটিল ভারতবর্ষে। সাগর সাগরের যে গরলস্রোতে ভারতবাসীদিগকে পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত করিয়া পুনর্জ্জীবন দিতে বাধ্য করিল; কিন্তু ভারতবাসী জাতির যে গরলস্রোত তত পান নাই, যে তাহা আকণ্ঠ পান করিতেই হইবে। শুধু বাক্য হইলেই চলিবে না, যে বিষ আকণ্ঠ পান করিয়া সকল ভারতবাসীকেই নীলকণ্ঠ সাজিতে হইবে। যে এই গরল সার উইলিয়ম ভিন্সেন্ট ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সম্প্রতি উদ্গিরণ করিয়াছেন, তাহা নির্ব্বিচারে পান করিয়া সমাধান এক মহা মুক্তার আয়োজন হইবে, তাহা আমাদিগকে অমৃতের অধিকারী করিবে, কারণ ইহাই সুধাপ্রাপ্তির পূর্ব্বে আমাদিগের শেষ পরীক্ষা।

দেশের সর্ব্বজনপ্রিয় নেতৃদ্বয় মৌলানা মহম্মদ আলি ও মৌলানা সৌকত আলিকে দেশদ্রোহী ষড়যন্ত্রকারী প্রভৃতি ঘৃণিত আখ্যা দিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মুসলমান সমগ্র জাতিকে অপমানিত করিয়া সার উইলিয়ম ভিন্সেন্ট বক্তৃতার মুখে যে গরলস্রোত উদ্গিরণ করিয়াছেন, আশা করি এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি দেশবাসী যেন সে গরল আকণ্ঠ পান করিবার শক্তি লাভ করেন। সার উইলিয়ম মুসলমান ধর্ম্ম বা হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতটা জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন জানি না, কিন্তু তিনি যে বলিয়াছেন হিন্দুরা ধর্ম্মের নামে গোহত্যা নিবারণ করিতে চাহিলে খাঁটি মুসলমান তাহাতে সম্মত হইতে পারে না, তাঁহার একথা ভেদনীতিপ্রসূত হইলেও সত্যবর্জ্জিত। যখন এ দেশে খেলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে গোহত্যা নিবারণী চেষ্টা হইয়াছিল, তখন ভারতের প্রসিদ্ধ উলেমাগণই ফতোয়া দিয়াছিলেন যে গোহত্যা মুসলমান ধর্ম্মসম্মত নহে। সার উইলিয়মের অজ্ঞতা ও বাতুলতা বিলাইয়া ও আশা করি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মবিভেদ জাগাইতে পারিবে না। তাঁহার কথা মত, যুদ্ধের সময় যদি আমি

[illegible]

[illegible]

তরণী বাওয়া

[শ্রীকল্যাণী দেবী]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মরণ-নৃত্য

[[illegible]]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কেবলমাত্র সত্যকে অবলম্বন করিয়া থাকে। এই বিষম দুঃখ হইতে কেহই আপনাকে মুক্ত করিতে চাহে না, সুতরাং গতি যত বাড়িতে থাকে বেগও ততই চড়িতে থাকে। কিন্তু এ দুঃখ সহস্রগুণ আর দুঃখের জন্য অনুসন্ধানে এ দুটী ক্রমশঃ জমাট হইতে থাকে।

যতদিন এ দুঃখ চলিবে ততদিন বাদ প্রতিবাদ বাড়িয়া চলিবেই। অসহযোগীরাই এই বাদের অধিকারের কারণ এজন্য তাঁহাদের বিস্মিত হইবে না। তাঁহাদের একটী মাত্র শিক্ষার বিষয় আছে। যদি তাঁহারা অবলম্বিত নীতিতে নিষ্ঠাবান্ থাকে তাহা হইলে দার্শনিকতুল্য বীরতার সহিত এ সমস্তই উপেক্ষা করিতে পারিবে। এ সমস্ত নিবারণের একমাত্র উপায়—অহিংসানীতির অনুসরণ। যে সমস্ত হিংসানীতির উপর সর্ব্বদেশে প্রতিষ্ঠিত তাহা হইতে সরিয়া থাকাই অসহযোগের সর্ব্ব প্রধান অঙ্গ। আমরা সর্ব্বদেশের পাশবিক শক্তির প্রতিবাদের জন্য সমবেতভাবে হিংসানীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে গেলে তাহাদের অপেক্ষাও আমাদের অধিক ক্ষতি হইবে। পশ্চিমের ঔদ্ধত্য সম্বন্ধে সকল দুঃখকারীকে সচেতন করা সম্ভব না হইতে পারে কিন্তু যে জনসাধারণ এই দুঃখে যোগ দিয়া তথাকথিত শান্তির বিনিময়ে স্বাধীনতা ধন বিক্রয় করে তাহাদিগের ভুল ভাঙ্গিতে সমর্থ হইবই। অহিংসাই যে স্বাধীনতার পথ এ কথা আমরা তাহাদিগকে বুঝাইতে পারি কিন্তু এ অহিংসা দাসমূলক অত্যাচারমূলক অহিংসা নহে, বরং শূর ও স্বাধীন ব্যক্তির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অহিংসা।

মহাত্মাজী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

মহাত্মাজী আজ রাজার বন্দী। ভারতবাসীর পক্ষে এ সংবাদ যে কি সে কেবল ভারতবাসীই জানে! তবুও সমস্ত দেশ স্তব্ধ হইয়া রহিল। দেশব্যাপী কঠোর হরতাল হইল না, শোকার্ত্ত নর-নারী পথে-পথে বাহির হইয়া পড়িল না, কোটী-কোটী নরনারীর মিলিত বুকের গভীর ব্যথা বিক্ষোভে ফাটিয়া কেহ জানিল না,—যেন কোথাও কোন বিঘ্ন, কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই,—যেমন কাল ছিল আজও সমস্তই ঠিক তেমনি আছে, কোন খানে একটী তিল পর্য্যন্ত বিচলিত হয় নাই—এমনিভাবে আসমুদ্র হিমাচল নীরব হইয়া আছে। কিন্তু এমন কেন ঘটিল? এতবড় অসম্ভব কাণ্ড কি করিয়া সম্ভবপর হইল? নীচাশয় এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলা যাহার যাহা মুখে আসিতেছে বলিতেছে, কিন্তু প্রতিদিনের মত সে দিকে লক্ষ্য করিতে কেহ উৎসুক হইল না। আজ কথা কাটা-কাটি করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত কাহারও নাই। মনে হয় যেন তাহাদের ভারাক্রান্ত হৃদয়ের গভীরতম বেদনা আজ তর্ক-বিতর্কের অতীত।

যাইবার পূর্ব্বে মহাত্মাজী অনুরোধ করিয়া গেছেন, তাঁহার জন্য কোথাও কোন হরতাল, কোনরূপ প্রতিবাদ সভা, কোন প্রকার চাঞ্চল্য বা লেশমাত্র আক্ষেপ উত্থিত না হয়। অত্যন্ত কঠিন আদেশ। কিন্তু তথাপি সমস্ত দেশ তাঁহার সে আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছে! এই সংযম, এই নিঃশব্দ সহন, আপনাকে দমন করিয়া রাখার এই কঠোর পরীক্ষা যে কতবড় দুঃসাধ্য এ কথা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন, তবুও এ আজ্ঞা প্রচার করিয়া যাইতে তাঁহার বাধে নাই। আর একদিন যেদিন তিনি বিনা দ্বিধায় উৎপীড়িত ও দলিত প্রজার সমস্ত দুঃখ রাজার গোচর করিতে যুবরাজের অভ্যর্থনা নিষেধ করিয়াছিলেন, এই সর্ব্বহীন, নিরানন্দ উৎসবের অভিনয় হইতে সর্ব্বতোভাবে বিরত হইতে প্রত্যেক ভারতবাসীকে উপদেশ দিয়াছিলেন সেদিনও তাঁহার বাধে নাই। রাজরোষাগ্নি যে কোথায় এবং কতদূরে উত্থিত হইবে ইহা তাঁহার অবিদিত ছিল না, কিন্তু, কোন আশঙ্কা কোন প্রলোভনই, তাঁহাকে সত্যচ্যুত করিতে পারে নাই। ইহাকে উপলক্ষ করিয়া দেশের উপর দিয়া কত ঝড়, কত রক্তপাত কত দুঃখই না বহিয়া গেল, কিন্তু একবার যাহা সত্য ও কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, যুবরাজের উৎসব সম্বন্ধে সেদিন পর্য্যন্ত সে আদেশ তিনি প্রত্যাহার করেন নাই। তার পরে অকস্মাৎ একদিন চৌরি-চৌরার ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিল। নিরুপদ্রব সম্বন্ধে দেশবাসীর প্রতি তাঁহার বিশ্বাস টলিল,—তখন এ কথা সমস্ত জগতের কাছে অকপটে ও মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতে তাঁহার লেশমাত্র দ্বিধাবোধ হইল না। নিজের ভ্রম ও ত্রুটি বারবার স্বীকার করিয়া বিরুদ্ধ রাজশক্তির সহিত আপোষ ও মৈত্রীর সংযোগের সর্ব্বপ্রকার সম্ভাবনা স্বহস্তে রোধ করিয়া দিলেন। দ্বিধামাত্রও কোথাও তাঁহার বাধিল না। সিন্ধু হইতে আসাম ও হিমাচল হইতে কন্যাকুমারীর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত অসহযোগপন্থীদের মুখ শুকাইল এবং নিষ্ফল ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল এবং অনতিকাল বিলম্বে দিল্লীর নিখিল-ভারতীয়-কংগ্রেস-কার্য্যকরী সভায় তাঁহার মাথার উপর দিয়া ক্ষোভ ও বাক্-বিতণ্ডার যেন একটা ঝড় বহিয়া গেল। কিন্তু তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। একদিন যে তিনি সবিনয়ে ও অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন I have lost all fear of men—ঈশ্বর ব্যতীত আর মানুষকে ভয় করি না—এ সত্য কেবল প্রতিকূল রাজশক্তির কাছে নয়, একান্ত অনুকূল সহযোগী ও ভক্ত অনুবর্ত্তীদিগের কাছেও সপ্রমাণ করিয়া দিলেন। রাজপুরুষ ও রাজশক্তির অনাচার ও অত্যাচারের তীব্র আলোচনা এ দেশে নির্ভয়ে আরও অনেকে করিয়া গেছেন, তাহার দণ্ডভোগও তাঁহাদের ভাগ্যে লঘু হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের পরীক্ষা তাঁহাদিগকে কেবল এই দিক দিয়াই দিতে হইয়াছে। কিন্তু ইঁহারও যে বড় পরীক্ষা ছিল,—অনুরক্ত ও ভক্তের অশ্রদ্ধা অভক্তি ও বিদ্রূপের সহ—এ কথা লোকে একপ্রকার ভুলিয়াই ছিল—যাবার পূর্ব্বে দেশের কাছে এই পরীক্ষাটাই তাঁহাকে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে

হইল। অন্যায় স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দাইতে হইল যে স্বত্ব, মর্যাদা, এমন কি জন্মভূমির উপরের সত্যকে প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে ইহা পাওয়া যায় না। কিন্তু এতবড় শান্ত শক্তি ও সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠার মর্যাদা সর্বাঙ্গীন উদ্ধত রাজশক্তি উপলব্ধি করিতে পারিল না, তাঁহাকে লাঞ্ছনা করিল। মহাত্মাকে সেদিন জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে। চিরকাল হইতে এই সম্ভাবনা অন্তরালে জাগিতেছিল, অতএব, ইহা আকস্মিকও নয়, অপ্রত্যাশিতও নয়। সম্ভবতঃ অবশ্যম্ভাবী। ইহাতেও বিস্ময়ের কিছু নাই। কিন্তু ভাবিবার কথা আছে। ভাবনা ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার নিজের জন্য নয়, এ চিন্তা সমষ্টিগত ভাবে সমস্ত দেশের জন্য। যিনি 'একাধারে সন্ন্যাসী, যিনি কায়মনোবাক্যে অহিংস, স্বার্থ বলিয়া যাঁহার কোথাও কোন কিছু নাই, যিনি আর্তের বন্ধু, পীড়িতের জন্য সন্ন্যাসী,— এ দুর্ভাগা দেশে এমন আইনও আছে যাহাতে অনায়াসে এই মানুষটিকেও আজ জেলে যাইতে হইল। দেশের সকলেই রাজভক্ত-মহল, প্রজার কল্যাণেই রাজার কল্যাণ, শাসন তন্ত্রের এই মূল তত্ত্বটি আজ এদেশে সত্য কি না, এখানে দেশের বিচারে ও শাসনবিভাগে প্রজার চাইতে রাজার স্থান বড় কি না এই সত্যকেই চোখ মেলিয়া আজ দেখিতে পাইবে। আত্মবঞ্চনা করিয়া নয়, পরের উপর দোষ নিক্ষেপ করিয়া নয়, হিংসা ও আক্রোশের বিষম অভিসম্পাত করিয়া নয়,—তাহারাও মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তাঁহারই মত শান্ত ও সমাহিত হইয়া, এবং তাঁহারই মত সোজা, দেহ ও মনকে সকল দিক দিয়া জয় করিয়া। সর্বহীন কারা-বরণ করিয়া নয়,—আত্মবোধের অধিকার অর্জন করিয়া।

হয়ত, তাহাই হইয়াছে শাসন তন্ত্রের নাগপাশে আজ তিনি আবদ্ধ। তাঁহার একান্ত বাঞ্ছিত বিশ্রামের কথাটা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু দেশের ভার যখন আজ দেশের মাথায় পড়িল,—একটা কথা যে তিনি বার বার বলিয়া গিয়াছেন, দানের মত স্বাধীনতা কোনদিন কাহারও হাত হইতে গ্রহণ করা যায় না, গেলেও তাহা থাকে না, ইহাকে হৃদয়ের রক্ত দিয়া অর্জন করিতে হয়—তাঁহার অবর্তমানে আপনাকে সার্থক করিবার এই পরম সুযোগটাই হয়ত আজ সর্বসাধারণের ভাগ্যে জুটিয়াছে। যাহারা রহিল তাহারা নিতান্ত সামান্য মানুষ, কিন্তু মনে হয় আত্মত্যাগের পরম গৌরব আজ কেবল তাহাদেরই প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

আরও একটা পরম সত্য তিনি অত্যন্ত পরিস্ফুট করিয়া গেছেন। কোন দেশ যখন স্বাধীন, সুখ ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তখন দেশাত্মবোধের সমস্যা ও খুব কঠিন হয় না, স্বদেশ-প্রেমের পরীক্ষাও একেবারে নিরতিশয় কঠোর করিয়া দিতে হয় না। সে দেশের নেতৃস্থানীয় পদকে তখন পরম যত্নে বাছাই করিয়া না লইলেও হয়ত চলে। কিন্তু সেই দেশ যদি কখনও পীড়িত ও সমস্যাপন্ন হইয়া উঠে তখন ঐ ঢিলা ঢালা কর্তৃত্বের আর অবকাশ থাকে না। তখন এই দুর্দিন যাঁহারা পার করিয়া লইয়া যাইবার ভার গ্রহণ করেন, সকল দেশের সমস্ত চোখের সম্মুখে তাঁহাদিগকে সার্বজনীনতার অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হয়। বাক্যে নয় কাজে, চালাকির রাস্তাতে নয়, সহজ সোজা পথে, স্বার্থের বোঝা বহিয়া নয়, সকল চিন্তা সকল উদ্বেগ সকল স্বার্থ জন্মভূমির পদপ্রান্তে নিঃশেষে বলি দিয়া। অন্যথা বিশ্বাস করা চলে না। এই পরম সত্যটিকে আর আমাদের বিস্মৃত হইলে কোনমতেই চলিবে না। এই পরীক্ষা দিতে দিতেই আজ শত সহস্র ভারতবাসী রাজ-কারাগারে। এবং এই জন্যই ইহাকে স্বরাজ আশ্রম নাম দিয়া তাঁহারা আনন্দে শাস্তিও মাথাই পাতিয়া লইয়াছেন।

প্রজার কল্যাণের সহিত রাজশক্তির আজ কঠিন বিরোধ বাধিয়াছে। এই বিরোধ, এই বোঝাপড়া কবে শেষ হইবে সে শুধু অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু বাংলার প্রজার এই সংঘর্ষ প্রজ্বালিত করিবার যিনি সর্বপ্রধান পুরোহিত আজ যদিও তিনি অবরুদ্ধ, কিন্তু এই বিরোধের মূল তথ্যটি আমাদের একবার নূতন করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। সংশয় ও অবিশ্বাসে সকল সত্য, সকল মঙ্গল, সকল কল্যাণ পদে পদে ক্ষয় হইয়া আসিতেছে। শাসনতন্ত্র কহিতেছেন এই; প্রজাপুঞ্জ জবাব দিতেছে না, এই নয়, তোমার মিথ্যা কথা। বাহুশক্তি কহিতেছেন, তোমাকে এই দিব, একদিন দিব, প্রজাশক্তি চোখ তুলিয়া মাথা নাড়িয়া বলিতেছে, তুমি আমাকে কোনদিন কিছু দিবে না.— নিছক কল্পনা করিতেছ।

"কে বলিল?"

"কে বলিল? আমার সমস্ত অস্থি-মজ্জা, আমার সমস্ত প্রাণশক্তি, আমার আত্মা, আমার ধর্ম, আমার মনুষ্যত্ব, আমার দেহের সমস্ত নাড়িভুঁড়িগুলা পর্যন্ত তারস্বরে চীৎকার করিয়া কেবল এই কথাই ক্রমাগতঃ বলিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু শোনে কে? চিরদিন তুমি শুনিবার ভান করিয়াছ কিন্তু শোন নাই। আজও সেই পুরাতন অভিনয়ই আর একবার নূতন করিয়া করিতেছ মাত্র। তোমাকে শুনাইবার ব্যর্থ চেষ্টার জগতের কাছে লজ্জা ও হীনতার অবধি নাই, কিন্তু আর তাহাতে প্রবৃত্তি নাই। তোমার কাছে নালিশ করিব না, শুধু আর একবার আমার বেদনার কাহিনীটা দেশের কাছে একে একে ব্যক্ত করিব।"

(ক্রমশঃ)

কথা—বার্তা

[শ্রীপ্রবোধ গুপ্ত ও শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায়]

ন জাতু সত্যাশ্রিতম্—

বাস্তবিকই এ যুগে স্পষ্টবাদিতার সমাদর নেই। তাই লর্ড ওয়েভেল সাহেবের মত স্পষ্টবাদীকেও তাঁর মনের দুটো খাঁটি কথা বলে না ফিরিয়ে নিতে হয়েছে, তার আবার আপোষের সহিত। তাঁর বক্তৃতার বিরুদ্ধে আমাদের যা বলবার ছিল "বাঙলার কথা"র পূর্ব সংখ্যায় "কাফি-হৈতাধ্য" তা বলা হয়েছে। আসলে কিন্তু তাঁর স্পষ্টবাদিতা ও সাহসের জন্য লর্ড ওয়েভেলকে ধন্যবাদ দিতে আমরা বাধ্য। বাণিজ্যের কথা বলতে বলতে হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো যে ভারত ও আমেরিকানদের পুরা স্মৃতি যত কৌতুকাদিনীর হাত থেকে কোন রকমে বেরিয়ে উঠেছিল। মনে হয় যেন যে তাঁদেরই পূর্বপুরুষ যেভাবে বাণিজ্যের একদিন ভারতে রাজ্য চালিয়ে ছিলেন, তবে এখনই বা তাঁরা রাজ্যচালনা সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করবেন না কেন। আবার বাণিজ্যের কথা থেকে একেবারে নেমে এলেন রাজনীতিক্ষেত্রে, এসেই আরম্ভ করলেন শর্ত—তাঁদের বাণিজ্যস্বার্থ ভারতবাসীকে মেনে নিতেই হবে। এই ক্ষেত্রে তাঁদের সাথে না পারে তার বিরুদ্ধে কথা উচ্চারণ করবেন না, একথাটা লর্ড ওয়েভেল দুঃসাহসিক না করলেও এ বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য পরিষ্কার বোঝা ও বর্তমান বণিকসভাতিকেও পর ভারতবাসী অনু যেন বা তাঁরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছে।' কিন্তু অত্যাচার অবিচার ও অত্যাচারে যাঁদের স্বতঃসিদ্ধ "জন্মগত অধিকার" বলা যাবে না, আর ব্রাইট, গ্ল্যাডস্টোনের tradition চালিয়ে রাজ্যের পরিচালনাও সম্ভব নয়। ইতিহাসে একথার সাক্ষ্য আছে, তাই এ কথাটা লর্ড ওয়েভেলকে মনে রাখতে অনুরোধ করি।

কিন্তু এত সাহেব উঁচু গলায় হাঁক ডাক চার পাঁচ দিন পরে ফিরিয়ে নিতে দিতে লর্ড ওয়েভেল সাফাই গাইতে বসলেন—তাঁর কথা লোকে ভুল বুঝেছে, জনকয়েক বড় ব্যবসায়ীর কথা বলতে গিয়ে তিনি সাধারণের কাছে ভুল করে সেটা চালিয়ে দিয়েছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি—সেটা কথা, সেটা বলার বলায় বোধ কি?

অপরাধ ?—

ভারত সচিব আমেরীও অনুতাপ করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি এমন গুরুতর অপরাধ করে বসেছেন যে বিলাতের মন্ত্রীরাই আর তাঁকে নিজেদের দলে আমল দিতে রাজী নয়, আর সেটা সমীচীন বলে মনে করেন না। বিলাতের অবিচারে ভারতের প্রত্যেক নরনারীর প্রাণ ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ। ভারত সরকার বর্তমান আন্দোলনের জন্যই হোক বা অর্থ সচিবের উপদেশের জন্যই হোক বিলাতের প্রতিকার করে বিলাতের শাসকদলকে অনুরোধ করে একটা টেলিগ্রাম করেন—আমেরী সাহেব নিজের মারফতে সেখানে প্রকাশ করেছেন। এই হল তাঁর অপরাধ।

অতঃপর শাস্তি ?—

বিলাতের শাসক সম্প্রদায় ভারতের এই জাতীয় জাগরণের রূপ বিচার অনেকদিন হতেই সহ্য করতে পারছিলেন না, দণ্ডনীতির চাপ দিয়ে একে নির্মূল করতে চাইছিলেন। কিন্তু মানুষ মাত্রেই এই দর্প নীতির জীবন উদ্দেশ্যেই পরে প্রকাশ্য অক্ষমতায় হয়েছিলেন আমেরী সাহেব নিজে। কারণ তিনি অন্ততঃ কতক পরিমাণে বুঝেছিলেন ভারতবাসীর প্রাণে যে জাতীয় স্বাধীনতার স্পৃহা জেগেছে, তা দণ্ডনীতির চাপে দম ফেটে মরবে না। তাঁর সহকর্মীরা কিন্তু এ সাবধানতা পছন্দ করতেন না, তাই তাঁকে সরাবার চেষ্টা চলছিল এবং শেষে তাঁকে সরে যেতেই হ'ল। এবার ভারতে যে দর্প নীতির অবাধ অভিনয় চলবে, তার ফল কিছু উল্টো না হলে হয়।

আর দেরী কত ?—

অর্থনীতির দিক দিয়ে হাত দেওয়া ছোট নিয়মের একটা বাতিক। কিন্তু কোন রকমে দিয়ে যদি একবার আগুন লাগে, তবে প্রবীণ বয়সের ইচ্ছাটাও সেইখানেই শেষ হয়ে যায়, তখন বাকি সেখানেই হাত গুটিয়ে নিয়েছেন বলে শান্ত হয়ে বসে। কিন্তু শিক্ষা ও সভ্যতার অভিমানী রাজনীতিক দল কি শিশুর চেয়ে অবোধ? চোখের সামনে দর্প নীতির ফল আমেরিকা, আয়র্লণ্ড, ইজিপ্ট ভাল করে বুঝিয়ে দিল। তবু "অন্ধ আগে", না "কিবা রাত্রি কিবা দিন"। ভারতেও এবার সেই ফলই ফলবে, কারণ ভগবানের ইচ্ছায় এখানের আর তাদের পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে অচিরেই মহাত্মা গান্ধীর অনশনে। সবার বড় পূর্ণাহুতির আর কত দেরী ভগবান্ জানেন। আর প্রত্যেক ভারতবাসীর উপর অসামান্য দাবি, নেতৃত্বের নয় কাজের দাবি, মহাত্মার অবর্তমানে তাঁর বাণীই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। তিনি বলে গেছেন সর্বাগ্নিতে স্বদেশী যজ্ঞাহুতি কার্যে পরিণত করতে। প্রাণ দিয়ে এবার প্রাণের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হবে। তারপর যেন ভগবানের নামে ঐ আবার বলে এক সমাপন করে ইপ্সিত ফল লাভ করতে পারি।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা জারি হইবার পর কলিকাতায় পুলিশ কমিশনারের আদেশ অমান্য করিয়া যে সকল সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাদিগের সম্পূর্ণ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১১ই জানুয়ারি—এই দিনই প্রথম পুলিশ আদেশ অমান্য করিয়া সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই দিবস দুই স্থানে সভা করা হইয়াছিল—**মির্জাপুর পার্কে** ও **কলেজস্কোয়ারে**।—**মির্জাপুর পার্কে** প্রায় দুই হাজার ব্যক্তি এবং কয়েকজন ভদ্র মহিলা উপস্থিত ছিলেন; এইস্থানে ৪২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গোলদিঘির সভায় প্রায় তিন হাজার ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, সেখানে তিনজনের উপর দণ্ড হয়। ডিস্টিক্ট পুলিশের দল বলপ্রয়োগ করিয়া সভা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলেও সভার কার্য্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছিল।

১২ই জানুয়ারী—এই দিনে পাঁচটি স্থানে সভা করা হইয়াছিল :—

কলেজস্কোয়ার—সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী বলপ্রয়োগে বাধা প্রদান করিলেও চারিশতের উপর লোক পার্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল আর দুই হাজারের উপর বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রবেশ লাভের চেষ্টা করিয়াছিল। এইস্থানে ২৩ জন স্বেচ্ছাসেবক ধৃত হয়।

হ্যালিডে পার্কে—পূর্ব হইতেই পুলিশ আসিয়া প্রবেশ দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, তিনজন স্বেচ্ছাসেবক ভিতরে প্রবেশ করিয়া সভাস্থাপন করিবার—চেষ্টা করিতে গিয়া ধৃত হয়। এইস্থানে কোনও সভা বসিতে পারে নাই।

ওয়েলিংটন স্কোয়ার—পূর্ব হইতেই সশস্ত্র পুলিশ আসিয়া প্রবেশ দ্বার বন্ধ করায় ওয়েলেসলি স্কোয়ারে সভা বসিয়াছিল। সেখানে জন কতক ডিসি, সার্জেন্ট ও বহু সিপাহী [illegible] ও নয়, বলপ্রয়োগ করিয়া সভা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সভার কার্য্য বেশ সুশৃঙ্খলভাবে চলিয়াছিল।

বিডন স্কোয়ার—প্রায় তিনশত লোক ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। পুলিশ বাহির হইতে প্রবেশের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কংগ্রেসের আদেশ অনুসারে আধঘণ্টা সভার কার্য্য চলিবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

কুমারটুলি পার্কে—সভাপতি ও বক্তাদিগকে ধৃত করিয়া লওয়ায় সভার কার্য্য বন্ধ হয়।

১৭ই জানুয়ারী—ভবানীপুর হরিশ পার্কে, কলেজস্কোয়ার ও বিডনস্কোয়ারে সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

কলেজস্কোয়ার—প্রায় তিনশত লোক ভিতরে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। সভাপতি ও অপরাপর বক্তাদের লইয়া পনের জনকে ধৃত করা হয়। পুলিশের নির্ব্বিচার নির্য্যাতনসত্ত্বেও কার্য্য বেশ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল।

বিডনস্কোয়ার—পুলিশ পূর্ব হইতেই প্রবেশদ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়ায় কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে সভার অধিবেশন হয়। বহুসংখ্যক ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন কিন্তু কাহাকেও ধৃত করা হয় নাই।

হরিশপার্ক (**ভবানীপুর**)—প্রায় দুই হাজার ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। ৬১ জনকে ধৃত করা হইয়াছিল। পুলিশের ভীষণ নির্য্যাতন সত্ত্বেও সভার কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল।

১৯শে জানুয়ারী—বিডনস্কোয়ার, কোয়াবাগানে, হরিশপার্ক ও চেতলাপার্ক এই চারিটি স্থানে সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

বিডনস্কোয়ার—প্রায় তিনশত লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। ১০ জন স্বেচ্ছাসেবক ও একজন বোম্বাই ভদ্রলোক ধৃত হন। স্বেচ্ছাসেবকগণ নীরবে নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন। সভায় সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা বজায় ছিল।

কোয়াবাগানে—এই সভায় প্রায় পাঁচশত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, সভার কার্য্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছিল।

হরিশপার্কে—পূর্ব্বাহ্ন হইতেই সশস্ত্র পুলিশপ্রহরী এই স্থানের প্রবেশ দ্বার বন্ধ করিয়া থাকায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাটীর সম্মুখে উন্মুক্ত প্রান্তরে সভার অধিবেশন হয়। জনসংখ্যা দুই হাজারেরও অধিক হইয়াছিল। পুলিশ চতুর্দ্দিকে নির্ব্বিচারে ছিটে লাঠি চালাইয়াছিল। কিন্তু উপস্থিত লোকেরা সেই সকল নির্য্যাতন গ্রাহ্য না করিয়া সভার কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালনা করিয়াছিল। সভাভঙ্গের সময় ইন্সপেক্টার পূর্ণ মুখার্জি ও ডেপুটি কমিশনার [illegible] ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে লাঠিপেটা করিতে থাকে। শ্রীমতী দেবনন্দিনী ঘোষ নাম্নী প্রায় চল্লিশ বৎসরের জনৈক মহিলা পুলিশের হস্তে ভীষণ আহত হইয়া মূর্চ্ছিত অবস্থায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে প্রেরিত হন। এই স্থানে ২০ জন স্বেচ্ছা সেবককে ধরা হয়।

চেতলা পার্কে—প্রায় দেড়হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। ৮ জন ধৃত হন।

২২শে জানুয়ারী—কলেজস্কোয়ার, ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও হরিশ পার্ক এই তিন স্থানে সভার অধিবেশন হয়।

কলেজস্কোয়ার—প্রায় চারি হাজার ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। জনৈক বৃদ্ধা আমেরিকান মহিলা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। পুলিশ উপস্থিত লোকদিগকে এবং পথের পথিকগণকে ভীষণ ভাবে নির্য্যাতন করিয়াছিল। এই দিন ৩৮০ জন ধৃত হয়।

ওয়েলিংটন স্কোয়ার—এই সভায় প্রায় তিনশত লোক উপস্থিত ছিলেন। সভার কার্য্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

শ্রদ্ধানন্দপার্ক—প্রবেশদ্বার পুলিশ কর্তৃক বন্ধ থাকায় বাহিরে পার্কে সভার অধিবেশন হয়। পুলিশ বলপ্রয়োগ করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেয়; দ্বিতীয় ভাগ কোম্পানী রোডে গিয়া সভা করে। সভায় পুলিশ ভীষণ নির্য্যাতন করিয়াছিল।

২৬শে জানুয়ারী কলেজস্কোয়ার—ঐ দিন একটি বৃহৎ সভার অধিবেশন হয়, প্রায় তিন হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। সভা ভঙ্গের সময় দুইশতের অধিক ব্যক্তি ধৃত হন। ইউরোপীয়ান সার্জ্জেণ্টের দল উপস্থিত জনমণ্ডলীকে লাঠির বেটনের দ্বারা ভীষণ আঘাত করিতে থাকে। একজন সার্জ্জেণ্ট রিভলভার হস্তে লোকের পশ্চাতে ধাবিত হন, লোকেরা ও মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে ভয় না পাইয়া বিশৃঙ্খলভাবে বুকে উন্মুক্ত বক্ষ পাতিয়া দেয়। সার্জ্জেণ্টরা লোকদিগের উপর প্রস্তর বর্ষণ করিয়াছিল।

২৮শে জানুয়ারী, কলেজস্কোয়ার—প্রায় দশ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। দুই শত জন ধৃত হয়। পুলিশ সভা ভাঙ্গিবার জন্য বল প্রয়োগ করিয়াছিল, একটি ইউরোপীয়ান সার্জ্জেণ্ট শ্রীযুক্ত কালীচরণ দত্ত নামক জনৈকের মস্তকে লাঠির আঘাত করায় উঁহার মাথা ফাটিয়া অজস্র ধারায় রক্ত পড়িতে থাকে।

২৭শে জানুয়ারী—হালিডে পার্কে সভা হইবার কথা ছিল, কিন্তু পুলিশ পূর্ব্বাহ্নেই তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়ায় পার্কের নিকট উন্মুক্ত স্থানে সভার কার্য্য সম্পন্ন হয়। প্রায় এক ঘণ্টা পরে সভা ভঙ্গের সময়ে কয়েকটি ইউরোপীয়ান সার্জ্জেণ্ট নির্দ্দয় ভাবে উপস্থিত জনসাধারণকে প্রহার করিতে থাকে। সভার বাহিরের কয়েকজন ইহাতে উত্তেজিত হইয়া—প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে থাকে, তাহাতে একটি সার্জ্জেণ্টের মাথা ফাটিয়া যায়। কংগ্রেস নির্দ্দেশ অনুসারে ঐ স্থানে আর সভা হয় নাই।

২৯শে জানুয়ারী শ্রদ্ধানন্দপার্ক—এইখানকার সভায় তিনশতের উপর লোককে ধৃত করা হয়। একটি ছোট বালক ইউরোপীয়ান সার্জ্জেণ্ট কর্তৃক প্রহৃত হওয়ায়, তাহার হাতের অস্থি ভাঙ্গিয়া যায়।

১লা ফেব্রুয়ারী, কলেজস্কোয়ার—প্রায় চার হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবক ধৃত হন। ইউরোপীয়ান সার্জ্জেণ্টরা নির্দ্দয়ভাবে সমবেত জনমণ্ডলীকে লাঠি ও বেটনের দ্বারা প্রহার করিয়াছিল, কিন্তু সভার কার্য্যে কোনও বিশৃঙ্খলা বা অশান্তি হয় নাই। শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার একটি ছোট বালককে সার্জ্জেণ্টের লাঠি হইতে বাঁচাইতে গিয়া হস্তে ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হন।

৩রা ফেব্রুয়ারী, মির্জ্জাপুর পার্ক—কলেজ স্কোয়ারে সভা হইবার কথা ছিল, কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই পুলিশ প্রবেশদ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল বলিয়া মির্জ্জাপুর পার্কে সভার অধিবেশন হয়। প্রায় তিনশত ব্যক্তি ভিতরে প্রবেশ করে। পুলিশ তাহাদিগকে বলপ্রয়োগে বহিষ্কৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কয়েকজন যুবক পুলিশে বাহির করিয়া না দিতে পারে, এইজন্য মাটিতে শুইয়া পড়িয়াছিল, সেই অবস্থাতেই পুলিশ পা ধরিয়া টানিয়া তাঁহাদিগকে বাহিরে লইয়া আইসে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ার—এইখানেও আর একটি সভার অধিবেশন হয়। ডিপুটি কমিশনার মিঃ [illegible] যেন ঘুষি ও লাঠির আঘাতে সভা ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাঁচজন ভদ্রলোক মাথায় ও পায়ে ভীষণ আঘাত পান। কিন্তু সভার কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে চলিয়াছিল।

১০ই ফেব্রুয়ারী, শ্রদ্ধানন্দপার্ক—সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পর হইতেই পুলিশ বলপ্রয়োগে সভা ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করে। একটি বালক বহিষ্কৃত হইবার ভয়ে মাটিতে পড়িয়া রহিলে তাহার কোমরে একজন সার্জ্জেণ্ট এমন ভীষণভাবে আঘাত করে যে তাহাতে সে বালকটী দুইদিন ধরিয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিল। সার্জ্জেণ্টের দল বালকদিগকে পা ধরিয়া টানিয়া বলপূর্ব্বক বাহিরে নিক্ষেপ করিতে থাকে।

কংগ্রেস প্রচার সমিতি—

Empire Theatre-এ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ সরকার যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, বাঙ্গলার কথা ২১শ সংখ্যায় তাহার উপর একটি মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, উহার দু একটী কথার প্রতিবাদ করিয়া তিনি একখানি পত্র পাঠাইয়াছেন, আগামী সংখ্যায় আমরা তাহা প্রকাশ করিব।

সর্ব্বরোগ হর পবিত্র—

"হিন্দু" মকরধ্বজ।

কাসরোগ, ক্ষীণ শুক্র, মেহ, প্লেগ, ম্যালেরিয়া— প্রভৃতি [illegible] রোগের অব্যর্থ [illegible] [illegible]। [illegible] ৮ মাত্রা ১৲ টাকা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

হিন্দু মেডিসিন—১০২, [illegible] রোড—কলিকাতা।

[illegible] ও [illegible] অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক

বিশেষরূপে প্রশংসিত

"[illegible]" গ্রন্থমালা

(১) জাতীয়তার অনুভূতি, (২) কুটীর শিল্প, (৩) বাণিজ্যের অর্থনীতি, (৪) [illegible] কৃষি, (৫) [illegible] বিদ্যা এবং (৬) [illegible] তৈরির প্রণালী।

মূল্য প্রত্যেক পুস্তক [illegible] [illegible] কার্য্যালয়, [illegible] ষ্ট্রীট কলিকাতা।

The Slavery of Our Times

BY

COUNT LEO TOLSTOY

Price—8 Ans.

An up-to date

Life sketch of C. R. Das

By Sukumar Ranjan Das

Price Rs. 0-10-0

INDIAN BOOK CLUB,
College Street Market, CALCUTTA.

তাঁত ও তাহার সরঞ্জাম

[illegible] [illegible] বিস্তৃত বিবরণের জন্য এক আনার [illegible] টিকিট সহ পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—

[illegible] [illegible] কোং লিমিটেড ([illegible]

সোনা এণ্ড সন্স।

জুয়েলার্স, ওয়াচ মেকার্স এণ্ড অপটিসিয়ান্‌স

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তৈয়ারি করা হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] লিখুন।

[illegible] [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible] ষ্ট্রীট [illegible], [illegible] রোড, কলিকাতা।

আসানি

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চিকিৎসক, [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মূল্য [illegible] **সোম প্রিণ্টার** [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গলিত কুষ্ঠ ও ধবল বা শ্বেত কুষ্ঠ

[illegible] "[illegible]" মূল্য ১০৲ টাকা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] "[illegible]" মূল্য [illegible] টাকা [illegible] চিকিৎসা করা হয়।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়।

ম্যানেজার—

ডাঃ পি, ব্যানার্জ্জী

গ্রেট বেঙ্গল ফার্ম্মাসী

[illegible] ই, আই, আর।

"বাঙ্গলার কথা"

বার্ষিক মূল্য [illegible] টাকা, ষাণ্মাসিক—[illegible] টাকা।
[illegible] গ্রাহক হইবার জন্য [illegible] পত্র লিখুন।
[illegible] কাগজ পাঠান হয় না।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের নূতন গ্রন্থ

দেশের কথা	৸০
কাজের কথা	যন্ত্রস্থ

"THE SOUNDING OF THE TRUCE—TRUMPET"

[Being an exhaustive account of the Malaviya Conference including the dramatic exit of Sir Sankaran Nair, with the impressions of Mahatma Gandhi, Sir P. C. Ray, Joseph Baptista and other leaders of india]

Price—8 as.

To be had of—INDIAN BOOK CLUB,
College Street MARKET, Calcutta.

নচ দৈবাৎ পরম্ বলম্।

"দৈববল"

রেজিষ্টার্ড।

অর্শ ও অম্লপিত্তের [illegible] দৈবপ্রাপ্ত মহৌষধ [illegible] ২।০ সপ্তাহে সম্পূর্ণ [illegible] হইবে। [illegible] এক সপ্তাহের মূল্য ৸০ [illegible] ৵০ [illegible] এজেন্ট আবশ্যক।

শাখা :—কলিকাতা।
[illegible] ষ্ট্রীট
[illegible] ষ্ট্রীট।
[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীবিনোদলাল বসু
দৈববল কার্য্যালয়।
যশোহর।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!!

হাবিলদার কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম প্রণীত

ব্যথার দান

[illegible] পত্রোপন্যাস

[illegible]—বেদনা—মনোরঞ্জক [illegible] বই।।

মূল্য ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—মোস্লেম পাব্‌লিশিং হাউস
কলেজস্কোয়ার (৩২), কলিকাতা।

পাম্‌-পাস
(Pum-Pus)

[illegible]

[illegible] যে কোন দিন [illegible] ইহা সম্পূর্ণ নূতন ও প্রথম।

পাম্-পাস—আধুনিক উচ্চ বৈজ্ঞানিক মতে সম্পূর্ণ অভিনব আবিষ্কার।

পাম্-পাস—[illegible]

একবার ব্যবহারেই বুঝিতে পারিবেন [illegible] বিদেশীয় [illegible] হইতে পারে।

পাম্-পাস—[illegible] মূল্য সুলভ। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

PUM-PUS EFG. WORKS,
Belgachia, Calcutta,

জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়, শিরোরোগের মহৌষধ। মূল্য ১ শিশি এক টাকা, ৩ শিশি আড়াই টাকা, এক ডজনের ৯।০ টাকা, [illegible] আট টাকা। ৵০ [illegible]।

সি, কে, সেন
কোং লিমিটেড,

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক

কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইউ সি চক্রবর্ত্তীর
কালির চাকতি ও বড়ি।

পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল এবং স্থায়ী। সহজেই গলিয়া যায়। [illegible] বিখ্যাত সংবাদপত্র সমূহে উচ্চ প্রশংসিত।

প্রতি চাকতিতে এক আউন্স উজ্জ্বল কালি হয়। মূল্য—[illegible] প্রতি [illegible] ১।০ আনা। উজ্জ্বল [illegible] প্রতি ডোজ ৵০ আনা। উজ্জ্বল লাল, প্রতি ডোজ ১৵০ আনা। [illegible] প্রতি গ্রোস ১৲ টাকা। [illegible] প্রতি ডোজ ১৴ টাকা।

বড় অর্ডারে প্রচুর কমিশন দেওয়া হয়। চাহিলেই নমুনা পাইবেন।

ইউ, সি, চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং
হাটখোলা, কলিকাতা।

Printed at the Metcalfe Press,
79, Balaram Dey Street, Calcutta.

Printed and Published by—Dhirendra Chandra Mukhopadhya,
7, Bhabanicharan Dutt Lane.

মহাত্মাজী

বাঙ্গলার কথা

বার্ষিক মূল্য
৫৲ টাকা

সম্পাদিকা—শ্রীমতী বাসন্তী দেবী

নগদ মূল্য
এক /০ আনা

প্রথম ভাগ } কলিকাতা, শুক্রবার, ১০ চৈত্র, ১৩২৮ ; ২৪শে মার্চ, ১৯২২ { ১৯শ সংখ্যা

ভাববার কথা

ভাঙ্গন-লীলা

মহাত্মাজীর ছয় বৎসরের কারাদণ্ড হইয়াছে। এই দণ্ডের ফলে অনেকেই দুঃখিত হইয়া পড়িয়াছেন এবং কর্মক্ষেত্র হইতে অবসরভাবে এই শ্রেষ্ঠ পুরুষের অদর্শনে হতাশাসও হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু সত্যই কি দুঃখিত হইবার বা হতাশাস হইবার কোন কারণ আছে? যে দুর্দ্দমনীয় শক্তির বিরুদ্ধে তিনি মাত্র দুই বৎসর ধরিয়া সত্য ও বিশ্বাসের মর্য্যাদা সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার নিকট হইতে এ দণ্ড অপ্রত্যাশিত ও নহে, অসঙ্গত ও নহে। যিনি দেশবাসীকে অহিংসার পথে পরিচালিত করিবার জন্য জনতার মধ্যে শক্তিমান্ ও কর্মবিক্ষুব্ধ করিয়া রাখিয়া তুলিতেছিলেন, তিনি যে আজ শাসকবর্গের দৃষ্টিপথে [illegible] হইবেন, তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই; এতকাল যে তাহারা তাঁহার উপর কোনরূপ [illegible] করে নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা। বাস্তবিকই যখন লালা লাজপত রায় দুই বৎসর কারাদণ্ড লাভ করিলেন, কত রকম করিয়া [illegible] দুই বৎসরের ও অধিক সময় কারাগারে আবদ্ধ করা হইল, তখনই বুঝা গিয়াছে ভারতের জাগরণের সঙ্গে সুর মিলাইয়া শাসনশক্তির যে ভাঙ্গনলীলা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে এক বিকট খেলায় পরিণত হইয়াছে। দেশের এই আকস্মিক এত ভয় কেন? যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ভারতবাসীর হৃদয়ে [illegible] হইয়া উঠিতেছে, তাহাই শাসকসম্প্রদায়ের মনে একটা বিভীষিকার ছায়া আনিয়া দিয়াছে। সে স্রোতধারা এক বিরাট রূপে পরিণত হইয়া দেশের এই কঠোর বাস্তবকে একটা নবীন ভাবের বন্যা দিয়া ভাসাইতেছে; তাই ভয় শঙ্কিত হইয়া শাসকসম্প্রদায় দৈব ও অদৈব উপায়ে সেই [illegible] ভাবস্রোতকে বিনাশ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। সত্য যেখানে পরাহত, হিংসার [illegible] সেখানে [illegible] ভাবস্রোত সৃষ্টি করিবেই। এই ভাবস্রোত হইতে তাই সত্যই শাসকসম্প্রদায় এ মুক্তি পাইতেছেন না; বরং যতই মুক্তি পাইতেছে, দেশের মাঝে ততই চড়িয়া যাইতেছে। সুতরাং এ বন্যা যেন [illegible] পরিণত হইয়াছে এবং মুহুর্মুহুঃ ক্রমে [illegible] এ ঝড়ই জমাট হইতে ক্রমে উপর উঠিয়াছে।

যখনই নূতন সৃষ্টির আরম্ভ হইতে হইবে তখনই ভাঙনলীলার প্রয়োজন হয়। সেখানে ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িতে। তাই নূতন সৃষ্টি যতই [illegible] হইতে থাকে, ততই ভাঙার খেলা পরিপূর্ণ মাত্রায় চলিতে থাকে। আজও ভারতে সে খেলাই চলিয়াছে, পুরাতনের ভাঙনের উপর নূতনের লীলা তখন গড়িয়া উঠিবে তখনই, যখন ভাঙার খেলা একেবারেই শেষ হইয়া যাইবে। বিশ্বপ্রকৃতির সুরে সুর মিলাইয়া যখন ভাঙনের লীলা এমনই পূর্ণবেগে চলিতে থাকে, তখনই বুঝা যায় নূতন সৃষ্টির আর বিলম্ব নাই।

ভারতে আজ সত্যের সহিত শাসনশক্তির বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। সে বিরোধে এক পক্ষ আনিয়াছেন তাঁহার আত্মিক [illegible] লাঞ্ছনা পীড়ন নির্য্যাতন, আর এক পক্ষ আনিয়াছেন পশুশক্তির ক্ষমতা আর [illegible] ভেদনীতি। কিন্তু যেখানে শাসন পরিচালনা চলিয়াছে, সেখানে আছে হিংসার শাসন আর, আর যেখানে শক্তিপূজার পরীক্ষা চলিয়াছে, সেখানে আছে সত্যের অধিষ্ঠান। পরাধীন জাতির যেমনে [illegible] পীড়ন সহ্য করিতেই হইবে, উপায় নাই। কঠোরের মধ্যে পরিবর্ত্তে মানুষ আজ তাহার প্রাণের দেবতার আশীর্ব্বাদই লাভ করিতেছে, সে আশীর্ব্বাদের নিকট শক্তির ভাঙনলীলা পরাজিত, সে কেবল বাহিরের বিধান হানিয়া, অন্তরে প্রবেশ করিয়া সত্যের রেখা সে কিছুমাত্র বিচ্যুত করিতে পারে না। যেখানে শক্তি ও প্রেমের মধ্যে বিরোধ, সেখানে নিশ্চিয়া জানিবার .

প্রাণে ও বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা মারা যায়, সেখানে তোমারই জয় অনিবার্য এবং বাঁচিয়া থাকাও সার্থক হইবে। তাই শক্তির তরঙ্গগুলি যত প্রচণ্ড বেগে চলিতে থাকিবে, তোমার জয়ও তত নিকটবর্তী হইয়া আসিবে। দেখা যাউক কবে দেশে পূর্ণ জোয়ার আসিয়া শক্তির তরঙ্গগুলি অনন্তের ক্রোড়ে শান্তিলাভ করে।

সে আনন্দের আর দেরী কত? এই প্রশ্নই আজ দেশবাসীর প্রাণে জাগিতেছে। [illegible] মানুষের প্রাণ আজ থাকিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিতেছে, আর দেরী কত। প্রাণের মাঝে যে ভগবানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তিনিই উত্তর দিতেছেন যখন তোমার পূর্ণ জোয়ার আসিবে, তখন সেই শক্তির তরঙ্গ সকল আপনি থামিয়া পড়িবে। জীবন প্রদীপ নিভিবার পূর্বে নির্বাণোন্মুখ শিখা ক্রমশঃই উজ্জ্বলতর হইতে থাকে। কিন্তু যখন দপ করিয়া সে শিখা একেবারে নির্বাপিত হইয়া যাইবে, দেশের বুকের উপর দিয়া যে প্রচণ্ড শক্তির লীলাভিনয় চলিয়াছে, যখন তাহার অবসান হইবে, তখনই বুঝা যাইবে এ তাহার মৃত্যু নয়, বিদায়; সত্য তখনই আপনার পূর্ণ শক্তিতে জাগিয়া উঠিবে। সে মুহূর্তের আর অধিক বিলম্ব নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, দেশের কর্মতরণী বিপুলঝঞ্ঝার মধ্যে কোন্ পথে চলিবে। মহাত্মাজী যে পথের নির্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, সে পথেরই অনুসরণ করিবে। অন্তরে ও বাহিরে নিষ্কলুষ থাকিয়া, কায়মনোবাক্যে তোমার বিরোধী প্রতিপক্ষীর অনিষ্টচিন্তা হইতে বিরত থাকিবে। কারণ ব্যক্তিগত ভাবে কেহ আমাদিগের শত্রু নহে, এ কথা তোমার বিপক্ষ মানিতে চাহিবে না এবং সেই জন্য তোমাকে নির্যাতনের অগ্নি পরীক্ষা দিতে হইবে। দুঃখকষ্টকে বরণ করিয়া আপনার শক্তির অর্জন করিবে। অভিযোগ আনিও না; শত্রুকে ভালবাসিবে, কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করিও না। কারণ প্রতি মানুষের মধ্যে যে দেবতা আছে, তাহার উদ্বোধন কখনও না কখনও হইবেই। পশুশক্তি পরিণামী, সুতরাং দমন করিয়া রাখিও; আত্মার বল দুর্ধর্ষ, সুতরাং নির্যাতন সহ্য করিয়া সে শক্তির উদ্বোধন কর। এই হইল ভারতে পূর্ণ মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার একমাত্র সাধনা এবং ইহাই মহাত্মাজীর নির্দেশ। মানুষ হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে কারাবরণ বা নির্যাতনসহিষ্ণুতা একটা বড় কথা নয়, মৃত্যুও সেখানে তুচ্ছ; কারণ—এ মরণ মানে শুধু যে মরণ, তাহা নয়, প্রকৃতির বিকাশ ও ইহাতে আছে। সুতরাং দেশব্যাপী তরঙ্গগুলো যখন প্রচণ্ড হইতে প্রচণ্ডতর হইতেছে, তখন ভয় পাইয়া কর্মতরণীর হাল ছাড়িও না। মনে রাখিও মহাত্মাজীর সেই শক্তিশালিনী বাণী, সেই আদর্শই তোমার ধ্রুবতারা এবং সেই আদর্শ লক্ষ্য করিয়া প্রফুল্লমনে নির্যাতন ও পীড়নের ঝঞ্ঝার মুখ দিয়া কর্মতরণী বাহিতে বাহিতে যখনই বিন্দুমাত্র অবসাদ আসিবে, তখনই মহাত্মাজীর পবিত্র নামের উল্লেখ করিয়া বলিও—

"শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

অভয়

[শ্রীউর্মিলা দেবী]

"সত্য" যাঁহার ধর্ম, "প্রেম" যাঁহার সাধনা, "শান্তি" যাঁহার বাণী, "মানব প্রীতি" যাঁহার শিক্ষা, "ত্যাগ" ও "সংযম" যাঁহার মূল মন্ত্র, সেই মহাপুরুষ আজ রাজরোষে পতিত! ছয় বৎসরের জন্য আজ কারাগারে বন্দী! এই প্রেমিক সন্ন্যাসীকে কারারুদ্ধ করিয়া, রাজার জাতি আজ দেখাইল তাহারা সত্যই বীরের জাতি, তাহাদের বুকের পাটা অনেক খানি! সেই সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তাঁহার প্রচারিত এই শান্তির সংগ্রামের বাণী যে এই ভারতবর্ষে কত দূর প্রসার বিস্তার করিয়াছে, তাহাও তাহারা স্বীকার করিয়া লইল! তাহা না হইলে যিনি সামান্য একটী কীটের প্রাণ নাশেও ব্যথা পান, এই বিশাল ভারতবর্ষের কোন একটী প্রাণের একটু শান্তিভঙ্গ হইলে জীবন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন, তাঁহার ভয়ে আজ সেই বীরের জাতি শঙ্কিত! এতদিনকার এংলোইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে আরম্ভ করিয়া বিলাতের ক্যাবিনেটে পর্য্যন্ত আজ ছয় মাস যাবৎ একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে; সকলেই তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন, "ওরে, বন্দী কর, বন্দী কর এই শান্তির সংগ্রামের সেনাপতিকে—নহিলে আমাদের সিংহাসন টলিল।"

অসহযোগ নীতির সাফল্যের আর ইহা অপেক্ষা বেশী প্রমাণ কি হইতে পারে? আজ মনে হইতেছে এই ভারতবর্ষে এবং সুদূর ইংলণ্ডে অনেকেই অনেক দিন পর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবেন। কিন্তু আগুন নিভিল কি? ইহার পর না যায় যে, কি বিদেশীর কথায় বলিতে হয়, "Gandhi imprisoned is more dangerous than Gandhi free।"

এই ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক নর নারীর হৃদয়ে যাঁহার সিংহাসন পাতা, যাঁহার চরিত্র বলে, যাঁহার দেশভক্তিতে, যাঁহার অদ্ভুত ত্যাগে, অসাধারণ কর্মকুশলতায় আজ সমস্ত ভারতবর্ষ মুগ্ধ, দেশমাতৃকার সেই প্রিয় পুত্র আজ কারাগারে। ভারতবাসী কি আজও নীরব নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিবে? ভারতবর্ষের প্রত্যেক নর নারী কি হৃদয়ের প্রতি শোণিত বিন্দু দিয়া, তাঁহার মুক্তির পথ উন্মুক্ত করিবে না? নিশ্চয়ই করিবে। একদিন ও যাহাদের চৈতন্য হয়

নাই, এত লাঞ্ছনা এত অপমান সহিয়াও যাঁহাদের হৃদয় পরাধীনতার জ্বালায় জ্বলে নাই, আমলাতন্ত্রের কারাগারের প্রতি এখনও যাঁহাদের আস্থা আছে, তাঁহারাও আর ঘুমাইয়া থাকিবেন না ইহা নিশ্চিত!

তাই আজ বেদনায় হৃদয় কাতর হইলেও, এই ঘটনায় শ্রীভগবানের মঙ্গল হস্তই দেখিতে পাইতেছি! মায়ের মহাপূজায় এই ত্যাগে, স্বরাজ অতি নিকটবর্তী বলিয়া মনে হইতেছে। পূর্ণ আহুতি না হইলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় না, আজ কিছুদিন হইল মায়ের যাহা যাহা সন্তানগণ, আত্মাহুতি দিয়া জাতীয় যজ্ঞানল প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছেন, এইবার যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইল! এইবার স্বরাজের সময় আসিয়াছে আমাদের আর ভয় নাই!

রাজপুরুষগণ আজ মনে করিতেছেন, সংগ্রামের প্রধান সেনাপতিকে বন্দী করিয়া, তাঁহারা ভারতে অসহযোগের মূলচ্ছেদ করিলেন,—আর "আইন ও শান্তির" বিঘ্ন ব্যক্তিবিশেষের নাই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন। হাসির কথা নয় কি?

যীশুখৃষ্টকে হত্যা করিবার সময়ও তাঁহার বিচারকর্তাগণ এই "আইন ও শান্তির" কথা বলিয়াই মনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন! কিন্তু সত্যকে ঠেকাইয়া রাখিতে সেই মহাপুরুষেরা পারিয়াছিলেন কি?

[illegible] ও এই মহাপুরুষের কারাদণ্ডের মধ্যে আজ কোন পার্থক্যই দেখিতে পাইতেছি না। তাই আজ আরও বেশী করিয়া, দৃঢ় করিয়া বিশ্বাস করিতেছি এই পবিত্র অহিংস অসহযোগ মন্ত্র ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি নরনারী আজ সমস্বরে উচ্চারণ করিবেন, এবং দেশমাতৃকার চরণে আত্মবলিদান দিবেন!

মহাত্মার দেহ আজ কারাগারে, কিন্তু তাঁহার প্রাণ আজ সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে! তাঁহার আশীর্বাদ আজ ভারতবর্ষের প্রত্যেক নরনারীর মস্তকের উপর বর্ষিত হইতেছে, তাঁহার শক্তি আজ প্রত্যেকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া, প্রত্যেক হৃদয়ে নব বলের সঞ্চার করিতেছে।

ভারতবাসীর প্রাণের পূজা আজ তাঁহার চরণে পৌঁছাইয়া দিবার একমাত্র পথ, তাঁহার অসমাপ্ত কর্মভার মাথায় তুলিয়া লইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই পুণ্যব্রত উদ্যাপনের জন্য সর্বস্ব পণ করা। ভারতবর্ষ কি তাহা করিবে না? নিশ্চয়ই করিবে!

এই পবিত্র যজ্ঞাগ্নি যদি আমরা নির্বাপিত হইতে দেই, তবে বুঝিতে হইবে আমরা স্বাধীনতার সংগ্রামের উপযুক্ত সৈনিক হই নাই, বুঝিতে হইবে আমাদের স্বরাজ লাভের উপযুক্ততা হয় নাই, বুঝিতে হইবে আমাদের এই বৎসর ব্যাপী সকল ত্যাগ সকল কষ্ট বৃথা হইয়াছে, আরও বুঝিতে হইবে যে ভারতবাসী এই মহাপুরুষকে লাভ করিবার উপযুক্ত হইবার পূর্বেই ইনি ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

স্বরাজ ও খিলাফত

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ]

মহাত্মাজীর অবরোধে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রের সম্পাদকেরা এরই মধ্যে বলতে আরম্ভ করে দিয়েছেন যে অসহযোগ আন্দোলন একেবারেই মরতে বসেছে। এই যে ছয় মাস ধরে সরকার বাহাদুরের অসীম সহিষ্ণুতা বলে এবং মহাত্মাজীর চরিত্রপ্রভাবে যে অসম্ভব অর্থহীন আন্দোলনটা দৈনন্দিন উত্তেজনার উপর খাড়া করে রাখা হয়েছিল, তাহা এইবার নাকি সরকার বাহাদুরের দণ্ডনীতির চাপে এবং সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাজীর অদর্শনে বালুর উপর তৈরী করা ঘরের মত ধসে পড়বে। আর এই সঙ্গে পরাধীন পতিত জাতির মধ্যে যাহা স্বাভাবিক,—যত বিভীষণের দল অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্পাদকদের কাছে গিয়ে বেড়াচ্ছেন, যে মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনটা বাতুলতার নামান্তর ছিল, এইবার তার স্বরূপ ধরা পড়ে গিয়েছে, তাই তার আয়ুষ্কাল এরই মধ্যে শেষ হয়ে এসেছে। তাঁরা যাই বলুন না কেন, আমরা জানি আমাদের বর্তমান আন্দোলনটা দেশের মাটীতে দৃঢ় ভিৎ গেড়ে বসেছে, তাহা দিন দিন দেশের মনে আরও বদ্ধমূল হতে থাকবে। আর এটাও সত্য কথা যে কাজের অভাবে দেশের লোকের উৎসাহ আরো কমবে না, বরং এ কাজকে সফল করবার জন্য যে স্থায়ী কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে লোকের উৎসাহ বেড়েই চলেছে।

অনেক বিভীষণের দল দিয়ে বেড়াচ্ছেন যে মহাত্মাজীর নির্দেশে পাকা কাজের কোনও ব্যবস্থা ছিল না, মহাত্মাজী ভারতের স্বাধীনতার জন্য নাকি আদৌ উৎকণ্ঠ নন, তিনি চেয়েছেন জগতে অহিংসা-নীতির প্রচলন, আর তাঁর দলে যে সব স্বরাজপন্থী ও খিলাফতপ্রয়াসী অসহযোগী হিন্দু মুসলমান জুটেছেন, তাঁরাও দু দলে বিভক্ত হয়েছেন—প্রথম দলের লক্ষ্য ভারতে স্বরাজ, সেটা ইংরেজের সঙ্গে মিলে মিশেও হতে পারে বা তাকে বাদ দিয়ে পথ দেখিয়ে দিয়েও হতে পারে এবং সে লক্ষ্য সাধনের জন্য তাঁরা মহাত্মাজী যাকে [illegible] বলে নির্দেশ করে দিয়েছেন, সে পথে কেহই নাকি দ্বিধা করবেন না। আর দ্বিতীয় দল অর্থাৎ খিলাফত প্রয়াসীর দল তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশের নাকি লক্ষ্য হচ্ছে পৃথিবীতে ইসলাম সাম্রাজ্য গড়ে তোলা, তাতে স্বরাজের অহিংসার কোন দরকার ইংরাজকে বধিয়ে তুর্কীর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ইসলাম-পতাকার জয় ঘোষণা

যায়। এই উত্তরদানই নাকি নিজেদের স্বার্থসাধনের জন্য মহাত্মাজীর নামের প্রভাব সাধারণ লোকদের মধ্যে চালিয়ে অহিংসানীতির ছলনা মাত্র করছে। অসহযোগী হিন্দুমুসলমানদের উপর একটা অপবাদ দিয়েই ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্পাদকেরা ও তাদের অনুচরেরা ক্ষান্ত হন নি, তাঁরা আরও বলতে চান সাধারণ লোকে খিলাফতও বোঝে না স্বরাজও বোঝে না, তাদের মনে বর্ত্তমান আর্থিক দুর্দ্দশা যে অসন্তোষের ধূমায়মান বহ্নি প্রজ্বলিত করে রেখেছিল তাই অসহযোগী হিন্দুমুসলমানেরা ফুঁ দিয়ে প্রজ্বলিত করেছে মাত্র।

মহাত্মাজীর যে কথাটির উপর ভর করে আমাদের বিপক্ষেরা এত আন্দোলন করছেন, সে কথাটা তাঁরা আদৌ বুঝতে পারেন নি; যদি বুঝতে পারতেন তাহলে নিশ্চয়ই এটা বোধগম্য হ'ত যে, স্বরাজলাভের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাঁরা মহাত্মাজীর মত নিষ্কলঙ্ক নন, তবে তাঁর মত অধিকাংশ লোকেরই কাছে দেশের স্বাধীনতা এবং সত্য ও অহিংসার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে সত্য ও অহিংসার পক্ষ অবলম্বন করাই স্বাভাবিক। কারণ এটা সব দেশেরই খাঁটি কথা যে নিজের দেশ বা জাতি বিশেষের স্বার্থের চেয়ে মানবজাতির কল্যাণ অনেক বড় জিনিষ; কিন্তু ইহার বোঝা কঠিন নয় যে এই বড় সাধনার মধ্যেই ভারতের স্বরাজ বা স্বাধীনতা আপনি এসে পড়ে। এ জিনিসটা বুঝতে পারা কঠিন নয়, তবে যাঁরা এ কথাটা নিয়ে এত হৈ চৈ করছেন, তাঁরা যদি বুঝেও না বুঝবার ভান করেন, তা হলে তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

তারপর জনসাধারণের কথা তুললে অনেক কথাই বলতে হয়, কারণ দেশের উচ্চ যাঁদের চোখে ধূলো দেবে তাঁদের এটা চিরকালের কথা যে classes ও masses অর্থাৎ তথাকথিত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত চাষা-ভূষোদের মধ্যে যোগাযোগ নেই; এটা তাঁদের একচেটিয়া ধারণাই হচ্ছে এই দুই পক্ষের মধ্যে একটা কাল্পনিক বিরোধ খাড়া করা। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত যখন কংগ্রেস নানা জায়গায় মারামারি নরম গরম দলাদলির ভিতর দিয়ে আবেদন নিবেদনের থালা মাথায় নিয়ে কর্তাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াত, তখন তাঁরা বলতেন—"এদের সঙ্গে দেশের কোনো যোগ নেই, বিলাতী রাজনীতির ফেশানদুরস্ত কতগুলি নিয়ে কয়েকজন শিক্ষিত লোকে এ আন্দোলন চালাচ্ছে, দেশের শতকরা ৯৯ জন লোকের এতে সহানুভূতি নেই।" কিন্তু যখন মহাত্মাজীর সোনার কাঠির পরশ পেয়ে সমস্ত দেশ শিক্ষিত অশিক্ষিত জন তাদের নির্বিশেষে জেগে উঠলো—প্রাণবান্ হয়ে উঠলো—তখন দেখা গেল 'মূক ম্লান মূক মুখে' ভাষা দেখা দিয়েছে, তাদের 'শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে' দুর্জ্জয় আশা ও বেগে উঠেছে আর সেই সঙ্গে কাজ করবার শক্তিও উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। এখন সমস্ত দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিপুল আশা বুকে নব জাগে দেশে দিয়েছে, তখন কর্ত্তৃপক্ষ বলছেন, "এ আন্দোলনের সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায় ভদ্রলোকের কোনো যোগ নেই, কতকগুলি [illegible] লোকের [illegible] ও কতকগুলি অশিক্ষিত চাষা ও মজুর মজুরনি ছাড়া এ আন্দোলনে আর কিছুই নেই।" আসল কথা হচ্ছে এই যে যেখানে স্বার্থে আঘাত লাগে সেখানে মনের মাঝখান থেকে অনেক কল্পনা ও জল্পনা মিথ্যার রোশনাই নিয়ে বেরিয়ে আসে কিন্তু ক্ষমতাশালী লোকের সেই রোগে ভয় থাকে যতক্ষণ না সে প্রকৃত সত্যাশ্রয়ী হয়ে উঠে।

অসহযোগীদের উপর অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রের সম্পাদকের ও তাদের বিদ্বেষের সব চেয়ে এইটেই বেশী অভিযোগ যে তাঁরা নাকি অহিংসানীতির খোলস দিয়ে মনের কথা খুব উগ্রভাবে কিছু সময়ের জন্য চাপা রেখেছেন। কথাটা আদৌ সত্য নয়, কারণ এটা আমাদের প্রতিদিনের দেখা হয়েছে যে অসহযোগিগণ হাসিমুখে সব নির্য্যাতন সহ্য করছে, পরকে নির্য্যাতনের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে পীড়ন বুক পেতে নিচ্ছে। তারপর কি আর তাদের মনোগত ভাবের প্রতি অবিশ্বাস করা সম্ভব, কারণ এটা নিশ্চয় বুঝতে পারেন যে আমাদের অহিংসা তার দুর্বলের কাপুরুষতা নয়, সবলের আত্মনিগ্রহ এটা সাত্ত্বিক ক্রিয়া, এর কাছে প্রতিশোধস্পৃহা হার মেনে যায়; শুধু তাই নয় এ অহিংসার মধ্যে আত্মশুদ্ধি, অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আত্মনিবেদন, নিজের পাপ ও পরের পাপ মোচনের জন্য প্রার্থনার প্রকৃষ্ট উপায়। যদিও এ ভাব এখন পরিপূর্ণভাবে প্রত্যেক অসহযোগীর প্রাণে জাগে নি, কিন্তু ভারতের আত্মার আদর্শনিষ্ঠা জেগেছে, তাই বিলাসী বিলাস ছেড়েছে, ভোগী ভোগ ছেড়েছে, অহঙ্কারী আজ অহঙ্কার ত্যাগ করে বৈষ্ণবের বিনয়ে নত। অনেকেরই মনের প্রাণে এ ভাব এখনও সম্পূর্ণ জাগে নি, তাদের এ ভাব মনে ফুটিয়ে তুলতে দেরীর ত্রুটি করছে না এবং অনেক স্থলে সফলও হয়েছে। তাই বলেছিলাম, এ অহিংসা নীতি অসহযোগীদের কাছে সাধের নির্দেশের মত, সময় হলেই তারা এ নির্দেশ ত্যাগ করবে, এ কথা বলা শুধু সত্যের অপলাপ নয়, ঈশ্বরের চক্ষে পাপও বটে।

তারপর খিলাফতের প্রতি অবিচার দূর করবার জন্য আমাদের মুসলমান ভাইরা যে এত উঠে পড়ে লেগেছেন, তাদের প্রাণে যে ভারতের স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আশা জাগে নি, এটা মিথ্যা কথা। অবশ্য খিলাফতের মীমাংসা হলে মুসলমানদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপর যে অত্যাচার জুলুম করা হয়েছে, তার প্রতিকার হয় বটে, কিন্তু ভারতবাসী মুসলমান তাতে স্বরাজলাভের জন্য এই আন্দোলন ত্যাগ করবে এমন কথা কে বললে? ভারতবাসী যখন স্বাধীনতার জন্য জীবন পণ করে কাজে লেগেছেন, তখন খিলাফতের মীমাংসা হলেই যে মুসলমানেরা পরাধীনতার শৃঙ্খল গলায় পরে বসে থাকতে রাজী হবেন, এমন ধারণাও মুসলমান ভারতবাসীর আত্মসম্মানে আঘাত করা ভিন্ন আর কিছুই নয়। কংগ্রেসের আশীর্ব্বাদে এখন মহাত্মাজীর নেতৃত্বে হিন্দু মুসলমান সকলে বুঝেছেন যে পাঞ্জাব অত্যাচারের প্রতিকার করতে হলে তাদের স্বরাজ নেওয়া চাই, খিলাফত অবিচারের সংশোধনেও তেমনি তাদের বুক পাতবার প্রয়োজন এবং এই দুটী

তাহাই সিদ্ধ হবে তাহতে স্বরাজপ্রতিষ্ঠায়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও ঠিক এই কথাই বলেছিলেন—"বিলাতী ত্যাগের যথার্থ সমাধান হবে তাহতেই স্বরাজ লাভে"।

এই যে ঘটেছে হিন্দুমুসলমানের যুক্ত সাধনার ফলে যে আর হয় নি তার প্রধান প্রমাণ হচ্ছে যে লাঙ্কাশায়ারের কর্তাদের মহাজনীতে টান পড়েছে। ভারতবর্ষে ওদের যেখানে খুব খুব নাম-ডাক পড়ত সেখানে নবীন পাটে মাঞ্চেষ্টারের "স্বদেশ বিদেশ নিয়া মরমে" জন্ম আমাদের অন্তরাত্মায় মন্ত্রই পড়েছে। বিলাতীকাপড়ওয়ালা দল ছেড়ে অভাবে উঠে যাচ্ছে, বিলাতীমাল আর বড় বিকায় না। এর পর আরও তাদের প্রমাণ যখন অর্থনীতিবেত্তারা দিবেন, তখন চোখ মেলে আমাদের বিলাতকে যেন দেখেন পাটের চাষ উঠে গিয়ে সেখানে তুলার চাষ বসেছে, মদের দোকান উঠে গিয়ে সেখানে খদ্দরের দোকান হয়েছে। তখনকার কল্পনায় মনে হয় আরও এ দৃশ্য নিশ্চয় দেখাবে, তখন জগতের সামনে এটা নিশ্চয়ই স্পষ্ট প্রমাণিত হবে যে মহাত্মাজীর খদ্দর-আন্দোলন অর্থহীন ত নয়ই এবং তাহা একদিনে হঠাৎ হয় নি বরং সে আন্দোলন দিন দিন দিনের সঙ্গে তাদের বুকে আকাঙ্ক্ষাকে আরও দৃঢ়তর মূর্তিতে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াস পাবে।

সত্য প্রকাশ

[শ্রীপ্রবোধ গুপ্ত]

অসহযোগীর প্রধান অস্ত্র সত্য। শুধু সত্য বলা নয়, সত্য আচরণ করাই অসহযোগীর জীবনের কর্তব্য। শুধু কার্য্যে নয়, কায়মনোবাক্যে সত্য সাধনাই অসহযোগীর ব্রত। এ আদর্শ বড় উচ্চ, এ সাধনায় সিদ্ধ হ'লে মানুষ দেবত্বের স্তরে পৌঁছে যায়। সাধ সকল—দুর্বল অক্ষম। প্রাণের ভিতর থেকে এই আদর্শ সাধনায় চেষ্টা করলেই আমাদের বাহিরের ক্ষেত্র। সকলই অন্তরের ব্যাপার।

প্রত্যেক অসহযোগীকে এই আত্মশুদ্ধির মন্ত্র গ্রহণ করতে হবে। তা না হ'লে মনে এক, মুখে আর এক হ'লে সিদ্ধির দিন পেছিয়ে যাবে মাত্র। তাই বহুদিনের সাধনার পর প্রত্যেক কর্মীকে বুকে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করতে বলি—তাঁরা কতদূর এই মন্ত্র সাধনে সিদ্ধিলাভ করেছেন।

জীবনে যা সত্য বলে অনুভূতি হবে, নির্ভীকভাবে সেই সত্যপ্রকাশে আমরা সাহসী হয়েছি কি? অবশ্য অনুভূতির বিভিন্নতায় ক্রমপ্রকাশমান খণ্ড সত্যের প্রকাশের কথা বলিতেছি না—তবে যখন একবার একটা স্থির অনুভূতিতে সত্যসিদ্ধান্ত পৌঁচেছে, তখন তাকে প্রকাশ করবার দুঃসাহস আমাদের কয়জনের হয়েছে? সে সাহস যদি আজও আমাদের না হ'য়ে থাকে, তাহলে এ মন্ত্র সাধন গোড়াতেই বিফল হয়েছে।

অন্যায় করা যেমন পাপ, অন্যায় সহাও তেমনি একটা পাপ। অসত্য আচরণ যেমন দোষের, অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়াও তেমনি দোষের। আমাদের স্বভাবটা বড় নির্বিবাদী—নিজেরটা কোনও রকমে হ'লেই হ'ল—অন্যের সম্বন্ধে আমাদের মাথা ব্যথা কম। নিজের জিজ্ঞাসায় সত্যকেও আমরা দশজনের সামনে মুখ-ফুটে প্রতিষ্ঠিত করতে নারাজ। এই দৈনিক দুর্বলতায় আমাদের পেয়েছে। সব তাতেই আমরা line of least resistance যাকে বলে সেই নির্বিরোধের পথে চলতে চাই। তাই নিজের ভিতর একটা সত্য জাগলে, সেটাকে অন্তরেই চেপে রাখতে চাই। আবার যে সত্য বুঝি অপ্রিয় হয় তবে অন্য কেউ বললেও তাকে প্রকাশ না করাটাই সুবিবেচনার মনে করি। যদি বা প্রকাশ করি তাহলেও সত্যের একটা বিকৃত মূর্তি দেখাই।

চক্ষুলজ্জা এসে কর্তব্য ও জাতির রাজনীতির সিদ্ধির সত্যটাকে ঝাপসা করে দেয়। এ জঘন্য দুর্বলতা যতদিন না নেতাদের মধ্য থেকে দূর হচ্ছে, ততদিন এ জাতির স্বরাজ সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না।

সত্যাগ্রহী অসহযোগী সেই যে অসহযোগ মন্ত্রকে সত্যানুবর্তিতায় সাধক আদর্শ নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে। সত্যপ্রকাশে সমাজ একদিকে, আর নিজে একদিকে—তাতেও যেন পিছু পা না হই। তোমার সত্যানুভূতিকে নির্ভীকভাবে ব'লে যাও—সত্য নির্যাতন আসুক, জীবনে যত দুঃখ পেতে সইতে হবে। একটিলোকের সৌভাগ্যে, সত্যসাধনাতে আজ তারা কতখানি উঠে গেছে—কিন্তু দুঃখের বিষয়, আর কাকেও এমন দেখি নাই তার পর আর কোনও নতুন কথা বলে। মনে আসলেও, বলবার সাহস কই? যেন শেষ সত্য বলা হয়ে গেছে—তাদের নবীন প্রাণে আর কোনও বাণী জাগে নাই।

একদিন যে আলোকে পথ দেখেছি—তারপর আরও যে পথ রয়েছে, আঁধার যে চারিদিকে জমাট হয়ে এসেছে—এ সময় পথে নিশীথ রাতে কে আমাদের আলো দেখাবে? তখনকার উজ্জ্বল আলো কোন্ নবীন ঋষির অনুভূতির মধ্য দিয়ে আমাদের পথ দেখাবে? সে অধিনায়ক কাহাকেও দেখি না। সকলেই চলিত, সমাজে পুরাতনের মোহে অবশ হ'য়ে অতীতের স্মৃতিতে মগ্ন। ভবিষ্যতের আশা কে জাগাবে? বর্তমানের জড়তা কে দূর করবে? পশ্চাতে সকল যুক্তি, নিস্ফল বক্তৃতা দিয়ে সমাজকে বশ করা চলে—কিন্তু জীবনের উদার পথে চলা কি যে দরকার নাই!

প্রতিবাদ—কথায় ও কাজে

[শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী]

যুগসন্ধির বাজারের বাঙালী আমরা কথায় কথায় প্রাণহীন প্রতিবাদ করিতে পারি, কিন্তু মানুষের মান ইজ্জত বা ন্যায় বুদ্ধি লইয়া যেখানে যথেচ্ছাচার হয় সেখানে অনেক সময় আমাদের মুখে কথা ফুটে না। কারণ অকারণে যাহারা মুখর, বাচাল, সেই আমরাই মানুষের মত কথা বলিবার প্রয়োজন হইলে যেন সহজ সজ্জায় মূক সাজিয়া বসি। যে সব ক্ষুদ্র স্বার্থ ও ক্ষুদ্র চিন্তা মানুষ ও তাহার বুদ্ধিকে হীন, ক্ষুদ্র করিয়া দেয় তাহাদের দ্বারা কথার [illegible] জন্য আমরা সর্বপ্রকার যুক্তিতর্কের সমাবেশ করিতে পারি, প্রয়োজন হইলে সে বিতণ্ডায় প্রাণমন ঢালিয়াও দেই। কিন্তু উদার ও মহান্ বলিতে যাহা তাহার বিরাট ব্যবস্থার উপর যখন আক্রমণ হয়, মানুষের কিংবা লক্ষ লক্ষ মানুষের সহিত তাহার একটা জাতির ন্যায়সঙ্গত দাবী ও অধিকার সকলকে যখন পদদলিত ও তাহার শক্তি ও [illegible] যেভাবে অবমানিত করা হয়, তখন মৌনাবলম্বনেই তখন আমরা শ্রেয়োজ্ঞান করি, নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষতার নির্লজ্জ [illegible] কর্তব্যের অবসান খুঁজিয়া পাই।

মানুষ যখন কাপুরুষতার আশ্রয় মাগিয়া তাহার অন্তরের দেবতাকে এমন ভাবে অপমানিত করে তখন স্বাভাবিকই সে আপনাকে একান্ত ক্ষুদ্র ও হীন করিয়া ফেলে। কিন্তু সে সবচেয়ে ছোট হয় তখনি, নিজেকে একান্ত কৃপার পাত্র করিয়া তোলে শুধু তখনি, যখন সে এ সব দুর্বলতা দেখাইয়াও জানিতে ও বুঝিতে পায় না যে সে কতখানি হীন। অন্যের শক্তিতে, অনুকম্পায় বাঁচিতে চেষ্টা করা মানুষ সমস্যা হইয়াও নির্বিরোধে বড় আপন মনে চলিয়া যায়, ভাবে কিছু তার লাভ আছে, দিন বেশ কাটিয়া যাইতেছে—কষ্ট শুধু দেখিয়া গেলে, তাতে লোকটার লাভ গেল! কাহার অভিশাপে জানি না, বাঙালী আজ [illegible] ঠিক এমন ভাবের বৈঠকিয়া সাজিয়া বসিয়াছে। দুঃখের কথা লোকের ব্যক্তিগত ঠিক ব্যক্তি হিসাবে তাহার আজ লৌকিক ও [illegible] নাই, এবং সে ভাবিয়াও দেখে না যে মনুষ্যত্বের এ ক্ষেত্রে সে কত কাঙাল। লোকের যদি কিছু থাকে তবে তাহা তাহার এই অবস্থা। মানুষ হীন দরিদ্র হইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রাণের সহিত অনুভব করা চাই যে তাহার অভাব কোথায়। [illegible] বক্ষে বন্ধ লইয়া আজও প্রত্যাদেশের সাম্প্রদায়িক হয় বাঙালী দেশের মাটি ও সমাজের বিভিন্ন আকাশে জনিত প্রতিক্রিয়ার হইয়া কত কঠোর যাতনায়ও বাঙালীর কানে সে আজ তাহা বেসুর ঠেকে না প্রাণের বেদনায় অসহায়ই কি তাহার কারণ নহে?

কথায় কথায় প্রতিবাদ করিতে বাঙালীর কত মুখর হইয়া উঠে, সমগ্র জাতির সমান দুঃখ আসিও দেখিয়াও আজ তাহারা মূক জড়ের মত নিশ্চল। স্বদেশীযুগে যে বাঙালী মানুষের মত কথায় ও কাজে তাহার অন্তরের প্রতিবাদ করিয়া বিদেশী শাসকসম্প্রদায়কে প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাদের সমক্ষে বাঙালীর পুরুষ ও পুরুষোচিত বিশিষ্টতা প্রমাণিত করিয়াছিল, সে বাঙালী আজ সমগ্র দেশের বিভিন্ন জনগণকে বেদনায় লাঞ্ছিত ও পদদলিত দেখিয়াও উহাদের প্রতিবাদ জানায় না—অন্যত্র হইতে বাঁচাইতে হইলে মানুষকে যে ভাবে প্রতিবাদ জানাইতে হয় সেভাবে জানায় না। [illegible] বৎসর পূর্বে পাঞ্জাবে যখন জালিয়ানওয়ালাবাগ অভিনয় হয় তখন বাঙালী আমরা অনেকে দূর হইতে বিদেশের দর্শকের কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া সহজ আত্মাভিমানের সহিত ভাবিয়া লইয়াছিলাম, 'পাঞ্জাবী ভীরু, সে সরকারের হইয়া গোলা-বারুদ লইয়া যুদ্ধ করিতে জানিলেও অন্তর তাহার কাপুরুষতার উপকরণে গঠিত, নহিলে সে এত অত্যাচার, এত নির্যাতন, তাহার মানুষের উপর অপমান, এত লাঞ্ছনা সহিয়া লয়? নহিলে তাহার এক একটা সমগ্র পল্লীর অধিবাসী তুচ্ছ জীবনের মায়ায় বুকে হাঁটিয়া পথ চলিবার তীব্র অপমান অবাধে স্বীকার করিয়া লয়?' আমরা ভাবিয়াছিলাম, 'পাঞ্জাবী যদি ভীরু না, তবে ভীরু কে? যে জাতি এত অপমান ও নির্যাতন অবনত মস্তক করিয়া লইতে পারে, সে ভীরু নয়, তবে কি বাঙালী ভীরু? আর সব প্রদেশে এমন একটা অঘটন ঘটিতে পারিলেও, কই বাংলায় এমন কোন ঘটনা কল্পনাও ঘটিতে পারে কে বলিবে? বাঙালী শারীরিক বলে অন্য প্রদেশবাসীর অপেক্ষা দুর্বল বা সবল যাহাই হউক, আত্মবিশ্বাস ও মানসিক বলে সে অন্য কাহারও অপেক্ষা হীন নহে, তাই পিঠে করিয়া অত্যাচার ও অপমান বহিয়া দেওয়া তাহার প্রকৃতিতে নাই, বুক পাতিয়া দিয়া সকল আক্রমণের বেগ সহিয়া ও বাধা করাই তাহার জাতীয় বিশিষ্টতা।' পাঞ্জাবের বুকের উপর দিয়া যখন রক্ত বন্যা প্রবাহিত হইতেছিল, দূর হইতে বাঙালী আমরা তখনও যেন অভিমানের সহিত এ সব ভাবনায় আত্মপ্রবঞ্চনা করিতেছিলাম—ভুলেও ফিরিয়া তাকাইয়া দেখি নাই, গোলামীর দীক্ষা লইয়া, পরাধীনতার পাদন্যাস টানিয়া টানিয়া সেখানে আর পুরুষের আর কতটুকু, আর কোনরূপে দিন কাটাইতে পাইবার লালসাই বা কতখানি। বিধাতার বিধানে ভুল ভাঙিবার দিন এত কাল পরে তবে আসিয়াছে। ফরিদপুরে দেশের মুসলমান শিক্ষিত প্রায় ভদ্রলোকদিগের গ্রেপ্তারে, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ, ঢাকা, কলিকাতা ও দেশের বিভিন্ন স্থানে নিরীহ শান্তপ্রাণীর জীবন লইয়া সমগ্র পল্লীবাসিগণ অত্যাচারে, সর্বোপরি বাংলার রাজধানী কলিকাতার বুকের উপর দুই মাইল [illegible] দিয়া অবাধে দেশের মাতৃজাতির অপমান, লাঞ্ছনা ও অত্যাচারে বাঙালীকে

ছিনিয়া লইবার অবকাশ ঘটিয়াছে। বাঙালী পুরুষ কি কাপুরুষ, বাঙালীর কাছে তাহার মান ও সম্ভ্রমের মূল্যই বেশী, অথবা গায়ে-ঢেলা জীবনই তাহার অধিক প্রিয়, এ প্রশ্নের জবাব আজ বাঙালীকে দিতে হইতেছে, কিন্তু বাঙালী তাহা মানুষের মত দিতে পারিতেছে কি? আমরা এখানে সমগ্র বাঙালী জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি,—একজন চিত্তরঞ্জন কিংবা আবুল কালাম—আজাদ, দু'চারটা শ্যামসুন্দর কিংবা জিতেন্দ্রলাল কি করিয়াছেন, কি করিতে প্রাণ দিয়াছেন, তাহার হিসাব লইতে বসি নাই। মানুষের মত দু'চারটা মানুষ আদর্শ ও প্রেরণা যোগাইতে পারে, কিন্তু সমগ্র জাতিটা যদি তাহা গ্রহণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে না চায় তবে তাহাকে কে তুলিয়া ধরিবে? মানুষ যদি তাহার মনুষ্যত্বের অধিকার জানিতে পাইয়াও মানুষের মত না চলিতে চায়, তবে সে বাহিরের প্রাণহীন আকৃতিতে যতই মানুষ না হোন, তাহার হৃদয়ের মৃত শক্তিকে কেহ জাগাইতে ও দাঁড়াইতে পারে না। একটা জাতি যখন উঠে বা পড়ে তখন তাহার নিজেকেই উঠিতে বা পড়িতে হয়, এবং সে জন্য তাহার প্রত্যেক নরনারীকেই সেই উঠিবার বা পড়িবার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় মাথায় করিয়া লইতে হয়।

তাই আমরা জানিতে চাই, নিজের অভিমান ভরে বাঙালী আমরা পাঞ্জাবীকে ভীরু ও দুর্বল প্রদেশবাসীদিগকে দেশাত্মবোধ ও দেশভক্তিতে সাধারণতঃ আমাদের অপেক্ষা হীন মনে করিয়া এ পর্যন্ত অনেক কাল কত কি ভাবিয়া আসিলেও পরীক্ষার দিন আজ ব্যক্তিগত ভাবে কে কতটুকু ত্যাগ করিয়া সমগ্র জাতির মুখ উজ্জ্বল না হইলেও রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছি। ফাঁকা মুখের কথায় দেশভক্তি প্রদর্শন এ পর্যন্ত অনেক হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এ দলিত, লাঞ্ছিত, আত্মবিস্মৃত জাতিটা তাহাতে উঠিয়া দাঁড়ায় নাই। ফাঁকা কথায় বাগ্ প্রতিবাদের ঘটাও কংগ্রেসকে গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া অনেক দেখা গিয়াছে, কিন্তু আহার ও অধিকারের প্রতিবাদ কমই পাওয়া গিয়াছে। এ সব দেখিয়া শুনিয়াই আজ আমরা এই মুমূর্ষু জাতিকে দাঁড়াইবার জন্য অর্থহীন ভাষার আড়ম্বর ছাড়িয়া অন্তরের কর্মকেই সর্বান্তঃকরণে ধরিয়াছি। যে সব ব্যাপারে ও বিধি ব্যবস্থায় আমরা দুর্বল ও হীন হইয়া পড়িয়াছি, অপমান ও অবহেলা সমস্তই আমাদিগকে নত করিয়া দিতেছে, আমরা যদি মানুষ, এই তবে শুধু মুখের কথায় তাহাদের প্রতিবাদ করিয়া বাস্তবিকই ত আমরা পারি না। মনের প্রকাশ তাহা যখন দিবার না, কর্মই তখন সে মনকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। ইচ্ছাশক্তির শক্তি যেমন দৃঢ়তায়, কর্মে আবার সে দৃঢ়তার তেমনি পরীক্ষা। ভারত আজ স্বরাজ চায়, বাঙলা আজ স্বরাজ চায়—মুখের কথা কানে শুনি। চারিদিকে দম্ভ ও দর্পের যে সব বীভৎস লীলা চলিতেছে, আত্মসম্মান জ্ঞানী আমরা কিছুতেই সে সব সহিব না, এ সব অর্থহীন দম্ভ প্রতিবাদ তাহাও আমরা শুনি। কিন্তু বাস্তবিক বাঙলা স্বরাজ চায়, এ সব সত্যই বাঙালীর মনের কথা, তাহারা প্রতিবাদ করিয়াছে—কিন্তু কথায় নহে, মানুষের মত কাজে। আজ তাঁরা জেলে। ফাঁকা কথায় প্রতিবাদের ঘটা দেশে আজ সর্বত্র, অথচ যে দিকে তাকাই সে দিকেই আর কিছু অলস চোখে না ঠেকিলেও লোকের গায়ে বস্ত্রের অসদ্ভাবটি দৃষ্টিকে বিকল বিস্মিত করিয়া দিয়া যায়। অমন সহজ সরল উপায়েও যদি আজ আমরা আমাদের এ জাতির প্রতিবাদ না জানাইতে পারি তবে অন্যায় ও অত্যাচারকে আর তখন কি ভাবে অনাদর করিতে পারিব জানি না।

কথাই নহিক কাজেই হউক প্রতিবাদের উত্তর প্রাণে। চরকা কাটা, আট হাত খদ্দর পরা সেও তুচ্ছ কথা, জীবন দিতে যায় প্রাণ যদি যাবে,—তবে বাধা কোথায়! আহা, এ জাতটা যদি আজ সত্য সত্যই তাঁর হারানো প্রাণ ফিরিয়া পাইত! লাঞ্ছনা অপমানের শত ঘাত প্রতিঘাতের মানুষের মত শুধু একবার সত্য প্রতিবাদ করিয়া জীবন ধন্য করিত।

মহাত্মাজী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

ভূতপূর্ব ভারত-সচিব মন্টেগু সাহেব যেবার যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন এই বাঙলা দেশেরই একজন বিশ্ববিখ্যাত বাঙালী তাঁহাকে একখানা বড় পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং তাহার মস্ত একটা জবাবও পাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই আগাগোড়া তাল তাল ফাঁকা কথার বোঝায় ওরা চিঠিখানির কাটিকুটি ছাড়া আর কিছুই আমার মনে নাই, এবং বোধ করি থাকবেও না। কিন্তু একটা মোটা কথা আমার বেশ মনে আছে। তিনি বার বার জোরে, এবং বিনয় করিয়া এই বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথাটাই ঢের পাতা ধরিয়া সাহেবকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে বিশ্বাস না করিলে বিশ্বাস পাওয়া যায় না। যেন এত বড় নূতন তত্ত্ব কথা এই ভারতভূমি ছাড়া বিলেতী সাহেবের আর কোথাও জানিবার সম্ভাবনাই ছিল না! অথচ আমার বিশ্বাস সাহেবের মত অত বড় লোক এ তত্ত্ব তিনি সেই প্রথমও শুনেন নাই এবং সেই প্রথম ও জানিয়া যান নাই। কিন্তু ধাপ্পা এক এক জাতকে মারা যায়। তাই সাহেবকে কেবল এমন সরল কথা এবং তাহা ব্যবহার করিতে হইয়াছিল যাহা দিয়া চিঠির পাতা ভরে কিন্তু অর্থ হয় না।

কিন্তু কথাটা কি বাস্তবিকই সত্য? জগতে কোথাও কি ইহার কোন ব্যতিক্রম নাই? গভর্নমেন্ট আমাদের অর্থ দিয়া বিশ্বাস করেন না, পল্টন দিয়া বিশ্বাস করেন না, পুলিশ দিয়া বিশ্বাস করেন না ইহা অবিসম্বাদী সত্য। কিন্তু তবু কেবল এই জন্যই কি আমরাও বিশ্বাস করিব না

তবে এই যুক্তিবলেই দেশের সর্বপ্রকার রাজ-কার্য্যের সহিত অসহযোগ করিতে বলিয়া থাকিব? সকলমেন্ট ইহার কি কি [illegible] দিয়া থাকেন জানি না, খুব সম্ভব কিছুই দেন না, [illegible] এই [illegible] মনে হয় যেন বাহির হতে [illegible] কথা থাকে কিন্তু মনে থাকে না। কিন্তু তাঁহাদের [illegible] বুলি ছাড়িয়া যদি স্পষ্ট করিয়া বলেন তোমাদের এই সকল দিয়া বিশ্বাস করি না খুব সত্য কথা, কিন্তু সে শুধু তোমাদেরই মনের নিমিত্ত।

আমরা রাগ করিয়া বলিব কি, এ আবার কি কথা? বিশ্বাস কি কখনও একতরফা হয়? তোমরা বিশ্বাস না করিলে আমরাই বা করিব কেন?

[illegible] যদি গান্ধী [illegible] আসিত, এ কথাটা যেন [illegible] একতরফা কথা [illegible] অস্বাভাবিকও নয়। তাহা হইলে কেবল মাত্র [illegible] জোরেই [illegible] হইত না। এবং [illegible] একটা উৎসবের মত যদি করিতেন, পীড়িত [illegible] যখন [illegible] চিকিৎসার চোখ বুজিয়া ডাক্তারের হাতে আত্মসমর্পণ করে তখন বিশ্বাস কথাটা একতরফাই থাকে। পীড়িতের বিশ্বাসের অনুরূপ [illegible] ডাক্তারের কাছে কেহ দাবী করে না এবং করিলেও মেলে না। চিকিৎসকের [illegible] তাঁহার দায় ও [illegible] [illegible] সে তাঁহার নিজের নিজেরই থাকে। [illegible] [illegible] [illegible] কোনদিন বিশ্বাস করিতে হয় আপনারই কল্যাণে, আপনারই প্রাণ বাঁচাইবার জন্য।

[illegible] অনুরূপ হইতে পারে, কিন্তু উভয়েরই চলে [illegible] না। [illegible] অসহযোগ আত্ম-সমর্পণ করিতেন [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হৃদয়ে রহিল, [illegible] নিজে তাঁর [illegible] তখন না চলে [illegible] না চলে তাই। তাই [illegible] এত সমস্ত ছাড়িয়া মহাত্মাজী রাজ-শক্তির এই শুধু নাড়াই [illegible]। তিনি মারা-মারি কাটা-কাটি, [illegible] বাদ দিয়াছেন নাই, তাঁর সমস্ত আবেদন [illegible] অনুরোধ এই আত্মার কাছে। রাজশক্তির [illegible] কোন বালাই না থাকিতে পারে কিন্তু এই শক্তিকে চালনা যাহারা করে তাহারাও নিষ্কৃতি পায় নাই। এবং মহানুভূতিই যখন জীবের সকল দুঃখ কষ্ট, সকল জ্ঞান, সকল কর্মের আধার তখন ইহাকেই আশ্রয় করিতে তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন। কোন স্বার্থ ও অনাচারে ইহা যত মলিন যত আচ্ছন্নই না হইয়া থাক একদিন ইহাকে নির্মল ও মুক্ত করিতে পারিবেন এই অটল বিশ্বাস হইতে তিনি এক মুহূর্তও বিচ্যুত হন নাই। কিন্তু লোভ ও ক্রোধ দিয়া স্বার্থকে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ দিয়া হিংসাকে নিবারণ করা যায় না তাহা মহাত্মা জানিতেন। তাই দুঃখ দিয়া নহে, দুঃখ সহিয়া, বধ করিয়া নহে আপনাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে বলি দিয়েই এই ধর্ম যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার তপস্যা, ইহাকেই তিনি জীবনে ধর্ম বলিয়া অকপটে প্রচার করিয়াছিলেন। পৃথিবীব্যাপী এই যে উদ্দাম অবিশ্বাসের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ অহোরাত্র পিষিয়া মরিতেছে ইহার একমাত্র সমাধান কলি-গোলা-বন্দুক-বারুদ-কামানের মধ্যে নাই, আছে কেবল মানবের [illegible] মধ্যে, আত্মোপলব্ধির উপলব্ধির মধ্যে এই পরম সত্যকে তিনি সমস্ত প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই অহিংসা মূলকে মাত্র কল্পিত উপায় বলিয়া নয়, কিন্তু জীবনের একমাত্র ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং এই জন্যই তিনি স্বদেশীয় আন্দোলনকে রাজনৈতিক না বলিয়া আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য চিরদিনের পথ দিয়া প্রাণপণে পরিচালন করিতেছিলেন। [illegible] উপহাস করিয়াছে, অপমান অবিশ্বাস করিয়াছে কিন্তু কোনটাই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। ইংরাজ রাজশক্তির প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছেন কিন্তু মানুষ ইংরাজদের কোনদিন না কোনদিন আত্মোপলব্ধির প্রতি আজও তাঁহার বিশ্বাস তেমনি স্থির হইয়া আছে।

কিন্তু এই অভ্রান্ত নিরুপম নির্ভর বলিয়া বুঝিয়া উঠা অনেকের পক্ষেই কঠিন। তাই সেদিন শ্রীযুক্ত বিপিন বাবু যখন মহাত্মাজীর কথা—"I would decline to gain India's Freedom at the cost of non violence, meaning that India will never gain her Freedom without non-violence" তুলিয়া ধরিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে "মহাত্মাজীর কথা—সত্যাগ্রহ, ভারতের স্বাধীনতা বা স্বরাজ লাভ এই সংকল্প একটা অঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু মূল লক্ষ্য নহে" তখন তিনিও এই নিগূঢ় সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। অপরের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ না করিয়া মানবের পূর্ণ স্বাধীনতা যে কত বড় সত্য বস্তু এবং ইহার প্রতি বিশ্বাস [illegible] যে অন্তরে স্থান পাইলে তাহা তিনিও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সত্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মূল ডাল প্রকৃতি নাই, সত্য সম্পূর্ণ এবং সত্যই সত্যের শেষ। এবং এই চরমের মধ্যেই মানব জাতির সর্বপ্রকার এবং সর্বোত্তম লক্ষ্যের পরিণতি রহিয়াছে। দেশের স্বাধীনতা বা স্বরাজ তিনি সত্যের ভিতর দিয়াই চাহিয়াছেন, মারিয়া কাটিয়া ছিনাইয়া লইতে চাহেন নাই, এমন করিয়া চাহিয়াছেন যাহাতে দিলে সে নিজেও বড় হইয়া যায়। তাহার শুধু ভিক্ষের কুৎসিত যে অর্থ নয়, তাহার দাতা-গ্রহীতা উভয়েরই সার্থকতার দান! অনেক জাতি দেওয়া নেওয়া ত সংসারে অনেক হয়ে গেছে, কিন্তু সে ত স্থায়ী হইতে পারে নাই,- তাই এই লেনদেন [illegible] ও কেবল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে কোথাও ত একটা [illegible] কম পড়ে নাই। তাই তিনি আর এ সকল পুরাতন পরিচিত ও ব্যবহৃত অসত্যের পথ হইতে বিমুখ হইয়া সত্যাগ্রহী হইয়াছিলেন, পণ করিয়াছিলেন মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ দান ছাড়া হাত পাতিয়া আর তিনি কিছুই গ্রহণ করিবেন না।

সত্যাগ্রহের দ্বারে স্বাধীনতা বা স্বরাজলাভ যখন তিনি ইংরাজ রাজের সর্বপ্রকার সংস্রব পরিত্যাগ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন তখন তাঁহাকে বিস্তর কটু কথা শুনিতে হইয়াছিল। সব কটুক্তির মধ্যে একটা তর্ক এই ছিল যে ইংরাজ রাজত্বের সহিত আমাদের চিরদিনের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ কিছুতেই সত্য হইতে পারে না। নিরস্ত্র শান্তির পথই বা এত ব্যাকুল হওয়া কেন? পরাধীনতা যখন পাপ এবং পরের স্বাধীনতা অপহরণকারীও যখন এত বড়ই পাপী তখন যেমন করিয়া হোক ইহা হইতে মুক্ত হওয়াই ধর্ম। ইংরাজ নিরস্ত্রের পথে বাধা স্থাপন করে নাই, এবং রক্তপাতেও সঙ্কোচ বোধ করে নাই, তখন আমাদেরই শুধু নিরস্ত্রের পথে থাকিতে হইবে এমন নালিশ গ্রহণ কার নিকটে [illegible]? কিন্তু মহাত্মাজী কর্ণপাত করেন নাই, তিনি জানিতেন এ যুক্তি সত্য নয়, ইহার মধ্যে একটা মস্ত বড় ভুল প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। বস্তুতঃ, এ কথা কিছুতেই সত্য নয় যে যাহা কিছু অন্যায়ের পথে অন্যায়ের পথে একবার প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেছে আর তাহাকে অন্যায় বলাই চলে, যেমন করিয়া হোক তাহাকে নির্মূল করাই আসল ধর্ম। যে ইংরাজ রাজাকে একদিন প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল দেশের সর্বোত্তম ধর্ম, সেদিন তাহাকে ঠেকাতে পারিলাই বলিয়া আজ যে-কোন-পথে তাহাকে বিদায় করাই দেশের একমাত্র ধর্ম: এ কথা কোন মতেই জোর করিয়া বলা চলে না। অন্যায়ের আক্রমণ সত্যের পথেই জয় লাভ করে অতএব ইহাকে বধ করিয়াই স্বাধীনতার আক্রমণ বলা যায় তাহা সত্য নয়।

(ক্রমশঃ)

সর্ব্বরোগ হর পবিত্র—

“হিন্দু” মকরধ্বজ।

অম্লশূল, উদরাময়, বহুমূত্র, প্লেগ, কলেরা—প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মহামারী রোগের অব্যর্থ প্রতিষেধক মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহস্থের আবশ্যক। ৮ মাত্রা ৩৲ টাকা পত্র লিখিলে সহরে বিনামূল্যে কলিকাতায় দেওয়া হয়। ব্যবস্থাপক কবিরাজ—শ্রীশ্যামাচরণ দাস, আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ মফস্বলের রোগী-দিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

হিন্দু মেডিসিন—১০১, হ্যারিসন রোড,—কলিকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ও সংবাদপত্র সম্পাদকগণ কর্ত্তৃক
বিশেষভাবে প্রশংসিত

“স্বাবলম্বনের” গ্রন্থমালা

(১) জাতীয়তার অনুভূতি, (২) কুটীর শিল্প, (৩) ব্যক্তিগত অর্থনীতি, (৪) লাভজনক কৃষি, (৫) রং ও রঞ্জন বিদ্যা এবং (৬) সাবান তৈয়ারির মসলা।

মূল্য প্রত্যেক পুস্তক ।৹ ∕ মাশুলাদি পৃথক্ শ্রীঅমরেশ কাঞ্জীলাল, ৬০।১এ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

The Slavery of Our Times

BY
COUNT LEO TOLSTOY
Price—8 Ans.

An up-to-date
Life sketch of C. R. Das
By Sukumar Ranjan Das
Price Rs. 0-10-0

INDIAN BOOK CLUB,
College Street Market, CALCUTTA.

তাঁত ও তাহার সরঞ্জাম

বুনতে চান? বিস্তৃত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—
খুলনা উইভিং কোং লিমিটেড (খুলনা)

ঘোষ এণ্ড সন্স।

জুয়েলার্স, ওয়াচ মেকার এণ্ড অপ্‌টিসিয়ান্স

অর্ডার দিলে নূতন বিলাতের সকল প্রকার গহনা-পত্র সুন্দররূপে তৈয়ারি করা হয়। যেমন লেস্ সেট্, ইয়ারিং, ব্যাংগল, ব্রোচ, পেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

ঘড়ীর ও গহনার মিনার কাজ উত্তমরূপে করা হইয়া থাকে।

সকল রকম ঘড়ী ও আসল ব্রেজিল পাথরের চসমা বিক্রেতা।

ক্যাটলগের জন্য পত্র লিখুন।
১৬।১ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ও হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

শ্বাসারি

বক্ষ, শিরঃ, কাশ, কফ, হাঁপানি প্রবীণ চিকিৎসক, কবিরাজ শ্রীনবীন চন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণের—হাঁপকাশের অব্যর্থ ঔষধ এক মাস সেবনে হাঁপানির অসহ্য যন্ত্রণা মহাশক্তির ন্যায় দূর হয়। সর্ব্ববিধ পুরাতন ও নূতন হাঁপকাশের উহাই মহৌষধ। ১ শিশি ১।০ মাঃ ।৶৹। কাশ, কফ, যক্ষা, জ্বর ও সর্ব্ববিধ কঠিন রোগের অবস্থা লিখিলে বা স্বয়ং আসিলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ শর্ম্মা-কবিরত্ন।
৩৬নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট কলিকাতা

নূতন ধরণের অল্প মূল্যের **হোম প্রিন্টার** মুদ্রণ ছাপাখানা বা হাত প্রেস ইহাতে ঠিক মেশিনের মত ছাপা, ফুলস্কেপ ১।০ কাগজ অনায়াসে ছাপান যাইবে, ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন। এস, সি দত্ত এণ্ড কোং, নং ১০০ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গলিত কুষ্ঠ ও ধবল বা শ্বেত কুষ্ঠ

রোগের অব্যর্থ একমাত্র মহৌষধ যে, কোন কারণের ও যত কঠিন হউক নিশ্চয় আরোগ্য হইবে কখন ব্যর্থ হইবে না। আমাদের এই ঔষধে কুষ্ঠ রোগ একেবারে নির্মূল হইবে। গলিত কুষ্ঠরোগের ঔষধ বহুসাধ্য মূল্য কম করা হইয়াছে। ঔষধের নাম “এন্টিলেপ্রা কম্পাউণ্ড” মূল্য ১০৲ টাকা এক মাসের ব্যবহারের উপযোগী।

রোগের ঔষধের নাম “ধবলিন্ কম্পাউণ্ড” মূল্য ৮৲ টাকা এক মাসের ব্যবহার উপযোগী। কুষ্ঠ রোগের উপসর্গ-চিকিৎসা-বিধান ও অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত (বাঙ্গালা পুস্তক লেপ্রোসি ট্রিটমেন্ট অবলম্বনে) মূল্য ৵৹ দুই আনা রোগী পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে দেওয়া হয়। অসংক্রমণে আমাদের চিকিৎসালয়ে আসিলে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

অত্যন্ত গরীব লোককে ঔষধাদি দেওয়া হয়। বাসাভাবে এখানে থাকিতে হইলে নিজেকে খান খোরাক করিয়া লইতে হয়।

ব্যবস্থাপক—
ডাঃ পি, ব্যানার্জ্জী
গ্রেট বেঙ্গল ফার্ম্মাসী
মিহিজাম ই, আই, আর।

"বাঙ্গলার কথা"

বার্ষিক মূল্য—৩৲ টাকা, ষাণ্মাসিক—১।৷০ টাকা।
মফঃস্বলে এজেন্ট হইবার জন্য শীঘ্র পত্র লিখুন।
ভিঃ পিঃ তে কাগজ পাঠান হয় না।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের নূতন গ্রন্থ

দেশের কথা	৸০
স্বরাজের কথা	যন্ত্রস্থ

"THE SOUNDING OF THE TRUCE—TRUMPET"

[Being an exhaustive account of the Malaviya Conference including the dramatic exit of Sir. Sankaran Nair, with the impressions of Mahatma Gandhi, Sir P. C. Ray, Joseph Baptista and other leaders of india]

Price—8 as.

To be had of—**INDIAN BOOK CLUB,**
College Street **MARKET**, Calcutta.

নচ দৈবাৎ পরম্ বলম্।

"দৈববল"

রেজিষ্টার্ড।

মস্তকে ও অঙ্গাদিতে যেখানে হউক না কেন যদি ছুলি দাদ ঘুন, পিত্তপুষ, ফিলিপুষ, মেচেতা প্রভৃতি চাকা চাকা হইয়া থাকে তাহা হইলে দৈবপ্রাপ্ত মহৌষধ ৭ দিন ব্যবহারে নিশ্চয় আরোগ্য ২।৩ দিনে সম্পূর্ণ [illegible] হইবে। [illegible] বড় শিশির মূল্য ৸৵০ [illegible] ডাক মাশুল ৵০ সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক।

ব্রাঞ্চ:—কলিকাতা।
৩৩নং জানবাজার ষ্ট্রীট
৩৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট।
নিবেদন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীবিনোদলাল বসু
দৈববল কার্য্যালয়।
যশোহর।

DAS & SONS.

SIVA PRIYA TAILA.

Cures guranteed *cures guranteed.*

Specific for

Rheumatism, Impotency, Orchite, Headaches, Burns Skin diseases and affectation of Bronchial mucus.

Office 41/1 B. Baranoshi Ghose Street.
CALCUTTA.

Price Re 1/-V. P. extra,

High Commission is allowed to the whole-sale dealers.

পাম্প্ পাস
Pum-Pus

শিল্প প্রদর্শনী।

সর্ব্বপ্রকার অতিরিক্ত কেশোদ্গম রোধ করিতে ইহা সম্পূর্ণ নূতন ও অদ্ভুত।

পাম্প-পাস—অদ্বিতীয় তৈল বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্পূর্ণ অভিনব আবিষ্কার।

পাম্প-পাস - কলকে ও পরীক্ষা আবিষ্কৃত ও প্রস্তুত সর্ব্বপ্রকার প্রসিদ্ধ ঔষধের তুলনায় সর্ব্বোত্তম ও অদ্বিতীয়।

একবার ব্যবহার করিলেই বুঝিতে পারিবেন দেশের বিভিন্ন বিদেশীয় তুলনায় কত সুন্দর ও মজবুত হইতে পারে।

পাম্প-পাস—তৈলের ব্যবহার সহজ ও আনাইলে সকল বা ব্যবহার করা খুব সহজ এবং মূল্য সুলভ। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

PUM-PUS MFG. WORKS,
Belgachhia, Calcutta,

জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়, শিরোরোগের মহৌষধ। মূল্য ১ শিশি এক টাকা, ৩ শিশি আড়াই টাকা, এক ডজনের ৯।৷০ টাকা, এক গ্রোস ১০৮৲ একশত আট টাকা। ৵০ এক পোয়া শিশি ৪।৷০ টাকা চারি আনা।

সি, কে, সেন
কোং লিমিটেড,

কর্পূরাসব

কলেরার মহৌষধ।

প্রতি শিশি—১।৷০ টাকা।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইউ সি চক্রবর্ত্তীর
কালির চাক্তি ও নিব।

পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল এবং স্থায়ী। সহজে গলিয়া যায়। নিবে কাঁকানি পড়ে না বা কলম নষ্ট হয় না। বিলাতি সমস্ত কালির সমকক্ষ উচ্চ প্রশংসিত।

প্রতি চাকতিতে এক আউন্স উজ্জ্বল কালি হয়। মূল্য—কাগজের ব্লুব্লাক এবং কমার্শিয়াল ব্লুব্লাক প্রতি ডোজন ১।৷০ আনা। উজ্জ্বল ব্লুব্লাক প্রতি ডোজন ৸৵০ আনা। উজ্জ্বল লাল, প্রতি ডোজন ১৶০ আনা। ক্রীম ভায়োলেট এবং স্বর্ণ কালী প্রতি ডোজন ১৲ টাকা। (পেন নিব) বাকেটী এবং ষ্টুডেন্ট পেন প্রতি ডোজন ১৲ টাকা।

বড় অর্ডারে প্রচুর কমিশন দেওয়া হয়। চাহিলেই নমুনা পাইবেন।

ইউ, সি, চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং
বাটখোলা, কলিকাতা।

Printed at the Metcalfe Press,
79, Balaram Dey Street, Calcutta.

Printed and Published by—Dhirendra Chandra Mukhopadhya,
7, Bhabanicharan Dutt Lane.

বাঙ্গলার কথা

বার্ষিক মূল্য ৭৲ টাকা | সম্পাদিকা—শ্রীমতী বাসন্তী দেবী | নগদ মূল্য এক /০ আনা

প্রথম ভাগ { কলিকাতা, শুক্রবার, ১৭ চৈত্র, ১৩২৮ ; ৩১শে মার্চ, ১৯২২ { ২৫শ সংখ্যা

ভাববার কথা

(কোন্ পথে)

বৎসরাধিক কাল হইল মহাত্মাজীর নেতৃত্বে ভারতে এই বিরাট আন্দোলন চলিয়াছে, সে আন্দোলনে মহাত্মাজী দেশবাসীকে কোন্ পথে পরিচালিত করিয়াছেন এবং তাঁহার অবর্তমানে আমরা কোন্ পথে চলিব, তাহার হিসাব নিকাশ করিবার সময় আসিয়াছে। যুদ্ধের উত্তেজনায় এ আন্দোলনের সৃষ্টি হয় নাই, সমগ্র ভারতের তর্কবিতর্কের পর বর্তমান কর্মধারা গৃহীত হইয়াছে; সুতরাং যে আশা বুকে ধরিয়া ভারতবাসী কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ সফল না হইলেও অনেকটা যে সাফল্যলাভ করিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বেশী কিছু অধিক দিনের কথা নয়, যখন শিক্ষিত ভারতবাসীর একমাত্র বাসনাই ছিল যে পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্পূর্ণ অনুকরণ করাই জাতীয়তার বিকাশসাধন, তখন তাঁহারা পাশ্চাত্যের অনুকরণে রাজনীতি ও সমাজনীতির আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের লক্ষ্য তখন ছিল যে-কে ধাঁ'কৃ। বিদেশ পানে উঁচাইয়া; কিন্তু দেশের যে প্রকৃতি, তাহাকে আর আর এ অবস্থায় অধিক দিন চাপিয়া রাখিতে পারে না। প্রকৃতির প্রতিশোধ আরম্ভ হইল। একদিন ভারতবাসীর চক্ষু খুলিল, সে দেখিল বিদেশী রঙ্গশালায় তাহার স্থান নাই, সে অস্পৃশ্য, পতিত কুকুরের ন্যায় তাহার প্রবেশ নিষেধ। তখন তাহার মনে আসিল, নিজেকে তাহাকে তাহার জাতিসত্তা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, তবেই সে বিশ্বের দরবারে স্থান পাইতে পারিবে। সে তাহার নিজেদের খুঁজ করিয়া দুই একটা কর্মপ্রণালী গ্রহণ করিল এবং সার্বজনীন তাহারই অনুসরণ করিয়া চলে। কাহারো উপাসনা আসিয়া উঠিল, তাহাকে সে তাহাকে সুখ পাইতেছিল, আরাম পাইতেছিল। তবেই ভারতবাসী বুঝিতে পারিল দেশজননীকে চিনিতে পারিয়া, আমাদেরই কাহারো মনুষ্যত্বকে বলি দেওয়ার মত আনন্দ!

কিন্তু উত্তেজনার বশে ভারতবাসী যে পথ ধরিল, সেই পথে সে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। সে কংগ্রেস গড়িল, আবেদন নিবেদনের থালা মাথায় করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইল, দেশাত্মবোধে সে লাঞ্ছনাই পাইল, লাভ কিছুই হইল না। কোনও প্রকারে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও জাতিসত্তা জাগাইতে না পারিয়া, সে মূক ও চঞ্চল হইয়া পড়িল। আবার অবসাদ আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে যাইতেছিল, ঠিক এমন সময়ে ভারতবাসীর বুকে প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া রাউলাট আইন গৃহীত হইল, জালিয়ানওয়ালা বাগের পবিত্রক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের রক্তে রাঙা হইল, খিলাফতের ব্যাপারে মুসলমানের ধর্মে আঘাত করা হইল; একটির পর একটি অত্যাচার একই সময়ে ভারতবাসীর বুকে আসিয়া বাজিল। অমৃত ভারত শুধু লাঞ্ছিত হইল তাহা নহে, এইবার আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। ভগবানের উপযুক্ত সময়ে নেতা জুটাইয়া দিলেন—তিনিই মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মাজী ভারতবাসীকে বলিলেন, "দেখ, এইযে শাসনতন্ত্র যাহা আমাদিগকে পিষিয়া মারিতেছে, তাহা আমাদিগের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে, সে সব হইতে সকলে হাত গুটাইয়া লও।" ইহাই তাঁহার অসহযোগ আন্দোলন। তিনি বলিলেন ভারতের প্রাণ আসল মানুষ, পল্লীবাসী তথাকথিত অর্দ্ধশিক্ষিত জনসম্প্রদায়, তাহাদিগের সহিত শহরবাসী তথাকথিত শিক্ষিতের যোগ নাই বলিয়াই আমাদিগের এই দুর্দশা, তাই তাহারা মূক, দেশের কাজ বুঝে না, অনেকস্থলেই কর্মজীবনে পঙ্গু। অতএব তাহাদিগের মূক ম্লান মুখে প্রাণের ভাষা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, তাহাদিগের আজ ম্লান বুকে নূতন আশার [illegible] তুলিয়া

তাহাদিগকে মুক্তি দিতে হইবে যখনই তাহারা মুক্তমনে অভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে, তবেই সব অভাব দূরীভূত হইয়া পড়িবে।

এইবার দেশসেবকদের দৃষ্টি পড়িল পল্লীর দিকে, কারণ তাঁহারা তখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন সেখানেই তাঁহাদের আসল জাতীয় যোগ রহিয়াছে। পল্লী সংস্কারের জন্য যখন তাঁহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষ্য হইল পল্লীবাসীকে সুস্থ ও সবল করিয়া তোলা। মহাত্মাজী বলিলেন যেমন শাসকসম্প্রদায় তেমনই সহরবাসী এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইহারাই দেশটাকে অধঃপতিত করিয়াছেন। কারণ দেশের প্রাণ যে পল্লীবাসী তাহাকে তাঁহারা অবহেলা করিয়া মরণের পথে ছাড়িয়া দিয়াছেন। পল্লীতে পল্লীতে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকগণ গিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার মন্ত্রে তাহাদিগকে দীক্ষিত করিল এবং অসহযোগ আন্দোলনের কি উদ্দেশ্য তাহাও তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল। ক্রমে সেই সব মূক প্রায় মুখ দুঃখে প্রাণের ভাষা ফুটিতে লাগিল, তাহাদিগের আত্মজ্ঞান জন্মিতে আপনার শক্তিও জাগ্রত হইয়া উঠিল। আবার মানুষ হইয়া উঠিবার অদম্য বাসনা তাহাদিগের মধ্যে জাগিল; তাহাদিগের পূর্বেকার সেই অবসাদ হইতে এমন একটা সংহত শক্তি ফুটিয়া বাহির হইল যে যাহার অভাবে তাহারা পতিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার সম্মুখে তাহারা উন্নত মস্তকে আসিয়া দাঁড়াইল। ভয় বা বিষাদ ভাবনা তাহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে দূর হইল।

মহাত্মাজী বলিলেন, মানুষের পেটে যদি দুবেলা অন্ন জুটে, কটিতে যদি বসন থাকে আর যদি সে মহাজনদের হাত হইতে রক্ষা পায়, তাহা হইলে তাহার অভাব থাকে না, দুর্ভাবনাও থাকে না এবং এই কয়টি বিষয়ে তাহাকে পরমুখাপেক্ষী না হইতে হইলেই তাহার স্বরাজ লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ অন্নে বস্ত্রে সে স্বাধীন হইলেই তাহার সকল দিক হইতে যে শক্তি উদয় হইবে তাহাতেই তাহার অন্তরের স্বাধীনতা আনিয়া দিবে; এইরূপে মানুষ বাহিরের ও অন্তরের স্বাধীনতা লাভ করিয়া স্বরাট্ হয়। মহাত্মাজীর উপদেশ মত পল্লীবাসীরা অপ্রতিহত শক্তিতে কার্যারম্ভ করিয়া অগ্রসর হইল, শাসকসম্প্রদায় দেখিলেন এখন হইতেই এই শক্তির দমন করিতে না পারিলে, ভারতকে আর শাসন শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখা সম্ভব হইবে না। তখন তাঁহারা অপূর্ব দমননীতির প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, যেখানে যেমন অবস্থায় পাইলেন দেশসেবককে বড় হইতে ছোট পর্যন্ত আবদ্ধ করিলেন এবং সর্বশেষে এবার মহাত্মাজীকেও আবদ্ধ করিলেন। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি ভারতের অন্তর হইতে যে শক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা শত নির্যাতনেও আর নিষ্ফল হইবে না, তাহা দিন দিন বর্ধিত হইয়াই চলিয়াছে, কারণ ভারতবাসী এখন বুঝিয়াছে দেশের উন্নতিকল্পে নির্যাতনসহ করা একটা গৌরবের কথা।

ভারতবাসী এখনও প্রাণের দেবতাকে সাক্ষী করিয়া কাজ করিয়াই চলিল, নিজের লজ্জা নিবারণের জন্য দুই দুই করিয়া চরকা চালাইয়া সূতা কাটিয়া তাঁতে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে লাগিল। খদ্দরের উৎপাদনে জাতির [illegible] বৃদ্ধ হইয়া উঠিল। আমাদিগের লজ্জানিবারণের জন্য যে ম্যানচেষ্টার ও ল্যাঙ্কাশায়ারের দিকে আমরা তাকাইয়া থাকিতাম, ভারতবাসীর অধ্যবসায়ে খদ্দর-পরিধানের প্রচলন হওয়ায় জাতীয় গ্লানি অনেকটা অপসারিত হইয়াছে। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে ভারতবাসীকে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হইলে, আরও বস্ত্র উৎপন্ন করিতে হইবে, তাহাকে চরকা অস্ত্র চালাইয়া কামানের গোলা-গুলিকে জয় করিতে হইবে, ইহাতে যত অত্যাচার হোক্ তাও, দুঃখকষ্টও বরণ করিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না, কারণ জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা আগে, তারপর ব্যক্তির জীবন।

আমাদিগের ভবিষ্যতের সকল কার্যের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কাজের ভার আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে; তাহা গ্রামগুলি হইতে অস্পৃশ্যতা পাপ দূর করা। সহরে এ দোষ অনেকাংশে অল্প, কিন্তু গ্রামে তাহার প্রভাব বিস্তর। দেশের একশ্রেণীকে হীন করিয়া রাখিলে আমরা নিজেরাই হীন হইয়া পড়িব, তাই বলিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া দেশের কার্যে নিযুক্ত করিতে না পারিলে আমাদিগের স্বরাজলাভ সুদূর পরাহত। তারপর আমাদিগের এই জাতীয় প্রতিষ্ঠার শুধু অস্পৃশ্য জাতি না সকলকেই সংযত হইয়া হিংসা দ্বেষ বিসর্জন দিয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে, কারণ ভারতের এই মোহনিদ্রা জাগরণীতে আজ ব্রাহ্মণ শূদ্রকে একত্র মিলিয়া একপ্রাণে মন স্থির করিয়া দেশমাতৃকার অভিষেক দিনে সকলকেই ভক্তি করিয়া পবিত্র তীর্থনীর আনিয়া স্বরাজকে সম্ভাষণ করিতে হইবে।

অভয় মন্ত্র

[কাজী নজরুল ইস্‌লাম]

বল্, নাহি ভয় নাহি ভয়!
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়!
বল, ঐহিক শাস্তি বন্দী, মোদের স্বাতন্ত্র্য বন্দী নয়;
বল্ নাহি ভয় নাহি ভয়।
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, পুরুষোত্তম জয়।
তুই নির্ভর কর্ আপনার 'পর,
আপন পতাকা কাঁধে তুলে ধর্,
ওরে যে যায় যাক্ সে, তুই শুধু বল্ 'আমার হয়নি লয়!
বল্, 'আমি আছি', আমি পুরুষোত্তম, আমি চির দুর্জয়!
বল্, নাহি ভয় নাহি ভয়!
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয়! ইত্যাদি
তুই, চেয়ে দেখ্ ভাই আপনার মাঝে,
সেথা জাগ্রত ভগবান রাজে;
নিজ বিধাতারে চিন্, আকাশ গলিয়া পড়িবে ঝরিয়ে;
কেহ বিধাতার দাতা বিধাতা, বিধাতা কাহারো কি হয়?
বল্, নাহি ভয় নাহি ভয়!
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয়! ইত্যাদি
আজ বন্দী তোর কারার মাঝে
আচেতন নারায়ণ ঘুম-ঘোরে,
শুধু সত্যের কোন লক্ষ্য তাঁহার নহে কিছুতেই নয়।
তোর অচেতন চিতে জাগো রে চেতনা নারায়ণ চিন্ময়।
বল্, নাহি ভয় নাহি ভয়!
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়! ইত্যাদি
ঐ নির্যাতকের বন্দী-কারায়
সত্য কি কভু শক্তি হারায়?
ক্ষীণ দুর্বল ব'লে ক্ষুদ্র-আমি'র হয় যদি পরাজয়,
ওরে অখণ্ড-আমি চিরমুক্ত সে, অবিনাশী অক্ষয়!
বল্, নাহি ভয় নাহি ভয়।
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ! জয় সত্যের জয়! ইত্যাদি

ওরে সত্য যে চির স্বতঃ প্রকাশ,
রোধিবে কি তারে কারাগার, ফাঁস?
ঐ অত্যাচারীর সত্য-পীড়ন আছে তার আছে ক্ষয়;
সেই সত্য মোদের ভাগ্য বিধাতা যার হাতে শুধু লয়!
বল্, নাহি ভয় নাহি ভয়,
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়! ইত্যাদি
যে গেল সে নিজেরে নিঃশেষ করি'
তোদের পাত্রে দিয়া গেল ভরি'
ঐ স্বর্গ মৃত্যু পারেনি তারে পারেনি করিতে লয়।
তাই আমাদের মাঝে নিজেরে বিলায়ে সে আজি অক্ষয়।
বল্, নাহি ভয় নাহি ভয়,
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয় ইত্যাদি
ওরে ভয় তখনি ছুঁইবে প্রাণে,
আগেই মরে সে ম'রে থাকে প্রাণে.
ওরে আপনার মাঝে বিধাতা জাগিলে বিশ্বে সে নির্ভয়।
ঐ দুষ্ট-কারার বক্ষ কি ভগবান দৈবের বাঁধা রয়?
বল্, নাহি ভয় নাহি ভয়!
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়! ইত্যাদি
ঐ দুটো টুটো কাটা লোহার শিকল
ভগবানে বেঁধে করিবে বিকল?
ঐ ভাঙা ঐ বেড়ী কভু কি নিখিল বিধাতার কাজ লয়?
ওরে যে হয় বন্দী হ'তে সে, শক্তি আত্মার আছে জয়।
বল্, নাহি ভয় নাহি ভয়!
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয়। ইত্যাদি
ওরে আত্ম-অবিশ্বাসী ভয়-ভীত।
কেন হেন মন অবসাদ চিত?
বল্, পর-বিধানে পর-মুখপানে চেয়ে কি স্বাধীন হয়?
তুই আপনারে চিন্, বল্, 'আমি আছি' সত্য আমার জয়!
বল্, নাহি ভয় নাহি ভয়,
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয়! ইত্যাদি

আত্মপ্রতিষ্ঠা

[শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেন]

কোনো জাতির চিন্তার ভিতর যা স্বকীয় ধারায় যে সত্তারূপী বিশেষ অভিব্যক্তি লাভ করেছে—তাই নিয়ে হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য। আজকাল এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা যখন তখন, যেখানে সেখানে শুনে থাকি। আমরা জাতি-হিসাবে আমাদের স্বরূপ অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করছি এ খুবই সুলক্ষণ বটে; তবে আমাদের এই সত্তাটি খুঁজে পেলেই আমরা আমাদের সত্য, যথার্থ শক্তির সন্ধান পাব। জাতীয়তা-সাধনার নিহিত এই জাতীয় আত্মার স্পন্দন অনুভূতির মাঝেই লুকানো আছে। ব্যক্তি যেমন জীবনের সত্য প্রেরণাদি অবলম্বন করে ক্রমশঃ চিত্তের প্রসারের সঙ্গে সাথে অশেষ উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে—জাতির পক্ষেও তদ্রূপ। জাতির সত্তার

মধ্যেই তার জীবনীশক্তির মূল ;—ঐটী হচ্ছে তার মর্ম কথা। প্রথমে নিজের দৃষ্টি স্বচ্ছ হওয়া চাই—বুঝতে পারা—আমরা যতই পথ চলতে থাকব, ততই নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে শক্তি ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারব। এইরূপে ক্রমোন্নতি লাভ করে পূর্ণতর জীবন লাভ করতে পারব। জাতি বা ব্যক্তি – উভয়ের সম্বন্ধেই এ কথা বলা যেতে পারে যে তার সকল বিভিন্ন মূলে যে বিশিষ্টতার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন—সেটী হচ্ছে স্থির লক্ষ্য। এই স্থিরলক্ষ্য লাভ,—এ কার কি সত্য তা ঠিক নির্ণয় করার পূর্বে চাই আত্মজ্ঞান ও স্বধর্মের উপলব্ধি ;—আর সাধারণ প্রাণ ধরবার জন্য যে বিপুল প্রাণশক্তির প্রয়োজন তা লাভ করতে হলে চাই মনের পূর্ণ প্রশান্তি ও অটল শ্রদ্ধা ;—কারণ আত্মশ্রদ্ধার মধ্যেই আছে বিধাতার সঙ্গে যোগাযোগস্ফূর্তি আর তা-থেকেই হয় অপার শক্তি ও অনাবিল জীবনের আলো ও আনন্দ।

জাতির আত্মা বললে তাকেই আমরা বুঝব যা থেকে জাতির চিন্তন ভাবধারা ও কর্মপ্রেরণা গঠিত হয়ে থাকে। জাতির মধ্যে সত্য, শিক্ষা- যত কিছু সংস্কার পুঞ্জীভূত হয় তার সব কিছুকেই জাতীয় বৈশিষ্ট্য বলে বিধাতার চোখে দেখতে হবে,—এ কথা যদি আমরা জোর করে ধরে থাকি, তা হলে আমরা নিশ্চয়ই প্রতারিত হব, বিধাতার আত্মা প্রকাশ করলে যা হবে স্বাভাবিক—আমাদের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হবে না। জাতির আত্মার বৈশিষ্ট্য হবে তাই যাতে—স্ব-জাতি জাতির সমগ্রতা—যার উপর সে স্থির প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে ;—যার মধ্যে লোকের আবেগ আছে, দিব্যের স্পর্শ আছে যাকে আশ্রয় করলে তার বিকাশের পথই প্রশস্ত হবে। ভারতীয় জাতির মধ্যে সত্যের যে বিশেষ প্রকাশ দেখতে পাই—তাকেই বলব ভারতের জাতীয় বিশিষ্টতা। বিশিষ্টতা বলা বলতে মানে মিথ্যা সংস্কারের মতো রচনা করা বা অথবা সত্যের বিরোধী হওয়া নয়। আমরা সেই সব যাতে রয়েছে আমাদের শক্তি ও শান্তি, প্রেম ও ঐক্য, ঋদ্ধি ও আনন্দ। এ দেশের জনগণের অন্তরতম সত্য বা বিশিষ্টতা হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা,—অন্তর্দৃষ্টিতে বিধাতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত না হলে, নিত্যজীবন ও মনুষ্যত্ব অভিশপ্ত হবে। ভারত এই মনুষ্যত্ব অভিসারে অগ্রদূত ;—কিন্তু নবীন ভারতের জীবন যে বৈরাগ্যের অপূর্ণমিলনে গড়ে উঠবে, তারাই প্রেমে নিবে অখণ্ডতা। মানুষ শান্তিধারা ও সত্যের আনন্দের অধিকারী হবে। যেদিন আমার কর্মকে সমগ্র সত্তা ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে তারই উপায় ও তারই অভিসারের যন্ত্র বলে মানব মানবে সে দিন এই সত্যতার স্পর্শে উজ্জ্বল, ও অন্তরের অভিমুখী হবে,—শিক্ষা, অর্থ, রাষ্ট্র, ধর্ম সমাজ প্রভৃতি জীবনের সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে, এই সত্যই হবে সর্বস্বায়। যে মহামানবের আবের পথে মায়া-জগৎ পুনরুত্থান নিষ্ঠিত উঠবে—তার কাছে জগৎ মিথ্যা হবে না, জগৎ আর অসংবিভক্ত আত্মা হতে প্রকাশিত হবেন না,—তাঁর অভিস্পর্শে তার অন্তর জাতির সত্তা সুন্দর হয়ে উঠবে,—সেই প্রেমাধারের পূর্ণবোধ দৃষ্টি কাছে কিন্তু মায়াবিদ্যা না থেকে চিন্ময় জ্যোতির্ময় রূপে জগৎ রূপে দেখা দিবে।

মানুষকে এই অবস্থা লাভ করতে হলে, এই মাটির ধরাতে দেবতাদের উদ্বোধন হতে হবে,—যার সর্বাগ্রে প্রয়োজন, যে ভিত্তির উপর অন্তরতঃ মূর্ত হয়ে উঠতে পারে, সে হচ্ছে আত্মজ্ঞান, আত্মপ্রতিষ্ঠা। আত্মজ্ঞ, সত্যবান, —চিরনির্মল, বিধাতার মলিন স্পর্শ তাতে নেই ;—আত্মবোধ অন্তর ভাবের খনি,—আর এই চিন্ময় আলোক ও আনন্দেই মানবের জীবন-সাধনার আরম্ভ ও শেষ। মানবাত্মা চিরদিন এই নিত্য, চিন্ময় আনন্দের জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে আছে। তার প্রাণে তখনই শক্তি ও শান্তির অবদান নেমে আসে যখন তার 'সকল ক্ষুধার' পরে আনন্দের ধারায় মত অমৃত প্রেমস্ফূর্তি হতে থাকে। মানবজীবনে যেদিন প্রেম ব্যর্থ হয়েছে, সে দিনই তাকে বিধাতার আঘাতে পঙ্গু হতে হয়েছে। সহজে যে জাতি হিংসার জয় ঘোষিতে তারা জয়ী নিতে চায়, তাকে অবার দাঁড়ালেই ডুবে মরতে হয়। অপ্রেমের কালকূট আকণ্ঠ পান করে কি কেউ নিস্তার পেতে পারে। জীবনে যাঁরা প্রেমের পূজারী, তাঁরাই দৃষ্টির সামান্যে ভূলোক দ্যুলোক মুখরিত করতে পারেন। বুদ্ধি কিম্বা প্রভুত্ব বা দাসত্ব হতে পারে, বহুদের গোলামী হতে পারে ; কিন্তু প্রেম হতে পারে না ;—কারণ প্রেম যে আত্মদান, অনন্ত মিলনেরই আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত সমর্পণ। প্রেম শক্তিমানের ধর্ম,—অন্তরের আত্মদান সে করতে পারে না যে অহংকারের ঊর্ধ্বে নয়। আর তাঁরাই বিশ্বের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষী হতে হলে—সর্বপ্রথমে তাকে মুক্ত হতে হবে, তার সকল দীনতা-হীনতা মুছে ফেলতে হবে। জগতে যার মানবতার স্বাভাবিক অধিকার নেই, যে 'নিজবাসভূমে পরবাসী'—সে ত জাতিকে প্রেমের আহ্বানে আহ্বান করতে পারে না। ভারতের স্বরাজ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা না হলে বিশ্বে চিরশান্তি অসম্ভব। যাঁরা ভারতের স্বাধীনতা চান না অথচ শান্তি প্রয়াসী বলে নিজেদের প্রচার করেন তাঁরা ভিতরে দুর্বলতার বিষবাষ্প পুষে রেখে বাহিরে শান্তির বাণী কাঁদতে চান ;—কিন্তু প্রেম ত কপটাচারীর ধর্ম নয়। আমরা যে অশিক্ষিত, দরিদ্র এ অপবাদ আমাদের দূর না হলে আমরা ত জগতের প্রভুত্বশালী জাতিদের কাছে যথা সম্মান লাভ করতে পারব না,—আর তা না হলে প্রেমের অন্তর সত্তা পরিণত হবে না। জগতে কোনো কালেও শোষক-শোষিতে বা সবলে-দুর্বলে খাঁটি প্রেম হয় নি। আর অনুরাগের ভাবে ও আচারে দেখাতে হবে যে ভারতবাসীর শিক্ষা ও সাধনার নিজস্ব গৌরব আছে—সে শুধু অপরের অনুকৃতি নয়। যে ভারত আজো পৃথিবীর বহু মানব সমাজের অন্ন যোগাচ্ছে—সে নিজে দুর্ভিক্ষ মহামারীর কবল হতে আত্মরক্ষা করতে পারে না এ কলঙ্ক যাতে তার দূরে যায়—আমাদের দেশের গঠনকার্য সেই ভাবে চালিত করা চাই। মহাত্মাজী চরকার বহুল প্রচলনের কথা বলাতে প্রথমে অনেকেই হয়ত কত আপত্তি তুলেছিলেন ;—কিন্তু আজ অনেকেই অনুভব করেছেন

যে সকল দুঃখে অভাবের ক্লেশ দূর করতে হলে, প্রতিদিনের প্রতি ধনিকের অমানুষিক অত্যাচারের অবসান করতে হলে, সমতার ও বৈষম্যের বিষ কাহন করে জীবনকে শান্ত মধুর করে, তবে তুলতে হলে এই বহুতের দল চেতনা দান দেওয়া ভিন্ন অন্য গতি নেই। যদিও আর্থিক অধীনতা এ দেশের অধিকাংশ অনাদি-ব্যাধির কারণ, তথাপি শুধু অর্থ দিয়ে অত্যাচারের নিরসন হলেই চলবে না। আমাদের সমাজবিধানের এমন বদল চাই যাতে সমাজের নিপীড়িত দলিতদের মুক্তি পথ, সুখশান্তি নষ্ট না হয়ে যায়। এ দেশের প্রতি মানবশিশু যেদিন মায়ের কোলে কান্নার জন্ম উঠবে সে দিনই এ দেশকে স্বর্গের সুষমায় ভূষিত করে তার উপর মহাকালের অমৃতধারা বয়ে যাবে।

* * *

পথের নিশানা

[শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি]

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা,
ডাকিয়া বলিতে হবে, 'যার ভয়ে ভীত তুমি
সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার
তখনি সে পথ কুক্কুরের মতো পালাইবে বেগে
সংকোচে সত্রাসে—'"

কবির মুখ দিয়ে এই বাণী আমরা সেই সময় পেয়েছিলুম, যে দিন দেশের কল্যাণের সমস্ত ভাবনা চিন্তা উপায় সীমাবদ্ধ ছিল কতোগুলি শিক্ষিত যুবকের উপর। সে দিনের স্বদেশী আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু দেশের অন্তরে বাহিরে সে যে একটা স্পন্দন সুরু করে দিয়ে গেছে তা অস্বীকার করা চলে না।

যুবকদের মধ্যে দেশের যারা প্রাণ অর্থাৎ যারা দেশের লোককে খাওয়াচ্ছে—তাদের যোগ না থাকায় প্রবল উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে সব ঝিমিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সেই সুযোগে কতোগুলি লোক বেশ দেশের ভাণ করে চুটিয়ে ডাকাতি আরম্ভ করে দিলে, বোম্বাইএর মিলওয়ালারা অসম্ভব মূল্যে মাল বেচে বেচে পুঁজি মোটা করে তুললেন, বাংলার যে মূল্য তা আর কমলো না বাঙালী জাতটা স্বভাবতঃই যেন একটু আবেগী, তার মধ্যে তার প্রবণতা বা "সেন্টিমেন্টালিজম" এর যোগও আছে যথেষ্ট পরিমাণে। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' মাথায় তুলে নেবার কথা গান গেয়ে নেচে নেচে সভা করে সারা দেশময় তারা তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে দিলে কিন্তু দিনের পর দিন দিয়ে ঠিক তুলো হতে সুতো কেটে তাঁতে বুনিয়ে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' তৈরী করার দিকে তত কারো নজর পড়লো না, কেমন করে কেউ একেবারে, আর আমাদিগের ঐশী প্রতিভাও কেউ পায়নি যে চাইলেই হঠাৎ ইচ্ছে মোটা কাপড় আকাশ হতে বর্ষিয়ে পড়বে। উত্তেজনার প্রবল আবেগে দেশের কল্যাণের জন্য কতো অন্যায়ই না সাধিত হয়েছিলো। সবাই উত্তেজনার বিকারে হয়ে যখন প্রায় সকল অর্থ স্বদেশী বললেই বেশ কাজে লেগে উঠেছে, সেই যোগ ঘুচিয়ে দিয়ে যে মহাপুরুষ দেশের সামনে সত্যের উদার আদর্শ তুলে ধরলেন,—দেশের কল্যাণের প্রকৃত পথ দেখিয়ে দিলেন, কিন্তু 'দেশপ্রেমিকের' নেশায় মত্ত হয়ে আমরা তাঁকে শুষ্ক পরিহাসে কাপুরুষ বলে চলা আবার শুরু করলুম। তিনি হাসি মুখে বিদায় নিয়ে নিরালা নিভৃতে শান্তি নিকেতনে সেই আদর্শকে তাঁর ভাষায় প্রকাশ করতে লাগলেন।

…… …… …… ছুটতে ছুটতে এমন জায়গায় এসে আমরা পৌঁছলুম যে এখোনার উপরে আর নেই—সামনে অসীম সাগর; পিছিয়ে যাবার পথে যেমন পানে চেয়ে দেখি—সব জমাট বাধা অন্ধকার। আমাদের উদ্যমশক্তির সাথে সমস্ত যেন ছুটে আসছে ভেবেছিলুম, কিন্তু কই? সে যোগ বহু আমাদের নিজেদেরই ছুট-চলা পায়ের শব্দ।

তারপর কতদিন চলে গেছে। কংগ্রেস নানা জায়গায় বাৎসরিক সভা-সম্মেলন করেছিলে—'এ্যাজিটেশন্ ডেপুটেশন্ সেটিলমেন্ট' পলিসিকে পিছে ফেলে সেদিন যখন মহাত্মাজীর সোনার কাঠির পরশে জেগে উঠলো—তখন দেখা গেল 'মূঢ় ম্লান মূক মুখে' ভাষা বেরিয়েছে, তাদের 'শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে' ধ্বনিয়া আশার জেগে উঠেছে আর সেই সঙ্গে কাজ করার শক্তিও কিছু হয়ে উঠেছে।

কিছুদিন আগে সর্বত্র কর্তাদের কাছে আবেদন-নিবেদনের থালা সাজিয়ে নিয়ে গেলে তাঁরা জবাব দিতেন, "এদের সঙ্গে দেশের কোনো যোগ নেই। আইন ও তর্কশাস্ত্রে জাঁকালো শিক্ষিত যুবকের আন্দোলন ছাড়া এটা কিছু নয়, দেশের শতকরা ৯৫ জন লোকের এতে কোনো সহানুভূতি নেই কেননা তারা অশিক্ষিত, বেশ সুখেই তারা আছে। অতএব নামঞ্জুর।" আর আজ যখন সেই ৯৫ জনের প্রায় অনেকেই—

—"লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারো ঋণ,
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত হীন—"

হয়ে দেশের কাজে লেগে গেছে তখন কর্তাদের বুলি হয়েছে "এ আন্দোলনের সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায় ভদ্রলোকের কোনো যোগ নেই, কয়েকটী বেকার লোকের খেয়াল ও কতকগুলি অশিক্ষিত, চাষা ও কতক গুণ্ডামী-ছাড়া এ আর কিছু নয়।" সেকালের মতো একালেও যদি গান গেয়ে নেচে নেচে বেড়ানোর অভিনয় করে মোড়ক খুলে দিয়ে গাড়ী-ঘোড়ে এ আন্দোলন খুশী থাকতো তাহলে দিনের কিছু গোলমালের সৃষ্টি হতো না। কিন্তু মহাত্মাজী একেত বাঙালী নন্ এবং তার উপর জাতিতে বেনিয়া। কাজেই

দিকের নিজেদের রক্ষিতে [illegible] [illegible] প্রস্তুত ও উদ্যম করে নিতে তাঁর যথেষ্ট প্রয়াস খুব করাই আছে। যে চরকাকে আজ সবাই এক 'নিজের চরকায় তেল' দিতে বলা ছাড়া অন্যত্র গান্ধীজী ব্যবহার করতেন না আর মহাত্মার বহুবার অনুরোধে সবাই চরকার উপকারিতা একরকম বুঝেছেন এবং দেশের বিজ্ঞানের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ মনীষীদের তাঁদের এ চেষ্টার ফলে চরকার প্রচলন খুব বেশী না হলেও একেবারে কম নয় এই পরিমাণে হয়েছে ও হচ্ছে। ভারতবর্ষের চরকা যেখানে শত শত মাইল সুদূর থেকে [illegible] ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড় লক্ষ লক্ষ [illegible] লক্ষ লক্ষ খনির মতই প্রবেশ করিল, আর যেখানে সেখানে সব জোর চলে তা যে বাজারে বাড়তে লেগে গেছে এবং ভারতের দিনের এমন উন্নত অবস্থা বেশী হয় নি। ম্যাঞ্চেষ্টারের কল বাড়তে কি কারণে কি বন্ধ হচ্ছে না দেখার কোন প্রয়োজন নেই,—আমাদের দৃষ্টি সেই দিকে 'দিন' কম করে যেতে হবে, যাতে করে নিজেদের ভাত কাপড় আমরা নিজেরাই যোগাতে পারি যোগান তা হতেই কেন নেচী। তার কাপড়ে স্বাধীন হইলেই কি আমরা স্বরাজ পাবো? না তা নয়, এ ছাড়া যা বাকী আছে, আমাদের যা করতে হবে, কবির মধ্যে দিয়ে ভগবান অনেক দিন আগেই সকলকে বলেছেন—

"এসহে আর্য্য   এস অনার্য্য
হিন্দু মুসলমান,
এস এস আজ   তুমি ইংরাজ
এস এস খৃষ্টান।
এসহে পতিত   হ'ক অপনীত
সব অপমান ভার,
এস ব্রাহ্মণ   শুচি করি মন,
ধর হাত সবাকার।
মার অভিষেকে এস এস ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র করা
তীর্থনীরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে।"

স্বরাজ্য-সাধনা

[স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ]

দেশে আজ বিদ্বানের অভাব নাই, অভাব কেবল মানুষের। মানুষ অনেকই আছে কিন্তু মানুষের মত মানুষ আছে কয়জন? বর্ত্তমান ভারতের এই যে শোচনীয় অধঃপতন, এই যে রাজনৈতিক পরাধীনতা, ইহা ভারতবর্ষের কয়েকজন লোকের বা রাজনীতিকের কূট রাজনীতির অভাবে নয়, ভারতের ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার যখন বারংবার দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াও অক্ষুণ্ণ, অনেক [illegible] বিপুল আনন্দে বারংবার ভিন্ন ভিন্ন চাণক্যের মত রাজনীতিজ্ঞ ছিলেনই আছেন, তবে ভারতের এই দশা কিসের জন্য কিসের অভাবে? উত্তরে ভারতেতিহাস [illegible] বলিবে—'মনুষ্যের মনুষ্যত্বের' হিন্দু সমাজের বা যেদিন হইতে [illegible] সংস্পর্শে কলঙ্কিত এবং সত্যের বাণী অসত্যে ও গর্হিত ভাবে [illegible], ভারতের পতনারম্ভ সেই দিন হইতে। মধ্যযুগে হিন্দু জাতির মধ্যে যে পাশবিক আচারের অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহার ফল স্বরূপ অনেক আজ মানুষ হইয়াও পশু। পশুর সুখ পশুর স্বাধীনতা কোথায়? মানুষ পশুর উপর আধিপত্য করিয়া চিরকালই তাহাকে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির অবলম্বন ব্যবহার করে। এই দেব-মানব বর্জ্জিত-ভূমি ভারতবর্ষে মানুষ কোথায় তাহা ত দেখিতে পাই না, এখানের মানুষ ত দেখিতে পাই দিনান্তে যৎকিঞ্চিত আহার করিতে পাইলেই সন্তুষ্ট, খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা হইলে ধনবানের দাসত্ব করা, বীরত্বের নিদর্শন দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার, ধর্ম্ম অর্থে শূদ্র দর্শন করিলে স্নানাদি ও স্পর্শ করিলে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান মানবের উচ্চবৃত্তিগুলি [illegible] এমনই [illegible] এমনই পশু তাহাকে মানুষ ত কখন বলিতে পারি না। ভগবান বহুবার মূর্ত্ত হইলেন এই পশুকুলের মধ্যে কিন্তু পশু ত মানুষ হইল না। পশুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া সে ত স্বীয় মহিমার মাধুর্য্য বুঝিতে পারিল না, পরে আসিলেন ঋষির বাণী শুনাইতে যে তোমরা অমৃতের অধিকারী, কিন্তু তাঁহার অদ্বৈত বাণী আজ ধরাপৃষ্ঠে চূর্ণ বিচূর্ণ [illegible] আসিলেন ভগবদ্ভাবের ধ্বজা ধরাইতে কিন্তু পশু-প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় সত্যের পথের তাহার ক্ষীণ ধারা অচিরেই বিলুপ্ত। যেখানে পাশবিকতার প্রবল বেগতার উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা কমিতে পারে না—তাই ভারতের সনাতনবাদী মানবের এই পশুত্বকে নাশ করা। [illegible] মহাপুরুষ ভারতীয় দর্শন চিরকালই ঘোষণা করিতেছেন এই পশুত্ব দূর কর, প্রকৃত মানুষ হইয়া দেবতার অতীত তোমার অমরত্ব ফুটাইয়া তুল। যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পশুত্ব তাহার বিপরীত আচরণে উহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, বিনা প্রায়শ্চিত্তে কখন কর্ম্মের গ্রন্থি কাটিবে না। যে দুর্ব্বল জাতির উপর পশু অপেক্ষা হীনতর আচরণ করা হইয়াছে ও হইতেছে, যাহাদিগকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে তোমাদের শাস্ত্রে স্নানাদি করিবার বিধি আছে' তাহাদিগকে নারায়ণজ্ঞান জানিয়া আলিঙ্গন করিতে হইবে এবং পাপের প্রক্ষালনে মধ্যযুগে নারীজাতির যে অবমাননা হইয়াছিল সেই জন্য পবিত্র ভূমির জন্য তাঁহার পূজায় আজ তোমাদের জীবন বলিদান করিতে হইবে। তবেই এই অন্ধকার বিদূরিত করিয়া স্বর্গের জ্যোতি ধারা বিধাতার আশীর্ব্বাদরূপে পুনরায় তোমাদের উপর

বাসিয়া আসিবে। ভারতকে উঠাইবার জন্য ভগবান রামকৃষ্ণরূপে ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইলেন তিনি পাষাণ প্রতিমায় যাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন সেই ব্রহ্মময়ীকে সর্ব্বভূতে অনুভব পূর্ব্বক [illegible] উচ্ছিষ্ট মস্তকে বহন করিয়া 'জীব পূজার' এবং [illegible] সমস্ত স্ত্রীজাতির প্রতীকরূপে স্বীয় ষোড়শী ভার্য্যাকে [illegible] ভাবে পূজা করিয়া ভারতকে 'মাতৃ পূজার' ইঙ্গিত করিলেন, সেই ইঙ্গিতে স্বামী বিবেকানন্দ প্রাণের ভিতর অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন। আর জগদিচ্ছায় মহাত্মা গান্ধী ভারতের মুক্তির সাধনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মহাত্মাজীর এই আন্দোলন বা অসহযোগনীতিকে ও আমরা রাজনৈতিক আন্দোলন বা শুধু রাজনীতি বলিতে পারি না। ইহা যেন হিন্দু-ধর্ম্মের নব অভ্যুদয়। ভারতের সত্য বিমুক্তি [illegible] যেন একটী কঠোর সাধনা। তাঁহার উদ্দেশ্য ও কাজ নহে—সাধন, তাঁহার উপদেশ ও হিংসা দ্বেষ, ক্রোধ নহে—ক্ষমা মৈত্রী করুণা, তিনি বলেন—"যে ভারত পরমুখাপেক্ষী থাকিবে না, পরমুখাপেক্ষী হইও না, সাধন ভজনের জন্য—নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইতে শিখ, ভাইকে আর অস্পৃশ্য ভাবিয়া ঘৃণা করিও না তাহাকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন কর—ইহাতে যদি কেহ তোমাকে বাধা দেয় তাহার সহিত না, অথবা না উগ্র বিরোধ করিয়া সমস্ত বেদনা সহ্য কর, ইহাই ত ভগবানী—[illegible] এই নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে মানবের সত্য দূর হইবে, সমস্ত ভারত জাগিয়া এক অখণ্ড জাতি গড়িয়া উঠিবে। এই শক্তিকেন্দ্রের কর্ত্তা মানুষ নহে স্বয়ং শ্রীভগবান, [illegible] মানুষ নহে—তাহাতে সম্পূর্ণ নির্ভরতা রাখিতে [illegible] এই কঠোর বাণী গ্রহণ করিতে না পারিলে [illegible] হইবে না যিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের হইয়াছেন তাঁহার জন্য সর্ব্বাবস্থায় একমাত্র ভগবদিচ্ছা বিরাজ করিতেছে তিনিই এই কর্ম্মের সম্পূর্ণ উপযোগী তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যে বাণী বহির্গত হইবে বুঝিতে হইবে শ্রীভগবানই তাঁহার কণ্ঠে সেই সুর বাজাইতেছেন তাঁহার ইঙ্গিত মত যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে বুঝিতে হইবে তাহাই ভগবৎ কর্ম্ম। জগতে এমন কোন শক্তি নাই যে তাহার গতি রুদ্ধ করিতে পারে। যে নিজ বুদ্ধি শক্তির উপর নির্ভর করে তাহার [illegible] পূর্ণ করেন কিন্তু যিনি সকল দেহ মন ভগবানের উপর সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ করিয়া নিজ ইচ্ছাকে [illegible] জীবন দান করেন সমস্ত দৈবশক্তি পূর্ণ করিয়া শ্রীভগবান্ তাঁহাকে সমস্ত বাধা বিপত্তি হইতে সতত রক্ষা করিয়া থাকেন তাই বলিতেছি—আজ যিনি ভগবানের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া নিজ জীবন যজ্ঞ করিতে চান তাঁহাকে [illegible] মত হইতে হইবে। [illegible] না প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইলেও [illegible] বলিতে হইবে তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক [illegible] স্বামী।"

(ক্রমশঃ)

কথা-বার্ত্তা

[শ্রীপ্রবোধ [illegible]]

প্রেস-অর্ডিন্যান্স—

ছিন্ন পথ ফেলে যায় কালস্রোতে,
তুমি আসিবে কোন্ সাজে।

অনেক কালের পথ [illegible] পর এইবার প্রেস-অর্ডিন্যান্সের অন্তর্দ্ধানের সংবাদ এসে পৌঁছিল। [illegible] আসিয়ে [illegible] এই অদ্ভুত বিধির [illegible], তাদের [illegible] পারেনি, যদি এ মাঝে মাঝে [illegible] ফেলে দিয়েছে বটে। কিন্তু এ সংবাদের পূর্বে [illegible] সংবাদ যেই ঘটেছে,—[illegible] যারা এই দেশ [illegible] করতে থাকবে এবং [illegible] আন্দোলনকারীদের [illegible] লেখনীকে আর [illegible] কিছু রইল না, আর বিশেষতঃ আমাদের সবাই সুখী [illegible], তারা খুব [illegible], [illegible] এই ত [illegible] অবস্থায় [illegible] দেখে বুঝি [illegible]। কিন্তু আসলে দেশের লোক ভুলে গিয়েছে, দেশের [illegible] এখন [illegible] হয়ে উঠল, [illegible] এটা বলা দরকার হয়েছে যে [illegible] প্রাণের ভিতর থেকে যে বাণী বেরিয়েছে, তা [illegible] আইনে [illegible] পারেনি। [illegible] দিয়েছিল; এর মধ্যে [illegible] এসে জুটেছিল, [illegible] এই আইনের [illegible] বলেছে [illegible] কাজ করেছিল, বিশেষতঃ যাকে [illegible] সরকারের [illegible] এই বিধি উঠিয়ে দেবার পক্ষপাতী হয়েছে, সেটা হচ্ছে—ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৩ধারা, এ আইনগুলোর যা কিছু [illegible]—সবই [illegible] হয়ে গিয়েছে, সুতরাং [illegible] যেকোনো [illegible] প্রেস-অর্ডিন্যান্স [illegible] হতে পারে। অসহযোগ আন্দোলনকারীদের কথা স্বতন্ত্র, তারা যে কর্মের পথ ধরে চলেছে, তাতে সরকারের এ [illegible] তাদের একটুকুও বিচলিত করতে [illegible] না। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে একটা—কথা আমাদের মনে জাগছে।

সুখ দুখ দুটি ভাই,
সুখের লাগিয়া যে করে আদর—
দুখ যায় তার ঠাঁই।

কথাটা আর কিছুই নয়, কেবল এই যে [illegible] প্রেস-অর্ডিন্যান্সের অবসানে [illegible] খুব অনুভব করেছেন, তার মধ্যে কিছু একটা বিরাট [illegible]—সেটা আছে: সেটা হচ্ছে [illegible] নতুন ব্যবস্থা। এইবার [illegible] পুলিশবিভাগের [illegible]। [illegible] নতুন ব্যবস্থা হ'ল, [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] করবে, [illegible] লোকের কথায় যা কিছু [illegible] দেখা যেতে পারবে। [illegible] পুলিশবিভাগ এক

হ'য়ে গেলেই। আমাদের অনেকে এটা এখনও [illegible] দেখছেন না। [illegible] বড় জোরেই খুশী হবে পাট কি না, তাই সব সময়ে খুব জোরে নিশ্চিন্ত ভাবে সরকারের কাছ থেকে [illegible] করে [illegible] করে আসছে। [illegible] অধীন বা বৈদেশিকের ব্যবহার সম্বন্ধেও এটা বেশ [illegible]। সরকার অনেক লোককে ধরে অধীন বা বৈদেশিকতে পাঠালেন, দেশের লোকে হৈ চৈ করে উঠলেন; অমনি কতকগুলিকে ফেরত দেওয়া হল। আর বাকি কোথায়, মহাত্মাজীর দল বাকী লোকদের অবস্থা [illegible] আনতে পাঠালে পাগল আর পাইকে পাগল—"[illegible] পরম [illegible]।" তারপর সব লোক অমূল্য তুলে [illegible] পড়ে মরে গেল, তাদের জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবার দুটি লোক জুটল না। এখনও তাদের মধ্যে [illegible] থেকে পড়েছে, যে যার ফিরিয়ে যাবে। তাই বলি, সাধু এখনও সাবধান, সুখে আত্মহারা হয়ে যেও না, [illegible] যে তিনি নিশ্চিন্ত [illegible] ভাল হোয়ার সময় হ'য়ে এসেছে।

পাটের চাষ—বাঙলা ও বিলাতের [illegible] জীবনে একটা ভাল রকম কাজ করবার সুযোগ এসেছে। পাটের বাজার এবার মন্দা হয়েছে এবং শীঘ্রই পাটের বীজ বোনা হতে থাকবে। এই সময় চাষীদের চেষ্টা করা উচিত যাতে পাটের চাষ বন্ধ হয়ে ঐ সব জমিতে ধান বা তুলার চাষ হয়, তবে নীচু জমিতে ধান আর অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে অনায়াসে তুলার চাষ চলতে পারে। পাট পূর্ববাংলার একচেটে ব্যবসা বটে, কিন্তু তাতে কৃষকের নিজের লাভ খুব কমই থাকে, মহাজন বা বিলেতী ব্যবসায়ীরাই লাভের বেশীর ভাগটা নিয়ে পড়ে, তাতে কৃষকের ধান বোনার চেয়ে অনেক কম লাভ হয়। [illegible]—স্বদেশী জীবন নষ্ট হবার পক্ষে একটা মস্ত বাধা। ঐ সব জায়গায় অনেক তুলার চাষ হলে, যে তুলা এখন অধিক পাওয়া যাচ্ছে না বলে লোকে দুঃখ করছে, তা অনেক বেশী পাওয়া যাবে এবং তা থেকে সূতা ও কাপড় হবে, তাতেই বস্ত্র ও আহার অনেক বেশী উৎপন্ন হবে দেশের বস্ত্র সমস্যা দূর করবে। তা ছাড়া পাটের চাষে পূর্ববাংলার নদীগুলির যাওয়া একেবারেই নষ্ট করে ফেলেছে, যে সময়ে নদী বা খালে বা পুকুরে পাটের পচান আরম্ভ হয়, সে সময়ে গ্রামগুলিতে বাস্তবিক জীবন অচল হয়ে পড়ে। সেই দুর্গন্ধ পচান জল বা পানীয় জল না করে উপায় নেই, তা সর্ব বিসূচিকা ও ম্যালেরিয়ার মূর্তিস্বরূপ। এই জন্যই যেখানে আগে আদৌ ম্যালেরিয়া ছিল না, সেখানেও ম্যালেরিয়া হচ্ছে। সুতরাং পাটের চাষ থেকে বিরত হলে, যাঁরা এক আর রোগে অসুখে নাড়ে [illegible] পড়ে যায়; তাই গ্রামের এমন সর্বনাশ যাতে না হয় আর বিষয় [illegible] করে চারদিকে বুঝিয়ে দিতে পারেন, তারা পাট ফেলে ধান বা তুলার চাষ করবেই।

জাতীয় সপ্তাহ—আগামী ৬ই এপ্রিল হতে ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত ভারতের জাতীয় সপ্তাহ। আজ তিন বৎসর পূর্বে ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের পুণ্যক্ষেত্রে হিন্দুমুসলমানদের রক্তধারা একই সময়ে এক স্রোতে বয়ে—ভারতবাসীর মন চৈতন্যকে জাগিয়ে তুলেছিল; সেই ঘটনাকে স্মরণ করাই এই জাতীয় সপ্তাহ পালন করার উদ্দেশ্য। অত্যাচারীর বন্দুক কামান বা গোলাগুলি যখন নিয়ে বিরুদ্ধে প্রাণ [illegible] এসে যাবে—এবং যখন সার্বভৌম সেই অবিচারের মীমাংসা না করেন; তখন সেই নির্যাতিতদের অবস্থানের জন্য আত্মত্যাগ নিবেদন ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই এই জাতীয় সপ্তাহে ভারতবাসীর অবমাননার দিনে আমাদের অন্তরের নিবেদন জানাবার সময়; ৬ই উপবাস ও প্রার্থনা দিয়ে শুরু করতে—১৩ই আবার উপবাস ও প্রার্থনা দিয়ে সেই ব্রতের উদ্যাপন। এই সপ্তাহে ভারতবাসী শুধু দেশের কল্যাণের জন্য তার সমস্ত চেষ্টা নিয়োগ করবেন, [illegible] সংগ্রহ করবেন আর জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাবেন। এই সপ্তাহে নির্দিষ্ট কর্মধারার বিবরণ। সুতরাং ৭ই তারিখে বাঙলার কথাও তার নির্ধারিত দিনে বেরো না, একেবারে—১৩ই তারিখে শনিবারে সে আত্মপ্রকাশ করবে।

To

THE EDITRESS,

"BANGLAR KATHA"

Respected Madam,

There are some mistakes in your paper which I beg to point out. I generally do not take notice of mis-statements made in news-papers about myself, but the great personal respect I have for you makes me sorry to find mis-statements in your paper. The first is that I said at the Empire Theatre that Non-Co-operation is run by Marwari Gomstas, I simply stated that majority of voting was obtained against Mr. C. R. Das and Mr. Pal with the help of Marwaries from Burrabazar.

Believe me, I am not so vain as to think that non-co-operators are inferior to me, yet that is the statement made. I always knew and I still feel that some of the best men of the country, men who are head and shoulders above me, have joined non-co-operation. At the Empire Theatre I stated that Mr. C. R. Das made a most magnificent sacrifice which has evoked the admiration of all, and which is a sure guarantee of his sincerity of purpose. I may entirely disagree from the views of Mr. C. R. Das but have the greatest respect for him. Another mistake made is the statement that after promising to help Hemnalini in her case I have backed out. This is not correct, I have promised to cross examine Mr. Kidd and this I intend to do without charging any fee.

36/1 Elgin Road,
14th March.

Yours Sincerely
N. N. SIRCAR.

বাঙলার কথার ২১শ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের বক্তৃতা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছিল তাহাতে দুই একটি ভুল হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত হইলাম। তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট অপরাধ স্বীকার করিতেছি। নৃপেন বাবুর সম্বন্ধে [illegible] প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলাম, কিন্তু [illegible] সে সম্বন্ধে কোন [illegible] বাহির হইয়াছে বলিয়া আমরা বিশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত। আশা করি তিনি আমাদিগের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না।

সর্বরোগ হ পবিত্র—
“হিন্দু” মকরধ্বজ।

বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, প্লেগ, কলেরা— প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সংক্রামক রোগের অব্যর্থ প্রতিষেধক মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহস্থের আবশ্যক। ৮ মাত্রা ১৲ টাকা পত্র লিখিলে সত্বরে বিনামূল্যে ক্যাটালগ দেওয়া হয়। ব্যবস্থাপক কবিরাজ—শ্রীশ্যামাচরণ দাস, আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ মহাশয় রোগী-দিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

হিন্দু মেডিসিন—১০১, হ্যারিসন রোড,—কলিকাতা।

জনশক্তির সাহায্য।

“জনশক্তি” পত্রিকা সম্পর্কে প্রকাশকের ২০০০৲ দুই হাজার টাকার জামিন বাজেয়াপ্ত (forfeited) হইল বলিয়া গত ২রা চৈত্র পত্রিকা-প্রকাশকের উপর হুকুম জারী হইয়াছে, ঐ দিন অপরাহ্নে পুলিশ “জনশক্তি” আফিসে উপস্থিত হইয়া ছাপাখানার সমস্ত কাগজপত্র লইয়া গিয়াছে, এবং বাহিরের সদর আফিসের দরজায় তালাচাবি বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সুতরাং বাধ্য হইয়া প্রেসের এবং পত্রিকার কার্য্য বন্ধ করিতে হইয়াছে। কোম্পানীর পরিচালকগণ পত্রিকা পুনঃ—প্রকাশের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু অর্থাভাবে কিছু বিলম্বের সম্ভাবনা। প্রেসের নূতন জামিন দেওয়া কালে পরিচালকগণ ২০০০ টাকা কর্জ্জ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন কিন্তু এখনও তাহা পরিশোধ করিতে পারেন নাই, অথচ সম্প্রতি অকস্মাৎ নূতন প্রেস ক্রয় করিয়া আর্থিক সংকটে পড়িয়াছেন। নূতন প্রেস জাহাজে [illegible] পৌঁছিয়াছে, কিন্তু টাকার অভাবে তাহা ডেলিভারী লইতে পারিতেছেন না। এতদ্ব্যতীত নূতন করে পত্রিকা প্রকাশে আরও অনেক টাকা দরকার।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সংবাদপত্রের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। “জনশক্তি” শ্রীহট্টের একমাত্র মুখপত্র। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার অবিচার কাহিনী নির্ভীকভাবে প্রকাশ করাই “জনশক্তির” দুরবস্থার প্রধান কারণ। দেশবাসীর নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন তাঁহারা যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়া “জনশক্তিকে” অকাল মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করুন। “জনশক্তির” একমাত্র সম্বল জাগ্রতের প্রবুদ্ধ জনশক্তি।

টাকা কড়ি অনুগ্রহ পূর্ব্বক “ম্যানেজার, দি সিলেট প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোম্পানী, শ্রীহট্ট” এই ঠিকানায় পাঠাইবেন, হাতে হাতে দিলে যথারীতি রসিদ লইবেন। যিনি যাহা দিবেন তাহার নামে গৃহীত হইবে। ইতি—

তারিখ
শ্রীহট্ট
২০শে মার্চ, ১৯২২ইং

নিবেদক—
শ্রীকামিনী কুমার চন্দ
শ্রীসুন্দরী মোহন দাস
মৌঃ আবদুল কাদির
শ্রী[illegible] সিংহ
শ্রীসতীশচন্দ্র দেব

তাঁত ও তাহার সরঞ্জাম

বুনতে চান? বিস্তৃত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন। ম্যানেজার—
খুলনা উইভিং কোং লিমিটেড (খুলনা)

ঘোষ এণ্ড সন্স।

জুয়েলার্স, ওয়াচ মেকার্স এণ্ড অপটিসিয়ানস

আধুনিক ফেসন পছন্দমত বিবাহের সকল প্রকার গহনা-পত্র সুচারুরূপে তৈয়ারি করা হয়। নেকলেস্ ব্রেসলেট, টায়রা, কানফুল, বোতাম পেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

জড়োয়া ও সূক্ষ্মতর মীনার কাজ উত্তমরূপে হইয়া থাকে।

সকল রকম ঘড়ী ও আসল ব্রেজিল পাথরের চশমা বিক্রেতা।

ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

১৩।১ রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ও হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

আসানি

রক্ত, পিত্ত, বাত, কফ, ইহার প্রবীণ চিকিৎসক, কবিরাজ [illegible] চন্দ্র সেন কবিভূষণের—উদ্ভাবিত অব্যর্থ ঔষধ এক দাগ সেবনে উদরাদির অসহ্য যন্ত্রণা মন্ত্র-শক্তির ন্যায় দূর হয়। সর্ব্ববিধ দুরারোগ্য ও যন্ত্রণাদায়ক উদরাময়ের ইহাই মহৌষধ। ১ শিশি ১॥০ মাঃ ।৶০। বাত, অম্ল, রক্ত, অর্শ ও সর্ব্ববিধ কঠিন রোগের অবস্থা লিখিলে বা স্বয়ং আসিলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

কবিরাজ শ্রী[illegible] শর্ম্মা-কবিরত্ন।
৩৯নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট কলিকাতা

নূতন বৎসরে নব উদ্যমে

হোম প্রিণ্টার

গৃহে ছাপাখানা বা হ্যাণ্ড প্রেস

ইহাতে টাইপ সেটিংয়ের মত স্পষ্ট, ঘণ্টায় ৫০০ কাগজ অনায়াসে ছাপান যাইবে, ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন। এস, সি দত্ত এণ্ড বি, কে, বসু ১০০নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গলিত কুষ্ঠ ও ধবল বা শ্বেত কুষ্ঠ

রোগের অব্যর্থ একমাত্র মহৌষধ যে, কোন কারণের ও যত কঠিন হউক নিশ্চয় আরোগ্য হইবে কখন ব্যর্থ হইবে না। আমাদের এই ঔষধে কুষ্ঠ রোগ একেবারে নির্ম্মূল হইবে। গলিত কুষ্ঠরোগের ঔষধ অন্যান্য মূল্য কম করা হইয়াছে। ঔষধের নাম “এন্টিলেপ্রা কম্পাউণ্ড” মূল্য ১০৲ টাকা এক মাসের ব্যবহারের উপযোগী।

রোগের ঔষধের নাম “ধবলিন্ কম্পাউণ্ড” মূল্য ৮৲ টাকা এক মাসের ব্যবহার উপযোগী। কুষ্ঠ রোগের উৎপত্তি-চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত (ইংরাজি পুস্তক লেপ্রসি-ট্রিটমেন্ট অবলোকনার্থ) মূল্য ৶০ দুই আনা ষ্ট্যাম্প পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে দেওয়া হয়। আবশ্যক হলে আমাদের চিকিৎসালয়ে আসিলে বিনাব্যয়ে চিকিৎসা করা হয়।

অক্ষম গরীব লোককে ঔষধাদি দেওয়া হয়। বাসা-ভাড়ে এখানে থাকিতে হইলে নিজেকে খরচ যোগাড় করিয়া লইতে হয়।

ব্যবস্থাপক—
ডাঃ পি, ব্যানার্জ্জী
গ্রেট বেঙ্গল ফার্ম্মাসী
মিহিজাম, ই, আই, আর।

"বাঙ্গলার কথা"

বার্ষিক মূল্য—৭৲ টাকা, ষাণ্মাসিক—৩৸০ টাকা।
মফঃস্বলে এজেন্ট হইবার জন্য শীঘ্র পত্র লিখুন।
ভিঃ পিঃ তে কাগজ পাঠান হয় না।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের নূতন গ্রন্থ

[illegible] কথা	৸০
[illegible]	[illegible]

"THE SOUNDING OF THE TRUCE—TRUMPET"

[Being an exhaustive account of the Malaviya Conference including the dramatic exit of Sir. Sankaran Nair, with the impressions of Mahatma Gandhi, Sir P. C. Ray, Joseph Baptista and other leaders of India]

Price—8 as.

To be had of—INDIAN BOOK CLUB,
College Street MARKET, Calcutta.

[illegible] পঞ্চম বর্ষ।

"[illegible]"

রেজিষ্টার্ড।

[illegible] টাক, শিরঃশূল, [illegible] ইত্যাদি [illegible] মহৌষধ [illegible] আরোগ্য [illegible] সম্পূর্ণ হইবে। [illegible] মূল্য ৸৴০ [illegible] ১৴০ [illegible] এজেন্ট আবশ্যক।

ব্রাঞ্চ :—কলিকাতা।
৩৩নং [illegible] ষ্ট্রীট
[illegible] ষ্ট্রীট।
[illegible]।

কবিরাজ—
[illegible]।
[illegible]।

দাস এণ্ড সন্সের
[illegible] তৈল

মূল্য [illegible] মূল্য [illegible]

এই তৈল মালিশ করিলে বাত, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible] আরোগ্য হইবেই হইবে [illegible] মূল্য ফেরৎ দিব। মূল্য ১৲ [illegible] —[illegible] আনা।

আফিস ৫১।১ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট—
প্রাপ্তিস্থান—ভিক্টোরিয়া ফার্ম্মেসী,
৫০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

পাম্ পাস্
Pum-Pus)

[illegible]।

[illegible] মূল্য ও [illegible]।

পাম্-পাস্—আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] আবিষ্কার।

পাম্-পাস্—[illegible] প্রস্তুত ও [illegible] সম্পূর্ণ ও [illegible]।

একবার [illegible] বুঝিতে পারিবেন [illegible] তুলনায় [illegible] হইতে [illegible]।

পাম্-পাস্—[illegible] এবং [illegible] বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

PUM-PUS MFG. WORKS,
Belgachhia, Calcutta,

জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়, শিরোরোগের মহৌষধ। মূল্য ১ শিশি এক টাকা, ৩ শিশি আড়াই টাকা, এক ডজনের ৯৲ টাকা, এক গোস ১০৮৲ একশত আট টাকা। ভিঃ পিঃ এক [illegible] শিশি ১।০ টাকা চারি আনা।

সি, কে, সেন
এণ্ড কোং লিমিটেড,

কর্পূরাসব

কলেরার মহৌষধ।

প্রতি শিশি—।০ আনা।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইউ সি চক্রবর্ত্তীর
কালির চাক্তি ও নিব।

পূর্ব্বলেখা উজ্জ্বল এবং স্থায়ী। সহজে গলিয়া যায়। নিবে [illegible] পড়ে না [illegible] হয় না। [illegible] সংবাদপত্র সমূহে উচ্চপ্রশংসিত।

[illegible] চাক্তিতে [illegible] উজ্জ্বল কালি হয়। মূল্য—[illegible] এবং [illegible] প্রতি [illegible] আনা। উজ্জ্বল [illegible] প্রতি বোতল ৸৴০ [illegible]। উজ্জ্বল লাল, প্রতি বোতল ১৸৴০ আনা। [illegible] এবং [illegible] প্রতি বোতল ১৲ টাকা। [illegible] নিব) [illegible] প্রতি [illegible] ১৴ টাকা।

[illegible] প্রচুর কমিশন [illegible] নমুনা পাইবেন।

ইউ, সি, চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং
হাটখোলা, কলিকাতা।

Printed at the Metcalfe Press,
79, Balaram Dey Street, Calcutta.

Printed and Published by—Dhirendra Chandra Mukhopadhyay
7, Bhabanicharan Dutt Lane.

বাঙ্গলার কথা

বার্ষিক মূল্য
৬৲ টাকা

সম্পাদিকা—শ্রীমতী বাসন্তী দেবী

নগদ মূল্য
এক /০ আনা

প্রথম ভাগ } কলিকাতা, শনিবার, ২রা বৈশাখ, ১৩২৯ ; ১৫ই এপ্রেল, ১৯২২ { ১৬শ সংখ্যা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের চট্টগ্রাম অধিবেশনে সভানেত্রীর অভিভাষণ—

সকল বর্ণের লীলাভূমি বাঙলার পুণ্য তীর্থ চট্টলে বাঙলার জাতীয় মহাসম্মিলনের সভা-নেতৃত্বের নিমিত্ত আমাকে আপনারা আহ্বান করিয়াছেন। এজন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। যে আসন ইতিপূর্ব্বে বাঙলার বিশিষ্ট মনীষিবৃন্দ অলঙ্কৃত করিয়াছেন আমি যে সে আসনের যোগ্য নই এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আপনারা আমার যোগ্যতা বা অযোগ্যতা বিচার করিয়া আমাকে ডাকেন নাই জানি। আমার স্বামী আজ কারাগারে অবরুদ্ধ—তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনই ইহার মূল কারণ—তাঁহার স্থানে আসিয়া তাঁহার সাধনার ভিতর কিছু পাইতে পারেন, অন্ততঃ সেই জন্যই আপনারা আমাকে ডাকিয়াছেন। আমিও আমার কর্তব্যজ্ঞানে আপনাদের আদেশ অবনতমস্তকে পালন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।" আমার ভরসা আমার স্বামীর স্বদেশপ্রেম [illegible] প্রদীপের মত আমাকে পথ দেখাইয়া দিবে এবং আপনাদের সকলের সমবেত যে চেষ্টা তাহাই আমাকে আশ্রয় করিয়া এই অধিবেশনকে সার্থক করিয়া তুলিবে।

আজ এই জাতীয় মহাসম্মিলনে আমাদের বর্তমান কর্তব্য স্থির নিশ্চয় করিতে হইবে এবং তাহা স্থির করিতে হইলে প্রথমেই আমাদের জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনের মূল লক্ষ্যটা কি তাহা দেখিতে হইবে। তাহাতে বাহিরের উদ্দেশ্য [illegible] হয় না, তাহার পশ্চাতে যে শাশ্বত সত্য রহিয়াছে, তাহাকে সন্ধান করিতে হইবে। এই যে সাময়িক উত্তেজনা, অধিকার অর্জনের স্পৃহা, স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা—এই সকলের পশ্চাতে কি একটা স্থির পদার্থ আছে—যাহার দিকে মানবের চরম দৃষ্টি স্থাপিত রহিয়াছে? মানুষ সমাজ গড়িয়াছে, রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে, কত আইন কানুনের জাল বিস্তার করিয়াছে—কিসের জন্য? এই সকলের সুসামঞ্জস্যের ভিতর দিয়া তাহার চরম মুক্তি আসিবে—এই আশায়।

মাঝে মাঝে যখন এই জীবনের মধ্যে অভাব এবং অবিচার বড় হইয়া পড়ে, তখন সে একবার না একবার দেখা দেয়—তাহাতে অনেক সময়ে পুরাতন ভাঙিয়া যায়, নূতন সৃষ্টি হয়—চৈতন্যের আগমনে নবীন-বিপ্লব, শাক্তবিপ্লব, আবার কত কি বিপ্লব তাহার জীবন-লীলার মধ্যে মহাপ্রাণের ঢেউ তুলিয়া যায়। ইহার ঐতিহাসিক [illegible] আমাদের আলোচনায় [illegible]—আমাদের [illegible] [illegible] সমাজের [illegible] [illegible] একটু [illegible] উঠে।

বৈচিত্র্যেই সাধনার সার্থকতা—সমগ্রের সামঞ্জস্যেই মুক্তির প্রতিষ্ঠা। সকল মানুষ, সকল জাতির জীবন যে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে সেই অবস্থার মধ্যে তাহাদের বিভিন্ন সমাবেশের মধ্যেই পূর্ণতা। [illegible] প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে যে জোড়া দিতে [illegible] [illegible], এমন নয়—না মিলিলে পরস্পরের বৈচিত্র্য [illegible] [illegible] প্রত্যেক মানব সভ্যতার ভিতরে উঠিবে [illegible] [illegible]। এই বৈচিত্র্যের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকৃতির সঙ্গে অনুরূপ। অস্বাভাবিক [illegible] [illegible] [illegible] শক্তি এই আক্রমণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়ায়। আর আমাদের জাতীয় জীবনে আজ এই দিক দিয়া বিদ্রোহের প্রয়োজন হইয়াছে।

শুধু আমার একটা কথা, অধিকারের মধ্যে নহে, [illegible] আমরা আজিকেও অবতীর্ণ হই নাই। বহির্মুখী পাশ্চাত্য সভ্যতা ধীরে ধীরে আমাদের জীবনের সকল প্রকোষ্ঠ অধিকার করিয়া সমগ্র জাতিটাকে মরণের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে—তাই আজ আমরা আমাদের সমস্ত প্রাণের সকল শক্তি লইয়া মরণের মুখ হইতে ফিরিতে চাই। বিদেশী পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার জাতীয় জীবনে সেই সরল সুন্দর মহান্ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে চাই।

কত প্রকার আদর্শের সমাবেশে ভারতের [illegible] গড়িয়া উঠিয়াছে। কত জাতি, কত সমাজ, যুগ যুগ ধরিয়া

আঁকিয়াছে—তাহার জেলখানা জননীর মত সন্তানকে বুকে টানিয়া লইয়াছে—তাহাদের একটিকেও ফিরাইয়া দেয় নাই। শুধু কেবল আমাদের শোণিতপাত ভারতের হৃদয়ে চিরদিন ফুল হইয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। অপরকে বাধা দিয়া নিজের সুখসাধন কোনও দিন ভারতের লক্ষ্য হয় নাই। এই সমন্বয় প্রভাব তাহার যুগে যুগে প্রবেশ করিয়াছে এবং সমগ্র জাতির জীবনকে [illegible] এক গভীর প্রেমসূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছে।

"সমস্ত জীবনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া লওয়া আমাদের শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতার স্বভাব-বিরুদ্ধ। আমরা বিদেশ হইতে ধার করিয়া এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি, এবং এই ধার-করা জিনিস ত্যাগ করিবার বুদ্ধি নাই বলিয়া আমাদের অনেক পরিশ্রম, অনেক চেষ্টাকে সার্থক করিতে পারি নাই। যে জিনিসটাকে আমরা রাজনীতি বা Politics বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহার সঙ্গে কি সমগ্র দেশের, সমগ্র জাতির একটা সত্যকার সম্বন্ধ নাই? কেহ কি আমাকে বলিয়া দিতে পারেন আমাদের জাতীয় জীবনের কোন্ অংশটা রাজনীতির বিষয়, কোন্ অংশটা অর্থনীতির ভিত্তি, কোন্ অংশটা সমাজ-নীতির প্রাণ, আর কোন্ অংশটা ধর্মসাধনার বস্তু? জীবনটাকে মনে মনে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া, এই সব মনগড়া জীবনখণ্ডের মধ্যে কি আমরা অখণ্ড জাতীয় ভূমিকা দিব? এই কাল্পনিক প্রাচীর-বেষ্টিত যে কাল্পনিক জীবনখণ্ড, ইহারই মধ্যে কি আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা সাধনা আবদ্ধ থাকিবে? আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা আন্দোলনের যে বিষয়, তাহাকে কি বাঙ্গালী জাতির যে জীবন সেই জীবনের সব দিক দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব না? যদি না দেখি তবে কি সত্যের সন্ধান পাইব?"

[বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি শ্রীচিত্তরঞ্জন দাসের অভিভাষণ—১৯১৭]

সেই সত্যের সন্ধান পাইতে হইলে আজ আমাদের সকল দিক দিয়া ভাবিতে হইবে। শুধু রাজনীতি নয়, সমাজ-নীতি নয়, ধর্ম-নীতি নয়, জীবনের সমস্ত বিকাশের মূলধারার অনুসন্ধান করিতে হইবে। কোথায় সেই অন্তঃসলিলা যেখানে মৃতসঞ্জীবনী লুকাইয়া আছে? আমাদের সকল সাধনা দিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তবেই আমাদের জাতীয় জীবনের মরা গাঙে বান আসিবে, স্বরাজ-তরণী আমাদের সকলকে অনন্তের সন্ধানে পৌঁছাইয়া দিবে। সে তরণী [illegible] সেবিয়া অবশ বঞ্চিত হইয়া রহিবে।

কিন্তু কি ঘোর অবস্থায় আজ আমাদের জাতীয় জীবন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পরাধীনতা আমাদের জীবনের স্তরে স্তরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অশন, বসন, শিল্প, শিক্ষা সমস্তের ভার পরের হাতে সঁপিয়া আমরা অলস নিদ্রা ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া আছি। বিদেশী প্রথমে বণিক বেশে আসিয়া আজ আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবনটাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তাই আজ এমন শস্যশ্যামল দেশে অনাহারে লোকে মরে, কোটি কোটি প্রাণী অর্দ্ধাশনে দিন কাটায়, স্বদেশের উর্বরভূমিতে বসনের অভাবে নারীর লজ্জা রক্ষিত হয় না। বিদেশী কলওয়ালার নিকট হইতে কাপড় না পাইলে আমাদের লজ্জা ঢাকে না। বিদেশীর হাতে গড়া বিদ্যালয় না হইলে আমাদের পুত্রকন্যার শিক্ষা হয় না। আর এই যে দেশীয় জীবনধারা হইতে বিচ্ছিন্ন বিদেশীয় আইন দ্বারা পরিচালিত আদালত তাহাতে সর্বস্ব খোয়াইয়া না গেলে আমাদের বিচার লাভ হয় না। নিজের উপর এত অনাস্থাবান্ জাতির আত্মশ্রদ্ধা ফিরাইয়া না আনিলে তাহার জাতীয় উদ্ধার কোন দিনই সিদ্ধ হইবে না।

জাতীয় জীবনের এই দুর্দিনে ভারতীয়-সাধনার পূর্ণ বিগ্রহ এক মহাপুরুষ মুক্তির পথা প্রদর্শন করিয়াছেন। আবির্ভূত হইয়া [illegible] তিনি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উদ্বোধিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ভারতের সনাতন আদর্শ আশ্রয় করিয়া নিজের ঘরে নিজের অভাব পূরণের উপায় অনুসন্ধান কর, আপনার উপর আপনি নির্ভর কর, মানুষকে মানুষ বলিয়া ভালবাসো, নির্য্যাতনকে হৃদয়ে বরণ কর, অত্যাচারকে প্রেমের দ্বারা জয় কর, অসাধুতাকে সাধুতার দ্বারা পরাজয় কর"—এই তাঁহার মহৎ বাণী। ভারতের হৃদয়-তন্ত্রীতে সে বাণী ঠিক সুরটিই বাজাইয়াছে—আর সরলতা সত্যানুবর্তিতা এবং নির্ভীকতার উজ্জ্বল মূর্তিরূপে তিনি দেশের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

যে আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া আমরা নিজেদের সর্বনাশ-সাধন করিতেছি এবং জাতির দাসত্বের বৃদ্ধি করিতেছি—সেই শাসন-যন্ত্র হইতে দূরে সরাইয়া তিনি আমাদের প্রত্যেককে [illegible] হইতে বলিতেছেন এবং নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া নিজের মুক্তিপথে চলিতে আদেশ করিতেছেন। জীবনের ব্রত সাধনে যখন মানুষের হিতার্থে তিনি দুই বৎসরের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন, তখন তিনি দেশবাসীর জন্য এই বাণীই রাখিয়া গেলেন—

"ভারতে শাসনের নামে যে শোষণ-যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সংশোধন করা—এবং তাহা অসম্ভব হইলে ধ্বংস করা ভারতবাসীমাত্রেরই কর্তব্য। এই শোষণের ফলে ভারত এতই দরিদ্র হইয়াছে যে দুর্ভিক্ষের সময়ে তাহার আত্মরক্ষা করিবার উপায় থাকে না। ভারতের কুটিরে কুটিরে যে সুতা প্রস্তুত হইত এবং যে বস্ত্র বয়নের ব্যবস্থা ছিল, সেই অত্যাবশ্যকীয় গৃহশিল্প এক হৃদয়হীন অমানুষিক শোষণ উপায়ে ধ্বংস করা হইয়াছে। বিদেশী শোষণকারীর সহায়তার জন্য এ দেশের আইন পর্যন্ত প্রযুক্ত হইয়াছে। পাঞ্জাবের সামরিক আইন-সংক্রান্ত ঘটনাগুলির বিবরণ অধ্যয়ন করিয়া এবং বর্তমান রাজনৈতিক মোকদ্দমাগুলির বিচার পদ্ধতি লক্ষ্য করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।"

এই শোষণ হইতে জাতির মুক্তির উপায় কি? এতদিন ত মুক্তিলাভের জন্য আমাদের আবেদন আর নিবেদনের ঝাঁপি বোঝাই করা ছিল।

[illegible] সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া সাম্য ফিরিবে আমরা অনেক সাধের চেষ্টা করিয়া আজ সার্ধ শতাব্দী অধিক কাল পরে যে স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি তাহাতে বুঝা গিয়াছে এই গতিতে আমাদের জাতীয় উন্নতি চলিতে থাকিলে আর এক শতাব্দী পরেই আমাদের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইবে।

অনেকে বলেন যে ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস বা ভারত আইন সাম্রাজ্যবাদী আয়ার্ল্যাণ্ডবাসীদিগকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিয়েছে। ডোমিনিয়ন পাওয়ার পর আয়ারের একজন প্রধান নেতা বলিয়াছিলেন—"প্রত্যেকবারই আমাদিগকে ভাগ বলিয়া ছাড়া দিয়া তুষ্ট করা হয়, এতদিনকার স্বাধীন বিপ্লব ও বিদ্রোহ—এইটুকুই মাত্র অভাব।" কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ৩০ বৎসর কাল নানা প্রকারে সরকারের সহযোগিতা করিয়াছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন যে শাসনসংস্কারের দ্বারা দেশের কিছু উপকার হইবে। এখন তিনি সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া বলিতেছেন—"আমি ভারতে দেখিলাম যে রিফর্মস্ দ্বারা শাসকগণের মনের ভাবের পরিবর্তন ঘটে নাই—এবং ভারতের ধন সম্পদ হ্রাস করিবার এবং দাসত্বকে চিরস্থায়ী করার জন্য উহাকে উপায়স্বরূপ প্রযুক্ত করা হইয়াছে।"

সকল প্রকারে হতাশ হইয়া শাসকের অমানুষিক অত্যাচার ও খিলাফত বিষয়ে ইংরেজজাতির প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পর দেশের লোক বুঝিল স্বরাজ না হইলে আমাদের মান-সম্মান বজায় রাখিয়া বাঁচাই মুস্কিল। সেই মহাজনের লক্ষ্য ভারতের বর্তমান অবস্থা ও অতীত সাধনার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অহিংস অসহযোগ নীতি জাতীয় মহাসমিতি কর্তৃক উপদিষ্ট হইল। ভারতের অতীত সাধন ধারার দিকে লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে কোনও একটা সাধু উদ্দেশ্যে ভারতের সর্বসাধারণ নীরবে সকল কষ্ট সকল অত্যাচার সহিতে পারে এবং এ বিষয়ে তাহাদের সহিষ্ণুতার তুলনা নাই। তাই সকল আঘাত সহ্য করিয়া অহিংসা-মন্ত্রের সাধনার দ্বারা আমাদিগকে জয় লাভ করিতে হইবে—ইহাই স্থির হইল। এই সংগ্রামে রক্তপাত যদি হয় তো ভারতের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক যেন এই কথাই লিখিতে পারেন—ভারতের স্বাধীনতা লাভের যুদ্ধে যে রক্তপাত হইয়াছিল, তাহা কেবল শহীদ অসহযোগী ভারতবাসীর। নিজের জাতীয় আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বীরের মত বুক পাতিয়া গুলি খাওয়া কম সাহসের কথা নয়, এইরূপ সাহসে সাত্ত্বিক শক্তি দেখা দিয়া আমাদের স্বাধীনতা সমর ঘোষিত হইয়াছে।

অপরের অন্যায় শাসকসম্প্রদায়ের সহিত অসহযোগিতা করিতে হইলে আমাদের নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন। সেই জন্য হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি নানাজাতির মধ্যে সদ্ভাবস্থাপন সর্বাগ্রে আবশ্যক। অস্পৃশ্যতা দূর করিয়া সমাজে নির্যাতিত অন্ত্যজগণের মনুষ্যত্বের উদ্বোধন প্রয়োজন। বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া সরল পবিত্র জীবন যাপনের চেষ্টা করা আবশ্যক। এই সকল আদর্শ কার্য্যে পরিণত হইলে তবেই অহিংস অসহযোগের দ্বারা আমাদের স্বরাজ লাভ সম্ভবপর হইবে। তাহা না হইলে স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের একতা স্থায়ী হইবে না। গৃহ-বিবাদ ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বেই জাতির পুনরায় সর্বনাশ হইবে। অসহযোগ দৃঢ়ব্রতী হইতে পারিলে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়া জগতের সম্মুখে অপূর্ব নূতন আদর্শ দিতে পারিব এবং বর্তমান শাসনব্যবস্থার সর্বনাশী প্রভাব হইতে মুক্তি পাইব। যুদ্ধবিগ্রহ-প্রিয় জগতে যখন সমগ্র মানবসমাজ বিপন্ন হইয়া এক আদর্শ শান্তিধারা বর্ষিত হইতে পারিবে এবং তবে তো না মানব জাতির প্রতিষ্ঠার কামনা সফল হইবে।

এই নূতন মন্ত্রে দীক্ষা তাই সমগ্র জাতিকে অভিষেকের সাধনে অনুপ্রাণিত করিতেছে। এই সাধনায় কেবল আমাদের রাজনৈতিক ও জাতিগত মুক্তি নয়—একদিন জগতের মুক্তি আসিতে পারে। তাই আমাদের সাধনা সাধারণ সাধনা নহে। আমাদের মুক্তিতে শুধু আমাদের প্রয়োজন নহে—জগতেরও প্রয়োজন আছে।

বর্তমান আন্দোলনকে এইভাবে বুঝিলে দেখা যায় যে ইহা শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। ইহার মধ্যে প্রভাব নৈতিক এবং লোকের জীবনে সর্বতোভাবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতাতেই মানুষ মুক্ত হয় না। কোন কোন জাতির যে স্বাধীনতা আছে। কিন্তু মানবের সাধনার উচ্চতম আদর্শ তাহাদের স্থান কোথায়? জীবনের সকল ক্ষেত্রে মানুষের মুক্ত আত্মার স্বাধীন প্রকাশ দেখা চাই। অথচ এই প্রক্রিয়ায় প্রথম সোপান রাজনৈতিক স্বাধীনতা। আত্মার অবনতি হইলেই এই স্বাধীনতা থাকে না। আবার আত্মার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই স্বাধীনতা ফিরিয়া আসে।

সেই জন্য আত্মশক্তির সাহায্যে আমাদের এই আন্দোলনকে গ্রহণ করিতে হইবে। ভীরুতা, কাপুরুষতা, স্বার্থপরতা, অসংযম প্রভৃতি সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকল বন্ধন আপনিই খসিয়া পড়িবে। যখন এই আত্মশক্তি লাভ হইয়াছে তখন স্বরাজলাভ সময়সাপেক্ষ। জাতির সকলে যেদিন এই মন্ত্রে সিদ্ধ হইবে সেই দিন তাহার গতি রোধ করিতে পারে জগতে এমন শক্তি নাই।

এই জন্য ইহাকে আমরা বলি স্বরাজের সাধনা। ভোট-নির্বাচিত স্বায়ত্ত শাসন আর কৌন্সিলের কাউন্সিলে কথায় সাধনাকেই সে স্বরাজ আসিবে না। বিদেশী আমলাতন্ত্রের স্থানে ভারতবাসীর আমলাতন্ত্রের অধিকার হইলেও জাতির দুঃখ ঘুচিবে না—এবং তাহাতে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইবে না। কি করিলে আমাদের জাতির মঙ্গল হয়, তাহাই ঠিক করিবার জন্য আমাদের হাতে শাসন ক্ষমতা চাই। আমাদের জাতির যে পথ তাহার অনুযায়ী করিয়া সেই শাসন প্রণালীকে গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা চাই। আমি জানি এই অধিকার আমাদের হাতে আসিলে অনেক ভুল ভ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা আছে। ভুল করিবার সেই অধিকারটুকুই আমরা চাই—যাহা নানারূপ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া আমাদিগকে নির্ভুল সত্যপথে চালনা করিবে। দেশবাসীকে 'জেলর' (Jailor) নির্বাচনের ক্ষমতা দিলে যে ভাবের অধিকার ও স্বাধীনতা দেওয়া হয় পার্লামেন্ট আমাদিগকে সেইরূপ অধিকার কতকটা দিয়াছে এবং তাহাতেই আমাদের দেশবাসী অনেক লোক মনে করিয়াছেন যে ইহাতেই স্বরাজ লাভের সূচনা হইয়াছে। আমরা যে অধিকার চাই তাহা কেহ দিতে পারে না। তাহার জন্য অপরের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না। বিলাতের পার্লামেন্ট কি সিদ্ধান্ত করিল—কোন শক্তির হাতে ক্ষমতা আসিলে আমাদের স্বরাজ মিলিবে কি না—এ সব আমার উপর নির্ভর-

করিবার কথাই নাই। আমরা আমাদের ত্যাগ, কষ্টসহিষ্ণুতা ও চরিত্রবলে যে পরিমাণে জাতীয় প্রাণের প্রতিষ্ঠা করিব—সেই পরিমাণে স্বাধীনতা সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়িবে। স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার। যে দিন আমাদের জাতীয় জীবনে সেই অধিকারবোধ, সেই সত্যের অনুভূতি জাগিয়া উঠিবে, সেই দিনই আমাদের স্বরাজের প্রতিষ্ঠা।

এক বৎসরে স্বরাজ হইল না ভাবিয়া অনেকে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন—এ কথা অস্বীকার করিলে চলে না। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন যে কংগ্রেস নির্দিষ্ট কার্য্যাবলি যথাযথভাবে করিতে পারিলে আমরা বৎসরের মধ্যেই স্বরাজ পাইব। আমরা এক বৎসরে স্বরাজলাভ করিতে পারি নাই বলিয়া আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় হতাশ হইবার কিছুই নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য পাঠ করিলেই সমস্ত কথা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইবে। মহাত্মা বলিয়াছেন :—

"যাহারা মনে করে যেমন করিয়াই হউক জানুয়ারীর প্রথমে গান্ধী স্বরাজ দিবেন তাহারা না বুঝিয়া দেশের ক্ষতি করে। আমার প্রতিশ্রুতির কয়েকটী সর্ত্ত ছিল, আর সে সমস্ত সর্ত্তই পালন করা সম্ভব। তাই বলিয়াছিলাম সেই সকল সর্ত্ত পূরণ করিয়া স্বরাজ লাভ কর।" আমরা কি সেই সকল সর্ত্ত পালন করিতে পারিয়াছি? স্বরাজ অর্থে যদি আমরা ভারতের শাসনতন্ত্রের কথা বুঝি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই স্বরাজ লাভের পথে অগ্রসর হইয়াছি। স্বরাজ অর্থে যদি আমরা জাতির আত্মোপলব্ধির প্রয়াস বুঝি, তাহা হইলে সেই দিক হইতেও আমাদের নিরাশ হইবার কিছুই নাই; এবং স্বরাজ অর্থে যদি আমরা জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মশক্তি বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে সে দিকেও আমাদের চেষ্টা সফল হইয়াছে। বস্তুতঃ ভারতবাসী আজ নিশ্চয়ই এ কথা বুঝিয়াছে যে মহাত্মা গান্ধীর নির্দিষ্ট পথই স্বরাজলাভের প্রকৃত পথ এবং সেই পথে চলিতে চলিতে আমরা লক্ষ্যের অতি নিকটে আসিয়াই পৌঁছিয়াছি।

ভারতব্যাপী এই অসহযোগ আন্দোলনে বাঙ্গলা দেশ আপনার যোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। বঙ্গদেশ হইতে যে সময়ে জাতীয় চৈতন্যের ধারা গঙ্গাপ্রবাহের মত সমগ্র ভারতবর্ষে প্রবাহিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান আন্দোলনে সেই বাঙ্গলাদেশ সে সাধনার ধারা অক্ষুণ্ণই রাখিয়াছে। তাহার কার্য্যের পরিমাণ কেবল যে সকলের নিকট প্রশংসার যোগ্য হইয়াছে তাহা নহে, বরং অনেক স্থলে অন্যান্য প্রদেশের নিকট তাহা আদর্শস্থানীয়ও হইয়াছে। বাঙ্গালীর জাতিগত ও স্বভাবগতই এই যে সে যখন যাহা একবার অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছে, প্রাণ দিয়াও সে তাহা সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাই এই জাতীয় আন্দোলনেও যখন বাঙ্গালী একবার এই অসহযোগনীতি সত্য বলিয়া প্রাণের মাঝে গ্রহণ করিয়া লইয়াছে, তখন সে এই আদর্শের সফলতার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে।

এই জাতীয়চৈতন্যের উদ্বোধনের দিনে দেশের তরুণ প্রাণ অধিক আকুল ছাত্রগণও দেশজননীর আহ্বানে সাড়া দিয়াছে। তাহারা দলে দলে আমলাতন্ত্রপরিচালিত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। এ কথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের রিপোর্ট হইতেই ইহা প্রকাশ পাইয়াছে যে প্রায় সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংস্রব ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এতগুলি ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া গেল কেন? ইহা বর্ত্তমান আন্দোলনের অবশ্যম্ভাবী ফল সন্দেহ নাই। এই যে আমাদের দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা আমাদের জাতিবৈশিষ্ট্য একেবারেই ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। কারণ এই শিক্ষাপ্রণালী এক বিদেশী শিক্ষা ব্যবস্থার অন্ধ অনুকরণে স্থাপিত হইয়াছে, সেই বহিরারোপিত শিক্ষা ভারতের বাহিরের পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের পরাধীনতাও আনয়ন করিয়াছে। এ অবস্থার হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি? ইহার একমাত্র উপায় দেশের স্বভাবধর্ম্মের অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা, যে শিক্ষার দ্বারাই দেশের জাতিবৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিবে। এইখানেই জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। বর্ত্তমান আন্দোলনে সে অভাব অনেকটা দূর হইয়াছে। প্রায় প্রদেশে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, শত শত ছাত্র এই সকল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে এবং চরকা ও তাঁতের কাজ শিখিতেছে। এই সকল জাতীয় বিদ্যালয়গুলির পরিচালনের দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। ইহা ব্যতীত ছাত্রগণ অনেকে স্বেচ্ছাসেবকরূপে নানা স্থানে ঘুরিয়া প্রায় গ্রামে গ্রামে দেশের মুক্তিমন্ত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে। অনেকে স্বাধীন জীবনোপায়ের চেষ্টায় ব্রতী হইয়া দেশকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে কতকটা মুক্ত করিতে চেষ্টা পাইতেছে।

বর্ত্তমান আন্দোলনকে সফল করিতে হইলে চরকার বহুল প্রচলনই এখন আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ। যে দিন ভারতের সুদিন ছিল, যেদিন বিদেশী আমাদের লজ্জা নিবারণের বস্ত্র যোগাইত না, সেদিন ভারতবাসীই নিজেদের লজ্জানিবারণের ভার নিজেরাই গ্রহণ করিয়াছিল। তখন সভ্যাভিমানী বণিক তাহাদের এই কার্য্যভার চালাইবার উপদেশ দিতে হয় নাই। আহার, বিহার যেমন দৈনন্দিন ব্যাপার, চরকা কাটা, বস্ত্রবয়ন করাও সেইরূপই ছিল—তখন আমরা নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত করিয়াও অন্যদেশের বিলাসের বসন যোগাইয়াছি। সে সব কথা আজ পুরাতন কাহিনী। বিলাসের মোহে ভুলিয়া আমরা নিজেদের সর্ব্বনাশ করিয়াছি। কিন্তু আমাদের জাতীয়তাকে পুনর্জীবিত করিতে হইলে আমাদের সেই পুরাতন শিল্পকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। অনেকে চরকার প্রচলনে এই বলিয়া আপত্তি করেন যে—চরকার দ্বারা দেশের আর্থিক সমস্যার সমাধান হইবে না। আমাদের দেশের কৃষকেরা অবসরকালে চরকা কাটিয়া অবসরে আবার আর্থিক লাভ অতি কি? পূর্ব্বে প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে দুই একটি করিয়া তুলার গাছ থাকিত, তাহা হইতে তুলা উৎপন্ন হইত, তাহাই তাহার পরিবারের প্রয়োজনের অনেকটা সমাধান করিত। সে পবিত্র জীবনের ধারা হারাইয়া ভারতবাসী আজ এক অস্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, এই অস্বাভাবিকতা হইতে আমাদের পূর্ব্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে

হইলে আমাদের পুনরুদ্ধৃত জাতীয় শাসনের জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। সেই প্রতিষ্ঠানের ফলেই প্রত্যেক অবসরকালীন অধিবাসীদের বিশেষ চরকায় সূতা কাটিয়া অতিবাহিত করা দিবে। চরকা প্রচলনে দেশের আর একটী অভাব দূরীভূত হইবে। আমাদের দেশে বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময় কোন না কোনও স্থানে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে, সেখানে কত লোক প্রতিবৎসরে অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করে। ইহার কারণ আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, চাষীরা বৃষ্টিমানকাল কৃষিকার্য্য করিয়া সমস্ত বৎসরের সংস্থান জুটিতে চেষ্টা করে; কিন্তু একবার দুর্ভিক্ষ হইলে তাহাদের কাছে অনাহার ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। তাহাদের পক্ষে সেই অবসরটুকুর সময় চরকা চালাইয়া দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর।

তাহাদের পুরাতন সহজ সরল জীবনযাত্রাকে ফিরাইয়া আনিতে হইলে একদিকে যেমন চরকার প্রচলন আবশ্যক, অপর পক্ষে ঠিক সেই রূপই আমাদের পুরাতন প্রতিষ্ঠানের সংস্কার বিশেষ প্রয়োজনীয়। জাতীয় সভ্যতার অনুকরণ যদি আমাদের সেই অনুরূপ গ্রামসঙ্ঘগুলিকে আবার উজ্জীবিত করিতে হইবে। শতকরা নব্বই জন দেশবাসী পল্লীগ্রামে বাস করে, সুতরাং দেশের জাতীয় সংস্থান আসলে পল্লীগ্রামেই রহিয়াছে। মানুষের জটিল জীবন-সমস্যার এমন সুন্দর সমাধান ভারতের পল্লী ভিন্ন আর কোথাও হয় নাই।" স্থানীয় ভূমিবিভাগ, জল-নিকাশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিচার প্রভৃতি সমস্ত কাজই আগে সেই সকল স্বাবলম্বী সাধারণতন্ত্র গ্রামবাসীগণ নিজেরাই পরিচালনা করিত। সকলের সম্মতি লইয়া মোড়ল নির্বাচিত হইত এবং রাজার সঙ্গে বার্ষিক রাজস্ব প্রদান ভিন্ন তাহাদের আর কোনও বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না। রাজা কেবল বাহ্য-শত্রুর আক্রমণ হইতে প্রজাদের রক্ষাবেক্ষণের উপায় করিতেন—গ্রামবাসীরা নিশ্চিন্তমনে নিজের কাজকর্ম লইয়া সুখে জীবন যাপন করিত। গ্রামবাসীদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর বাহিরের কোনওরূপ বাধা আসিয়া পড়িত না, তাহারা নিজেদের জাতীয় জীবন গঠনে স্ব স্ব অভাব অনুসারেই কার্য্য করিয়া যাইত। সমাজের সাধারণ অভাব পূরণ করাকে লোকে তখন পুণ্য কার্য্য বলিয়া মনে করিত—কাহারও উপর কোনও জুলুম ছিল না—দেশের লোকে সাধারণ কর্তব্যগুলি করিয়া যাইত, তাহাদের সকল অভাব দূর হইত। জীবনের এতটা জটিলতা তখনও মনে প্রবেশ করে নাই। এই গ্রাম্য-সাধারণতন্ত্রগুলিকে আবার বর্ত্তমান যুগোপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

এ সব কাজের জন্য এতদিন আমরা শুধু "শিক্ষিত" সম্প্রদায়ের উপরই নির্ভর করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু তাঁহাদের অনেক যে বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর স্বার্থের সহিত জড়িত। ইংরেজের আদালত, স্কুল, কলেজ না থাকিলে তাঁহাদের জীবনধারণ অসম্ভব। অবশ্য দেশের পরিচালনা করিবার জন্য তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেশের জনসাধারণই অসহযোগের প্রকৃত অংশগ্রহণে সর্ব্ব এবং বিশেষভাবে অধিকারী। কারণ সরকারের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ তাহাদের কিছুই নাই, উদরান্নের জন্য তাহাদিগকে চাকুরীর জন্য চাহিয়া থাকিতে হয় না। খাজনা লইয়া যে সম্বন্ধ সেটুকু ইচ্ছা করিলে তাহারা যে কোনও মুহূর্তেই ঘুচাইতে পারে। সুতরাং প্রকৃত অসহযোগীদের পরিচালনেই হইবে। এই জন্যই গ্রামে গ্রামে কৃষকসমাজ প্রভৃতি স্থাপনের দ্বারা দেশকে আত্মরক্ষার উপায়ে দীক্ষিত এবং আর্থিক উন্নতির উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে।

তারপর শ্রমজীবীদিগকে সংঘবদ্ধ করিতে হইবে। তাহাদের দুর্দ্দশা না ঘুচিলে দেশের মঙ্গল নাই। গায়ের রক্ত জল করিয়া তাহারা যে অর্থ উপার্জ্জন করে, বিদেশী মালিকের তাহাতে উদর পূর্ত্তি হয়। আর দরিদ্র শ্রমজীবী যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়াছে। এজন্য জাতীয় সমিতির পক্ষ হইতে শ্রমজীবীদিগকে সংঘবদ্ধ করার ভার নির্দ্দিষ্ট ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

এই সমস্ত কাজের সুবিধার জন্য চারিদিকে সভাসমিতি স্থাপন করিয়া দেশটাকে ছাইয়া ফেলিতে হইবে। ইউনিয়ন কমিটি, লোক্যালবোর্ড, জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি এই সকল সমিতির সাহায্যে নিজেদের হাতে আনিতে হইবে এবং সেইগুলির সাহায্যে জাতীয় ভাব প্রচার করিতে হইবে। আবশ্যক হইলে কাউন্সিল পর্য্যন্ত দখল করিতে হইবে। কাউন্সিলে আসিয়া অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য হইবে। যতদিন না আমাদের প্রাপ্য অধিকার স্বীকার করা হয়, ততদিন তাহাদের সমস্ত বিষয়েই কর্তৃপক্ষকে বাধা দেওয়াই হবে আমাদের কাউন্সিলের কাজ হইবে। ভরসা করি জাতীয় মহাসমিতির আগামী অধিবেশনে এই বিষয় ভাল করিয়া বিবেচিত হইবে।

আমাদের সকল কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আরও খুব একটা বিষয়ে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমাদের শিক্ষার দোষেই হউক অথবা সংস্কার বশেই হউক আমাদের জাতীয় জীবনে যে দুই একটী পাপদোষ প্রবেশলাভ করিয়াছে তাহার বিনাশসাধনের দিকে আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে। আমাদের দেশে মাদকদ্রব্যের ব্যবহারে যে তীব্র অনর্থ সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে সে বিষয় সকলেই অবগত আছেন। এমন কি আমাদের পল্লী অঞ্চলের জীবন কৃষককেও এ পাপস্রোত স্পর্শ করিতে বাকী রাখে নাই। সুতরাং আমাদের জাতীয় জীবনের সেই কলঙ্কপূর্ণ ক্ষতটি সারাইতে হইলে যাহাতে দেশে সর্ব্বপ্রকারে এই মাদকদ্রব্যের বর্জ্জন হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ বিষয়ে জাতীয় সমিতি অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, কেবল শহরে নয় পল্লীগ্রামেও আমাদের স্বেচ্ছাসেবকগণ নীচ উচ্চ ভেদ না করিয়া দোকানদারগণকে অনুরোধ উপরোধ করিয়া এ জাতীয় কলঙ্ক দূর করিতে বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছে এবং অনেকাংশে সফলতাও লাভ করিয়াছে।

আর একটী আমাদের জাতিগত দোষ যাহা এই জাতীয় আন্দোলনের দিনেও আমাদের জাতীয় সর্ব্বাঙ্গীণ মিলনের অন্তরায় হইয়াছে, তাহা হইতেছে আমাদের চিরাচরিত অস্পৃশ্যতা দোষ। আজ এই বাঙ্গলা দেশে যেখানে চৈতন্যের আচণ্ডালে কোল দেওয়া প্রেমধর্ম্ম আসিয়া উঠিয়াছিল,

সেখানে নিশ্চয়ই এ কথা বুঝাইতে হইবে না যে অস্পৃশ্যতা বাঙ্গলার বাহুতে এক্ষেত্রেই শোভা পায় না। আরও এই অস্পৃশ্যতার দোষে আমরা দেশের বহুসংখ্যক লোককে এমনি ভাবে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছি যে তাহাদের যদি আজ বলিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিতে পারি ও দেশের ও জাতীয় সমিতির গঠনের জন্য এমন কতকগুলি লোক পাওয়া যাইবে যাহারা প্রাণ দিয়াও দেশের সেবা করিবে। আর ইহাও আমরা নিশ্চয়ই জানি যে জাতির এক অংশকে হীন করিয়া রাখিলে সমস্ত জাতিই হীন হইয়া যাইবে। এ বিষয়ে জাতীয় সমিতির বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে, এখন সমগ্র দেশবাসীর তাহাতে সহানুভূতি থাকিলেই আমাদের সফলতা অনিবার্য্য।

জাতীয় মহাসমিতির চেষ্টায় দেশে খদ্দরের কতই প্রচার হইতেছে, দেশবাসীর পরস্পরের বিবাদ বিসংবাদ কতই সালিশী মোকদ্দমার দ্বারা মীমাংসিত হইতেছে, দেশ হইতে কতই মাদকদ্রব্যের ব্যবহার নিবারিত হইতেছে, ততই রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িতেছে। যে দেশে সর্ব্বপ্রকার লোকের দ্বারাই রাজকোষের পূর্ণ হইবার দাবী আছে, সে দেশে আদালতে মোকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস পাইলে বা মাদকদ্রব্যের বর্জ্জনে তজ্জনিত রাজস্ব আদায় রহিত হইলে রাজকোষ ক্রমে শূন্য হইতেই থাকিবে। গবর্ণমেন্টের রিপোর্টেতেই প্রকাশ পাইয়াছে যে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ভারতের রাজকোষে এ বৎসর ৩৪ কোটি অর্থের অনটন হইয়াছে এবং বাঙ্গলার শূন্য ভাণ্ডার ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার জন্য হাহাকার করিতেছে। কিন্তু বাঙ্গলার শাসনকর্তাদের বিলাস [illegible] এর বিলাস কোথা হইতে হইবে? তাই সে রাজকোষ [illegible] পূর্ণ করিবার জন্য করভারপীড়িত বরজীর্ণ প্রজার উপর আবার নূতন কর আদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতবাসীর আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে বাধা দিবার জন্য পুলিশ ও সৈন্যবিভাগের ব্যয়ভার দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছে এবং যতই ভারতবাসী বর্ত্তমান আন্দোলনে আত্মশুদ্ধি ও আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হইবে ততই সে বাড়তির অঙ্কই বাড়িয়াই চলিবে। সঙ্গে সঙ্গে নব জাগরণে উদ্বুদ্ধ প্রজাপুঞ্জকে গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে শাস্তিস্বরূপে নিত্য নূতন কর প্রদান করিতে হইবে। কারণ যখন দেশের শাসনপ্রণালী প্রজার আত্মপ্রতিষ্ঠা চেষ্টার বিরোধী হয়, তখন দেশবাসীর সেই প্রয়াস নির্ম্মূল করিবার জন্য তাহাকে পুলিশ ও সৈন্যবিভাগের আশ্রয় করিতেই হইবে। কাজেই অধিক অর্থের প্রয়োজন, এবং এই অর্থ সংগ্রহ করিতে হইলে নিত্য নূতন কর আদায়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু ইহাই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, সরকার পক্ষ কেন এ কথা বুঝিতে পারেন না যে শাসক ও শাসিতের বিরোধে শাসকসম্প্রদায় প্রজার জাতীয় প্রয়াসকে দমন করিতে চাহিলে পুলিশ ও সৈন্যবিভাগের ব্যয়ভার ক্রমশই এত বাড়িয়া যাইবে যে পরিমাণে তাহার সঙ্কুলান অসম্ভব। সরকারের পক্ষ এই সমস্যার হাত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় প্রজার অসহযোগের মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিবিধান করা। গবর্ণমেন্ট সে কথা বুঝিতেছেন না বলিয়াই আজ শাসনের পক্ষে মামলা মোকদ্দমা করিয়া টাকা ব্যয় না দিলে, কিংবা মাদকদ্রব্য ব্যবহার করিয়া আবগারী বিভাগের আয় বৃদ্ধি না করিলে, লোকসমাজ অথবা নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য বেশী দিয়া সমগ্র জাতিকে গবর্ণমেন্টের শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করিতেই হইবে, ইহাই লোকের দণ্ড বিধান। সূর্য্যের কিরণে যেমন সকল পদার্থের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে, পবিত্র অসহযোগ আন্দোলনের প্রখর আলোকপাতে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপটিও সেইরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে।

আমলাতন্ত্রের চাকচিক্যময় ভোগবিলাসের মাত্রা যতই বাড়িয়া যাইতেছে, দেশবাসী ততই ত্যাগের পথ, জীবনের সহজ সরল পথ বাছিয়া লইতেছে। মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশে যে দিন হইতে ভারতে এই আত্মশুদ্ধি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সে সময় হইতেই দেশবাসী ত্যাগের পথ ধরিয়া চলিয়াছে। বাঙ্গলা দেশও দেশমাতৃকার চরণে সর্ব্বস্ব নিবেদনের অনেক উজ্জ্বল নিদর্শন দেখাইয়াছে। বাঙ্গলার নানা স্থানে বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধীমান আইন-ব্যবসায়িগণ এবং অন্যান্য বহু ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবিগণ তাঁহাদের অর্থ বর্জ্জিত হইয়া মাতৃপূজায় অগ্রসর হইয়াছেন—জাতীয় জীবনে ইহার ফল নিতান্ত অল্প হয় নাই; আজ দেশে দেশে এত লোক যে আত্ম-ত্যাগে কংগ্রেসের সভ্য হইতেছে, গ্রামে ও জনপদে এত চরকার ও তাঁতের প্রচলন হইতেছে, এত লোক স্বেচ্ছায় কারাক্লেশ বরণ করিয়াছে এবং শান্তভাবে বুক পাতিয়া সকল অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিতেছে—এই সকলের মূলে আমাদের ত্যাগী নেতৃবৃন্দের আদর্শ জীবনের প্রভাব ও পরিচালনাশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে।

অর্থে ও জনে বাঙ্গলাদেশ এই জাতীয় অভ্যুদয়ের দিনে যাহা করিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই অনেক অংশে অতুলনীয়। বাঙ্গলায় জাতীয় কার্য্যের নিমিত্ত যে লক্ষ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই দরিদ্রের দান। মূল্য হিসাবে সে দানের তুলনা নাই। একদিকে যেমন কত মহাপ্রাণ ব্যক্তি স্বোপার্জ্জিত প্রভূত অর্থ দান করিয়াছেন—অপর দিকে আবার অনেক দরিদ্র মধ্যবিত্ত লোকও যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া ফকির হইয়াছেন। সাধারণ লোকের নিকট তাঁহাদের নামও হয়ত প্রকাশ পায় নাই, কারণ নাম প্রচারের জন্য ও তাঁহারা দেশসেবায় আত্মোৎসর্গ করেন নাই। কিন্তু সেই সকল মহান্ ত্যাগের ফলে আমাদের মুক্তির সম্ভাবনা অনেকটা অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। জনসাধারণের উপর এই আন্দোলনের পূর্ণ প্রভাব আমরা যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হরতালের সময়েই অতি সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াছি। তখনই বুঝা গিয়াছে দেশের জনসাধারণ কোন্ পক্ষে। শাসকসম্প্রদায়ের শক্তি প্রদর্শন ও নানাপ্রলোভন সত্ত্বেও কলিকাতা তথা সমগ্র বাঙ্গলা দেশে বিরাট অনুষ্ঠান যেরূপ নিরুপদ্রবভাবে হরতাল অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। বাধ্যবাধকতা ছিল না, ভয় প্রদর্শন ছিল না, অথচ কেবলমাত্র জনসাধারণ জাতীয় মহাসমিতির নির্দ্দেশ নিঃশব্দে মানিয়া লইয়াছিল, কাহারও মুখে অসন্তোষের চিহ্ন দেখা যায় নাই, কাহারও ওষ্ঠ বিরক্তির অস্ফুট ভাষা উচ্চারণ করে নাই। সকলেই আনন্দচিত্তে, ভগবানের চরণে আত্মনিবেদনের মত জাতীয় মহাসমিতির নির্দ্দেশমত কার্য্য করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু সরকার পক্ষ সকল কথা বুঝিয়াও না বুঝার ভান

করিলেন, তাঁহারা মনকে চোখ ঠার দিয়া বুঝাইলেন যে ইহাতে দেশকর্মীর বল প্রয়োগ এবং অপচেষ্টা নিবারিত হইয়াছে। কত অল্পসংখ্যক মাসে স্বেচ্ছাসেবকদল সম্বন্ধে সরকারের ইস্তাহারই ইহার প্রমাণ। কারণ সেখানে বলা হইয়াছিল যে শান্তিপ্রিয় অধিবাসিগণকে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ ভয় দেখাইয়া দোকানপাট হরতাল প্রভৃতি করাইয়াছেন; কে কে ভয় দেখাইয়াছিল সকলেই জানেন। ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের কর্তৃপক্ষ ও পুলিশকর্মচারীরা হরতাল উপলক্ষে ভয় দেখাইয়াছিল, এমন কি দিনাজপুরে শান্তিরক্ষার্থ সৈন্য তলব করিয়া পর্যন্ত বলা হইয়াছিল 'দোকানদারগণ, হরতাল করিও না', এ সমস্তের বিস্তৃত বিবরণ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। তথাকথিত শান্তিপ্রিয় ব্যক্তির দিক হইতে সরকার পক্ষ ভুলিয়া গিয়াছেন যে জাতি যখন জাগে তখন তাহাকে ভয় দেখাইয়া কার্য সম্পাদন করা অসম্ভব, এবং যখন স্ত্রীলোকেরাও এই আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবিকারূপে যোগদান করিয়াছিলেন তখন ভয় প্রদর্শনের কথা আসিতেই পারে না। যদি ভয় দেখাইয়াই এতবড় কার্য সম্পাদন সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের প্রতাপান্বিত শাসকসম্প্রদায় এত ভয় দেখাইয়াও হরতাল বন্ধ করিতে পারিলেন না কেন? দুইদিনের স্বেচ্ছাসেবক কেবল জাতীয় মহাসমিতির নির্দেশমত অনুরোধ করিয়া যে কার্য সম্পাদন করাইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় দেশের লোক আমলাতন্ত্রের পক্ষে নাই। তাহারা বুঝিয়াছে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকই তাহাদের অন্তরের [illegible] বাণী প্রকাশ করে।

যদি তর্কের খাতিরে স্বীকারও করিয়া লওয়া যায় যে কোন কোন স্বেচ্ছাসেবক অত্যাচার বা অন্যবিধ অপরাধ করিয়াছে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ধরিয়া প্রচলিত আইন অনুসারে বিচার করিয়া শাস্তি দেওয়া হইল না কেন? তাহার জন্য সমগ্র জাতির সমস্ত অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার কি কারণ বা প্রয়োজন ছিল? আসল কথা, যখন কোনও পরাধীন জাতি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়াসী হয়, তখন শাসকসম্প্রদায় যদি তাহাদের কল্যাণকামী না হয় তবে বিচলিত হইবেনই। তাই দুই দিনের হরতালের সাফল্য দেখিয়াই কর্তৃপক্ষ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তখনই কংগ্রেসের কার্য করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকসমিতি বে-আইনী বলিয়া ইস্তাহার জারি হইল এবং কলিকাতায় ও মফঃস্বলের কোন কোন স্থানে সভাসমিতি পর্যন্ত বন্ধ করা হইল। কত বাঙ্গালার কর্তৃপক্ষ কংগ্রেস কমিটি ও খিলাফত কমিটি [illegible], কংগ্রেস গৃহটি পর্যন্ত দখল করিয়া লইলেন। কত [illegible] নাম আদালতের [illegible] হাজতে বসিয়া লাঞ্ছিত [illegible] হইয়াছে, হাওড়া, মালদহ প্রভৃতি অঞ্চলে কত স্থানে [illegible] জনসাধারণের উপর অকাতরে গুলি চলিয়াছে; কত স্বেচ্ছাসেবক স্ত্রীলোকের পবিত্র অঙ্গে লাঠির আঘাত পড়িয়াছে; কত গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া নিরীহ গ্রামবাসীর উপর পাশবিক অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে—একটা শাসকশক্তির তাণ্ডব লীলা যেন সমগ্র দেশে উপস্থিত হইতে বাকী রহিল না। আর জাতিকে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক হইতে বিরত থাকিতে নিষেধ করিতে অনুরোধ করিলেন না মহাত্মা গান্ধীর আদেশে [illegible] নিষেধ করিলেন শান্তিভঙ্গ আশঙ্কায়। শাসক সম্প্রদায় এমনভাবে আমাদের কাজের প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়াইবেন সে বিষয়ে বিস্ময়ের বিশেষ কারণ নাই; কারণ আমাদের সফলতাই তাঁহাদের ব্যর্থতা। এই আমলাতন্ত্রের সরকারী হইলে এমন বে-আইনি নাই যাহা তাহারা না করিতে পারেন। অতএব আইনের নামেই এই সকল বে-আইনি চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সমগ্র জাতি অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, অপূর্ব আত্মসংযমের পরিচয় দিয়া সকল লাঞ্ছনা ও নির্যাতন সহ্য করিয়া লইতেছে। দেশের প্রধান প্রধান নেতৃগণ কারাগারে প্রেরিত হইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে জনসাধারণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় নাই। ইহাতে আশার কথা অনেক আছে—সংযমের দৃঢ়তা, আত্মসংযম [illegible] জাতিকে স্বরাজলাভের পথে অনেকদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সরকারী ইস্তাহার যতই কেন বাহির হউক না দেশের স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহার লোক; শাসক সম্প্রদায়ের বে-আইনি আইন অমান্য করিয়া কারাবরণ করিয়া লইয়াছে, সত্যাগ্রহের [illegible] একথাই প্রমাণিত হইয়াছে। না যে, সমগ্র জাতি আজ স্বরাজ লাভে বিশেষ আগ্রহান্বিত? ১৯২১ সালের শাসনতন্ত্রের প্রারম্ভে কর্তৃপক্ষ জনমতের আন্দোলনকে দমিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। সে চেষ্টা কালে নির্ভীক মহাত্মার বিশ্বাসভঙ্গের কথা একবারও বুঝিলেন না। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন প্রভৃতির উপর তাহাদের একটুকু বিশ্বাস ছিল, তাহাদের সে বিশ্বাস সমূলে বিনাশ পাইয়াছে।

এই কারাবরণ প্রথাকে উপলক্ষ করিয়া সরকার পক্ষ সমস্ত দোষ মহাত্মার উপরই অর্পণ করিয়াছিলেন। একজন বড়লাট লর্ড রোনাল্ডসে মহাত্মার নির্দিষ্ট পথকে উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন—While Rome was burning Nero was playing. যখন রোম নগর পুড়িয়া ছাই হইতেছিল তখন নীরো মনের আনন্দে বাঁশী বাজাইতেছিলেন। ইহার অর্থ তিনি এই করিয়াছিলেন যে মহাত্মা এত নির্যাতন সত্ত্বেও তাহাদিগকে নির্বিকার চিত্তে দেশের কার্য করিতে বলিয়া মহাত্মা নিতান্ত হৃদয়হীনভাবে পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সত্য কখনও অপ্রকাশ থাকে না, দেশবাসী সকলেই জানে এবং ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকও স্পষ্ট বলিবেন এই অবস্থায় [illegible] নীরোর [illegible] কে!

কিন্তু শত নির্যাতন ও লাঞ্ছনাতেও আজ বঙ্গদেশ সরকারের বে-আইনি ইস্তাহার মানিয়া লয় নাই। বাঙ্গালার কারাগারে বহু ব্যক্তি বাস করিতেছেন, শাস্তিদিগের মধ্যে নারী দেবী পর্যন্ত কারাগারে প্রেরিত হইয়াছেন। জনসাধারণ নিগ্রহ, লুণ্ঠন, কশাঘাত, লাঠির আঘাত প্রভৃতি সহ্য করিয়া লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিতেছে। তথাপি জাতির উচ্চ মস্তক আজ অবনত হয় নাই। কিন্তু সকলের আবেদন নিবেদন শেষ হইলেও স্বেচ্ছাসেবকসমিতিকে বে-আইনি বলিয়া যে ইস্তাহার প্রকাশ করা হইয়াছিল তাহা এখনও প্রত্যাহার করা হয় নাই। সে ইস্তাহারের প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত আমাদিগকে শান্ত হইলে চলিবে না, আমি এখানে

[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Printed at the Metcalfe Press.
79, Balaram Dey Street, Calcutta

Printed and Published by—Dhirendra Chandra Mukhopadhya,
9, Bhabanicharan Dutt Lane

"বাঙ্গলার কথা"

[illegible] টাকা, [illegible] টাকা।

[illegible]

[illegible]

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের নূতন গ্রন্থ

[illegible] ... ... [illegible]

[illegible] ... ... [illegible]

"THE SOUNDING OF THE TRUCE—TRUMPET"

[Being an exhaustive account of the Malaviya Conference including the dramatic exit of Sir. Sankaran Nair, with the Impressions of Mahatma Gandhi, Sir P. C. Ray, Joseph Baptista and other leaders of india]

Price—8 as.

To be had of—INDIAN BOOK CLUB,
College Street MARKET, Calcutta.

[illegible]

"[illegible]"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] বিনোদ লাল [illegible]

[illegible]

দাস এণ্ড সন্সের

শিবপ্রিয় তৈল।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পাম্ পাস্

Pum-Pus)

[illegible]

[illegible]

PUM-PUS MFG. WORKS,
Belgachhia, Calcutta,

জবাকুসুম তৈল

[illegible]

সি, কে, সেন
কোং লিমিটেড,

[illegible]

কলেরার মহৌষধ।

প্রতি শিশি—[illegible] আনা।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইউ সি চক্রবর্ত্তীর

কালির চাক্তি ও নিব।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ইউ, সি, চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং
[illegible], কলিকাতা।

সর্ব্বরোগহর পবিত্র—

"হিন্দু" মকরধ্বজ।

[illegible], ইনফ্লুয়েঞ্জা, প্লেগ, [illegible] মূল্য— [illegible] [illegible] প্রত্যেক গৃহস্থের আবশ্যক। [illegible] মাত্রা ১৲ টাকা। পত্র লিখিলে সত্বর বিনামূল্যে ক্যাটালগ দেওয়া হয়। [illegible] কবিরাজ—শ্রী[illegible] আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ [illegible] রোগী-দিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

হিন্দু মেডিসিন্‌—১০৩, হারিসন রোড,—কলিকাতা।

শ্বাসারি

[illegible] চিকিৎসক, [illegible] হাঁপানি [illegible] সর্ব্ববিধ [illegible] ১ শিশি ১৷০ মাঃ ৷৵০। [illegible] ~~[illegible]~~ ব্যবস্থা [illegible] বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ শর্ম্মা-কবিরত্ন।
৫২নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সোনা এণ্ড সন্স।

জুয়েলার্স, ওয়াচ মেকার এণ্ড অপটিসিয়ান্স

[illegible] গহনা [illegible] সুলভে তৈয়ারি করা হয়। [illegible] বিক্রয়ার্থ মজুদ থাকে।

[illegible] উপযুক্ত [illegible] থাকে।

[illegible] বিক্রেতা।

ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।
১৩১১ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ও হারিসন রোড, কলিকাতা।

তাঁত ও তাহার সরঞ্জাম

সুলভে লউন। বিস্তৃত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন। ম্যানেজার—
খুলনা উইভিং কোং লিমিটেড (খুলনা)

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান

[illegible]
আয়ুর্ব্বেদ মন্দির
[illegible]

গলিত কুষ্ঠ ও ধবল বা শ্বেত কুষ্ঠ

[illegible] এই ঔষধে কুষ্ঠ রোগ [illegible] [illegible] মূল্য [illegible] উপযোগী।

[illegible] মূল্য ৲ টাকা [illegible] উপযোগী। [illegible] চিকিৎসা [illegible] মূল্য ৵০ দুই আনা [illegible] পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে দেওয়া হয়। [illegible] আমাদের চিকিৎসালয়ে থাকিলে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

[illegible] দেওয়া হয়। [illegible] থাকিতে হইলে [illegible]

ব্যবস্থাপক—
ডাঃ পি, ব্যানা

গ্রেট বেঙ্গল ক ী
(কিড্ডার ষ্ট. আই.

Latest Additions to our Stock :—

	Rs.	As.	Ps.
New Labour Movement in Great Britain M. Bloomfield	8	8	6
Irish Labour Movement—W. P. Ryan	4	13	0
Labour in Ireland—T. Connoly	3	4	0
Socialist Movement in England Villiers	2	0	6
Woman and Labour—O. Schreiner	2	0	6
Industrial and Commercial History of England—Rogers	6	14	6
Japanese Empire-Dautremer	8	8	6
Evolution of Modern Germany Dawson	17	1	0
How England Saved China Macgowan	8	8	6

	Rs.		Ps.
The National Being-A.E.	1	[illegible]	6
Home Rule Movement—Macdonagh	[illegible]	2	0
Sinn Fein-An illumination	[illegible]	0	6
Sinn Fein & its Enemies	0	1	3
Amritsar & Our Duty-Horniman	2	11	6
India in England—H. Normanton	2	0	0
The Chirala Perala Tragedy	1	0	0
Life of Tilak—Athalye (Best book on the subject)	3	8	0
Mr. Montagu's Failure	1	8	0
Lord Chelmsford's Viceroyalty	1	0	6
Meeting of East & West	2	0	0
Future of Indo-British Commonwealth—Col. Wedgwood	[illegible]	[illegible]	0
Tug of War - Gandhi	[illegible]	0	0

INDIAN BOOK CLUB—*College Street Market, Calcutta.*

বাঙ্গলার কথা

বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা — সম্পাদিকা—শ্রীমতী বাসন্তী দেবী — নগদ মূল্য এক /০ আনা

প্রথম ভাগ } কলিকাতা, শনিবার, ৮ই বৈশাখ, ১৩২৯ ; ২২শে এপ্রেল, ১৯২২ { ২৭শ সংখ্যা

ভাববার কথা

বাঙ্গলার প্রাণ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির [illegible] অভিভাষণে ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি করা গিয়াছে বাঙ্গলার যে একটা বিশিষ্ট প্রাণ আছে, তাহা এখন জাগিয়া উঠিয়াছে। সেই প্রাণশক্তির স্পর্শে বাঙ্গালী আজ চঞ্চল, [illegible] তাহার নিকট অনেক অংশে পরাজিত, অথচ [illegible] আমাদের বিলাসে তাহার সম্বন্ধে উপেক্ষা; আর শুধু তাহার লক্ষ্য স্থির, কর্ম্মপথ নির্দিষ্ট। সে আজ বিপ্লবী, নূতন করিয়া আবার সে প্রাণশক্তির পরিচয় পাইয়াছে, মিথ্যা উত্তেজনার হাত হইতে সে আজ আপনাকে রক্ষা করিতে চায়, সে চায় আত্মপ্রতিষ্ঠা, সে চায় প্রাণের সাড়া। ভবিষ্যতের বিভীষিকার মধ্যে পড়িয়া সে যে এতকাল পরমুখাপেক্ষী ভিখারী হইয়া পড়িয়াছিল, সে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া প্রাণের মধ্যে চাহিয়া দেখিয়াছে তাই আজ বাঙ্গালী বুঝিয়াছে বর্ত্তমানের কর্ম্মই তাহার লক্ষ্য, ভবিষ্যতের ভাবনা সেখানে [illegible], অতীতের [illegible] সে পথে আলোচ্য নয়। এখন সে যে চেষ্টা করিতেছে তাহাই তাহার সাধনা, ভবিষ্যতে তাহাতে হইবে কি হইবে না এই বিচার করিতে বসিয়া থেমে তাহার চলিবে না।

পুরাতন যুগের আদর্শে একটা জাতি যখন প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহে না, নূতন নূতন প্রাণের আদর্শে সেই পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠার পুনর্গঠন। বাঙ্গলার ও আজ নূতন প্রাণের সাড়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালী সাধনা আজ [illegible] নূতন আশা জাগ্রত করিয়াছে যেমন [illegible] একটা মহত্বের প্রতিষ্ঠানের জন্য। সে আজ সেই ভারতের প্রাচীন গৌরবের তপোবনের স্বাধীন মহাচারী, তাহার আপনার নাই, দ্বন্দ্ব নাই, ক্ষোভ নাই, দ্বেষ নাই। সে আজ মহাত্মা গান্ধীর বাণী উপনিষদের [illegible] আপন প্রাণ উদ্বুদ্ধ করিতে চাহে। তাহার বর্ত্তমান কর্ম্মপথ যে কণ্টকাকীর্ণ, তাহার পথের যে দেশীয় নির্দ্ধারণ, তাই সে বাঙ্গলার প্রাণকে [illegible] ও পরিপুষ্টির অনুষ্ঠানকে সিদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই একটা জাতির [illegible] পুনর্গঠনে একটা প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তনের শুভ মুহূর্ত্ত এমনই করিয়াই বুঝি জাতির প্রাণ জাগিয়া উঠে। বাস্তবিক আশা হয় বাঙ্গালীর প্রাণের এই নব জাগরণ বঙ্গমাতার আশীর্ব্বাদে তাহাকে পূর্ণশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিবে।

বর্ত্তমান আন্দোলনের আরম্ভে যখন বাঙ্গালীর প্রাণে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল, তখন তাহাতে উত্তেজনার আগুন ছিল, সে বিদ্যুতের মত ছুটাছুটি করিতে চাহিয়াছিল এবং তাহাতে আনন্দও পাইয়াছিল। প্রথম আন্দোলনের মুখে ইহা অবশ্য অনিবার্য, কারণ স্রোতস্বতীর জলবেগ যখন বাঁধ ভাঙিয়া ছুটিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার গতি প্রচণ্ডভাবে [illegible] উঠে, তারপর ক্রমশঃ তাহার উদ্দাম গতি ধারা বিশৃঙ্খলতার দায় হইতে মুক্তি লাভ করে। আজ বাঙ্গলার প্রাণও সেইরূপ চঞ্চলতাহীন, শক্তি তাহার সংহত, উত্তেজনা তাহার সংযত। তাহার ধীর গম্ভীর প্রবাহ তাহার জীবনীশক্তিরই পরিচায়ক, বৃথা উত্তেজনায় তাহার গতি অযথা বর্দ্ধিত করিয়া সে তাহার শক্তি হ্রাস করিতে আর চায় না। বাঙ্গালী তাহার প্রাণধর্ম্মের মহত্ব চিনিয়াছে সে তাই তাহার সেই মহত্ত্বের সাধনায় [illegible] মগ্ন রহিতে চাহে।

এক শতাব্দীর অধিক কাল বাঙ্গালী অত্যাচারিত পীড়ন ও নির্যাতন সহিয়া আসিয়াছে, আত্মপ্রতিষ্ঠা [illegible] দিয়া সে পথে পথে এত অত্যাচার সহিয়াছে, যে তাহার বাধা প্রদান করিবার ক্ষমতাও বুঝি সে হারাইয়াছে। তাহার মুখের কথা, তাহার প্রাণের পরতে পরতে সে বাধা শৃঙ্খলের মত [illegible] বাঁধিয়া তাহাকে অনড় [illegible] পীড়িত করিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর প্রাণশক্তি কি তাহাতে লুপ্ত হইয়াছে। লুপ্ত হইলে এমন উৎসাহভরে বর্ত্তমান

জাতীয় মহাসভায় এত বাঙালী সদস্যের সমাগম হইত না। তাহাদের প্রায় সকলেই প্রাণে আঘাত লাভ করিয়াছে, কাহারও নিকট আত্মীয় কারারুদ্ধ, কাহারও বা স্বজন অসুস্থ হয়ে আছে; আবার কেহ কেহ নিজেই জীবিকা প্রায় নষ্ট করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কাহারও বাঙ্গালীর আদর্শের বিসর্জন হয় নাই, তাহার কর্মশক্তি পঙ্গু হইয়া যায় নাই। গত আগষ্ট মাসে চট্টগ্রামের অধিবেশনে বাঙ্গালী প্রতিনিধিবর্গ সকল বিষয়ের মীমাংসা ও আলোচনা করিয়া কর্মপদ্ধতি নির্দ্ধারিত করিয়া লইয়াছে; তাহাদের মুখে কোথাও নৈরাশ্যের ভাব ছিল না, তাহার লেশমাত্র ছায়াও দেখা পড়ে নাই। সর্ব্ব সময়ে তাহাদের বদনে এমন একটা প্রশান্ত জ্যোতির লীলা দেখিয়াছিল যাহাতে সকলকে এই কথাই জানাইয়া দিয়েছিল তাহাদের প্রাণের উৎসাহ এখনও অক্ষুণ্ণ হইয়াই রহিয়াছে। যে কর্মপদ্ধতি তাহারা বাছিয়া লইয়াছে, তাহা তাহারা ইষ্টদেবের মত বুকের মাঝে ধরিয়া রাখিবে। শত বাধাবিঘ্নে ও তাহাদের উৎসাহ ক্ষুণ্ণ হইবে না, ইহাই তাহাদের মুখের শান্ত ভাবে ব্যক্ত হইতেছিল। তাহাদের দৃঢ় নিবদ্ধ ওষ্ঠ এই কথাই যেন ফুটি ফুটি করিতেছিল যতদিন বাঁচিব ততদিন বাঙ্গালীর সাধনা ব্যর্থ হইবে না।

বিভিন্ন গ্রাম হইতে এমন শত উৎসাহী সাধক এবার জাতীয় মহাসভায় আসিয়াছিলেন, যাহারা দেশজননীর আহ্বানে ঐহিক সকল সুখ ত্যাগ করিয়া কার্য্যে নামিয়াছেন; অনেকস্থলে তাঁহাদের পরিবারবর্গের আহারের কোনও সংস্থান করিয়া আসিতে পারেন নাই। দশের টানে দেশের কাজে তাঁহারা বাহির হইয়া আসিয়াছেন, এই ভাবিয়া যদি তাঁহাদের সাধনমার্গ ভগবানের নির্দিষ্ট পথ হইয়া থাকে, তবে ভগবানই তাঁহাদের পরিবারবর্গের সকল ভার গ্রহণ করিবেন। ইহাতে তাঁহাদের বদনে বিষাদের চিহ্ন মাত্র ফুটিয়া উঠে নাই, তাঁহাদের ওষ্ঠ হইতে কোনও অস্ফুট কাতর ধ্বনি বাহির হয় নাই। সকল সময়ে তাঁহারা প্রফুল্লবদনে সরল অন্তঃকরণে দেশের ভবিষ্যৎ আশা-আলোচনা করিতে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহাদের প্রাণে শুধু বাজিতেছিল দেশের কল্যাণ রাগিণী।"

দেশকে কেমন মুক্তির পূর্ণভাবে জাগাইতে হইবে, কেমন করিয়া তাহার সুপ্ত-চৈতন্য উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে, ইহাই আজ বাঙ্গালীর প্রাণের একান্ত বাসনা। দেশের সব সম্পদ তাহাকে সম্বরণ করিতে হইবে, পরাধীনতার ক্লীব না হইয়া তাহাকে মানুষ হইয়া বাঁচিতে হইবে। এই জন্যই বাঙ্গালী আজ সাম্যবোধের মন্ত্রের প্রচলনে যত্নশীল হইয়াছে! মাত্র দেড় বৎসরে চট্টগ্রামে যেরূপ খদ্দরের পরিধান প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে ইহাই বিশেষরূপেই সকলের মনে জাগিয়াছে বাঙ্গালী আজ সত্যসত্যই হইয়া যে কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার সাফল্য-লাভে অধিক বিলম্ব নাই। বাঙ্গালী জানে, সে আজ যে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে জয়ী হইতে পারিলে শুধু বাঙ্গলার জীবন সমস্যা পূরণ নয়, শুধু ভারতের মরণ বাঁচনের উপায় নয়, সমগ্র জগৎকে সে একটা নূতন পথা দেখাইতে পারিবে। তাই বাঙ্গালীর প্রাণ আজ জাগিয়াছে এক নূতন উষার আলোক রশ্মিতে; বাঙ্গালীর প্রাণের মধ্যে যে দেবতা আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারই উদ্দেশে আজ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী বাঙ্গালী সাধন করিতেছে—

"যে দিন জাগিলে তুমি নবীন গর্জনে,
অনন্তবাসিনী তারা জানিতে তোমায়;
হৃদয়-মন্থন করা বিপুল স্পর্শনে
কেঁপে গেল অন্তরের এপার ওপার।"

আত্ম-প্রতিষ্ঠা।

[শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেন]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কোনো নবীন জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি যখন মুক্ত-জীবন লাভ করবার জন্য বিপুল আগ্রহে জেগে ওঠে, তখন বোঝা যায় তাদের মনে প্রাণে স্বরাজের মহিমা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, পরবশ্যতার আবেশ-জড়িমা কেটে যাচ্ছে; কিন্তু যখন সকলেই জীবনে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার আস্বাদ পায় তখন একরকমে তাদের স্বরাজলাভ হল বলা যেতে পারে। আত্মচেতনা ও আত্মশক্তিতে এই যে প্রতিষ্ঠালাভ—এ থেকেই জীবনের সকল বিকাশ ও সকল উন্নতি হয়ে থাকে; এই মুক্তিই নিয়ে আসে মানব জীবনের আনন্দ ও শক্তি,—আর তারই মাঝে লুকানো আছে আমাদের চিরন্তন পরমপুরুষার্থ, এই জন্যই জীবন যা [illegible] হয় না। সম্পূর্ণ আনন্দের মাঝে [illegible] বিষাদের অনুভূতি হয় যায়। এই অবস্থা হচ্ছে অবাঙ্-মনসো গোচরম্। নবীন বাঙ্গলার মুক্তি-মন্ত্রের প্রধান পুরোহিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন বলেছিলেন,—'স্বরাজ স্বরাজ', কোনো কথায় বাঁধে না মনের ছাঁদে এসে ধরা যায় না,—তখন বাঙ্গালীর উর্দ্ধ মনিষের ও মুক্তির কোনো বাণীর পরিচয় দিতে কোনো কোনো মহল বিদ্রূপের [illegible] দিন ধূমধাম ও আমদেখি-করে-দেখা [illegible] তাহাকে মানলেন, কিন্তু তাকে অর্থহীন কোলাহলের পর্যায় হয় যায়। যে মহাপুরুষ—

ধূ'পাকে বসে যেন মধ্যপথারে,
সমাধে থেকে যেন নিমন্ত্রণে,

[illegible] আমার পবিত্র হয়ে নিমাই-সুন্দর [illegible]

প্রত্যেকের প্রধানত উচিত হবে দেশের বর্ত্তমান নব-জীবনের পুনরুত্থান বাহিরে দুরেছিল তাঁর অন্তরে কোনো স্থানে ব্যর্থ হয় নি। জীবনে যে ভাবের আবাহন যে পায় নি, যে দলের অনুভূতি যার মনে মনে বিচিত্র-ভাবে জেগে ওঠেনি—তার পক্ষে সে বিষয়ে বাক্যবিন্যাস করতে যাওয়া বিজ্ঞের মুরুব্বিয়ানা ছাড়া কিছু বলা হবে না। এরূপ কথার শাণে পড়ে সাধারণ মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ হতে পারে, কিন্তু সত্য-জিজ্ঞাসুর মন-তুষ্টি সাধন হয় না।

যেমনি সব চাইতে অনেক লোকেই একটি দিকে কেবল দেখে থাকে;—যেমনি আমার মত যাঁরা, দেশাত্মবোধ যাঁরা, তাঁদের চেষ্টার সকল দেশে তাঁদের পরিণামের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে দুর্ভাবনা দিয়ে আসে। অনেক স্থানে সত্য আমাদের যাচিত যে সর্ব্ব ও নীচ হয়ে থাকে, ধনের আশায় লোক লোভে যায়, এ দুর্নীতি আমরা সর্ব্বত্রই দেখতে পাই। স্বজাতি বিদেশ-বিদেশী বিশেষ নিয়ে জনসমাজের চোখে কেবল সাধনা স্বাধীন-শক্তির পরিচায়ক নয়। তারপর এ লোকেরাও অনেক লোকেই দূর বিদেশে দৃষ্টি থাকে না;—কারণ এ জিনিষটির মত সাধারণত চিত্তের সংস্কার ও সুস্বার্থবুদ্ধিজাত চেষ্টা-চক্রান্তের মধ্যে ঘটে থাকে। আবার অনেক লোকেরই সমান সম্পত্তি ও আন্দোলনের উপর ও নির্ভর করে না;—যে মানুষ আপন নয়—তাকে বুদ্ধি স্থান পায় না, তার আত্মনির্ভরতার উপর আস্থা করা যায় না। জাতীয়-জীবনের মহীশাখায় যে ফলের সৃষ্টি ফল শস্যেতি করে আমরা গ্রহণ করি না—তাই বিদ্যা;—এই বিদ্যার প্রচার সকল দেশের বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও প্রবন্ধের উপরই অনেক পরিমাণে আছে,—কারণ এই কামনা ও প্রচারের মূলে যথেষ্ট প্রয়োজন অভিজ্ঞতা অভিমান রয়েছে। অজ্ঞান দুর্বল জনসাধারণ,—দুঃখ সত্ত্ব বড়ই,—এদের শক্তি সম্বন্ধে ভয়ে, ও আরাম-দোহাযিত লোক সহসা চালিত হয়, তাই জনমত অন্যের নির্দেশে উপর পড়ে ঘটে না,—অর্ধ বাসনার রীতিতা দেখে। কিন্তু যাঁর বোঝা দিয়ে তাদের সাথ, সংরক্ষণ কোনো দেশ-ভাষা, জোরজোরী, যুক্তির অগ্রদূতের অনুশাসনায় মত ও উদ্ভূত হয়—তা হ'লে এই বিরাট জনসাধের প্রাণশক্তি বিরাট সাগরের উপরে প্রভাবে পড়েছে বটে। ভারতের অতি-[illegible] যুক্তিকর ব্যাখ্যা পাবো এই ভারত জনশক্তি [illegible] ভারতের সকল সম্মানো অবসানে স্বাধীনতার [illegible] উদ্ধার করতে আশা করেছেন। কিন্তু যে শক্তি [illegible] ও সুনির্দিষ্ট হলে সকল সিদ্ধি ও সাফল্যের নিদান হয় না, যদি সত্য ও বিনয়-বাধী হয়, তা হ'লে নিজের জন্য নিজে দিয়ে যাবে। আত্মানাহারা যারা তাদের 'এ যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে'?—আমরা যে শক্তির লাঘবে অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাচ্ছিলেম, তাকে স্বাধীনতা করতে হলে তার উদ্ভবের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে হবে,—আর তা করতে হলে এমনও সব অজ্ঞান দূর করে আত্ম-[illegible] মনে নিতে হবে, এমন সংযত হবে স্বাধীন [illegible] মানুষ অনুপুষ করতে হবে। আর আমাদের [illegible] সম্পূর্ণ, অর্থাৎ-শুধু ইংরেজ গবর্ণমেন্ট,—আমাদের শক্ত-শক্তির সম্মতি অবশ্য নেই। আর আমাদের তাদের শক্তির আভাস দিতে হবে, আমাদের অন্তর ভিত্তির উপর দাঁড়াতে হবে,—সেই সাধনার অবসানে কর্তৃত্ব হবে—যার নিয়মানের সঙ্গে মাল-ব্যবসায়ের সুষ্ঠু সৃষ্টি হয়।

স্বরাজ-সংগ্রামে লাভ করতে হলে আমাদের প্রাণের বৃত্তিগুলিকে জাগ্রত করতে হবে, আমার পূর্ণশক্তি দিয়ে আমাদের দেশে উঠতে হবে। ইংরেজের শক্তি দিয়ে আমাদের জীবনের সকল আশা মলিনতা দূর করে দেওয়া—সেই অত্যুচ্চভাবে সর্ব্বের প্রকাশ করতে পারবে। শুধু তাদের উদ্যোগ ও শক্তির প্রভাবে দিয়ে কোনো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান নির্ণয় করে বলা যায় না;—কেবল তাই এখানে যাবে ও অন্যায় অন্যায়, বিশ্বাসী ও দৌর্বল্য। উদ্যম, অধিকার দুর্বল ও অক্ষম যারা তাদের সম্বন্ধেও করতেই হয়। নিজে যে তারতেই শিক্ষার মূল্য দিয়ে দিয়ে বর্তমান প্রবল শত্রুর সঙ্গে উন্মুখ হয়ে থাকতে হয়। আজ আমাদের অন্ন-বস্ত্র, ধন-প্রাণ, জাতি-সমাজ সকল দেশের সঙ্গে সমান অধিকার চাই—এ হিসেবে নির্বাচন করতে হবে। অদূর্ভবে সমান হয়ে আজ আমরা পথের ভিখারী,—হলে—বনে—কোনদে আমাদের দেশের শাসনতন্ত্র হবে সবে, পরিপুষ্ট হয়ে যারা আজ আমাদেরই ঘরে বসার বসন দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে অবৈধভাবে ঘোষণা করে তাদের আক্রান্তকে চূর্ণ করতে হলে তাদের শোষণকে বিফল করতেই হবে। বাণিজ্যব্যাপারে এ দেশে এসে আমাদের অজ্ঞান ও দৈন্যের সুযোগ পেয়ে—ইংরেজ আমাদের প্রভু। কিন্তু আমাদের প্রতি অশোভিত ব্যবহার করা ইংরেজ সম্বন্ধে খুব সহজেই উচিত বিবেচনা করেছে। রাজশক্তি হচ্ছে আর্থিক বলের কথা;—যাতে প্রাণ হলে প্রভাব হবে অর্থনৈতিক;—বিশুদ্ধ সার্বভৌমত্বের স্পর্শ তার উৎসবাদে নষ্ট করতে পারে না। আর বিলাত বা ভারত সর্ব্বত্রই ইংরেজ-সাম্রাজ্যের কুটিল বণিক বা বণিকদের ইঙ্গিতে উঠছেন ও বসছেন। এদেশে যে রাজনীতি প্রবর্তিত হয়েছে, সে এই বণিক-সম্প্রদায়েরই চোরাবাজার করে। যে বণিক-সভার হাতের ক্রীড়া-পুতুলী হবে সম্রাট্ পর্যন্ত, তাদের বুদ্ধির বিরাট ঘটিতেই সব কারবারোদের আসলে। ইংরেজ-জাতির অধীনতার উপর শক্তি দুটি সম্প্রদায়, এ আমাদের ঐক্য নয়,—তারা তার স্বাধীনতাকে অবহেলার আবরণ কামনা করে নয়, নিজের নিজের কর্ম। অথচ যে দলকে অধ করে উচ্চ জাতি সমাজের মর্য্যাদা নষ্ট করেছে, স্বাধীনতা মানুষ, অথচ তার স্বাধীনতার অধিকার নেই, এরূপ অন্যায় কথা সকলে মাননী হয়েছে, তার মর্যাদা না হলে, ভারত, বিলাত বা জগত-কোথাও শান্তি হবে না। আমাদের দেশে এক নতুন দল কিছুদিন হল বলিতেছেন যাঁরা আবার সংশয় [illegible] থাকিলেও, এ দেশে স্বাধীনতা-লাভ হবে না। [illegible] সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করেন নাই। [illegible]দের এ কথা বুঝে তৌল করা উচিত যে

জগতে, [illegible], [illegible], আকাশের পানে তাকায় নেই, আজ ইংরাজ [illegible]। [illegible] ফরাসীযুদ্ধের সময়ে বিদ্- [illegible] [illegible] [illegible] আজ [illegible] আমাদের অন্তরে শ্রদ্ধা জাগে [illegible] [illegible] [illegible]—সে [illegible] কথা।

আজিও অন্ধকার, সেদিনের দুর্দিনের মহাত্মা গান্ধী আজ [illegible]—তাঁর তুলনা কিছু নেই। তিনি আজ আমাদের বিদেশী হয়ে অনুষ্ঠান [illegible] জীবন —[illegible] দিয়ে আমাদের জীবন [illegible] [illegible]। আজ বিদেশ প্রাসাদের আড়ালে বা [illegible] নয়—[illegible] [illegible] পূর্ণ [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible]—[illegible] [illegible] দিয়ে আমরা [illegible] দিয়ে [illegible] হব,—[illegible] আনন্দ, [illegible] দূর হবে, [illegible] আসবে। এদিকে মন না দিয়ে আমরা যদি নিশ্চিন্ত হয়ে শুধু বসে বসে, জাতি হবে কোন্ দুরবস্থাতে পতিত [illegible] নির্বাসন আসিবে যেদিন আত্মহত্যা হবে নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতক হব। আজ তাই আমাদের [illegible] বাধা বলবার কথা।

জাতির লক্ষ্য

[শ্রীনীহাররঞ্জন দাশ]

[illegible] পূর্ব্বে ভারতে স্বরাজ আন্দোলনের প্রথম উদয় হইল অসহযোগের নেতৃবর্গ বলিলেন—[illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] একযোগে বলিল আমাদিগকে স্বাধীন হইতে হইবে। আমরা আগে বুঝিতে পারিয়াছি, জাতিকে স্বরাজ উপলব্ধি করিতে না পারিলে জাতির উন্নতির কোনও আশা নাই। এই কথা অনেকদিনের মত সেদিন তেমন [illegible]। তাঁহারা ভুলাইলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনেই জগতের মুক্তি। অতএব পাশ্চাত্যের গ্রহণ নয়। যেহেতু ইহারা এই জাতিকে [illegible] জগতের মহাজাতির বাহিরে ও [illegible] পরে স্বাধীনতা-র জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন অবস্থায় জাতির লক্ষ্য বিভিন্ন। প্রাচীন ও নবীন জাতির লক্ষ্য এবং [illegible] জাতির লক্ষ্য এক হইতে পারে না। এইটি ভুলিয়া যাই বলিয়াই এত গোলযোগ উপস্থিত হয়। প্রত্যেক জাতিকে বিভিন্নভাবে বিচার করা যাইতে পারে। প্রত্যেক জাতির লক্ষ্য পৃথক। জাতির লক্ষ্য তিনটি এই।

১। প্রাথমিক লক্ষ্য
২। দ্বিতীয় লক্ষ্য
৩। চরম লক্ষ্য

জাতির চরম লক্ষ্য কি—এ বিষয়ই আমরা সর্ব্ব প্রথমে আলোচনা করিব। ইহা হইল—বিশ্বমানব-সমাজ জাতির হিত সাধন বা মানবের সার্ব্বজনিক (universal human purpose)—যাহা সব অসম্পূর্ণতা দূর করিয়া পূর্ণ মানবতার সৃষ্টি—সমস্ত মানবের বিভিন্ন সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিল্পের উন্নতি সাধন, মানবের আত্মাগুলির প্রসারতা বিধান। এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ মানসিক ইহাতে সন্দেহ নাই। এই লক্ষ্য দ্বারাই বিভিন্ন জাতি মানব [illegible] ও সীমাবদ্ধতা দূর হইয়া বিশ্ব জাতিতে (World-State) পরিণত হয়। কিন্তু, সর্ব্ব সর্ব্বদাই ইহাই জাতির উদ্দেশ্য বলিলে ভুল বলা হয়। Hegel এইখানেই ভুল করিয়াছিলেন—তিনি বলিয়াছিলেন—জাতির উদ্দেশ্য মানব জাতির প্রতি কর্ত্তব্য-পালন (morality) ব্যাপক অর্থে। অবশ্যই এই [illegible] উন্নতি-সাধন জাতির লক্ষ্য সন্দেহ নাই, এবং উহা চরম ও মহৎ লক্ষ্য। কিন্তু আর সমস্ত প্রথম দুই ধাপকে বাদ দিয়া একেবারে তৃতীয় ধাপে উঠিবার মত শক্তি কোন জাতির হয় নাই।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইতেছে জাতীয় আত্মা বা বিশিষ্টতাকে (popular or natinal genius) উপলব্ধি করা ও উহার বিকাশ সাধন এবং জাতীয় জীবনকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলা। জাতির এই লক্ষ্যকে সত্য করিয়া তুলিতে হইলে চাই স্বরাজ ও ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতা। অতএব জাতির আত্মার উপলব্ধি ও বিশ্ব-মানব-জাতির সৃষ্টি স্বরাজ ও ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতার উপর নির্ভর করিতেছে।

স্বরাজ ও ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতা—ইহাই হইল জাতির প্রথম লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে কি করিয়া? জাতি চৈতন্যকে জাগ্রত করিয়া। সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে যখন আকাঙ্ক্ষা জাগিবে—সেদিনই জাতীয় জাতির সৃষ্টি হইবে—যেদিন জনসাধারণ এই জাতির সৃষ্টি হইবে—তখনই জাতিতে স্বরাজলাভ ঘটিবে। [illegible] এই জাতি-চৈতন্য জাগিয়াছে বলিয়াই চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন—জাতি স্বরাজ চাইতেছি—এই national consciousness এর উপর জোর দিয়াই মহাত্মা বলিয়াছেন—স্বরাজ মানসিক অবস্থা। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের মনের মধ্যে স্বরাজ লাভ হইতে পারে, কিন্তু জাতিকে স্বরাজ পাইতে হইবে পূর্ণ সত্যে।

যে দিন জাতীয়-জীবনে আত্মার প্রতিষ্ঠা হইবে অর্থাৎ সেদিন এই যথা চৈতন্য জাগ্রত হইবে, সেদিন জাতির প্রকৃত চেষ্টা ও সংঘর্ষণ একই সংকল্প সাধনে নিয়োজিত-

হইবে সেদিন বাংলা দেশ আবার জীবনে জাগ্রত হইবে আর মানবত্বের পবিত্রতায় কোন প্রকার আঘাত উৎপাদন না করিয়া ধর্মে ও সমাজে ও জীবনের সকল বিভাগে উদারতা পূর্ণমাত্রায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অর্জন করাই তাহার লক্ষ্য হইবে।

যখন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করিতে কেহ আসিবে না, তখন মানুষের পূজা হইবে জাতির বাহিরে জেতা ও আর্য্য, কারণ সেদিন চিত্তবৃত্তির স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বলে সর্বতোভাবে উন্নতি লাভ করিয়া বিশেষ সমাজের কোনো আচার গ্রহণ করিবার তাহার দাবী অন্যায় হইবে না, তাহাকে বিশেষ সমাজে দেহবৃত্তি করিতে হইবে না, কেবল কৃপার পাত্র হইতে হইবে না। সেদিন সমাজে সমাজে প্রাণের আদান প্রদান সত্য হইয়া উঠিবে। মিলন সার্থক হইবে এবং জাতির বল হইবে।

স্বরাজ্য-সাধনা

(স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিভিন্ন দিক হইতে ভারতের মুক্তিমার্গ বহু। আবার শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি সকলই ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া। ভারতের মাটি আধ্যাত্মিকতার দিক, সেই মাটিতে পাশ্চাত্য রাজনীতি বীজ বপন করিলে তাহা অমৃতের পরিবর্তে বিষফল প্রসব করিবে। পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ভারতের ধর্মের হইলে সমাজের অনুকূলে অভ্যুত্থান নিশ্চিত। হিন্দুর রাজনৈতিক জগতে শ্রীকৃষ্ণ, অরবিন্দ বলিষ্ঠ। তিনি আধ্যাত্মিক সম্পদে, অমরশী হিন্দুই ধর্মবুদ্ধি ভারতের নেতা বা কর্ণধার হইবার উপযুক্ত। মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহ অহিংসার নীতি-প্রচারে সম্পূর্ণ নির্ভরতা তাঁহাকে বর্তমান ভারতের উপযুক্ত নেতা বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার প্রেম অতুল, ত্যাগ অসম। তিনি সমাজের উচ্চ শিখর হইতে নীচস্তরে নীচের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছেন। সকলের অস্পৃশ্য সহিত তাঁহার বন্ধু তাঁহার ভাই। তিনিই কেবল আধ্যাত্মিকের সুর ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া আসিয়াছেন কিন্তু বিবেকানন্দের মত জাতি জাগাইতেছেন তাহাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি, তাহারা জাগিলে ভারতের মঙ্গল, নিদ্রিত থাকিলে ভারতের সর্বনাশ। তাই "ছুৎমার্গ" (non-touchability) নামক তত্ত্ব কঠিন কুঠারে বিনাশ করা ভারতের মুক্তির অন্যতম উপায় বলিয়া তিনি আজ নির্দেশ করিয়াছেন। যে হিন্দু-ধর্ম সকল জীবকেই শিবজ্ঞান করিতে ঘোষণা করিতেছে—

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥"

সেই বর্ণহিন্দু উচ্চবর্ণের সম্প্রদায়ের সমাজ পতিতের সর্বদাই সব অস্পৃশ্য জাতি আজ অবহেলায় অনাচারে। অস্পৃশ্যদিগের পৈত্রিক ব্যবহারে বঞ্চিত হওয়ায় দেশ হিন্দু ধর্মের কোল হইতে বিতাড়িত হইয়া খৃষ্ট মিশনের আশ্রয় হইয়াছেন। হে ভারতের নবীন পূজারী, তোমার এই প্রাণহীন ব্রাহ্মণ্য বিগ্রহকে পুনরায় জাগ্রত করিতে হইবে। সমাজে দুর্নীতি, দুর্বলতা এবং বিলাস প্রভৃতি সমাজে তোমাদের ভাবিয়া তুলিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—ভারতের উদ্ধার হইতে কোন আশা নাই, সমস্ত ধর্মপ্রাণ ইন্দ্রিয়পরায়ণতার ভিতর সমস্ত শক্তি অপহৃত, নবীন ভারত এই শক্তি দেখা দিবে,—কৃষকের কুটীর, জেলের ঝুপড়ী, ভুনি-ওয়ালার উনানের পার্শ্ব হইতে পুনরায় উত্থিত হইবে, তাই তিনি এই দীনদের তুলিবার জন্য তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সে ভাবধারা সকলে সমানে অর্পিত, মহাত্মা গান্ধী তাহারই অসম্পূর্ণ কার্য্য লইয়া আজ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ। কে আছ যুবক, এই যুগ মহাপুরুষের উদ্দেশ্য কার্য্যে জন্য প্রচার করিতে সাহসী হও। কে আছ নিঃস্বার্থ যৌবনের সুখ সব ত্যাগ করিয়া অনাচারের আবর্জনা ঘরে আনিয়া দিবে। ইতরের জন্য অগণিত তোমার অন্তরে দুঃখ হয়, তুমি যে অমর, আত্মাই অসম্ভব শিবাজীর মত সকলকে জয় করিয়াছে, তুমি যে আত্মা, জগতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা তোমাকে নাশ করিতে পারে, এস নবীন, বর্তমান সাধনাকে জনসেবার সাধনা বলিয়া গ্রহণ কর, ইহার অল্প মাত্র অনুষ্ঠানও তোমাকে মহৎ ভয় হইতে ত্রাণ করিবে। গীতা বলিয়াছেন, স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

বর্তমান যুগের মহাত্মাজীর সাধনা ভারতবাসী এক নব ভাবের হিল্লোল তুলিয়াছে। সমস্ত দেশময় বহিয়া হিন্দুর জাতি এবং সমাজের মধ্যে শত শত ব্যক্তি আজ তাহাদের সহিত নিবিড়ভাবে আসিয়াছে। কোন যুগে অতীত উৎসবের মধ্যে বিবেকের যে বেদী পতিতাছিল বিবরের অভিমানে আজ তাহা অতীত হইতে নবীনরূপে হইয়া আজ বিপুল সাধনার নূতন বিদ্যমান। এই দুইটি জাতি ক্র

জাতি তত বারই পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সন্দেহপর হইয়া উভয় উভয়কে ভ্রূকুটী কুটিল শাসন করিয়াছে। আবালবৃদ্ধ বরং সকলেই কিন্তু এই দুই ভাই যে আপনার ভুলিয়া একই উদ্দেশ্য সাধনে কখনও পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইবে তাহা কেহ কোন দিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। কিন্তু মহাত্মাজীর প্রেম মন্ত্রে উভয়ে আবদ্ধ, বিবাদ যেন ভুলিয়া আজ দুই ভাই মায়ের দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান। এই মিলনকে চিরস্থায়ী—করিতে হইলে বিচ্ছেদের মূল কারণ যে অজ্ঞান অন্ধকার দিবালোকে তাহারই জীর্ণ বেদী ও বিদ্বেষ ঘুচিয়া ফেলিতে হইবে। নতুবা এইরূপ আশিক মিলন সব বিরোধের আমরণও অবসান নাই। মুসলমান বিদ্রোহী ভাই হিন্দুর মূর্ত্তি এবং বিগ্রহের অস্তিত্ব তাহাকে নষ্ট করিবার জন্য লালায়িত, হিন্দু পৌত্তলিক বলিয়া তাই মুসলমানের তীক্ষ্ণ অসি তাহার উষ্ণ শোণিত পানে উদ্যত। এক বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসক, অন্য একেশ্বরবাদী, এক—স্বাতন্ত্র্যবাদী অন্যের স্বভাব বড় প্রবল, এইরূপ আপাত বিরোধী স্বার্থ পরস্পর পরস্পরের সম্মিলন ক্ষেত্রে যে বিরাট অন্তরায়ের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাকে চূর্ণ করিতে হইলে উভয়ের ধর্ম্ম বিশ্বাসে ঐক্য স্থাপনা করিতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস, একমাত্র হিন্দুর বেদান্ত ধর্ম্মই এই আদর্শকে সত্য করিতে পারে। বেদান্তপ্রসূতই বেদান্তপ্রসূত জগতের সকল বিরোধ সকল অশান্তি নিবৃত্ত দূর করিয়া বহুর মধ্যে এক অদ্বৈত-দ্বৈতের মধ্যে এক সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম। বেদান্তবিদই একমাত্র বলিতে পারেন, 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' অদ্বৈতভাব প্রতিষ্ঠা দ্বারা জগতের সকল দ্বন্দ্ব নির্মূল করিবার জন্য শ্রীভগবান ভাগীরথী তীরে বিভিন্ন ধর্ম্মমতের সমন্বয় সাধন পূর্ব্বক একই চরম সত্যে উপনীত হইয়া আজ জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করিতেছেন—হিন্দুর ব্রহ্মই মুসলমানের আল্লা খ্রিষ্টানের god এক বোধের নির্দ্দেশ। তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত বিবেকানন্দ একদিন ঐ সত্যের বাণীই পৃথিবীর সর্ব্বত্র গাহিয়া বেড়াইতে ছিলেন। হিন্দু মুসলমানের দুই শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া একই উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত করিতে হইলে মহাত্মা গান্ধীকেও ধর্ম্মের এই নিগূঢ় তত্ত্ব অবলম্বন করিতে হইবে। আরব্ধ সিদ্ধি পূর্ব্বে কোন নির্দ্ধারণের জন্য ভারতত্যাগী তাঁহার বিরাট মহাত্মা সাধনার অন্তঃস্থলে কোনদিন অবসান হইয়া যাইবে তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই। হিন্দু মুসলমান উভয়ে যদি বাঁধিতে পারে একের আঘাতই অন্যের, একের ক্ষতিতেই অপর ক্ষতিগ্রস্ত, একের সুখ দুঃখেই অন্যের সুখ দুঃখ তবেই এই অসম্ভব কার্য্য সম্ভব হইতে পারে নতুবা, উহা চিরদিনই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। হে ভারত, ভুলিওনা তোমার রাজনীতি-অদ্বৈতবাদ, তোমার অস্ত্র সার্ব্বজনীন প্রেম, তোমার একাধিপত্য জগতের ধর্ম্ম-সিংহাসন। হে আর্য্য মনে রাখিও তুমি ঋষির সন্তান, ইহলোক হইতে পরলোকে তুমি অধিক বিশ্বাসী, বহির্জগত হইতে অন্তর্জগতের আবিষ্কার চেষ্টা তোমার সমধিক বলবতী। শান্তির অমোঘ সাধনা করিয়া তোমার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। ভয় নাই, পার্থসারথী তোমার সারথী। তাঁহার ভক্ত কখন বিনষ্ট হয় না। শ্রীভগবান অর্জ্জুনের নিকট সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন—

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

জাহাজে 'গান্ধী দিন'

ভারতের জাতীয় ইতিহাসে ১৮ই মার্চ এক পবিত্র স্মরণীয় দিন। এই দিবসে বর্ত্তমান ভারতের যুগপ্রবর্ত্তক মহাত্মা গান্ধীর দীর্ঘ ছয় বৎসরের জন্য কারাদণ্ড হয়। নিখিল ভারতীয় মহাসমিতির কার্য্যকরী সভা স্থির করিয়াছেন সেই পুণ্য দিবসের স্মৃতি রক্ষার্থে প্রতি ইংরাজী মাসের ১৮ই তারিখ মহাত্মাজীর দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিয়া দান ও ত্যাগের দ্বারা এই দিনটিকে পবিত্র বলিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিতে হইবে। এই নির্দ্দেশ অনুসারে ১৮ই এপ্রিল সর্ব্বপ্রথম গান্ধী দিন বলিয়া ঘোষিত হয়।

যাহারা চট্টগ্রামে প্রাদেশিক সম্মিলনীর বৈঠক হইতে জাহাজে করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন যুবক জাহাজে 'গান্ধীদিনে' তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া সম্মিলনীর সভানেত্রী শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর নিকট সে কথা উত্থাপন করিলেন, তিনিও তাহাতে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়া নিম্নলিখিত আবেদনটী লিখিয়া দিলেন—

"আজ এপ্রিল মাসের ১৮ই তারিখ। আজ মহাত্মা গান্ধীর কারাদণ্ডের স্মৃতির দিন। সেই পবিত্র স্মৃতি দেশবাসীর হৃদয়ে রক্ষিত রাখিবার জন্য নিখিল ভারতীয় মহাসভা নির্দ্দেশ দিয়াছেন প্রতি মাসের ১৮ই তারিখ তিলক স্বরাজ্যভাণ্ডারের সাহায্যের জন্য অতিবাহিত হইবে। আজ সকলে আপন আপন সামর্থ্য মত তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে দান করিয়া সেই পুণ্যস্মৃতি চির জাগরুক রাখুন। ইহাই আমার বিনীত নিবেদন।

নিবেদিকা
স্বাঃ—শ্রীবাসন্তী দেবী।

এই নিবেদন লইয়া দুই জন উৎসাহী কর্ম্মী যুবক জাহাজের সমস্ত আরোহীর নিকট তিলক স্বরাজ্যভাণ্ডারের জন্য অর্থ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন—ইহাতে তাঁহারা সহযোগী কি অসহযোগী, অথবা কংগ্রেসের লোক কি অন্য কোন দলী এমন কিছু তারতম্য করেন নাই। নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়াগণ তিলক স্বরাজ্যভাণ্ডারে অর্থ দান করিয়াছিলেন—

শ্রীযুত	যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১০৲
"	সুরেন্দ্রনাথ হালদার	৫৲
"	দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৲
"	যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত	১০৲
"	রাধানাথ ভট্টাচার্য্য	৪৲
"	সত্যেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত	১৲
"	নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য	১৲
"	অনন্তকুমার দাস	১৲
"	ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
"	দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
"	অখিলকুমার রায়	১৲
"	মহিম হালদার	২৲
"	কুমারকৃষ্ণ বসু	১০৲
"	রাধাবিনোদ চৌধুরী	১৲
"	বিজয়কুমার রায় চৌধুরী	১৲
"	সুরেশচন্দ্র চৌধুরী	১৲
"	সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত	১৲
"	শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়	১৲
"	হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল	২৲
"	অমরেশ কাঞ্জিলাল	১৲
"	ভূপতি গোস্বামী	১৲
"	অদ্বৈত বসু	১৲
"	হক রহমন্	৬৲
"	আব্দুল সোবান খাঁ	১৲
"	বি এন ব্যানার্জ্জি	১৲
"	এস্ এন বিদি	২৲
"	জে এন বিদি	১৲
"	যোগেশচন্দ্র চৌধুরী	২৲
"	অখিলবন্ধু দত্ত	১৲
"	নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৲

" রবীন্দ্রমোহন চৌধুরী	...	১৲
" কে সি দাস		৪৲
" এস এন বসু		২৲
" জনৈক বন্ধু		১৲
" দেবেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়		২৲
" জনৈক বন্ধু		৪৲
" সাহ আমজাদ চৌধুরী		১০৲
" অবিনাশ বিশ্বাস		৲
" ভুবন ও কেদার নাথ চৌধুরী	...	২৲
" বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৲
" বীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত	...	২৲
" নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	১৲
" দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...	৫৲
" নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	১৲
শ্রীমধু চট্টোপাধ্যায়	...	১৲
শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ চক্রবর্তী	—	২৲
" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৲
জনৈকা মহিলা	...	২৲
শ্রীমতী লীলা বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৪৲
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু	...	১০৲
" সুকুমার রঞ্জন দাশ	...	৪৲

প্রভৃতি—

এতদ্ব্যতীত ১০, ১০, ৵, আরেকেই দিয়াছিলেন। মোটের উপর ১১১ টাকা হয় আজ সংগৃহীত হইয়াছে। এই সামান্য টাকা উপলক্ষে ইহাই বেশ বোঝা যাইতেছে যে দেশের প্রাণে বিশেষ সাড়া পড়িয়াছে। জাতি ধর্ম সকলেই সংকল্পের কারণ একটাই বুঝিয়া আজকালকার অবস্থা দান করিয়াছে। সে দান অল্প হইলেও কিন্তু তাহার মূল্য নাই। দেশের সেবাতে আপন জাতীয় সম্বোধ, সেবাতে যে চেতনা প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাই আমাদের আত্মোন্নতির সূচনা। অতএব সকলেরই যে দেশের কার্যে সহায়তা করিবার এই একটা আগ্রহ জাগিয়াছে, তাহা নিঃস্বার্থতারই উপলব্ধি করা দিয়াছে আমাদের? কর্মচারীদের নিজ কর্তব্যাকার্যে সেবা প্রণোদিত কার্যে। তাঁহারা এই সংকল্পের কথা শুনিয়া নিজেদের মধ্য হইতে ১১৲ টাকা তুলিয়া আপনারাই দিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা দেশের কাজ যে জনসাধারণের কাজ এ ধারণা দেশবাসীর প্রাণে জাগিয়াছে, ইহাই আমাদের শান্তি—দিনে সংগ্রহকারীরা আত্মতৃপ্তিসহকারে বুঝিয়াছেন।

Printed at the Metcalfe Press,
10, Balaram Dey Street, Calcutta.

Printed and Published by—Dhirendra Chandra Mukhopadhya,
7, Bhabani charan Dutt Lane.

[illegible]

[illegible]

নূতন বই।

[illegible]

"THE SOU[illegible] THE
[illegible]—TRUMPET"

[illegible] of the Malaviya Conference including the dramatic [illegible] with the impre[illegible] P. C. Ray, Joseph Baptista and other leaders of India.]

Price—[illegible]

To be had of—INDIAN BOOK CLUB,
[illegible] Calcutta.

[illegible]

"[illegible]"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] তৈল।

[illegible]

জবাকুসুম তৈল

[illegible]

সি, কে, সেন

কোং লিমিটেড,

[illegible]

কলেরার মহৌষধ।

[illegible]

২৯ নং [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[illegible] সি চক্রবর্ত্তীর

কাঁসির চাক্তি ও নিব।

[illegible]

[illegible] সি, চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং
[illegible], কলিকাতা।

পাম্ পাস

(Pum-Pus)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PUM-PUS MFG. WORKS,
Belgachhia, Calcutta.

সর্বরোগহর পবিত্র—

“হিন্দু” মকরধ্বজ।

[illegible]

হিন্দু মেডিসিন—১০১ [illegible] রোড,—কলিকাতা।

[illegible]

[illegible]

কবিরাজ [illegible]

৫১নং রাজা [illegible] ষ্ট্রীট কলিকাতা

মোহন এণ্ড সন্স।

হারমোনিয়ম, [illegible] এবং [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] পত্র লিখুন।

[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible] ষ্ট্রীট মার্কেট, ও [illegible] রোড, কলিকাতা।

তাঁত ও তাহার সরঞ্জাম

সুলভ চান? বিস্তৃত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন। ম্যানেজার—

[illegible] লিমিটেড (খুলনা)

গলিত কুষ্ঠ ও ধবল বা শ্বেত কুষ্ঠ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ম্যানেজার—

ডাঃ পি, ব্যানার্জী

শ্রেষ্ঠ [illegible] ফার্মাসী

[illegible]

Latest dditions to our Stock :—

	Rs.	As.	Ps.
New Labour Movement in Great Britain—M. Bloomfield	8	8	6
Irish Labour Movement—W. P. Ryan	4	13	0
Labour in Ireland—T. Connoly	3	4	0
Socialist Movement in England Villiers	2	0	6
Womant and Labour—O. Schreiner	2	0	6
Industrial and Commercial History of England—Rogers	6	14	6
Japanese Empire—Dautremer	8	8	6
Evolution of Modern Germany Dawson	17	1	0
How England Saved China Macgowan	8	8	4

	Rs.	As.	Ps.
The National Being-A.E.	1	13	6
Home Rule Movement—Macdonagh	4	14	0
Sinn Fein-An Illumination	2	0	6
Sinn Fein & its Enemies	0	1	3
Amritsar & Our Duty-Horniman	0	13	6
India in England—H. Normanton	2	0	0
The Chirala Perala Tragedy	1	0	0
Life of Tilak—Athalye (Best book on the subjec)	3	8	0
Mr. Montagu's Failure	1	[illegible]	[illegible]
Lord Chelmsford's Viceroyalty	2	[illegible]	0
Meeting of East & West	3	[illegible]	0
Future of Indo-British Commonwealth—Col. Wedgwood	3	8	0
Tug of War—Gandhi	1	0	0

INDIAN BOOK CLUB—*College Street Market, Calcutta.*

বাংলার কথা

বার্ষিক মূল্য
৫ টাকা

সম্পাদিকা—শ্রীমতী বাসন্তী দেবী

নগদ মূল্য
[illegible] পয়সা

প্রথম ভাগ { কলিকাতা, শুক্রবার, ১২ই বৈশাখ, ১৩২[illegible] [illegible] ১৯২২ { [illegible] সংখ্যা

ভাববার কথা।

[[illegible]]

[illegible]

কারণ বিদেশী শাসনে ভারতের যে আদর্শ আত্মশাসনে তাহার আমূল পরিবর্তন হইয়া যাইবে। বিদেশী শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য স্বার্থ বজায় রাখা এবং সেই জন্য প্রজাদিগকে সকল প্রকারে দাস ও বশীভূত করিতে উহা চেষ্টা করিবে। কিন্তু স্বায়ত্তশাসনে প্রজার প্রকৃত স্বাধীন চিন্তা ও ধারণা আত্ম-সম্মান জ্ঞান ও আত্মনির্ভরশীলতা আবশ্যক; একটা পরিবর্তনের প্রয়োজন।

ভারতের আমরা সংস্কারের ফলে একেবারে বিদেশী আমলাতন্ত্রের পরিবর্তে ভারতীয় আমলাতন্ত্র পাইতে পারি; ইহার অধিক কিছুতেই নহে। ইহাতে পূর্বশাসনের সেই দোষগুলিই রহিয়া গেল, আত্মশাসনের প্রথম কথাই যে প্রজার কল্যাণে শাসকবর্গের প্রজার উপর বিশ্বাস, সে কথা উঠিতে নাই। কিংবা বস্তুতঃ বিদ্রোহের মানে অর্থ নহে, ইহার প্রকৃত অর্থ আমূল পরিবর্তন আনয়ন করা, তাহা আইনানুমোদিত অবলম্বনে কিছুতেই হইতে পারে। তবে ইতিহাসে শোণিতপাতের যে নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ যখনই কোনও পরাধীন জাতি আত্ম-প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করিয়াছে, তখনই শাসকসম্প্রদায় স্বত্বাধিকার আঘাতে প্রজার সেই ন্যায্য আকাঙ্ক্ষা নির্মূল করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদের একথা কখনও মনে হয় নাই, যখন অধিকাংশ প্রজাই একটা আমূল পরিবর্তনের জন্য উদ্গ্রীব তখন সে চেষ্টার বিরোধী না হইয়া প্রজার মনোবাসনা পূরণে সাহায্য করাই তাঁহাদের ধর্ম।

ভারতের শাসক সম্প্রদায় শাসনসংস্কারের নামে একটা দ্বৈত-শাসন স্থাপন করিয়াছেন। ইহার প্রকৃত মূল্য দ্বৈত-শাসনের মূল্যই। একজন ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন—Diarchy is merely bureaucracy painted white অর্থাৎ দ্বৈত শাসন আমলাতন্ত্রের শাসনই, কেবল প্রভেদ এই যে উহাতে একটু চাকচিক্য প্রদান হইয়াছে। কিন্তু আসলে উহা যতই রঙিন হউক না কেন, উহা প্রজার দুঃখ হরণ করিতে পারে নাই। কারণ প্রজারা কিছুতেই বোঝে যে স্বাধীনতার অর্থ শাসনক্ষমতা এবং সেই শাসনক্ষমতা এখনও দুইটা শাসকবর্গের হস্তে নিহিত রহিয়াছে। বাস্তবপক্ষে সংস্কারবাদীরা কিসের আশায় বুক? তাঁহারা কি বুঝেন না যে শাসননীতিতে আমলাতন্ত্রের হস্তে এখনও সকল ক্ষমতা, সে শাসননীতি কি যাহা সমস্ত জন অভাব দেশীয় মন্ত্রী সাহায্যে প্রজাবর্গের আত্মশাসনের উপযুক্ত করিয়া তুলিবে? উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীরা আত্মশাসন শিক্ষা দিবে? যাহাদের একমাত্র দ্বৈতশাসনে অচল বিশ্বাস, যাহাদের জাতিগত ও সমাজগত স্বার্থ শাসনকর্তৃত্বের সহিত জড়িত, যাহাদের বহুদিনের স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন, তাঁহারা কি তাঁহাদের শিক্ষা, স্বার্থ ও সংস্কার ভুলিয়া গিয়া স্বাধীনতার অগ্রদূত হইতে পারেন?

ভারতে দ্বৈতশাসনের যে নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহারই প্রথমে আলোচনা করা যাউক। দ্বৈতশাসনে অত্যাচার ও অবিচার বাড়িয়া গেল কেন? আমার মুসলিমদের উপর অস্বাভাবিক অত্যাচারে শাসকসম্প্রদায় যোগদান করিলেন কেন? সামান্য ঘর্ষণে তাঁহারা পরিণামী হইয়াছেন কেন? বাংলা, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে অকারণে গুলিবর্ষণ চলিল কেন? মার্শাল-ল এর এতগুলি অত্যাচার বিনা প্রতিবাদে সম্পন্ন করিলেন কেন? ইহাই কি আত্মশাসনের শিক্ষা? ইহাই যদি স্বাধীনতার পথ হয় তবে লোকে যেখানে গিয়া পৌঁছিবে সে নিশ্চয়ই আমাদের পরিচিত দেশ নহে। শাসনসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে রাউলাট আইনের প্রচলন হইল কেন? যখন ভারতবাসীরা ইউরোপীয় যুদ্ধে তাহাদের কর্তব্য ও রাজভক্তির পুরস্কারের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া বসিয়াছিল, তখন সহসা রাউলাট আইনের বলে তাহাদের মস্তকে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত আসিয়া পড়িল কেন? কারণ সংস্কারের ফলে পাছে আত্মশক্তির স্ফুর্তি হয়, এই ভয়ে শাসকসম্প্রদায় চারিদিকের আটঘাট বাঁধ করিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন।

ভারতে ইংরাজ শাসন যে জাতিবিদ্বেষ ও শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার পরিবর্তন শাসন-সংস্কারের দ্বারা সাধিত হয় নাই। ইংরাজেরা যখন এদেশে বণিক বেশে আসিয়া ক্রমশঃ দেশটা দখল করিয়া বসিলেন, তখন তাঁহাদের শাসনের উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য ছিল না, তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল তাঁহাদের ব্যবসায় ও যথাসম্ভব শোষণ। তাঁহাদের প্রজার হিতের অপেক্ষা নিজেদের লাভের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিলেন। হিন্দু মুসলমানের আচার ব্যবহার তাঁহারা দেখিলেন না, হিন্দু-মুসলমানের সংবাদ লইলেন না, পক্ষান্তরে প্রজার অধিকারগুলির দিকে অজ্ঞতাই রহিয়া গেল, ভূমিসংক্রান্ত বিধিব্যবস্থার কোন অনুসন্ধানই করিলেন না, ~~ফলে এই সকলই সমাজের ভিত্তি ও~~ জীবনের মূল। আত্মনির্ভরতার মূল ছিন্ন হইয়া গেল। বিদেশী শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল, দেশী শিল্প-বাণিজ্য অস্বাভাবিক উপায়ে নষ্ট করা হইল। দেশের অর্থ বাণিজ্যের স্রোতে বিদেশে বহিতে লাগিল, ভারত দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইতে লাগিল। ভারতের জাতীয় শিক্ষা নির্মূল হইল, বিদেশী শিক্ষায় ভারতের সর্বনাশ আসিয়া জুটিল।

সংস্কারের সাধ্য নাই যে ভারতের পূর্ব গৌরব ফিরাইয়া আনিতে সহায়তা করিতে পারে, সেই সাধন বিনা আত্মশাসন অসম্ভব। ভারতের বিশেষত্ব সেই ভূমির শিল্প এখন লুপ্ত। ইংরাজশাসনের পরিবর্তনের ফলে তাহা একেবারে ধ্বংসের পথে উপনীত হইয়াছে। সংস্কারের ফলে শিক্ষার কি পরিবর্তন হইয়াছে? যে জাতীয় শিক্ষা ব্যতীত জাতীয় জীবন গড়িয়া তোলা অসম্ভব, সেই জাতীয় শিক্ষার প্রচলন সংস্কারের ফলে কতটুকু হইয়াছে? ভারতের যে সার্বজনিক শিক্ষার অভাবে ভারতবাসী দুর্বল, সংস্কারের ফলে ভারতবাসী কি সেই শিক্ষালাভ করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হইয়াছে? শাসিতের বিবর্তনের পথে জাতি কতটুকু শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে?

সুতরাং ভারতবাসীর এখন এই কথা বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে যে শাসকের পরিবর্তন ভিন্ন ভারতের সর্বনাশের অন্ত নাই। কারণ অর্থনৈতিক পরিবর্তন না আসিলে প্রকৃত ভারতবাসীর

[illegible]

প্রাণের কথা

[শ্রীঊর্ম্মিলা দেবী

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মহাশয় মুখে দিতে পাচ্ছে, সে টাকাটা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে এস—এই সাত্ত্বিক সংযমে প্রবৃত্ত হও। স্বরাজ তোমার করতলগত।"

এই যে অহিংস অসহযোগ এটা একটা বড় সুন্দর, বড় পবিত্র জিনিষ। এমন সুন্দর যুদ্ধের কথা কেউ কখনও শুনেছেন কি? কারো কারো প্রতি হিংসা নেই, অস্ত্র শস্ত্র নেই, রক্তপাত নেই, কিন্তু একটা যুদ্ধ। শুধু ত্যাগ দ্বারা চেষ্টা দ্বারা নিজের চিত্তবলের বিজয় বাইরে ফুটিয়ে তুলতে হবে। মহাত্মা বলেন, তোমার মত নিজের দেশ মাতৃকাকে সকলে হাতে তুলে দিতে কুসুম নির্মাল্যের মত জীবন যৌবন ভক্তি, সেটা শেষ করে দিতে হবে।

আমাদের শুধু অভাব অন্ন ও বস্ত্রের। এ দেশের মাটিতে সোনা ফলে ব'লে একটা কথা আছে। যে দেশের মাটিতে সোনা ফলে সে দেশের লোক না খেয়ে মরে—এটা একটা মজার কথা নয় কি? আমাদের দেশে এখনও এত শস্য হয় যে দেশে খেয়ে থাকলে আমাদের দেড় বৎসরের খোরাক চলে। কিন্তু আমরা কি করি? প্রথমে তো ধানের বদলে পাট চাষ করি, তারপর যা শস্য হয় তাও বেশীর ভাগ বিদেশে রপ্তানি করি। তাতে ক'রে এ দেশের লাখে তিন ভাগ লোক না খেয়ে মরে, আর বিদেশে গিয়ে সেগুলো তাদের ঘোড়া গরুর পেট ভরায়, তাদের মদ তৈরীর উপাদান হয়। কাপাস আমরা চাষ করি, কিন্তু সেগুলো জলের দরে বিদেশের কাছে বিক্রি করে তার সুতো ও কাপড় তিন গুণ দাম দিয়ে কিনে নিই। তাই এ দেশের লোক পেট ভ'রে খেতে পায় না, প'রতে কাপড় পায় না।

তারপর বিদেশীর স্কুল না হ'লে আমাদের ছেলে মেয়ের শিক্ষা হয় না, বিদেশীর আদালত না হ'লে আমাদের ঝগড়া বিবাদ মেটে না। বিদেশীর স্কুলে পড়ে আমাদের মধ্যে এই হ'ল যে ছেলে মেয়েগুলি বিদেশী ভাবাপন্ন হয়ে যায়, নিজের দেশের আদর্শ কিছু পেলে না, নিজের জাতীয় গৌরব ভুলে যায়। তারপর বিদেশীর আফিসে চাকরী করে, লাথি ঝাঁটা খেয়ে খেয়ে আত্মসম্মানজ্ঞান চিরদিনের মত বিসর্জ্জন দেয়। বিদেশীর আদালতে ঝগড়া বিবাদ মেটাতে গিয়ে যতো কথা পারে বলি, জলের মত টাকা খরচ করি, তার উপর বিচারের পরিবর্তে অবিচারই বেশী পাই। তারপর বিদেশীর চাকরী করে এই লাভ হয় ভায়ে মারামারি করতে বাধ্য হই। এই একটা কথা ধ'রেই দেখুন না কেন? এ চাঁদপুরের অত্যাচারটা কে করেছিল? আমাদের দেশেরই একজন নয় কি? জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড কে করেছিল? অনেকে বল্বে "জেনারেল ডায়ার" কিন্তু আমরা অসহযোগীরা বল্ব,—"না তা না। ডায়ার হুকুম দিয়েছিল বটে, কিন্তু গুলিটা মেরেছিল আমাদের দেশী সেপাইরা।" তারা যদি সে সময় রুখে দাঁড়িয়ে বল্ত,—"না আমরা মারব না"—তবে ডায়ার কি করতে পারত? না হয় তাদের শাস্তিই হোত, না হয় তাদের প্রাণদণ্ডই হোত। তবু তারা ধর্মবুদ্ধিতে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে বলতে পারত "আমরা এ পাপের ভাগী হইনি!" অনেকে বলবেন "বিদেশীর চাকরী করে, হুকুম তামিল না ক'রে কি করে?" তাই আমরা তাদের বলি,—"কাজকি বাপু তোমার অমন চাকরীতে? যে চাকরীতে তোমার ভাইএর বুকে ছুরী বসাতে হবে, মা বোনের উপর অত্যাচার ক'রতে হবে—বিবেকটাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে হবে, সে চাকরি তুমি কর কেন? যে ব্যবসাতে ধর্মের নামে অধর্ম ক'রতে হবে, নিজের জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রতে হবে—অবিচারের সাহায্য ক'রতে হবে, সে চাকরী তুমি কর কেন? তার চেয়ে চাষবাস কর, বিলাসিতা ছাড়, চরকা কেটে কাপড় বুনে পর—মনের শান্তিতে থাক—পরকালের কথাও ভেবো ভাই।"

আমরা যদি দেশের শস্য দেশে রেখে দেশের অন্নের সংস্থান করি, ঘরে ঘরে চরকা চালিয়ে সুতো কেটে কাপড়ের সংস্থান করি, নিজেদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা নিজেরা করি, সালিসী ক'রে ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে ফেলি, সরকারী গোলামী ছেড়ে দিয়ে পাপের বোঝা হালকা করি, তবে আর আমাদের স্বরাজের বাকী থাকে কি? আমরা অন্যায়ের সঙ্গে সহযোগীতা ক'রব না, আর নিজের পায় নিজে দাঁড়াব। এই সোজা কথা—এই ত্যাগ স্বীকার—আর স্বরাজ লাভের যে সাধনা তারই নাম "অহিংস-অসহযোগ।"

আমাদের নিজেদের স্বরাজের ব্যবস্থা ক'রতে হ'লে, আমাদের সর্বপ্রথমে অন্ন ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে হয়। আপাততঃ আমাদের যে ভাবে চলছে তাতে এখন বস্ত্র সমস্যার সমাধান করতে পারলেই অন্ন সমস্যারও সমাধান হয়। যে দেশের লাখে তিন ভাগ লোক একবেলা পেট ভ'রে খেতে পায় না সে দেশ থেকে প্রত্যেক বৎসর ৬০ কোটি টাকা কাপড় ও সুতোর বাবদ বিদেশে চলে যায়। এই বিদেশী কাপড় কেনা বন্ধ ক'রতে পারলে এই টাকা দেশে থাকিবে, আর দেশের লোকের অন্ন কষ্ট দূর হয়। তারপর একটু চিন্তা ক'রলেই দেখতে পাওয়া যায় যে আমাদের পরাধীনতার, আমাদের দাসত্বের প্রধান নিদর্শন এই বিদেশী কাপড়। চার দিন না খেয়ে থাকা যায়, কিন্তু একদিন কাপড় না হ'লে চলে না। নারী জাতির প্রধান ভূষণ যে লজ্জা তা নিবারণ ক'রবার উপায় আজ বিদেশীর হাতে। এর চেয়ে লজ্জার, এর চেয়ে ক্ষোভের, এর চেয়ে অপমানের কথা যে আর কি হতে পারে তা ভেবে পাই না। বিগত যুদ্ধের সময় বাঙ্গালাতে এদেশের নারী জাতির যে কত দুর্গতি হয়েছে কত লোমহর্ষণ কাহিনী যে কানে এসেছে তা ভাবলে স্থির থাকা যায় না। তবু তো আমাদের চৈতন্য হয় না। সে সময় যদি আমার নিজের দেশের কাপড় থাকত তবে কি এত দুর্দ্দশা হোত? ভাবতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায় লজ্জায় মাথা হেঁট হয় যে আজ যদি ম্যাঞ্চেষ্টারের কল বন্ধ হয়ে যায়, তারা এদেশে কাপড় না পাঠায় তবে এই ভারতবর্ষের কোটী কোটী নর নারী একেবারে বিবস্ত্র। এর চেয়ে পরাধীনতা আর কি হতে পারে? যতক্ষণ না ভারতবর্ষের প্রত্যেক নর নারী আপন বস্ত্রের ব্যবস্থা করেন ততক্ষণ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রমজীবী-সমস্যা

[শ্রীপ্রবোধ [illegible]]

[illegible]

[illegible]

সবের সুখ বাড়াতে গিয়ে নিজেকে আত্মবলি দেয়। এই মনোভাব বিশেষ শিক্ষিত হবে। বিদ্যালয় থেকে সকলের সমান অধিকার—বিদ্যালয় থেকে জীবনে সকলের সমান সুযোগ পাওয়া দরকার। সেই জন্য আজ শিশুদের শিক্ষকদিগকে সাবধান হয়ে কাজ করতে হবে। ইংলণ্ডের শিক্ষকের যে স্বার্থ—সমাজের শিক্ষকের সে স্বার্থ নয়—এটা ক্রমশঃ বুঝতে হবে।

যাদের হাতে সমাজের কলকাঠি সমস্ত রয়েছে তারাই আজ অন্যের মত চোখ বুঁজে সব অত্যাচার সয়ে কেবল আপনার স্বার্থ টুকু উদ্ধারের জন্য নিজের জীবনের যা কিছু আছে সব ব্যয়িত করছে। এই সব শক্তির চোখ ফোটাতে হবে—সে যে কত বড় শক্তিমান তা দেখিয়ে দিতে হবে—তবেই শক্তির সাধনা আসবে। কৃষক সম্প্রদায়ের কথা বড়ভাবে বলবো। শ্রমিকদিগকে উচ্চ এবং সচেতন না করতে পারলে যে সমাজ হবে না—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। চটকল উকিল, ডাক্তার কেরানী আজ খাটলেই বা কি, আর করলেই বা কি। তারা তো সমাজের পরগাছা মাত্র middlemen যারা তাদের অস্তিত্ব অর্থনৈতিক দিকে সমাজের জীবনধারণের দরকার নাই। যারা প্রকৃত পক্ষে সমাজের ধন উৎপাদন করে তাদের কথা নিয়েই বাস্তবিক সমস্যা। কবি, দর্শন আর্ট সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যাঁরা সৃষ্টি কাজ করেন তাঁরা সমাজের শক্তি বহন ক'রেও আপাততঃ তাঁদের কথা বলবো না। চাষী, শ্রমজীবী প্রভৃতি যারা সমস্ত ধন উৎপাদন করে তাদের কথাই আমার আলোচ্য। তারাই সমাজ শরীরের অঙ্গ স্বরূপ।

মানুষের সব অভাব বাদ দিলেও—ভোজন এবং আচ্ছাদন না হলে তার চলে না। এই কথায় খাওয়া-পরার সংস্থান তাকে করতেই হবে। সুন্দর পোষাক সাহিত্য আর্ট কিংবা সাময়িক আমোদের জন্য যেন টেকিয়াও, সিনেমা পাওয়া না গেলেও সে বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু খাবার জিনিষ না থাকলে তার চলা অসম্ভব। কাপড়ের চেয়ে তার তার কাছে আদিম অবস্থায় বেশী প্রয়োজনীয় ছিল কিন্তু সভ্যতাবশে আজ সে এমন হয়েছে যে তার মাত্র খুদির না পেলেও চলতে পারে, কিন্তু কাপড় না হলে এক দণ্ড চলে না। আমরা মানুষের সামাজিক জীবনে পরিবারকে ভিত্তি করে খাওয়া-পরা দিয়ে আরম্ভক আলোচনা প্রথম শুরু করছি—তাই। প্রত্যেক পরিবারের খাদ্য উৎপাদনের উপযোগী জমি থাক দরকার। সে জমিতে পরিবার বা অন্য কোনও ব্যক্তি-বিশেষের অধিকার থাকিবে না। সমস্ত জমি জাতির সাধারণ সম্পত্তি, প্রত্যেক পরিবার জাতির অংশ স্বরূপ তার ভাগে দখলীকার। সমস্ত শ্রমিক সম্প্রদায়ের যারা এই জমি থেকে প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়া চালাবে না। তাদের চাষীর অতিরিক্ত উৎপাদন দিয়ে চেয়ে থাকতে হবে। সমাজ শরীরের সেবা করে একজন আর একজনের অভাব পূরণ করবে। সভ্যতার মাত্রা প্রয়োজন হিসাবে যত আবশ্যকীয় হবে, তত তত জাতি যা নিয়ে জাতির সঙ্গে ঐকান্তিক প্রয়োজনীয় বিষয়ে আদান প্রদান চলতে পারবে। প্রকৃতির সম্বন্ধে পৃথিবীর যে দেশ যে বস্তু ধনী সেই দেশ সেই বস্তুর অতিরিক্ত অংশ দিয়ে সমগ্র মানব জাতির অভাব পূরণ করবে। অন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যকে এই লেনদেন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তবেই বৈদেশিকের লোলুপ গ্রাস হতে মানুষকে রক্ষা করা যেতে পারবে। কিন্তু একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে যে, খাওয়া পরা বিষয়ে স্বাবলম্বন যেন প্রত্যেক জাতির বজায় থাকে। এজন্য ইংলণ্ডের মত দেশকে আবার চাষী হ'তে হবে। আর্থিক জীবনের এই মূল ভিত্তি ঠিক থাকলে যুদ্ধ বিগ্রহ কখন এদের সমাজকে টলাতে পারবে না।

এখন দেখা যুদ্ধ-বিগ্রহ চালকের লোক শিল্পবাণিজ্যের দোহাই দিয়ে দেশের মাথায় চ'ড়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করে, দেশের সর্বনাশ করে যুদ্ধ বিগ্রহ বাধায়, তাতে মারা যায় সাধারণ লোক, মরে শত শিক্ষিত ধন প্রাণ—কর্তারা মোটা রোজগারে পাহারা বজায় থাকেন, আর নির্ভয়ে সুখ ভুক্তি করেন। সমাজের শ্রমিক, কৃষক যারা আসল হয় এই সকল-যুদ্ধ বিগ্রহ চালাতে তাদের বাস্তবিক কোনই লাভ হয় না, অথচ অনিষ্টাংশের ভাগটাই সহ্য-সাপেক্ষ হয়ে থাকে বলি হয়। আর্থিক ও সামাজিক জীবনের বর্তমান অবস্থায় শ্রমিক স্বাধীন নাই, প্রতিবাদের ক্ষমতাও নাই। এই অবস্থা অবশ্য ঘুচাতেই হবে।

ভারতবর্ষে শ্রমিক সমস্যা খুব বেশী জটিল। Industrial town—এক জামশেদপুর ছাড়া বাংলা দেশের কাছাকাছি বড় একটা নেই। এই জামশেদপুর দেখলেই কিছু বেশ বুঝতে পারা যায়—কারখানা সহরের নৈতিক চরিত্র কেমন। সাধারণ মুটে মজুর শক্তি সেখানে অতি অল্প মূল্যেই বিক্রয় হয়। তাদের বাসস্থান, সামাজিক অবস্থা দেখলে কেমন মনে হয়, শ্রমিক মানুষের কত বড় পাপ। কোম্পানীর অংশীদারদের লাভ হ'তে পারে, কয়েকজন কর্মচারী সুখে থাকতে পারে, মানুষের আরামের জন্যে কারখানার উৎপন্ন জিনিষ নূতন কিছু দিতে পারে—কিন্তু হায়! কত পরিবারের যৌবন ছিন্ন ক'রে—কত বালক-বালিকা স্ত্রীলোকের সর্বনাশ ক'রে এই সব জিনিষ হচ্ছে, তার দাম কেউ খতিয়ে দেখে না। অন্ধ স্বার্থ বলো সব সমাজকে নিয়ে চলেছে—সমাজ দেবতা সেই মুখে হুঁকো হাত দিয়ে নির্বিকার হ'য়ে ব'সে আছেন।

কংগ্রেস নেতারা শ্রমিকদের সম্বন্ধে অনেক বলেছেন—কাজে কিন্তু এখনও কিছু হয় নি। রাজনৈতিক চালে শ্রমিকদলকে দাবা-ব'ড়ের মত ব্যবহার করা হয়েছে কেবলই বর্তমানে মুক্তি সুলভ নয়। তাদের সব অধিকার আদায়ে জাগা নিঃস্বার্থ লোককে প্রাণপণ খাটতে হবে। জীবনের নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী প্রভৃতির জন্য যৌথভাণ্ডার। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, ইউনিয়ন প্রভৃতি স্থাপন করতে হবে। খাটুনির সময় যাতে কমে যায়, মজুরী যাতে চাকরীর স্থায়িত্ব থাকে, সর্ববিধ সুবিধা হয় মিলকারখানার আংশিক লাভে অধিকারী হয়—এজন্যও সব সময়েই

[illegible] হবে। [illegible] অবস্থায় [illegible] দেশের লোকের মুক্তি [illegible] ... [illegible] আবশ্যক। [illegible] একটী [illegible] করিতে হবে [illegible] একটী [illegible] কাজ করিতে হবে। এই ভাবে [illegible] অসহযোগের [illegible] নাই। [illegible] অসহযোগের [illegible] [illegible] কর্ত্তব্য [illegible] অতি একটী [illegible] চাই।

অসহযোগিতা বা নন্‌কো-অপারেশন।

[অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী]

[illegible] সত্যাগ্রহ, সহযোগিতা বর্জ্জন প্রভৃতি [illegible] আন্দোলনে এ দেশের অবস্থার উন্নতিসাধন [illegible] করিতেছেন না। [illegible] স্বার্থ ও [illegible] একটা [illegible] চাই; সেটা [illegible] হইলেই [illegible] হয়; কিন্তু অবস্থাক্রমে এদেশে সেই জিনিষটা [illegible] স্থাপিত না হওয়ায় সহযোগিতাবর্জ্জনরূপ [illegible] আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এই আপাতবৈষম্য [illegible] হইবার কারণ নাই। বিষয়টা [illegible] রাজা ও প্রজার স্বার্থ এক হইলে পরস্পরের মধ্যে অসহযোগিতা ও [illegible] [illegible] হইত। কিন্তু এ দেশের [illegible] শাসনপ্রণালীর [illegible] ফলেই [illegible] স্বার্থ এক নহে, অনেক সময়ে [illegible] প্রজার স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে [illegible] শাসনের [illegible] হয় বটে কিন্তু [illegible] না। [illegible] বলেন [illegible] হইতে [illegible] সম্পূর্ণ সহযোগিতার [illegible] অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে; ফলে কিন্তু তাহাদিগের অবস্থা হীন হইতে হীনতর হইয়াছে—উন্নত হইবার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। সহযোগিতাবর্জ্জন[illegible] নেতা মহাত্মা গান্ধি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি [illegible] গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করিয়াছেন কিন্তু এখন তিনি সেই গভর্ণমেণ্টের উপর আস্থা হারাইয়াছেন। [illegible] এখন তিনি আর সেই শয়তানি (Satanic) গভর্ণমেণ্টের [illegible] করিতে পারিতেছেন না। [illegible] মহাত্মাজী [illegible] সেই গভর্ণমেণ্টের সংস্কার বা [illegible] করিতে [illegible] হইয়াছেন। নূতন শাসনসংস্কার-পদ্ধতির প্রবর্ত্তনকালে এই সহযোগ ও অসহযোগ [illegible] আন্দোলন [illegible] প্রচারিত ও [illegible] হইয়াছে। সহযোগিতাবর্জ্জন [illegible]

না হইয়া নিজের পায়ে [illegible] হইয়াছেন। [illegible] ইহা [illegible] কথা। [illegible] নেতারা [illegible]—না, সহযোগিতা [illegible] নূতন শাসনসংস্কারপদ্ধতির ফলে দেশে [illegible] শাসন [illegible] হইবে এবং [illegible] [illegible] আর সীমা থাকিবে না।

[illegible] ইংরাজিতে এই যে [illegible] প্রতিষ [illegible] ফলে [illegible] ক্ষতি হইয়াছে [illegible] হইয়াছে এবং [illegible] [illegible] হইয়াছে [illegible] [illegible] হইতে [illegible] না হইলে [illegible] সন্দেহ নাই এবং দেশের [illegible] হইতে [illegible]। কিন্তু [illegible] বুদ্ধি পায়। [illegible] যদি [illegible] শিক্ষিত লোক [illegible] অশিক্ষিতদের দেশের কথা [illegible] করিয়া [illegible] তবে [illegible] পারে। কিন্তু এদেশে শিক্ষিত অশিক্ষিতের [illegible] নাই; [illegible] একটা মিলন না [illegible] শিক্ষা [illegible] যায়। ([illegible] ১২৮ [illegible]) [illegible] আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে লোকশিক্ষার আয়োজন আছে এবং যথার্থ লোকমত গঠনের [illegible] আছে বলিয়া একটু আশা হয় যে এই আন্দোলন [illegible] [illegible] কাজ করিবেই চলিবে।

[illegible] এই লোকশিক্ষার আয়োজন [illegible] [illegible] বাকারগেও, [illegible] কথা সকল [illegible] প্রচারিত হয় কিনা সন্দেহ।

একটী কথায় আমাদিগের [illegible] ঘটনা [illegible]। ঢাকা ও বরিশাল প্রভৃতি স্থানে এবং [illegible] অসহযোগের এক [illegible] হইয়াছেন।

anti-Non-co-operation movement করিবার জন্য রাজপুরুষগণ বা তাঁহাদের পক্ষাবলম্বী অনেকে সচেষ্ট হইয়া রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য যে কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এদিকে Non-cooperation এর উদ্দেশ্য বা কর্ম্ম কি তাহার সম্বন্ধে আর দুই মত থাকিতে পারে না। মহাত্মা গান্ধি অল্প দিন পূর্ব্বে বাংলা পরিভ্রমণ করিয়া উত্তর ও পশ্চিমে যাইবার প্রাক্কালে বেলিয়াঘাটায় যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি স্পষ্টাক্ষরে অসহযোগবাদী দিগের তিনটী কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—

মহাত্মাজী মাদ্রাজ অভিভাষণে দিয়াও এই কথার [illegible] পুনরুক্তি করিয়াছেন।

(১) 'স্বদেশী' গ্রহণ; (২) নিরুপদ্রব-ভাব বজায় রাখা এবং (৩) হিন্দুমুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপন। ("To adopt the Swadeshi cult, to preserve the non violent nature in their propaganda work and to strivefor the Hindu Musalman Unity) এই যদি non-co-opration এর মূল মন্ত্র ও কার্য্যক্রম মূল কথা হয় তবে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে anti non-co-operation নামক আর এক আন্দোলনের কি উপযোগিতা আছে, তাহা বুঝিতে পারি না।

মানুষ মাত্রেই [illegible]। দ্বিতীয়তঃ এক মুঠা খাইতে পায় এবং আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া বা অপরের অত্যাচারে উৎপীড়িত না হইয়া থাকে,—এইটী সকলেই চায়। আর সকল বিবাদবিসম্বাদ দূর করিয়া যাহাতে দেশ আবার স্বরাজ অধিকার সকলেই পাইতে চায়। এই প্রাণাকাঙ্ক্ষার সমস্যা আজকাল আমাদের দেশে সর্ব্বত্র উৎকট হউক না কেন এই সব কারণ ভারতবর্ষে ইহা একটা সত্য মীমাংসিত সমস্যা বলিয়া পূর্ব্বকালে কখনই বিবেচিত হয় নাই। কিন্তু কালের কুটিল গতিতে এই সমস্যার সমাধান আমাদিগের একমাত্র চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছে। অন্নবস্ত্রের জন্য কোন কালেই এদেশের লোককে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই। কারণ এই দুই বিষয়ে দেশবাসীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং খুব বিস্তারিত ছিল। কিন্তু এখন এদেশে অন্নবস্ত্রের সমস্যা ও অভাবনীয় রূপে এইরূপ উঠিয়াছে যে আমাদিগের পরাধীনতা উপস্থিত কালেই এই দুইটী বিষয়েই প্রথম মাত্রা অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছে। পরাধীন থাকিয়াছে। পরাধীন জাতীর এবং দেশবাসীর সমস্যা নিবারণ হইবার উপায় নাই; এমনকি এদেশের উৎপন্ন শস্যও এদেশের লোক আর নিজেদের পক্ষে প্রচুর নহে বলিয়া প্রায়ই হাহাকার উঠিয়া থাকে। মানুষের জীবন ধারণের প্রধান উপাদান এই দুইটী অন্ন বস্ত্র—যদি অন্যত্র হইতে [illegible] কি প্রকারে হইতে পারে? আর লোকে কিরূপে [illegible] কি প্রকারে বাণিজ্য করিয়া থাকিতে পারে?

আমার মনে হয় অসহযোগবাদীরা এই দুইটী প্রবৃত্তি উদ্রেক করাই প্রাণপণে যত্নবান হইয়াছেন। দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতিতে অন্ন সমস্যার এবং 'চরকা' প্রভৃতির প্রবর্ত্তন দ্বারা বস্ত্র সমস্যার সমাধানে তাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন। তাই অনেকে অন্নবস্ত্র এখন অধিকতর চিন্তার বিষয় হইয়াছে। কারণ আমরা এখন একেবারে পরের হাতে গিয়া পড়িয়াছি, সেইটাকে আবার নিজের হাতে লইবার চেষ্টা হইতেছে; তাই ঘরে ঘরে চরকার প্রচলন উপস্থিত হইয়াছে।

আর একটী গুরুতর কথা ভাবিবার আছে। এই স্বদেশী আন্দোলন বা অসহযোগিতা বর্জ্জনের মূলে যে উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক বিচার আছে, তাহাই ইহার আলোচ্য ও মুখ্য উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে কথিত অন্ন ও বস্ত্র সমস্যার সমাধান তাহার অন্যতম একটী অঙ্গ মাত্র। এই অর্থনৈতিকতার বিচারে [illegible] আমরা অন্য হারাইয়াছি; প্রায় ১০০ শত বৎসর পূর্ব্বে [illegible] প্রভৃতির [illegible] উদ্বুদ্ধ হইয়া আমাদিগের নিজ দৃষ্টিতে যে ধারা শিখাইয়াছিল, তাহার ফলে আমরা লোকাচারে দেশের অবস্থাটা এক নূতন ভাবে দেখিয়াছিলাম। তাহা সত্ত্বেও নিজেদের [illegible] উন্নতি করিয়া আমাদিগকে একেবারে উন্নত করিবার পূর্ব্বে বৈদেশিকদের জন্য বেগ পাইতে হয় নাই। সেই সময়ে তাঁহাদিগের দেশে যে স্বদেশী আন্দোলন হইয়াছিল তাহা আমাদিগের ও শিক্ষার বিষয়। ইংরাজও সেকালে যত সহজে এদেশের মসলিন বস্ত্র ছাড়িয়া দেশের প্রস্তুত বস্ত্র জাতীয় পোষাক ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়েন নাই। কত কঠিন ও কঠোর ব্যবস্থার ফলে তাঁহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছিল ইতিহাস তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছে। আমরা পরের ১০ বৎসরের কথা বলিয়া সংক্ষিপ্ত বিষয়ে পরিসমাপ্তি করিলাম; কাজেই সেই সকল কথার বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

(ক্রমশঃ)

Printed at the Metcalfe Press,
79, Balaram Dey Street, Calcutta.

Printed and Published by—Dhirendra Chandra Mukhopadhya
7, Bhabani charan Dutt Lane.

"বাঙ্গলার কথা"

বার্ষিক মূল্য—৪॥ টাকা, ষাণ্মাসিক—২।০ টাকা।
মফঃস্বলে এজেন্ট হইবার জন্য নিম্ন পত্র লিখুন।
ভিঃ পিঃ তে কাগজ পাঠান হয় না।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের নূতন গ্রন্থ

[illegible] কথা ৸০
কারাগারের কথা ... ... যন্ত্রস্থ

"THE SOUNDING OF THE TRUCE—TRUMPET"

[Being an exhaustive account of the Malaviya Conference including the dramatic exit of Sir. Sankaran Nair, with the impressions of Mahatma Gandhi, Sir P. C. Ray, Joseph Baptista and other leaders of India]

Price—8 as.

To be had of—INDIAN BOOK CLUB,
College Street MARKET, Calcutta.

নচ দৈবাৎ পরম বলম্।

"দৈববল"

রেজিষ্টার্ড।

"অস্ত্রের ও অস্ত্রশিক্ষের বেদনা নাশ ও [illegible] জন্য শূল, পিত্তশূল, ক্রিমিশূল, পেটের মধ্যে চাকা হইয়া বেদনার [illegible] উপশমে দৈববলপ্রাপ্ত মহৌষধ [illegible] ব্যবহারে নিশ্চয় আরোগ্য ২।০ সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময় হইবে। প্রত্যেক [illegible] মূল্য ৸০ আনা ডাক মাশুল ।/০ সত্বর এজেন্ট আবশ্যক।

ডাক:—কলিকাতা।
৪৪নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট
৩৬নং [illegible] ষ্ট্রীট।
নিমতলা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীহিরণ্ময় লাল বসু
দৈববল কার্য্যালয়।
যশোহর।

দাস এণ্ড সন্সের
শিরঃপীড়ার তৈল।

মূল্য কেবল [illegible] মূল্য কেবল [illegible]

এই তৈল মালিশ করিলে বাত, [illegible], [illegible], শিরোরোগ, [illegible] ও বুকে [illegible] আরোগ্য হইবেই হইবে [illegible] মূল্য [illegible] দিন।
১০ [illegible] —ডাক মাশুল আলাদা।
[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট—
[illegible] —ভিক্টোরিয়া ফার্ম্মেসি,
[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়, শিরোরোগের মহৌষধ। মূল্য ১ শিশি এক টাকা, ৩ শিশি আড়াই টাকা, এক ডজনের ৯।০ টাকা, এক গ্রোস ১০৮৲ একশত আট টাকা। [illegible] ৩৷০ টাকা [illegible] আনা।

সি, কে, সেন
কোং লিমিটেড

কলেরার মহৌষধ।
প্রতি শিশি—১০ আনা।
২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইউ সি চক্রবর্ত্তীর
কালির চাকতি ও নিব।

পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল এবং স্থায়ী। [illegible] নিচে [illegible] না [illegible] বিলাতে সংবাদপত্র সমূহে উচ্চ প্রশংসিত।

প্রতি চাকতিতে এক আউন্স [illegible] মূল্য—[illegible] ১০ আনা। [illegible] প্রতি গ্রোস [illegible] আনা। [illegible] প্রতি গ্রোস ১৷০ আনা। [illegible] এবং [illegible] প্রতি গ্রোস ২৲ টাকা। [illegible] নিব) [illegible] প্রতি গ্রোস ১২ টাকা।

[illegible] নমুনা পাইবেন।

ইউ, সি, চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং
হাটখোলা, কলিকাতা।

পাম্‌-পাস্
Pum-Pus)

শিরঃ [illegible]।

[illegible] নূতন প্রথম।

পাম্‌-পাস্—আধুনিক [illegible] বৈজ্ঞানিক [illegible] আবিষ্কার।

পাম্‌-পাস—[illegible] এ [illegible] সর্ব্বপ্রকার [illegible] তৈলের [illegible] ও [illegible]।

একবার [illegible] বিদেশীয় [illegible] ও মজবুত হইতে পারে।

পাম্‌-পাস্—[illegible] বাঙ্গালীর [illegible] মূল্য [illegible] লিখুন।

PUM-PUS MFG. WORKS,
Belgachhia, Calcutta,

সর্ববরোগহর পবিত্র—

"হিন্দু" মকরধ্বজ।

বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, প্লেগ, কলেরা প্রভৃতি সর্বপ্রকার মহামারী রোগের অব্যর্থ প্রতিষেধক মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহস্থের আবশ্যক। ৮ মাত্রা ২্ টাকা। পত্র লিখিলে সহরে বিনামূল্যে [illegible] দেওয়া হয়। অধ্যাপক কবিরাজ—শ্রীরামানন্দ রায়, আয়ুর্বেদ বিশারদ মহাশয় রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

হিন্দু মেডিসিন—১০৭ হারিসন রোড—কলিকাতা।

শ্বাসারি

বৃদ্ধ, শিশু, স্ত্রী, পুং, প্রকার প্রবীণ চিকিৎসক, কবিরাজ শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র [illegible] কাব্যভূষণের ১—হাঁপানিরোগের অব্যর্থ ঔষধ। এক মাত্রা সেবনে হাঁপানির টান কষ্ট মন্ত্রশক্তির ন্যায় দূর হয়। সর্ববিধ পুরাতন ও নূতন হাঁপকাশের ইহাই মহৌষধ। ১ শিশি ১।০ মাঃ।৵০। কাশ, যক্ষ্মা, অর্শ ও সর্ববিধ জটিল রোগের অবস্থা লিখিলে বা দেখাইলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ শর্মা-কবিরত্ন।
[illegible] মনোহরদাস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ঘোষ এণ্ড সন্স।

জুয়েলার্স, ওয়াচ মেকার এণ্ড অপটিসিয়ান্স

আধুনিক ফ্যাশনের অনুকরণে নানাপ্রকার সকল প্রকার গহনাপত্র সুন্দররূপে তৈয়ারি করা হয়। নেকলেস ব্রেসলেট, ইয়ারিং, কার্নফুল, বোতাম, সেফটিপিন প্রভৃতি সর্বদা বিক্রয়ার্থ মজুদ থাকে।

অর্ডারী ও পছন্দমত সোনার কাজ উত্তমরূপে হইয়া থাকে।

সকল রকম ঘড়ী ও আসল ব্রেজিল পাথরের চশমা বিক্রেতা।

ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।
১৬।১ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ও হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

তাঁত ও তাহার সরঞ্জাম

কিনতে চান? বিস্তৃত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন। ম্যানেজার—
খুলনা টেক্সি কোং লিমিটেড (খুলনা)

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান

[illegible]
আয়ুর্বেদ [illegible]

গলিত কুষ্ঠ ও ধবল বা শ্বেত কুষ্ঠ

রোগের অব্যর্থ একমাত্র মহৌষধ যে, কোন কারণের ও যত কঠিন হউক নিশ্চয় আরোগ্য হইবে কখন ব্যর্থ হইবে না। আমাদের এই ঔষধে কুষ্ঠ রোগ [illegible] নিরাময় হইবে। গলিত কুষ্ঠরোগের ঔষধ [illegible] মূল্য কম করা হইয়াছে। [illegible] "[illegible] অমৃতবিন্দু" মূল্য ১২ টাকা এক মাসের ব্যবহারের উপযোগী।

ধবল রোগের ঔষধের নাম "মেডিসিন্ কম্পাউণ্ড" মূল্য ৮্ টাকা এক মাসের ব্যবহার উপযোগী। কুষ্ঠ রোগের ইতিবৃত্ত-চিকিৎসা-বিজ্ঞান [illegible] জানিবার বিষয় সম্বলিত (ইতিমধ্যে পুস্তক থেরাপিউটিক্‌স অবলম্বনে) মূল্য ৵০ দুই আনা [illegible] স্থলে আমাদের চিকিৎসালয়ে আসিলে বিনাব্যয়ে চিকিৎসা করা হয়।

অক্ষম গরীব লোককে পথ্যাদিও দেওয়া হয়। স্থানাভাবে এখানে থাকিতে হইলে নিজেকে স্থান যোগাড় করিয়া লইতে হয়।

ব্যবস্থাপক—
ডাঃ পি, ব্যানার্জ্জী
গ্রেট বেঙ্গল ফার্ম্মাসী,
মিহিজাম ই, আই, আর।

Latest Additions to our Stock :—

	Rs.	As.	Ps.
New Labour Movement in Great Britain—M. Bloomfield	8	8	6
Irish Labour Movement—W. P. Ryan	4	13	0
Labour in Ireland—T. Connoly	3	4	0
Socialist Movement in England Villiers	2	0	6
Womant and Labour—O. Schreiner	2	0	6
Industrial and Commercial History of England—Rogers	6	14	6
Japanese Empire-Dautremer	8	8	6
Evolution of Modern Germany Dawson	17	1	0
How ngland Saved China Macgowan	8	8	6

	Rs.	As.	Ps.
The National Being-A.E.	1	13	6
Home Rule Movement—Macdonagh	4	14	0
Sinn Fein-An illumination	2	0	6
Sinn Fein & its Enemies	0	1	
Amritsar & Our Duty-Horniman	2	13	6
India in England—H. Normanton	2	0	0
The Chirala Perala Tragedy	1	0	0
Life of Tilak—Athalye (Best book on the subject)	3	8	0
Mr. Montagu's Failure	1	8	
Lord Chelmsford's Viceroyalty	1	0	
Meeting of East & West	2	0	0
Future of Indo-British Commonwealth—Col. Wedgwood	3	8	0
Tug of War Gandhi	1	0	0

INDIAN BOOK CLUB—*College Street Market, Calcutta.*